[চতুঃষষ্টিতম সহস্র]

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

(বাটীর অভিভাবক, প্রচারক, পরিব্রাজক, ছাত্র, ও নবশিক্ষার্থীর ব্যবহারার্থ)

দশম সংস্করণ

"ভেষজবিধান"-প্রণেতা দ্বারা

পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত, ও পুনর্লিখিত।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩২৬।

[মূল্য সাত সিকা মাত্র।]

মুদ্রাঙ্কন।	সাল	পুস্তক সংখ্যা।
প্রথম	...	১,০০০।
দ্বিতীয়	১৩০৮	২,০০০।
তৃতীয়	১৩০৯	২,০০০।
চতুর্থ	১৩১১	৩,০০০।
পঞ্চম	১৩১৩	৫,০০০।
ষষ্ঠ	১৩১৫	১০,০০০।
সপ্তম	১৩১৯	৫,০০০।
অষ্টম	১৩২০	১২,০০০।
নবম	১৩২৩	১২,০০০।
দশম	১৩২৬	১২,০০০।
	সমষ্টি	৬৪,০০০।

PRINTED BY N. C. SEN, AT THE SAKHA PRESS,
34, MUSSULMANPARA LANE, CALCUTTA.

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কিঞ্চিন্নূন আড়াই বৎসর কাল মধ্যে নবম মুদ্রাঙ্কনের দ্বাদশ সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় দশম সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। এবারও গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংস্কৃত ও নিম্ন-লিখিত ১২টি পীড়া পুনর্লিখিত এবং ৪৮টি রোগ-প্রবন্ধাদি সংযোজিত হইয়াছে :—

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর, সন্নিপাত-বিকার, বাত, গ্রন্থিবাত, শিরোঘূর্ণন, চক্ষুরোগ, অজীর্ণ রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বহুব্যাপক সর্দ্দি, ও রতিজ পীড়াচতুষ্টয় *—এই দ্বাদশটি রোগাধ্যায় আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত হইয়াছে; এবং মোহ-জ্বর, পৌনঃপুনিক জ্বর, সর্দ্দি-জ্বর, মস্তিষ্ক-কশেরু-জ্বর, পেশীবাত, স্কন্ধবাত, পার্শ্ব বাত, কটি-পেশী বাত, কটি-স্নায়ু বাত, পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ, আব, পেশীর ক্রমবর্দ্ধিত শীর্ণতা, চক্ষে কালশিরা পড়া, চক্ষুর পাতা ঝুলে পড়া, বর্ণান্ধতা, চক্ষুরোগের কয়েকটি উপসর্গ ও চিকিৎসা, কাণে বাথা, হৃৎপিণ্ডের বাত, অণ্ড-লাল মূত্র, মূত্রশূল, মূত্রাশয়-প্রদাহ, রক্তপ্রস্রাব, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নাড়ী, নাড়ী ও উহার বিবিধ অবস্থা, সুস্থ ও রুগ্ন নাড়ীর লক্ষণ, নাড়ীর বিবিধ অবস্থা-জ্ঞাপক রোগ ও চিকিৎসা, ধমনীচয়ের রোগ ও ঔষধ, সমব-রোধন, নাড়ী-স্পন্দন অনুসারে ঔষধ বিধান, আনর্ত্তন, একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ কম্পন, নিস্পন্দ বায়ুরোগ, মূত্রাধিক্য, মূত্ররোধ-বিকার, মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, মুখশায়ীগ্রন্থি-প্রদাহ, মুক্তত্বক-প্রদাহ, পুরাতন সর্দ্দি,

---

* গৃহ চিকিৎসোপযোগী "উপদংশ" ও "প্রমেহ" রোগ অনুচ্ছেদগুলি পুনর্লিখিত হওয়ায়, পূর্ব্ব সংস্করণাপেক্ষা এবার রতিজরোগাধ্যায় ৪২ পৃষ্ঠা কমিয়াছে; এবং তৎস্থলে আবশ্যকীয় অপর কয়েকটি রোগের বিবরণ ও চিকিৎসাদি নূতন লিখিত হইল। রতিজ পীড়ার বিস্তৃত বিবরণাদি জানিতে হইলে আমাদের প্রকাশিত "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন।

তরুণ শ্বরযন্ত্র-প্রদাহ, পুরাতন শ্বরযন্ত্র-প্রদাহ, সদ্যোজাত শিশুর মল মূত্র ত্যাগ না হওয়া, শিশু-গাত্রে "মাসি পিসি" উঠা, শিশু-ডিফ্‌থিরিয়া, ("আকস্মিক দুর্ঘটনা," অধ্যায়ে পাঁচটি প্রবন্ধ, যথা :—) কাটা-অঙ্গ হইতে রক্ত পড়া, শিরা ও ধমনী কাটিয়া রক্ত পড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া, মস্তিষ্ক-বিকম্পন, প্রবল উপঘাত—এই **আটচল্লিশটি** প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।

অধিকন্তু, কয়েকজন বিজ্ঞ গৃহস্থ মহাশয়ের আগ্রহে চতুর্থ পরিচ্ছেদে "**ভেষজ-শক্তি** (drug-potency) ও **ভেষজ ক্রিয়া-স্থিতিকাল** (duration of drug-action) সম্বলিত গ্রন্থোক্ত ঔষধ-তালিকা" এবং "**ভেষজসম্বন্ধ-তথ্য** (drug-relation-ship)" নামক দুইটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল। শেষোক্ত অধ্যায়টির সাহায্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অধুনা-প্রচলিত অযথা-প্রয়োগ নিবারিত হইবে, এরূপ আশা করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নয়। ঔষধের সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতীত ঔষধ-ব্যবস্থা বা চিকিৎসা করা, আর গতি-রোধক যন্ত্র-কৌশল (brake) না জানিয়া গতি-সঞ্চারক (motor মোটর) যান চালান, একই কথা—পদে পদে ঘোর বিপদের আশঙ্কা (পৃষ্ঠা ৫৫২ দ্রষ্টব্য)।

বলা নিষ্প্রয়োজন, যে উল্লিখিত সংযোজনাদি জন্য "ভেষজ বিধান"-প্রণেতার নিকট আমরা আবার কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত হইল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কাগজের দাম প্রায় চতুর্গুণ ও বাঁধাই-খরচ তিন গুণ বেশী পড়িতেছে ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পুস্তকের মূল্য যথা সম্ভব কম (১৸০ সাত সিকা মাত্র) অবধারিত করা হইল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণের ব্যবহারোপযোগী এই পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ (তৃতীয় সংস্করণ) বাহির হইয়াছে ; উর্দ্দু অনুবাদ যন্ত্রস্থ ; ইংরাজি অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন * জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে।

---

* On the publication of the last Bengali edition of the *Paribarik Chikitsa*, an outstanding figure of Indian Homœopathy

সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি নূতন ধরণে লিখিত—প্রধান প্রধান পীড়ার বিবিধ কারণতত্ত্ব (যথা মানসিক উদ্বেগাদি জনিত রোগসমূহ গরম বা ঠাণ্ডা লাগান বা অত্যধিক পরিশ্রম করা কিম্বা অপরিমিত পানাহার অথবা সুরা চা কুইনাইন্ পারদাদি অপব্যবহার হেতু বিবিধ উৎকট ব্যাধির সূত্রপাত হওয়া) ও তত্তৎ কারণানুযায়ী পীড়া প্রতিকারের অবতারণা পূর্ব্বক গৃহ-চিকিৎসার উপযোগী সকল প্রকার রোগ (স্ত্রীরোগ ও বালরোগ সমেত) লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এবং ৬০টি অত্যাবশ্যকীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সদৃশ-বিধানমতে চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পক্ষে পরম সহায় হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকখানি প্রণয়নের প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।

---

whose steadfast devotion to the sacred cause of relieving suffering humanity - not to mention his vast therapeutic knowledge and his ever-readiness to welcome every value and virtue in others--has won him the richly-deserved title of "the great patron of Homœopathy in Calcutta" was pleased to write to the author the following lines :--" * * I have read both the preface & the appendix with great pleasure & interest. I consider you have dealt the important subject of 'Law of Similia Simillibus Curanta' *very masterly* & have put in the concise space the latest scientific revelations which have got bearing on the subject. The value of your *labour* would have been *much more appreciated* if it were *written* in the *English language* as I doubt very much the people for whom this book is meant can hardly interpret rightly the meaning of many technical words you have to use. ***** *Very ably* written and will prove *undoubtedly a valuable acquisition to Homœopathic literature* ***."

It is specially in deference to his kind suggestion and good wishes that the arrangements are now being made for the present-

চিকিৎসক, ছাত্র, বাটীর অভিভাবক বা গৃহ-লক্ষ্মীগণ **পারিবারিক চিকিৎসা**'র উন্নতি কল্পে সুপরামর্শ প্রদান করিলে, সাদরে গৃহীত হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুদ্রাঙ্কনের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণটি গৃহপঞ্জিকাবৎ বঙ্গের প্রত্যেক নরনারীর **নিত্য** ব্যবহারে আসিলে, গ্রন্থপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

ইকনমিক ফার্ম্মেসি,
নং ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা, ২২এ ভাদ্র ১৩২৬।

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

ation of the work in an English garb, with the fond hope that the favourable reception it has met with (from the enlightened laity as well as from the unbiassed moiety of the dominant school) both in its own language and in Hindi will be indulgently extended to the English translation which is expected to be shortly sent to the press.

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পুস্তকখানি প্রধানতঃ নবশিক্ষার্থীর ব্যবহারার্থ রচিত হইয়াছিল (দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য); পরবর্ত্তী মুদ্রাঙ্কন-সমূহে বাটির অভিভাবক পর্য্যটক প্রচারক হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি সকলের অভাব দূরীকরণ মানসে ক্রমশঃ নানা আবশ্যকীয় বিষয় সংযোজিত হইয়া গ্রন্থ-কলেবর পুষ্ট হইয়া আসিতেছে—এই পুষ্টি মেদ-বৃদ্ধি রোগ নয়, স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। এবার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সংযোজিত হইল :—

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, ঔষধ সেবনকালে পথ্যাপথ্য, ঔষধের বিশেষ বা প্রকৃতিগত লক্ষণ, হানেমানোক্ত তরুন ও পুরাতন রোগ লক্ষণ, পীতজ্বর, কালাজ্বর, (রোগবাহী) মশা মাছির উৎপাত নিবারণ, সীস-শূল, পেটফাঁপা, আমাশয়ের ক্ষত, মলদ্বার চুলকান, বক্রকীট (book-worm), মূত্রমার্গ-প্রদাহ, মুদা, উল্টামুদা, মণোষ প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়ের কয়েকটি পীড়া, গর্ভিণীর পেট ঝুলেপড়া, হানেমানোক্ত ধাতুদোষত্রয় ও তন্নিরাকরণ প্রভৃতি। জ্বররোগ, পরিভাষা, ও ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ অধ্যায় আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্লিখিত, এবং জনৈক প্রবীণ ডাক্তার (G.M.C.B.) মহাশয়ের পরামর্শক্রমে রতিজ রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা প্রদত্ত হইল। আশা করা যায় যে, শেষোক্ত প্রবন্ধটি "পরিশিষ্ট (খ)" সহ মিলাইয়া পড়িলে, সদৃশবিধানাচার্য্যের মতে সর্ব্ববিধ পুরাতন রোগ চিকিৎসা করিবার ও হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব (first principles) বুঝিবার পক্ষে পরম সহায় হইবে। হোমিওপ্যাথি বা "সম"-বিধির মূলতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট মহাত্মা কেণ্ট যথার্থই বলিয়াছেন যে, "হোমিওপ্যাথি সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে যাঁহারা হোমিওপ্যাথির উপাসক বলিয়া ভাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব অধিকতর বিকৃত

হইতেছে *।" নবীন চিকিৎসক ও কৃতবিদ্য গৃহস্থ মহাশয় যেন ঐ বাক্যটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখেন; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত মূলতত্ত্ব আলোচিত না হওয়ায়, তরুণ ও পুরাতন রোগ-চিকিৎসার সঙ্কেত পাওয়া যাইত না। ভরসা করি, যে "হানেমানোক্ত **তরুণ** ও **পুরাতন রোগলক্ষণ**" "**রতিজ রোগ**" অধ্যায় এবং "পরিশিষ্ট (থ)—**ধাতুদোষত্রয় ও তন্নিরাকরণ**" অভিনিবেশ সহ পাঠ করিলে, উক্ত অভাব অনেকটা দূর হইবে।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত সংশোধন ও সংযোজন জন্য আমরা "ভেষজ-বিধান"-রচয়িতার নিকট পুনরায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পারিবারিক-চিকিৎসা প্রকাশিত হইবার পর কয়েক খানি "গৃহ-চিকিৎসা" পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়াছে; ইহা পাঠ করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হয়—**হর্ষ** এই জন্য, যে হোমিওপ্যাথি সাধারণের মধ্যে বিস্তারের পক্ষে ইহারাও পরম সহায়; **বিষাদ** এই জন্য, যে উক্ত পুস্তকগুলিতে "পারিবারিক চিকিৎসা"র ভাষা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে অথচ উদ্ধৃত চিহ্ন প্রদত্ত হয় নাই!! করযোড়ে নিবেদন, উক্ত গ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণকালে প্রকাশকগণ "উদ্ধৃত চিহ্ন" দিতে যেন বিস্মৃত না হন, কেননা আমাদের গ্রন্থখানি আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। ইতি ১৫ই চৈত্র ১৩২৩।

* "Homœopathy is now extensively disseminated over the world, but strange to say, by none are its doctrines so distorted as by many of its pretended devotees"—Kent's *Lectures on Homœopathic Philosophy*. page iv.

সপ্তম ও অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সপ্তম সংস্করণে "পিত্ত-পাথরী", "মূত্র-পাথরী", "ডেঙ্গু", "অনিদ্রা", "কুম্ভকর্ণ-রোগ", "বেরি বেরি", "হিক্কা", "গাত্রদাহ", "শিশুর বিকৃত প্রস্রাব", "কুইনাইন পারদ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধের অপব্যবহার জনিত পীড়া", "ম্যালেরিয়া রোগের বর্ত্তমান নিদানতত্ত্ব", "দ্বাদশটি বায়োকেমিক ঔষধের লক্ষণ", এবং "উপক্রমণিকা-বিভাগে" ও "স্ত্রীরোগ সূচনা অধ্যায়ে" আবশ্যকীয় সুদীর্ঘ পদ-টীকা নূতন সংযোজিত হইল; আর, একজন সহৃদয় কৃতবিদ্য গৃহস্থ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে স্ত্রীরোগ হইতে একটি পীড়া নিষ্কাশিত হইয়াছে।

আর, অষ্টম সংস্করণে কয়েকজন চিকিৎসক ধর্ম্মপ্রচারক ও সহৃদয় গৃহস্থ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত অন্যূন **৭৫টি রোগ** সংযোজিত হইল :—

পচাজ্বর, ঘাড় আড়ষ্ট, শিরোঘূর্ণন, শিরার্দ্ধশূল, বুকচাপা স্বপ্ন, মস্তিষ্কা-বরক ঝিল্লী-প্রদাহ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, চক্ষুর পাতা নাচা, চক্ষুর পাতার আকুঞ্চন, রাতকাণা, আংশিক দৃষ্টি, দৃষ্টি-ক্লান্তি, টেরাদৃষ্টি, কর্ণমূল-প্রদাহ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, কাণে খোল, কাণে একজিমা, নাসিকা-প্রদাহ, নাসিকায় সর্দ্দি, অপর কয়েকটি নাসিকা-রোগ, শিরার রোগসমূহ, প্লুরেসি, গলাভাঙ্গা, স্বরলোপ, মুখে ঘা, জিহ্বামূল-গ্রন্থির বৃদ্ধি, উদরে বায়ুসঞ্চয়, হারিস বাহির হওয়া, অন্ত্রবৃদ্ধি, মলদ্বার ফাটা, মেরুমজ্জার কয়েকটি পীড়া, একশিরা, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, ধ্বজভঙ্গ, কাউর-ঘা, পামা, কুষ্ঠরোগ, খোলস উঠা, গোদ, নখের পীড়া, মরামাস, কড়া, কর্কটরোগ, বিষফোড়া, মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা, বিষ খাওয়া, ও গলা মধ্যে মাছের কাঁটা প্রভৃতি আটকান; ও (**স্ত্রীরোগ** অধ্যায়ে) জরায়ু রক্তঃস্রাব, এবং আরও কয়েকটি পীড়া; এবং **বালরোগাধিকারে** :—শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি,

শিশুর একশিরা, ছিন্নৌষ্ঠ নিবারণ, দাঁতকপাটি, শিশুর হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিজ, প্লুরেসি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্ট, মাথায় খুস্কি, শীতফাটা, অঞ্জনী, কাণে বেদনা, ক্রিমিদোষ, হেজে যাওয়া, অযথা বাড়, খোঁড়াইয়া হাঁটা প্রভৃতি।

এই সমস্ত সংশোধন ও সংযোজন জন্য, আমরা ভেষজবিধান রচয়িতার নিকট পুনরায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

গৃহস্থ মহাশয়গণের অনুরোধে "স্ত্রীরোগ", "গর্ভিণীরোগ", গৃহস্থের অবশ্য-জ্ঞাতব্য "ধাত্রীবিদ্যা" "শিশুপালন" "বালরোগ" বিভাগগুলি পুনর্লিখিত; এবং "অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহ" ও "ওলাউঠার মোটামুটি চিকিৎসা" প্রভৃতি অনেক নূতন তত্ত্ব ও চারিখানি চিত্র সংযোজিত হইল।

এই সমস্ত সংস্করণ ও সংযোজনের নিমিত্ত "ভেষজ-বিধান"-প্রণেতার নিকট আমরা অবার ঋণী রহিলাম।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"পারিবারিক চিকিৎসা"র তৃতীয় সংস্করণ অতি অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায়, চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে সংশোধন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা এবং পুস্তকের শেষভাগে পীড়াসমূহের বর্ণানুক্রমে "সূচী" সংযোজন করা হইয়াছে। সংশোধনাদির জন্য "ভেষজবিধান"-প্রণেতার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১১ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সংস্করণে "প্লেগ", "রক্তস্বল্পতা", "(পুরাতন) সূতিকা-রোগ", "পেঁচোয় পাওয়া", "কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ" প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং ত্রিশটি প্রধান ঔষধের লক্ষণ সংযোজিত হইল। তদ্ভিন্ন, উপক্রমণিকা-বিভাগে নবশিক্ষার্থীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, এবং গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বহুল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন লক্ষিত হইবে। প্রথম মুদ্রাঙ্কনকালে অক্ষর-বিন্যাস (arrangement of type)-বিভ্রাটে কয়েকটি পৃষ্ঠা অনর্থক বাড়িয়া গিয়াছিল, এবার প্রথম হইতেই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধাদি সংযোজনা সত্ত্বেও পৃষ্ঠা-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কিছু কমিয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি যাহাতে কি গৃহস্থ কি বাটির গৃহিণী কি নেটিভ ডাক্তার—যিনিই সদৃশবিধান মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন, তাঁহার উপযোগী হইতে পারে, এরূপ ভাবে লিখিবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে "ভেষজবিধান"-প্রণেতা বর্ত্তমান সংস্করণের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইতি ১৫ই আশ্বিন ১৩০৮ সাল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	ব্যাখা	ব্যাখ্যা
৯	১৪	আঁকিয়া	আঁটিয়া
১৩	২০	সূক্ষ্ম ?	সূক্ষ্ম !
১০৯	১০	বরিয়া	বলিয়া
১১৩	১৫	হইতেছে।	হইতেছে ;
১১৬	৪	ডিপ্‌থিরিয়া	ডিক্‌থিরিয়া
১২৩	১৪	মেহ জ্বর	মোহ-জ্বর
১৭৩	৯	ইনান্থি	ওঞ্চাস্থি
২৬০	১৪	বদনায়	বেদনায়
২৭৭	১	শল বেদনা	শূলবেদনা
২৯৫	১৯	পৌঢ়া	প্রৌঢ়া
৩৪৭	৭	সকটিত	সঙ্ঘটিত
৩৫২	২০	বহিঁমুখ	বহির্মুখ
৩৬৪	১৯	শোথ	শোষ
৪০৬	১৪	গর্ভিনী	গর্ভিণী
৪৩৯	১০	উপকার দর্শে	উপকার না দর্শে
৪৪৪	৮	গর্ভাবস্থায়	১। গর্ভাবস্থায়
৪৬৪	১৮	হ্যামামেলিস	হ্যামামেলিস ৩x
৫৫৮	১৬	ড্যাক্কেমেরা	ডাল্কেমেরা
৫৬০	২২	ভাইয়োলা-ওডে	ভাইয়োলা-ওডো
৬০২	২৬	from	form
৬০৮	৯	নানা-	নানাবিধ
৬১৯	২২	তন্নিয়াকণ	তন্নিয়াকরণ
৬২০	১২	M. A. terialism	materialism
৬২৩	১	বিবর্ত্তদশন	বিবর্ত্তদর্শন

সূচী-পত্র।

৫। মেরুমজ্জার পীড়া।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

৬। চক্ষু-রোগ।

৭। কর্ণ-রোগ।

১২। মূত্রযন্ত্রের পীড়া।

১৩। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

জননেন্দ্রিয়ের অপর কয়েকটি পীড়া।

১৪। চর্ম্মরোগ।

১৫। অন্তিমকাল ... ৩৭৮

১৬। জায়ুজ-ব্যাধি।

১৭। আকস্মিক দুর্ঘটনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ।

১। আর্ত্তব ব্যাধি।

২। জরায়ুর পীড়াচয়।

৩। ডিম্বকোষের ব্যাধি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাল-রোগ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভেষজ-তত্ত্ব।

পারিবারিক চিকিৎসা

১। উপক্রমণিকা।

হোমিওপ্যাথি (সদৃশবিধান)।

চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, "হোমিওপ্যাথি" সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল বিষয় জানা আবশ্যক; সেই জন্য পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ, যেন তিনি এই "উপক্রমণিকা"-বিভাগটি বিশেষ মনোযোগসহ পাঠ করেন।

ঔষধ কাহাকে বলে?—যে পদার্থ সুস্থ শরীরকে বিকৃত ও বিকৃত শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তাহাকে "ঔষধ" কহে :—যথা, শেঁকোবিষ, কুইনাইন্, অহিফেন ("ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

হোমিওপ্যাথি কি?—সুস্থ অবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিলে শরীরে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাদৃশ-লক্ষণ-যুক্ত-রোগ মাত্র-উক্ত-ঔষধের-অত্যল্প-পরিমাণ প্রয়োগে প্রশমিত হওয়ার নাম "হোমিওপ্যাথি" বা "সমবিধান*" :—যথা, সুস্থদেহে কতকটা আর্সেনিক্ (শেঁকোবিষ) খাইলে ওলাউঠা রোগের মত ভেদ-বমন-পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাই ভেদ-বমন-পিপাসা-লক্ষণযুক্ত ওলাউঠা অল্প পরিমাণ আর্সেনিক মাত্র প্রয়োগে আরোগ্য হয়; সুস্থ শরীরে কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া বা কম্প-জ্বর-(ague) লক্ষণসমূহ বহুল পরিমাণে প্রকটিত হয়, তাই কেবল-অল্পমাত্রা কুইনাইন ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বর-নাশক; সুস্থাবস্থায় অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, সংজ্ঞালোপ পর্য্যন্ত ঘটে,

---

* সদৃশ-বিধান, সদৃশ-ব্যবস্থা, সম-মত, সম-সূত্র, সম-শাস্ত্র, সম-বিধি প্রভৃতি শব্দ "হোমিওপ্যাথির" নামান্তর মাত্র।

তাই একক অহিফেন অত্যল্পমাত্রায় মলাবরোধ অনিদ্রা সংন্যাস প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ। অতএব, "সম-শুদ্ধ-সূক্ষ্ম"* ঔষধ বিধানই হোমিওপ্যাথির মূল-সূত্র বলিতে হয়। এই "সম-শাস্ত্র" বা

হোমিওপ্যাথি কত দিনের?—অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "সমে সমে"† (Similia Similibus) হোমিওপ্যাথি মতের এই বীজ-মন্ত্র আর্য্যাবর্ত্তে ও প্রাচীন গ্রীস দেশে উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু শতাব্দী মাত্র অতীত হইল মহাত্মা হানেমান্ প্রাণপণে ইহার সম্যক্ সাধন ও প্রচার পূর্ব্বক চিকিৎসা-জগতে বিষম বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। এই

হানেমান্ কে?—নবযুগ-প্রবর্ত্তক পুণ্য-চরিত শ্রীমৎ **ক্রিষ্টিয়ান্ ফ্রেড্রিক্ সামুয়েল্ হানেমান্** ১০ই এপ্রিল ‡ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির অন্তঃপাতী স্যাক্সান্ রাজ্যের মাইসেন নগরে এক দরিদ্র মৃৎপাত্র-চিত্রকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন; অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখেন—এমন কি, স্বহস্ত গঠিত মৃত্তিকার প্রদীপ জ্বালাইয়া তাঁহাকে রজনীতে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। তিনি

---

* নব শিক্ষার্থীকে বলিয়া রাখি যে এ স্থলে (১) "সম" শব্দের অর্থ "সদৃশ" বা "অনুরূপ (similar)", "অনন্য" বা "সেই (the same)" নহে :—যথা, বিষ-মাত্রায় আর্সেনিক খাইয়া যদি ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে রোগীকে যেন আর্সেনিক সেবন করান না হয়, নিত্য অহিফেন-সেবীর কোষ্ঠকাঠিন্যে ওপিয়াম ব্যবস্থেয় নহে। আর (২) "শুদ্ধ" শব্দের অর্থ "মাত্র" বা "একক (single)" বা "অমিশ্রিত (simple)" :—যথা, আর্সেনিক ব্যবস্থা করিলে যেন উহা এককই সেবন করান হয় (অর্থাৎ, অপর কোন ঔষধসহ মিশাইয়া বা পর্য্যায়ক্রমে উহা খাওয়ান না হয়)। এবং (৩) "সূক্ষ্ম" শব্দের অর্থ "ক্ষুদ্রতম অংশ (minimum)" :—যথা, আর্সেনিক ব্যবস্থা করিলে, সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত আর্সেনিক দিতে হয় (Vide *The Occult Review* for May 1905, article "Occult Medicine" contributed by W. E. Berridge, M. D.)।

† 'সমঃ সমং শময়তি", "হেতুর্ব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাং", "বিষস্য বিষমৌষধং" প্রভৃতি বেদ ও নিদানোক্ত বাক্যগুলিও সম-সূত্র প্রতিপাদক।

‡ ডাক্তার ব্রাডফোর্ড বলেন ১১ই এপ্রিল।

গ্রীক, হিব্রু, আরবী, ল্যাটিন, ইটালিক, স্প্যানিস্, সিরিয়, ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় এবং চিকিৎসা-ও রসায়ন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; বস্তুতঃ তাঁহাতে নানা বিষয়িণী বিদ্যা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার যুগপৎ সমাবেশ হওয়ায়, সুপরিচিত রসগ্রাহী রিক্টার সাহেব তাঁহাকে "অলৌকিক দ্বিশিরা জীব "(Dophelkopf"—double-headed prodigy of erudition and genius)" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি "এম-ডি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৮২ কৃষ্টাব্দে কুমারী হেন্‌রীয়েটা-কুল্লার নাম্নী রূপগুণসম্পন্না এক জার্ম্মান্ রমণীর পাণিগ্রহণান্তর কিছুকাল ড্রেস্‌ডেন হাঁসপাতালের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসকের কার্য্য করেন, পরে লাইপ্‌জিক্ নগরের সন্নিহিত কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। দশবর্ষকাল বহুপ্রতিপত্তিসহ ডাক্তারী করিবার পর, তদানীন্তন প্রচলিত-চিকিৎসাপদ্ধতির অসারতা ও অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মভীরু পুরুষসিংহ উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসায়ন-শাস্ত্রের অনুশীলন ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি ভাষান্তর করিয়া কষ্টেসৃষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে সত্য-নিষ্ঠ হানেমান্ হতাশ হইয়া বলিলেন যে সর্ব্ববিধ চিকিৎসা-প্রথাই কাল্পনিক—রোগ প্রতীকারের প্রকৃত ঔষধ নাই বা সম্ভবে না। কিন্তু চিকিৎসা-জগতে নব-যুগের অবতারণা করা যাঁহার নিয়তি, এ সংশয়-বাদ কতদিন তাঁহার মন অধিকার করিয়া থাকিতে পারে? অচিরে তাঁহার গৃহে রোগ সমাগত হইল—প্রাণাধিক পীড়িত শিশুগুলির মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-স্বর, আর ঔষধে-আস্থাহীন দারিদ্র্য-কষাঘাতে-জর্জ্জরিত রোগ-শয্যা-পার্শ্বে-উপবিষ্ট সন্তানবৎসল প্রশান্তাত্মা নম্রশির পিতার ঈশ্বরে-নির্ভর, এ দৃশ্য অপূর্ব্ব! সেই শুভক্ষণে "বিশ্বপিতা পরম করুণাময়, তিনি তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণের ব্যাধি-বিমোচনের বিহিত বিধান নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন"—এই নীরব আশ্বাসবাণী তাঁহার হৃদয়-কন্দরে সহসা নিনাদিত হইল; তিনি চিকিৎসা-সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করিলেন। ১৭৯০ কৃষ্টাব্দে কালেন সাহেব প্রণীত "মেটেরিয়া-মেডিকা"-গ্রন্থ ইংরাজী হইতে জার্ম্মান

ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত গ্রন্থে সিঙ্কোনা (the Peruvian bark)* নামক ঔষধের জ্বরনাশক গুণের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না, এবং ঔষধটির পরস্পর বৈরভাবাপন্ন গুণাবলি গভীররূপে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, "সিঙ্কোনা সুস্থ শরীরে কম্পজ্বর-সম জ্বররোগ উৎপাদন করে, তাই হয় ত সিঙ্কোনা কম্পজ্বরঘ্ন।" তিনি অবিলম্বে নিজে সিঙ্কোনা সেবন করিয়া বুঝিলেন যে উহা বাস্তবিকই ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বর সদৃশ-জ্বর উৎপাদন করে; তখন তিনি ভাবিলেন যে, সিঙ্কোনার ন্যায় অন্যান্য ঔষধেরও "রোগোৎপাদিনী" ও "রোগনাশিনী" এই উভয়বিধ শক্তি থাকিতে পারে। অন্তরের এই ভাব স্বতঃই তাঁহাকে ধীরে ধীরে "সমঃ সমং শময়তি (Similia Similibus Curentur)"র সরলপথে আনিয়া ফেলিল। তদবধি ছয়বৎসরকাল অবিশ্রান্ত গবেষণা, ভূয়োদর্শন, গরল-বিজ্ঞান-অধ্যয়ন, ও নিজে নানাবিধ বিষপান দ্বারা ক্ষণজন্মা পুরুষ এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, "হোমিওপ্যাথি সত্যের অটল শৈলের উপর অতিদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—কল্পনা বা অনুমান ইহার ভিত্তিমূল নহে।" বৃন্ত-চ্যুত ফল উর্দ্ধমুখে অন্তরীক্ষে না উঠিয়া অধোমুখে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় কেন?—ইহার সদুত্তর প্রদান করিতে যাইয়া সুধীশ্রেষ্ঠ নিউটন্ যেমন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার পূর্ব্বক জড়বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড গঠন করিয়াছেন; "সিঙ্কোনা কেন কম্পজ্বর নাশ করে?" —এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া মহানুভাব হানেমান্ তেমনি "সম-মত" উদ্ভাবন পূর্ব্বক চিকিৎসা-শাস্ত্র বিজ্ঞান-ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন।†

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে "হুফেল্যাণ্ডজ্ জার্ণাল" নামক তখনকার চিকিৎসা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তাঁহার এই অভিনব মত

---

* "কুইনাইন", উক্ত সিঙ্কোনার একটি উপক্ষার (an alkaloid of Cinchona—the active principle of the Peruvian bark) মাত্র। জার্ম্মান ভাষায় "সিঙ্কোনার" নাম "চায়না"।

† বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে নিউটন্ সৌরজগতের অন্তর্গত যাবৎ পদার্থের গতিতে একটি বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন মাত্র—

প্রকাশিত হইবামাত্র চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; সত্যানুরাগী কতিপয় বিজ্ঞ ভিষক্‌মাত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন, কিন্তু অনেক অনুদার চিকিৎসক ও নীচমতি স্বার্থান্ধ ঔষধাজীব তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। অগ্নি-মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, নিন্দা বা প্রশংসা কি তাঁহার সাধনার অন্তরায় হইতে পারে? ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি Fragmenta de viribus নামক পুস্তক লাটিন্ ভাষায় মুদ্রিত করেন—সুস্থ দেহে সাতাইশটি ঔষধ সেবন করিয়া যে সব লক্ষণ* প্রকটিত হইয়াছিল তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—ইহাই প্রথম হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া-মেডিকা বা ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অর্গানন" (বা "আরোগ্যসাধন") নামক মহাগ্রন্থ বাহির হয়—এই অমূল্য পুস্তকে যেমন প্রভূত পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তি সহকারে সদৃশবিধান-তত্ত্ব বিবৃত ও সমর্থিত হইয়াছে, তেমনি রক্তমোক্ষণাদি তৎকালীন বর্ব্বর চিকিৎসাপ্রথা তীব্র ভাষায় সমালোচিত হইয়াছে; সুতরাং শত্রুগণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল। পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি নিজগুণে লাইপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমশাস্ত্রাধ্যাপক (teacher of Homœopathy) পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যুবক ছাত্র ও প্রবীণ চিকিৎসক-

---

অর্থাৎ ফল অবধি গ্রহাদি পর্য্যন্ত সকলই একটি অখণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাহাই দেখাইয়াছেন—এই মহানিয়মের নাম তিনি "মাধ্যাকর্ষণ" রাখিয়াছেন; নতুবা ফল কেন পড়ে, তাহা নিউটন জানিতেন না এবং আমরাও বুঝি না। হানেমানও তেমনি রোগারোগ্যের একটি বিশেষ নিয়ম বা শৃঙ্খলা দেখাইয়াছেন মাত্র, এই মহানিয়মের নাম "সম-বিধান"; নতুবা কেন পীড়া সারে—অর্থাৎ ব্যাধি কেন এই নিয়মাধীন—তাহা হানেমান জানিতেন না এবং আমরাও জানি না।

[*N. B.* একটি কথা—পাঠক যেন মনে না করেন যে "সম-বিধান" ব্যতীত ব্যাধি বিমোচনের অন্য কোন নিয়ম নাই বা হইতে পারে না]।

তবে, নিউটন বা হানেমানের মৌলিকতা কোথায়? উত্তর:—প্রাকৃতিক ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে পূর্ব্বে যেখানে অরাজকতা বোধ হইত, এখন তাহাদের মধ্যে যে একটি সুন্দর ব্যবস্থা—শৃঙ্খলা বা নিয়ম—বিদ্যমান আছে, তাহা নির্দ্ধারণ বা আবিষ্কার করাই উক্ত মহাত্মাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বা ব্রত বা নিয়তি অথবা প্রত্যাদেশ অর্থাৎ মৌলিকতা।

বৃন্দকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন (১৮১২—১৮২১ কৃষ্টাব্দে), তখন প্রমাদ গণিয়া বিপক্ষেরা নানারূপে তাঁহার নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং চক্রান্ত করিয়া অবশেষে ১৮২১ কৃষ্টাব্দে জার্ম্মানকুলতিলককে লাইপজিক্ হইতে নির্ব্বাসিত করিল। কিন্তু বীর-হৃদয়ের উদ্যমবহ্নি দুর্দ্দম্য, নির্ব্বাপিত হইবার নহে—কোটেন্ নগরে চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করেন; এখানকার নৃপতিকে কোন দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত করায় হানেমান বিপুল সম্মানসহ রাজবৈদ্য-পদে নিযুক্ত হন; তাঁহার মধ্যলীলাস্থল এই কোটেন্পুরে সহস্র সহস্র উৎকট পীড়ার আরোগ্যসাধন এবং সর্ব্ববিধ রোগের প্রকৃত নিদান (বা মূল কারণতত্ত্ব) অবধারণ পূর্ব্বক ১৮২৮ কৃষ্টাব্দে Chronischen krankheiten (বা "পুরাতন-ব্যাধি নিরাকরণ"*) নামক পুস্তক প্রণয়ন করাতে তাঁহার যশঃ-সৌরভ সমস্ত সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে!

তৎকাল-প্রচলিত মাত্রার অনুরূপ হানেমানও প্রথমতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অধিক পরিমাণে [যথা, প্রতি মাত্রায় নাক্সভমিকা চারি গ্রেণ, ইপিকাক্ পাঁচ গ্রেণ, সিঙ্কোনা দুই ড্রাম, পর্য্যন্ত] ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে রোগারোগ্য হইত বটে, কিন্তু ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরই পীড়া বৃদ্ধি পাইত। শেষোক্ত অনিষ্ট নিবারণ মানসে তিনি ঔষধের মাত্রা কমাইতে আরম্ভ করিলেন, ও অবশেষে সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত ঔষধের কার্য্যকারিতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেলেন! তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বিমর্দ্দনাদি প্রক্রিয়া দ্বারা কোন পদার্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত হইলে, উহা স্থূলভাগ বা জড়াংশ পরিহার পূর্ব্বক বিদ্যুৎবৎ সচল-ভাব ধারণ করে—অর্থাৎ উক্ত পদার্থটি তখন "স্ব"-রূপ বা "শক্তি"-রূপ লাভ করিয়া থাকে † ও এই শক্তিই তাবৎ

---

* হানেমানোক্ত 'তরুণ ও পুরাতন রোগলক্ষণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† তাঁহার এই সরল যুক্তিযুক্ত উক্তি—পদার্থের "শক্তি-বিকাশন (Dynamisation)"-তত্ত্ব—প্রলাপ বা বাতুলতা বলিয়া জড়বাদীরা উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন (অবশ্য এই শতবর্ষ মধ্যে উঁহারা কেহই কোন অকাট্য যুক্তি দ্বারা ইহা খণ্ডন করিতে সাহসী হন নাই), কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ উনবিংশ-ও বিংশ শতাব্দী-বিজ্ঞানের ঝোঁক

শরীরে তড়িতের ন্যায় অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক ত্বরায় রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হয় (The *Organon* para. 269 এবং "ঔষধ-প্রস্তুত-প্রকরণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়; অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট অষ্টবর্ষ ফ্রান্সদেশের রাজধানী পারী নগরীতে যাপন করেন। নব-পরিণীতা বনিতার নাম মেলানী; এই রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য শালিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ফরাসী মহিলা স্বদেশে হানেমানের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া ছদ্মবেশে কোটেন নগরে প্রবেশ করেন এবং বৃদ্ধের গুণগ্রাম ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন; ইঁহার পরামর্শক্রমে ন্যায়বান হানেমান্ নিজ ভরণপোষণোপযোগী সামান্য বিত্ত (ত্রিশ হাজার টাকা) মাত্র রাখিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তি (লক্ষাধিক টাকা ও দুইখানি সুসজ্জিত অট্টালিকা) পূর্ব্বপক্ষের পুত্র কন্যাদিগকে বিভাগ করিয়া দেন। তিনি একেশ্বরবাদী (theist) ছিলেন, বিধাতার মঙ্গলস্বরূপে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়া ছিল; আর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হৃদয়ের সাধু উত্তেজনাই তাঁহাকে নিরাশার অন্ধকূপ হইতে সমুজ্জ্বল সম-বিধানালোকে চালিত করিয়া আনিয়া-

---

"শক্তি" বাদের দিকে ["পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য]। হানেমানোক্ত ঔষধের "শক্তি বিকাশন"-তত্ত্ব পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে কতকটা সহায় হইবে বিবেচনায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষবর্ষে ডাক্তার গ্যাচেল প্যারিশ-কংগ্রেশে যাহা বলিয়াছিলেন (vide *The Medical Era*, April 1901) তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম —কোন যৌগিক পদার্থ [যথা, লবণ chloride of sodium] উহার সহস্রগুণ সুরাসারসহ উত্তমরূপে দ্রবীভূত হইলে, উহার অণুগুলি তাড়িত-বিন্দুতে পরিণত হয়, এই পরিণতির নাম "অণু-বিয়োজন (dissociation of molecules)"। অণুমাত্রেই অচল (passive), কিন্তু তাড়িত-বিন্দুগুলি সচল (active) তেজোময় পদার্থ বা মূর্ত্তিমতী "শক্তি"। অতএব পূর্ব্বোক্ত দ্রবটি (the solution) এখন শক্তিপূর্ণ—অর্থাৎ, প্রকৃষ্টরূপে দ্রবীভূত হওয়া নিবন্ধন উক্ত যৌগিক পদার্থটিতে যেন একটি নব বল প্রদত্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে (a fresh force may be said to have been imparted to the original substance)।

ছিল; এবং শুভ "সম"-শঙ্খনাদে জগজ্জন যে জাগরিত হইবেই, ইহা তিনি বিশ্বাস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সদৃশ-বিধানাচার্য্য মর্ত্ত্যলোকের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। মোন্‌মার্টর Montmartre নামক সমাধিক্ষেত্রে বিশ্ববন্ধুর ভাগবতী তনু সমাহিত হয়; পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা উৎখাত হইয়া যথাযোগ্য সম্মানসহ পেরে-লা-সেজ্ Pere la chaise শ্মশানে নিহিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রেতভূমে তাঁহার সমাধি-শিলা, ও আমেরিকার উয়াশিংটন্ নগরে তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভ, তদীয় মিত্র ও শিষ্যবৃন্দের ঐকান্তিক প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহাপুরুষের স্বদেশীয়েরা তদীয় আত্মলীলাভূমি লাইপজিক্ নগরে তাঁহার পিত্তলময়ী মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন (*Hahnemann's Leben* by Albrecht, Bradford's *Life of Hahnemann*, Ameke's *History of Homœopathy* translated by Dr. A. E. Dyrsdale, Burnett's *Ecce Medicus*, Dudgeon's *Lectures on Homœopathy*, Chambers's *Encyclopoedia* (articles *Hahnemann & Homœopathy*), Clarke's *Revolution in Medicine*, *The Hom. World* for Jan. 1911, Dr. Sircar's *Presidential Address* 1888, এবং Hughes's *Hahnemann as a Medical Philosopher* দ্রষ্টব্য)।

"সম-মত" কি তৎপ্রচারকের দেহসহ চিরদিনের মত সমাধিস্থ, না উহার ললাটদেশে অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত আছে

"জয় শ্রী"?—ধন্য কর্ম্মযোগিন্ হানেমান্! দুঃসহ তপঃ-প্রভাবে ব্যাধি-বিমোচনের অমোঘ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সমগ্র মানবজাতির যে অশেষ কল্যাণ তুমি সাধন করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অপ্রতিহত বেগে তোমার চরণপ্রান্তে প্রধাবিত হয়? লোকহিত-কামনায় তুমি স্বেচ্ছায় অম্লানবদনে উৎকট কালকূট ভক্ষণ করিলে; বিষপানে অপমৃত্যুই হইয়া থাকে, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র

বিধানে তোমার ভাগ্যে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল—বিষম গরল গলাধঃ-করণপূর্ব্বক অমৃত-তত্ত্বের সন্ধান আনিয়া এই মরলোকে তুমি যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর অমর হইয়া রহিলে! পুরুষোত্তম, তোমারই মন্থনগুণে হলাহল পীযূষে পর্য্যবসিত হইয়াছে! আজ জার্ম্মানি, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি আধুনিক সভ্য জনপদসমূহ তোমার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালী অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে; একা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০২টি হাঁসপাতাল অন্যূন সার্দ্ধ ছয় সহস্র আতুরকে আশ্রয় দিয়া বীরনাদে তোমারই জয় ঘোষণা করিতেছে! রাজেন্দ্রলাল দত্ত, ইংলণ্ডস্থ ভারতমন্ত্রী-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মাননীয় সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী, ইটালিয়ান ডাক্তার বেরিণী, বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন মহেন্দ্র-লাল সরকার, দীনসেবক ভক্তিভাজন তাত মুলার (ঈশা-সম্প্রদায়ী) প্রভৃতি মহোদয়গণের অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে অদ্য বঙ্গ দেশের প্রত্যেক পল্লী ও নগরে এবং ভারতের নানাস্থানে তোমারই বিজয়কেতন উড়িতেছে* !

যে "জয়পত্র" নিজ হস্তে নিয়তি সতী তব ললাটপটে আঁকিয়া দিয়াছেন, সাধ্য কি বিজ্ঞানাভিমানী অব্যবস্থিতমতি জীর্ণকায় চিকিৎসা-জগতের

---

* এস্থলে ইহা অবশ্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৮৩৫ কৃষ্টাব্দে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহের রাজসভার বৈদ্য (জার্ম্মান ডাক্তার) হনিংবার্গার সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে, ও ১৮৫১ কৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রথম হেল্‌থ অফিসার (ফরাসীডাক্তার) টনেয়ার সাহেব সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে, হোমিওপ্যাথি প্রচার করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা কেহই সিদ্ধাভীষ্ট হন নাই। পরে পণ্ডিতপ্রবর দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, তদীয় ভ্রাতা দেবাত্মা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (সশিষ্য—বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, ও শশীভূষণ বিশ্বাস), অধ্যাপক প্যারিচরণ সরকার, বারাসতের কবিকল্প কালিকৃষ্ণ মিত্র, ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ বঙ্গদেশে, এবং কর্ম্মশীল লোকনাথ মৈত্র পুণ্য বারাণসীধামে, হোমিওপ্যাথি বিস্তার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়া যান। এই মহাত্মারা চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; যদি স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে রোগশোকময়ী বঙ্গভূমিতে তাঁহাদের রোপিত বড়সাধের হোমিওপ্যাথি-অঙ্কুর এক্ষণে এত সুধাময় ফল প্রসব করিতেছে দিব্যধাম হইতে সন্দর্শন করিয়া ইঁহারা নিশ্চয়ই পরম পুলকিত হইতেছেন।

যে সে দুর্দ্ধর্ষ রাজ-শক্তি সহায়তায় হীরক-অক্ষরে-স্বাক্ষরিত উক্ত নিদর্শন-লিপি উন্মোচনপূর্ব্বক দৈব যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মায়? সত্যের অগ্রগতি খরস্রোত প্রতিরোধ করিতে যাইয়া কত দিক্‌পতির উন্মাদী কত বাধা-ঐরাবত কোথায় ভাসিয়া গেল, প্রতি দেশেরই হোমিওপ্যাথির অতীত ইতিহাস অযুত-রসনায় তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে (*Transactions of the International Homœopathic Congresses* held quinquennially since 1876 দ্রষ্টব্য)!

আর্য্য, বহু অভিজ্ঞতা ও গভীর চিন্তা প্রভাবে তুমি "সাধন"* গ্রন্থ খানির সূত্রমালা গ্রন্থিত করিয়াছিলে, না কোন মহাপ্রাণ অজ্ঞাতসারে এ'সে তব লেখনী বলপূর্ব্বক সঞ্চালন করিয়াছিলেন? বীরবর, বিবাসন কালে কি মুহূর্ত্তের তরেও তোমার মনে উদয় হইয়াছিল যে বিনা-একবিন্দু ও-শোণিত-পাতে সত্যের সিংহাসন অখণ্ড ভূমণ্ডলে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—অঘটন সঙ্ঘটিত হইবে? (এক শতাব্দী মধ্যে রক্ত-মোক্ষণাদি আসুরিক প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এবং সুশ্লার সাহেবের "বায়-কেমিক", পাষ্টেউর সাহেবের "অ্যান্টি-টক্সিন্", রাইট সাহেবের "অপ্সোনিন্", কুইণ্টন্ সাহেবের "আই-সোটনিক প্লাজমা" প্রভৃতি নব নব চিকিৎসা-প্রণালীর সূচনা, উল্লিখিত সর্ব্বজনীন সূত্রগুলির অলৌকিক সারবত্তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক ভবদীয় বিমল কীর্ত্তি-

---

আর, দাক্ষিণাত্যে অগষ্টস্ মুলার-প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, আতুরাশ্রম, দীনাবাস, কুষ্ঠাশ্রম, প্লেগ-হাঁসপাতাল, সহস্র সহস্র দীনদুঃখী আতুরকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছে দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ভারত গভর্ণমেণ্ট তদীয় প্রতিষ্ঠাতাকে ১৯০৭ কৃষ্টাব্দে "কেশর-ঈ-হিন্দ" পদক প্রদানপূর্ব্বক এবং জার্ম্মান-সম্রাটও তদ্বৎ সম্মানসূচক ভূষণে ভূষিত করিয়া হোমিওপ্যাথিরই মহিমা অস্ফুটস্বরে কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন (Vide *The Catholic Times 9th August, 1907*); স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিক্রয় করিবার সদ্দৃষ্টান্ত এই ধর্ম্মাত্মাই ভারতে প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৯১০ কৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইনি চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন; ত্রিশজন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্মবীর আপাততঃ ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যমান (Vide *The Statesman*, November 22, 1910)।

* *The Organon* (=instrument=যন্ত্র, সাধন) নামক গ্রন্থ।

কিরীট-কান্তি দিন দিন দশদিশি বিভাসিত করিতেছে!) বসুধা-সুধাপাণি, নীলকণ্ঠ-পদাঙ্ক অনুসরণ পুরঃসর তীব্র বিষ ভক্ষিয়া ঔষধ আবিষ্কার ও নির্ব্বাচনের যে জগন্মাঙ্গল্য সরল সুগম পন্থা তুমি প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্য বর্ত্তমান ও ভবিষ্য বংশীয়েরা চিরদিন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে!

সুকুমার-বিদ্যাবলী-পরিবেষ্টিতে দর্শন-বিজ্ঞান-মণ্ডিতে
সমঃজ্যোতি-র্বিকিরণ-কেন্দ্রভূমে অমরাবতী-প্রতিমে
হানেমান্-অন্ত্যলীলাপুরি অয়ি পারি

(Paris) সুভগে, তব পীঠ* পুণ্যশ্লোক প্রবাসীর দেহাবশেষ সংরক্ষণ করিয়া সত্যসত্যই মহাপীঠস্থলী—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদেশীয়-সদৃশবিধানবাদিগণের মিলন-ভূমি ও তীর্থরাজী†—রূপে চির-বিরাজিতা রহিল!!!

ঔষধ-প্রস্তুত প্রকরণ।

ভেষজ ও ভেষজবহ।—লৌহ (ফেরাম্), মৃগনাভি (মস্কাস্), কাঠবিষ (অ্যাকোনাইট্) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের রোগোৎপাদিকা ও রোগনাশিনী শক্তি আছে, ইহাদিগকে "ভেষজ" বা "ঔষধ" বলে। পরিস্রুত (ডিষ্টিল্ড) জল, সুরাসার (অ্যাল্কহল্), দুগ্ধশর্করা (সুগার-অভ্-মিল্ক্), বটিকা (পিলিয়ুল্), অণুবটিকা (গ্লবিয়ুল্) প্রভৃতি অপর কতকগুলি পদার্থের রোগনাশিনী শক্তি নাই; এই সকল বস্তুসহ যোগে ঔষধ প্রস্তুত ও সেবিত হয়, সেজন্য ইহাদিগকে "ভেষজবহ" বলে।

---

* La Chaise(=the chair=পীঠ, আসন) ফরাসী জাতির সর্ব্বপ্রধান সমাধিক্ষেত্র।

† সাত-সমুদ্র-তের-নদী-পার সাধারণতন্ত্র ফরাসীদেশে-উচ্চারিত নিম্নে-উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটি কি আমাদের উল্লিখিত উক্তির প্রতিধ্বনি নয়?—Our thoughts turn to Paris *as a Mahammadan's do to Mecca*; Paris the city where Hahnemann lived and where he died: Paris where some of the most

ঔষধ দুই আকারে।—ঔষধের সারভাগ (অর্থাৎ রোগ-নাশিনী শক্তি) দুইরূপে সুরক্ষিত হয়:—**বিচূর্ণ** ও **অরিষ্ট** আকারে।

(১) **বিচূর্ণ।**—লৌহাদি যে সব কঠিন পদার্থ সহজে দ্রব হয় না, তাহাদিগকে দুগ্ধশর্করা যোগে খলে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করা যায়; এই চূর্ণীকৃত লৌহাদিকে "বিচূর্ণ" (ট্রিটিউরেসন্) কহে। কিন্তু চূর্ণীকৃত হইবার পূর্ব্বে উক্ত লৌহাদির নাম "**মূল ঔষধ**" (crude drugs)।

(২) **অরিষ্ট।**—গাছগাছড়ার রস নিংড়াইয়া সুরাসার সহ মিশাইলে, এই মিশ্রপদার্থকে "অরিষ্ট" (টিংচার) বলে। এই নিষ্কাশিত রসে, **মূল পদার্থের সমস্ত গুণই বিদ্যমান থাকে** (সুরাসার যোগে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় মাত্র), সেই জন্য এই অরিষ্টকে "**মূল অরিষ্ট**" বা মাদার-টিংচার (θ) বলে।

ক্রম।—"মূল ঔষধ" বা "মূল অরিষ্ট," দুগ্ধশর্করা বা সুরাসার সহ উত্তমরূপে মিশাইয়া বিমর্দ্দন বিলোড়নাদি প্রক্রিয়া দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত হইয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে "ক্রম" (attenuation) কহে; যথা এক ভাগ "মূল ঔষধ" (যেমন, স্বর্ণ পারদ কয়লা), ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা সহ মিশাইয়া বিমর্দ্দিত করিলে প্রথম দশমিক ক্রম (১x বিচূর্ণ) প্রস্তুত হয়; এবং ১ ভাগ "মূল-ঔষধ", ৯৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা সহ বিমর্দ্দিত করিলে. ১ম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এইরূপে, পূর্ব্ববর্ত্তী

brilliant work of his later life was done, and great was the illumination radiating from 'La villa lumiere' in the brilliant years of his residence; and we appreciate *with homage* the worth of the great man whose remains are entombed in Pere la Chaise, and whose *undying* memory we are met here to-night to celebrate." (হানেমানের জন্মদিন ও "সাধন" পুস্তকের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল তারিখে পারী নগরীতে Societe Francaise d' Homœopathic নামক মহতী সভায় যে অধিবেশন হয় তাহার কার্য্য-বিবরণী এবং *The Homœopathic World* for June 1910 pages 245—248 দ্রষ্টব্য)।

ক্রমের বিচূর্ণ বা অরিষ্ট ১ ভাগ এবং দুগ্ধ-শর্করা বা সুরাসার ৯ ভাগ বা ৯৯ ভাগ সহ মিশ্রিত করিলে, যথাক্রমে পরবর্ত্তী দশমিক বা শততমিক "ক্রম" প্রস্তুত হয়; স্থল বিশেষে দশমিক ও শততমিক ক্রম প্রস্তুত করা সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

"ক্রম" দুই প্রকার—(১) **দ্রব-ক্রম** (liquid attenuation) বা অরিষ্টের ক্রম (dilution ডাইলিউসন্), এবং (২) **শুষ্ক-ক্রম** (dry attenuation বা **বিচূর্ণ** (trituration ট্রিটিউরেসন্)। ঔষধ প্রস্তুত-প্রকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, আমাদের প্রকাশিত "**ভেষজবিধান**" গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহ পাঠ করা আবশ্যক।

নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চক্রম।—১x, ৩x, ৩, ৬, ইহারা নিম্নক্রম; ১২, ১৮, ইহারা মধ্যম ক্রম; ৩০, ১০০, ২০০ উচ্চক্রম; এবং ৫০০ (D.), ১০০০ (M.), ১০০০০০ (C.M.), ৫০০০০০ (D.M.), ১০০০০০০ (M.M.), প্রভৃতি উচ্চতম (highest) ক্রম।

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে ১x—৩০ নিম্নক্রম; ত্রিংশ শক্তির উর্দ্ধ হইলেই উচ্চক্রম।

এক ফোঁটা ঔষধ ফলদ কেন?—সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ* পায় (অর্থাৎ সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত হইলে, ঔষধের পীড়া প্রশমনের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়)। কবিরাজি-স্বর্ণ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে বিভাজিত, তাই স্বর্ণ আয়ুর্ব্বেদ মতে একটি শ্রেষ্ঠ রোগঘ্ন। অবধূত-মতে প্রস্তুত ঔষধও কত সূক্ষ্ম! নুন, চূণ, সোণা, গন্ধক, মৃগনাভি, ধুতুরা, প্রভৃতি জড় জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যের ভূরি ভূরি পদার্থ হোমিওপ্যাথির ক্রম-পদ্ধতি-মতে সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত হইলে, উহাদের রোগ-নাশিনী শক্তির বিকাশ দর্শনে স্তম্ভিত হইতে হয়! এই শক্তি রুগ্নশরীরে (সূক্ষ্ম দেহে ?) প্রবেশমাত্র তাড়িতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে (The *Organon*, paras. 128 & 269 দ্রষ্টব্য), তাই বিন্দুমাত্র

* "হরিদ্বারে এক বিন্দু ঔষধ নিক্ষেপ করতঃ গঙ্গাসাগরে উহা পান করা" 'হোমিওপ্যাথি' এইরূপ বিদ্রূপ যাঁহারা করেন, তাঁহারা পরিশিষ্ট (ক) পাঠ করুন।

ঔষধ সঞ্জীবন-মন্ত্রের ন্যায় মুমূর্ষুকে নবজীবন প্রদান করে; তাই শতাব্দী-মধ্যে সমগ্র সভ্যজগতে সদৃশবিধানের এত আদর।

"ক্রম" না ঘনীভূত সূক্ষ্ম "শক্তি"? *—ক্রম পদ্ধতি-অনুসারে-প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের রোগনাশিনী শক্তি বিকাশ পায় বলিয়া, "ক্রম" শব্দ স্থলে "শক্তি (drug-energy or potency)" শব্দেরও প্রয়োগ হয়; যথা, "ষষ্ঠ শক্তির চায়না" বলিলে "চায়না ষষ্ঠক্রম" বুঝিতে হইবে। বিদ্বান্-প্রবর ডাক্তার অ্যালেন প্রভৃতি মহোদয়েরা হোমিওপ্যাথি হইতে "ডাইলিউসন্" (বা "ক্রম") শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে "পোটেন্সি" (অর্থাৎ "শক্তি") শব্দ প্রচলিত করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন (Vide *The North Western Journal of Homœopathy* for July 1890, page 507)।

ঔষধপ্রয়োগ প্রকরণ।

ঔষধ কিরূপে রাখিতে হয়?—ঔষধ বিশ্বস্ত ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত; কেননা ইহার কৃত্রিমতা বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। যে গৃহে ঔষধের বাক্স রাখা হইবে, তাহা যেন শুষ্ক ও সুপরিষ্কৃত হয়। রৌদ্র, ধূলিকণা, তীব্রগন্ধ ধূম প্রভৃতি যেন বাক্স মধ্যে প্রবেশ না করে। কর্পূরারিষ্ট অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ, তীব্রগন্ধবিশিষ্ট বা সুগন্ধ দ্রব্যের নিকট, অথবা রোগীর গৃহে বাক্সটি যেন রাখা না হয়। এক শিশির ঔষধ বা ছিপি অন্য

---

* পদার্থ বিজ্ঞানের বল (force)" ও "শক্তি (energy)" এক বস্তু নহে [Professors Tait & Stewart's *Unseen Universe* 5th Edition pages 101—108. অধ্যক্ষ ত্রিবেদী প্রণীত "জিজ্ঞাসা" ১৩০ ও ১৫০ পৃষ্ঠা, এবং এই গ্রন্থের শেষভাগে পরিভাষায় "বল" ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য], অথচ বহু ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকে এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে এই পারিভাষিক শব্দ দুইটি একার্থে প্রয়োগ নিবন্ধন নিরীহ পাঠকবৃন্দকে অনর্থক ধাঁধায় পড়িতে হয়। অপর পুস্তকাদি হইতে এই গ্রন্থে যে সকল অংশ উদ্ধৃত (quoted) হইয়াছে তন্মধ্যেও কোন কোন স্থলে উক্ত দোষ লক্ষিত হইবে; কিন্তু আমরা নাচার—অন্যের ভাষা পরিবর্ত্তন করা আমাদের অধিকারের অতীত।

শিশিতে দেওয়া নিষিদ্ধ; ঘরে ধূনা দিবার প্রয়োজন হইলে, ঔষধ যেন অপর গৃহে রাখা হয়।

ঔষধ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?—বিচূর্ণ মুখে ফেলিয়া দিলেই চলে। অরিষ্ট ভেষজবহ সহ দেয়—অর্থাৎ পরিস্রুত (অভাবে পরিষ্কার) জলের সহিত অরিষ্ট প্রয়োগ করিতে হয়; যথায় পরিষ্কার জলের অভাব, তথায় বটিকা অণুবটিকা বা দুগ্ধশর্করা যোগে অরিষ্ট প্রয়োগ করা উচিত। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে, উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। ছিপির মধ্যভাগে শিশির মুখ লাগাইয়া ঔষধ ঢালাই বিধি; অন্যথা, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্রদ্বারা ঢালিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেকবার ঔষধ ঢালিবার পর, যন্ত্রটি গরম জল ও সুরাসার দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করা বিধেয়।

ক্রম নিরূপণ।—ক্যাম্ফর প্রভৃতি ঔষধগুলি মূল-অরিষ্টে ও নিম্নক্রমে, এবং নেট্রাম প্রভৃতি উচ্চক্রমে, ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞতা ব্যতীত ক্রম নির্ণয় দুরূহ; তবে মোটামুটি কথা এই যে তরুণ পীড়ায় নিম্ন ও মধ্যম শক্তির, এবং পুরাতন পীড়ায় উচ্চ শক্তির, ঔষধ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ওলাউঠা প্রভৃতি তরুণ রোগে অবস্থা-ভেদে উচ্চ শক্তির ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। সচরাচর কোন্ পীড়ায় কোন্ ক্রম প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা (এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক পীড়া-চিকিৎসা কালে) প্রায় প্রত্যেক ঔষধের পার্শ্বে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঔষধের মাত্রা।—রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের মাত্রা স্থির করিতে হয়। সাধারণতঃ **পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির** পক্ষে অরিষ্ট ১ ফোঁটা ১ কাঁচ্চা জলের সহিত সেবন ব্যবস্থা; বটিকা ২টি; অণুবটিকা ৪টি; বিচূর্ণ ১ গ্রেণ। **বালকের** পক্ষে ১ ফোঁটা অরিষ্ট, ১ কাঁচ্চা জলসহ, দুইবারে সেব্য; বটিকা ১টি, অণুবটিকা ২টি, বিচূর্ণ আধ গ্রেণ। ছোট **শিশুর** পক্ষে ১ ফোঁটা অরিষ্ট, দুই তোলা জলসহ, চারি বারে সেব্য; বটিকা আধখানি, অণুবটিকা একটি মাত্র, বিচূর্ণ সিকি গ্রেণ।

কত ক্ষণ অন্তর ঔষধ দিতে হয়?—তরুণ রোগে ১, ২, ৩, বা ৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধি। আশু প্রাণনাশক পীড়ায়

১০ বা ১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়াই বিহিত। পুরাতন পীড়ায় প্রতিদিন বা সপ্তাহে একবার বা দুইবার মাত্র ব্যবস্থা। তরুণ পীড়ায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ দুই তিনবার প্রয়োগে ফল না পাইলে, সেই ঔষধের অন্ত ক্রম প্রয়োগ করিতে হয়।

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ।—এক ভাগ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সচরাচর আটগুণ জল বা তৈল অথবা সাবান চর্ব্বি মোম প্রভৃতি সহ মিশাইলে, হোমিওপ্যাথিক ধাবন (lotion) মর্দ্দন (liniment) বা মলম (ointment) প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুই বা ততোধিক একত্র মিশাইয়া রোগীকে সেবন করান চলে না, একটি মাত্র ঔষধ এক সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়। যদি নিতান্তই এমন লক্ষণচয় উপস্থিত হয় যে দুইটি ঔষধের আবশ্যক, তাহা হইলে পর্য্যায়ক্রমে (অর্থাৎ একটির পর অপরটি) দিতে হইবে [Vide Hughes's *Principles and Practice of Homœopathy* pp. 108-114] ; কিন্তু ডান্‌হাম্ প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকবর্গ পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ প্রয়োগের বিরোধী।

(খালি পেটে) প্রাতঃকাল ঔষধ সেবনের মুখ্য কাল ; বারম্বার সেবন করিতে হইলে, আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও এক ঘণ্টা পরে সেবন করা বিধি ; ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে, পান তামাক খাইতে বাধা নাই। জ্বর-রোগে উষ্ণতা যখন কমিতে থাকে তখন ঔষধ দিতে হয় ; হিষ্টিরিয়া তড়কা প্রভৃতি রোগের আক্রমণকালে ঔষধ সেব্য। কোন ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শিলে যতক্ষণ উপকার লক্ষিত হইবে, ততক্ষণ ঔষধ বন্ধ রাখা বিধেয়। ঔষধ সেবনকালে গরম মসলা ও কর্পূর খাওয়া নিষিদ্ধ। অ্যালোপ্যাথিক কবিরাজি হাকিমি বা অন্য কোন প্রকার চিকিৎসার পরে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইলে অথবা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অযথা ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, প্রথমে দুই তিন মাত্রা ক্যাম্ফার, বা নাক্সভমিকা ৩০ প্রয়োগ করিয়া, আবশ্যকীয় ঔষধ দেওয়া বিধি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে কখন কখন অন্য উপায় অবলম্বনে চিকিৎসা কার্য্যের সহায়তা করিতে হয় :—যথা ফোড়া হইলে মসিনার বা অঙ্গারের পুল্‌টিস্ দিয়া ফোড়া পাকান এবং অস্ত্র করা উচিত ; ঔষধ দ্বারা দাস্ত না হইলে, অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া পিচ্‌কারী দেওয়া কর্ত্তব্য ; বিকারে মাথা গরম হইলে, বা তীব্র শিরো-বেদনায়, অথবা নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে, বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করা বিধেয় ; গরম জলের সেক, ফ্লানেলের সেকও সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। পথ্যাপথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাও চিকিৎসকের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঔষধ সেবনকালে পথ্যাপথ্য।—সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, মিছরি, দুগ্ধ, খইমণ্ড, মুগ বা মসূরির কাথ্, কেসুর, পানিফল প্রভৃতি রোগের অবস্থানুসারে সুপথ্য। আদা, কর্পূর, হিং, লঙ্কা, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, গরম-মসলা প্রভৃতি দ্রব্য, ঔষধ সেবনকালে নিষিদ্ধ। তামাক গাঁজা আফিং সেবনকারীরা অন্ততঃ ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে যেন নেশা বন্ধ রাখেন।

রোগ-লক্ষণ ও ঔষধ-নির্ব্বাচন।

রোগের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?—স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে শরীর ও মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, সেই বিকার-সমষ্টির নাম "রোগলক্ষণ" (Symptoms) ; যথা—গাত্রের তাপ-বৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুতগতি, ঘন ঘন নিশ্বাস-পতন, কোমরে বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধা-মান্দ্য প্রভৃতি জ্বরের লক্ষণ। এতন্মধ্যে প্রথম তিনটিকে বাহ্যলক্ষণ (Objective Symptoms) বলে, কেননা এগুলি বাহিরে অর্থাৎ (রোগী-দেহে) লক্ষিত হয় ; শেষোক্ত তিনটি আন্তরলক্ষণ (Subjective Symptoms), কেননা এগুলি রোগী নিজ অন্তরে অনুভব করেন, তিনি না বলিলে অন্যের জানিবার উপায় নাই।

ঔষধের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?—সুস্থ দেহে কোন ঔষধ সেবন করিলে শরীর ও মনে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণ সমষ্টিকে উক্ত ঔষধের "লক্ষণ" বলে ; যথা, সুস্থদেহে অধিক-

মাত্রায় অ্যাকোনাইটের মূল-অরিষ্ট খাইলে—পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতগতি, গাত্র শুষ্ক, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, প্রস্রাব লাল হওয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস-পতন প্রভৃতি—লক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়া এই গুলিকে অ্যাকোনাইটের লক্ষণ বলে। ঔষধের লক্ষণসমষ্টি আমাদের **হোমিওপ্যাথিক "ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ"** পুস্তকে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

ঔষধ নির্ব্বাচন (Selection of Medicines)। কোন রোগের লক্ষণসমষ্টি কোন ঔষধের তাবৎ (বা অধিকাংশ) লক্ষণের সহিত মিলিলে, সেই ঔষধ উক্ত রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা, প্রবল তৃষ্ণা, দ্রুত নাড়ি, শুষ্ক গাত্র প্রভৃতি প্রাদাহিক জ্বরের লক্ষণ-সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত অ্যাকোনাইটের অধিকাংশ লক্ষণ সহ মিলে; সেইজন্য অ্যাকোনাইট্ এই প্রকার প্রাদাহিক জ্বরে নির্ব্বাচিত হয়। এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক পীড়া-চিকিৎসা-প্রকরণে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় প্রায়ই উক্তরূপে নির্ব্বাচিত বলিয়া আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। (*Consult* Bœricke's *Compend of the Principles of Homœopathy*).

তবেই দেখা যাইতেছে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মাত্রেই প্রথমে সুস্থদেহে পরীক্ষিত হয়; পরে পরীক্ষা-লক্ষণের সমষ্টি পীড়িতের রোগ-লক্ষণ সমষ্টি সহ ঐক্য করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথিমতে ঔষধ ব্যবস্থা হইল বলা যায়। কিন্তু স্থল বিশেষে এইরূপ সম্যক সাদৃশ্য-নিরূপণ করা ব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; সে অবস্থায় যে ঔষধের **বিশেষ লক্ষণসহ*** কোন রোগের বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিবে, সেই ঔষধ প্রয়োগে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায়। যথা,

* জায়ু-বিচারণে (পরিভাষায় "জায়ু-বিচারণ" শব্দ দ্রষ্টব্য) কোন ঔষধের যে যে লক্ষণ বারম্বার উপস্থিত হয় ও চিকিৎসাকালে যদি উক্ত ঔষধ সেবনে কোন রোগের সেই সেই লক্ষণ বার বার আরোগ্য হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে তত্তৎ লক্ষণকে ঔষধটির "বিশেষ peculiar)" বা "প্রকৃতিগত (characteristic)" লক্ষণ কহে—যথা, "নাসিকা কণ্ডুয়ন ও ঘর্ষণ" সাইনার (Cina) একটি বিশেষ লক্ষণ। এই

কোন শিশু সদাই নাক চুলকাইত ও বালিসে নাক রগড়াইত এবং তাহার মাতার কাঁধে নাক প্রায়ই ঘষিত (কৃমি ছিল কি না জানা যায় নাই), এই লক্ষণ মাত্র দেখিয়া সাইনা (Cina) প্রয়োগে শিশু নিরাময় হইল; একটি চিকিৎসক বহু ঔষধ প্রয়োগেও বাধক-বেদনার কিছুমাত্র উপশম করিতে না পারিয়া স্ত্রীচিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার গারেন্সিকে পরামর্শ জন্য আহ্বান করেন; গারেন্সি রোগিণীর "ভক্তিভাব ও অনবরত কথা কহা" দর্শনে ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ ব্যবস্থা করিবামাত্র রোগটি ত্বরায় আরোগ্য হইল (*The Hahnemannian Monthly* Vol. III. দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, মাত্র দুই একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগে সময়ে সময়ে আশাতীত ফললাভ হইলেও উহা পূর্ণাবয়ব হোমিওপ্যাথি নহে; **লক্ষণ-সমষ্টি মিলাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন** করাই হানেমানোক্ত **প্রকৃত হোমিওপ্যাথি**।

কিরূপে রোগ লক্ষণ জানিতে হয়?—(১) রোগীর কাছে বসিয়া প্রথমে তাঁহার **আন্তর লক্ষণগুলি** (যথা, শীতবোধ, মাথা ঘোরা, পা কামড়ান, তিক্তাস্বাদ, বুকজ্বালা, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি); (২) **রোগের কারণ তত্ত্ব** (যথা, ঠাণ্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভিজা, গুরুপাকদ্রব্য আহার, ভারী জিনিস তোলা ইত্যাদি); (৩) **কোন্ সময়ে বা কোন্ অবস্থায় রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়** (যথা, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, রাত্রি ১১টার সময় হ্রাস, গা টিপিয়া দিলে আরাম, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে যাতনা বৃদ্ধি, বামপাশ চাপিয়া শুইলে শান্তি) প্রভৃতি বিষয় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে হইবে। পরে, (৪) **বাহ্যলক্ষণগুলি** (যথা, শরীরের উষ্ণতা,

গ্রন্থের শেষভাগে "ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ" অধ্যায়ে কতিপয় প্রধান ঔষধের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ স্থূলভাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে নাস্ক-ভমিকার "পেট ফাঁপা" ও "রাত্রি জাগরণ" এই দুটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া জনৈক গ্র্যাজুয়েট "আমার ডাক্তারি" নামক (সচিত্র) উপন্যাসে বেশ একটু হাস্য-রসের উদ্দীপন করিয়াছেন (১৩২২ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ" দ্রষ্টব্য)।

নাড়ী, জিহ্বা, চর্ম্ম, বক্ষঃস্থল, মল, মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা) চিকিৎসক নিজে স্থির করিয়া লইবেন ; এবং (৫) অবশেষে রোগীর **বর্ত্তমান ও পূর্ব্বাবস্থা** (যথা—বিষয় কর্ম্ম, ধাতু, কৌলিক পীড়াদি) ও রোগের **বিশেষ লক্ষণগুলি** (যথা—প্রবল জ্বরে অত্যন্ত গাত্রতাপ সত্বেও মোটে তৃষ্ণা না থাকা, বা কোন পীড়ায় শিশু সদাই নাক চুলকায় প্রভৃতি উপসর্গ) অবধারণ পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন (vide Nash's *How to Take the Case*)।

এই গ্রন্থোক্ত রোগ-চিকিৎসাকালে যে যে ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, নব-শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য উহাদের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে ; উহাদের অতিরিক্ত লক্ষণাদি জানিবার জন্য তিনি কোন একখানি উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া-মেডিকা বা ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। আর, কোন কোন রোগে কয়েকটি প্রধান ঔষধের লক্ষণাদি বর্ণনার পর কতকগুলি ঔষধের নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদের কোন লক্ষণাদি লিখিত হয় নাই ; বুঝিতে হইবে, সে ঔষধগুলি **ব্যস্ত চিকিৎসকের** সুবিধার জন্য ; বলা বাহুল্য, উহাদের লক্ষণ জানিতে হইলেও মেটেরিয়া-মেডিকা দেখিতে হইবে। এক্ষণে, কিরূপে শরীরের উষ্ণতাদি পরীক্ষা করিতে হয়, নিম্নে যথাক্রমে মোটামুটি তাহা লিখিত হইতেছে :—

(১) **শরীরের উষ্ণতা**।—শরীরের উষ্ণতা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (উষ্ণতামান-যন্ত্র) দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

তাপমান-যন্ত্রটি * পারদপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নবিশিষ্ট কাচের নল। সর্ব্ব নিম্নে পারদ-কুণ্ড, তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে কতকগুলি ছোট বড় রেখা ও

* "তাপমান-যন্ত্র" না বলিয়া ইহাকে "উষ্ণতামান-যন্ত্র" বলাই সঙ্গত ; কারণ এই যন্ত্র দ্বারা "তাপ" মাপা যায় না, "উষ্ণতা" মাত্র মাপা যায়—তাপ মাপিবার জন্য যে স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে তাহাকেই "তাপমান-যন্ত্র" বলা বিধেয় (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রণীত "পদার্থ-বিদ্যা" তৃতীয় সংস্করণ ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

—বায়ু জল মৃত্তিকা জীবদেহ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে "তাপ"

অঙ্ক চিহ্নিত আছে। প্রথম বড় রেখাটি ৯০° বা ৯৫° ডিগ্রী; তাহার পর ৪টী ক্ষুদ্র রেখা আছে, প্রত্যেকটি এক ডিগ্রীর পঞ্চমাংশ জ্ঞাপক। প্রত্যেক বড় রেখা এক এক ডিগ্রী। ৯৮ ডিগ্রীর উপর দ্বিতীয় ক্ষুদ্র রেখাটিতে একটী তীর-চিহ্ন আছে; ইহাই মনুষ্যের স্বাভাবিক উষ্ণতা নির্দ্দেশক। তাপমানের পারদপূর্ণ অংশটী রোগীর বগলে, জিহ্বার নিম্নে, অথবা মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া শরীরের তাপ পরীক্ষা করিতে হয়; তখন এই অংশটিতে যেন বহির্ব্বায়ু না লাগে; ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল স্থিরভাবে বগলে রাখিয়া, বাহির করিয়া দেখিতে হয়। পারদকোষ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় পারদ-অংশ উঠিয়া যে ঘরে গিয়া দাঁড়াইবে, শরীরের উষ্ণতা তত উষ্ণতাংশ (বা ডিগ্রী) বুঝিতে হইবে।

সুস্থাবস্থায় শরীরের উষ্ণতা ৯৮·৪ ডিগ্রী, মুখ-গহ্বরের উষ্ণতা ৯৯·৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বালকদিগের শরীরের উষ্ণতা যুবকদিগের শরীরের উষ্ণতা অপেক্ষা কিছু বেশী, এবং যুবকদিগের অপেক্ষা ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শরীরের উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কম। নিদ্রা ও বিশ্রামকালে শরীরের উষ্ণতা দেড় ডিগ্রী কম হয়। শরীরের উষ্ণতা আড়াই ডিগ্রী বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা এক ডিগ্রী কম হওয়া, আশঙ্কা জনক মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, আরক্ত-জ্বর, মোহ-জ্বর ও বসন্ত রোগে গাত্রের উষ্ণতা ১০৬° বা ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। অন্যান্য জ্বরে সচরাচর ১০৩°, ১০৪° বা ১০৫° ডিগ্রী নীচে হইয়া থাকে।

আছে। তাপ যোগে বস্তুমাত্রেরই "উষ্ণতা" ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ও তাপ বাহির হইয়া যাইলে, "উষ্ণতার" হ্রাস হয়। কোন্ জিনিসটা অধিক উষ্ণ বা কোন্টা কম উষ্ণ, উহা আমরা স্পর্শ দ্বারা মোটামুটি অনুভব করিতে পারি বটে, কিন্তু "উষ্ণতার" সূক্ষ্ম পরিমাণ আমাদের স্থূল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় না, তাই থার্ম্মোমিটারের প্রয়োজন।

যাহা হউক, বঙ্গভাষায় বহুকালাবধি "তাপ" শব্দটি "উষ্ণতা" অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া, আমরাও প্রচলিত "তাপ" কথাটি "উষ্ণতা" অর্থে এবং "তাপমান-যন্ত্র" শব্দটি "উষ্ণতামান" অর্থেই এই পুস্তকে ব্যবহার করিলাম, পাঠকের যেন ইহা স্মরণ থাকে।

শরীরের উষ্ণতা ১০০° ডিগ্রী উঠিলে বা ৯৭° ডিগ্রীর নীচে নামিলে, কোন রূপ পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০০° হইতে ১০১° ডিগ্রী সামান্ত জ্বর; ১০৫° হইলে প্রবল জ্বর; ১০৭° সাংঘাতিক জ্বর; ১০৮° বা ১১০° হইলে শীঘ্রই মৃত্যু হইবে এরূপ বুঝায়। টাইফয়েড্ বা আন্ত্রিক-জ্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যার সময় দেহের উষ্ণতা ১০২° কিম্বা ১০৩° ডিগ্রী হইলে সামান্য জ্বর, কিন্তু ১০৫° হইলে ভয়ের কারণ। তরুণ ম্যালেরিয়া-জ্বরে ১০৬° ততটা আশঙ্কাজনক নয়। সূতিকা-জ্বরে সাধারণতঃ ১০৫° পর্য্যন্ত উষ্ণতা বাড়ে। ৯৭° হইতে ৯০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত পতন-অবস্থা জ্ঞাপক। ওলাউঠা ব্যতীত অন্য কোন রোগে গাত্রের উষ্ণতা ৯৩° নামা অতি অশুভ লক্ষণ। ওলাউঠা রোগে কখন কখন হিমাঙ্গ হইয়া ৮০° পর্য্যন্ত নামে। তরুণ ও সবিরাম জ্বরে এবং পুরাতন ক্ষয়কর রোগে, গাত্রের উষ্ণতা সহসা খুব কম হওয়া আশঙ্কাজনক।

(২) **নাড়ীস্পন্দন**।—ভ্রূণের নাড়ীস্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় ১৫০ বার। জন্মকাল হইতে ১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় প্রতি মিনিটে নাড়ীস্পন্দন ১৪০—১২০ বার; ২ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত, ১১৫—৯০; ৬ হইতে ১৫, পর্য্যন্ত ৯০—৮০; ১৬ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, ৭৫—৭০ বার; এবং বৃদ্ধ বয়সে, ৬৫—৫০ বার। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের নাড়ীস্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় দশ পনর বার বেশী হইয়া থাকে। পানাহার বা ব্যায়ামাদির পর নাড়ীস্পন্দন স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা বেশী, এবং নিদ্রাকালে (বা মধ্য রাত্রিতে) কম হইয়া থাকে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ২০ বার স্পন্দন কম হইলে, জীবনী-শক্তির হ্রাস হইতেছে বুঝা যায়। নাড়ী বেশ চলিতেছে সহসা উহার লোপ হওয়া, অশুভ লক্ষণ। নাড়ী ক্ষীণা অথচ বলবতী হওয়া, বড়ই কুলক্ষণ *।

(৩) **শ্বাস-প্রশ্বাস**।—সুস্থ শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজে ধীরভাবে ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক বৎসর বয়সে প্রতি মিনিটে প্রায় ৩৫ বার শ্বাস গৃহীত হয়; দুই বৎসর বয়সে ২৫ বার; এবং

---

* "রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রের পীড়াধ্যায়ে," "নাড়ী" দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ হইতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ২০—১৮ বার। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ধীর হওয়া, শুভ লক্ষণ; শীতল বা ঘন ঘন হওয়া, মৃত্যু লক্ষণ। বক্ষঃস্থলের বা ফুসফুসের পীড়ায় শ্বাসের গতি বৃদ্ধি হয়, দুর্ব্বল অবস্থায় কমে।

(৪) **নাড়ী, শ্বাস, ও গাত্রতাপের পরস্পর সম্বন্ধ।**—শরীরের উষ্ণতা এক ডিগ্রী বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২ বার বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিক গাত্রতাপ ৯৮·৪°, নাড়ীর স্পন্দন ৭৫, এবং শ্বাসের গতি ২০ বার। গাত্রতাপ ১০০° হইলে, নাড়ীর স্পন্দন ৯১ বার এবং শ্বাসের গতি ২৩ বার হইবে। সাধারণতঃ দুইবার শ্বাসে সাতবার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

(৫) **জিহ্বা-পরীক্ষা।**—ইহা রোগ নির্ণয়ের একটি প্রধান সহায়। ইহার বর্ণগত পার্থক্যানুসারে রোগের স্বতন্ত্রতা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সুস্থাবস্থায় জিহ্বা প্রায়ই সরস ও নির্ম্মল থাকে। উৎকট সান্নিপাতিক বিকারে, ও নবজ্বরে, এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জন্য, জিহ্বা শুষ্ক হয়। রক্তবর্ণ জিহ্বা, স্ফোটকজ্বর বা পাকস্থলী সম্বন্ধীয় পীড়া নির্দ্দেশক; শাদা-লেপযুক্ত জিহ্বার উপর লালবর্ণের দানা দানা দাগ পড়িলে, আরক্ত-জ্বর বুঝায়। জিহ্বার প্রান্ত ও অগ্রভাগ শুষ্ক থাকিলে, পৈত্তিক জ্বর বুঝায়। ফ্যাকাসে জিহ্বা, রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ। শুষ্ক জিহ্বা যদি আর্দ্র হয় ও প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে থাকে, তবে পীড়ার উপশম হইতেছে বুঝিতে হইবে। জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত হইলে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পাকাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বুঝায়। জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের লেপাবৃত হইলে, পিত্ত নিঃসরণের বা যকৃৎ যন্ত্রের গোলযোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নীলাভ জিহ্বা রক্ত চলনের ব্যাঘাত হইতেছে বুঝায়। কালবর্ণের জিহ্বা প্রায়ই অশুভ লক্ষণ। জিহ্বা মোটেই নাড়িতে না পারা অথবা জিহ্বা বাহির হইয়া একদিকে পড়িয়া থাকিলে, পক্ষাঘাত বুঝায়। জিহ্বায় ঘা বা দাগ থাকিলে, ভাল পরিপাক হয় না বুঝিতে হইবে। কাল বা বেগুনে রঙের জিহ্বা, ধমনীচয়ের রক্তাবরোধ জন্মিয়াছে বুঝায়।

(৬) **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডল শরীরের দর্পণ-স্বরূপ, সুতরাং মুখ দেখিয়া শারীরিক অসুস্থতার বিষয় অনেকটা জানিতে পারা যায়। প্রসন্ন বদন সুস্থতার পরিচায়ক; কিন্তু বক্ষঃস্থলের পীড়ায় যন্ত্রণাভোগের পর রোগীর প্রশান্ত বা প্রসন্ন বদন, শুভ লক্ষণ নহে। ফুস্‌ফুসের তরুণ প্রদাহে, মুখমণ্ডল চিন্তাকুল সঙ্কুচিত ও শ্বাসক্লিষ্ট দেখায়; সলজ্জ মুখমণ্ডল, ধাতুদৌর্ব্বল্যের চিহ্ন। জ্বরের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতায়, মুখমণ্ডলের মলিনতা আরক্তরাগ কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৭) **গাত্র চর্ম্ম**।—চর্ম্ম কর্কশ শুষ্ক খস্‌খসে এবং উত্তপ্ত হইলে, জ্বর বুঝায়। শরীরের তাপ কমিয়া গিয়া যদি অন্যান্য উপসর্গ কম পড়ে এবং ঘর্ম্ম হয়, তাহা হইলে শুভ লক্ষণ। সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম না হইয়া স্থানিক ঘর্ম্ম হইলে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও তৎস্থানের নীচে প্রদাহ-লক্ষণ বুঝায়। তরুণ জ্বরত্যাগকালে ঘর্ম্ম হইলে রোগের উপশম বুঝায়; কিন্তু পুরাতন বা জীর্ণজ্বরে প্রচুর নিশাঘর্ম্ম প্রত্যহ হইতে থাকিলে, যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়কর রোগের সূত্রপাত হইতেছে বুঝিতে হইবে। বিষম ও প্রাদাহিক জ্বরে ঘর্ম্ম হওয়ার পরে অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস না হওয়া, অশুভ লক্ষণ জ্ঞাপক। বিষম-জ্বর ম্যালেরিয়া-জ্বর সূতিকা জ্বর ও অন্যান্য প্রবল জ্বরে, শীত ও কম্প উপস্থিত হয়। হঠাৎ বেশী ঘাম হওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

(৮) **বমন** ও **হিক্কা**।—পাকস্থলীর অসুখ ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়া এবং বক্ষঃস্থল ফুস্‌ফুস্ ও জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য হেতু, **বমন** হয়। ক্রিমি, আমাশয় ও যকৃতের প্রদাহ জন্য, **হিক্কা** হয়।

(৯) **বেদনা**।—যদি একস্থানে অনবরত বেদনা অনুভূত হয়, বেদনাক্রান্ত স্থল উত্তপ্ত, এবং চাপ দিলে বেদনা বাড়ে, তবে উহা প্রদাহ-জনিত বেদনা; সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইলে, পেশীর বেদনা। হাঁটুর বেদনায় বঙ্কণ (বা কুঁচকির) প্রদাহ হইয়াছে বুঝায়। যকৃতের প্রদাহে দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা, এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা হয়। পাথরী রোগে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে বেদনা হয়।

(১০) **বক্ষঃস্থল**।—বক্ষঃ পরীক্ষা প্রধানতঃ তিন প্রকারে সংসাধিত হয়—(ক) দর্শন (খ) স্পর্শন এবং (গ) শ্রবণ দ্বারা। (ক) **দর্শন**—রোগীকে স্থির ভাবে বসাইয়া স্থিরনেত্রে দেখিতে হইবে। বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত, সঙ্কুচিত এবং প্রত্যেকবার শ্বাস প্রশ্বাসে উচ্চ হয় কি অবনত হয়, কোন স্থান স্ফীত হইয়াছে কিনা, প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। (খ) **স্পর্শন** বা প্রতিঘাত দ্বারা—বাম হস্তের করতল রোগীর বক্ষের উপর পাতিয়া তাহার উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি-দ্বারা আঘাত করিলে যদি ঠন্ ঠন্ শব্দ হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থা; টপ্ টপ্ শব্দ হইলে ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ, বক্ষঃশোথ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। হাঁপানি পীড়ায় বক্ষঃমধ্যে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে বলিয়া টন্ টন্ শব্দ হয়। (গ) **শ্রবণ**—ইহা ষ্টেথোস্কোপ্ নামক যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়। ষ্টেথোস্কোপ্ অনেক রকম, যথা—কাষ্ঠের, শৃঙ্গের, জার্ম্মান সিলভারের এবং রবারের নলবিশিষ্ট। রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইয়া অথবা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান করাইয়া বক্ষঃস্থলে (হৃৎপিণ্ডে বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে) ষ্টেথোস্কোপের ক্ষুদ্র মুখটি লাগাইয়া, অপর প্রশস্ত মুখটি কর্ণে লাগাইয়া, পরীক্ষা করিতে হয়। রবারের ষ্টেথোস্কোপটির যে মুখ প্রশস্ত, তাহা বুকে, এবং ক্ষুদ্রমুখটি কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সোঁ সোঁ শব্দ হয়। শ্বাসনালীর প্রদাহ, হাঁপানি কাসি, ক্ষয়কাসি প্রভৃতি পীড়ায় নানারূপ বাদ্যধ্বনিবৎ শব্দ শ্রুত হয়। শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে, ঘড় ঘড় শব্দ হয়। ফুস্‌ফুস প্রদাহে কেশঘর্ষণবৎ; এবং ফুস্‌ফুস-আবরক-ঝিল্লি-প্রদাহে, খস্‌খস্ শব্দ হয়।

(১১) **মল**।—স্বাভাবিক মলের রং হলদে। মেটে বা পাঁশুটে বর্ণ অথবা কাদার মত মল হইলে, **পিত্তের ভাগ কম** (বা যকৃতের দোষ) হইয়াছে বুঝায়; কাল কটা বা বেশী হলদে মলে, **পিত্তের ভাগ অধিক**; সবুজ বর্ণের মল (বিশেষতঃ শিশুদিগের), **পাকাশয়ের অম্লত্ব**; মলে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা থাকিলে, অন্ত্র-প্রদাহ; এবং মল শুষ্ক ও শক্ত হইলে, অন্ত্রের ক্রিয়ার গোলযোগ জ্ঞাপক। আমানি বা চাউলধোয়া

জলের ন্যায় ভেদ হইলে, ওলাউঠা বুঝায়। আমাশয়ের বা যকৃৎ প্লীহাদির রোগে মল লালবর্ণ হইলে, উহাতে রক্ত বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে।

(১২) মূত্র।—স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মূত্র দিনরাত্রি মধ্যে প্রায় দেড় সের হয়। যকৃতের রোগে, ঘোর হরিদ্রাবর্ণের মূত্র হয়, বা মূত্রে তলানি পড়ে। জ্বরকালে নাড়ীর বেগ থাকিলে, মূত্র কম ও লাল বর্ণ হয়। মূত্র অধিক পরিমাণে অথচ পরিষ্কার হইলে, স্নায়বিক পীড়া; মূত্র ত্যাগের অনতিবিলম্বে মূত্র দুগ্ধবৎ বা চুণের জলের মত শাদা হইলে, ক্রিমি-দোষ; মূত্রে শর্করা থাকিলে, মধুমেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মূত্র ধূম্রবর্ণ হইলে, উহাতে রক্ত বর্ত্তমান আছে বুঝায়; মূত্র ঘোর লালবর্ণ হইলে, উহাতে অম্লত্ব (acidity) আছে; এবং মূত্র ঘোর কটা বা কাল বর্ণের হইলে, রোগ অতি উৎকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

হানেমানোক্ত তরুণ ও পুরাতন রোগ-লক্ষণ।

স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘনজনিত বা শরীরে কোন বিষ প্রবেশ হেতু, দেহের অবস্থান্তর ঘটে; উহার নাম "অসুখ" বা "রোগ"।

অসুখ (indisposition)।—পানাহারে দোষ, বেশী ঠাণ্ডা বা গরম লাগান, ঋতু পরিবর্ত্তনকালে অসাবধান থাকা, শোক ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আর্দ্র স্থানে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্য-নিয়ম লঙ্ঘন জন্য দেহের যে অবস্থান্তর ঘটে, তাহাকে "অসুখ (বা সামান্য পীড়া)" কহে। পানাহারে সংযম বা উপবাস, শীতোষ্ণ বা ঋতু উপযোগী খাদ্য পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা, সুবাত ও শুষ্ক গৃহে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্য-নিয়ম পালন পূর্ব্বক "অসুখের" মূল কারণ বিদূরিত করিতে পারিলে, উহা স্বতঃই (অর্থাৎ বিনা ঔষধ সেবনে) আরোগ্য হইতে পারে।

রোগ (diseases)।—রক্ত মধ্যে কোন বিষ-সংক্রমণ (বা প্রবেশ) হেতু শরীরের যে অবস্থান্তর ঘটে তাহার নাম "রোগ (বা পীড়া বা ব্যাধি)"।

রোগোৎপাদক এই প্রকার বিষটিকে (virus) "রোগ বীজ (disease-germs—জীবাণু উদ্ভিজ্জাণু)" অথবা "কল্মষ" (miasms) * কহে।

কেণ্ট বলেন যে কল্মষ দ্বিবিধ :—তরুণ ও পুরাতন। উভয়বিধ কল্মষেরই সংক্রমণ মুহূর্ত্ত মধ্যেই সংসাধিত হয় ও তখনই সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া যায়, এবং সংক্রমণের পর উহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। "তরুণ বিষ (acute miasms যথা, হাম-বিষ)" সংক্রমিত হইলে রোগীর দেহে উহার "প্রারম্ভ বা পূর্ব্বাভাষ (prodroma)" "বর্দ্ধন বা বিকাশ (progress)" এবং "হ্রাস বা ক্ষয় (decline)" এই তিনটি অবস্থা পর পর উপস্থিত হয়, এবং "হ্রাসাবস্থা" প্রায়ই আরোগ্যে পরিণত হয় (অর্থাৎ তরুণ বিষটি দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়)। কিন্তু "পুরাতন বা চির-কল্মষ (chronic miasms যথা, উপদংশ-বিষ)" সংক্রমিত হইলে, রোগীদেহে উহার "প্রারম্ভ" ও "বৰ্দ্ধন"—এই দুইটি মাত্র অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং "হ্রাসাবস্থা" থাকে না (অর্থাৎ রোগীদেহে বিষটি আমরণ বর্ত্তমান থাকে ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন ব্যতীত দেহ হইতে উহা কোনমতেই অপনীত হইতে পারে না)। চির-কল্মষের অপর নাম "ধাতুগত বিষ" বা "ধাতুদোষ (dyscraciæ)"।

দেহাভ্যন্তরে উল্লিখিত "তরুণ" ও "পুরাতন" বিষ সংক্রমণ ভেদে, রোগও দ্বিবিধ হইয়া থাকে—যথা "তরুণ (acute অ্যাক্যুট) রোগ" ও "পুরাতন বা চির (chronic ক্রণিক্) রোগ"।

তরুণ ও চিররোগ।—দেহাভ্যন্তরে কোন তরুণ বিষ (বা জীবাণু) প্রবেশ হেতু যে রোগ জন্মে, তাহাকে "তরুণ (acute) রোগ" কহে ; এবং ধাতুগত কোন পুরাতন বিষ (যথা—কচ্ছু-বিষ, উপদংশ-বিষ, বা প্রকৃত প্রমেহ-বিষ) দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ হেতু যে ব্যাধি জন্মে, তাহাকে "পুরাতন বা চির (chronic ক্রণিক) রোগ" কহে। অর্থাৎ তরুণ রোগ (যথা, হাম) দেহাভ্যন্তরে কোন "তরুণ-বিষ (যথা, হাম-বিষ)"-সংক্রমণের ফল ; এবং চির রোগ (যথা, উপদংশ) দেহাভ্যন্তরে "ধাতুগত কোন পুরাতন

* কল্মষের অপর নাম "ক্লিবিষ" বা "পূতি-বাষ্প"।

বিষ (যথা, উপদংশ-বিষ)"-সংক্রমণের ফল। তরুণ রোগের "প্রারম্ভ (prodroma)" "বর্দ্ধন (progress)" ও "হ্রাস (decline)"—এই তিনটি অবস্থা পর পর ঘটে, এবং উহা প্রায়ই "আরোগ্যে" (কথনও বা "মৃত্যুতে") পরিণত হয় ; কিন্তু চির রোগের "প্রারম্ভ" ও "বর্দ্ধন"—এই দুইটি মাত্র অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং "হ্রাসাবস্থা" থাকে না (অর্থাৎ দেহাবসান পর্য্যন্ত পুরাতন রোগ সঙ্গের সাথী হইয়া বিদ্যমান থাকে)। তবেই বুঝা যাইতেছে যে তরুণ রোগ আরোগ্য-প্রবণ (having a tendency to recovery), আর চির রোগ আদৌ আরোগ্য-প্রবণ নহে কিন্তু চির-বিকাশ-প্রবণ* (having a continuous progressive tendency, and with no tendency to recovery)। "তরুণ রোগ" দুই একটি মাত্র ব্যক্তিতে (sporadically) বা একটি মাত্র দেশে (endemically) বদ্ধ থাকে, অথবা বহুব্যাপক আকারে (epidemically) প্রকাশ পাইতে পারে ; আর, "চির রোগ" বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত † হইয়া থাকে, ও উহার উদ্ভেদাদি চর্ম্মরোগ শরীরের বহির্ভাগ হইতে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে [অর্থাৎ

---

* পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন যে "তরুণ রোগ" ও "পুরাতন রোগ" শব্দ দুইটি অ্যালোপ্যাথিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, হোমিওপ্যাথিতে উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সেরূপ নয়। যে রোগের স্থিতি-কাল দুই মাসের অধিক নয়, সাধারণতঃ তাহাই অ্যালোপ্যাথির "তরুণ (acute অ্যাকুট্) রোগ" ; দুই মাসের পর হইতে দশ বার মাস পর্য্যন্ত ভোগকাল হইলে, রোগটিকে "নাতি-তরুণ (sub-acute সব্-অ্যাকুট্) পীড়া" বলে ; তদপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, রোগটির নাম "পুরাতন বা চির (chronic ক্রণিক) ব্যাধি"।

হোমিওপ্যাথিতে "তরুণ রোগ" ও "চির রোগ" কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

† দুই এক বৎসর বয়সের কোন শিশুর শীর্ণতা ও যক্ষ্মারোগ প্রবণতা লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুটি তদীয় পিতা বা মাতা হইতে কোন চিররোগ অধিকার করিয়াছে।

অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহার হেতু বসিয়া গিয়া (suppressed) দেহাভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করতঃ গুরুতর লক্ষণচয় আনয়ন করে]। বিনা ঔষধ সেবনে "তরুণ রোগ" আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু ধাতুদোষঘ্ন ঔষধ সেবন না করিলে, পুরাতন রোগ কদাচ আরোগ্য হয় না। *

জায়ুজ-ব্যাধি।—উল্লিখিত "তরুণ" ও "পুরাতন" রোগ ছাড়া, হানেমান আর এক প্রকার পীড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কুইনাইন, আফিং, পারা, সেঁকো-বিষ, বিবিধ পেটেণ্ট ঔষধাদি অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে, চির-রোগের লক্ষণ সদৃশ উপসর্গাদি রোগীদেহে উপস্থিত হইয়া থাকে, উহাদিগকে তিনি "জায়ুজ-ব্যাধি (drug-diseases)" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। রোগীর একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের বিবৃদ্ধি বা শীর্ণতা, উপদাহিতা বা অনুভব শক্তির আধিক্য বা নূনতা, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র কোমল কঠিন বা ক্ষতযুক্ত হওয়া, "জায়ুজ ব্যাধির" প্রধান লক্ষণ ("জায়ুজ-ব্যাধি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। "জায়ুজ-ব্যাধি সহ ধাতুদোষ" সঙ্ঘটিত হইলে, উহা প্রায়ই দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়।

চির-রোগ চিকিৎসার সঙ্কেত।—পুরাতন রোগ চিকিৎসা অতীব দুরূহ কার্য্য। চির-রোগের প্রকৃতি নির্ণয়পূর্ব্বক উহার ঔষধ নির্ব্বাচন ও আরোগ্য সাধন করা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের চরম পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ইতোপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চির-রোগের বিষ "শরীরের **বহির্ভাগ হইতে শরীরাভ্যন্তরে** প্রবিষ্ট হইয়া থাকে"; সুতরাং (হানেমানের মতে) যে সমস্ত হোমিও-প্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া "**দেহাভ্যন্তর হইতে** শরীরের **বাহিরের দিকে**", সেই সব ঔষধই প্রধানতঃ পুরাতন রোগে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ সেবনে যদি অবরুদ্ধ (suppressed) ধাতুদোষ শরীরের বহির্ভাগে চর্ম্মরোগাদি আকারে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাধিটি আরোগ্যোন্মুখ হইয়া আসিতেছে ও ঔষধ কিছু

* "পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

দিন স্থগিত রাখিতে হইবে। পুরাতনরোগ-চিকিৎসা সময়-সাপেক্ষ (ন্যূনকল্পে দুই বৎসরকাল সুচিকিৎসিত হইলে ইহাকে আরোগ্যোন্মুখ হইতে দেখা যায়); রোগ-লক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে, ইহারও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়; এবং নির্ব্বাচিত ঔষধের উচ্চ শক্তি এক এক মাত্রা মাত্র সপ্তাহান্তে পক্ষান্তে বা মাসান্তে প্রয়োগ করিতে হয়। অতিরিক্ত বিবরণ জন্য পরিশিষ্ট (খ) অধ্যায়ে "ধাতু-দোষ ও তন্নিরাকরণ", এবং Hahnemann's *Organon* paras. 72—82, Professor Samuel Lilienthal's articles contributed to the *California Homœopath* embodying the gist of the *Organon & Chronic Diseases*, Bœricke's *Compend* pp. 72—89, Clarke's *Prescriber* pp. 33 & 103—107, Kent's *Lectures on Hom. Philosophy* pp. 104—144 ও Bidwell's *How to use the Repertory*, pp. 19—27. দ্রষ্টব্য।

২। সাধারণ রোগ (General Diseases)।

যে সমস্ত রোগে শরীরের তাবৎ রক্তটুকু বা সমস্ত যন্ত্রগুলি আক্রান্ত হয়, তাহাদের নাম **সাধারণ রোগ**। সাধারণ রোগ দ্বিবিধ :— (ক) শোণিত-রোগ, (খ) ধাতুগত রোগ।

সাধারণ রোগ—(ক) বিভাগ

বা

শোণিত রোগ (Blood Diseases)।

ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া-জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগে শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হয় বলিয়া, ইহাদের সাধারণ নাম **শোণিত রোগ**; যথাক্রমে ইহাদের বিষয় লিখিত হইতেছে।

ওলাউঠা (Cholera) কলেরা।

"ওলাউঠা" অর্থে ভেদবমন; ওলা (= ভেদনিঃসরণ)+ উঠা (= বমন উৎক্ষেপণ)।

কুমড়াপচা জল বা পান্তা ভাতের আমানি অথবা চাউল ধোয়া জল কিম্বা ফেনের মত **ভেদ** ও জলবৎ গন্ধহীন **বমন** হওয়া ওলাউঠার প্রথম লক্ষণ; ক্রমে, অবসন্নতা, চোক মুখ ব'সে যাওয়া, পিপাসা, মূত্ররোধ, খিলধরা, স্বরভঙ্গ, নাড়ীলোপ, হিমাঙ্গ, চট্‌চটে ঘাম, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে।

ওলাউঠা বা কলেরা রোগীর ভেদ বমনে এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু থাকে; ইহারাই এই রোগের প্রকৃত উৎপাদক—সুস্থ ব্যক্তি জল দুগ্ধ বা খাদ্যাদি সংযোগে ইহাদিগকে উদরস্থ করিলেই কলেরা-আক্রান্ত হন। যে জলাশয়ে ওলাউঠা-রোগীর ভেদ বমন নিক্ষিপ্ত বা তাঁহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়, তাহার জলপান করিয়া পল্লীস্থ অনেকেই এই পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকেন দেখা গিয়াছে (Macnamara's *Treatise on Asiatic Cholera* দ্রষ্টব্য)।

কথিত আছে যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক গ্রামে একটি মেলা উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হওয়ায়, হঠাৎ এই পীড়া তথায় প্রথম প্রকাশ পায়; ক্রমে নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অষ্ট্রেলিয়া আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত, এই রোগ এক্ষণে প্রায় সমস্ত ভূমণ্ডলে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

ওলাউঠা প্রধানতঃ দুই প্রকার:—**সামান্য** ও **সাংঘাতিক**। সামান্য ওলাউঠাকে প্রবল উদরাময়ও বলে; আর, সাংঘাতিক ওলাউঠাকে প্রকৃত ওলাউঠা (বা এসিয়াটিক কলেরা) বলে। সময়ে সময়ে সামান্য ওলাউঠা সাংঘাতিক ওলাউঠায় পরিণত হইয়া থাকে।

সামান্য ওলাউঠাকে বিসূচিকা বা "কলেরিন্" কহে। চিকিৎসার সুবিধার জন্য দুই প্রকার ওলাউঠার পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বিসূচিকা (কলেরিন্)	প্রকৃত ওলাউঠা (কলেরা)
১। ইহাতে প্রথমে **পিত্ত-সংযুক্ত** (সবুজ বর্ণ) ভেদ নিঃসৃত হয়, পরে পিত্ত থাকে না।	১। ইহাতে প্রথম হইতেই **পিত্তহীন** (অর্থাৎ পান্তাভাতের আমানির মত) ভেদ হইতে থাকে।
২। পেটে (বিশেষতঃ **নাভীর** চারি পার্শ্বে খামচান্ মত) **বেদনা** থাকে।	২। ইহাতে **পেটে বেদনা** থাকে না (কদাচিৎ উরুদেশে বেদনা থাকে)।
৩। ইহাতে প্রথমে **পেটে খিল** ধরে, কিন্তু উর্দ্ধাঙ্গে খিল ধরে না।	৩। ইহাতে প্রথমে হাত পায়ের **আঙ্গুলে** খিল ধরে, পরে হাত পায়ে খিল ধরে।
৪। শরীরের উষ্ণতা **ক্রমে ক্রমে** হ্রাস হইতে থাকে, ও রোগী নিতান্ত **অবসন্ন** হইয়া পড়েন না।	৪। শরীরের **উষ্ণতা সহসা** কমিয়া আসে এবং রোগী শীঘ্র শীঘ্র **অবসন্ন** হইয়া পড়েন।
৫। ইহাতে প্রায়ই **মূত্ররোধ** হয় না।	৫। ইহাতেই প্রথম হইতেই **মূত্ররোধ** হয়
৬। ইহা প্রায়ই **আহারের দোষে** ঘটিয়া থাকে।	৬। এক প্রকার **কীটাণু** শরীর মধ্যে সংক্রমণ ইহার মুখ্য কারণ; তবে আহারের দোষ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে পারে।
৭। ইহাতে রোগী যৎসামান্য **বিবর্ণ** হন মাত্র।	৭। ইহাতে প্রথমে নখমূল, ক্রমে সর্ব্ব শরীর, **নীলবর্ণ** হইয়া যায়।

উল্লিখিত দুই প্রকার ওলাউঠা ব্যতীত অন্য আর এক প্রকার ওলাউঠা আছে, তাহাতে ভেদ বমন বা খিলধরা থাকে না; এরূপ ভেদবমন-হীন

ওলাউঠাকে "নীরস (বা শুষ্ক) ওলাউঠা" (dry cholera) কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত "সাংঘাতিক ওলাউঠার" আকারান্তরমাত্র। এই রোগ হঠাৎ রোগীকে আক্রমণ করে; তখন অবসন্নতা পিপাসা মূত্ররোধ গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং দেখিতে দেখিতে শরীর নীলবর্ণ ও শীতল, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণস্বর, ও মূত্রস্তম্ভ প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। **রুবিনীর স্পিরিট-ক্যাম্ফর বা কর্পূরের আরক এই ভেদ-বমনহীন ওলাউঠার প্রধান ঔষধ** (অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে এই ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক)। পাঁচ সাত ফোঁটা ক্যাম্ফার চিনিসহ পঁচিশ ত্রিশ মিনিট অন্তর সেবন করান ও মাঝে মাঝে ক্যাম্ফর রোগীর গাত্রে মাখান আবশ্যক; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগী কতকটা প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ ক্যাম্ফার ব্যবহার করা বিধেয়। ক্যাম্ফার প্রয়োগে যদি কোন উপকার না হয় ও রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অ্যাসিড-হাইড্রোসিয়ানিক ৩—৩০, আর্সেনিক্ ৬—২০০, বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০ লক্ষণানুসারে দিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী (বা গৌণ) কারণ।—অপক্ব ফল-মূল বা অম্ল কিম্বা পচা দ্রব্য (বিশেষতঃ পচা মাছ মাংস) ভোজন, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ, চিঁড়ে, ছাতু, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, চালছোলা বা পাঁপর ভাজা; নূতন চাউলের ভাত, কচুরী, ফুলুরী, বেগুনী প্রভৃতি কুখাদ্য আহার, অপরিমিত আহার, উপবাস, দূষিত বায়ু-সেবন, দূষিত জলপান, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন ও রিপু চরিতার্থ করা, বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগান, রাত্রি জাগরণ, জোলাপ লওয়া, কলেরা প্রাদুর্ভাবকালে মনে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হওয়া, দুর্ব্বলতা, সামান্য স্বাস্থ্য বিধি লঙ্ঘন, ঋতু পরিবর্ত্তনাদি ওলাউঠা রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

উত্তেজক বা মুখ্য কারণ।—উল্লিখিত **কীটাণু-বীজ**। এই জীবাণুগুলি (Bacilli) প্রধানতঃ ওলাউঠা রোগীর মল ও

বমনে দৃষ্ট হয়; ডাক্তার কোকের মতে এই জীবাণুর আকার নথচিহ্ন (Comma) বৎ; দৈর্ঘ্য $\frac{১}{২৫০০০}$ ইঞ্চ, বিস্তার $\frac{১}{১২৫০০০}$ ইঞ্চ (পরিশিষ্ট (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষেধক উপায়।—কলেরার সময় অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ স্থানে বাস, অতিরিক্ত ভোজন, উপবাস, অপরিস্কৃত জল পান, এবং অতিশয় পরিশ্রম ও পচা মাছ মাংস আহার একবারে নিষিদ্ধ। এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে যাহাতে চিত্তে **ভয়ের** সঞ্চার না হয়, তাহাও করা উচিত। অধিক রাত্রি জাগরণ, শীতল ও দুর্গন্ধ বায়ু সেবন, পরিবর্জ্জনীয়। প্রত্যহ প্রতি গৃহে কর্পূর পোড়ান ভাল। বাটীর মধ্যে যে সকল স্থান নিম্ন আর্দ্র ও দুর্গন্ধময়, তথায় কার্ব্বলিক অ্যাসিড, ফিনাইল, চূণ, অঙ্গারাদি ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। মহামারীর সময়ে **কিউপ্রাম ৩০** বা **সালফার ৩০** ব্যবহার করা ভাল। রোগীর ভেদ ও বমন, পানীয় সংযোগেই হউক বা খাদ্য সংযোগেই হউক, যেন কোনরূপে অন্যের উদরস্থ না হয়। কলেরা-রোগীর মল ও বমন, আলকাতরা ও চূণে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিলে কতকটা নিরাপদ হওয়া যায়। মাতার ওলাউঠা হইলে, সন্তানকে তাহার স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। খালি পেটে যেন কেহ ওলাউঠা রোগীর সেবা না করেন; রোগীর মল মূত্র, ঘর্ম্ম, বমন বা লালা অপরের হাতে লাগিলে, তৎক্ষণাৎ উহা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত; রোগী যে ঘরে শায়িত থাকেন সে ঘরে খাদ্যাদি না রাখা উচিত—যদি কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য থাকে তবে যেন অন্য কেহ উহা ব্যবহার না করেন।

পানীয় জল দুগ্ধ ও মক্ষিকাদি দ্বারা ওলাউঠা রোগের বিষ চালিত হইয়া থাকে; সুতরাং যথায় ওলাউঠা দেখা দেয়, তথায় জল দুগ্ধাদি খুব গরম করিয়া (অর্থাৎ ফুটাইয়া) ব্যবহার করা বিধেয়। আর টাট্‌কা চূণ বা ফটকিরি চূর্ণ করিয়া কূপ তড়াগাদির জলে নিক্ষেপ করতঃ বাঁশ দিয়া আলোড়িত করিলেও, জল বেশ পরিষ্কার হয়; ডাক্তার হান্‌কিন্‌ ও কানিংহাম কূপাদির জল পার্ম্যাঙ্গানেট-অভ্-পটাস দ্বারা বিশোধিত

করিবার পরামর্শ দেন। কলেরা যেখানে ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় সেখান হইতে কোন দ্রব্যাদি (যথা তণ্ডুল, তরকারি, বস্ত্র, মৃৎপাত্র, টাকা, পয়সা প্রভৃতি) আনীত হইলে খুব গরম জলে ধুইয়া লইবার পর ব্যবহার করা ভাল, কেন না এবম্বিধ উপায়ে কলেরাবিষ-সংস্পৃষ্ট উক্ত দ্রব্যাদি বিশোধিত হইতে পারে।

ওলাউঠার পাঁচটি অবস্থা :—

(১) আক্রমণাবস্থা—এই অবস্থায় রোগীর অবসাদ ও বেদনা-হীন উদরাময় থাকে (৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১ হইতে ৬০ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল।

(২) পূর্ণবিকশিতাবস্থা—আমানির মত ভেদবমন হওয়া ও খিল ধরা এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ (৪৫—৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৩ হইতে ২৪ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল।

(৩) হিমাঙ্গ বা পতনাবস্থা—এই অবস্থায় সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা ও নাড়ী লুপ্ত হইয়া আসে (৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১২ হইতে ৩৬ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল।

(৪) প্রতিক্রিয়াবস্থা—এই অবস্থায় শরীর পুনরায় গরম হইতে থাকে ও মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় (৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা অল্পকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে।

(৫) পরিণামাবস্থা—পুনরায় ভেদবমন বা জ্বরবিকার হিক্কা প্রভৃতি হওয়া এই অবস্থার লক্ষণ। বিশেষ বিবরণ (৪৭—৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ওলাউঠার মোটামুটি চিকিৎসা।

ওলাউঠার পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসা, যথাক্রমে পরে লিখিত হইল ; কিন্তু নবশিক্ষার্থীর পক্ষে মনোনিবেশপূর্ব্বক সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া লক্ষণোপযোগী ঔষধ নির্ব্বাচন করা এক

প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ, তখন উহা পাঠ করিতে গেলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না। আবার স্থল বিশেষে—যথা, পুরুষ অভিভাবকগণের অনুপস্থিতি কালে ও সুচিকিৎসক অভাবে—বাটীর মহিলাগণকেই বাধ্য হইয়া চিকিৎসার দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্য, কয়েকটি প্রধান ঔষধের সাহায্যে এই ভীষণ রোগের মোটামুটি চিকিৎসা নিম্নে বিবৃত করা গেল :—

যদি পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণ জলবৎ বা ঈষৎ সবুজবর্ণ ভেদ ও সবুজবর্ণ পিত্তবমন হয় এবং তৎসহ যদি **পেট-বেদনা** থাকে বা ভেদের পর যদি মলদ্বারে জ্বালা অনুভূত হয়, তাহা হইলে **আইরিস ৩x** দিতে হয়। কিন্তু যদি **আমানির** মত বার বার বেদনাহীন ভেদ ও পুনঃ পুনঃ আমানির মত বেদনাহীন বমন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মলের উপর যদি ছোট ছোট ছিবড়ে **ভাসিতে** থাকে আর তৎসহ যদি খিল ধরা ও গভীর অবসন্নতা দেখা যায় কিন্তু **পেট বেদনা না থাকে,** তাহা হইলে **রিসিনাস ৩** দিতে হইবে।

ঈষৎ **সবুজবর্ণ জলবৎ ভেদ** (ও যেন তাহাতে কুমড়াপচার ন্যায় কুচি কুচি পদার্থ **তলানি** পড়ে), বমন বা উঁকি উঠা, **পেট বেদনা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম,** বেশী পরিমাণ ঠাণ্ডা জলপান জন্য প্রবল তৃষ্ণা, শরীর ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, আঙ্গুলের চুপ্‌সানভাব ও খিলধরা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ যদি ধীরে ধীরে উপস্থিত না হইয়া **সহসা প্রচণ্ড বেগে** প্রকাশ পায়, তাহা হইলে **ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৬** ব্যবস্থা।

ওলাউঠায় খেঁচুনি বা খিলধরা লক্ষণ (বিশেষতঃ হস্ত ও পদদ্বয়ে) অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হইলে, **কিউপ্রাম ৬** দেওয়া

বিধি। ভেদ বমন সহ প্রবল পিপাসা ; গাত্রদাহ সত্ত্বেও রোগী বস্ত্রাদি দ্বারা গা ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন ; হিমাঙ্গ, দারুণ অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা এবং অস্থিরতা থাকিলে, **আর্সেনিক** ৬। ভেদ বমন সহ উদরে জ্বালা বা তীব্র বেদনা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুভয় এবং রোগী ছটফট্ করিতে থাকিলে, **অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স** (**মাদার**) ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। নিরন্তর বমনোদ্বেগ, বমন হইয়া গেলেও বমনেচ্ছার নিবৃত্তি না হওয়া লক্ষণে, **ইপিকাক** ৬:৩ কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি লক্ষণে, **আণ্টিম-টার্ট** ৬। রোগীর শরীর শীতল, কিন্তু রোগী সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বালা অনুভব করেন, **সর্ব্বদাই বাতাস করিতে বলেন,** গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলেন ; অসাড়ে মলত্যাগ, গুহ্যদ্বার ফাঁক (হাঁ) হইয়া থাকা, **খেঁচুনি** (**হস্ত ও পদাঙ্গুলী পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট** হওয়া) প্রভৃতি লক্ষণে, **সিকেলি** ৩ উপযোগী। মলমূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপা ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি অন্তিম কালের লক্ষণে, **ওপিয়াম** ৩ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

এক রকম ওলাউঠা আছে যাহাতে মোটেই রোগীর ভেদ বমন বা ঘর্ম্ম হয় না কিন্তু রোগের সূত্রপাত হইতেই **কষ্টকর খিলধরা,** শ্বাসকষ্ট, শরীর নীলবর্ণ, চোখ্ মুখ্ বসিয়া যাওয়া, গভীর হিমাঙ্গ, নিতান্ত অবসন্নতা প্রভৃতি ভয়াবহ উপসর্গ প্রথম হইতেই ঘটে, সে স্থলে রোগীকে **স্পিরিট-ক্যাম্ফার** সেবন করাইতে ও তাঁহার গাত্রে মাখাইতে হয় ; ক্যাম্ফার ব্যর্থ হইলে, **হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড** ৩ দিতে হয়। যদি ওলাউঠার হিমাঙ্গাবস্থা কাটিয়া গিয়া শরীরের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে অথচ **মূত্রত্যাগ** না হয়, তবে **ক্যান্থারিস** ৬

দিলে প্রস্রাব হইতে পারে। মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির মুখের মত বিবর্ণ ও বিকৃত, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, নাড়ীলোপ নাভিশ্বাস প্রভৃতি অন্তিমকালের লক্ষণচয় প্রকাশ পাইলে, **কোব্রা** বা **ন্যাজা** ৩ বিচূর্ণ প্রয়োগে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়।

আর, **শিশু-ওলাউঠায়**—গরম ভেদ, গরম বমন, প্রবল তৃষ্ণা বা তৃষ্ণাহীনতায় (অথবা দাঁত উঠিবার সময়ে কলেরা বা পেটের ব্যামো হইলে), **পডোফিলাম** ৬ উপকারী। যদি খুব পাতলা মল নিঃসৃত হয়, ও ঢেঁকুর উঠে বা বমন টক দধিবৎ ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া দেখায় এবং বমনের পরই যদি শিশু ঝিমায় বা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে ও ঘুম ভাঙ্গিলেই যদি ক্ষুধিত হয়, তাহা হইলে **ইথ্‌যুজা** ৬ দিতে হয়। শিশুর নিতান্ত অবসন্নতা, শরীর ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ হওয়া, নাড়ী লোপ, খেঁচুনি বা তড়কা প্রভৃতি উৎকট লক্ষণচয় প্রকাশ পাইলে, **কেলি-ব্রোম** ৩x বিচূর্ণ সেবন করাইতে হইবে।

আর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীর পরিধেয় ও শয্যাবস্ত্র, শয্যাগৃহ ও বাটী পরিষ্কার রাখা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। রোগীর মল ও বমন, এবং মল বা বমন-সিক্ত বস্ত্রাদি, বাসস্থান হইতে দূরে প্রোথিত বা দগ্ধ করিতে হইবে। নিকটস্থ পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যেন ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি ধৌত করা না হয়, এবং মলমূত্রাদি যেন পায়খানা বা কোনও প্রকাশ্য স্থানে নিক্ষিপ্ত করা না হয়; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, পল্লী মধ্যে এই রোগের বিস্তার হইতে পারে।

আর, ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে **রোগারম্ভ হইতে রোগারোগ্যোন্মুখ অবস্থায়** প্রস্রাবত্যাগ হইয়া যাই-

বার তিন চারি ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও, রোগীকে যেন আবশ্যক মত কেবল জলপান করিতে কিম্বা বরফের টুক্‌রা চুষিতে দেওয়া হয়; অন্যথাচরণ করিলে (অর্থাৎ **মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে অন্য পথ্যাদি দিলে**), **রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার আশঙ্কা।** প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইবার অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা পরে পথ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রস্রাব হইয়া যাইবার পর [বা যখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মূত্রাধারে মূত্র জমিয়া আছে—অথচ প্রস্রাব হইতেছে না তখন] জল-সাগু অল্প চিনি বা লবণ দিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে; মলে পিত্তের ভাগ দেখা দিলে বার্লি, গাঁদালের ঝোল, বা জলের সহিত খুব অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবস্থা। যে কারণেই হউক, ভেদবমন আরম্ভ হইলে কখনই রোগীকে স্নান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনেকে মনে করেন "গরমে" ভেদ বমন হইতেছে—স্নান করিলে বা "ঠাণ্ডা করিলেই" রোগের উপশম হইবে; কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক—ভেদবমনকালে স্নানাহার করিয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

শুভাশুভ লক্ষণ।—ভেদবমন বেশী না হওয়া, চেহারা (বিশেষতঃ মুখ শ্রী) বেশী বিবর্ণ না হওয়া, শরীরের উষ্ণতা বেশী হ্রাস না হওয়া, রোগীর অস্থিরতা বা শ্বাস কষ্ট না থাকা, ঘুম হওয়া, খিল ধরার উপশম, তৃষ্ণাহীনতা, হিমাঙ্গ অবস্থায় নাড়ী লুপ্ত না হওয়া, শীঘ্র শীঘ্র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়া (যথা শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক হইয়া আসা, প্রস্রাব হওয়া, ভেদের বর্ণ হল্‌দে বা পাঁশুটে হওয়া), প্রভৃতি লক্ষণ শুভ।

রাত্রি শেষে বা সহসা কলেরার আক্রমণ, শীঘ্র শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়া, বার বার অসাড়ে ভেদ বমন, তন্দ্রা বা মোহ,

অনিদ্রা, দ্রুত হিমাঙ্গাবস্থা, অস্থিরতা ও শ্বাস-ক্লেশ, নাড়ী-লোপ, শরীরের উষ্ণতা বেশী হ্রাস বা বেশী বৃদ্ধি, পেটে তীব্র বেদনা, রক্ত ভেদবমন, দীর্ঘকাল যাবৎ পিত্ত ও মূত্র নিঃসৃত না হওয়া বা খিল ধরা নিবৃত্ত না হওয়া, প্রলাপ, গিলিতে না পারা, অসাড়-প্রায় অবস্থায় একটি পা গুটাইয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন ও উহার হাঁটুর উপর অপর পদটী রাখিয়া চিৎ হইয়া শয়ন, সান্নিপাতিক উপসর্গাদি অশুভ। গর্ভবতী রমণী, মাতাল, আফিংখোর, অতি শিশু বা অতি বৃদ্ধ, ক্ষীণকায়, অথবা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির কলেরা হওয়া, বড়ই ভয়ের কথা; গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কলেরা হইলে, গর্ভপাত ঘটে।

পথ্যাপথ্য।—ওলাউঠার "আক্রমণ" "পূর্ণ বিকাশ" ও "পতন" এই তিনটি অবস্থায় (বিশেষতঃ পতন অবস্থায়), কোন পথ্য দেওয়া বিধেয় নয়। তৃষ্ণা নিবারণার্থ খুব গরম জল খাইতে বা বরফ টুক্‌রা চুষিতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রস্রাব হওয়ার অন্ততঃ চারি ঘণ্টা পর খুব পাতলা জল-অ্যারোরুট (অল্প কাগজি লেবুর রস ও একটু লবণসহ মিশাইয়া) ব্যবস্থা। ভেদে পিত্তের ভাগ দেখা দিলে (অর্থাৎ মল হল্‌দে বা পাঁশুটে বর্ণ হইয়া আসিলে), ক্রমে জল-বার্লি, জল-সাগু, দুধ-সাগু ও গাঁদালের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে; এই সকল পথ্য সহ্য হইলে অন্নমণ্ড এবং অবশেষে খুব পুরাতন বা দাদখানি চাউলের অন্ন ব্যবস্থা। বিশেষ বিবেচনার সহিত পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে—আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় জলবার্লি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়াও অনেক সময় রোগের পুনরাক্রমণ ও রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। রোগা-রোগ্যের পরও যেন কিছুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে তৈলাক্ত-

বা ঘৃতপক্ক অথবা অন্য কোন গুরুপাক দ্রব্য খাইতে দেওয়া না হয়।

স্তন্যদায়িনীর কলেরা হইলে, শিশুকে যেন তাঁহার স্তন্যপান করান না হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর কলেরা হইলে, তাহার পথ্য একেবারে বন্ধ করা অনুচিত; বার্লি অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করার পর ঠাণ্ডা হইলে, ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু দিতে হইবে। দুগ্ধে সমভাগ জল মিশাইয়া যতক্ষণ জল টুকু না মরে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইলে দেওয়া চলে। যদি বমন বশতঃ শিশুর পেটে দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ দিবার পূর্ব্বে বরফ টুক্‌রা চুষিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ সহ্য হইতে পারে। হিমাঙ্গ অবস্থার শেষে রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইলে, অ্যারোরুট ও গাঁদাল পাতার ঝোল ব্যতীত অন্য কোন পথ্য নিষিদ্ধ; এবং স্তন্যদায়িনীও যেন কোন গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার না করেন। অসঙ্গত আহার হেতু রোগের পুনরাক্রমণ হইলে, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

শুশ্রূষা বা আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগাক্রমণ হইতেই, রোগীকে বিশুদ্ধ-বায়ু চলাচল গৃহে শায়িতাবস্থায় রাখিতে হইবে; রোগীর গৃহে কোনরূপ জনতা বা ক্রন্দনাদি না হয়, এবং সেই ঘরে কোন জিনিষ পত্র (এমন কি ঔষধ পর্য্যন্তও) যেন না রাখা হয়। যদি রোগীর গৃহে কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য থাকে তাহা যেন অচিরাৎ দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কেহ যেন উহা ব্যবহার না করেন। মধ্যে মধ্যে ঘরে যেন ধূপ ধূনা দেওয়া হয়; রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি সতত পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ ভয় বা নৈরাশ্যের সঞ্চার না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া

পড়িলে যেন তাঁহাকে উঠাইয়া মলত্যাগ করান না হয়; নূতন সরায় চূণ দিয়া তাহাতে রোগীকে যেন প্রতিবার ভেদ বমন করান হয়, এবং ভেদ বমনের পর উহাতে পুনরায় চূণ বা ফিনাইল ছড়াইয়া দিয়া উহা যেন বাটী হইতে দূরে মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা হয়। কলেরা রোগীর সহজে ঘুম হয় না, ঘুমাইলে কোন মতেই (এমন কি ঔষধ সেবনার্থও) যেন তাঁহাকে জাগান না হয়। বেশী ঘাম হইলে উহা পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া দিতে হইবে। যে স্থলে ভাল জল পাওয়া না যায়, সে স্থলে যেন জল খুব গরম করিয়া রোগীকে পান করান হয়।

শীতকালে কলেরা হইলে, রোগীর ঘরটি কতকটা গরমে রাখিতে হইবে: শরীরের কোন স্থানে খিল ধরিতে থাকিলে সেই স্থানটি হাত দিয়া জোরে টিপিয়া দিলে বা ঘষিলে, অথবা অ্যাল্কোহল দ্বারা ভিজাইয়া সেই স্থানটি নিয়ত ঘর্ষণ করিলে, কিম্বা বোতলে গরম জল পুরিয়া তাহা দ্বারা সেক্ দিলে, খিল ধরা উপশম হইতে পারে। হাত পা ঠাণ্ডা হইলে, ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দিলে উপকার দর্শে। যাঁহার অজীর্ণতা বা উদরাময় রোগ আছে তিনি যেন কলেরা রোগীর শুশ্রূষা না করেন। খালি পেটে রোগীর গৃহে যাওয়া ভাল নয়। রোগীর মল বা বমন বা লালা যদি অপরের অঙ্গে লাগে, তাহা হইলে তখনই উহা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হইবে; কেন না, উহা কোন গতিকে উদর মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার কলেরা হইতে পারে।

ঔষধ প্রয়োগ।—সচরাচর দুই তিন মাত্রা ঔষধ খাওয়াইলে উপকার পাইবার সম্ভাবনা, যদি সুফল পাওয়া না যায় তাহা হইলে অন্য ঔষধ স্থির করিতে হইবে। রোগ যত কঠিন আকার ধারণ করিবে ততই ঔষধ ঘন ঘন (১০—১৫

মিনিট অন্তর) দিতে হয়, এবং রোগের অবস্থা উপশম হইতে থাকিলে ঔষধও বিলম্বে সেবন করাইতে হয়। রোগ বৃদ্ধি কালে প্রতি বার ভেদ বা বমনের পরে, ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর গিলিবার শক্তি না থাকিলে, তাঁহার মুখ মধ্যে নির্ব্বাচিত ঔষধের বটিকা বা চূর্ণ কেলিয়া দিতে হয়; রোগীর চোয়াল খুলিতে না পারিলে, তাঁহাকে নির্ব্বাচিত ঔষধের ঘ্রাণ লওয়াইতে হয়।

ওলাউঠা রোগে সাধারণতঃ নিম্নক্রমের (৩—৬) ঔষধই প্রয়োগ হয়। অধিক ঔষধ সেবনে অপকারের সম্ভাবনা।

অ্যালোপ্যাথিক বা কবিরাজী বা হাকিমি চিকিৎসার পর, যদি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে হয় তাহা হইলে রোগীকে প্রথমে দুই এক মাত্রা ক্যাম্ফার সেবন করাইতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকার ওলাউঠা ও উহাদের প্রধান ঔষধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ওলাউঠা দুই প্রকার :—সরল ওলাউঠা ও প্রকৃত ওলাউঠা।

(১) **সরল ওলাউঠা** বা বিসূচিকা; (পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য)। ইহার প্রধান ঔষধ **আইরিস ৩x,** ক্রোটন ৬, ইপিকাক ৬, ইলাটেরিয়াম ৩, চায়না ৬।

(২) **প্রকৃত ওলাউঠা** বা কলেরা; লক্ষণ বিশেষের প্রাধান্য অনুসারে প্রকৃত ওলাউঠা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়, যথা—

(ক) **ভেদপ্রধান** বা আন্ত্রিক ওলাউঠা; পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে ভেদ হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। রিসিনাস ৩, ভিরেট্রাম ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(খ) **বমনপ্রধান** বা পাকাশয়িক ওলাউঠা; পুনঃ পুনঃ কষ্টপ্রদ বমন বা উকি উঠা, ইহার প্রধান লক্ষণ। আর্সেনিক অ্যাল্ব ৬ ইহার প্রধান ঔষধ।

(গ) **ভেদবমন-প্রধান** বা আন্ত্রিক-পাকাশয়িক ওলাউঠা: পুনঃ পুনঃ সমভাবে কষ্টপ্রদ ভেদ বমন হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। আর্সেনিক ৬, রিসিনাস ৩, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ৬ ইহার প্রধান ঔষধ।

(ঘ) **রক্তভেদবমনযুক্ত** ওলাউঠা; রক্ত ভেদ বা রক্ত বমন হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ। অ্যাকোন ১x, আইরিস ৩x, কার্ব্বোভেজ ৬, মার্ক-কর ৬, ক্যান্থারিস ৬, ফসফোরাস ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ঙ) **জ্বর-সংযুক্ত** ওলাউঠা; শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি সহ রোগীর ভেদ বমন হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। অ্যাকোন ১x, বেলেডোনা ৬; ব্রায়োনিয়া ৩, ব্যাপ্টিসিয়া ৬, রাসটক্স্ ৬, রিসিনাস ৩x ইহার প্রধান ঔষধ।

(চ) **আক্ষেপ-প্রধান** ওলাউঠা; রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভীষণ আকারের খিল ধরা বা খেঁচুনি হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। কিউপ্রাম ৬, সিকেলি ৬, ক্যাম্ফার θ ইহার প্রধান ঔষধ।

(ছ) শুষ্ক বা ভেদবমনহীন ওলাউঠা; ইহাতে ভেদবমন হইবার পূর্ব্বেই রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া ফেলে। ক্যাম্ফার θ, আর্সেনিক ৬, অ্যাসিড হাইড্রো ৬, টেবাকাম ৬, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(জ) **পাক্ষাঘাতিক** ওলাউঠা; রোগাক্রমণ হইতেই সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হওয়া, হৃৎপিণ্ডের অসাড়তা, বুকে চাপ বোধ, শ্বাস কষ্ট, ক্ষীণা নাড়ী, ও রোগী অসাড়-প্রায় পড়িয়া থাকা

ইহার প্রধান লক্ষণ। ভিরেট্রাম-আল্ব ৬ বা ভিরেট্রিনাম ৩x বিচূর্ণ, আর্সেনিক-অ্যাল্ব ৬, নিকোটিন ৩ ইহার প্রধান ঔষধ।

উল্লিখিত ঔষধচয়ের লক্ষণ জন্য, পরবর্ত্তী "কলেরার পাঁচটি অবস্থার লক্ষণ ও চিকিৎসা" অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কলেরার পাঁচটী অবস্থার লক্ষণ ও চিকিৎসা।

(১) **আক্রমণাবস্থা।**—ওলাউঠা-বিষ বা জীবাণু দেহমধ্যে প্রবেশকাল হইতে ফেনের মত ভেদ হওয়া পর্য্যন্ত **আক্রমণাবস্থা।** এই অবস্থা দুই এক ঘণ্টা হইতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। এই অবস্থায় শরীরের উষ্ণতা ক্রমে কম হয়, দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা, শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা, অরুচি, বমনেচ্ছা, পিপাসা, মুখে বিস্বাদ, পাকস্থলীতে ভারবোধ বা বেদনা, কখন শীত কখন গরম বোধ, কর্ণে সোঁ-সোঁ বা দম্-দম্ শব্দ অনুভব, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায়; পরে, ফেন বা আমানির মত ভেদ হইতে থাকে।

(২) **পূর্ণবিকসিতাবস্থা।**—যখন ফেন বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন হইতে থাকে, তখনই দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, ও বমন বা বমনেচ্ছা; দুর্নিবার পিপাসা; মুখমণ্ডল মলিন; চক্ষু বসিয়া যাওয়া; শরীর বিবর্ণ; সর্ব্বশরীরে শীতল ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মস্তকে); ক্রমে মূত্রাবরোধ হইয়া নাড়ী ক্ষীণ; নীলবর্ণ রেখা দ্বারা চক্ষু পরিবেষ্টিত; স্বরভঙ্গ; পেট বেদনা; পাকস্থলীতে জ্বালা; গড়-গড় কল্-কল্ করিয়া পেট ডাকা; শরীরের স্থানে স্থানে (বিশেষতঃ হস্তপদের) অঙ্গুলিতে খিলধরা;

শরীরের অবসন্নতা ও অস্থিরতা; মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্থলবিশেষে, কোন কোন উপসর্গের অভাব বা আধিক্য দৃষ্ট হয়—যথা, কোন কোন রোগীর প্রচুর ভেদ হয়, কিন্তু বমন কম হয়; কোন কোন রোগীর ভেদ কম, কিন্তু বমন ও বমনোদ্বেগ অধিক হয়। তিন হইতে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহা স্থায়ী হইতে পারে। এই বিকসিত অবস্থায় লক্ষণগুলি যদি ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া ভেদের সহিত পিত্ত (অথবা হরিদ্রা কিংবা সবুজ বর্ণের মল) নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে রোগী ক্রমে আরোগ্যলাভ করেন; কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সর্ব্ব-শরীর শীতল, মুখাকৃতি কুঞ্চিত, নাড়ী লুপ্তপ্রায় হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা পতনাবস্থায় পরিণত হইয়াছে বুঝা যায়। এই অবস্থায় অনেক রোগীর মৃত্যু হয়; ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে, রোগী বাঁচিতে পারেন।

(৩) হিমাঙ্গ বা পতনাবস্থা।—এই অবস্থাই প্রকৃত ওলাউঠা। এই পতনাবস্থা বড়ই ভয়াবহ; এই অবস্থাতেই প্রায় রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থার ভেদ-বমন সহসা কমিয়া যায়; রোগী পিপাসায় অস্থির হন কিন্তু পিপাসার সঙ্গে বমন এত বাড়ে যে, জল-পানের পরই অত্যন্ত কষ্টকর বমন হইয়া তৎক্ষণাৎ উহা উঠিয়া যায়। বারম্বার বমনের পর রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়েন এবং ক্রমে মণিবন্ধ হইতে নাড়ী সরিয়া যায় (এমন কি, বাহুমূল পর্য্যন্ত নাড়ী পাওয়া যায় না)। ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস হয়—গাত্র বরফের ন্যায় শীতল; ওষ্ঠ নীলবর্ণ; সর্ব্বশরীর মলিন বা নীলবর্ণ; চক্ষু বসিয়া যাওয়া, প্রভাশূন্য ও আরক্ত; চক্ষুতারা বিস্তৃত; শ্বাসকষ্ট; স্বরভঙ্গ অথবা ক্ষীণস্বর (এমন কি কথা শুনিতে পাওয়া যায় না); মূত্ররোধ এবং হস্ত পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত (অধিকক্ষণ জলে ভিজিলে যেমন হয় সেইরূপ) হওয়া, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত গাত্রদাহ বশতঃ রোগী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন; এবং গাত্রবস্ত্র (এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত) ফেলিয়া দেন। সময়ে সময়ে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতে থাকে। এই অবস্থায়

প্রায়ই অসাড়ে মল নিঃ ভেদ বন্ধ হইয়া উদরটি স্ফীত হয়। নিস্তেজ হইয়া পড়েন যে তাঁহার পাশ ফিরিবার শক্তি ঃ, ওলাউঠা পীড়ায় মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক রোগী বলক্ষণ্য হয় না। এই অবস্থায়, ভেদ বমন বন্ধ হইব পরেই মৃত্যু হয়; অথবা দুই তিন ঘণ্টা নিস্তব্ধভাবে পর, মৃত্যু ঘটে। যদি ভেদ বমন বন্ধ হওয়ার প ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে "(৪) প্র া" অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৪) তিক্রিয়াবস্থা।—তৃতীয়াবস্থার শেষে, ভেদ বমন বন্ধ ও নাড় পাওয়ার পরে মৃত্যু না ঘটিলে, পুনরায় মণিবন্ধে নাড়ী পা ঐ সঙ্গে দ্বিতীয় বা পূর্ণ বিকসিত অবস্থার লক্ষণ ক্রমে ক্রমে াশ পাইতে থাকে। প্রতিক্রিয়াবস্থা—স্বাভাবিক বা । যদি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহা হইলে গাত্র হইতে থাকে এবং পুনর্ব্বার পিত্তমিশ্রিত অল্প অল্প ভেদ ও শীঘ্র শীঘ্র জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ক্রমে প্রস্রাব বা মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত হয়; শরীরের বর্ণ এবং চক্ষুর জ্যোতিঃ বক হয়।

আবার কখন কখন অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া রোগের পরিণাম অবস্থা আনয়ন করে।

(৫) পরিণামাবস্থা।—ওলাউঠার পরিণামাবস্থায় (অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে), শরীরের বিবিধ যন্ত্রে রক্ত সঞ্চার হয় এবং রোগীর যে যন্ত্র অধিক দুর্ব্বল থাকে সেই যন্ত্র বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়:— রোগের পুনরাক্রমণ; জ্বর; মূত্রনাশ ও তন্দ্রা; হিক্কা; বমন ও বমনেচ্ছা; উদরাময়; পেটফাঁপা; স্ফোটক ও কর্ণমূল-প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ।

ক্যাম্ফার।—পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি অবস্থার চিকিৎসা-বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে, এই রোগে ক্যাম্ফার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। ইটালী দেশীয়

ডাক্তার রুবিনী কর্পূরারিষ্ট (বা) প্রস্তুত করেন। তিনি এই ঔষধ প্রয়োগে শত শত আরোগ্য করিয়াছিলেন। অবস্থাবিশেষে, একমাত্র ক্যাম্ফার রোগ আরাম হইতে পরে। উদরে জ্বালা বা ভেদ এবং সেই সঙ্গে শীতবোধ ও ক্যাম্ফার প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। মহাত্মা হানে ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত হয়)— রোগী হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়া, মুখমণ্ডল স্বর-বিকৃত, চক্ষু কোটরাবিষ্ট, সর্ব্বশরীর শীতল হওয়া, জ্বালা বোধ প্রভৃতি লক্ষণে ক্যাম্ফার দেয়। ডাক্তার ফ্যারি যে ভেদ কম, বমন অধিক ; সর্ব্বাঙ্গ শীতল এবং স্বরের বৈল লক্ষণে ক্যাম্ফার ব্যবস্থেয়। হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া অজীর্ণতা ওলাউঠায় পরিণত হইলে, ক্যাম্ফার উপকারী। এই পীড়ার যখন অল্প অল্প শীত বোধ, দুর্ব্বলতা অনুভব, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, জ্বালা বোধ, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন ক্যাম্ফার করা যায়। ভেদ-বমনশূন্য (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ওলাউঠার ক্যাম্ফারই প্রধান ঔষধ। অত্যন্ত অবসন্নতা, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, (ঘর্ম্মশূন্য, বা শীতল আঠাবৎ হাত পা অবশ, শ্বাসকষ্ট, স্থিরচক্ষু, ক্ষীণনাড়ী, সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ লক্ষণে, ক্যাম্ফার উপযোগী। হিমাঙ্গ অবস্থায় যখন ভেদ বমন হইয়া প্রতিক্রিয়া হইতেছে না, তখন ক্যাম্ফার দুই এক মাত্রা যায়। এই অবস্থায় বৃহদন্ত্র হৃৎপিণ্ড ও পেশীর পক্ষাঘাত হই[illegible] কার্ব্বো-ভেজ ও ফস্‌ফরাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে ফল না [illegible] ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিতে হয়। পাক্ষাঘাতিক ওলাউঠাতেও (অর্[illegible] কলেরায় রোগের সূত্রপাৎ হইতেই সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হইয়া যায় ও ত[illegible] শ্বাসকষ্ট হৃৎপিণ্ডের অসাড়তা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে) প্রধান ঔষধ।

আক্ষেপ-বিহীন ওলাউঠায় বা আক্ষেপিক ওলাউঠার বিকসিত অবস্থায়, ক্যাম্ফারে কোন ফল হয় না। অধিক মাত্রায় ঘন ঘন ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিলে যদি আমাশয়ে জ্বালা, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, প্রভৃতি কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে দুই এক মাত্রা ফস্‌ফোরাস ৬ প্রয়োগ করিলে সে দোষ নষ্ট হয়।

কবিরাজী হাকিমী বা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইলে, প্রথমে দুই এক মাত্রা ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিয়া অন্য ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

ক্যাম্ফার প্রয়োগের মাত্রা।—পাঁচ দশ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা রুবিনীর ক্যাম্ফার অল্প একটু চিনি বা বাতাসার সহিত সেবন করা বিধি। শিশুর পক্ষে দুই এক ফোঁটা, এবং যুবা বা বৃদ্ধের পক্ষে (পীড়ার উগ্রতানুসারে) ৫ হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত, প্রয়োগ করা যায়। দুই ঘণ্টার মধ্যে আট দশ বার ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিয়া কোন উপকার না দর্শিলে, অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

(১) আক্রমণ-অবস্থার চিকিৎসা।—

ক্যাম্ফার θ; যে কলেরার প্রারম্ভে সহসা ফেনের মত ভেদবমন, শীতবোধ ও বলক্ষয় হইতে থাকে, অথবা যে ওলাউঠায় প্রথম হইতেই **সর্ব্বাঙ্গ** নীলবর্ণ ও **শীতল** হইয়া আসে, সেই ওলাউঠায় ক্যাম্ফার উপকারী। ঠাণ্ডা লাগা হেতুও কলেরা হইলে, ক্যাম্ফার দিতে হয় (অন্যান্য লক্ষণ জন্য পূর্ব্ব অণুচ্ছেদে "ক্যাম্ফার" দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভেদ অপেক্ষা বমন বেশী হইলে অথবা বমন হেতু হিমাঙ্গ অবস্থা দ্রুত উপস্থিত হইলে, ক্যাম্ফার বন্ধ রাখিয়া আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

আর্সেনিক-আল্ব ৬।—অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খাওয়া হেতু কলেরা হইলে; পেটে জ্বালা; প্রবল তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প জল পানেই পিপাসার নিবৃত্তি; অত্যন্ত অস্থিরতা; অত্যধিক দৌর্ব্বল্য।

চায়না ৩।—ফলমূল আহার হেতু ভেদ; হল্‌দে জলবৎ ভেদ; বা ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় নিঃসরণ; পেট ডাকা; পেট ফাঁপা; দুর্ব্বলতা।

অ্যাকোনাইট-ন্যাপ ১x।—ঘোলান তরমুজের মত ভেদ; দুঃসহ পেট-বেদনা; অস্থিরতা; পিপাসা; শীতবোধ; মৃত্যু ভয়; জ্বর সহ ভেদ-বমন; রক্তভেদ; তাপ বা ঠাণ্ডা লাগিয়া ওলাউঠা হইলে।

অ্যাসিড-ফস ৩।—বেদনাহীন ভস্মবর্ণ ভেদ; পুরাতন উদরাময় ওলাউঠায় পরিণত হইলে; অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত কলেরা; আহারের পর, বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে, পীড়া বাড়ে।

ফসফোরাস ৬।—সবুজ বা শ্লেষ্মাময় বেদনাহীন ভেদ; মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে ও মল গড়াইয়া পড়ে; উষ্ণদ্রব্য আহারের পর (বা বাম পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে) রোগের বৃদ্ধি; লবণ ভক্ষণ জনিত ভেদ; জলবৎ বেদনাহীন ভেদ; গরম ভেদ; গরম বমন।

কার্ব্বো-ভেজ ৬।—মাখন, বরফজল, আইসক্রিম, পচা বা লোণা মাছ মাংস বা বাসি তরকারি প্রভৃতি খাইয়া কলেরা হইলে; বৃদ্ধ বা ক্ষীণকায় ব্যক্তির, অথবা পাচক, কামার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি যাহাদিগকে অগ্নি বা সূর্য্যতাপে কাজ করিতে হয়, তাহাদের কলেরা হইলে; রক্ত বা লালবর্ণ ভেদ; সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

রিসিনাস ৩।—প্রচুর ভেদবমন; আক্ষেপহীন বা বেদনাহীন ওলাউঠা।

ক্যামোমিলা ৬।—ক্রোধ বা বিরক্তিজনিত-কলেরা; ভেদ উত্তপ্ত অম্লাক্ত ক্ষতকর বা দুর্গন্ধ; দাঁত উঠিবার সময় (শিশু কলেরায়) পিত্তযুক্ত সবুজবর্ণ তরল ভেদ ও পেট-বেদনা; ভেদের পর পেট কামড়ানির উপশম।

ইপিকাক ৬।—রোগের প্রারম্ভ হইতেই বমনেচ্ছা উকি বা বমন; ভেদ অপেক্ষা বমন বেশী; সবুজ বর্ণ ফেনিল দুর্গন্ধ বা আম ও রক্ত মিশ্রিত ভেদ; মলত্যাগকালে আমাশয়-রোগের ন্যায় বেগ কামড়ানি ও কোঁথানি।

পডোফিল্লাম ৬।—বেদনাহীন বা গরম ভেদ; শাদা সবুজাভ বা গাঁজলা গাঁজলা অথবা রক্তময় ভেদ; প্রাতঃকালে ভেদের বৃদ্ধি; এত জোরে ও এত বেশী পরিমাণে ভেদ হয় যে বোধ হয় রোগীর দেহ যেন এখনই একেবারে রসশূন্য (বা নিতান্ত শীর্ণ) হইয়া পড়িবে, কিন্তু রোগী পূর্ব্ববৎই থাকেন, তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

নাক্সভমিকা ৬।—অতিরিক্ত মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, আহারের অনিয়ম, "গরম" ঔষধাদি সেবন বা জোলাপ লওয়া, অথবা মানসিক পরিশ্রম জনিত উদরাময়; পেট ফাঁপা; মলত্যাগে বার বার চেষ্টা কিন্তু মল নির্গত হয় না; পিত্তযুক্ত দুর্গন্ধ ভেদ; প্রত্যূষে বা আহারের পর ভেদ। যে সমস্ত পুরুষ অতিশয় মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে নাক্সভমিকা বিশেষরূপে উপযোগী।

পালসেটিলা ৬।—তৈলাক্ত ঘৃতপক্ক বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য আহার হেতু উদরাময়; সবুজবর্ণ বা শ্লেষ্মাময় ভেদ; পরিবর্ত্তনশীল ভেদ; তৃষ্ণাহীনতা; রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি। ক্রন্দনশীলা নারী বা মৃদু-প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে, পালস্ বিশেষরূপে উপযোগী।

এই সমস্ত ঔষধ ছাড়া, দ্বিতীয় বা পূর্ণবিকাশ অবস্থার ঔষধাদিও এই আক্রমণ অবস্থাতে আবশ্যক হইতে পারে ("পূর্ণ-বিকাশ অবস্থা"র ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য)।

---

(২) পূর্ণ-বিকসিতাবস্থার চিকিৎসা।—আক্রমণ অবস্থায় ক্যাম্ফার ব্যর্থ হইয়া যদি বিকাশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কেলি-ফস্, ভিরেট্রাম, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। চাউলধোয়া জলের ন্যায় ভেদ বমন আরম্ভ হইলে, **কেলি-ফস ১২x** চূর্ণ দিতে হয়; তাহাতে উপকার না হইলে, ভিরেট্রাম বা আর্সেনিক * প্রয়োগ করিতে হইবে।

---

* ভিরেট্রাম ও আর্সেনিকের লক্ষণের পার্থক্য:—ভেদ ও বমন যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কিম্বা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে শরীরের অবসন্নতা জন্মিলে,

ভিরেট্রাম-অ্যাল্‌বাম ৬, ৩০, ২০০।—অধিক পরিমাণে চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন; সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী; মূত্ররোধ; অতিশয় পিপাসা (অধিক পরিমাণে জল পান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না); ভেদের পূর্ব্বে পেটে বেদনা; শীতল ঘর্ম্ম; চক্ষু তারা ক্ষুদ্র; হাত পায়ে খিলধরা; লুপ্তপ্রায় নাড়ী; উদরে ও উরুতে খিলধরা; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ; শারীরিক অবসন্নতা; সর্ব্ব শরীর শীতল ও নীলবর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও শীর্ণ; শ্বাস-প্রশ্বাস ও জিহ্বা শীতল প্রভৃতি লক্ষণে, ভিরেট্রাম বিশ পঁচিশ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা যায়।

আর্সেনিক ৬, ৩০, ২০০।—ভেদ ও বমনের পরিমাণ কম; দুর্নিবার পিপাসা (বিশেষতঃ শীতল জল পানে ইচ্ছা), কিন্তু অল্প পানেই তৃপ্তি; জলপানের অব্যবহিত পরই বমন; মূত্রাবরোধ, অতিশয় অবসন্নতা ও অস্থিরতা; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়; অসাড়ে ভেদ; পাকস্থলীতে জ্বালা; সর্ব্বাঙ্গ শীতল; সহসা শরীর বিবর্ণ হওয়া; নাড়ী-ক্ষীণ বা লুপ্তপ্রায়; হস্ত-পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের মাংস কুঞ্চিত; বমনেচ্ছা; বমনের পর পাকাশয়ে অগ্নিদাহবৎ জ্বালা; মৃতবৎ মুখাকৃতি; ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ; ভেদ ও বমনের পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত; স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণস্বর; খিলধরা; অঙ্গস্পন্দন; জিহ্বা শুষ্ক ও খরস্পর্শ, অথচ ...; জল বা জলীয় পদার্থ পান করিবার সময়ে চক্ চক্ করিয়া শব্দ;

ভিরেট্রাম; এবং ভেদ-বমন যে পরিমাণে হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শরীর অবসন্ন হইলে, আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। যেখানে সহজে নিঃসরণশীল ভেদ-বমন অধিক, সেখানে ভিরেট্রাম; এবং যথায় কষ্টকর বমনেচ্ছা ও মলপ্রবৃত্তি সহ অল্প পরিমাণে ভেদ-বমন হয়, তথায় আর্সেনিক্ দিতে হয়। যেখানে পিপাসা অধিক অথচ অধিক জল পান না করিলে রোগীর তৃপ্তি হয় না, সেখানে ভিরেট্রাম; এবং যেখানে পিপাসা অধিক অথচ রোগী বারম্বার অল্পঅল্প জল পান করেন, সেখানে আর্সেনিক্ সেব্য। যেখানে ভেদ-বমন জনিত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা সত্ত্বেও মানসিক যাতনা না থাকে, সেখানে ভিরেট্রাম; এবং যেখানে অস্থিরতা, মানসিক যাতনা, অসহ্য বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেখানে আর্সেনিক্ উপযোগী।

যুগপৎ ভেদ বমন প্রভৃতি লক্ষণে, বিশ পঁচিশ মিনিট অন্তর আর্সেনিক দিতে হয়।

উল্লিখিত লক্ষণ সমুদয় বর্ত্তমান থাকিয়া যদি চাউলধোয়া জলের ন্যায় ভেদ না হইয়া পিত্তমিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণের তরল মল অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মাময় মলস্রাব হয়, তাহা হইলেও আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। ডাক্তার রাসেল বলেন যে, ক্যাম্ফার প্রয়োগের সময় অতীত হইলেই আর্সেনিক প্রয়োগ করা উচিত; অন্যান্য বহু চিকিৎসকগণও এই মত সমর্থন করেন। ডাঃ হিউজ ওলাউঠাকে সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া-জ্বর মনে করিয়া আর্সেনিকের অতিশয় প্রশংসা করেন—অতিশয় অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, অবসন্নতা ও অত্যন্ত পিপাসা, এবং মৃতবৎ মুখাকৃতি, আর্সেনিক প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। ওলাউঠার সকল অবস্থাতেই আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

কিউপ্রাম-মেট্‌ ৬, ১২, ৩০।—খিল ধরায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠায় অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে যখন আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তখন কিউপ্রাম দিতে হয়। সর্ব্বাঙ্গ শীতল (বা নীলবর্ণ) হইয়া হস্ত পদে (বিশেষতঃ হস্ত-পদের অঙ্গুলিতে) ও পায়ের ডিমে খিল ধরা; অস্থিরতা বা ছট্‌ফট্‌ করা; সূত্রবৎ ক্ষীণ নাড়ী অথবা বিলুপ্ত-প্রায় নাড়ী; ঊর্দ্ধনেত্র বা চক্ষু কোটরাবিষ্ট; কর্ণে কম শুনা বা তালা লাগা; পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে কল্‌ কল্‌ বা ঢক্‌ ঢক্‌ শব্দ; ঠাণ্ডা দ্রব্য অপেক্ষা গরম দ্রব্য খাইবার অভিলাষ; বমন বা বমনেচ্ছা, ও সেই সঙ্গে অতিশয় পেট বেদনা; শীতল জল পানে বমনের নিবৃত্তি; বমন করিবার সময়ে চক্ষু দিয়া জল পড়া; গুহ্যদ্বারে চুলকানি; জিহ্বার জড়তা হেতু কথা অস্পষ্ট, জলবৎ, কাটা কাটা ঘোলের মত ভেদ ও বমন; মূত্রত্যাগে প্রবৃত্তি, কিন্তু মূত্রস্রাব না হওয়া; ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস; প্রলাপ; চীৎকার করা; হাত-পায়ের খেঁচুনী; দন্তে দন্তে ঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণে, ইহা উপকারী।

আক্ষেপযুক্ত সাংঘাতিক ওলাউঠায় যখন খাদ্যবহা নলীর উগ্রতা জন্মিয়া ঔষধ বা খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইবামাত্রই উঠিয়া যায়, তখন কিউপ্রম

প্রয়োগ করিলে রোগীর পেয় বা ভুক্তদ্রব্য ধারণে ক্ষমতা জন্মে। ডাঃ প্রক্টর বলেন যে, কিউপ্রাম খিলধরা নিবারণের উত্তম ঔষধ। কিউপ্রাম প্রয়োগে যদি খিলধরার উপশম না হয় তাহা হইলে সিকেলি দিতে হয়।

সিকেলি-কর ৩, ৬, ৩০। খিলধরা নিবারণ জন্য ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিউপ্রাম প্রয়োগে আক্ষেপাদির নিবৃত্তি না হইলে, অধিকন্তু নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, সিকেলি প্রয়োগ করা উচিত :—মৃত্যুভয়; চক্ষু বসিয়া যাওয়া; কাণে কম শুনা; মুখমণ্ডল মলিন, শুষ্ক ও রক্তহীন; পরিষ্কার বা শ্বেতবর্ণের জিহ্বা এবং উহা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে থাকে; অতিশয় পিপাসা ও ক্ষুধা; বমন বা বমনেচ্ছা; পাকস্থলীতে জ্বালা; মূত্ররোধ; বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে খিলধরার ন্যায় বেদনা; নাড়ী সূক্ষ্ম ও লুপ্তপ্রায়; হস্তপ লিতে খিলধরা বা বাঁকিয়া যাওয়া; গাত্রদাহ, এবং তজ্জন্য গাত্রে বস্ত্র রাখিতে অক্ষম; হাত-পা কাঁপিতে থাকে বা নড়িতে থাকে; মুখ বাঁকিয়া যায়; জিহ্বা কামড়ায় এবং অসাড়ে মল-ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে সিকেলি বিশেষ উপযোগী।

ওলাউঠার পতনাবস্থাতেও ইহা ফলপ্রদ। হস্ত পদে খিলধরা; ধনুষ্টঙ্কার রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় রোগী পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়েন; সর্ব্বাঙ্গ (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল) নীলবর্ণ; ক্রিমি অথবা শ্লেষ্মা বমন, এবং বমনের পরে সুস্থ বোধ করা প্রভৃতি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

অ্যাকোনাইট-র‍্যাডিক্স θ—১x।—ভেদ বমনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বাঙ্গ শীতল হওয়া; সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ; শ্বাস প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট; **উদরে অত্যন্ত বেদনা;** মুখমণ্ডল মলিন; জলবৎ তরল ভেদ; সবুজ, কাল বা পিত্ত বমন; মূত্ররোধ; মাথাঘোরা; শ্বাস-প্রশ্বাস শীতল; নাড়ী ক্ষীণা বা লুপ্তপ্রায় (এবং কখন কখন উদরে খিলধরা) প্রভৃতি লক্ষণে।

হিমাঙ্গ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় ক্ষীণতা অথচ হৃদস্পন্দনের সমতা; ব্যাকুলতা এবং মৃত্যুভয়, পতনাবস্থায় শ্লেষ্মাময় আঠা আঠা ভেদ হইতে

থাকিলে, অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স ১x দিতে হয়। ওলাউঠার পরিণামাবস্থায় জ্বর হইলে, বেলেডোনা ৩x ও অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স ১x পর্য্যায়ক্রমে দিতে কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন।

অ্যান্টিম-টার্ট ৬, ৩০।—পূর্ণবিকসিত অবস্থার শেষভাগে যখন বমনের পরই মূর্চ্ছা বা মূর্চ্ছাবেশ হয় এবং পুনরায় বমনের সময়ে চৈতন্য হয়, তখন অ্যান্টিম-টার্ট ব্যবস্থা। উল্লিখিত লক্ষণসহ বক্ষঃস্থলে জ্বালা বা বেদনা; তন্দ্রাভিভূত হওয়া বা নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকা; কোন কথার উত্তর দিতে অনিচ্ছা; বারম্বার কাতরোক্তি; শ্বাস অধিক, প্রশ্বাস কম; ক্ষীণ ও মৃদু নাড়ী; জলবৎ বা ফেনযুক্ত সবুজবর্ণের মল; অসাড়ে ভেদ নিঃসরণ; কষ্টকর বমনেচ্ছা; অতি কষ্টে সামান্য বমন; বমন হইলেই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি; চক্ষু কোটরগত এবং দৃষ্টিক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণে। বসন্ত রোগ প্রাদুর্ভাবকালে ওলাউঠা হইলেও, অ্যান্টিম-টার্ট দেয়।

পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবার আশঙ্কা জন্মিলে, অ্যান্টিম-টার্ট। ভিরেট্রাম ও অ্যান্টিম-টার্টের লক্ষণ প্রায়ই এক প্রকার; তবে মাংসপেশীর কম্পন ও অভিভূততা অধিক মাত্রায় থাকিলে, অ্যান্টিম-টার্ট। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা পক্ষাঘাতে ভিরেট্রাম দ্বারা কোন উপকার না হইলে, অ্যান্টিম-টার্ট ব্যবস্থেয়।

আইরিস-ভার্স ৩x।—নাভির চতুর্দ্দিকে ও তলপেটে বেদনাসহ অম্লগন্ধবিশিষ্ট ভেদ বমন; শাদা বা পিত্তযুক্ত তরল ভেদ; অম্ল-বমন ও পিত্তযুক্ত তরল ভেদ; মুখ-গহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা বোধ; শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ; ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট বমন, পরে পিত্তবমন এবং বমনের পর গাত্রদাহ; ঘর্ম্ম, ও মুখে জ্বালা, প্রভৃতি লক্ষণে। উল্লিখিত লক্ষণসহ সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা থাকিলে ইহা প্রয়োগে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

রিসিনাস ৬।—প্রচুর জলবৎ ভেদ; পিত্ত বমন; কপালে ঠাণ্ডা ঘাম; খিলধরা; পেটে জ্বালাবোধ (কিন্তু পেটবেদনা থাকে না); মূত্ররোধ;

ইলাটেরিয়াম ৩।—প্রচুর পরিমাণে বেদনাহীন পিত্তময় বা ফেনিল জলবৎ ভেদ ও বমন; পেট-বেদনা বা পেট ফাঁপা; শীতবোধ ও হাইতোলা।

টেব্যাকাম ৬।—ভেদ বন্ধ হইবার পরই বমনেচ্ছা ও বমন; সামান্য নড়িলে চড়িলে বমন ও বমনেচ্ছার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা ঘাম; দেহ ঠাণ্ডা; পায়ে খিলধরা; বুক সেঁটে ধরা বা বুক ধড়ফড় করা। (শিশু কলেরারও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

কিউপ্রাম-আর্স ৬x বিচূর্ণ।—তীব্র পেট বেদনাসহ খিলধরা বা তড়কা (শিশু কলেরার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ফসফোরাস ৬।—পেট ডাকে ও সশব্দে ভেদ গড়াইয়া পড়ে; পান করিবার পরই (বিশেষতঃ ঠাণ্ডা জল খাইবার পরই) উহা গরম হইয়া বমন।

ইপিকাক ৩x, ৬।—প্রবল বমনেচ্ছা (বা বমন) সহ শ্লেষ্মাহীন উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত ভেদ।

মার্কিউরিয়াস-কর ৩।—ওলাউঠার অন্যান্য লক্ষণসহ (চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ না হইয়া) রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব হইলে, বা উদরাময়ের পরে ওলাউঠা হইলে, মার্ক-কর বিশেষ উপযোগী।

ক্রোটন-টিগ ৩, ৬।—পিচকারীর ন্যায় বেগে সহসা তরল হলদে ভেদ; পাকস্থলীতে অতিশয় যন্ত্রণা, কোঁথানি বা বেগ; জল বা তরল পদার্থ পান করিবামাত্রই উঠিয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণে।

জ্যাট্রোফা ৩, ৬।—চাউল ধোয়া জলের পরিবর্ত্তে আঠা আঠা শ্বেতবর্ণের তরল ভেদ; প্রথমে বমন, পরে ভেদ; সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা; শীতল ঘর্ম্ম; হস্ত পদের আক্ষেপ; উদরের মধ্যে গড়্ গড়্ কল্ কল্ শব্দ।

মাত্রা।—পীড়ার প্রখরতা অনুসারে ১০।১৫।২০ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ সেবন করিতে হয়।

আনুষঙ্গিক উপায়।—পীড়ার সূচনা হইলেই রোগীকে শুষ্ক ও পরিষ্কার গৃহে শয়ন করাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর গৃহে যাহাতে

বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা সঞ্চালিত হইতে পারে, তদুপায় করা উচিত ; ঘরে ধুনা কর্পূর গন্ধকাদি পোড়ান ভাল। দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীকে কোন পথ্য দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা নিবারণ জন্য শীতল জল পান করিতে বা বরফ টুক্‌রা চুষিতে দেওয়া যাইতে পারে। বাটী হইতে বহুদূরে ভেদ বমনাদি মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা উচিত। যে অঙ্গে খিলধরে সেই অঙ্গটি হাত দিয়া ঘষিয়া দিলে, বা বালি ন্যাকড়ায় পুরিয়া উষ্ণ করতঃ সেক্ দিলে, খিল ধরা উপশম হইতে পারে।

(৩) হিমাঙ্গ অবস্থার চিকিৎসা।—কতকগুলি ঔষধ আছে যাহা পূর্ণবিকসিত অবস্থাতেও প্রযোজ্য এবং হিমাঙ্গ অবস্থাতেও ব্যবস্থেয়। কিন্তু, যে ঔষধ পূর্ণবিকসিত অবস্থায় একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ করিলে উপকারের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না।

হিমাঙ্গ অবস্থায় পূর্ব্বে যদি কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমেই ২।৩ মাত্রা ক্যাম্ফার প্রয়োগ করা ভাল। যদি আক্রমণ ও পূর্ণবিকাশ অবস্থায় অ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের কুফল নিবারণার্থ ক্যাম্ফার দিতে হয় ; এবং যে কলেরার প্রারম্ভে হিমাঙ্গ ভাব বর্ত্তমান থাকে, তাহাতেও ক্যাম্ফার অবশ্য দেয়।

হিমাঙ্গাবস্থার পূর্ব্বে যদি **আর্সেনিক** ভিরেট্রাম **কিউপ্রাম সিকেলি-কর** বা আকোনাইট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিমাঙ্গ অবস্থায় ঐ সকল ঔষধ লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয় ; লক্ষণাদি জন্য **আক্রমণ** ও **পূর্ণবিকাশ** অবস্থার ঔষধগুলি দ্রষ্টব্য।

আর্সেনিক ৬।—দ্রুত হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হওয়া, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ উদর মধ্যে জ্বালা বোধ), অস্থিরতা, মূত্ররোধ, শ্বাসকষ্ট।

কোব্রা বা ন্যাজা ৬।—(আর্সেনিক প্রয়োগে শ্বাসকষ্ট নিবারিত না হইলে, ন্যাজা দিতে হয়, রোগী মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন, গিলিতে অক্ষম, নাড়ী সূত্রবৎ, **শ্বাসকষ্ট** প্রভৃতি অন্তিমকালের লক্ষণে।

নিকোটিন ৬, ৩০।—(কোন ঔষধ প্রয়োগে শ্বাস কষ্ট নিবারিত না হইলে নিকোটিন দিতে হয়) কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, ভেদ বমন, মূত্ররোধ, **অতিশয় শ্বাস কষ্ট** প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ১২, ৩০।—হিমাঙ্গ অবস্থায় কার্ব্বো-ভেজ বিশেষ উপকারী। সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, জিহ্বা শীতল ও নীলবর্ণ, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, চক্ষু কোটর-গত, কপালে ও গলায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ বা অস্পষ্ট বাক্য, ভেদ-বমন বন্ধ হইয়া উদর স্ফীত, অতিশয় শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত গাত্র দাহ, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে কার্ব্বোভেজ প্রয়োগ করিতে হয়। যদি এই অবস্থার পূর্ব্বে, ভিরেট্রাম বা আর্সেনিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে (কাহারও কাহারও মতে) ইহার সহিত ভিরে বা আর্স পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। **উদরস্ফীতিসহ দুর্গন্ধ ভেদ নিঃসরণ,** কার্ব্বো-ভেজ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

অ্যাসিড-হাইড্রো ৩, ৬।—মুখমণ্ডল নীলী, মৃতবৎ দেহ, জল গিলিতে না পারা, ধীরে ধীরে প্রশ্বাস পতন, শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ীলোপ, সর্ব্বশরীর (বিশেষতঃ জিহ্বা) শীতল, অর্দ্ধনেত্র বা অক্ষি তারার প্রসারণ; হস্ত পদের নখ নীলবর্ণ ও অগ্রভাগ কুঞ্চিত, অচেতনাবস্থা ও গোঙানি; **শ্বাস কষ্ট** বা খাবিখাওয়ার ভাব (অন্তিমকালে শ্বাসক্লেশ নিবারণার্থ ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ভেদ বমন হীন (বা শুষ্ক) ওলাউঠায় ক্যাম্ফার প্রয়োগে ফল না পাইলে, অ্যাসিড-হাইড্রো দিতে হয়।

কেলি-সিয়েনেটাম ৩x বিচূর্ণ।—(শ্বাস কষ্টে অ্যাসিড-হাইড্রো বিফল হইলে, কেলি-সিয়েনেটাম দিতে হয়) প্রায় শ্বাসরোধ, জীবনের অন্য কোন লক্ষণ নাই কেবল বক্ষটি মাঝে মাঝে উত্থিত হইতেছে।

অ্যাকোনাইট-নেপেলাস θ, ১x ।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, কিন্তু হৃৎস্পন্দনের সমতা; অত্যন্ত অস্থিরতা; মৃত্যুভয়; সর্ব্বশরীর শীতল ও মৃতবৎ আকৃতি।

জ্বর-সংযুক্ত-ওলাউঠাতে (জলবৎ বা সবুজ **ভেদ** পেট বেদনা প্রবল তৃষ্ণা অস্থিরতা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাসহ শরীরের তাপ বৃদ্ধি বা **জ্বর**) এবং **রক্তভেদ** বমনযুক্ত ওলাউঠাতেও অ্যাকোনাইট বিশেষরূপে উপযোগী।

সাইকিউটা ৬।—শ্বাস কষ্ট, পেটফাঁপা, হিক্কা, খিলধরা (পৃষ্ঠদেশ ধনুকের মত বাঁকিয়া যাওয়া)।

ল্যাকেসিস ৬।—যে সাংঘাতিক কলেরা **আক্রমণ** মাত্রেই রোগী বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িয়া অচেতন হন, ও অসাড়ে ভেদ বমন হয়, সেই কলেরায় ল্যাকেসিস্ বিশেষরূপে উপযোগী।

অ্যাগারিকাস্ ৬।—গভীর হিমাঙ্গ অবস্থা (যেন বরফের ছুঁচ দিয়া রোগীদেহ বিদ্ধ হইতেছে) মূত্ররোধ, পেটফাঁপা, বিছানা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা।

মাত্রা।—অবস্থানুসারে ১০ বা ১৫ কিম্বা ২০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ সেব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রচণ্ড আক্ষেপ (বা খিলধরা) কিম্বা অতিশয় শ্বাসকষ্ট হেতু রোগীর আসন্ন মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায়, বুকের উপর মাষ্টার্ড পুলটিশ দিলে উপকার দর্শিতে পারে। বেশী ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকিলে ইটের গুঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া গরম করিয়া সেক দিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন।

---

(৪) **প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা**।—স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে পর, কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; তখন পথ্যাদির সুব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া দুই একবার সামান্য ভেদ হইলেও, কোন ঔষধ প্রয়োগেরই আবশ্যক হয় না।

যদি কষ্টকর লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় তাহা হইলে রোগের প্রবল অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত ঔষধই (লক্ষণানুসারে) অল্প মাত্রায় (অর্থাৎ উচ্চতর ক্রমে) ও বিলম্বে বিলম্বে (অর্থাৎ অনেকক্ষণ অন্তর) প্রয়োগ করিতে হইবে।

☞ **একটি কথা**:—ওলাউঠা রোগে, ভেদ ও বমনসহ রক্তের জলীয়ভাগ লবণাংশ বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত গাঢ় হইয়া আসে; জলসহ অল্পমাত্র লবণ মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিলে উক্ত জল ও লবণাংশ রক্তমধ্যে সহজেই পুনরানয়ন করিতে পারা যায় ও শারীরিক যন্ত্রাদিতে রক্ত সঞ্চয় বা রক্তাধিক্য ঘটে না। অতএব, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইবামাত্র, যেন রোগীকে **জল** (বা **খুব পাতলা জল অ্যারোরুট**) সহ অল্প লবণ মিশাইয়া খাওয়ান হয়।

---

(৫) পরিণামাবস্থার চিকিৎসা—

(ক) রোগের পুনরাক্রমণ।—অনেক স্থলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর ভেদ বমন পুনরায় হইতে থাকে। এরূপ স্থলে **আক্রমণ** ও **বিকাশ** অবস্থায় যে যে ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, লক্ষণানুসারে সেই সেই ঔষধ (উচ্চক্রমে) পুনঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। **ক্রিমি** জনিত পুনরাক্রমণে, সাইনা ৩x—২০০ দেয়।

(খ) জ্বর ও বিকার লক্ষণ।—প্রতিক্রিয়া অবস্থায় জ্বর ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে, একমাত্র **অ্যাকো-নাইট ৩x** প্রয়োগে জ্বর উপশম হইতে পারে। পরন্তু জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হইয়া চক্ষু লালবর্ণ, কপালের ও রগের শিরা সকল দপ্ দপ্ করা, মস্তক গরম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, **বেলেডোনা ৬** বা **৩০**। রোগী শয্যা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে কিম্বা শয্যাবস্ত্র টানিতে থাকিলে এবং অল্প অল্প প্রলাপ বকিলে, **হায়োসায়েমাস ৬**। উদরে ক্রিমি থাকা হেতু দন্ত

কড়মড় করা, নাসিকাগ্রভাগ চুলকান, মুখ দিয়া জল উঠা, এবং শিব-নেত্র প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে প্রলাপ থাকিলে, **সাইনা ৩x—২০০।** উন্মত্তের ন্যায় আচরণ এবং নিকটে লোক থাকিলে কামড়াইতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, **ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৬।** ঘোর নিদ্রার ন্যায় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকা, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু প্রভৃতি লক্ষণে, **ওপিয়াম ৬** বা ৩০। জ্বরের সহিত ফুস্ ফুস্-প্রদাহ থাকিলে, **ব্রায়োণিয়া ৬** বা **ফসফোরাস ৬।** পাকস্থলীতে জ্বালা বা প্রদাহ থাকিলে, **আর্সেনিক ৬, নাক্সভমিকা ৩০ বা ২০০, কিম্বা ব্রায়োনিয়া ৩০।** যকৃৎ আক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হইলে, ব্রায়োনিয়া ৬, নাক্সভমিকা ৩০, বা মার্ক-সল ৩০। জ্বরের সহিত অতিসার থাকিলে মার্ক-কর, নাক্সভমিকা, ইপিকাক্, কার্ব্বো-ভেজ বা অ্যাসিড-ফস্। জ্বরের সহিত মূত্রনাশ ও মূত্রস্তম্ভ হইলে, অ্যাকোনাইটের সহিত ক্যান্থারিস ৬, বা টেরিবিন্থিনা ৬ পর্য্যায়ক্রমে দিয়া কেহ কেহ ফল পাইয়াছেন বলেন। সান্নিপাতিক লক্ষণসহ অসাড়তা প্রলাপ তৃষ্ণা অতিসার প্রভৃতি লক্ষণে, **রাস-টক্স ৬।**

(গ) **মূত্রনাশ ও তন্দ্রাদোষ।**—প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পরে মূত্রনাশ, বা মূত্রস্তম্ভ হেতু উদর স্ফীত, এবং প্রলাপ ও আক্ষেপ জন্মিলে, **ক্যান্থারিস** বিশেষ উপযোগী; ক্যান্থারিস ৬ মূত্রস্তম্ভ ও মূত্রনাশের মহৌষধ। মূত্ররোধ জন্য তন্দ্রাদোষ থাকিলে, **আর্সেনিক ৬x।** ক্যান্থারিস প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে, অধিকন্তু নাড়ী ক্ষীণ হইলে, **টেরিবিন্থিনা ৬;** ডাক্তার সরকার বলেন যে দুই তিন বার ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে, **টেরিবিন্থিনা** দেয়। মূত্রনাশ ও সেই সঙ্গে নাড়ীপুষ্ট থাকিলে, ক্যালি-বাইক্রম ৬। এক পোয়া শীতল জলে এক ছটাক সোরা মিশাইয়া, সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া নাভির উপরে জলপটী দিলে, প্রস্রাব হইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াও যদি প্রস্রাব না হয় এবং তজ্জন্য যদি মস্তিষ্ক-বিকার ঘটে, তাহা হইলে বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়াম, হায়োসায়ে-

মাস, সাইকিউটা, ওপিয়াম, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা প্রভৃতি লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য ; ৬ বা ৩০ শক্তি।

(ঘ) **হিক্কা**।—পতনাবস্থার পরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে, প্রায়ই হিক্কা হইতে দেখা যায়। ভিরেট্রাম ৩০ বা আর্সেনিক ৩০ প্রয়োগে হিক্কা নিবারিত না হইলে, অন্যান্য ঔষধ দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ বা থাকিয়া থাকিয়া প্রবল হিক্কা ও তৎসহ বমনেচ্ছা, বিরামকালে কাণে তালা লাগা, হিক্কার সময়ে সর্ব্বাঙ্গ-কম্পন প্রভৃতি লক্ষণে, **বেলেডোনা** ৬। অচেতনবৎ পড়িয়া থাকা ও মধ্যে মধ্যে উচ্চশব্দবিশিষ্ট হিক্কা লক্ষণে, **সাইকিউটা** ৩। পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারবোধ, উদরে আক্ষেপ বা কন্ কন্ করা, আহারের পরে হিক্কা, হিক্কার সময়ে অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব এবং পেটে গুড়্ গুড়্ শব্দ লক্ষণে, **হায়োসায়েমাস** ৬। নড়িলেই প্রবল হিক্কা এবং সে কারণে অবসন্নতা, ও বিরামকালে শিব-নেত্র প্রভৃতি লক্ষণে, **কার্ব্বো-ভেজ** ৬। আহারান্তে বা ধূমপান সময়ে হিক্কা হইলে, **পালসেটিলা** ৬। আহারান্তে পাকস্থলীতে চাপবোধ সহকারে হিক্কা হইলে, **ফস্ ফোরাস** ৬। আহারান্তে বা পানান্তে হিক্কা ; নাভির চতুষ্পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ বেদনা এবং পাকস্থলীতে ও যকৃতে বেদনা লক্ষণে, **ইগ্নেসিয়া** ৬। অবিরত হিক্কা ও সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা থাকে কিন্তু পিপাসা থাকে না লক্ষণে, **ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া** ৬। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে ক্রিয়োজোট, অ্যাণ্টিম-টার্ট, অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, কিউপ্রাম, সিকেলি-কর ও অ্যাসিড-ফস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে।

(ঙ) **বমনেচ্ছা ও বমন**।—বারংবার হিক্কা ও বমন বা বমনেচ্ছা হইতে থাকিলে রোগী নিস্তেজ হন ও তাঁহার নাড়ী লোপ পায়। ওলাউঠার প্রথম হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইলে, প্রায়ই এই দুইটি উপসর্গ ঘটে না। পরিমাণামাবস্থায় বমন—পিত্ত বা অম্লদ্রব্য বমন না হইয়া নিরন্তর কেবল বমনেচ্ছা থাকিলে, **ইপিকাক** ৬ ; কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার শান্তি লক্ষণে, **অ্যাণ্টিম-টার্ট** ৬ ; এবং

বমনোদ্বেগ সহ বমন হইলে, **নাক্স ভমিকা ৬**। ইপিকাক প্রয়োগে উপকার না হইলে, নাক্সভমিকা দিতে হয় ; ও নাক্সভমিকা প্রয়োগে উপকার না হইলে, ইপিকাক দেয়। তিন চারি মাত্রা ইপিকাক বা নাক্সভমিকা প্রয়োগ করিয়াও উপকার না হইলে, ৩।৪ মাত্রা **পডোফিল্লাম ৬**। (জল বা জলীয় পদার্থ) পানের **অব্যবহিত পরেই** বমন হইলে, **ইউপ্যাটোরিয়াম-পার্ফ ৬** ; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বমন হইলে, **ফস্ফোরাস ৬**। প্রবল তৃষ্ণা, প্রচুর শীতল জল-পানে আকাঙ্ক্ষা, জল উদর মধ্যে ঈষদুষ্ণ হইবামাত্র বমন লক্ষণে, ফস্ফোরাস সেবন করাইয়া ডাক্তার ন্যাষ একটি রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

(চ) **উদরাময়**।—প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পরে, অথবা মূত্রস্রাব হইবার পরে, যদি অল্প অল্প উদরাময় ঘটে, তাহা হইলে ভয়ের কোন কারণ নাই। পথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, সহজেই আরাম হইতে পারে। যদি উহা আরাম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে ওলাউঠার প্রবলাবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল, অবস্থাবিশেষে সেই সকল ঔষধের উচ্চক্রম বহুক্ষণ অন্তর অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ সকল ঔষধের ব্যবহারে যদি উদরাময় উপশম না হয়, তাহা হইলে লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রযোজ্য :—

প্রস্রাব হইবার পরে উদরাময় এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা লক্ষণে, **অ্যাসিড-ফস ৬** বা **৩০**। যকৃতে বেদনা ও পিত্তযুক্ত অল্প অল্প তরল ভেদ হইলে, **পডোফিল্লাম ৩—৩০**। উদর ঈষৎ স্ফীত, এবং উদরে গড়্ গড়্ কল্ কল্ শব্দসহ হরিদ্রাবর্ণের অল্প পরিমাণে তরল দুর্গন্ধ ভেদ হইলে, **চায়না ৬—৩০**। অনেকের ধারণা যে, ফেরাম ও চায়না পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে, উদরাময় ও দুর্ব্বলতার উপশম হয়। আঠা আঠা শ্লেষ্মাময় (কখন বা রক্তাক্ত) মল ; যকৃতে বেদনা ; ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভাবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু, এবং মুখে দুর্গন্ধ লক্ষণে, **মার্ক্সল ৬**। মলিন কৃষ্ণাভ তরল ভেদ হইলে, **রাস-টক্স ৬** বা **রিসিনাস ৬**। রক্তভেদ হইলে, **কার্ব্বো-**

ভেজ ৬; এবং উজ্জ্বল লালবর্ণের ভেদ হইলে, ইপিকাক ৬ বা ৩০।

(ছ) পেটফাঁপা।—প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে (অথবা প্রতিক্রিয়ার পর), কখন কখন পেট ফাঁপিতে দেখা যায়। (অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়া থাকিলে) আফিং ঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্য, পেট ফাঁপিতে পারে। উদরাময়ের সহিত পেটে বাষ্প-জমা বা পেটফাঁপা থাকিলে, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্যসহ পেটফাঁপা থাকিলে, লাইকোপডিয়াম ৩০, ওপিয়াম ৩০, বা মার্ক-সল ৬। অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পেটফাঁপা থাকিলে, নাক্সভমিকা ৬।

(জ) দুর্ব্বলতা।—ওলাউঠার পরিণামাবস্থায়, রোগীর শরীরে রক্ত প্রায়ই থাকে না। ঈষৎ হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ গাত্র, কোটরাবিষ্ট চক্ষু, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, তাঁহার উত্থানশক্তি থাকে না। এই অবস্থায়, চায়না ৩০ বা অ্যাসিড-ফস ৩০ উপকারী।

(ঝ) অনিদ্রা।—কলেরার পর অনিদ্রায়, কফিয়া ৬।

(ঞ) স্ফোটক ও কর্ণমূল-প্রদাহ।—প্রতিক্রিয়ার পরে শরীরের কোন কোন স্থানে ফোড়া বা ব্রণ হইয়া পূয উৎপন্ন হইলে, হিপার-সালফার ৬; এবং ফোড়া ফাটিয়া বা অস্ত্র করার পরে পূযস্রাব হইলে, সিলিকা ৩০ প্রয়োজ্য। কর্ণমূল-গ্রন্থি স্ফীত হইয়া লালবর্ণ, উত্তপ্ত, ও দপ্‌দপ্ বেদনাযুক্ত হইলে, বেলেডোনা ৩x; পূযোৎপত্তি হইলে, ল্যাকেসিস ৬ বা সিলিকা ৩০। শয্যাক্ষত হইয়া উহা হইতে রস নির্গত হইলে, ল্যাকেসিস ৬, আর্সেনিক ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬ বা আর্ণিকা ৬। মুখের মধ্যে ও দন্ত-মাড়িতে ক্ষত হইলে, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬, হিপার-সালফ ৬, বা কার্ব্বো-ভেজ ৬। চক্ষুতে ক্ষত হইলে, চায়না ৬, সালফার ৩০, বা পালসেটিলা ৬। মুখে পচা ঘা হইলে অরাম ৬, আর্সেনিক ৬, সালফার ৩০ বা

সিলিকা ৩০। পচা ঘা (gangrene) হইলে, আর্সেনিক ৬—২০০, ল্যাকেসিস ৬, বা ক্রোটেলাস ৬।

(ট) **ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ।**—অ্যাকোনাইট ৩ ও ফস্‌ফোরাস ৬ প্রধান ঔষধ; এই গ্রন্থোক্ত "ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

"**শিশু-উদরাময়**" ও "**শিশু-ওলাউঠা**" দ্রষ্টব্য।

ওলাউঠা রোগের **বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসাদি** জানিতে হইলে, আমাদের "**ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা**" গ্রন্থখানি মনোযোগ-সহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।*

---

* **ওলাউঠার মৃত্যু সংখ্যা।**—লণ্ডনে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন ওলাউঠা বহু-ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় তখন তথাকার অ্যালোপ্যাথিক হাঁসপাতালে শতকরা ৪৬ জনের মৃত্যু হয় এবং হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে শতকরা ১৬ জনের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু পার্লামেণ্টে, বোর্ড-অভ্‌-হেল্‌থ্‌ যে রিপোর্ট দিয়াছিল তাহাতে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই। ডাক্তার ম্যাক্‌লগ্লিন হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক উভয় হাঁসপাতালেরই পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে "যদিও আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই অ্যালোপ্যাথিক মতে, তথাপি আমি যদি ওলাউঠা দ্বারা আক্রান্ত হই, তাহা হইলে আমার চিকিৎসার ভার অ্যালোপ্যাথের হাতে না দিয়া হোমিওপ্যাথের হাতে দিব।" একজন বিপক্ষের মুখে হোমিওপ্যাথির অনুকূলে এরূপ উক্তির মূল্য কম নয়!

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর নানা স্থানের মৃত্যুসংখ্যার তালিকায় দেখা যায় যে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের হাতে প্রায় শতকরা ৫০।৬০ জন ওলাউঠা-রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের হাতে ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ২০।২৫ জনের অধিক হয় নাই। আমাদের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১৮৯৫ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬০ ছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের অধ্যাপক মেজর লিওনার্ড রোজার্স, হিপনটিক্‌ স্যালাইন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা করাতে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া ৫২ হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পূর্ব্বপ্রণালীতে চিকিৎসা করান হয়, তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা ফের ৬০ দাঁড়ায়। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হিপনটিক্‌ স্যালাইন চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করাতে, মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৩২ হইয়াছিল। এখন আবার হিপনটিক্‌ স্যালাইনের সঙ্গে পার্ম্যাঙ্গেনেটস্‌

শোণিত-রোগ।

প্লেগ্ (মহামারী)।

মিশর দেশ এই মহামারীর সূতিকা-গৃহ; অন্যূন ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত দেশে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার পরাক্রম প্রকাশ পায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইহার প্রথম আগমনের কথা শুনা যায়; বর্ত্তমান মহামারী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হংকং হইতে নীত। শিশু ও যুবকগণের মধ্যেই এই রোগ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়; এই পীড়া একবার হইয়া গেলে আর

রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা করান হইতেছে। ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা নাকি শতকরা ২৩ দাঁড়াইয়াছে। কলেরায় রোগীদেহের জল ও লবণ ভাগ কমিয়া আসে ও উহা পূরণ করা বিধেয়, একথা আমরা "প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা" অণুচ্ছেদে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি; অ্যালোপ্যাথ মহাশয়দের পূর্ব্বোক্ত স্যালাইন ইঞ্জেকসনের (অর্থাৎ লবণাক্ত জল শরীরে প্রবেশ করানর) উদ্দেশ্যও তাহাই—অর্থাৎ শরীর হইতে যে জল ও লবণাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, উহা পূরণ করিয়া রক্তের গাঢ়ত্ব তরল করা বা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করা। স্থল বিশেষে (অর্থাৎ যেখানে রোগী সবল ও সতেজ থাকেন সেখানে), এই স্যালাইন ইঞ্জেকসনে উপকার হইতে পারে বটে; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে অধিকাংশ শিশুর বা বৃদ্ধের অথবা নিতান্ত দুর্ব্বল লোকের দেহে ইঞ্জেকসন করিবার কিছুক্ষণ পরই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে (মৃত্যুর পূর্ব্বে কখনও কখনও প্রলাপাদি মস্তিষ্কের বিকার দৃষ্ট হয়)। এখন, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে :—(ক) ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে হাঁসপাতালে যে সকল রোগীর চিকিৎসা হয় সে সকল রোগীর ওলাউঠা কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভীষণ আকারে দেখা গিয়াছিল, না চিকিৎসিত রোগীদিগের ওলাউঠা সামান্য প্রকারের? (খ) আফিং, ক্লোরোডাইন, ক্যাম্ফার, ভিরেট্রাম্, আর্সেনিক, ক্যাষ্টার-অয়েল্ (রিসিনাস্), কপারসল্টস্ প্রভৃতি উঁহারা যেমন এককালে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং পরে পরিহার করেন, স্যালাইন্ ও পার্ম্যাঙ্গেনেটসের দশাও যে শীঘ্রই সেইরূপ ঘটিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

ডাক্তার ম্যাক্লাউড্, সার টমাস্ ওয়াট্সন, লেবার্ট, ডাক্তার অ্যাল্ফ্রেড্ ষ্টাইল্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ওলাউঠা-চিকিৎসা বিষয়ে ঘোর মত-

হইবার প্রায়ই আশঙ্কা থাকে না। এই ব্যাধি স্পর্শাক্রমক। এক প্রকার বিষ [কাহারও মতে জীবাণু (bacillus pestes) বা উদ্ভিজ্জাণু, কাহারও মতে ভূদ্‌গত বাষ্প বিশেষ (effluvium)] স্পর্শ দ্বারা বা নিশ্বাস সহ শরীরস্থ হইলে, এই রোগ জন্মে; মূষিক মক্ষিকাদি অনেক সময়ে এই পীড়া বহুদূর পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়*; বস্তুতঃ মক্ষিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাঙ্গুলিতে অসংখ্য জীবাণু জড়িত থাকে ["পরিশিষ্ট (গ)", (৪) অঙ্ক দ্রষ্টব্য]। রোগের অঙ্কুরাবস্থায় (অর্থাৎ শরীরে বিষ-প্রবেশের মুহূর্ত্ত হইতে জ্বর আরম্ভ-কাল পর্য্যন্ত) শরীরের দুর্ব্বলতা ও মনের অবসন্নতা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না ; এই অবস্থা পাঁচ সাত ঘণ্টা হইতে পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত থাকিবার পর সহসা সন্নিপাত-জ্বরের লক্ষণ (যথা, দারুণ শীত, কম্প, শরীরে তাপ ১০৭ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, বমন, প্রলাপ বা চৈতন্যলোপ, বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, শারীরিক কোন যন্ত্র হইতে রক্ত ক্ষরণ, নিতান্ত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ) প্রকাশ পায়; এবং ২।৪ দিন

ভেদ দৃষ্ট হয়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষধ ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তথাপি তাঁহারা মৃত্যুসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের কম করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু হানেমানের সময় হইতে সমসূত্র অনুসারে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঔষধ চলিয়া আসিতেছে, তাহার একটিও হোমিওপ্যাথ্‌গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হয় নাই ; এবং আজকাল তাঁহাদের হস্তে ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ২০।২৫ জনের অধিক নহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকেরাও নানাদেশে অনেক রোগীর প্রাণরক্ষা করিয়া ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন (Vide also *The Hom. World.* Feb. 1912.)।

* সম্প্রতি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, মূষিকদেহচারী এক প্রকার মক্ষিকা প্লেগ-উদ্ভিজ্জাণুর বাহক। প্লেগ-বীজাণুবাহী এই মূষ-মক্ষিকা মনুষ্যের বস্ত্র শয্যা খাদ্যদ্রব্যাদিতে আশ্রয় লইয়া এই রোগ এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যায়—প্লেগের বীজ নরদেহে বপন করে। এই মক্ষিকাকুল ধ্বংস করিতে পারিলে, প্লেগ নির্ম্মূল হইতে পারে। বহুবিধ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, প্রত্যহ প্রখর রৌদ্রে বস্ত্রাদি বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে, উক্ত মক্ষিকাচয় ও প্লেগ-বীজাণু সমূলে বিনষ্ট হয়; এবং এই উপায়ে প্লেগ-বিস্তার নিবারিত হইয়া ক্রমে ভারত প্লেগ-শূন্য হইতে পারে

মধ্যে কুঁচ্‌কি, বগল, গ্রীবাদি স্থানে স্ফোট * (bubo) হয়। কখন কখন রোগীর জ্বর আরম্ভ হইবার চারি পাঁচ ঘণ্টা মধ্যেই (অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণচয় প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই) রক্ত বমন করিতে করিতে রোগীর মৃত্যু ঘটে। স্ফোট উদ্গম হইবার চারি পাঁচ দিন মধ্যে পাকিয়া উঠিয়া জ্বরত্যাগ হওয়া সুলক্ষণ। কালশিরা পড়া, উদরাময়, রক্তস্রাব, স্ফোটের পচন প্রভৃতি উপসর্গ কুলক্ষণ।

ডাইসন্ ও ক্যালভার্ট নামক চিকিৎসকদ্বয় চিকিৎসার সুবিধার জন্য চারি প্রকার প্লেগের উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। সেপ্টিসিমিক্ (Septicæmic) প্লেগ্; ইহাতে দেহের তাবৎ যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়।

২। বিউবনিক্ (Bubonic) প্লেগ্; ইহাতে লসিকা-গ্রন্থিগুলি (Lymphatic Glands) বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ কুঁচ্‌কি, বগল গ্রীবাদিতে স্ফোট দৃষ্ট হয়।

৩। নিউমোনিক্ (Pneumonic) প্লেগ্; ইহাতে ফুস্‌ফুস্ বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ শুষ্ক কাসি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। ইণ্টেষ্টাইন্যাল্ (Intestinal) প্লেগ্; ইহাতে অন্ত্রচয় বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ পিঠে, তলপেটে, ও কোমরে বেদনা; পেটফাঁপা, ভেদ, বমন প্রভৃতি লক্ষণের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিষেধক।—(১) একটী ইগ্নেষিয়া-বীন্ (Ignatia-Bean) মধ্যভাগ ছিদ্র করতঃ তাহাতে সূতা পরাইয়া দক্ষিণ বা বাম বাহুতে অথবা কটিদেশে ধারণ; (২) প্রত্যহ উত্তমরূপে সর্ষপ-তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করা; (৩) নেবুর রস বা টক্ জিনিষ খাওয়া; (৪) গৃহমধ্যে মূষিকাদি স্থান না পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা।

চিকিৎসা :—

(১) **অঙ্কুরাবস্থা**—ইগ্নেষিয়া ৩।

---

* লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি মাত্র।

(২) জ্বরাবস্থা—

(ক) প্রারম্ভে (প্রলাপ থাকিলে)—বেলেডোনা ৬।

(খ) পূর্ণবিকারে, যখন রক্ত দূষিত হইয়া শরীরের সমুদয় যন্ত্র আক্রান্ত হয় (অর্থাৎ সেপ্টিসেমিক্ প্লেগে)—ন্যাজা ৩ বা ৬।

(৩) স্ফোট উদ্গমে (অর্থাৎ বিউবনিক্ প্লেগে)—ব্যাডিয়্যাগা ১x সেবন, এবং ব্যাডিয়্যাগা ১x স্ফোটের উপর বাহ্য প্রয়োগ। এই ঔষধে অনেক সময়ে স্ফোট বসিয়া যায় ও পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

(৪) ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ নিউমোনিক্ প্লেগে)—ফস্ফোরাস্ ৬, ৩০ ["ফুস্ফুস্-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য]।

(৫) অন্ত্র আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ ইণ্টেষ্টাইন্যাল্ প্লেগে)—আর্সেনিক ৬, ৩০ ["অন্ত্র-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য]।

(৬) হিমাঙ্গ (collapse) হইলে—হাইড্রোসিয়্যানিক্-অ্যাসিড্ ৬। [৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠার ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য]।

প্রকৃত প্লেগ নির্ণীত হইবামাত্রই পেষ্টিনাম্ বা প্লেগিনাম্ (Plaguinum) ৩০—২০০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন ; এবং মধ্যে মধ্যে লক্ষণানুসারে তৎসহ অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যথা—পীড়ার প্রারম্ভে—আর্সেনিক ৩x—৩০, (ডাঃ মিল্স্ বলেন যে সাধারণতঃ প্লেগে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ); শোথে—এপিস ৩—৩০ ; অত্যন্ত প্রলাপ বা স্ফোটে বেদনাধিক্যে—বেলেডোনা ৩x—৬ ; অবসন্নতা ও শীতাদ (Purpura) হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬—৩০ ; রক্তস্রাবে—ক্রোটেলাস্ ৩—৬ ; বিষম অবসন্নতা, অস্থিরতা, ক্ষত, রোগী আপনাকে আহত বোধ করেন, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ন্যাজা ৩—৬।

কোব্রা বা ন্যাজা ৩ (বিচূর্ণ) এই রোগের একটি মহৌষধ। নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী :—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট, অবসন্নতা (নেশাখোরের ভাব), সংজ্ঞাশূন্যতা, জীবনীশক্তির হ্রাস, রক্ত নিঃসরণ, নাড়ীলোপ, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হওয়া।

গিলিবার শক্তি না থাকিলে এই ঔষধটি হাইপোডারমিক পিচকারী দ্বারা রোগীর গাত্র-ত্বক্-নীচে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। *

পাইরোজিনিয়াম ৩০—২০০।—জ্বরের তাপ খুব বেশী হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা হইলে ইহা ব্যবহারে জ্বরের তাপ (সুতরাং রোগের তীব্রতা) কমিয়া আসে।

ক্যালি-মিউর ১২x চূর্ণ—২০০।—তন্তু-স্নায়ু বা বায়-কেমিক নিদান মতে ইহা প্লেগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সদৃশ-বিধানের লক্ষণানুসারে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন:— ইগ্নেষিয়া, অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, কোব্রা, ক্রোটেলাস, ল্যাকেসিস, ইল্যাপ্স, ফস্ফোরাস্, আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস-কর, ব্যাপ্টিসিয়া, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড্, আন্টিমোনিয়াম-টার্ট, কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, কার্ব্বো-ভেজ, পাই-রোজেন, অ্যান্থ্রাসিনাম, ক্যালি-ফস্, লয়মিন, রাস-টক্স, য়্যাইল্যান্থ্যাস, মিউরিয়্যাটিক-অ্যাসিড্, ফাইটোলাক্কা, অ্যাপিয়াম্-ভিরাস্, ওপিয়াম, হায়োসায়েমাস, ষ্ট্র্যামোনিয়াম, ইপিকাক্, অ্যান্টিম-ক্রুড, হিপার- সাল্ফ, সিলিকা ও ব্যাডিয়্যাগা (*Vide* The Calcutta Journal of Medicine for Nov. 1897, and Dr. Sircar's *Plague 4th Edition.*)। এই কঠিন পীড়ার ভার, সুচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বাতাস খেলে এমন ঘরে যেন রোগীকে রাখা হয়। দুধ, সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, কমলালেবু সহ

* আমরা এস্থলে কোবরা সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ না করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। মেজর (এখন কার্ণেল) ডীনের (Dean's) হাতে যখন বম্বের হাঁসপাতালের চিকিৎসার ভার ছিল-তখন তিনি স্থাজা বা কোবরা [কোবরা ১ ভাগ + গ্লিসারিন্ ১000 ভাগ =৩x ক্রম] ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি বিষ সেবন করাইয়া শত শত প্লেগ্ রোগীর প্রাণরক্ষা করত: গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের নিকট বহুল সুখ্যাতি লাভ করেন। সৌভাগ্য বশতঃ এখন তিনি গভর্ণমেণ্ট পেন্সনভোগী এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ইংলণ্ডে কায়োমনবাক্যে হোমিওপ্যাথির উন্নতি-কল্পে ক্ষেপণ করিতেছেন।

লবণ, মাংস বা মসুর ডালের যুষ, রোগের সময় (আবশ্যক হইলে পিচ্‌কারী দ্বারা) খাওয়াইতে হইবে। স্ফোট পাকিলে উহার উপর পুল্‌টিস দেওয়া; এবং ফাটিয়া গেলে (বা অস্ত্র করা হইলে), ক্যালেণ্ডুলা-তৈল ক্ষতের উপর প্রয়োগ করা বিধেয়। ঘুঁটে গন্ধক ও নিমপাতা একত্রে বাটীতে পোড়াইলে, বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

জ্বর।

শরীরের তাপবৃদ্ধিকে লোকে সচরাচর "জ্বর" বলে। শরীরের কোন অংশের (বা যন্ত্রের) প্রদাহ, অথবা কোনরূপ বিষ রক্তস্থ হইলে, জ্বরোৎপত্তি হয়। জ্বর অনেক প্রকার; তন্মধ্যে সামান্য জ্বর, সর্দ্দি-জ্বর, একজ্বর, সবিরাম-জ্বর, এবং সান্নিপাতিক-বিকারজ্বর আমাদের দেশে সচরাচর দৃষ্ট হয়।

সামান্য জ্বর (Simple Fever)।

হিম লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, প্রখর রৌদ্রে বেড়ান, অপরিমিত পান ভোজন বা পরিশ্রম, প্রভৃতি কারণে এই জ্বর হয়।

চিকিৎসা।—শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু জ্বরে; ভয় পাইয়া জ্বর হইলে; প্রবল তৃষ্ণা ও অস্থিরতা সহ জ্বরে; অস্ত্র-চিকিৎসার পর জ্বরে; শীতকালে হিমলাগা হেতু জ্বর হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক ফোঁটা। শিরঃপীড়া, চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ কোমরে) বেদনা থাকিলে; বর্ষাকালে আর্দ্রবায়ু লাগান হেতু জ্বর হইলে, রাস-টক্স ৬। বর্ষাকালের জলে ভিজিয়া জ্বর হইলে, ডালকেমারা ৬। বমন বা বমনেচ্ছা প্রবল থাকিলে, ইপিকাক ৬। অপরিমিত পান ভোজন ও স্নানাদির পর জ্বর হইলে বা যে জ্বরে তৃষ্ণা মোটেই থাকে না, পালসেটিলা ৬। অন্যান্য "জ্বরের" ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

সর্দ্দি-জ্বর (Catarrhal Fever)।

নাক চোখ দিয়া জলবৎ সর্দ্দি পড়া, গা কামড়ান ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা টন্‌টন্‌ করা, চোখ ছল ছল করা, হাঁচি, মাথা-ভার, বমন বা বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, হাইউঠা, চোখ মুখ ভার হওয়া, চক্ষু লাল হওয়া, গলা ভাঙ্গা, কাসি, বুকে ব্যথা প্রভৃতি সর্দ্দি-জ্বরের লক্ষণ। ঠাণ্ডা বা হিম লাগান, বৃষ্টিতে ভেজা, পেট গরম হওয়া, হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডায় আসা, ঘাম হঠাৎ বন্ধ করা, দধি অম্ল প্রভৃতি শ্লেষ্মাকর দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা :—

সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় গা শীত শীত করিলে ও নাক চোখ দিয়া জল পড়িলে দুই এক ফোঁটা মাত্র **ক্যাম্ফার** কিংবা পানের সহিত অল্প পরিমাণে কর্পূর খাইলেও চলে। হাঁচি, শরীরের তাপবৃদ্ধি, নাক চোখ দিয়া জল পড়া, অস্থিরতা, তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অ্যাকোনাইট ৩x—৬। কোষ্ঠবদ্ধতা, নাক বুজিয়া যাইলে (বিশেষতঃ রাত্রিকালে), নাক্স ৬—৩০। বমন বা বমনেচ্ছায় ইপিকাক ৩x, জলবৎ জ্বালাকর সর্দ্দি ঝরিলে, আর্সেনিক ৬। চক্ষু রক্তবর্ণ, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬। বুকে ব্যথা ও সর্দ্দি জমিলে, মাথাভার, হাত পা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে, ব্রায়োনিয়া ৬।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :— ঠাণ্ডা না লাগান, সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখা, নাক আট্‌কাইলে নাকের উপর এবং বুকে সরিষার তৈল মালিষ করা, খই, সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু দ্রব্য আহার। অন্যান্য "জ্বরের" ঔষধাবলি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

একজ্বর (Continued Fever)।

প্রথমে অল্প শীত, পরে কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। একবার শীত আবার একবার উত্তাপ, গাত্রদাহ, চর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে, অস্থিরতা,

পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও শাদা, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, মূত্র পরিমাণে অল্প ও লালবর্ণ, কোমরে ও মেরুদণ্ডে বেদনা, কখন কোষ্ঠকাঠিন্য কখন বা উদরাময়, শিরঃপীড়া, অরুচি প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

কারণ।—ঋতু পরিবর্ত্তন; অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগা, আর্দ্র বস্ত্র পরিধান, সহসা ঘর্ম্ম বন্ধ করা, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অপরিমিত পানভোজন, শরীরস্থ ক্লেদ বহির্গত না হওয়া, আঘাত লাগা, কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া, রাত্রি জাগরণাদি হেতু এক-জ্বর হয়।

চিকিৎসা। অ্যাকোনাইট ৩x।—নাড়ীসূক্ষ্ম, দ্রুত, কঠিন ও লম্ফনশীল; গাত্রত্বক উষ্ণ ও শুষ্ক, একবার শীত একবার উত্তাপ অনুভব, বারম্বার হাঁচি ও অস্থিরতা; অত্যন্ত শিরোবেদনা, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত; রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি ও সামান্য প্রলাপ, গলদেশের ধমনী-স্পন্দন; অস্থিরতা ও পিপাসাসহ প্রবল জ্বর; রোগী মনে করেন যে নিশ্চয়ই তাঁহার এই পীড়ায় মৃত্যু হইবে, প্রভৃতি লক্ষণে। ঘর্ম্ম হইলেই, অ্যাকোনাইট বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

বেলেডোনা ৩, ৩০।—মস্তিষ্ক ও গলনালীর প্রদাহ; অল্প শীত, অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম্মের অভাব বা বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত স্থানে অল্প ঘর্ম্ম মাত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, অনিদ্রা, পিপাসা, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, অত্যন্ত গাত্রদাহ, প্রলাপ ও শিরোবেদনা, গোঙানি। শিশু, রক্তপ্রধান ও স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেলেডোনা বিশেষরূপে উপযোগী।

ব্রায়োনিয়া-অ্যালবা ৩, ৬, ৩০।—মাথাধরা, গলার শিরা, মস্তক, ঘাড়, হাত, পা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; নড়িলে চড়িলে, বেদনার বৃদ্ধি; শ্বাসকষ্ট ও শুষ্ক কাসি; পাকস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা; হরিদ্রা বর্ণের জিহ্বা; ভুক্তদ্রব্য বমন, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন; মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ; কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্রবল তৃষ্ণা; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা। গাত্রের তাপ কখনও কম কখনও বেশী, নাড়ী দ্রুত, অরুচি, উদ্গার উঠিলে তিক্তস্বাদ, মুখ আঠা আঠা।

সাইনা ৩x, ২০০—।কৃমি সংযুক্ত।

জেলসিমিয়াম ১x।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (তজ্জন্য হস্ত পদ জিহ্বাদির কম্পন, বাক্যের জড়তা, চক্ষু বুজিয়া আসা, মাথা তুলিতে না পারা, তন্দ্রাভাব), ঝাপসা দেখা, নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদু, সামান্য তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব, (বিশেষতঃ শিশুদিগের একজ্বরে)।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x।—নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, মধ্যভাগ লাল রেখা বিশিষ্ট; অত্যন্ত কম্পন; মাথাঘোরা, মাথা ব্যথা (বিশেষতঃ মস্তকের সম্মুখভাগে তীব্র বেদনা); বমনেচ্ছা; শারীরিক দুর্ব্বলতা লক্ষণে।

ইউপেটোরিয়াম-পার্ফো ৩।—শিরোবেদনা, বমনেচ্ছা বা পিত্ত বমন, জলপানের পরই বমন; কম্প কম পড়িবার সময়ে পিত্ত-বমন; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা (বিশেষতঃ অস্থিমধ্যে)।

ফেরাম-ফস্ ৩x, ৬x, ১২x চূর্ণ।—অ্যাকোনাইট-জ্বরের ন্যায় জ্বর প্রবল নহে, বা জেলসিমিয়াম-নাড়ীর ন্যায় নাড়ী ততটা মৃদু নহে; একজ্বর সহ কাসি।

ইপিকাক্ ৩x, নাক্স-ভমিকা ৩, পাল্সেটিলা ৩, রাস্-টক্স্ ৬, ফস্ফোরাস ৬, সালফার ৩০ প্রভৃতি ঔষধ এবং অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলিও লক্ষণানুসারে এই জ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্য।—জ্বর এককালীন ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, ঠাণ্ডা জল; জ্বরত্যাগের ৪।৫ দিন পরে, অন্ন।

ম্যালেরিয়া-জনিত সবিরাম জ্বর।

(Intermittent Fever).

জ্বর ছাড়িয়া গিয়া পুনরায় জ্বর আসিলেই, তাহাকে সবিরাম জ্বর বলে। এই জ্বরই বঙ্গদেশে প্রবল; এই জ্বর হইতে ক্রমে প্লীহা যকৃতাদির বৃদ্ধি, পালাজ্বর, ঘুস্ঘুসে জ্বর, বিষম-শীতকালীন-জ্বর, শোথ, উদরী প্রভৃতি বহুবিধ

উৎকট রোগ জন্মিতে পারে; তাই, উল্লিখিত যাবতীয় জ্বরের চিকিৎসা এক সঙ্গেই লেখা হইতেছে।

প্রতিদিন (অর্থাৎ, ২৪ ঘণ্টা মধ্যে) একবারমাত্র জ্বর আসিয়া ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে **ঐকাহিক** বা **দৈনিক** (quotidian) জ্বর বলে।

পালাজ্বর—একদিন অন্তর জ্বর হইলে, "দ্ব্যাহিক" বা "তৃতীয়ক" (tertian) জ্বর; দুই দিন অন্তর হইলে "ত্র্যাহিক" বা "চতুর্থক" (quartan) জ্বর বলে। দিবারাত্রি মধ্যে দুইবার জ্বর হইলে, তাহাকে "দ্বৌকালীন-জ্বর" বলে; এই দ্বৌকালীন-জ্বর অতি কঠিন; বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। পিত্তজনিত জ্বর একদিন বেশী, একদিন কম হয়। কোন কোন জ্বর প্রত্যহ একই সময়ে আরম্ভ হয়; আবাব কোন কোন জ্বর ঠিক কোন্ সময়ে আসিবে, তাহার স্থিরতা নাই। কোন কোন জ্বর আজ এক সময় আসিল, পরদিন তাহার দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিল—এই প্রকার জ্বর কতকটা ভয়ের কারণ; (পক্ষান্তরে), জ্বর দুই এক ঘণ্টা পিছাইয়া আসা, শুভ লক্ষণ। প্রাতঃকালে জ্বর বৃদ্ধি, অশুভ লক্ষণ।

প্রধানতঃ কুইনাইনের অপব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎ বাড়ে, এবং শোথ ও উদরী হইয়া থাকে।

কারণ।—ওলাউঠা, প্লেগ্, বসন্ত প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ যেমন তত্তৎ পীড়ার জীবাণু-বীজ (Bacillus), ম্যালেরিয়া রোগেরও তেমনি এক প্রকাব জীবাণু-বীজ আছে ["পরিশিষ্ট (গ), (৮)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য]। এই ম্যালেরিয়া-কীটাণু অতি সূক্ষ্ম; প্রখর অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্য বিনা দৃষ্ট হয় না। কেবল অ্যানোফেলিস্ (anopheles) নামক এক প্রকার মশক ও নরদেহ ব্যতীত এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিকে আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; মশক বা মানব-শরীরে এই সূক্ষ্ম-দেহী কীটচয় প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ মধ্যেই নিজ বংশ বৃদ্ধি পূর্ব্বক অচিরাৎ উহার তাবৎ রক্তটুকু দূষিত করিয়া ফেলে, তখন আমরা উহাকে "ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে" বলি।

মূষিক যেমন প্লেগ্ বহন করিয়া আনে, এই মশকও তেমনি ম্যালেরিয়া বহন করিয়া আনে—অর্থাৎ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মূষিককে "গণেশের বাহন" না বলিয়া "প্লেগের বাহন", ও মশককে "ম্যালেরিয়ার বাহন" বলাই সঙ্গত। অণ্ড ও শিশু অবস্থায় এই মশাগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানের নর্দ্দামা ডোবা প্রভৃতির জলে থাকে; শৈশবে ইহারা জলচর কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল পোকা, দেখিতে বড় বড় পিনের মত, পরে বড় হইলে তথা হইতে বাহির হয়। ম্যালিরিয়া-কীটাণু-পূর্ণ এই মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়াইলে উহার মুখ দিয়া "ম্যালেরিয়া-জীবাণু" সেই ব্যক্তির রক্তের লোহিত-কণার মধ্যে প্রবেশ করে ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমস্ত রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে, এবং দশ পনর দিন মধ্যে তাঁহার ম্যালেরিয়া * জ্বর

* "ম্যালেরিয়া" শব্দটি ইটালিক, অর্থ "দূষিত বায়ু"। ইতঃপূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে ম্যালেরিয়াক্রান্ত জল বায়ুই ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ, কিন্তু ঐ বিশ্বাস নাকি ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানের জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি নানাবিধ পরীক্ষার পর অবধারণ করিয়াছেন যে, অ্যানোফেলিস্-মশা ও মনুষ্যের শরীর ব্যতীত আর কোথাও ম্যালেরিয়া-জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং এই মশকজাতিকে ধ্বংস করিতে পারিলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়ান যাইবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা যাহা বলেন তাহার সারোদ্ধার করিয়া আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম —

(১) বাসস্থানের সন্নিকট যে সমস্ত পুকুর খানা ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের (এমন কি বাটীর গামলার বা ফুলগাছের টবের) জল জমিয়া গিয়া মশককুলের আবাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সমস্ত ড্রেণ প্রভৃতি জলাশয়ের জল বাহির করিয়া দিতে হইবে, বা মাটি দিয়া উহা বুজাইয়া দিতে হইবে, অথবা সেই জমাট জলের উপর খানিকটা কেরোসিন্ তৈল ঢালিয়া দিতে হইবে —যেন উক্ত জলের উপরিভাগে রীতিমত এমন একটা তৈলের "সর" পড়ে যাহাতে মশক-কুল নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মারা যায়; পরে ঐ তৈলে আগুন লাগাইয়া দিলে, তথাকার মশকবংশ নিঃশেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-ম্যালেরিয়া-কমিটির অধিবেশনে জনৈক সভ্য (বাঙ্গালার সুসন্তান স্বাস্থ্য-বিদ্যাবিশারদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার Sir শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র বসু, C.I.E. মহোদয়) বলিয়াছেন যে ঐরূপ ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে বাসক গাছের পাতা নিক্ষেপ করিলে মশকের অণ্ড সহজে নষ্ট হইয়া যায়, অথচ জল বিষাক্ত হয় না। পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশ পায়। এইরূপে ম্যালেরিয়া-বিষ, মশক দ্বারা এক মানব-দেহ হইতে অপর মনুষ্য-শরীরে নীত হইয়া থাকে।

অবস্থাত্রয়।—এই জ্বরের তরুণাক্রমণ সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—**শীতাবস্থা, উষ্ণাবস্থা,** ও **ঘর্ম্মাবস্থা।** **শীতাবস্থায়** প্রথমে শীত, পরে কম্প (সময়ে সময়ে একেবারেই এত কম্প দিয়া জ্বর আইসে যে ৩।৪ খানা লেপ চাপা দিলেও শীত থামে না); শরীরে বেদনা, মাথা দপ্ দপ্ করা, পিপাসা, কখন কখন খুসখুসে কাসি। **উষ্ণাবস্থায়** প্রায়ই শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, গাত্রত্বক্-শুষ্ক, পিপাসা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট থাকে; গাত্র তাপ ১০১ হইতে ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়; গাত্রদাহ উপস্থিত হইলেই প্রায় শীত কমিয়া আসে। কয়েক ঘণ্টা পরে **ঘর্ম্মাবস্থা** উপস্থিত হয় ও জ্বর ছাড়িয়া যায়।

---

(২) হংস ও তেচোখো মৎস্যাদি প্রাণী মশক-অণ্ড খাইয়া ফেলে। সেই জন্য ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থলের লোকে হংসাদি পালন করিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন (The *Lancet* 1914 দ্রষ্টব্য)।

(৩) রাত্রিকালে মশারি ব্যবহার করিতে হইবে, যেন মশক কোনরূপে দংশন করিতে না পারে।

(৪) পূর্ব্বোক্ত উপায়ত্রয় অবলম্বন সত্ত্বেও যদি ম্যালেরিয়া ঘটে, তাহা হইলে জীবাণু-তত্ত্বজ্ঞ বুধমণ্ডলী কুইনাইন্ সেবন করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহারা বলেন যে, কুইনাইন্ মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করিলে, ম্যালেরিয়া-কীটাণু তথায় বংশবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না ও অবিলম্বে সবংশে নিহত হইয়া থাকে।

(৫) মুক্তিসেনার (Salvation Army) কমিসনার শ্রীযুক্ত বুথ-টাকার সাহেব সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইউক্যালিপ্টাস্ বৃক্ষের বায়ু ম্যালেরিয়া নাশ করে। তিনি সেই জন্য পরামর্শ দেন যে, ভারতের ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থান সমূহে এই বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে যেন রোপণ করা হয়, তাহা হইলে ভারত ম্যালেরিয়া মুক্ত হইবে এবং ইহার তৈল বিক্রয় করিলেও প্রচুর অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা। **রোগীকে ইউক্যালিপটাস তৈলের ঘ্রাণ লইতে আমরাও সময়ে সময়ে পরামর্শ দিয়া থাকি।**

ঘৌকালীন-জ্বর, প্রাতঃকালীন জ্বর, অগ্রসর জ্বর (অর্থাৎ যে জ্বর প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা আগিয়া আসে), কিম্বা সবিরাম জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে, রোগ কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে (কারণ, উল্লিখিত সকল রকম জ্বরের চিকিৎসাই একত্রে লিখিত হইল)। **জ্বরের বিরাম-অবস্থায় ঔষধ সেবন করা বিধি।**

কিনিনাম-সাল্ফ, ১x—৩x চূর্ণ।—যদি তরুণ সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরে কম্প তাপ ও ঘর্ম্ম এই অবস্থাত্রয় যথাক্রমে রোগীর শরীরে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় [অর্থাৎ শীত তাপ বা ঘাম ইহাদের কোন অবস্থারই ব্যতিক্রম বা অভাব না ঘটে], তাহা হইলে এই ঔষধ বিজ্বর অবস্থায় তিন ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

কিন্তু ইহা সেবন করিয়াও যদি রোগ কিছুমাত্র প্রশমিত না হইয়া উক্ত অবস্থাত্রয় পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হইতে থাকে (ও বিশেষতঃ তৎসহ যদি কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে), তাহা হইলে প্রতি মাত্রায়

সাল্ফেট্ অভ্ কুইনাইন	... ...	দুই গ্রেণ
ডাইলিউট্ নাইট্রো-মিউরিয়্যাটিক্ অ্যাসিড্	...	চারি ফোঁটা
পরিষ্কার জল বা distilled water	...	আধ আউন্স

উত্তমরূপে মিশাইয়া বিজ্বর অবস্থায় চারি ঘণ্টা অন্তর তিন চারিবার সেবন করান বিধি।

আর, যদি কম্পাবস্থার আধিক্য হয় এবং যদি রোগী মস্তকের যন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর (এমন কি অচেতন পর্য্যন্ত) হইয়া পড়েন, * তাহা হইলে প্রতি মাত্রায়

---

* বঙ্গদেশের অনেক পল্লীগ্রামে ও পঞ্জাবের স্থানে স্থানে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত ম্যালেরিয়া-জ্বর (বিশেষতঃ ভাদ্র মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত) হইতে দেখা যায়।

হাইড্রোব্রোমেট্ অভ্ কুইনাইন্	...	দুই গ্রেণ	}
অ্যাল্‌কোহল্	...	চারি ফোঁটা	}
পরিষ্কার জল বা distilled water	...	অর্দ্ধ আউন্স	}

বিজ্বর অবস্থায় (বা জ্বর ৯৯° পর্য্যন্ত নামিলেও) প্রতি দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্ততঃ পাঁচবার সেবন করাইলে, উপকার হইয়া থাকে।

খুব ভরাপেটে যেন কুইনাইন * না পড়ে।

পাঠক হয়ত মনে করিবেন যে ব্যবস্থাটা আমরা অ্যালোপ্যাথিক মতে করিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুস্থদেহে কুইনাইন পরীক্ষা (proving) হইতেই হোমিওপ্যাথির আরম্ভ (পৃষ্ঠা ৪—৫ দ্রষ্টব্য); যাঁহারা ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের মাত্রা প্রসঙ্গ (dosage) ধীরভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াসী তাঁহারা ডাক্তার হিউজ (*Practice*, pp. 253—256), কিপ্যাক্স (*Lectures on Fevers* p. 59), অ্যাণ্ড্রস্-মিল্‌স্ (*Practice*, p. 117), কাউপারথোয়েট (*Practice*, pp. 637—640), গ্যাচেল্ (*Pocket-Book*, pp. 75—77), মহেন্দ্রলাল সরকার (The Monthly Homœopathic Review, XVII, 522 ; Hom. Congress Report 1874), ভিনসেণ্ট (The United States Medical Investigator, Vol. II.), ক্লোকে (Journal of the British Hom. Society, V. 290), ব্লি-এম্ (Journal of the British Hom. Society, VI, 104), হেল্, হল্‌কোম, এলিস্, ডাগ্লাস্, মার্সি, পুলটে, হেম্পেল, বেয়ার, রথ্, বার্ট্, কাফ্‌কা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থ ও সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এতৎ সম্বন্ধে যথাযথ বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব।

ইন্সুপেটোরিয়াম-পার্ফো ৩।—জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতেই গা বমি বমি ও পৃষ্ঠে শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ হয় ; শীত করিবার পূর্ব্ব হইতে উষ্ণাবস্থা পর্য্যন্ত পিপাসা, জলপানের পরই বমন, পিত্ত-বমন,

---

* কুইনাইন অপব্যবহার হেতু রোগ চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে, "স্নায়ু-ব্যাধি"—পারা কুইনাইন প্রভৃতির অপব্যবহার জনিত পীড়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

উষ্ণাবস্থার পর সামান্য ঘর্ম্ম; হাড়ে হাড়ে, সন্ধিতে সন্ধিতে দারুণ বেদনা; বেদনায় রোগী ছট্‌ফট্ করেন, কিন্তু নড়া চড়ায় বেদনার উপশম হয় না; ডেঙ্গুজ্বর।

আর্সেনিক-অ্যাল্‌বাম্ ৩x, ৬, ৩০, ২০০।—পুরাতন বিষম-জ্বরে এবং সেই সঙ্গে প্লীহা যকৃতাদির বৃদ্ধি হইলে, আর্সেনিক উৎকৃষ্ট ঔষধ। (**বিষম-জ্বরে**) যখন শীত, বা উষ্ণাবস্থার সম্যক বিকাশ না হয়, অথবা কোন একটির প্রাবল্য বা অভাব হয়; ঘর্ম্ম একেবারেই হয় না; দাহ বা উষ্ণ অবস্থার অনেক পরে অধিকক্ষণ স্থায়ী প্রচুর ঘর্ম্ম; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি। জ্বর-কালে অস্থিরতা; বেদনা বোধ ও প্রলাপ—এবং বিরাম কালেও ঐ সমস্ত উপসর্গসহ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা থাকিলে, ইহা ফলপ্রদ। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন **পালা-জ্বরে**; প্রতিদিন ২।৩ বার জ্বরে; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত বিষম-জ্বরে; **ঘুসঘুসে-জ্বরে**; প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত **পুরাতন-জ্বরে শোথ হইলে,** ইহা উপকারী। হস্ত পদ শীতল হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়; কম্প হইবার পূর্ব্বেই গাত্রতাপ বৃদ্ধি ও জ্বালাকর দাহ; দুর্নিবার পিপাসা কিন্তু **অল্প জলপানেই পিপাসার উপশম**; শ্বাসকষ্ট; জল বা জলীয় পদার্থ পানেই বমনোদ্বেগ; জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা; প্রত্যেকবার জ্বরের পরে রোগীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ফলপ্রদ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, ৩০।—শীত, তাপ, ঘর্ম্ম কোন অবস্থাতেই তৃষ্ণা না থাকা প্রভৃতি লক্ষণে।

ক্যাপ্সিকাম ৬।—শীতের পূর্ব্বে তৃষ্ণা (বিশেষতঃ প্রাতঃ-কালে), জ্বরকালে পিত্তবমন, উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হইবার অনতিপরেই ঈষৎ ঘর্ম্ম; অস্থিতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

সাইমেক্স্ ৩০।—ওষ্ঠে দাগ, কম্পসহ বা কম্পের পূর্ব্বে তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, মাথাধরা; শীত আরম্ভকালে—হাত মুঠা করিয়া থাকা; শীত অবসানে—প্রবল তৃষ্ণা ও জল পানের পরই প্রস্রাব হওয়া।

আর্ণিকা-মণ্টেনা ৬।—[**প্রাতঃকালীন বিষম-জ্বরে**] শীতের পূর্ব্বে অত্যন্ত হাই উঠা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হাড়ের ভিতরে তীব্র বেদনা ; নরম বিছানাও অত্যন্ত শক্ত বোধ হওয়া, এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ; মস্তক ও মুখমণ্ডল উত্তপ্ত (কিন্তু অন্য অঙ্গ শীতল) ; ঘর্ম্মের অভাব প্রভৃতি লক্ষণে। এবং (**সামান্য জ্বরে**) অন্তরে শীত বাহিরে তাপবোধ, জলপানে (বা বাহ্য উত্তাপে) শীতের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণেও, ইহা উপযোগী।

ইপিকাক ৩x, ৬, ৩০।—পাকস্থলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বশতঃ জ্বর ; বমনোদ্যম বা বমন ; হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা ; জ্বর আরম্ভের পূর্ব্বে হাইতোলা, গা ভাঙ্গা, বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ; উষ্ণাবস্থায় অধিক পিপাসা, শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না ; সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময় ; মুখে তিক্তাস্বাদ ; ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে (বিশেষতঃ দ্ব্যাহিক জ্বরে)। জ্বরের বিশেষ লক্ষণাদি প্রকটিত না হইলে ইপিকাক ৩০ দিতে হয় ; পরে প্রধান লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইলে, লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুবিখ্যাত ডাক্তার জার (Jahr) কম্পজ্বরের প্রারম্ভে কেবল ইপিকাক ৩০ একবার মাত্র প্রয়োগের পরামর্শ দেন। বহুস্থলে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আমরাও আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি।

ইগ্নেশিয়া ৬, ১২, ৩০।—**বিষম-জ্বরে**) কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা ; তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার অভাব ; বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম ; বাহিরে শীত, অন্তরে তাপবোধ অথবা অন্তরে শীত, বাহিরে তাপবোধ ; তাপাবস্থায় মাথাভার ; মুখমণ্ডল শীর্ণ।

(**সবিরাম-জ্বরে**) সর্ব্বাঙ্গে চুলকনা ; গায়ে আমবাতের ন্যায় ফুস্কুড়ি ; মুখমণ্ডলের একভাগে জ্বালাকর দাহ ; ঘর্ম্ম কম, অথবা কেবল মুখমণ্ডলেই ঘর্ম্ম ; অপরাহ্ণে সর্ব্বাঙ্গে অধিক উত্তাপ, কিন্তু পিপাসা না থাকা।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।—(**বিষম-জ্বরে**) নাড়ীর বেগ নিয়মিত ; অতিশয় শীত, এমন কি উষ্ণ গৃহেও শীতের উপশম হয় না ;

পিপাসার অভাব; রাত্রিকালে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার সময় ঘর্ম্ম; জিহ্বা শাদা, বা শ্বেত লেপাবৃত; কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় (পর্য্যায়ক্রমে) টক জিনিস ছাড়া আর কিছুই খাইতে চাহেন না; রোগী অনবরত ঘুমাইতে চাহেন (বৃদ্ধ ও স্থূলকায় যুবকগণের পীড়ায় এই ঔষধটি বিশেষরূপে উপযোগী)।

পডোফিলাম ৬।—প্রাতঃকালীন জ্বর ও তৎসহ উদরাময় (প্রত্যেকবারের ভেদ ভিন্ন বর্ণের); জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত; ক্ষুধামান্দ্য, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, প্লীহা ও যকৃৎ দেশে বেদনা; শীতাবস্থা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পৃষ্ঠদেশে দারুণ বেদনা; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা।

সাইনা ২x—২০০।—শিশুদিগের কৃমি জনিত জ্বর, জ্বর প্রায় বিচ্ছেদ হয় না; নাক চুলকায়, ক্ষুধা থাকে তৃষ্ণা থাকে না, কখন কখন জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। শিশু যদি **অনবরত নাক চুলকায়** বা উহার গণ্ডদ্বয় যদি লালবর্ণ থাকে (এ অবস্থায় কৃমি থাকুক বা না থাকুক), তাহা হইলে সাইনা প্রয়োগে জ্বর বিচ্ছেদ হয় (vide Hughes's *Pharmacodynamics*, p. 391 ও Nash's *Typhoid*, pp. 89—92); আমরাও বহুস্থলে ইহার উপকারিতা দেখিয়াছি।

ইলাটেরিয়াম্ ৩—৬।—প্রাতঃকালীন জ্বর; জ্বর বন্ধ হইয়া আমবাত (চুলকাইলে আরাম বোধ)।

রাস্-টক্স্ ৬—৩০।—সবিরাম-জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে; বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিধান হেতু জ্বর; অস্থিরতা, রোগী বিছানায় সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ ফিরে; কোমরে বেদনা; অতিসার; রক্তময় তরল ভেদ।

সিপিয়া ১২—৩০।—পুরাতন জ্বর; মাসিক জ্বর; গর্ভিণীর জ্বর; তৃষ্ণাহীন জ্বর; নড়িলে চড়িলে শীত বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন বরফের মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ ঠাণ্ডা বোধ।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৩ বিচূর্ণ, বা ৬।—(বিষম-জ্বরে) শীতাবস্থায় পিপাসার অভাব; জঙ্ঘাদেশে বেদনা; সর্ব্বশরীরে

শীত ও কম্প, এবং শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্ম ; অতিশয় গাত্রদাহ ; অল্পকালে নিদ্রাবেশ।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ৩০।—(**বিষম-জ্বরে**) নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত ; সন্ধ্যাকালে শীতের আধিক্য ; কখন কখন কেবল এক পার্শ্বেই শীত বোধ ; শীতাবস্থায় পিপাসা, তৎপরে অত্যন্ত দাহ, পরিশেষে দুর্ব্বলকর অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম ; শীতাবস্থার পূর্ব্বে শিরঃপীড়া ; অঙ্গ-বেদনা ; হাত পা ও নিশ্বাস শীতল ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; রোগী ক্রমাগত বাতাস করিতে বলেন ; মার্কারি বা কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বরে।

ওপিয়াম ৬, ৩০।—(**নব-জ্বরে**) নাড়ী পূর্ণ ও মৃদুগতি বিশিষ্ট ; ঘোর নিদ্রাবস্থায় মুখ হাঁ হইয়া থাকে, সেই সঙ্গে ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকে ; ঘর্ম্ম হইবার পর অত্যন্ত দাহ। (**বিষম-জ্বরে**) অত্যন্ত শীত ও কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয় ; প্রবল শীতাবস্থায় নিদ্রা ও অঙ্গ স্পন্দন, পিপাসা থাকে না ; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা, অতিশয় ঘর্ম্ম ; অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র। শিশু ও বৃদ্ধদিগের জ্বরে ইহা উপযোগী।

ক্যাক্টাস ১।—(**বিষম-জ্বরে**) ঠিক একই সময়ে (বিশেষতঃ বেলা দুই প্রহরের সময়) শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ, পরে জ্বালাকর দাহ ও শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, পরিশেষে শীতাবস্থায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ; অত্যন্ত পিপাসা ; পৃষ্ঠদেশে শীত ; করতল বরফবৎ শীতল।

চায়না ৩x, ৬, ৩০, ২০০।—(**চায়না-লক্ষণযুক্ত জ্বর কখনও রাত্রে আসে না**)। নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও অনিয়মিত ; আহারান্তে নাড়ীর বেগ কম ও তন্দ্রাবেশ ; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও বেদনা ; জলবৎ বা গঁদের ন্যায় আঠা আঠা অথবা পিত্ত মিশ্রিত ভেদ ; শীত ও উষ্ণাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে পিপাসা ; জ্বর আরম্ভ হইলেই ধড় ধড় করিয়া হৃৎপিণ্ড নড়িতে থাকে, অত্যন্ত শিরোবেদনা, কপালের শিরা সকল স্ফীত ; শীতাবস্থায় শিরঃপীড়া ; সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ, বমনোদ্যম ও পিপাসার অভাব ; তাপাবস্থায় মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, এবং জ্বালাবোধ ; তাপাবস্থার পর পিপাসা ও প্রচুর ঘর্ম্ম (শীতাবস্থায়

তৃষ্ণা ও ঘাম থাকুক বা না থাকুক); **কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত বমমজ্বরে চায়নায় উপকার হয় না (কদাচিৎ চায়না ২০০ ফলপ্রদ হয়)।**

জেলসিমিয়াম ১x—৬।—নাড়ী ক্ষীণ, কোমল ও দ্রুত; পৃষ্ঠদেশে শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ; পৃষ্ঠদেশে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; প্রতিদিন অপরাহ্নে জ্বর আরম্ভ; হস্ত ও পদতল বরফবৎ শীতল; মস্তক উত্তপ্ত ও মুখ লালবর্ণ; উত্তাপাবস্থায় রোগী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকেন; পিপাসা প্রায়ই থাকে না।

ব্যাপ্টিসিয়া ১, ৩, ৬।—পচা পায়খানা বা দুর্গন্ধ খানা ডোবা প্রভৃতির বাষ্প (gas) নিঃশ্বাস দ্বারা শরীরে গ্রহণ বা খারাপ পুকুরের দূষিত জলপান হেতু জ্বর; দুই এক দিনের জ্বরেই রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; প্রবল শিরঃপীড়া; ভুল বকা; রোগী নিজ দেহটিকে দুই তিন অংশে বিভক্ত মনে করেন, কোন মতে বিভক্ত অংশগুলির সংযোগ সাধন করিতে না পারিয়া মনে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন; প্রখর তাপ ১০৪°—১০৭° ডিগ্রী; প্রস্রাবের পরিমাণ খুব অল্প; ভেদ কাল বা শ্লেটের বর্ণের মত।

নাক্স-ভমিকা ৬, ১২, ৩০।—**প্রাতঃকালীন জ্বরে**; অপরাহ্নে, সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রিতে জ্বর আসিবামাত্রেই হস্ত পদের অবশতা; অন্তরে শীত বাহিরে তাপ, অথবা অন্তরে তাপ বাহিরে শীত বোধ। অত্যন্ত তাপ, সমস্ত শরীর যেন গরমে পুড়িয়া যাইতেছে (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত ও লালবর্ণ); এত উত্তাপ সত্ত্বেও শীতবোধ হেতু রোগী গাত্রবস্ত্র খুলিতে চাহেন না। অত্যন্ত তাপাবস্থায় গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলেও শীতানুভব; বমনেচ্ছা; মাথাঘোরা, কোষ্ঠবদ্ধতা; হাত-পায়ের নখ নীলবর্ণ; বাহ্য উত্তাপেও শীতের উপশম হয় না; শীতাবস্থায় কম্প দিয়া শীত; জলপানে শীতের বৃদ্ধি; শীতের পূর্ব্বেও উত্তাপ এবং পরেও উত্তাপ; প্রাতঃকালেই কিম্বা অর্দ্ধরাত্রিতে অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম। **মেহ জ্বরে**

প্রতিদিন আগাইয়া আসে তাহা নিবারণ পক্ষে নাক্সভমিকা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ঠিক সূর্য্যাস্ত সময়ে সেবন করিলে, ইহা আশু ফলপ্রদ)।

সালফার ৩০।—শীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পিপাসা; শীত আরম্ভ হইলে আর তৃষ্ণা থাকে না; প্রখর তাপ (১০৩°—১০৫°)—"সমস্ত শরীরটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে" এইরূপ বোধ, দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত তাপ; রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম; জ্বর ছাড়িয়া গেলে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়া; জিহ্বা শ্বেত বা পীতাভ—এই সমস্ত লক্ষণে **তরুণ** বা **পুরাতন** (বিশেষতঃ কুইনাইন্ অপব্যবহার জনিত) জ্বরে ইহা উপকারী। ডাক্তার এচ্, সি, অ্যালেন্ সাহেবের মতে ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইন্ অপেক্ষা সাল্‌ফারের প্রচলন হইলে, রোগীর পক্ষে বহুল মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা; আমরাও তাঁহার এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে উপকার পাইয়া থাকি।

ইউক্যালিপ্টাস্-গ্লোব্ θ।—কোন কোন ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম-জ্বরে রোগীর দেহে বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না—এরূপ স্থলে ডাক্তার ডিয়ুই, বোরিক্, ও অ্যান্স্‌টজ্ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

নিম্নলিখিত উপসর্গেও ইহা ফলপ্রদ, যথা :—শরীরের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড় করা, পূয ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত গয়ার উঠা, পাকাশয়ের গোলযোগ, মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ, পাকাশয়ে দুর্গন্ধ বায়ু জন্মান, অবসন্নতা, ও রক্তদুষ্টি।

মিনিয়্যান্থিস্ ৩—৩০।—শীতাধিক্য; পিপাসা হীনতা; তলপেটে, হস্ত পদে ও নাসিকার অগ্রভাগ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হওয়া; পেশী সঙ্কোচন (twitchings); চতুর্থক জ্বরে (অর্থাৎ যে জ্বর দুই দিন অন্তর আসে) উপকারী।

ল্যাকেসিস ৬—৩০।—ঘুম ভাঙ্গিবার পরই সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি; মাতালদিগের বা রজোনিবৃত্তিকালে স্ত্রীলোকের পালাজ্বর;

বগলের ঘামে রসুনের মত গন্ধ; জ্বরকালে শরীর নীলবর্ণ হওয়া; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০।—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর; বিরামকালেও একটু জ্বর থাকে; ঘুস্‌ঘুসে জ্বর; বেলা এগারটা বা দুইটার সময়ে জ্বর আসে; শীতাবস্থায় পিপাসা, তাপ বা **ঘর্ম্মাবস্থায়** পিপাসা প্রায় থাকে না; অজীর্ণ মল; কখন কোষ্ঠকাঠিন্য কখন উদরাময়; (যে সকল রোগীর পেট বড় বা যাহাদের সহজেই সর্দ্দি লাগে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী)।

ক্যাল্কেরিয়া-আর্সেনিকাম্‌ ৬ চূর্ণ।—বিষম-জ্বর; প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি (বিশেষতঃ শিশুদিগের); শ্বাস কষ্ট; বুক ধড়ফড় করা লক্ষণে।

অ্যালষ্টোনিয়া θ—৩x।—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ রক্তামাশয় ও **রক্তস্বল্পতা**।

ক্যামোমিলা ৬—১২।—শিশু বা বালকদিগের জ্বর; দাঁত উঠিবার সময় জ্বর ও উদরাময়; শিশু খিটখিটে-স্বভাব, কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহে; শিশু অস্থির, একটি গাল লালবর্ণ অপরটি মলিন; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ; ঘন ঘন অধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; অল্প শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ, তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা; শরীরের এক স্থানে শীত অপর স্থানে তাপ।

নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম ৩০।—বেলা ১০।১১ টার সময়ে অত্যন্ত শীত ও পিপাসাসহ জ্বর আরম্ভ, এবং উত্তাপাবস্থায় ও তৎপরে প্রবল শিরঃপীড়া; শরীর অতি শীর্ণ; জ্বরঠুঁটো; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও বেদনা; জ্বরাবসানে নিস্তেজভাব ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় সমস্ত উপসর্গের উপশম (কেবল শিরঃপীড়া কমে না)। **কুইনাইন বা আর্সেনিকের অপব্যবহার জনিত জ্বরে**।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২, ৩০।—পাকাশয়িক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জনিত জ্বর বা পৈত্তিক-জ্বর; অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৪টার মধ্যে জ্বর;

অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত ও কম্প; অল্পক্ষণ মাত্র উত্তাপাবস্থা; পিপাসা প্রায়ই থাকে না; ঘর্ম্মশূন্য অসহ্য উত্তাপ (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময়); হস্ত ও পদতলে জ্বালানুভব; কখন কখন শীতের অল্পক্ষণ পরেই উত্তাপ অবস্থা (অথবা এই দুইটি অবস্থাই একসঙ্গে প্রকাশ পায়); এক পার্শ্বে (বিশেষতঃ কেবল মুখমণ্ডলে) ঘর্ম্ম; আহারের পর তন্দ্রা; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর।

ফেরাম-মেট, ৬, ৩০।—কুইনাইনের অপব্যবহারজনিত জ্বরে, বিশেষতঃ প্লীহার বৃদ্ধি হইলে এবং সেই সঙ্গে শোথ বা উদরাময় থাকিলে; পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী; ক্ষণে ক্ষণে শীত ও কম্প; স্বাভাবিক তাপ (৯৮.৪°) অপেক্ষা শরীরের তাপ কম; রক্তশূন্য পাণ্ডুবর্ণ শরীর; ভুক্তদ্রব্য বমন; অধিকক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় উপসর্গের বৃদ্ধি।

ফেরাম-আর্সেনিকাম ৬।—জ্বরসহ প্লীহার বিবৃদ্ধি, কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত রক্তস্বল্পতা; বিষম-জ্বর; অজীর্ণ মল; শোথসহ প্রস্রাবের দোষ।

সিয়েনোথাস, θ, ১x।—বর্দ্ধিত প্লীহা (ম্যালেরিয়া-জ্বর সারিয়া যাইবার পর প্লীহা বড় থাকিলে ইহা ফলপ্রদ, কিন্তু জ্বর সহ প্লীহা বড় থাকিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না); যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে বেদনা।

ম্যালেরিয়া-অফিসিনেলিস ৩x-১০০০।—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর; কুইনাইন প্রভৃতি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ অধিক মাত্রা প্রয়োগ হেতু জ্বর আটকাইয়া গেলে।

আর্টিকা-ইউরেন্স θ।—ম্যালেরিয়া জনিত ফোড়া, গেঁটেবাত (Gout), প্লীহা বা যকৃৎ দোষ; অনিদ্রা। মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা ১ আউন্স গরম জলে প্রত্যহ দুইবার সেব্য (আর্টিকা-ইউরেন্স এইভাবে সেবন করাইলে জ্বরের আক্রমণ প্রবল ও গাত্রতাপ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। জ্বর আপনা আপনিই সারিয়া আসে; নিতান্ত আবশ্যক হইলে **নেট্রাম-মিউর ৬x** বিচূর্ণ দু'চার মাত্রা দিলে উপকার হয়)।

কষ্টিকাম ৬।—আরোগ্যোন্মুখ কালে প্রস্রাব অধিক পরিমাণে হইলে।

মিউরিয়েটিক-অ্যাসিড্ ৬।—রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়েন ও সেই অবস্থায় দুর্গন্ধময় ভেদ নিঃসরণ।

এপিস-মেল্ ৩, ৬, ৩০।—নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত; পৃষ্ঠ কুক্ষি ও যকৃৎস্থানে বেদনা; তিক্ত আস্বাদ; পীতবর্ণ জিহ্বা; মাথাভার ও বেদনা; কখন শীত কখন বা উত্তাপ বোধ; পিত্তাদি বমন, বা বমনেচ্ছা; কাসিতে অত্যন্ত কষ্ট; সন্ধ্যার প্রাক্কালে দক্ষিণাঙ্গে শীতানুভব; খোলাস্থান অপেক্ষা গৃহের মধ্যে অধিক শীতবোধ; অল্প পিপাসা বা পিপাসা-হীনতা; মাথা গরম; কখন বা অত্যন্ত ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা; শুষ্ক ও খস্‌খসে গা; শোথ; প্রলাপ; আকস্মিক তীব্র চীৎকার (বিশেষতঃ শিশুদিগের); স্পর্শজ্ঞান ও গতিশক্তিহীনতা; স্বল্প প্রস্রাব; জিহ্বা ফোলা।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১, ৩x।—নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন, দ্রুত ও উল্লম্ফনশীল; অতিশয় গাত্রতাপ; প্রবল হৃদ্‌স্পন্দন; বমনোদ্বেগ সহ শীত; প্রবল আক্ষেপ, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়।

লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০।—বৈকালে ৪টার সময় জ্বর আসিয়া রাত্রি ৮টার সময় ছাড়িয়া যায়; অত্যন্ত কম্প ও শীত; সর্ব্বাঙ্গে শীতলতা অনুভব; কোষ্ঠবদ্ধতা; পেটফাঁপা; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা; দাহ।

সিড্রন ১x, ২x, বা ২।—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়; অত্যল্প ঘর্ম্ম বা এককালে ঘর্ম্মের অভাব; শীত ও কম্পযুক্ত জ্বর; প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে জ্বর আরম্ভ হয়; নীচু বা জলাশয়যুক্ত স্থানের জ্বর।

স্বল্পকালীন জ্বরে—ইলাটেরিয়াম্ ৩, চায়না ৬, বেল ৬, গ্র্যাফা ৬, ষ্ট্রাম ৩, সালফার ৩০, অ্যান্টিম্-ক্রুড্ ৬।

অগ্রসর জ্বরে—অ্যান্টিম্-টার্ট ৬, আর্স ৬, কিনি-সালফ্ ৩x চূর্ণ, চায়না ৬, ইগ্নে ৬, নেট্রাম্ ৩০, নাক্স-ভ ৬।

প্রাতঃকালীন জ্বরে—নাক্স-ভ ৬, ব্রায়ো ৬, হিপার ৬, ফেরাম্ ৬, লাইকো ৩০, জেল্‌স্ ১x, নেট্রাম্ ৩০, পডো ৬, সিপিয়া ১২; সালফার ৩০, থুজা ৬।

সবিরাম-জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে—গ্যাম্বোজ ৬, জেল্‌স্ ১x, পডোফিল্লাম্ ৬, ইউপ্যাট্‌-পার্ফ ১x—৩।

জ্বর আরোগ্যের পর :—প্লীহা বৰ্দ্ধিত থাকিলে, সিয়োনোথাস θ বা মার্ক-বিন ৩x—৬x চূর্ণ; যকৃৎ বা লিভারের দোষ থাকিলে, ফস্ ৬—৩০; স্নায়ুশূল বা ন্যাবা থাকিলে, চেলিডোনিয়াম্ ৬; বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগীর ধাতু-বিকৃত হইলে, আর্স ৩০—২০০ বা নেট্রাম-মিয়ুর ৩০—২০০; ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগী রক্তহীন ও নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে (শোথ হইবার পূর্ব্বে), ফেরাম্ ৬ বা ফেরাম্-আর্স ৬; ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগিণীর হরিৎ পীড়া হইলে, পালস্ ৬—২০০।

ম্যালেরিয়াজনিত ধাতু-বিকৃতি—(Malarial Cachexia)—আর্সেনিকাম ৬—২০০ (রোগীর দেহ ঈষৎ ফ্যাঁকাসে বা পীতবর্ণ, জিহ্বা লাল, কুইনাইনের অপব্যবহার ও যক্ষ্মারোগ হইবার উপক্রম); ক্যাল্কেরিয়া-আর্স ৬ চূর্ণ (প্রস্রাবের দোষ, বুক ধড়ফড় করা, শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি); কিনিনাম-আর্স ২—৩ চূর্ণ (অবিরত জ্বর সহ ক্লান্তিবোধ ও অবসন্নতা, স্নায়ুশূল, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, ও হাঁপ); নেট্রাম-মিয়ুর ৩০ (পাংশুটে বর্ণ গা সদাই শীত শীত করা; প্লীহা বৰ্দ্ধিত, কোষ্ঠবদ্ধতা, দিনের বেলা মাথা ব্যথা, কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত উপসর্গ); সালফার ৩০ (রোগ ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকিলে)।

পুরাতন জ্বরে :—আর্সেনিক, নাক্স-ভমিকা, পালসেটিলা, ভিরেট্রাম-আল্ব, ইগ্নেশিয়া, ইপিকাক, নেট্রাম-মিয়ুর, আর্ণিকা, ক্যাপ্সিকাম, অ্যাসিড-ফস্, সালফার, অ্যারেনিয়া, সিড্রন ও ইউপেটোরিয়াম্ এই সমস্ত ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে সেবিত হয়।

কুইনাইন-আউট্‌কান-জ্বরে:—"স্নায়ুজ-ব্যাধি" অধ্যায়ে কুইনাইন দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদি।—(নবজ্বরে) জ্বরের প্রবল অবস্থায় গরমজল ছাড়া রোগীকে কোন পথ্য দেওয়া উচিত নয়; বিরামকালে, সাগু, অ্যারোরুট, বার্লি, খইয়ের মণ্ড, বেদানা, পানিফল, মিছরি প্রভৃতি লঘুপথ্য। (পুরাতন বা পালাজ্বরে) জ্বরের দিন লঘুপথ্য, এবং বিরামের দিন পুরাতন মিহি তণ্ডুলের অন্ন, মৎস্যের ঝোল ও সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ। ম্যালেরিয়াক্রান্ত গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার রাখা, পচা জল যাহাতে কোথাও না দাঁড়াইতে পারে তাহার উপায় করা, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দগ্ধ বা দূরীভূত করা, পুষ্করিণী সমূহের সংস্কার, অন্ধ কূপতড়াগাদি বন্ধ করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা, ইউক্যালিপটাস্‌ তৈলের ঘ্রাণ লওয়া, ও রাত্রিতে মশারি খাটাইয়া তক্তাপোষের উপর নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক *। অন্যান্য জ্বরের **ঔষধাবলি** প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বায়ু পরিবর্তন জন্য যকৃৎ-দোষযুক্ত ম্যালেরিয়া-রোগীর পক্ষে গয়া কাশী প্রভৃতি উত্তম স্থান; যকৃৎ-দোষ

---

* **পারিবারিক চিকিৎসা** সপ্তম সংস্করণ মুদ্রাযন্ত্রারূঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই, ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে আচার্য্য সার্‌ রোণাল্ড রস (Ross) প্রণীত পুস্তক বাহির হইয়াছে। নানা পরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক জাতীয় জীবাণুই প্রকৃত ম্যালেরিয়া-উৎপাদক, ইহারা অপর প্রাণী-দেহের শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহারা অ্যানোফেলিস্‌ (anopheles) ও কিউলেক্স (culex) জাতীয় মশককে আক্রমণ করিয়া থাকে; পরে অ্যানোফেলাইন (anopheline) মশককুল মানবশরীরে ও কিউলাইন্‌ (Culine) মশকবংশ পক্ষীদেহে, দংশন দ্বারা ঐ ম্যালেরিয়া-জীবাণু (বা ম্যালেরিয়া-বীজ) প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন দষ্টজীব ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় ও তাহার সমস্ত রক্ত দূষিত হইয়া যায়। দ্বিবিধ উপায়ে এই ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতে পারে—(১) মশকবংশ সমূলে ধ্বংশ করা, অন্ততঃ কোন উপায়ে বাসগৃহ মশক-শূন্য করিয়া ফেলা; (২) কুইনাইন্‌ ব্যবহার দ্বারা ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট করা, বা উহার আক্রমণে বাধা দেওয়া। রস্‌ সাহেবের প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইস্‌মানিয়া (সুয়েজপ্রদেশের প্রধান নগর) ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান নাকি সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়া-শূন্য হইয়াছে।

না থাকিলে, মধুপুর, দেওঘর, গিরিধি, রাঁচি, দার্জিলিং, শিলং প্রভৃতি স্থান ভাল।

সন্নিপাত-বিকার বা আন্ত্রিক-জ্বর।

REMITTENT FEVER WITH TYPHOID SYMPTOMS.

এই জ্বর প্রধানতঃ অন্ত্রকে আক্রমণ করে বলিয়া, ইহাকে "আন্ত্রিক-জ্বর" বলে। ইহার অপর নাম "বাতশ্লেষ্মা-বিকার"। খাদ্য বা দুগ্ধাদি পানীয় দ্রব্যসহ এক প্রকার জীবাণু (Eberttis Bacillus Typhosus) উদরস্থ হইলে, এই রোগ জন্মে। সচরাচর রোগীর মল মূত্রে এই জীবাণু দৃষ্ট হয় [পরিশিষ্ট (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য]। পচাবিষ্ঠা বা পয়ঃপ্রণালী (ড্রেণ) অথবা গলিত জীবদেহ হইতে উদ্গত এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প বা জীবাণু এই রোগ উৎপত্তির মুখ্য কারণ। এই বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার পর ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপসর্গ দেখা যায় না। পরে

সম্প্রতি (১৯১২ কৃষ্টাব্দে) মান্দ্রাজ ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে বহুসংখ্যক সভ্য স্বীকার পাইয়াছেন যে, লোকের দরিদ্রতা নিবন্ধন ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে, নিরন্ন বঙ্গবাসী কেবল ভাল ভাল কুইনাইন্ সেবন করিলে কি বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়াশূন্য হইবে?

আর, ১৯১৬ কৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া-তত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার বেণ্টলি (Dr. Bentley, the malaria expert) সাহেব বলেন যে বঙ্গদেশের জলক্লিষ্ট ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানগুলিতে খাল (canal) কাটিয়া দিলে, উক্ত খালের দুই তীরের অধিবাসিগণ ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইতে পারিবেন; অধিকন্তু তাঁহাদের কৃষি-কার্য্যেরও খুব সুবিধা হইবে।

বঙ্গদেশের ১৯১৪ কৃষ্টাব্দের সরকারি স্বাস্থ্য-বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯১৩ ও ১৯১৪ কৃষ্টাব্দের ম্যালেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ৯,২৫,৫৪৬ এবং ১০,৬১,০৫১; অর্থাৎ ১৯১৩ অপেক্ষা ১৯১৪ কৃষ্টাব্দে মৃত্যুসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার বেশী। প্রতি বর্ষে এই হারে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে, "সোণার বাংলা"—আজ ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি—কি অচিরাৎ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইবে না?

রোগের বিকাশ পায় ; তখন রোগী শয্যাগত হইয়া পড়েন এবং নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি লক্ষিত হয়—পেটফাঁপা, পেটে চাপ দিলে বেদনা বোধ ; যকৃতের নিম্নভাগে অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে, এক রকম শব্দ অনুভূত হয় ; উদরাময়, বা, কখন কখন অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ; প্লীহার বৃদ্ধি ; চাউলধোয়া জল বা কলাই-সিদ্ধ জলবৎ কিম্বা ডালের যূষের মত ভেদ ; শ্বাস প্রশ্বাসে অ্যামোনিয়ার গন্ধ ; মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা ; মাথাঘোরা ; কাণ ভোঁ ভোঁ করা ; সুনিদ্রার অভাব ; সময়ে সময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অস্থিরতা, প্রলাপ, চমকিয়া উঠা, অথবা নিশ্চেষ্ট ভাবে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে পড়িয়া থাকা। এই রোগের পূর্ণ বিকাশাবস্থা হইতে ভোগ-শেষ পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে পেটে বুকে পিঠে হাতে পায়ে ও মুখে লাল লাল ফুস্কুড়ি বাহির হয় ; মূত্র লালবর্ণ ও পরিমাণে কম হয়। পীড়ার প্রথম ৫।৬ দিন (বৈকাল বেলা) শরীরের তাপ ১০০ হইতে ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু প্রাতঃকালে কমে ; ৭।৮ দিন পরে শরীরের উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়। ২।৩ সপ্তাহ এই ভাবে থাকিয়া গাত্রতাপ কমিতে থাকা শুভ লক্ষণ ; বৃদ্ধি পাওয়া, অশুভ আশঙ্কা। এই জ্বরে অন্ত্র ছিন্ন হইয়া যায়, এবং অন্ত্রাবরণ-ঝিল্লী প্রদাহবিশিষ্ট হইয়া মূত্রবিকার, ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ প্রভৃতিতে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জিহ্বা—প্রথমে সরস, পরে ময়লা ও লালবর্ণ হয়। এই রোগের সাধরণতঃ ভোগকাল ২১ দিন হইতে ৪২ দিন (অর্থাৎ তিন হইতে ছয় সপ্তাহ) পর্য্যন্ত।

চিকিৎসা।—

প্রতিষেধক।—টাইফয়েডিনাম ৩০—২০০।

জ্বরাধিক্যে।—ব্রায়োনিয়া, জেলসিমিয়াম, ব্যাপ্টিসিয়া, আর্সেনিক, রাস-টক্স।

প্রলাপাধিক্যে।—বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস্‌ ষ্ট্রামো-নিয়াম, অ্যাগারিকাস।

রক্তস্রাবে।—হামামেলিস্‌, ইপিকাক, টেরেবিন্থিনাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌।

নাক দিয়া রক্ত পড়িলে।—অ্যাকোনাইট, ইপিকাক, হ্যামামেলিস্।

পাকাশয়ের গোলযোগে।—পাল্‌সেটিলা, ক্যান্থারিস্, হাইড্র্যাষ্টিস্।

উদরাময়ে।—রাস-টক্স, মার্কিউরিয়াস্, কিউপ্রাম-আর্সেনিকাম, ফস্‌ফোরিক্-অ্যাসিড্।

শিরঃপীড়ায়।—বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস্।

ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ বা নিউমোনিয়ায়।—ফস্‌ফোরাস্, লাইকোপোডিয়াম, হায়োসায়েমাস, রাস-টক্স, সালফার, অ্যান্টিম্-টার্ট।

স্নায়বিক উপসর্গে।—অ্যাগারিকাস্, ইগ্নেশিয়া, বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস্।

অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ (Peritonitis)।—আর্সেনিক, বেলেডোনা, রাস-টক্স, টেরেবিন্থিনাম্।

পিত্তাধিক্যে।—মার্কিউরিয়াস, হাইড্র্যাষ্টিস্।

পেটফাঁপা।—রাস-টক্স, টেরেবিন্থিনাম, আর্সেনিক্, ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড্।

কৃমির-উপসর্গে।—সাইনা, স্পাইজিলিয়া, টিউক্রিয়াম্।

মোহ বা আচ্ছন্নভাব জন্য।—বেলেডোনা, ওপিয়াম, নাক্স-মস্কেটা, অ্যাসিড-ফস্, হেলেবোরাস, রাস-টক্স, এপিস্, ষ্ট্রামোনিয়াম, হায়োসায়েমাস, জিঙ্কাম।

অন্তিম (বা পতন) অবস্থায়।—আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজ, মিয়ুর-অ্যাসিড্, সিকেলি, ভিরেট্রাম, ক্যাম্ফার।

যকৃৎ বা লিভার দোষ থাকিলে।—চেলিড, মার্ক-আয়ড্-ফ্লেভ (২ চূর্ণ), লেপ্‌ট্যাণ্ড্রা, মেলিলোটাস।

আরোগ্যোন্মুখ কালের উপসর্গে।—পালস্, জেলস্, রাস্, বেল, ককিউলাস্, নাক্স-ভমিকা, চায়না, সালফার,

সোরিনাম, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, ফস্‌ফোরাস্‌, ইগ্নেশিয়া, অ্যানাকার্ডিয়াম, ভিরেট্রাম-আল্ব।

উল্লিখিত ঔষধ ৩ হইতে ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

রোগের উপশম হইবার পরও দুর্ব্বলতা অধিক দিন থাকিলে, অ্যাসিড-ফস ৬, চায়না ৬, অ্যামোন-কার্ব্ব ৬, বা নাক্স-ভমিকা ৬।

কয়েকটী প্রধান ঔষধের লক্ষণ :—

ব্রায়োনিয়া-অ্যাল্‌বা ৩, ৬, ৩০।—মুখে তিক্তাস্বাদ; জিহ্বা খস্‌খসে ও ময়লাযুক্ত, অসহ্য শিরোবেদনা; কাসি ও বক্ষোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণে। [বিকার মৃদু গতিতে প্রকাশ পাইলে ব্রায়োনিয়া; যদি উগ্রভাবে রোগের বিকাশ হয়, তাহা হইলে রাস-টক্স প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু উদরাময় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ব্রায়োনিয়া ব্যবহার যুক্তসিদ্ধ নহে]। রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রায়োনিয়াই প্রধান ঔষধ। অন্য কোনও উপসর্গ না থাকিলে রোগের শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহারে ইহা সুফল দেয়।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x—৩০।—মোটা, নরম অথচ দ্রুত নাড়ী; প্রলাপ; ঔদাসিন্য; ঝিমান; কথা কহিতে কহিতে তন্দ্রা; শিরোবেদনা; গাত্রবেদনা; ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক; ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকা; অস্থিরতা বা অচৈতন্য; শরীর বা মনের অবসন্নতা; শয্যাকণ্টক; গলমধ্যে ক্ষত; শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; বমন বা বমনোদ্যম প্রভৃতি লক্ষণে) (**রোগের প্রথম অবস্থায়**)। স্লেটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মল (রোগাক্রমণের দ্বিতীয় সপ্তাহে কখন কখন এই প্রকার মল দৃষ্ট হয়)। রোগী মনে করেন, যেন তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; বহু চেষ্টাতেও সেগুলি যথাস্থানে সংলগ্ন করিতে পারিতেছেন না।

জেলসিমিয়াম ১x-৬।—চক্ষুর পাতা ভার; চক্ষু বুজিয়া থাকা; শিরঃপীড়া; দুর্ব্বলতা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ—হস্ত পদ জিহ্বা প্রভৃতির—কম্পন (শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

আর্ণিকা-মণ্টেনা ৩, ২০০।—শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; ঔদাসীন্য; গাত্রে লাল কাল বা পীতবর্ণ ফুস্কুড়ি; কালশিরা পড়া;

মনোভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ; প্রলাপ; অচেতন অবস্থা বা মোহ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শয্যা কঠিন বোধ ও বারম্বার এপাশ ওপাশ করা; অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—রোগী মনে করেন যেন কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে; চোয়াল পড়িয়া যাওয়া; নাক দিয়া রক্ত পড়া (আর্ণিকার লক্ষণের অনেকটা ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ সহ ঐক্য আছে)।

রাস-টক্স ৬, ৩০।—পেটফাঁপা, পেটে চাপ দিলে বেদনা বোধ; অবসন্নতা; মধ্যে মধ্যে জলবৎ আমময় অতিসার, অসাড়ে মলত্যাগ; মলে অত্যন্ত পচাগন্ধ; চিবুকদেশ কম্পন; স্মৃতিলোপ; দিবসে তন্দ্রা-ভাব; শীত ও উত্তাপসহ জ্বর; এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম; বিড় বিড় করিয়া বক্য; নাক দিয়া রক্ত পড়া; জিহ্বা শ্বেতলেপাচ্ছাদিত, কেবল জিহ্বাগ্রভাগ লালবর্ণ (ত্রিভুজ চিহ্নাঙ্কিত); অস্থিরতা; হাত পা ও ধড় নাড়ে (আর্সেনিকে ধড় নাড়িতে অক্ষম); পার্শ্বপরিবর্ত্তনে উপশম বোধ।

আর্সেনিক ৬, ১২, ৩০।—দ্রুত কঠিন নাড়ী; অত্যন্ত অবসন্নতা, অথচ রোগী স্থির থাকিতে পারেন না, ছটফট করিতে থাকেন; হাত পা নড়ে কিন্তু ধড় (কাণ্ড) নড়ে না; গাত্রত্বক্ খসখসে; জ্বালাকর দাহ; শীতল ঘর্ম্ম; অত্যন্ত পিপাসা, পুনঃপুনঃ অল্প মাত্রায় জল পানের প্রবল ইচ্ছা; প্রদাহযুক্ত লালবর্ণ জিহ্বা; গাত্রে ফুস্কুড়ি ও সেই সঙ্গে অতিসার; গাত্র-তাপ খুব বেশী; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পীড়ার বৃদ্ধি; রোগী বিছানা খুঁটিতে থাকে; জিহ্বা পরিষ্কার, জ্বরের আক্রমণে সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণে। (রোগের তরুণ অবস্থায় কদাচিৎ আর্সেনিক প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়)।

অ্যাসিড-মিউর ৬।—স্নায়বিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যবশতঃ রোগী অবসন্ন-প্রায়; গলমধ্যে ক্ষত; হস্তপদ শীতল; জিহ্বা শুষ্ক; দন্তমল (sordes); ঠাণ্ডা সহ্য হয় না; নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত; ওষ্ঠে শুভ্রবর্ণের বিন্দু বিন্দু ফুস্কুড়ি; নিম্ন-চোয়াল ঝুলে পড়া; মুখে ক্ষত; উদরাময়—তরল দুর্গন্ধময় মল, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। রোগী বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়েন; গুহ্যাবরক পেশীর পক্ষাঘাত, ও গাত্রে ফুস্কুড়ি।

অ্যাসিড-ফস্ ৬, ৩০।—(বাহ্যিক বা শারীরিক কোনও রোগ-লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে ঔদাসীন্য প্রভৃতি মানসিক উপসর্গে) কম্প ও শীত; পিপাসার অভাব; হস্ত পদের অঙ্গুলি বরফের ন্যায় শীতল; উষ্ণ অবস্থায় অতিশয় উত্তাপ, কিন্তু পিপাসা থাকে না; অন্তরে তাপ, বাহিরে শীত; রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম; অন্য ঔষধে বিকার উপশম হইলে, বল পাইবার জন্য অ্যাসিড্-ফস দেয়।

কার্ব্বো-ভেজ ৩ বিচূর্ণ, বা ৩০।—হস্তপদ শীতল, শীতল ঘর্ম্ম; উদ্গার; সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা (বিশেষতঃ হাঁটু হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা); নাড়ী লুপ্ত; পচা দুর্গন্ধ ভেদ; মুখমণ্ডল অতিশয় বিবর্ণ (যেন মড়ার মুখের মত); যখন রোগীর জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে, দৃষ্টিশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে, কর্ণ বধির হয়—প্রভৃতি লক্ষণে।

টেরেবিন্থিনা ৬।—অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; মূত্রাবরোধ; আমাশয়ে জ্বালা; আম ও তরল ভেদ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। রোগ উপশমকালে যদি অন্ত্রে ক্ষত থাকে এবং তজ্জন্য যদি পুনঃ পুনঃ উদরাময় হয়, তাহা হইলে টেরেবিন্থিনা প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। **পেট-ফাঁপায়ও** ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; দুই তিন মাত্রা প্রয়োগের পর যদি পেটফাঁপা না কমে তাহা হইলে রোগীর পেটের উপর একটি পাতলা ন্যাকড়া বিছাইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ টার্পিন্ তৈল ছিটাইয়া দিলে পেটফাঁপা কমিতে পারে।

এপিস-মেল ৩—৩০।—গাত্র-চর্ম্ম শুষ্ক ও তপ্ত; জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের স্ফীতি ও কম্পন; জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় রোগী হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠেন।

জিঙ্কাম্-মেট ৬—৩০।—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আশঙ্কায়।

পাইরোজিনিয়াম ৬।—ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ বর্ত্তমান, অথচ ব্যাপ্টেসিয়ায় ফল না হইলে। অন্যান্য সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও ফল না পাইলে, পাইরোজিনিয়াম প্রযোজ্য।

এপিকেমেসিয়া ৬।—সর্ব্বাঙ্গে শীতল স্বেদ, রোগের পরিণাম অবস্থায় তন্তু-ধ্বংসকর ক্ষত; কৃষ্ণবর্ণ রক্তক্ষরণ, দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস, অবসন্নতা।

হায়োসায়েমাস ৩, ৬।—নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন; মুখমণ্ডল উত্তপ্ত; অঙ্গস্পন্দন; মৃদু প্রলাপ; বিছানার কাপড় প্রভৃতি আকর্ষণ ও হঠাৎ বিছানা হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা; অনিচ্ছায় মলমূত্র-ত্যাগ (বেলেডোনার লক্ষণাপেক্ষা মৃদুতর লক্ষণে)।

বেলেডোনা ৬, ৩০।—শিরঃপীড়া; মুখমণ্ডল লাল; গলদেশের শিরা সমূহের স্পন্দন; চক্ষুতারা বিস্তৃত; প্রলাপ; লাফাইয়া উঠা; কামড়াইতে যাওয়া।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩।—মস্তিষ্কের প্রলাপাদি বিকার-লক্ষণগুলি বেলেডোনার উপসর্গচয় অপেক্ষা প্রচণ্ডতর হইলে।

সাইনা ২x—২০০।—সাইনা (পৃষ্ঠা ৮২ দ্রষ্টব্য)।

এরাম-ট্রিফ্ ৩—৩০।—অবিরত নাসিকা চুলকান, নাক খুঁটিতে খুঁটিতে নাক দিয়া রক্ত পড়া; জিহ্বা ও মুখের ভিতর লালবর্ণ; মুখের কোণ ফাটা ও ক্ষতযুক্ত; স্বরভঙ্গ।

নাক্স-মস্কেটা—২x, ২০০।—অচেতন নিদ্রা; পেট গড়্ গড়্ করা; পচা মল নিঃসরণ; মুখ জিহ্বা ও গলা শুকাইয়া উঠা, অথচ পিপাসা না থাকা; মোহ।

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম ৬, ১২, ৩০।—ভেদবমন সহ পীড়া আরম্ভ; অসাড়ে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় অতিসার; বমন ও বমনোদ্যম, উদরে অত্যন্ত বেদনা; কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, শীঘ্র শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়া।

মার্কিউরিয়াস-সল্ ৬, বা বিচূর্ণ ৩।—অন্ত্রের গ্রন্থিতে ক্ষত হইয়া রক্তস্রাব ও সেই সঙ্গে জ্বরের বৃদ্ধি; চক্চকে জিহ্বা; মুখে তিক্ত বা পচা স্বাদ; গলার মধ্যে বা দন্তমাড়িতে ক্ষত।

মার্কিউরিয়াস-সায়েনেটাস ৬।—উপঝিল্লী-প্রদাহ (ডিপথিরিয়া) সহ সান্নিপাতিক-বিকার।

লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০, ২০০।—পেটফাঁপা; কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ভুটভাট করা; রোগী অত্যন্ত শীর্ণ (যেন বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন); সংজ্ঞাহীনতা।

হ্যামামেলিস ১x।—গাঢ় রক্তস্রাব।

কষ্টিকাম ৬।—আরোগ্যোন্মুখ কালে প্রস্রাব বেশী হইলে।

কার্ব্বো-ভেজ, ওপিয়াম, সাইনা, সাল-ফার, এপিস্ প্রভৃতি লক্ষণের জন্য—"স্ববিরাম-জ্বরে" ঐ ঐ ঔষধ দ্রষ্টব্য।

টাইফয়েডিনাম ৩০—২০০।—রোগারম্ভ হইতে রোগের শেষ পর্য্যন্ত কেবল এই ঔষধটির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। রোগের সূত্র সন্দেহ হইলেই, ইহা দু এক মাত্রা দেওয়া ভাল। যথায় এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব, তথায় কাহারও জ্বর হইলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য।

পথ্য।—রোগের সময়ে শীতল জল, গঁদের জল, যবের মণ্ড, সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট। উদরাময় ঘটিলে, ছানার জল (whey) সুপথ্য। অনেক সময় রোগ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মাত্র ছানার জল দেয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, প্ল্যাজমন অ্যারোরুট (plasmon arrowroot) কিম্বা মাগুর বা সিঙ্গি মাছের ঝোল অথবা দুগ্ধ (অল্প পরিমাণে)। রোগীকে যেন একাকী না রাখা হয়। রোগীর ঘরে যেন বাতাস খেলে ও তাহাতে যেন মাঝে মাঝে ধুনা বা কাল কাফি পোড়ান হয়; রোগীর খাদ্য ও ঔষধ যেন অন্য গৃহে থাকে। রোগীকে সবল করিবার জন্য সুরা মাংস বা অন্য কোন উত্তেজক খাদ্যাদি দিবার প্রয়োজন নাই; দিলে অমঙ্গলের আশঙ্কা। রোগীর গৃহে যেন জনতা না হয়।

অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলী ও "মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ (Meningitis)" দ্রষ্টব্য।

মোহ-জ্বর।

(TYPHUS.)

ইহা বহুব্যাপক ও সংক্রামক। হঠাৎ গা শীত শীত করিয়া প্রবল জ্বর (১০৩° হইতে ১০৫° ডিগ্রি) ও শিরঃপীড়া সহ ইহা আরম্ভ হয়। অবিলম্বে রোগী অচেতন হইয়া পড়েন ও দেখিতে দেখিতে শরীর কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ হয়। ৫।৬ দিনের মধ্যে গায়ে ছোট ছোট বেগুনি রংয়ের ফুস্কুড়ি বাহির হয়। এই জ্বরের ভোগকাল দুই সপ্তাহ। তড়কা বায়ুনলী-প্রদাহ বা ফুস্ফুস্-প্রদাহ হইলে, পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—

রাস-টক্স ৩—৩০।—সহজ-সাধ্য মোহ-জ্বরে, বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকিলে।

আর্ণিকা ৬—২০০।—গভীর আচ্ছন্নভাব, বেগুনি রংয়ের ফুস্কুড়ি।

ল্যাকেসিস্ ৬—৩০।—রক্তদুষ্টি লক্ষণে।

অ্যাগারিকাস্ ৩।—অত্যন্ত অস্থিরতা, পেশী সঙ্কোচন ও কম্পন।

সান্নিপাতিক বিকার-জ্বর, বায়ুনলীর প্রদাহ এবং **ফুস্ফুস্-প্রদাহের** ঔষধাবলী ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

পৌনঃপুনিক-জ্বর।

(RELAPSING FEVER.)

মোহ-জ্বরের ন্যায় ইহাও হঠাৎ গা শীত শীত করিয়া প্রবল জ্বর সহ আরম্ভ হয়। প্রথমে জ্বর ৬।৭ দিন থাকে, তারপর এক সপ্তাহ জ্বর থাকে না, পুনরায় জ্বর আসিয়া এক সপ্তাহ কাল থাকে, আবার এক সপ্তাহ জ্বর থাকে না। এই প্রকারে ৪।৫ বার জ্বরের পুনঃপুনঃ আক্রমণ ও

বিরাম হয় বলিয়া ইহার নাম পৌনঃপুনিক-জ্বর। গা হাত পা মস্তকে তীব্র বেদনা, তৃষ্ণা, বমন, হ্যাবা প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—

ব্রায়োনিয়া ৩x—৬।—শিরঃপীড়া ও গা হাত বেদনা।

ইপিকাক ৩x।—বমন বা বমনেচ্ছা।

আর্সেনিক ৩x—৩।—দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী, গভীর অবসন্নতা, অস্থিরতা।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x।—পাকাশয়ের গোলযোগ।

মোহ-জ্বর ও সান্নিপাতিক-বিকার জ্বরের ঔষধাবলী ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

ডেঙ্গু বা হাড়ভাঙ্গা জ্বর।

(DENGUE.)

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই পীড়া কলিকাতা ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে বহুব্যাপকরূপে দেখা দেয়।

সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ সন্ধিসমূহে) তীব্র বেদনা ও অল্প শীতসহ এই "হাড়ভাঙ্গা" জ্বর সহসা আরম্ভ হয়; দেখিতে দেখিতে শিরোবেদনা, কখনও কখনও বমন, কম্প, পরে অত্যধিক গাত্রতাপ (১০২° হইতে ১০৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত), শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠা, ও কাহারও কাহারও হামের মত ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিন চারি দিন হইতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহার স্থিতিকাল; কখনও কখনও রোগ সারিয়া আসিতেছে এমন সময় উক্ত লক্ষণ সকল অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে পুনঃ প্রকাশিত হয়। রোগ সারিয়া গেলেও রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করেন। এই ব্যাধির কারণ-তত্ত্ব অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই; কেহ কেহ

বলেন স্পর্শন দ্বারা এই রোগের বিস্তার হয়। সকল দেশে, সকল ঋতুতে, এবং সর্ব্ব অবস্থাপন্ন লোকেরই এই রোগ হইতে পারে।

সামান্য আক্রমণে প্রায়ই ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না, উপবাস দিলেই রোগ আপনি সারিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

কার্ব্বো-ভেজ ৩০।—মস্তক উত্তপ্ত কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া পড়িলে।

অ্যাকোনাইট ১x। রোগের প্রথম অবস্থায়, প্রবল জ্বর লক্ষণে।

বেলেডোনা ৩। লালবর্ণ ফুস্কুড়ি বা শিরঃপীড়া।

ইুপেটোরিয়াম-পার্ফ ১x। অস্থি-বেদনা প্রবল থাকিলে।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ক্রোটেলাস্ ৩। রক্তস্রাব লক্ষণে।

রাস্-টক্স ৩। ফুস্কুড়িসহ সর্দ্দি প্রবল থাকিলে। হাত পা কামড়ান বা বাত থাকিলেও।

জেলসিমিয়াম ১x। জ্বরের মৃদু আক্রমণে।

আর্সেনিক ৬। অতিসার উপসর্গে।

অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলীও দ্রষ্টব্য।

পীতজ্বর।

(YELLOW FEVER.)

সম্প্রতি এই করাল রোগ কলিকাতায় ধীরে ধীরে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারালের অভিপ্রায়ানুসারে মেজর ক্রিষ্টোফার্স কলিকাতা নগরীর বহু স্থানের মশক পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "বন্দর-মশক" নামে এক জাতীয় মশক পীতজ্বর বাহক; পোতাশ্রয়ের জাহাজে ও নৌকায় ইহারা বহু সংখ্যক জন্মে বলিয়া ইহাদিগকে "বন্দর-মশক" বলে। আমেরিকার

পানামা খাল যখন কাটা হয়, তখন হইতেই নাকি জাহাজ সহযোগে তথা হইতে কলিকাতায় এই শ্রেণীর মশকের আমদানি হইয়াছে।

পীতজ্বর এক প্রকার তরুণ সংক্রামক ব্যাধি; উষ্ণপ্রধান দেশ (বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম আফ্রিকা, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী জনপদ সমূহ) প্রধানতঃ এই জ্বরের নিকেতন। ষ্টেগোমিয়া (stegomya) নামক এক জাতীয় মশক নাকি এই রোগ-বীজ বা বিষ বহন করিয়া আনে। এই দুরন্ত রোগে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা ১৫—৮৫ জন লোক প্রাণত্যাগ করে; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অপেক্ষাকৃত বহুল পরিমাণে সুফল পাওয়া যায়। এই রোগের চারিটি অবস্থা পর পর সাধারণতঃ লক্ষিত হয় :—(১) অঙ্কুরাবস্থা (period of incubation), (২) জ্বরাবস্থা (febrile stage), (৩) বিজ্বরাবস্থা (stage of remission); (৪) পতনাবস্থা (stage of collapse)। স্থিতিকাল (জ্বরারম্ভ হইতে পতনাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত) সাত আট দিন মাত্র।

(১) **অঙ্কুরাবস্থা**।—সুস্থ দেহে রোগ-বীজ প্রবেশকাল অবধি ১—৫ দিন পর্য্যন্ত এই অঙ্কুরাবস্থার স্থিতিকাল; অবসন্নতা, ক্ষুধা-মান্দ্য ও বমনেচ্ছা ইহার প্রধান লক্ষণ। **ইপিকাক** ৩ (বমনেচ্ছা প্রাবল্যে), বা **আর্স** ৬ (ঘোর অবসন্নতা আতিশয্যে), এই অবস্থার প্রধান ঔষধ।

(২) **জ্বরাবস্থা**।—শীত বোধ, কম্প, প্রবল জ্বর (গাত্রের উষ্ণতা ১০১°—১০৬°), দ্রুত নাড়ী, মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতা, গাত্রে দুর্গন্ধ, প্রবল শিরঃপীড়া, শরীরের স্থানে স্থানে বেদনা, স্বল্প মূত্র, ও কোষ্ঠবদ্ধতা **জ্বরাবস্থার** প্রধান লক্ষণ। স্পিরিট **ক্যাম্ফার** (প্রবল শীত কম্প লক্ষণে), **অ্যাকোনাইট** ৩x (প্রবল জ্বর), **বেল** ৩ (জ্বরসহ প্রবল শিরঃপীড়া), **সিমিসিফিউগা** ৬ (গাত্রে দারুণ বেদনা), **ব্রায়োনিয়া** ৩ বা জেল্‌স্ ৩x (জ্বর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কিছুমাত্র না কমিলে), অথবা **ইপিকাক** ৩ (প্রবল বমন ও

বমনেচ্ছা) এই অবস্থার প্রধান ঔষধ। ২৪ ঘণ্টা হইতে ৬০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ করিবার পর বিজ্বরাবস্থা আরম্ভ হইতে পারে।

(৩) **বিজ্বরাবস্থা**। বেদনাদির নিবৃত্তিসহ **জ্বরত্যাগ** হওয়া, এই অবস্থার লক্ষণ। ভালরূপ শুশ্রূষাদি হইলে রোগী ত্বরায় আরোগ্যলাভ করেন, এবং তাঁহার "পতনাবস্থা" উপস্থিত হয় না। কিন্তু নিদ্রাহীনতা, অজীর্ণতা, রাক্ষুসে-ক্ষুধা, গাত্র হরিদ্রাভ হওয়া প্রভৃতি জীবনীশক্তির অবসন্নতা জনিত উপসর্গগুলি এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকা অতীব ভীতিপ্রদ; **কফিয়া ৬** (নিদ্রাহীনতা লক্ষণে), মার্ক (গা হলদে হওয়া), **আর্সেনিক ৩** বা **৩০** (গভীর অবসন্নতায়) ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুই এক দিন মধ্যে হয় রোগী ক্রমশঃ বল লাভ করিয়া আরোগ্যোন্মুখ হন, নয় তাঁহার জ্বরাদি উপসর্গ পুনরায় উপস্থিত হইয়া "পতনাবস্থা" আনয়ন করে।

(৪) **পতনাবস্থা**। **গাত্রত্বক হরিদ্রাবর্ণ**, প্রবল বমন বা বমনেচ্ছা, গলা ও পেটে জ্বালা-বোধ, **কৃষ্ণবর্ণ বমন**, কালচে রক্তসহ শ্লেষ্মা ভেদবমন, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব, শরীরের নানা স্থান বা যন্ত্র হইতে **রক্তস্রাব**, হিমাঙ্গ, মূত্ররোধ, **গভীর অবসন্নতা**, প্রলাপ, হিক্কা, আক্ষেপ, মোহ বা চৈতন্যলোপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবসন্নকালের উপসর্গচয় পতনাবস্থা-জ্ঞাপক। **ক্রোটেলাস ৩—৬** এই অবস্থার **সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ**; **ক্যাড্‌মিয়াম-সালফ্ ৩—৩০** কৃষ্ণবর্ণ বমন লক্ষণে বিশেষরূপে উপযোগী। এই অবস্থার স্থিতিকাল তিন চারি দিনের বেশী নয়।

কয়েকটি প্রধান ঔষধের লক্ষণ।—রুবিনির **ক্যাম্ফার** (মাত্রা এক এক ফোঁটা প্রতি দশ পনর মিনিট অন্তর) জ্বরাবস্থার প্রারম্ভে, প্রবল ও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী শীত কম্প লক্ষণে।

অ্যাকোনাইট ৩x—৬।—জ্বরাবস্থায় শীত আসিবার পর শরীরের উষ্ণতা ১০২° বা তদূর্দ্ধ হওয়া, গাত্রত্বক শুষ্ক ও উত্তপ্ত, নাড়ী পূর্ণ

কঠিন ও দ্রুত, প্রবল তৃষ্ণা, মুখ লালবর্ণ, শিরঃপীড়া, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমনাদি লক্ষণে।

বেলেডোনা ৩—৩০।—মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য লক্ষণে (যথা চক্ষু লালবর্ণ, কপালের শিরা দপ্ দপ্ করা, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী, প্রলাপ, মারিতে কামড়াইতে ইচ্ছা)।

ব্রায়োনিয়া ৩।—পাকাশয়িক গোলযোগ লক্ষণে (যথা জিহ্বা শাদা বা হল্‌দে, ওষ্ঠ শুষ্ক, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমন বা বমনেচ্ছা)।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৩ বিচূর্ণ—৬।—কষ্টপ্রদ বমনেচ্ছা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে।

আর্সেনিক-অ্যাল্‌ব ৩—৬।—(পতনাবস্থায় বিশেষতঃ বিকারাদি লক্ষণে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।—মুখ হরিদ্রাভ বা নীলবর্ণ, নাসিকাগ্র সূক্ষ্ম ও শীতল, জিহ্বা শুষ্ক কটা বা কালবর্ণ, শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত **অবসন্ন** হইয়া পড়া, পানাহারের পরই বমন, পুনঃপুনঃ প্রচণ্ড বমন, মৃত্যুভয়, পেট বেদনা, অল্প পরিমাণ জ্বালাকর বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, হিমাঙ্গ, শীতল চটচটে ঘর্ম্ম, মূত্রাশয় বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ক্রোটেলাস ৩।—পতনাবস্থায় **রক্তদুষ্টি** লক্ষণে (যথা বলক্ষয়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা অন্ত্র পাকাশয় লোমকূপাদি দেহের তাবৎ রন্ধ্র হইতে রক্ত-স্রাব, রক্ত-ঘর্ম্ম, গাত্রত্বক ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হওয়া)।

ল্যাকেসিস্ ৬।—**রক্তদুষ্টি** লক্ষণে (যথা কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, ঘোর অবসন্নতা, জিহ্বা শুষ্ক ও কম্পমান, প্রলাপ, কাল্‌চে রং প্রস্রাব, পেটে কাপড় রাখিতে না পারা)।

ক্যাডমিয়াম-সালফ্ ৩—৩০।—পাকাশয়ে জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, শ্বাসরোধক উকি উঠা, প্রবল বমন ও বমনেচ্ছা, কৃষ্ণবর্ণ বমন।

আজ-নাই ৩, ক্যান্থারিস ৩x (মূত্ররোধ বা মূত্রকৃচ্ছ্রতায়), কফিয়া ৬ (নিদ্রাহীনতায়)। সিকেলি ৩x (গর্ভপাত আশঙ্কায়), ফসফোরাস ৩

(ক্রোটেলাস ও ল্যাকেসিস প্রয়োগে যদি স্রাবা ও রক্তস্রাব নিবারিত না হয়), ভিরেট্রাম-অ্যাল ৬, মার্ক-সল ৩, জেলস্ ৩x, রাস-টক্স ৩ (সান্নিপাতিক লক্ষণে) কার্বো-ভেজ ৩০ (পতনাবস্থায়) প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তন্তুজান্নু মতে চিকিৎসা।—**ফেরাম-ফস্** ১২x বিচূর্ণ (জ্বরাবস্থায়); **নেট্রাম-সালফ্** ৩ বিচূর্ণ (সবিরাম পৈত্তিক-জ্বরে পিত্তাধিক্য অথবা সবুজাভ হল্‌দে-কটা কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ বমন লক্ষণে); এবং **কেলি-ফস্** ৬x (পতনাবস্থায় নিস্তেজ ভাব, অথবা সবুজ বা নীলাভ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ বমন ও স্রাবাদি উপসর্গে) ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—বাতাস খেলে এন ঘরে রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হয়; রোগীর মলমূত্র বমনাদি গৃহ হইতে সরাইয়া বাসস্থান হইতে দূরে প্রোথিত বা দগ্ধ করা ভাল; এবং রোগীর পরিধেয় ও শয্যা-বস্ত্রাদি বিশোধিত করিতে হইবে। কম্পাবস্থায় উত্তপ্ত সরিষার ফুটবাথ, এবং প্রচণ্ড জ্বর-ভোগকালে উষ্ণ জলে গা মুছিয়া ফেলা, ভাল। উৎকট কোষ্ঠবদ্ধতায় সাবানের জলে পিচকারী দিলে, উপকার হইতে পারে। জ্বরাবস্থায় জল বা কমলা লেবুর রস সুপথ্য; বিজ্বরাবস্থায় জলবার্লি, ছানার জল, জলসহ অল্প পরিমাণ টাট্‌কা দুধ, ঝোল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; এবং পতন অবস্থায় রোগী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে হুইস্কি, শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক সুরাপথ্য আবশ্যক হইতে পারে।

হাম-জ্বর।

(MEASLES).

ইহা স্পর্শাক্রামক। শিশুদিগেরই এই রোগ হইয়া থাকে; কদাচিৎ যুবকদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু আক্রমণ করিলে বড়ই উৎকট হইয়া উঠে; শীতকালে অথবা বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ১০।১২ দিন পরে সর্দ্দি, কাসি, ও হাঁচি হয়;

নাক দিয়া জল পড়ে; চক্ষু রক্তবর্ণ ও সজল; কপালে বেদনা; স্বরভঙ্গযুক্ত কাসি; শিরঃপীড়া; পৃষ্ঠদেশে ও হস্তপদাদিতে বেদনাসহ জ্বর আরম্ভ হয়; পরে ৩।৪ বাদে হাম বাহির হয়। ৩।৪ দিন হাম থাকিবার পরে আপনি মিলাইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে জ্বর বিচ্ছেদ হয়। হঠাৎ এই জ্বর প্রকাশ পাইলে, গাত্রতাপ ১০৩° হইতে ১০৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া রোগ কঠিন আকার ধারণ করে; সেই সময় রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে ও তন্দ্রাভিভূত হয়। অরুচি, বমন ও বমনোদ্যম; কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময়; শ্বাসনালী প্রদাহ, ফুস্ফুস্ প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন রোগীর অতিসার বা রক্তাতিসার হইয়া জীবনসংশয় হয়। হাম বসিয়া যাওয়া, কিম্বা অতিশয় রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হওয়া, অশুভ লক্ষণ।

প্রতিষেধক।—মর্বিলিনাম ৩০—২০০ প্রত্যহ একবার সেবন (যখন হাম ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়)।

চিকিৎসা।—সামান্য হামজ্বরে ঔষধের আবশ্যক করে না।

মর্বিলিনাম ৩০, ২০০।—পীড়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, অন্য ঔষধ আবশ্যক করে না। স্থল বিশেষে—

অ্যাকোনাইট ১, ৩।—প্রবল জ্বর; পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত নাড়ী; বারম্বার হাঁচি; সজল চক্ষু; কপালে বেদনা; শুষ্ক-কাসি; গলা খুস খুস্ করা; কোষ্ঠকাঠিন্য; বক্ষঃস্থলে বেদনা; অস্থিরতা; অতিশয় তৃষ্ণা।

পালসেটিলা ৩, ৬।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে কাসির বৃদ্ধি, ও গলা ঘড় ঘড় করা; নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা বা রক্তস্রাব; উদরাময়; পাকাশয়ের বৈলক্ষণ্য; পিপাসা না থাকা, বা সামান্য পিপাসা।

জেলসিমিয়াম্ ১x-৩।—হাম বসিয়া গিয়া প্রবল জ্বর প্রভৃতি উপসর্গে।

ব্রায়োনিয়া ৩x—৩০।—শুষ্ক এবং কষ্টকর কাসি; হাম বসিয়া যাওয়া।

আর্সেনিক ৩x—৬।—হাম কৃষ্ণবর্ণ আকারে প্রকাশ পাইলে।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি θ—২x।—হাম বাহির হইতে দেরি হইয়া তড়কা উপস্থিত হইলে; ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চয়;

ক্যাম্ফার θ।—সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও নীলবর্ণ; অত্যন্ত অবসন্নতা বা পতনাবস্থা (এক ফোঁটা করিয়া বার বার সেবন)।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬, ফস্‌ফোরাস্‌ ৬।—বায়ুনলী বা ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে।

বেলেডোনা ৩, ৬।—নাড়ী পূর্ণ, কঠিন; চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ; কাসিবার সময় স্বরনালীতে বেদনা; স্বরভঙ্গ; মস্তক উত্তপ্ত; তন্দ্রাভিভূত কিন্তু নিদ্রা হয় না; হঠাৎ চমকিয়া উঠা।

নাক চোক দিয়া জল পড়িলে, ইউফ্রেসিয়া ৩; বমন বা বমনোদ্বেগসহ সবুজবর্ণের আমময় উদরাময় এবং শুষ্ককাসি থাকিলে, ইপিকাক ৩; রোগ উপশমের পর শুষ্ককাসি বর্ত্তমান থাকিলে, ফস্‌ফোরাস্‌ ৬; হাম সম্পূর্ণরূপে না উঠিলে অথবা বসিয়া গেলে ব্রায়োনিয়া ৩, জেল্‌স্‌ ১x, বা জিঙ্কাম ৬; রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা লক্ষণে, আর্স-আয়োড ৩x; হাম বসিয়া যাওয়া ও তড়কায়, কিউপ্রাম ৬; নাক মুখ হইতে জলবৎ পাতলা রক্ত নিঃসরণে, ক্রোটেলাস্‌ ৬। হেলেবোরাস ৩, সালফার্‌ ৩০, ভিরেট্রাম্‌ ৬, ও রাস-টক্স ৩, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। "মস্তিষ্ক অবরক ঝিল্লী-প্রদাহ (Meningitis)" দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়।—ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র দ্বারা গাত্রজল মুছান। রোগীর গাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস লাগান অনুচিত। "জাড়ি," * বা পালসেটিলা ৬ ব্যবহারে সর্দ্দি ও উদরাময়ের উপশম হয়। জ্বরকালীন শীতল জল, বার্লি, মিছরি, অ্যারোরুট সুপথ্য।

---

* জোয়ান, বাবুই কুড় ও মেথি একত্রে মিশাইয়া, জাড়ি প্রস্তুত হয়; উক্ত চারিটি দ্রব্য সহ কেহ কেহ মান কচুর শুষ্ক ডগা ভিজাইয়া রাখেন।

বসন্ত বা মসূরিকা

(SMALL POX.)

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক রোগ। বসন্ত-বীজ (বিষ বা কীটাণু) শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, বসন্ত হয়। বসন্তের জীবাণু এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ সাহায্যেও উহা আজও ধরা পড়ে নাই। বায়ু ও মক্ষিকার সহায়তায় ইহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয় ["পরিশিষ্ট (গ) অধ্যায়ে (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য]। একবার বসন্ত হইয়া গেলে, প্রায়ই পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকার—সংযুক্ত বসন্ত, ও অসংযুক্ত বসন্ত।

সংযুক্ত বসন্ত।—দুই তিন বা ততোধিক গুটি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিলে, উহাকে সংযুক্ত বসন্ত বলে। এইরূপ গুটিগুলি পাকিয়া পূয হয়; মুখমণ্ডলে, গলার মধ্যে, মাথায় ও নাকের ভিতর হইলে সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে। বসন্ত-বীজ বা বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ১১।১২ দিন পরে, জ্বর (শরীরের তাপ ১০৩°—১০৭) হয়। এই জ্বরে শীত, দাহ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, বমন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে; জ্বরের ২।৩ দিন পরেই গুটিগুলি বাহির হয় এবং জ্বরের প্রখরতা কমিয়া আসে। ৫।৬ দিনের মধ্যে ঐ গুটিতে জল সঞ্চার হইয়া পূয জন্মে, তখন দেহের তাপ পুনরায় ১০৩—১০৮° হয়; এবং ৯।১০ দিন মধ্যে গুটিগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। এই রোগে জ্বর অত্যন্ত প্রচণ্ড হইলে, অনেক স্থলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অসংযুক্ত বসন্ত।—গুটিগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পাইলেই, তাহাকে অসংযুক্ত বসন্ত বলে; ইহাতে উল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে, কেবল জ্বর তত প্রবল হয় না এবং মৃত্যুর আশঙ্কাও কম থাকে।

প্রতিষেধক।—ইংরাজি মতে টিকা * (Vaccination) লওয়া। হস্তাদি ছিদ্র করিয়া গো-বসন্তের বীজ শরীরে প্রবেশ করাইয়া সাধারণতঃ

* সুস্থ শরীরে গো-বীজ বা বসন্ত-বীজ (বিষ) প্রবেশ করানর নাম "টিকা লওয়া"। এই টিকা লওয়া বিবিধ উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে:—(১) অস্ত্র-সাহায্যে

টিকা দেওয়া হয়; কিন্তু আজকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ভ্যাক্‌সিনিনাম, ভেরিয়োলিনাম, বা ম্যালেণ্ড্রিনাম খাওয়াইয়া টিকা দিতেছেন। ইত্যাদি ছিদ্র করিয়া টিকা দিলে যে উপকার হয়, ভেরিয়োলিনামাদি ঔষধ খাওয়াইলেও সেই উপকার হয়। তবে প্রথমোক্ত প্রকারে টিকা দিলে যে যে অপকার হয়, শেষোক্ত মতে সে সব হইবার কোন আশঙ্কা নাই। আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে এইরূপ টিকা যাহাতে মঞ্জুর না হয় তজ্জন্য কেহ কেহ রাজদ্বারে নালিস করেন; বিচারে কিন্তু স্থির হয় যে উভয়বিধ উপায়ে টিকা দেওয়াই রাজবিধি-সঙ্গত। ইংলণ্ডে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইয়া টিকা দেওয়া, আইনে এখনও গ্রাহ্য না হইলেও অনতিবিলম্বেই হইবে বলিয়া, বোধ হয়। আমাদের এইরূপ আশা করিবার ভিত্তি এই যে, ইংলণ্ডাধিপতি ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকেও অন্তিমকালে এইরূপে ঔষধ খাওয়ান হয় ("It was officially stated that the late King Edward VII, had undergone a 'Vaccine Treatment' for catarrh, and that the 'Vaccines' had been *administered by the mouth!*"—Dr. Clarke)। ভ্যাক্‌সিনিনাম ৩০, ভেরিয়োলিনাম ৩০ বা ম্যালেণ্ড্রিনাম ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া দুই সপ্তাহ আন্দাজ খাইতে হইবে। এই সকল ঔষধ সেবন জনিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর বা শরীরে কোনরূপ অসুখ না হয়, ততক্ষণ উক্ত ঔষধের কার্য্য হয় নাই অর্থাৎ টিকা ভাল করিয়া ফুটে নাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকার বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত এই যে ভ্যাক্‌সিনিনাম

(প্রধানতঃ বাহু) ক্ষত করিয়া উক্ত বিষ রক্তসহ সংযোগদ্বারা; (২) উক্ত বিষ হোমিওপ্যাথিক ক্রম-পদ্ধতি অনুসারে শক্তীকৃত করিয়া আভ্যন্তরিক সেবন দ্বারা। প্রথম প্রকারে টিকা লওয়ায় আদত বিষ দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার বার্ণেট 'থুজা' ব্যবহারে বসন্ত-বীজ-দুষ্ট বহু রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। সিলিকা ৩০, মেজেরিয়াম্ ২০০, কেলি-মিউর ৩০, প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারে ভাবী কুফলের আশঙ্কা থাকে না; কারণ হোমিওপ্যাথিক মতে শক্তীকৃত হওয়ায়, "বিষের" বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

৬x চূর্ণ একমাত্রা মাত্র সেবনে টিকা দিবার কার্য্য করে, অথচ টিকা দিলে যে কুফল ঘটিবার আশঙ্কা থাকে ইহাতে তাহা থাকে না; আর, বসন্ত দেশব্যাপক হইয়া পড়িলে সুস্থ ব্যক্তি ভেরিয়োলিনাম প্রতি সপ্তাহে দুই এক মাত্রা সেবন করিলে রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, এবং বসন্ত রোগী উহা সেবন করিলে দুরন্ত রোগ অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবাপন্ন হয়। (A dose of the 6x trit. of vaccininum is a "Homœopathic Vaccination" having, it is claimed by competent observers, far more prophylactic power against small-pox than vaccination, and none of its danger or disagreeableness...... A few doses of variolinum per week during epidemic protect from the disease, and in the treatment of developed cases it is excellent, causing them to take on a milder form"—Boericke and Tafel).

অতএব, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ভ্যাক্‌সিনিনাম ৬x চূর্ণ এক গ্রেণ একবার মাত্র সেবন; অথবা ভ্যাক্‌সিনিনাম্ ৩০, ভেরিয়োলিনাম্ ৩০ বা ম্যালাণ্ড্রিনাম্ ৩০ প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ এক মাত্রা সেবন বিধি। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বেই শিশুর টিকা দেওয়া বিধেয়; যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তাহার টিকা না হয়, তাহা হইলে ভ্যাক্‌সিনিনাম্ ৬ এক এক মাত্রা মাঝে মাঝে সেবনে অনেক সময়ে টিকার কায করে। গাধার দুগ্ধ খাওয়া, বা গাত্রে মাথাও নাকি উত্তম প্রতিষেধক; তাই কি শীতলাদেবী রাসভ-বাহিনী?

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় (অর্থাৎ পূয না জন্মান পর্য্যন্ত), অ্যান্টিম্-টার্ট ৩x সেবন করান প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত; এবং দ্বিতীয় অবস্থায় (পূয জন্মিলে), মার্ক-সল্ প্রধান ঔষধ। বসন্ত রোগের (প্রথমাবস্থায়) গুটিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে, ব্যাপ্টিসিয়া ৩x প্রয়োগে উপকার হয়। পৃষ্ঠে বা কটিদেশে

বেদনা, দ্রুত নাড়ী, প্রবল জ্বর ও জলবৎ অতিসারে, ভিরেট্রাম-ভির ৩x। পূযপূর্ণ গুটি, খাসনালীতে বেদনা, বমনেচ্ছা বা বমন, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম-টার্ট ৩x ক্রমের বিচূর্ণ (এই রোগের সকল অবস্থাতেই ইহা অপর ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন)। (দ্বিতীয় অবস্থায়) জ্বর, গুটিকার পূয, গলার মধ্যে ক্ষত, রক্ত মিশ্রিত আমময় অতিসার প্রভৃতি লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। গুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ না হইলে অথবা হঠাৎ বসিয়া গেলে, রুবিনীর স্পিরিট্-ক্যাম্ফর বা জেলসিমিয়ম্ ১x বা জিঙ্কাম্ ৬ প্রয়োগ করা যায়। গো-বীজে টিকা দেওয়ার পর যদি বসন্ত বাহির হয় ও তজ্জনিত অপরাপর উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে থুজা (মূল-অরিষ্ট)। গুটি পাকিবার সময় যদি সান্নিপাতিক-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রাস-টক্স ৩০। গুটিকা গুলি বাহির হইবার পর মুখমণ্ডল ও গুটিকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল স্ফীত হইলে এবং রাত্রিতে চুলকানির বৃদ্ধি হইলে, এপিস-মেল ৩x। গুটিকায় পূয হওয়ার পর জ্বরাতিসার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, আর্সেনিক ৬ বা ৩০। রক্তস্রাবে, হেমামেলিস ২x। বসন্ত ভয়াবহ হইলে, দেশীয় প্রবীণ টিকাদারদের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়।

আনুষঙ্গিক উপায়।—বাতাস খেলে এমন ঘরে রোগীকে রাখিতে হইবে। বারম্বার রোগীকে বিছানা বদলাইয়া দেওয়া এবং কোমল শয্যায় রোগীকে সর্ব্বক্ষণ একভাবে শোয়াইয়া না রাখা বিধেয়। গুটিতে পূয হইলে, বোরিক-অ্যাসিড্ (এক ভাগ) অলিভ্-অয়েল্ (বিশ গুণ) সহ মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতে হইবে। গুটিতে পূয হওয়ার পর শুকাইতে আরম্ভ হইলে, উষ্ণ জলে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া মুছিয়া দেওয়া ভাল। রোগের ভোগকালে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, গাধার দুধ প্রভৃতি; এবং রোগের উপশম হইলে লঘুপাক পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। মৎস্য, মাংস, ও শিম ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শুচি ভাবে রাখা, এবং গাধার দুধ বা গাওয়া মুড়ো মাখন দ্বারা রোগীর গা প্রত্যহ মালিস করা উপকারী।

টিকা লইবার পর কাহারও কাহারও শরীর একেবারে **ভাঙ্গিয়া** যায় বা কোনরূপ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, সে স্থলে থুজা ৬—২০০ ব্যবস্থা।

পানি-বসন্ত বা জল-বসন্ত।

(CHICKEN-POX).

পানিবসন্ত তাদৃশ স্পর্শাক্রামক নহে। বালক ও শিশুদিগের এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। পানিবসন্তের জ্বর অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পায়। গুটিকাগুলি চ্যাপ্‌টা না হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হয়; ইহাতে পূয হয় না; তিন চারি দিন পরে গুটিকাগুলিতে জল সঞ্চয় হইয়া ফোস্কার ন্যায় দেখায়, এবং প্রায় ছয় সাত দিবসেই শুকাইয়া যায়। ইহাতে জীবননাশের কোন আশঙ্কা নাই। রাস-টক্স ৬ সেবনে রোগের উপশম হয়। প্রবল জ্বর থাকিলে, **অ্যাকোনাইট ৩x** ব্যবস্থা।

কালা-জ্বর।

(DUMDUM FEVER).

ইহা একটি পুরাতন ব্যাধি—**বর্দ্ধিত প্লীহা, রক্ত-স্বল্পতা ও অনিয়মিত জ্বর,** এই রোগের তিনটি বিশেষ লক্ষণ। রক্তস্বল্পতা সহ রোগীর দেহটি সচরাচর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে, তাই আসাম দেশে এই পীড়ার নাম "কালা-আজর"। পরাঙ্গ-পুষ্ট (parasitic) এক প্রকার জীবাণু, এই পীড়ার উত্তেজক কারণ। আসাম, সিংহলদ্বীপ, চীনরাজ্য, ও মিশরদেশ ইহার প্রধান লীলাক্ষেত্র। নিম্নলিখিত উপসর্গচয় সাধারণতঃ লক্ষিত হয়:—**বর্দ্ধিত প্লীহা,** বর্দ্ধিত যকৃৎ, শীর্ণতা, শরীরের পাংশু বর্ণ, **অনিয়মিত স্বল্পবিরাম-জ্বর,** মাছি

হইতে রক্তস্রাব ও শীতাদ (purpura)-প্রবণতা, সাময়িক শোথ, রক্ত-স্বল্পতা সহ আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি।

চিকিৎসা :—

আর্সেনিক্ ৩—২০০।—জ্বর, শোথ, রক্তস্বল্পতা।

ফস্ফোরাস ৩—৩০।—রক্তস্রাব-প্রবণতা।

সিয়োনেথাস ২x।—বর্দ্ধিত প্লীহা।

কার্ডুয়াস-মেরিয়ানাস θ—৩x।—বর্দ্ধিত যকৃৎ।

এপিস্, ল্যাকেসিস্, ক্রোটেলাস্, চায়না, কুইনাইন্, অ্যাসিড্-ফস্, ফেরাম্-আয়ড্, ফেরাম-আর্স্, ফেরাম্-ফস্, ফেরাম্-সিয়েনেটাম্, ফেরাম্-মেট্ প্রভৃতি ঔষধও আবশ্যক হইতে পারে।

সম্প্রতি (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) ডাক্তার সার লিওনার্ড রোজার্স্ বহু চেষ্টার পর আবিষ্কার করিয়াছেন যে অ্যানোফিলাস-মশক যেরূপ ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তারের কারণ, ছারপোকাও সেইরূপ কালা-জ্বর বিস্তারের কারণ। অতএব দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করণার্থ মশকবংশ ধ্বংসের জন্য যেরূপ গোলাগুলির আয়োজন করা হইতেছে, সেইরূপ কালা-জ্বর দূর করিতে হইলে, ছারপোকাকুল বিনাশের জন্য শীঘ্রই নব-যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। ডাক্তার সাহেব প্রথমে আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া তত ফল পান নাই, পরে অ্যান্টিম-টার্ট সেবন করাইয়া বা শিরা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কালা-জ্বরে আক্রান্ত পঁচিশ জনের মধ্যে তেইশ জনকে রোগ-মুক্ত করিয়াছেন।

ডাক্তার সাহেব বলেন যে, ছারপোকার আবাস স্থানে ও গৃহের প্রাচীরে নারিকেল তৈল দিলে নাকি ছারপোকা বিনষ্ট হয়।

বিসর্প

(ERYSIPELAS)।

জ্বরসম্বলিত গাত্রত্বকের প্রসারণশীল প্রদাহকে **বিসর্প** বলে। হয় রক্ত-দূষিত হইয়া, না হয় শরীরের কোন স্থলে আঘাত লাগিয়া, ইহা উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত বিসর্প সচরাচর গলদেশ ও মুখমণ্ডলই আক্রমণ করে; শেষোক্ত বিসর্প শরীরের যে কোন অংশে জন্মিতে পারে। প্রবল জ্বর, শীত ও ঈষৎ কম্প, অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, পিপাসা, গাত্রোত্তাপ, কখন কখন বমন বা বমনেচ্ছা, অতিসার বা উদরাময়, গলার মধ্যে বেদনা, তন্দ্রা, ভ্রম, ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়; পরে, চর্ম্ম প্রদাহযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি বাহির হয়। ফোস্কা বাহির হইলে, প্রদাহ কমিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

বেলেডোনা ১, ৩।—গাত্রত্বক প্রদাহযুক্ত হইয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ ও শুষ্ক; মুখমণ্ডল প্রদাহযুক্ত; প্রখর উত্তাপ; শিরঃপীড়া; চক্ষুতারা বিস্তৃত; আক্রান্ত স্থান অল্প স্ফীত (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের ও মস্তকের বিসর্পে)।

রাস-টক্স ৬।—গলদেশে, মুখমণ্ডলে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে লালবর্ণ জলপূর্ণ ফোস্কা; তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের স্ফীতি; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ফোস্কা হইতে রস পড়া ও জ্বালা করা।

এপিস-মেল ৩, ৬।—রসপূর্ণ, উত্তপ্ত জ্বালাকর ফোস্কা; ঐ ফোস্কা অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে ও চুলকায়; হুলবেধবৎ বেদনা; প্রদাহযুক্তস্থান আরক্ত ও রসপূর্ণ না হইয়া দ্রুত স্ফীত হইতে থাকিলে।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট কাল রঙ্গের ফোস্কা, অথবা পূষপূর্ণ ফোস্কা; অবসন্নতা ও শীর্ণতা; অস্থিরতা ও অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে।

এপিস্মাম্ ভাইরাস ৬।—হুলবেধবৎ বেদনাসহ ফুলিলে।

ক্রোটেলাস্ ৬।—পচিতে (Gangrene) আরম্ভ হইলে।

অ্যাকোনাইট ১।—বিসর্পের পীড়কা বাহির হইবার পূর্ব্বে, ও আক্রান্তস্থান প্রদাহযুক্ত হইলে।

আক্রান্ত স্থানে জ্বালাকর দাহ ও ফোস্কা হইতে রস পড়িতে থাকিলে, ক্যান্থারিস ৬; ফোস্কাগুলিতে পূয হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, আর্সেনিক ৬ ও কার্ব্বো-ভেজ ৬; পচিতে আরম্ভ হইলে, ল্যাকেসিস ৬; ফোস্কাগুলি একস্থানে ভাল হইয়া অন্যান্য স্থানে আবার হইলে, পালসেটিলা ৬।

পথ্যাদি।—রোগের প্রবল অবস্থায় সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট। ডাক্তার আর্ণল্ড বলেন যে তক্র (অর্থাৎ মাখন তোলা দুগ্ধ butter-milk) আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে, যন্ত্রণা শীঘ্র নিবারিত হয় ও বিসর্প অল্পকাল মধ্যে সারিয়া আসে (vide *The Indian Medical Record* for January 1915 page 17).

ঝিল্লীক-প্রদাহ

(DIPHTHERIA)।

ইহা একরূপ সংক্রামক গল-রোগ। এক প্রকার বিষ বা এক প্রকার জীবাণু ["পরিশিষ্ট (গ), (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য] রক্তস্থ হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ শিশুদিগেরই অধিক হয়; সে বৎসর মহীশূরের রাজা কলিকাতায় আসিয়া এই পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন। এই পীড়ায় গলার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে এক প্রকার পর্দ্দা পড়ে, তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিছু পূর্ব্বে ডাক্তারেরা শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম দেখিলেই, গলার নলী কাটিয়া রোগীকে কিছুকাল জীবিত রাখিতেন। সামান্য ডিপ্‌থিরিয়াতে গলায় বেদনা, কোন দ্রব্য গিলিতে কষ্টবোধ, গলার মধ্যে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়া

কম্প, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা ; অনন্তর ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয় ; টন্‌সিল-গ্রন্থি ও আলজিহ্বা স্ফীত হইয়া তাহার উপর কৃত্রিম পর্দ্দা পড়ে। কৃত্রিম ঝিল্লী নিঃসারিত না হইলে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

প্রতিষেধক।—পল্লিমধ্যে "ডিপ্থিরিয়া" বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পাইলে, ডিপ্‌থিরিণাম ৩০ একবার মাত্র সেবন বিধি।

চিকিৎসা।—ডাক্তার এচ্‌ সি অ্যালেন বহু সহস্র রোগীকে একমাত্র "ডিপথিরিণাম" (উচ্চক্রম) প্রয়োগে, আরোগ্য করিয়াছেন। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহারে তিনি কখনও বিফল-মনোরথ হন নাই। প্রকৃত ডিপ্‌থিরিয়া-লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই, অন্য কোনও প্রকার চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, এবং ডিপ্‌থিরিয়া আরোগ্য হইবার পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, হস্তাপদাদির অবশভাব প্রভৃতি লক্ষণে, ডাক্তার অ্যালেন "ডিপথিরিণাম্" দিবার ব্যবস্থা দেন। ডাক্তার ক্লার্ক প্রকৃত ডিপ্‌থিরিয়া রোগে (১) প্রথমে **ডিপ্‌থিরিণাম** (৩০—২০০) দুই ঘণ্টা অন্তর ও পরে (২) **মার্ক-সায়েনেটাস** (৬—৩০) প্রতি ঘণ্টায় দিতে ব্যবস্থা করেন, এবং ফাইটোলাক্কা θ পাঁচ ফোঁটা এক আউন্স জলসহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা গলদেশ মাঝে মাঝে উত্তমরূপে ধুইয়া দিতে পরামর্শ দেন। ল্যাকেসিস ৬ (রক্ত বিশেষরূপে দূষিত হইলে) —গভীর অবসাদ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ, বাহ্যিক চাপে গলায় অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত ; পীড়া বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে ছড়াইয়া পড়িলে। আক্রান্তস্থল প্রদাহযুক্ত ও লালবর্ণ, মুখমণ্ডল ও চক্ষু লালবর্ণ, শিরোবেদনা, গলাধঃকরণে বেদনা, পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী, কোমল তালু, আলজিহ্বা ও স্বরনালীর প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x বা (কাহারও কাহারও মতে) বেলেডোনা ৩x প্রয়োগ করিতে হয়। আক্রান্ত স্থানে বেদনা, অত্যন্ত অবসন্নতা, রোগাক্রমণের প্রথম হইতে নাড়ী দ্রুত, গ্রন্থি স্ফীত, কৃত্রিম পর্দ্দা উৎপন্ন, তালুমূল ও গলকোষের আরক্ততা, লাল বা কটাবর্ণের জিহ্বা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ

গলাধঃকরণে কষ্ট, অত্যন্ত লালাস্রাব, গলায় চাপ দিলে বেদনা বোধ প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরিয়াস্ ৩x। গলার মধ্যে ধূসর বর্ণের ক্ষত, অবসন্নতা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ থাকিলে অ্যাসিড্-মিউরিয়েটিক ৩।

কেলি-মিউর ৬।—ঢোক গিলিতে কষ্ট ও তৎসহ গলায় শাদা পর্দ্দা পড়া।

একিনেসিয়া θ (৫—১০ ফোঁটা প্রতি মাত্রা)—অনেক চিকিৎসক একমাত্র এই ঔষধের দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন (বিশেষতঃ পচনশীল অবস্থায়)।

পীড়ার শেষ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষত হইতে পূয বা রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গে, **আর্সেনিক ৬**।

ডাক্তার ফ্লোরেযেম্ বলেন যে আনারসের রস প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইলে আশাতীত ফল পাওয়া যায় (*The Hom. Recorder*, 15th June, 1915 দ্রষ্টব্য)।

বহুব্যাপক সর্দ্দি (বা ইনফ্লুয়েঞ্জা)।

এই পীড়া স্পর্শ-সংক্রমণ ও বহুব্যাপক; এক প্রকার জীবাণু (Pfeiffer's bacillus) এই রোগে বিদ্যমান থাকে। দেহে কীটাণু প্রবেশের পর দুই একদিন পর্য্যন্ত, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করা ব্যতীত রোগী অন্য কোনরূপ বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন না। পরে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে :—শীতবোধ, জ্বর (১০০°—১০৩°; পীড়া কঠিন হইলে, ১০৫° পর্য্যন্ত); মাথা ব্যথা, নাক ও চোখ দিয়া জলবৎ শ্লেষ্মা পড়া; হাঁচি, গলক্ষত, কাসি, গা ভাঙ্গা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া, জিহ্বা ময়লা, বমন বা বমনেচ্ছা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, অবসন্নতা। "সর্দ্দি-জ্বর (৮২ পৃষ্ঠা)" সহ এতটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহার নাম "বহুব্যাপক-সর্দ্দি"।

কখনও বা পাকাশয় ও অন্ত্রের দোষ, উদরাময় বা আমাশয়, প্রস্রাবের হ্রাস বা বৃদ্ধি বা অপর কোনও দোষ, বুক ধড়ফড় করা, বিমর্ষতা, শ্বাসনালী-

ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ (ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া) প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ (নিউমোনিয়া), কৈশিক-নলী-প্রদাহ (ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিজ্‌), কর্ণমূল-প্রদাহ, তালুমূল-প্রদাহ, নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়া, ঝিল্লীক্‌-প্রদাহ (ডিপ্‌থিরিয়া), সন্নিপাত-বিকার, প্রলাপ, তন্দ্রা (coma), আক্ষেপ, শ্বাস-ক্লেশ, অতিসার, শোথ, বা পচন (gangrene) উপসর্গ ঘটিলে পীড়া উৎকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রোগে শরীরের তাবৎ যন্ত্রই আক্রান্ত হইতে পারে ; অতএব প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা না হইলে, রোগীর বিপদ সম্ভবনা।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে এই জগদ্ব্যাপী রোগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (Pepper's *System of Medicine* দ্রষ্টব্য)। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে এই দুরন্ত ব্যাধি রুষিয়া (Russia) হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে ইহাই "সমর-জ্বর (war-fever)" নামে প্রথমে স্পেন দেশে প্রকাশ পায় এবং অল্প দিন মধ্যে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে*। কেবল বঙ্গদেশ নয় পৃথিবীর অসংখ্য লোক এই রোগের করাল কবলে কবলিত হইতেছে।

প্রতিষেধক।—পীড়ার প্রাদুর্ভাব কালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জি নাম † ৩০—২০০ দুই এক দিন অন্তর এক এক মাত্রা সেব্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জিনাম্‌ অভাবে, ব্যাপ্টিসিয়া ১x—৩x দেয়।

---

* গত প্রলয়ঙ্কর-য়ুরোপীয় যুদ্ধকালে মিত্রশক্তি সমূহ পক্ষে আমেরিকা যোগদান করিলে, স্পেন রাজ্যের রাজধানী ম্যাড্রিড নগরে জার্ম্মানদের কোন প্রকাণ্ড পরীক্ষাগারে (laboratory) বৈজ্ঞানিকগণ নাকি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-জীবাণু উৎপাদন করিতে আদিষ্ট হন। উদ্দেশ্য—উক্ত জীবাণুপুঞ্জ আমেরিকার বন্দরে ছাড়িয়া দিলে তথাকার মাঝি মাল্লারা পীড়িত হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমেরিকান সৈন্য য়ুরোপে আসিতে পারিবে না। কিন্তু সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কলহ ঘটায় জীবাণুকুল স্পেন্‌ দেশে ছড়াইয়া পড়ে ; তাই তথায় দারুণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রথমে উপস্থিত হয় ও অচিরাৎ তাবৎ পৃথিবীতে ইহা আধিপত্য বিস্তার করে।

† বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে ১৩২৫ অগ্রহায়ণের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় জনৈক হোমিওপ্যাথ "ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম"কে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বলিয়াছেন।। ভেরিওলিনাম্‌, সোরিণাম্‌

বর্ত্তমান ১৯১৯ কৃষ্টাব্দে আমাদের বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা (Sanitary Commissioner) ডাক্তার বেণ্ট্‌লি সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে দারুচিনি-তৈল (Cinnamon-Oil) দুই ফোঁটা খানিকটা উষ্ণ জল সহ মিশাইয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে, রোগীর থুথু কফ্‌ বা নিশ্বাস-বায়ু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রমিত হইলে তাঁহারও এই পীড়া জন্মে; সেই জন্য যেন রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা হয় এবং শুশ্রূষাকারীও যেন নিজ নাসিকা ও মুখ বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হন।

চিকিৎসা :—

জেলসিমিয়াম θ—২x।—শীতবোধ, জ্বর, মুখ থম্‌থমে, চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করা, মাথা ব্যথা বা মাথা ভার, ঝিমান, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে) টাটানি বা বেদনা, কম্পন, অবসন্নতা।

মেডোরিনাম্‌, লিসিন্‌ বা হাইড্রোফোবিনাম্‌, ডিপ্‌থিরিণাম্‌, টিউবারকিউলিনাম্‌ প্রভৃতি ঔষধ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি মতে শক্তীকৃত হইয়া "রোগজ-ঔষধ" বা নসোড্‌স্‌ নামে বহুকাল হইতে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। Pasteurর ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনের ঔষধ বাহির হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ডাঃ হেরিং লিসিন বা হাইড্রোফোবিনাম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ডাঃ কোক্‌ (Koch) "টিউবারকুলিন"কে যক্ষ্মারোগের অমোঘ ঔষধ, ঘোষণা পূর্ব্বক জগৎকে মুগ্ধ করিবার বহুপূর্ব্বে ডাঃ বার্ণেট তদীয় প্রস্তুত টিউবারকিউলিনাম্‌ বা ব্যাসিলিনাম দ্বারা বহু সংখ্যক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সকল রোগজ-ঔষধ বা নসোড্‌স্‌ (Nosodes) বহুকালাবধি হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতের তিমির গর্ভ হইতে এরূপ বহুল ভৈষজ্যরত্ন হোমিওপ্যাথি পদ্ধতি মতে প্রস্তুত হইয়া জগতের হিতসাধন করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ["পরিশিষ্ট (ক), অঙ্ক (৯)" দ্রষ্টব্য]।

ডাঃ ক্লার্ক যথার্থই বলিয়াছেন :—"Homœopathists are untrue to their trust if they allow the so-called "orthodox" party to exploit their principles, make use of them in a crude and violent manner, and carry off the credit of such results as they obtain."

ব্রায়োনিয়া ৩x—৬।—(শ্বাসনলী বা ফুস্ ফুস্ অথবা ফুস্ ফুস্-বেষ্ট বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে) কাসি, ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ কপালে) বেদনা, ওষ্ঠ শুষ্ক (তাই রোগী জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠদ্বয় অনবরত আর্দ্র রাখিতে চায়), জিহ্বা ময়লা, অবসন্নতা (রোগী স্থির হইয়া থাকে কেননা নড়িলে চড়িলে তাঁহার যাতনা বাড়ে)।

আর্সেনিক ৩x—৬।—(ডাঃ হিউজ ইহা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন) প্রথমে অতীব শ্লেষ্মা (প্রধানতঃ চক্ষু, নাসিকা ও গলকোষের সর্দ্দি) স্রাব; তরল উত্তপ্ত জ্বালাকর শ্লেষ্মাস্রাব; হাঁচি; স্বরভঙ্গ; শরীর কম্পমান, উত্তপ্ত, শুষ্ক ও খস্‌খসে; সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর; গভীর অবসন্নতা (এমন কি সামান্য নড়িলে চড়িলেও রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করেন); অস্থিরতা; তৃষ্ণা; গাত্রদাহ সত্ত্বেও গা ঢাকিয়া রাখিবার ইচ্ছা; উদ্বেগ ও মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণ। চাপ্ চাপ্ ও চট্‌চটে গয়ার উঠা; কষ্টকর কাসি; শীতল ঘর্ম্ম ও শ্বাস কষ্ট। ফরাসী হোমিওপ্যাথিক ডাঃ জুসেঁ (Jousset) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় সবিরাম-জ্বরে কুইনাইনের ব্যবস্থা করেন কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এরূপ স্থলে আর্সেনিক প্রয়োগেই সুফল পাইয়া থাকি।

লক্ষণানুসারে উপরোক্ত তিনটী ঔষধ প্রয়োগে আমরা বহু স্থলে সুফল পাইয়া আসিতেছি। কাউপারথোয়েট্, স্যাণ্ডস্-মিল্‌স্, কাস্‌টিস্, গ্যাচেল, গুড্‌নো প্রমুখ আমেরিকার বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক প্রথমে জেলসিমিয়াম্ ও পরে ব্রায়োনিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ক্লার্ক, হুইলার প্রমুখ ডাক্তারগণ ব্যাপ্টিসিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অব্যর্থ ঔষধ মনে করিয়া ইহা সর্ব্বাগ্রেই ব্যবহার করেন এবং তাহাতে (তাঁহারা বলেন) আর অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x—৬।—বোকার ন্যায় চক্ষু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চাওয়া; চক্ষে বেদনা বোধ করা; মাথাধরা; জিহ্বা ময়লা ও শুষ্ক; গলক্ষত; পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধভেদ; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও টাটানি; অস্থিরতা (ডাঃ হুইলারের মতে জ্বর থাকা ও না থাকা সত্ত্বেও অস্থিরতা);

বিমান; অবসন্নতা; দুর্গন্ধ প্রশ্বাস; প্রলাপ; কখন কখন রোগীর মনে হয় যেন বিছানায় তাঁহার দেহটি দুই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে আছে, আর তাহা সংযোগ করিতে না পারায় তাঁহার মনে কষ্ট অনুভূত হয়।

নেট্রাম সাল্ফ ১২x চূর্ণ—ডাঃ বোরিক ও অ্যানসুটজ্ বলেন যে, বহু চিকিৎসকের মতে ইন্ফ্লুয়েঞ্জায় এই ঔষধটী অমোঘ, বিশেষতঃ আর্দ্র শীতল বায়ু লাগিয়া এই রোগ জন্মিলে। এ ঔষধ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নাই।

সামান্য রকমের পীড়ায় কেবল দুই এক মাত্রা ইন্ফ্লুয়েঞ্জিনাম ৩০ প্রয়োগে রোগ প্রায়ই সারিয়া যায়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বরসহ তৃষ্ণা অস্থিরতা গাত্র শুষ্ক ও উদ্বেগ প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x। ডেঙ্গুজ্বরের মত হাড়ের ভিতর: বেদনায়, ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম ১x—৩x। তীব্র পৃষ্ঠ-বেদনায়, ভেরিওলিনাম্ ৬—৩০। বমন বা বমন ইচ্ছায়, ইপিকাক ৩x। বাতের ন্যায় বেদনা, কটিবাত বা সান্নিপাতিক-জ্বর-বিকার লক্ষণে রাস-টক্স ৩—৩০। শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ; কষ্টকর কাসি; অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব; ঘড় ঘড় শব্দ; কটি ও পৃষ্ঠদেশে এবং মস্তকে বেদনা থাকিলে, অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬। স্বরনালীর ও বক্ষঃস্থলের প্রদাহ; কষ্টকর কাসি, কখন শাদা, কখন বা হরিদ্রা বর্ণের সূতার ন্যায় কঠিন শ্লেষ্মাযুক্ত কাসি হইলে; রোগের পুরাতন অবস্থায় ফুস্ফুস প্রদাহ; দুর্ব্বলতা; শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে অক্ষম; ফেনাযুক্ত, রক্তময় বা পূঁযের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাবে, ফস্ফোরাস্ ৬। অনবরত কাসি (বিরাম নাই) হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহে, ইউক্যালিপটাস ১x। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে, আইবেরিস্ ১। দারুণ শিরঃপীড়ায়, মেলিলোটাস্ ২x।

অতিসার, নিউমোনিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিলে, এই গ্রন্থোক্ত শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া, পরিপাক-যন্ত্রের পীড়া, মূত্র-যন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—পরিষ্কার ও সুবাতাসপূর্ণ গৃহে গরম কাপড়ে ঢাকা দিয়া রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবেন। রোগ মৃদু

প্রকৃতিস্থ হইলেও রোগীকে শয্যাত্যাগ করিতে দিবেন না। গরম কাপড় দিয়া মাথা ঢাকা রাখিবেন না, এবং শরীরে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। শ্লেষ্মাকর বা অত্যন্ত উত্তেজক দ্রব্য আহার ও ঠাণ্ডাজল ব্যবহার (হাত-পা ধোয়া স্নান ইত্যাদি) সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। জল মিশ্রিত গরম দুগ্ধ, মিছরি, পানিফল, টকরসশূন্য বেদানা বা ডালিম, কেশুর, ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য সুপথ্য।

রোগ ছোঁয়াচে, সুতরাং যাঁহারা সেবা করিবেন তাঁহারা খুব সাবধানে এবং পরিষ্কারভাবে থাকিবেন। থুথু ও গয়ার ফেলিবার পাত্রে গুঁড়া-চুণ রাখিবেন, মাঝে মাঝে তাহা পরিষ্কার করিয়া আবার চুণ ছড়াইয়া তবে ব্যবহার করিবেন। এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে এক গৃহে বহু লোকের বাস করা উচিত নহে।

মৎস্য মাংস আহার ও ধূমপান না করাই শ্রেয়ঃ। রোগের প্রাদুর্ভাব স্থানে যতদূর সম্ভব মুখ বুজিয়া চলিবেন।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮ লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকাতে প্রকাশ যে গত সপ্তাহে এই প্রচণ্ড রোগে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। টাইম্স্ হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে এই অনুপাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা ইহার মৃত্যু সংখ্যা পাঁচ গুণ বেশী।

এই গ্রন্থোক্ত বিবিধ জ্বরের ঔষধাবলি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক কশেরু-জ্বর

(CEREBRO-SPINAL FEVER)।

ইহা স্পর্শাক্রামক এক প্রকার তরুণ-জ্বর। মেরুদণ্ডের ও মস্তিকা-বরণের প্রদাহই ইহার প্রধান লক্ষণ। হঠাৎ শীত শীত বোধসহ জ্বর (কখন কখন প্রবল জ্বর ১০৩°—১০৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত); প্রলাপ; বমন বা বমনেচ্ছা; পশ্চাৎদিকে বা একদিকে শরীর বাঁকিয়া পড়া; চক্ষু কখন বা উন্মুক্ত (কিন্তু রোগী দৃষ্টিহীন) কখনও বা টেরা দৃষ্টি;

পেশী সঙ্কোচন; গভীর অবসন্নতা, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে অতিশয় বেদনা; সাড়হীন অবস্থা (stupor), তন্দ্রা (coma), স্নায়ুর পক্ষাঘাত প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

সাইকিউটা ৩—৬।—(এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) প্রধানতঃ পশ্চাৎ বা একদিকে শরীরের বক্রতা লক্ষণে।

বেলেডোনা ৩x—৬।—প্রলাপসহ মস্তিষ্কে বিকার প্রাবল্যে।

ওপিয়াম ৩—৩০।—তন্দ্রা বা সাড়হীন অবস্থা; ধীর শ্বাস প্রশ্বাস; স্থির দৃষ্টি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্র হওয়া; মুখ খোলা ও গভীর নাসারব।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি θ।—মস্তক পশ্চাতে বক্র হওয়া; তড়কা বা আক্ষেপ।

জেলসিমিয়াম্ ৩x।—পক্ষাঘাতে; বধিরতায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী "সান্নিপাতিক-জ্বর," "স্নেহ-জ্বর" প্রভৃতি অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

পচাজ্বর

(PUTRID) FEVER—

Septicæmia, Pyæmia, Gangrene, &c)।

প্লেগ, তরুণ সূতিকা-জ্বর, পীত-জ্বর, সান্নিপাতিক-জ্বর প্রভৃতি রোগে আঘাত লাগিয়া বা যে কোন কারণেই [" পরিশিষ্ট (গ), (৪) অঙ্ক " দ্রষ্টব্য] হউক সুস্থব্যক্তির রক্তে জীবাণু (?) বা বিষ প্রবেশ হেতু রক্ত দূষিত হইয়া জ্বর, বিকার, ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা, শরীরের গ্রন্থিচয় শক্ত বা পূয পূর্ণ হওয়া, শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হওয়া ও পূয জমা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; ইহারই নাম পচাজ্বর বা সেপ্টিসিমিয়া। বাহির হইতে বিষ শরীরে

প্রবেশ না করিয়া পূয শরীরে বসিয়া রক্ত দূষিত হইলে, কেহ কেহ ইহাকে "পাইমিয়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক সেপ্টিসিমিয়া ও পাইমিয়া রোগে কোন প্রভেদ আছে কি না, সে বিষয় আজ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হয় নাই। জীবিত দেহের কোন অংশ প্রথম যখন পচিতে আরম্ভ হয়, তখন তাহাকে "পচা ঘা" বা "গ্যাংগ্রীণ" বলে।

চিকিৎসা :—

আর্ণিকা ৩।—ক্ষত বা অস্ত্রচিকিৎসা জনিত পীড়ায়।

পাইরোজেন ৬।—প্রবল জ্বরে।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬।—পচিবার উপক্রম হইলে।

আর্সেনিক ৩x।—অস্থিরতা, জ্বালাকর বেদনা, সামান্য জ্বর, জিহ্বা লাল ও বহুদিন যাবৎ রক্ত দূষিত হইতে থাকিলে।

ল্যাকেসিস ৬।—রক্ত দূষিত হওয়া, দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, প্রলাপ।

রাস-টক্স ৩।—শরীরের গ্রন্থিচয় আক্রান্ত হইলে।

ব্রায়োনিয়া ১।—নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে।

একিনেসিয়া θ।—রক্ত দূষিত হইলে।

কার্ব্বো-ভেজ ৩।—জীবনী-শক্তির হ্রাস, হাত পা ঠাণ্ডা, ত্বক নীলাভ, জ্বালাকর বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

আঘাত জনিত রক্ত দূষিত হইলে, ক্ষতস্থানে বোরাসিক-অ্যাসিডের মলম বাহ্য প্রয়োগ। আঘাত বা অস্ত্র-চিকিৎসা জনিত ক্ষতে, আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ (পরিস্রুত জলসহ ৮ গুণ) বাহ্য প্রয়োগ; হাইপেরিকাম ২০০ সেবন ও ফোড়ার উপর গরম সেক উপকারী।

সিকেলি ১, ব্যাপ্টেসিয়া ৩x, ক্রোটেলাস ৬x, জেলসিমিয়াম ১x ফস্‌ফোরাস্ ৬, হিপার সালফার ৩০, মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড্ ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :—সিকাগো হাঁসপাতালের ডাক্তার বিবী এই রোগে নিম্নলিখিত বিধান দিয়া থাকেন—

যাহাতে পূয ভাল করিয়া নির্গত হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূয কোথাও জমিলেই যেন বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ স্থান ধুইয়া ফেলা হয়। দাস্ত পরিষ্কারের জন্য জোলাপ লওয়া ও গরম জলে স্নান করা ভাল। দুই তিন ঘণ্টা অন্তর লঘু তরল অথচ পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে অল্প পরিমাণে খাওয়ান বিধেয়। বাতাস খেলে এমন ঘরে রোগীকে যেন রাখা হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, রোগীকে অল্প পরিমাণে সুরা (Alcohol) দেওয়া যাইতে পারে।

৩। সাধারণ রোগ—(খ) বিভাগ

বা

ধাতুগতরোগ।

বাত, যক্ষ্মাকাস প্রভৃতি কতকগুলি রোগ শরীরের সর্ব্বাঙ্গ (বা একটি অঙ্গের পর আর একটি অঙ্গ) আক্রমণ করিয়া থাকে; ইহাদিগকে "ধাতুগত" বা "সর্ব্বাঙ্গীণ" (Constitutional) রোগ বলে। এই সকল রোগ ঔষধাদি দ্বারা মূলে বিনষ্ট না হইলে, বংশ পরম্পরায় চলিতে পারে।

বাত-ব্যাধি।

শারীরিক তাড়িতের অপচয়হেতু দেহের পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ ঘটিলে, জীবনী-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন এই রোগ জন্মে।

বাত রোগে সাধারণতঃ শরীরের বড় সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়। কখনও বা পেশীচয় আক্রান্ত হইয়া থাকে। বড় সন্ধি আক্রান্ত হইলে, তাহাকে সন্ধি-বাত (Rheumatism) বলে; এবং মাংসপেশী আক্রান্ত হইলে, তাহাকে পেশী-বাত (Muscular Rheumatism) কহে। আবার কখন ও বা ছোট সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়; তখন ইহাকে গ্রন্থি-বাত বা গেঁটে-বাত (Gout) কহে। মধ্যবিৎ গৃহের

বা যাহারা খাটিয়া খান, তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি-বাত ও পেশী-বাত বেশী দেখা যায়; গ্রন্থি-বাত বা গেঁটে-বাত সাধারণতঃ ধনী বা ভোগবিলাসী-দিগের মধ্যে বেশী ঘটে। সন্ধি-বাত, পেশী-বাত, ও গ্রন্থি-বাতের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে:—

তরুণ সন্ধি বাত-ব্যাধি

(ACUTE RHEUMATISM)।

লক্ষণ।—শরীরের সন্ধিস্থলে (গাঁইটে) এই রোগ হইয়া থাকে। কখন কখন দুই একটি সন্ধি, কখন বা সমস্ত সন্ধিই আক্রান্ত হয়। রোগের প্রারম্ভে, জ্বরসহ সন্ধিস্থল প্রদাহিত (অর্থাৎ সন্ধিগুলি বিশেষতঃ বড় বড় সন্ধিগুলি স্ফীত, আরক্ত, ও বেদনাযুক্ত) হয়; এবং নড়াচড়াতে ঐ বেদনা বা টাটানি বৃদ্ধি পায়। কম্প; গাত্রত্বক উত্তপ্ত; নাড়ী পূর্ণ বা কঠিন; শিরঃপীড়া; ঘর্ম্ম টক্‌গন্ধযুক্ত ও চট্‌চটে; পিপাসা; জিহ্বা মলিন; মূত্র অল্প পরিমাণ লালবর্ণ ও অম্লগন্ধ বিশিষ্ট; কোষ্ঠবদ্ধতা; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগে গাত্রোত্তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তরুণ বাত রোগ, তিন চারি সপ্তাহ পর হয় সারিয়া যায়, নয় পুরাতন আকার ধারণ করে। এই রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া বাম পার্শ্বে বেদনা, বক্ষঃস্থলে যাতনা, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগ কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অজীর্ণ-রোগ প্রায়ই এই ব্যাধিসহ বর্ত্তমান থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের এই রোগ বেশী হয়।

কারণ।—ইহার উত্তেজক কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। হিম বা ঠাণ্ডা লাগান; অধিকক্ষণ আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকা বা বৃষ্টিতে ভিজা; স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস; বহুল পরিমাণে মাংস অম্ল বা ঠাণ্ডা জিনিস আহার; অথবা যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন,

প্রভৃতি এই রোগের গৌণ কারণ। প্রমেহজনিত বাত রোগও বিরল নহে। দরিদ্র ও যাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন তাহাদের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যান্সার ও যক্ষ্মাকাসগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্তান সন্ততিগণ প্রায়ই বাতরোগে ভুগিয়া থাকেন।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ১।—(তরুণ সন্ধিবাত রোগের প্রারম্ভে ইহা উত্তম ঔষধ) সন্ধিস্থলে ও পেশীতে কর্ত্তনবৎ বা চিড়িক্ মারার ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, আক্রান্ত স্থান স্ফীত আরক্ত ও প্রদাহিত, ক্ষুধামান্দ্য, মূত্র লাল ; শীতকালের ঠাণ্ডা শুষ্ক বায়ু লাগান হেতু বাত।

সালফার ৩০।—অ্যাকোনাইট সেবনের পর (বিশেষতঃ বাত আক্রমণের পর সন্ধিস্থলে বেদনা, স্ফীতি ও দুর্ব্বলতা লক্ষণে)। নূতন বা পুরাতন রোগের সকল অবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। সাল্‌ফাররোগী সর্ব্বদা গরম অনুভব করেন ও বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলেন ; দেহ মস্তক ও পায়ের তলা গরম ; ঘর্ম্ম প্রচুর ও টক গন্ধ ; মুখের আস্বাদ টক ; আহারের পর খাদ্য মাত্রই অম্লে পরিণত হয়। বাম অঙ্গে অধিকতর যন্ত্রণা বোধ ; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি। কিন্তু সাবধান, সালফার যেন অধিক মাত্রায় বা বহুদিন যাবৎ সেবন না করান হয়।

ল্যাক্‌ন্যান্‌থিস ৩।—ঘাড়ে বাত ; ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া থাকিলে।

ব্রায়োনিয়া অ্যাল্‌বা ৩, ৬, ১২, বা ৩০।—কর্ত্তনবৎ বা সূচিবিদ্ধবৎ (অথবা চাপিয়া ধরার ন্যায়) বেদনা ; সামান্য নড়াচড়াতেই বেদনার বৃদ্ধি ; গাত্র উত্তপ্ত ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; প্রচুর ঘর্ম্ম ; অতিশয় কম্প। অ্যাকোনাইট প্রয়োগে বাতের উপশম হইবার পর, ব্রায়োনিয়া প্রয়োগে রোগ নির্ম্মূল হইতে পারে।

রাস-টক্স ৬।—বিশ্রামকালে, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার সময়, ও শয্যার উত্তাপে বেদনার বৃদ্ধি ; সামান্য মাত্র নড়াচড়ায়, বা আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, বেদনার উপশম ; অতিশয়

অস্থিরতা; শীতল বাতাস অসহ্য; বিশ্রাম অবস্থায় বেদনার আধিক্য। বর্ষা কালের বাত বা আর্দ্রবায়ু লাগান হেতু বাত। **কটি-বাত।**

নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি হইলে, ব্রায়োনিয়া দিতে হয়; কিন্তু যদি প্রথম নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি ও তৎপরে নড়িতে চড়িতে বেদনার শান্তি এবং নড়া চড়া নিরন্ত হইলে পুনরায় বেদনার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে রাস-টক্স প্রয়োগ করিতে হইবে।

বেলেডোনা ৩x—৬।—আক্রান্ত স্থান অধিক পরিমাণে লালবর্ণ ও স্ফীত হওয়া; দপ্‌দপ্‌ বেদনা; তীব্র শিরোবেদনা; চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ; রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি। সহসা বেদনা আরম্ভ হয় ও সহসা বেদনা নিবৃত্ত হয়।

কল্‌চিকাম্‌ ১, ৩, বা ৬।—(বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের তরুণ বাতে) আক্রান্ত স্থান সামান্য স্ফীত অথবা একেবারেই স্ফীত হয় না; আক্রান্ত স্থানে অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে শাদা রং হয়; সূচিবেধবৎ বেদনা; আক্রান্ত স্থানে পক্ষাঘাত; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি।

এপিস * ৩x—৩০।—রোগী আক্রান্তস্থান অসাড় বা শক্ত বোধ করেন; শরীরের সন্ধিচয় (joints) ফুলিয়া উঠে ও টন্‌ টন্‌ করে (যেন শেঁটে ধরেছে); তরুণ প্রাদাহিক বাত।

পালসেটিলা ৩, ৬ বা ৩০।—সন্ধিস্থল অল্প স্ফীত ও অল্প আরক্ত; বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়; ছিন্নবৎ বেদনা; জানু, গুল্‌ফ ও হস্ত পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে চাপিয়া-ধরার ন্যায়-বেদনা এবং তৎসহ অতিশয় শীত; অস্থিরতা; অনিদ্রা; তরুণ বা পুরাতন বাত; সন্ধিস্থলের স্ফীতি; আরক্তিমতা ও জ্বর না থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

---

* জন্‌ রল্লার নামে একজন সাহেব বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন, মৌমাছির কামড়ে তিনি রোগমুক্ত হন (১৯১২ খৃষ্টাব্দে)। এই বিচিত্র বার্ত্তা শ্রবণে "সম-মতে"-আস্থাহীন কয়েকজন বিজ্ঞ চিকিৎসক কতিপয় বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মৌমাছি দ্বারা দংশন করান; রোগিগণ আরোগ্য লাভ করিল দেখিয়া ইহাঁরা বলিতেছেন যে মৌমাছির হুলে ফর্ম্মিক-অ্যাসিড্‌ আছে, তাহারই গুণে রোগ সারিয়া যায়!!

সিমিসিফিউগা ৩।—বক্ষঃস্থল ও কটিদেশ আক্রান্ত হইলে; পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা; ঘাড়-আড়ষ্ট; উত্তাপ ও স্ফীততা সহ পায়ের বেদনা; অঙ্গ-কম্পন; হাঁটিতে অক্ষম; সর্ব্ব শরীরে চাপিয়া-ধরার-ন্যায় (অস্ত্রবিদ্ধবৎ) বেদনা; মস্তকে বা মেরুদণ্ডে তীব্র বেদনা; প্রবল জ্বর।

মার্কিউরিয়াস্-ভাইভাস ৩x চূর্ণ।—এক বা বহু সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুলা ও প্রদাহ; দুর্গন্ধ বা তৈলবৎ ঘর্ম্ম; জ্বর; রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি।

ভায়োলা-ওডোরেটা ৩।—শরীরের ঊর্দ্ধাঙ্গে দক্ষিণ পার্শ্বের বাতে ইহা দ্বারা ডাক্তার হিউজ বহু রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

আর্ণিকা ৩—৩০।—পেশী সমূহে বেদনা, ও পরে উক্ত পেশীগুলি শক্ত হইয়া যাওয়া। আঘাত লাগিয়া বা পড়িয়া যাইবার পর বাত হইলে।

ফাইটোল্যাক্কা ৩০।—উপদংশ জনিত বাত।

নেট্রাম-সালফ ১২x (বিচূর্ণ)।—প্রমেহ-সংযুক্ত বাত।

অরাম-মেটালিকাম্ ৬, ৩০।—এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে ভ্রমণশীল বাত অবশেষে বক্ষঃস্থল আক্রমণ করে। শুইয়া থাকা অসম্ভব; সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিতে হয়; প্রচুর ঘর্ম্ম; প্রমেহ বা উপদংশ জনিত বাত।

ফস্ফোরাস্ ৩—৩০।—জলে অধিকক্ষণ থাকিয়া কাপড় চোপড় কাচা বা ধোপার কায করা প্রভৃতি কারণে বাত হইলে।

ডালক্যামারা ৬।—জলে (বিশেষতঃ বর্ষাকালের জলে) ভিজিয়া বাত হইলে; তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ বাত রোগে।

ল্যাক্টিক্-অ্যাসিড্ ৩—৩০।—জানু, স্কন্ধ, মণিবন্ধ ও সন্ধিদেশে বাত; বাতসহ উত্তপ্ত উদ্গার বা চোঁয়া-ঢেকুর উঠা, মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে ঘা, বমনেচ্ছা প্রভৃতি অজীর্ণ-রোগ লক্ষণ; বহুমূত্র বা সহ বাত।

কলোফাইলাম ৩।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, বিশেষতঃ হস্ত-পদের মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির সন্ধিতে প্রবল বেদনা; শিরঃপীড়া; বেদনা একস্থানে অধিকক্ষণ থাকে না।

বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড ৬x।—ফুলিয়া উঠিয়া লালবর্ণ হওয়া, এত বেদনা যে স্পর্শ করিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে।

আর্জেণ্টাম্-মেটালিকাম্ ৬।—হাঁটু বা কনুইয়ের বাতে।

ক্যালি-বাইক্রম ৩।—পুরাতন বাতে।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৬।—বর্ষাকালে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে।

লেডাম ৬।—নূতন ও পুরাতন বাতে (বিশেষতঃ বেদনা নীচের দিক হইতে উপরদিকে উঠিতে থাকিলে)।

ক্যাল্মিয়া ৩।—দক্ষিণাঙ্গের (বিশেষতঃ দক্ষিণ বাহুর) বাতে; বেদনা উপর দিক হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকিলে।

কষ্টিকাম ৬, ৩০।—বাম বাহুর বাত-ব্যাধিতে, নড়ন চড়নে বেদনার বৃদ্ধি।

রুটা ৩।—কোমরের বাতে।

পথ্যাদি।—রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর থাকিলে সাগু, অ্যারোরুট, বার্লি ও অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। হিম বা ঠাণ্ডা লাগান উচিত নয়। আক্রান্ত স্থান গরম কাপড় বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগকালে মাংস এবং উত্তেজক আহার নিষিদ্ধ। রোগের উপশম হইলে, রুটি বা অন্ন পথ্য। গরম জলে স্নান। বাতরোগীর পক্ষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস কল্যাণকর। বেদনা অধিক হইলে আক্রান্ত স্থানে গরম তাপ, নুনের পুঁটুলির সেক্ কিম্বা মেথিলেটেড্-স্পিরিট দিয়া মালিষ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পেশী বাত

(MYALGIA OR MUSCULAR RHEUMATISM)।

সন্ধিচয় অপেক্ষা পেশীচয়ই এই রোগে অধিকতর আক্রান্ত হয়। মাংসপেশী (muscle) এবং তৎসংস্পৃষ্ট হলবেষ্টনি (fascia) ও অস্থিবেষ্ট (periosteum) টাটান ও বেদনাযুক্ত এবং আড়ষ্ট হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগী অনেক সময়ে ঠিক বলিতে পারেন না, যে উক্ত বেদনা আক্রান্ত স্থানের পেশীগুলিতে (muscles) নিবদ্ধ না উহাদের স্নায়ুচয় মধ্যে (nerves) অনুভূত হইতেছে।

তরুণ অবস্থায় শরীরের কোন একটি বিশেষ পেশী বা পেশীচয় আক্রান্ত হইয়া থাকে, কখনও বা তৎসহ জ্বর বর্ত্তমান থাকে। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় রোগী আক্রান্ত স্থানে বিবিধ তীব্র বেদনা অনুভব করেন (বিশেষতঃ বায়ু weather পরিবর্ত্তন কালে); পীড়ার পুরাতন অবস্থায় রোগীকে জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঘাড়ের পেশী আক্রান্ত হইলে "ঘাড়ের বাত", স্কন্ধ-পেশী আক্রান্ত হইলে "স্কন্ধ-বাত," বক্ষের পেশী আক্রান্ত হইলে, "পার্শ্ব-বাত" এবং কটির পেশী আক্রান্ত হইলে, "কটি-বাত" বলে। ইহাদের বিবরণ পরবর্ত্তী চারিটি অধ্যায়ে যথাক্রমে লিখিত হইবে।

কারণ তত্ত্ব।—আর্দ্রতা শীতল বায়ু লাগা, বা পরিশ্রমের পর ঠাণ্ডা লাগান, প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাঁহারা সন্ধি-বাত বা গ্রন্থি-বাতগ্রস্ত, তাঁহাদেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের এই রোগ বেশী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সিমিসিফিউগা ৩x—৬ বা (মার্কটিন ৩x বিচুর্ণ) পেশীবাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। স্যাঙ্গুইনিরিয়া ৬, ও একটি ভাল ঔষধ (বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের)। ব্রায়োনিয়া ৩—৩০, রাস-টক্স ৬—৩০, আৰ্ণিকা ৩—৩০, র‍্যানানকিউলাস ৩, জেলসিমিয়াম ৩x—৩০

প্রভৃতিও আবশ্যক হইতে পারে। পানাহারের সংযম আবশ্যক, সেক দেওয়া বা টিপে দেওয়া ভাল। "বাতরোগ" ও "গ্রন্থি-বাতের" চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

ঘাড়ের বাত বা ঘাড়-আঁড়ষ্ট

(STIFF-NECK)।

ঘাড়ের পেশীতে বাত হইলে, ঘাড়ও বেদনাযুক্ত আড়ষ্ট হয়। ঘাড়ে ব্যথা বশতঃ রোগীর ঘাড় নাড়িবার ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। এক পার্শ্বেই (বিশেষতঃ বামপার্শ্বে) অধিকাংশ স্থলে ব্যথা হইয়া থাকে ; মাথাটি এক দিকেই নত হইয়া পড়ে।

অ্যাকোনাইট ৩।—(ইহা প্রথম অবস্থায় ঔষধ) বিশেষতঃ জ্বর, অস্থিরতা, ঠাণ্ডা লাগা হেতু বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

ল্যাক্‌ন্যান্থিস ৩।—এই রোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; ঘাড় একদিকে (বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বে) বাঁকিয়া থাকিলে ও তৎসহ গলদঘর্ম্ম হইলে, ইহা অধিকতর উপযোগী।

বেলেডোনা θ—৩x।—সহসা বেদনা উপস্থিত হয়, ও সহসা বেদনা চলিয়া যায়।

সিমিসিফিউগা ৩x।—অনেক স্থলেই ফলপ্রদ।

ব্রায়োনিয়া ৩।—ডাক্তার কাউপারথোয়েটের মতে ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ (বিশেষতঃ ঘাড়ে অত্যন্ত ব্যথা, বেদনা-স্থান চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ প্রভৃতি লক্ষণে)।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২x—৬x বিচূর্ণ।—(**খুব গরম জল সহ সেবন**) নূতন ও পুরাতন রোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার ম্যাকনিশ একটি রোগীকে এই ঔষধ আঠার মাস সেবন করাইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

শয্যাদি সর্ব্বদা রৌদ্রে দেওয়া ভাল।

স্কন্ধ-বাত

(OMALGIA)।

ঘাড়ের পেশীর আকার কতকটা ত্রিকোণ, এইজন্য ইহাকে ত্রিকোণ-পেশী (deltoid) কহে। এই পেশীতে বাত বা স্নায়ুশূল হইলে, রোগী নিজ ভুজ (arm) স্কন্ধ-সন্ধিতে উঠাইতে পারেন না। স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৬, ইহার প্রধান ঔষধ। আক্রান্ত স্থানটি তুলা বা ফ্ল্যানেল দিয়া ঢাকিয়া রাখা ভাল। "বাতের" ঔষধ দ্রষ্টব্য।

পার্শ্ব-বাত

(PLEURODYNIA)।

পঞ্জরাস্থির (বিশেষতঃ বামভাগের) মধ্যস্থিত পেশী আক্রান্ত হইলে, উহাকে আমরা "পার্শ্ব-বাত" বলি। নড়িলে চড়িলে, নিশ্বাস ফেলিতে, ও কাসিতে, বক্ষে বেদনা অনুভব করা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। র‍্যানেনকিউলাস্-আব ৩—৩০ প্রধান ঔষধ। "বাতরোগ" ও "গ্রন্থি-বাতের" চিকিৎসা ও ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য। পুরাতন বাত-ব্যাধির ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

কটিবাত বা কটিপেশী-বাত

(LUMBAGO)।

বাত কটিদেশের মাংসপেশী আশ্রয় করিলে, তাহাকে "কটি-বাত" বা "কটিপেশী-বাত" কহে। কটিদেশের এই পেশীগুলি পৃষ্ঠবংশের (spinal column) ভারবাহক ; তাই সাধারণতঃ এই বাতে বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে রোগী সোজা হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগান, বৃষ্টিতে ভেজা, ভারী জিনিষ তোলা প্রভৃতি কারণে এই রোগ সহসা জন্মে। কোমরে তীব্র বেদনা, অল্প জ্বর বা জ্বর না থাকা ; বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইলে শয্যাত্যাগ করিতে না পারা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

রাস-টক্স ৬—৩০।—এই রোগের প্রধান ঔষধ বিশেষতঃ শীতল আর্দ্র বাতাস লাগিয়া কিম্বা ভারি জিনিষ তুলিয়া এই রোগ জন্মিলে; পুরাতন কটিবাতে।

অ্যাকোনাইট ৩x।—তরুণ কটিবাত, বিশেষতঃ শীতল শুষ্ক বায়ু লাগিয়া রোগ হইলে।

আর্ণিকা ৩—৩০।—ভারি জিনিষ তুলিয়া বা আঘাত লাগিয়া কটিবাতে। অ্যাকোনাইট বা রাসের পর ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সিমিসিফিউগা ১x—৩ বা **মার্কটিন** ৩x—৩।—পেশীর যাতনা সহ অস্থিরতা ও অনিদ্রায় ইহা ব্যবহার্য্য। ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে তিনি মার্কটিন ৩x প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৩x চূর্ণ—৬। পৃষ্ঠদেশে বেদনা (বিশেষতঃ আহার বা উপবেশনের পর); পৃষ্ঠবংশমূলীয় অস্থি ও কটিপ্রদেশে বেদনায়; সামান্য নড়িলে চড়িলে বমনে বা বমন উদ্রেকে কিম্বা, শীতল চটচটে ঘর্ম্ম নির্গমনে, বেদনার বৃদ্ধি। ডাঃ বেয়ার ক্লার্ক, জুসেঁ, ক্রেটিন এই ঔষধটির বিশেষ পক্ষপাতী। অবিরত বেদনায় ডাঃ হিউজ ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

বারবেরিস-ভালগেরিস θ—৩।—যকৃৎ ও প্রস্রাবের দোষ থাকিলে; পাঁজরার নিচে বেদনায়; যকৃতের বেদনায়; পিত্তশিলা (gall-stone) সহ বেদনায়।

সালফার ৩০—২০০। পুরাতন রোগে মাঝে মাঝে ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তরুণ রোগে বেদনা স্থানে অল্প পরিমাণে টারপিন তৈল দিয়া বা গরম ফ্লানেল দিয়া মালিষ করা বিধেয়। পুরাতন রোগে তুলার কোমর-বন্ধ ব্যবহার করা ভাল।

"বাত" রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

কটি-স্নায়ু বাত

(SCIATICA)।

কটি-স্নায়ুর বা উরু-স্নায়ুর (thigh nerve) প্রদাহ হেতু স্নায়ু-শূলবৎ বেদনার নাম "কটি-স্নায়ুবাত"। শীতল শুষ্ক কিম্বা আর্দ্র বায়ু লাগা, ভারি জিনিষ তোলা প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। বাত, গেঁটে-বাত, স্নায়ুশূল-ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিগণের এই রোগ হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা। এই ব্যাধি হইতে ক্রমে মেরুমজ্জার ক্ষয় (Locomota-ataxia) রোগ জন্মে।

চিকিৎসা :—

অ্যামন-মিউর ৩x—৩। বসিয়া থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি, চলা ফেরা করিলে কিঞ্চিৎ কম, এবং শয়ন করিলে বেদনার সম্পূর্ণ উপশম লক্ষণে।

কলোসিন্থ ১—৩।—বেদনা সহসা উপস্থিত হয় ও সহসা চলিয়া যায়; ঠাণ্ডা লাগিয়া বা আর্দ্রতা হেতু রোগে।

ন্যাফেলিয়াম (Gnaphalium) ৩—৩০।—স্নায়ুর তীব্র বেদনা, বেদনার সঙ্গে খিল ধরা, পর্য্যায়ক্রমে আক্রান্ত স্থান **তীব্র বেদনা** ও **অসাড়তা**।

কার্ব্ব-সালফ্ ৩।—তরুণ বা পুরাতন রোগে (কোনও ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার না হইলে)।

আর্স-সালফ্-রুব্রাম ৬—৩০।—বৃদ্ধ বা কৃশ রোগী-দিগের পক্ষে; ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে এই বাত হইলে।

নেট্রাম-সালফ্ ১২x **চূর্ণ**।—আসন হইতে উঠিবামাত্র বা কুব্জ হইয়া বসিলে, বেদনায়।

ল্যাকেসিস্ ৬—৩০।—স্ত্রী-ধর্ম্ম রহিত হইবার পর রোগ জন্মিলে। ঘুম ভাঙ্গিয়া বেদনার বৃদ্ধি।

"কটি-পেশীবাত" রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

পুরাতন বাত

(CHRONIC RHEUMATISM) ।

ইহাতে তরুণ সন্ধিবাতের সমস্ত লক্ষণই থাকে। কেবল সন্ধিস্থান শক্ত হয়; বেদনা খুব কমই থাকে, কিন্তু আক্রান্তস্থান রস সঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠে।

চিকিৎসা :—

ক্যালি-হাইড্রো ৬, ৩০ ।—অত্যন্ত তীব্র বেদনা সহকারে পুনঃ পুনঃ রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তন, আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া থাকে এবং কঠিন হয়; রোগীর চলিবার শক্তি থাকে না; তরুণ বাতরোগের পর সন্ধির দুর্ব্বলতা; গরমীর পীড়ার জন্য গ্রন্থিবাত।

রডোডেণ্ড্রণ ৩০ ।—হাতে পায়ে ও জঙ্ঘাতে এবং হাতের মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়; স্থির থাকিলে ও বৃষ্টির পর, বেদনার বৃদ্ধি; আহার কালে ও আহারান্তে, বেদনার উপশম; রাত্রিতে (বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে) বেদনার বৃদ্ধি; বৃষ্টির পূর্ব্বে ও গ্রীষ্মকালে, পীড়ার আক্রমণ; সন্ধিস্থলে মচ্‌কানবৎ বেদনা।

ডালক্যামারা ৬ ।—বৃষ্টির পর বা জলে ভিজিয়া বা আর্দ্র স্থানে বাস হেতু এই রোগ হইলে; বিশ্রামে বেদনার বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম; থাকিয়া থাকিয়া ছিন্নবৎ বেদনা; পৃষ্ঠদেশে, বাহু ও পায়ের সন্ধিতে বেদনার আধিক্য; ঘর্ম্ম ও দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র।

গল্‌থেরিয়া θ (মুল-অরিষ্ট) ।—প্রদাহযুক্ত বাতে ২ হইতে ৫ ফোঁটা করিয়া, প্রতি মাত্রা ব্যবস্থা।

লেডাম ৩ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত, পদতল হইতে উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণশীল বাত। গা ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী বিছানার গরম সহিতে পারেন না; তরুণ বা পুরাতন বাত।

ক্যালমিয়া ৩, ৬ ।—বেদনা শরীরের উপর হইতে নীচের-দিকে নামে; আক্রান্ত অংশ অসাড়; বাত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়; দক্ষিণ অঙ্গের বাত; হৃৎপিণ্ডের বাত।

ফাইটোল্যাক্কা ৩।—আক্রান্ত স্থান ভার ও বেদনাযুক্ত এবং শীতল; গরমে, ও বর্ষায় পীড়ার বৃদ্ধি; আক্রান্ত স্থান স্ফীত ও আরক্ত।

কষ্টিকাম ৬, ৩০।—স্কন্ধদেশে, উরু ও হাঁটুতে বেদনা; বেদনার জন্য অঙ্গ সঞ্চালনের ইচ্ছা, কিন্তু সঞ্চালনে পীড়ার উপশম হয় না; স্কন্ধদেশে বেদনাবশতঃ মস্তকের দিকে হস্ত উত্তোলন করিতে অক্ষম; সন্ধ্যাকালে বেদনার বৃদ্ধি, এবং প্রাতঃকালে হ্রাস; রাত্রিতে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারেন না; অঙ্গুলির সন্ধিতে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬, ৩০।—থেঁৎলাইয়া ফেলার ন্যায় হাড়ের মধ্যে বেদনা, এবং সেই সঙ্গে সামান্য জ্বর; শীত বোধ; আক্রান্ত স্থানে অম্লগন্ধবিশিষ্ট প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম, কিন্তু ঘর্ম্ম হেতু পীড়ার উপশম হয় না; রাত্রিতে বিছানার উত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি; সময়ে সময়ে পেট কামড়ানি সহ আমময় ভেদ; প্রমেহ বা উপদংশজনিত বাত (যদি পারা বা মার্কিউরি ব্যবহৃত না হইয়া থাকে)।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা :—

হাঁটু ও পায়ের অঙ্গুলির গাঁটের বাতে।—পাল্‌স্‌ ৩০; বিশ্রামাবস্থায় রোগের বৃদ্ধি হইলে, রাস-টক্স ৩০; সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইলে, ব্রায়োনিয়া ৩০; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিগুলি আক্রান্ত হইলে, ও রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবার জন্য, সালফার ২০০ দেয়।

বক্ষঃস্থলের বাত।—ব্রায়োনিয়া, আর্ণিকা, রডোডেণ্ড্রণ, রাস-টক্স, সিমিসিফিউগা।

হৃৎপিণ্ডের বাত।—স্পাইজি, ডিজিটে, অ্যাকো, ভিরেট্রাম, ক্যাক্‌টাস্‌, ব্রায়োনিয়া।

উপদংশজনিত বাতে।—উপদংশ রোগ দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ জনিত বাতে।—মার্ক-বিন্‌-আই, অ্যাকো, পাল্‌স্‌ ও সার্সা (প্রমেহ রোগ দ্রষ্টব্য)।

কোমরের বাতে।—অ্যাকো, আর্ণিকা, সিমিসি, সিকেল, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্সেনিক, রাস, ন্যাফথেলিনাম ৩, এবং ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৩x (কটিবাত দ্রষ্টব্য)।

উরুসন্ধি-বাতে।—কলোসিন্থ, অ্যাকো, রাস্, আর্সে, সিমিসি, নাক্স, ফাইটো।

উক্ত ঔষধগুলি ৩x—৩০ ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থি-বাত বা গেঁটে বাত

(GOUT)।

গেঁটে-বাত।—শরীরের ছোট ছোট সন্ধি (small joints, যথা—পায়ের বুড় আঙ্গুলের সন্ধি) আক্রমণ করে; সম্ভবতঃ ঐ সন্ধিগুলিতে ইউরেট-অভ্-সোডিয়ম সঞ্চিত হইয়া থাকে ও শোণিতে ইউরিক-অ্যাসিড বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

অজীর্ণতা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, মাথাধরা প্রভৃতি তরুণ গেঁটেবাতের, পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সন্ধিসকল আক্রান্ত হইয়া পুরাতন গেঁটে-বাতে দাঁড়ায় ও হৃৎপিণ্ডের এবং প্রস্রাবের দোষ হয়।

চিকিৎসা :—

আর্টিকা-ইউরেন্স θ।—পাঁচ ফোঁটা উত্তপ্ত জল-সহ সেবনে, ইউরিক-অ্যাসিড ও মূত্ররেণু শরীর হইতে অপসারিত হইয়া, রোগী আরাম বোধ করেন।

কলচিকাম্ ৩। পাকাশয়ের বা হৃৎপিণ্ডের দোষ থাকিলে। আমরা এই ঔষধ প্রয়োগে অনেক স্থলে বিশেষ ফল পাইয়াছি।

অরাম-মিস্তুর ৩x।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা লক্ষণে।

স্যাবাইনা ৩x।—বাতসহ জরায়ুর দোষ থাকিলে।

পালসেটিলা ৬।—এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে বাত সরিয়া যাইলে।

অ্যাকোন, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, স্যাবাইনা (তরুণ অবস্থায়) ; অ্যামন-ফস্, ক্যাল্ক-ফস্, কষ্টিকাম, লাইকো, সাল্ফার (পুরাতন অবস্থায়)। এই ঔষধগুলি ৩—৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়। বাতের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

পথ্যাপথ্য।—অধিক পরিমাণে ঘৃত ও তৈলাক্ত এবং শ্বেতসার যুক্ত পদার্থ, মৎস্য মাংস ভক্ষণ, এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ। পুরাতন চাউলের অন্ন, অল্প দুগ্ধ, ডাল্না, ভাজা, রুটি, লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি পথ্য। গ্রন্থিবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের গরম জলপান ও সুরসাল ফল ভক্ষণ উপকারী।

পুরাতন সন্ধি-প্রদাহ

(ARTHRITIS DEFORMANS)।

বহুদিন যাবৎ সন্ধি (joints) প্রদাহিত থাকিলে, সেই সন্ধিস্থান বিরূপ (deformed) হয়—অর্থাৎ আক্রান্তসন্ধির বন্ধনী (ligaments) ঝিল্লী (membranes) ও অস্থিগুলি শীর্ণ বা বিবৃদ্ধ হয় ; এইরূপ শীর্ণতা বা বিবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, বুঝিব যে রোগীর "পুরাতন সন্ধি-প্রদাহ" ঘটিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নিদানবেত্তারা এই রোগকে "বাতিক গ্রন্থিবাত (rheumatic gout)" বলিতেন ; কিন্তু, বাস্তবিক ইহা পূর্ব্বোক্ত "বাত" বা "গ্রন্থি-বাত" রোগ নয়—ইহা একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি।

ইহার কারণতত্ত্ব অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই ; তবে পিতৃ বা মাতৃকুলে এই রোগ থাকা, আর্দ্রতা বা ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে পারে। প্রথমে, জ্বর সহ আক্রান্ত-সন্ধি লালবর্ণ হয় ; পরে, সন্ধির পর সন্ধি আক্রান্ত হয় (অর্থাৎ সন্ধিগুলি ফুলিয়া উঠে, শক্ত হয় ও নড়িলে চড়িলে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করে) এবং সন্ধির পারিপার্শ্বিক পেশীগুলি শীর্ণ হইতে থাকে, ও বিরূপ হয় ; কখনও বা রোগীর রক্তাল্পতা ঘটে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের এই রোগ নাকি অধিক হয়।

চিকিৎসা :—

রোগের প্রথম অবস্থায়—পাল্‌সেটিলা ৩x—৬, অ্যাকোনাইট ৩x—৩, ব্রায়োনিয়া ৩।

রোগ পুরাতন হইতে থাকিলে—গুয়েকাম্ ৩x—৬ বা কল্‌চিকাম্ ৬ (বিশেষতঃ জানু-সন্ধি আক্রান্ত হইলে); এবং সাল্‌ফার ৩০।

স্ত্রীলোকের এই রোগ হইলে—পাল্‌সেটিলা ৬ (এই পীড়াসহ স্বল্পরজঃস্রাবে বা রজোরোধে); স্যাবাইনা ৩ (বিশেষতঃ বহুল রজঃস্রাবে); সিমিসিফিউগা ৩ (বেদনা বা খিলধরা থাকিলে); কলোফিল্লাম্ ১x।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করা ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি পালনীয়। গরম বস্ত্র পরিধান; আক্রান্ত সন্ধিগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যার সময় গরম সেক দিবার পর কড্‌লিভার অয়েল দ্বারা মালিশ করা আবশ্যক। উত্তেজক দ্রব্য (যথা সুরা) পানাহার নিষিদ্ধ।

"বাতরোগ" ও "গ্রন্থিবাতের" চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

গণ্ডমালা

(SCROFULA)।

রক্ত দূষিত হইলে, শরীরের নানাস্থানের (যথা, গলা, ঘাড়, বগল, বা কুঁচ্‌কির) গ্রন্থি স্ফীত হয় (অর্থাৎ বীচি আওরায়)। ফুলা, লালবর্ণ, বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন বক্ষঃস্থল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হইয়া রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

পিতা মাতার গণ্ডমালা বা উপদংশ দোষ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, সুপথ্যের অভাব, প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। সুচিকিৎসিত না হইলে এই রোগ হইতে যক্ষ্মাকাস পর্য্যন্ত উৎপত্তির সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে।

চিকিৎসা :—

বেলেডোনা ৩, ৬।—প্রদাহজনিত গ্রন্থির স্ফীতি ও দপ্‌দপ্ বেদনা ; গলাধঃকরণে কষ্ট।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—চক্ষু প্রদাহ ; স্থূলোদর ; অতিসার ; কর্ণ বা গ্রন্থি স্ফীত ও পূযপূর্ণ ; নাসিকা লাল ও স্ফীত ; শিশুর মস্তিষ্ক তল্‌তলে।

সালফার ৬, ৩০।—বগলের গ্রন্থি, তালুমূল, নাসিকা ও ওষ্ঠের স্ফীতি ; হাঁটু ও অন্যান্য সন্ধিস্থল কঠিন ; কুঁচ্‌কি স্ফীত ; বালক বালিকাদিগের চক্ষুপ্রদাহ ; কর্ণে পূয ; কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ও শরীরের অন্যান্য স্থলে ফুস্কুড়ি ; শরীর রুগ্ন।

লেপিস্-অ্যাল্বাস্ (Lapis Albus) ৬।—শরীরের যে কোন স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইলে বা বীচি আওরাইলে, ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস-আয়োডেটাস্ ৩x বিচুর্ণ।—তালুমূলে ক্ষত ও প্রদাহ ; গলগ্রন্থি সকল স্ফীত, শক্ত ও কঠিন ; তালুমূলে দপ্‌দপ্ বেদনা।

সাইলিসিয়া ৬, ৩০।—গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিলে ; ফোড়া বা পূয হইবার উপক্রমে।

ব্যাসিলিনাম্ ৩০—২০০।—(সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন) বাতরোগীর পিতৃ বা মাতৃকুলে যক্ষ্মারোগ থাকিলে।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ।—গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তির গেঁটে-বাত হইলে, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইথিয়প্স-অ্যাণ্ট Æthiops Antimonials—Dr. Goullon এর মতে গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ২x—৬x চূর্ণ প্রতি মাত্রায় দুই তিন গ্রেণ করিয়া দিনে দুই বার সেব্য।

চলিবার বয়স অতীত হইল, অথচ শিশু হাঁটিতে শিখে না (পীড়ার সূত্রপাতে) :—সালফার ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, লাইকো ২০০,

বেলেডোনা ৬; সিলিকা ৩০ (হাত পা ঘামিলে, বা শরীরের উষ্ণতা সাধারণতঃ কম থাকিলে)।

অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনায় শিশুর পেটটি বড় (লম্বোদর) বোধ হইলে :—আর্সেনিক ৩০, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, সাইনা ৩x।

গ্রন্থি সমূহ আক্রান্ত হইলে :—বেলেডোনা ৩, মার্কিউরিয়াস-আয়োড ৩x, ব্যারাইটা-আয়োড ৬, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড ৩০, সিলিকা ৩০, গ্র্যাফাইটিজ ৬, বা ব্যাসিলিনাম ২০০ (সপ্তাহে এক মাত্রা মাত্র)।

অরম-মেট ৬, ফস্ফোরাস ৬, ফেরাম্ ৬, চায়না ৬, সিপিয়া ৬, আয়োডিয়াম ৬, ডালক্যামারা ৬, ব্যাডিয়াগা ১x, আর্সেনিক-আয়োড ৩০, আর্সেনিক-মেট্ ৩০, হিপার-সালফার ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস ১২x চূর্ণ, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

পথ্যাদি।—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শীতল জলে স্নান হিতকর। লেবু, মৎস্য, মাংস, রুটী ও দুগ্ধ পথ্য। শরীর ঢাকিয়া রাখা ও রোদ পোয়ান ভাল।

যক্ষ্মাকাস

(PHTHISIS OR CONSUMPTION)।

এক প্রকার জীবাণু [পরিশিষ্ট (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য] বা উদ্ভিদাণু নিঃশ্বাস সহ ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিলে, ফুস্ফুস্ শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও উহাতে ক্ষত হইতে থাকে, তাই ইহার নাম ক্ষয়কাস। কেবল ফুস্ফুস্ কেন, রোগীর যকৃৎ অন্ত্র ও মূত্র-যন্ত্রাদি মধ্যেও এই রোগ-বীজ (বা উদ্ভিদাণু) থাকে, এবং শ্লেষ্মা মল মূত্রাদি সহ নির্গত হয়; মাছি এই পীড়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যায়। খাদ্যাদির সহিতও এই রোগ-বীজ অন্ত্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করে। পিতা-মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানে বর্ত্তে। সর্ব্বদা দূষিত বায়ু

সেবন, আর্দ্র স্থানে বাস, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, রক্তাধিক্য, নিঃশ্বাসসহ ধূলিকণা শরীরে গ্রহণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব প্রভৃতি কারণে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, এই রোগ সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। প্রথমে খুস্ খুস্ করিয়া শুষ্ক কাসি হয়; সামান্য পরিশ্রমেই কষ্টবোধ, ক্ষুধামান্দ্য, বারম্বার পিপাসা, বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, নাড়ীর গতি দ্রুত, সন্ধ্যাকালে গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি, প্রচুর নিশা ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শ্লেষ্মা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে কাসি বৃদ্ধি পাইয়া পীতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসারিত হয়; সময়ে সময়ে উহার সহিত রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দুই চারি মাস এইরূপ ভুগিয়া রোগী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন; ক্রমে স্বরনালীতে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া স্বরভঙ্গ ও রক্ত উঠিতে থাকে, এবং উদরাময় ও শোথ হয়। জ্বর ও নৈশ ঘর্ম্ম এই রোগের প্রধান উপসর্গ।

চিকিৎসা :—

ব্যাসিলিনাম-টিউবার্কিউলিনাম, ৩০—২০০ রোগের সকল অবস্থাতেই ফলপ্রদ। আশা করা যায়, সময়ে ইহাই এই রোগের প্রধান ঔষধ হইবে; ডাক্তার বার্ণেট ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

এই ঔষধ প্রয়োগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ :— সকল প্রকার কাসি (প্রথমে শুষ্ক, পরে তরল। প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন); সহজেই রোগীর সর্দ্দি হয়; রোগাক্রমণ হইতেই রোগী শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণকায় হইতে থাকেন; রোগীর যন্ত্রণাদি লক্ষণ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল; দেখিতে দেখিতে রোগী শীর্ণকায় হইয়া পড়েন।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—অগ্নিমান্দ্য; অম্ল উদগার, বিশেষতঃ তৈল, ঘৃত বা মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের পর; রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি; কাসিতে কাসিতে কঠিন পূষময় শ্লেষ্মা নির্গত হয়; দুর্ব্বলতা; রক্তস্রাব; বক্ষে স্পর্শাসহ বেদনা।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস, ১২x চূর্ণ—৩০।—রোগী রক্তহীন, রাত্রি কালে প্রচুর ঘর্ম্ম ও তৎসহ হস্ত পদাদি শীতল, অল্প জ্বর সহ উদরাময়, গলা শুকাইয়া উঠা।

আর্স-আয়ড ৬।—প্রবল জ্বর সহ উদরাময়।

বেলেডোনা ৩, ৬।—শুষ্ক কাসি; বাহিরে চাপ দিলে স্বর-নালীতে বেদনা, স্বরভঙ্গ; অপরাহ্নে গাত্রতাপ বৃদ্ধি; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসিতে কাসিতে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন। (সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শয়ন করিবার সময়) বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ কাসির বৃদ্ধি।

আয়োডিয়াম ৩, ৬।—ক্ষয়কাসির সহিত গ্রন্থির স্ফীতি; উদরে বেদনা ও উদরাময়; গাত্রত্বক্ শুষ্ক ও খস্‌খসে; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; ক্ষুধার আধিক্য; তৈলাক্ত ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, দুগ্ধাদি পরিপাকে অসমর্থতা; শীঘ্র শীঘ্র শরীর ক্ষয় হওয়া।

ফস্‌ফোরাস্ ৩—৩০ (দিবসে এক মাত্রা মাত্র সেব্য)।—মৃদু ও দ্রুতনাড়ী; শুষ্ক ও উত্তপ্ত চর্ম্ম; বক্ষঃবেদনা সহ শুষ্ক কাসি; ফুস্‌ফুসে ক্ষত বশতঃ ঈষৎ হরিৎ বর্ণের দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ; প্রায়ই ঘর্ম্ম, ও উদরাময়; ক্ষীণ দেহ; থুথু সহ রক্ত উঠা; সন্ধ্যাকালে জ্বর ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ফেরাম-মেট ৩ বিচূর্ণ—৬।—ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব; হস্ত পদ স্ফীত; উদরাময়; শরীরের রক্তাল্পতা; খুস্ খুস্ করিয়া কাসি ও বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ রক্ত নির্গত হওয়া।

পাল্‌সেটিলা ৬।—রোগের প্রথম অবস্থায়, যখন অগ্নিমান্দ্য হইয়া তৈল ও চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ বা কড্‌লিভার-অয়েল পরিপাক হয় না; রাত্রিকালে কাসি ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি; অধিক পরিমাণে গাঢ় পীতবর্ণ ও তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা।

লাইকোপডিয়াম ১২, ৩০।—আমাশয় ও উদরে বেদনা; অন্ত্র ফুলিয়া মলরোধ; অগ্নিমান্দ্য; রক্তমিশ্রিত লবণাস্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন; খুস্ খুস্ করিয়া কাসিতে কাসিতে অত্যন্ত শ্রান্তি; ফুস্‌ফুসে প্রদাহ; দুর্গন্ধ উদ্গার; সামান্য আহারে উদর স্ফীত, পেট সর্ব্বদা ভুটভাট করে।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—রোগের সকল অবস্থাতে (বিশেষতঃ শেষাবস্থায় উদরাময়ে) ইহা প্রয়োগ করা যায়।

হিপার-সালফার ৩—৩০।—স্বরভঙ্গ; কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মাও রক্ত (বা পূয) স্রাব; শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট যুবক যুবতীদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ম্যালেরিয়া-অফিসিনেলিস্ ৩x।—Dr. Bowen বলেন :—যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব (অথবা যেখানকার জলাভূমিতে প্রায়ই গাছ পচে), তথাকার যক্ষ্মা-রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

নেট্রাম-আর্স ৩ বিচূর্ণ।—(প্রতিমাত্রায় তিন গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ তিন বার সেবন)। পীড়া বাড়িয়া "সবুজাভ" অবস্থায় উপনীত হইলে, ইহার প্রয়োগে প্রায়ই উপকার দর্শে। ইহা কিছুদিন সেবনের পর রোগের কিছু উপশম হইবামাত্রই, ঔষধটি বন্ধ রাখিতে হইবে।

থ্ল্যাস্-পাই ৩x (Thlaspi Bursa Pastoris ৩x)।—কাসি সহ রক্ত উঠিলে।

মিলেফোলিয়াম্ ১x—৩০।—সামান্য কাসি সহ গাঁজলা গাঁজলা রক্ত উঠিলে।

সালফার ৩০।—মাঝে মাঝে (বিশেষতঃ রোগ পুরাতন হইলে) দেওয়া ভাল।

অ্যাকোনাইট ৬, ড্রোসেরা ৬, ষ্টানাম্ ৬, ক্যাল্কেরিয়া-আর্স ৩x চূর্ণ, ব্রায়োনিয়া ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০, হ্যামামেলিস θ বা ১x, সোরিনাম ২০০, সময়ে সময়ে উপযোগী।

পথ্যাদি।—**পিণ্ডি-খেজুর** বা **বাক্স-খেজুর**, ছাগ-দুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ক্ষুদ্র মৎস্য বা ছাগ মাংসের কাথ, সুজির রুটি, মুগ, মোচা, পটোল প্রভৃতি সুপথ্য। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বাক্স-খেজুর বিশেষরূপে উপযোগী। এই পীড়ায় কড্লিভার-অয়েল (অল্প মাত্রায়) উপকারী। ইমালষান্ (বিশেষতঃ Angier's Emulsion) ব্যবহারে কেহ কেহ সুফল পাইয়াছেন, বলিয়া থাকেন। ফ্লানেল ব্যবহার না করাই ভাল; হিম বা ঠাণ্ডা লাগান অকর্ত্তব্য। রাত্রি-জাগরণ, অতিরিক্ত

পরিশ্রম ও স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করা ভাল (বিশেষতঃ যকৃতের দোষ থাকিলে); যকৃতের দোষ না থাকিলে, ছোটনাগপুর ভাল।

বহুমূত্র

(DIABETES)।

আমাদের দেশের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ধর্ম্ম সংস্কারক বিশ্ব-বিশ্রুত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন, রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, অশেষ-গুণের-আধার বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই রোগের উৎপত্তির কারণ আজও নির্ণীত হয় নাই। রোগের প্রথমাবস্থায় চর্ম্ম শুষ্ক ও খস্‌খসে, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় ক্ষুধা, দন্তমূল স্ফীত, কোষ্ঠকাঠিন্য, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, শরীরের ক্ষীণতা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বা ফাটা ফাটা ও আরক্ত, স্পঞ্জের ন্যায় মল প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে ক্ষুধামান্দ্য, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পদতল স্ফীত, দুষ্ট ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত, স্ত্রীলোকের জরায়ু কণ্ডুয়ন, পুরুষের কামেচ্ছা প্রবল, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে ফুস্‌ফুস-প্রদাহ ও ক্ষয়কাশি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। রোগী দিন রাত্রি মধ্যে ৪ হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত মূত্রত্যাগ করেন। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০২৫—১·০৫০। মূত্রে চিনি থাকিলে, রোগকে মধুমেহ কহে; চিনি না থাকিলে মূত্রমেহ কহে। মূত্রত্যাগের পর যদি উহাতে মাছি ও পিঁপড়ে বসে, তবে উহাতে চিনি আছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা :—

সিজিজিয়াম-জ্যাম্বোলিনাম ১x (ইহা কাল জামের বীজ চূর্ণ হইতে প্রস্তুত)।—রোগের সকল অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে। ইহা সেবনে মূত্রের পরিমাণ ও চিনির ভাগ হ্রাস হয়।

নেট্রাম্-সালফ্ (১২x—২০০) ও **নেট্রাম্-ফস্** (৬x—২০০) এই রোগের মহৌষধ। পীড়া যতই কঠিন হউক না কেন এই দুইটি ঔষধে চারি পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে মূত্রের শর্করা ভাগ একবারেই কমাইয়া ফেলে, এবং আরও চারি পাঁচ মাস এই ঔষধদ্বয় ব্যবহারে রোগ অনেক স্থলেই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। বিলাতের ডাক্তার সাওার এই দুইটি ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক রোগীকে আরাম করিয়াছেন; তিনি বলেন যে আজ পর্য্যন্ত একটি রোগীতেও তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই। বিশেষতঃ যাঁহাদের গেঁটে-বাত আছে তাঁহাদের পক্ষে নেট্রাম-সালফ্ বিশেষ উপকারী।

ল্যাক্টিক্-অ্যাসিড্ ৩।—বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লাম্বাম-আয়ড্ ৬x।—ইউরিক্-অ্যাসিড্গ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উপযোগী।

সিকেলি ৬।—এই ঔষধ প্রয়োগে মূত্রের শর্করা কমে।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিক ১x—৬।—স্নায়ুমণ্ডলের কোন পীড়া সহ বহুবার মূত্রত্যাগ; রাত্রিকালে কোমরে বেদনা; শরীর ক্ষয়; ধাতুদৌর্ব্বল্য; চিত্তচাঞ্চল্য।

হেলোনিয়াস্ θ—৬।—বহুল পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসহ রক্তের শুক্লাংশ (ডিম্বের মধ্যস্থিত শাদা অংশের মতন) ক্ষরিত হইলে; প্রস্রাবে শর্করা বা ফস্ফেট থাকিলে; তৃষ্ণা, অস্থিরতা, বিমর্ষভাব ও রোগী নিতান্ত শীর্ণ হইতে থাকিলে।

য়ুরেনিয়াম-নাইট্রিকাম ১x, ৩।—অপরিপাক; অতিশয় পিপাসা; কোষ্ঠবদ্ধতা; জিহ্বার আরক্ততা; নিদ্রাহীনতা; প্রস্রাব-ত্যাগ কালে জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা; চক্ষু ও নাক দিয়া পূযের মত শ্লেষ্মা পড়া; দুর্ব্বলতা।

ক্রিয়োজোট ৬, ১২, বা ৩০।—বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; অধিক পরিমাণে লালবর্ণের তলানীবিশিষ্ট বর্ণহীন মূত্র; মূত্রবেগ সম্বরণ করিতে না পারা, প্রভৃতি লক্ষণে।

এই সমস্ত ঔষধে উপকার না হইলে সিলিকা ৩—৬।

বহুমূত্র সহ শোথে, আর্সেনিক ৬, ৩০; প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা থাকিলে, ক্যান্থারিস ৩ বা টেরেবিস্থিনা ৬। গুল্‌ফদেশের স্ফীতিসহ বহুমূত্র রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইতে থাকিলে, আর্জেণ্টাম্ ৩—৩০; সিলা ১—৩, মূত্রমেহে (দিবারাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করাবিহীন প্রস্রাবে) উপকারী। কোন কোন চিকিৎসক জলসহ রাস-অ্যারোমেটিকা ও মাদার-টিঞ্চার দশ বা তদধিক ফোঁটা প্রতি মাত্রায় ব্যবহার করাইয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছেন বলেন। পতন হেতু বহুমূত্র রোগে, আর্ণিকা ৩—৩০; বহুমূত্র রোগে তন্দ্রা (coma)য়, ওপিয়াম ৩—৩০।

পথ্যাদি।—বহুক্ষণ ধরিয়া শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক স্নান করিলে, রোগীর চর্ম্মের অবস্থা ভাল হয়। নূতন চাউলের ভাত বা ময়দার রুটী, মৎস্য, চিনি, গুড়, মিষ্টদ্রব্য, ঘৃত বা বেশী তৈল দিয়া পাক করা সামগ্রী ভোজন নিষিদ্ধ। পুরাতন চাউলের অন্ন, খৈ, মধু, যবের ভূষির রুটী, ও যজ্ঞডুমুর, মোচা, মূলা, মূলাশাক, পটোল প্রভৃতি ভাজা; মাংসের যুষ; নবনীত অংশ বাদ দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ, * সুপথ্য। লেবুর রস মিশ্রিত শীতল জল ও আমলকী খাইলে, পিপাসার শান্তি হয়। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা অথবা সমুদ্রতীর হিতকর।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ই, ই, ওয়াটার্স্ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বহুমূত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।—তাহাতে প্রকাশ তিনি প্রথমে ২।৩ দিন উপবাস ও পরে পরিমিত আহার ব্যবস্থা দ্বারা ছয় জন রোগীর (১ জন আইরিশ, ২ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, ২ জন হিন্দুস্থানী, ১ জন মাড়োয়ারী) বহুমূত্র সহ চিনি-পড়া নিবারণ করিয়াছেন ও অবশেষে তাহাদের রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন।

---

* মাটা তোলা দুগ্ধ; খাঁটি টাটকা দুগ্ধ মন্থন করিয়া, তাহা হইতে মাখন ভাল করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে; এই প্রকারে মাখন-শূন্য হইলে, ঐ দুগ্ধ বা ঘোল রোগীকে দিবার উপযুক্ত হয়।

শোথ

(DROPSY)।

সমস্ত শরীরে বা অঙ্গ বিশেষে (যথা মুখে হাতে পায়ে) জল-সঞ্চয় হইলে, উহা ফুলিয়া উঠে ; ইহাকে **শোথ** বলে। মস্তক উদর বাহু প্রভৃতি শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গে শোথ হইলে, উহাকে "স্থানিক শোথ" বলে ; এবং শরীরের সর্ব্বস্থানে শোথ হইলে, উহাকে "সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ" কহে। ত্বকের নিম্নে যে শোথ হয়, তাহা প্রথমে পদতলে উৎপন্ন হয় ; ক্রমে উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপৃত হইতে পারে। প্লীহার বিবৃদ্ধি, রক্তোবৈলক্ষণ্য, ম্যালেরিয়া-জ্বর, অতিরিক্ত আর্সেনিক সেবন, পুরাতন উদরাময় প্রভৃতি রোগের শেষ অবস্থায় "শোথ" হয়। স্ফীত স্থান নরম ও টল্‌টলে হয়, অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে বসিয়া যায় ; অরুচি ; পিপাসা ; গাত্রত্বক খস্‌খসে ও শুষ্ক ; লালবর্ণের অল্প পরিমাণে মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ অসুখজনিত শোথ উৎপন্ন হইলে উহা প্রথমতঃ জঙ্ঘা ও বাহু আক্রমণ করে ; প্লীহা ও যকৃৎ পীড়ায় বহুকাল ভুগিয়া শোথ হইলে, উহা প্রথমতঃ উদর আক্রমণ করে (অর্থাৎ উদরী হয়) ; রক্তোবৈলক্ষণ্যজনিত শোথ, পায়ে হাতে ও মুখে হইতে পারে।

চিকিৎসা :—

আর্সেনিক ৬, ১২, বা ৩০।—সকল রকম শোথেই আর্সেনিক পরম উপকারী। বক্ষঃস্থলের পীড়াবশতঃ হস্ত পদ বা সর্ব্বাঙ্গীণ শোথে, এবং প্লীহা ও যকৃতাদির বিবর্দ্ধন বশতঃ উদরীতে ; দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা ; লালবর্ণের খস্‌খসে শুষ্ক জিহ্বা ; সূক্ষ্ম ও বিষমগতি-বিশিষ্ট নাড়ী ; হস্ত পদতল শীতল ; বারম্বার পিপাসা, কিন্তু অল্প জল পানেই তৃপ্তি ; বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; শয়ন করিবার সময় শ্বাসকষ্ট ; গাত্রত্বক পাণ্ডুবর্ণ।

রক্তাম্বু নিঃসরণ (oozing serum), মোমের ন্যায় চর্ম্ম, তৃষ্ণা, ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণেও আর্সেনিক বিশেষ উপকারী।

এপোসাইনাম-ক্কাথ (Decoction of Apocynum)।—শোথের (বিশেষতঃ যকৃৎদুষ্ট উদর-শোথের) একটি মহৌষধ। মাত্রা ১৫-২০ ফোঁটা প্রত্যহ দুইবার সেবনে পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অনেক স্থলেই উপকার হইয়া থাকে।

এপোসাইনাম ১x।—মস্তক ভার; দুর্ব্বলতা; সর্ব্বদাই তন্দ্রালুতা বা অস্থির নিদ্রা; মৃদুগামী নাড়ী; কোষ্ঠবদ্ধতা, কিন্তু মল কঠিন নয়; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; পেটের উপর হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ভারী বোধ, এবং বক্ষঃস্থলে যাতনা বশতঃ রোগী বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ।

এপিস্-মেল ৬।—মূত্র-বিকৃতি জনিত শোথ; আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথ; পাদশোথ (বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়); তরুণ শোথে পিপাসার অভাব বর্ত্তমান থাকিলে; প্রলাপ; ইতস্ততঃ দৃষ্টি; দাঁত কড়মড় করা; শরীরের অর্দ্ধাংশের স্পন্দন; মূত্র পরিমাণে কম, এবং মস্তকে ঘর্ম্ম; অল্প পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ, অল্প লাল মূত্র।

ডিজিটেলিস ৩x।—দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও বিষমগতি বিশিষ্ট নাড়ী; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট; মুখমণ্ডল মলিন; রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারেন না; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য; হৃৎরোগ ও মূত্রগ্রন্থির পীড়াজনিত শোথ।

অ্যাসেটিক-অ্যাসিড্ ২x।—পা অত্যন্ত ফুলিলে ও বহুল পরিমাণে তৃষ্ণা থাকিলে।

টেরেবিস্থিনা ৩।—মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাব হইলে।

হেলিবোরাস ১২ বা ৩০।—মস্তিষ্কশোথ, বক্ষঃশোথ, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, বা মূত্রবিকারের পর শোথ।

ব্রায়োনিয়া ৩—৩০।—যকৃৎ পীড়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত শোথ; গর্ভাবস্থায় পাদ-শোথ; ঘর্ম্মাবরোধ বা গাত্র-পীড়কার লোপ প্রযুক্ত শোথ; সন্ধির শোথ; শ্বাসকষ্ট; খুস্‌খুসে কাসি; বক্ষঃস্থলে বেদনা।

পাল্‌সেটিলা ৬।—স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ হেতু শোথ।

ন্যাটাম-মিউর ৬, ৩০।—কোন চর্ম্মরোগ বসিয়া যাইবার পর শোথ হইলে।

ফেরাম-মেট ৬, ৩০।—শ্যাম বা পাণ্ডুবর্ণের গাত্রত্বক; অতিশয় দুর্ব্বলতা; কোষ্ঠকাঠিন্য; আহারের পর বমনোদ্বেগ; রজোবৈলক্ষণ্য জনিত শোথ।

সময় সময় চায়না ৬, কলচিকম ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, লাইকোপডিয়াম ৩০, অ্যাকোনাইট ৬ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় স্মরণ-যোগ্য —

১। রোগীর দেহটি ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন ঠাণ্ডা বা বাতাস না লাগে।

২। প্রস্রাব বেশী হইলে শোথ কমিয়া থাকে, অতএব যথেষ্ট পরিমাণে জলপান করাইলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হইতে পারে।

৩। Sweating-Bath (daily)।—প্রত্যহ রোগীকে এমন ভাবে স্নান করাইতে হইবে যেন যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়। অগ্রে রোগীর দেহটি কম্বল দ্বারা ঢাক, পরে মস্তকে ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাইয়া ও পা দুইটি গরম জলে ডুবাইয়া দিয়া শরীরে উষ্ণ জল ঢাল এবং পুরাতন পরিষ্কার কাপড়ে গা মুছাইয়া দিয়া রোগীকে বিছানায় গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখ। সাবধান, **কোন মতে ঠাণ্ডা না লাগে**। স্নানের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে, রোগীকে খাইতে বা ঘুমাইতে দিবে না।

পথ্যাপথ্য।—তরুণ শোথে, তরুণ জ্বরের ন্যায় লঘুপথ্য; পুরাতন শোথে, পুষ্টিকর লঘুপথ্য। সদ্য-প্রস্তুত বিশুদ্ধ ঘোল* বা মানমণ্ড † উপকারী। দেশীয় কবিরাজগণের মতে জল ও লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ।

---

* টাটকা ঘোল হাঁড়িতে রাখিয়া মৃদু জ্বাল দিলে ঘোল কাটিয়া যাইবে; তখন হাঁড়ি নামাইয়া ঐ ঘোল একটু মোটা পরিষ্কার পুরাতন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, পরিষ্কার জলের মত হইবে। ঐ জল একটু একটু খাওয়াইতে হইবে।

† ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানখণ্ড টাটকা দুগ্ধে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিলে, মণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যকৃতের পীড়াজনিত শোথে, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্রব্য নিষিদ্ধ। মাংসের ঝোল সুপথ্য, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নিষিদ্ধ। রুটী সুপথ্য বটে, কিন্তু উদরাময় থাকিলে নিষিদ্ধ। শীতল জল পান করিতে দেওয়া যায়, কিন্তু মূত্রবিকার-জনিত শোথে নিষেধ; তৎপরিবর্ত্তে খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া উচিত। উষ্ণ জলে স্নান উপকারী। রোগের একটু উপশম হইলে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগের বা মসুরির ক্বাথ, মাংসের ঝোল, সজিনার ডাঁটা, মানকচু, পটোল, বেগুন প্রভৃতি পথ্য।

রক্তস্বল্পতা

(ANÆMIA)।

অপরিমিত রক্তস্রাব, শুক্রক্ষরণ, অতি রজঃ, পরিপাক-বিকৃতি, অর্শ, উপদংশ, বহুল পরিমাণে অনেক দিন যাবৎ তীব্র ঔষধাদি (বিশেষতঃ পারদ কুইনাইন, লৌহ) সেবন; কিম্বা ম্যালেরিয়া, প্লীহা-বিবৃদ্ধি, উদরাময় প্রভৃতি রোগে বহুদিন ভুগিলে রক্তের লাল-কণাভাগ কমিয়া যায় ও লবণাংশ বাড়ে; ইহাকে "রক্ত-স্বল্পতা" কহে। চক্ষু ও ঠোঁট রক্তহীন শাদাটে, সমস্ত গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ শোথ, সদা হাঁপাইয়া উঠা, অরুচি, পেটফাঁপা, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া রক্তস্বল্পতায়, নেট্রাম-মিয়ুর ৩০। স্বল্প রজঃ বা ঋতুবন্ধ হইয়া এই পীড়া হইলে, পালসেটিলা ৬ বা ফেরাম্-মেট ৩০। শ্বেতপ্রদর, শুক্রক্ষরণ, রক্তস্রাব ও উদরাময় জনিত রক্তস্বল্পতায়, চায়না ৬ বা ফস্ফরিক্-অ্যাসিড্ ৬। শোথ, উত্থানশক্তি রহিত বা জীবনীশক্তির হ্রাস অবস্থায়, আর্সেনিক ৩০; যক্ষ্মাকাসির লক্ষণ থাকিলে, ফসফোরাস্ ৬। মদ্যপানাদি অত্যাচার জনিত হইলে, নাক্সভমিকা ১x—৩০; পারদের অপব্যবহার হেতু পীড়া হইলে, নাইট্রিক্-

অ্যাসিড্ ৬ বা অরাম-মেট ৬x—৩০; কুইনাইন বা লৌহ অপব্যবহার-জনিত রক্তস্বল্পতায় গা শীত শীত করা লক্ষণে, পালস্ ৬—৩০। উল্লিখিত কোন ঔষধে ফল না পাইলে, সালফার ৩০ দুই দিন সেবন করিয়া আর দুই দিন বিনা ঔষধে থাকিতে হইবে; পরে লক্ষণ অনুসারে উল্লিখিত কোন ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। যদি তাহাতেও কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে **নেট্রাম-সাল্ফ** ৩০ ব্যবস্থা; এই ঔষধটি রোগীর প্রায় সকল অবস্থাতেই ফলপ্রদ। **ক্যাল্কেরিয়া-ফস্** ৩ ব্যবহারে ডাক্তার জর্জ রয়াল আশাতীত ফল পাইয়াছেন বলেন (vide *The Hom. World* for Dec. 1914); স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্বল্পতা সহ হরিৎ পীড়া থাকিলে, সুস্লার সাহেবের মতে ক্যাল্ক-ফস্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই গ্রন্থোক্ত "প্লীহা", "উদরাময়" "অতি রজঃ", "পুরাতন সূতিকা", "হরিৎ পীড়া", প্রভৃতি রোগ দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।—পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এমন দ্রব্য আহার, সকালে সন্ধ্যায় একটু বেড়ান, ভাল ঘরে থাকা। (সহ্য হইলে) নদীর জলে, বা ঈষদুষ্ণ জলে অল্প পরিমাণে লবণ মিশাইয়া, স্নান বিধি। কুলে-খাড়া (বা কুলেকাঁটা) শাকের ঝোল প্রত্যহ খাইলে রক্তের লাল-কণা শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং রোগী ত্বরায় রোগমুক্ত হইতে পারেন।

অর্ব্বুদ বা আব

(TUMOUR)।

শরীরের কোনও স্থানে নূতন তন্তু উপস্থিত হইয়া ফুলিয়া উঠাকে **আব** কহে। ইহার উৎপত্তির কারণ আজও নির্ণীত হয় নাই। এই রোগে কখনও আক্রান্ত স্থানে বেদনা থাকে, কখন বা থাকে না।

আব দুই প্রকার:—মৃদু প্রকৃতির ও ভীষণ প্রকৃতির।

"মৃদু প্রকৃতির আব" সমীপবর্ত্তী তন্তুর কোনও বিশেষ ক্ষতি করে না। যে অর্ব্বুদ সমীপবর্ত্তী তন্তু সকল ধ্বংস করিয়া বাড়িতে থাকে তাহাকে "ভীষণ প্রকৃতির আব" কহে।

চিকিৎসা :—

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ গণ্ডদেশে চর্ব্বিসহ আবে।

আর্সেনিক ৩x।—আক্রান্ত স্থানে বেদনা ও ধাতুবিকৃতি লক্ষণে।

চর্ব্বিযুক্ত আবে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০; জ্বালাকর আবে, হাইড্রাস্টিস্ ১x—৬; মূত্রমার্গের আবে, ইউক্যালিপ্টাস্ ৩x সেবন ও ইউক্যালিপ্টাস্ θ আক্রান্ত স্থানে বাহ্য প্রয়োগ। "কর্কট রোগের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

উপদংশ ও প্রমেহ — এই সংক্রামক ব্যাধিদ্বয়ের বিবরণ ও চিকিৎসার জন্য, "১৩। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া" অধ্যায়ে **রতিজ রোগ** (venereal diseases) অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। স্নায়ুমণ্ডলের রোগ।

মস্তিষ্ক সহ স্নায়ুকে **স্নায়ুমণ্ডল** কহে। এই স্নায়ুমণ্ডলের ভিতর কি এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে যাহার বলে হৃৎপিণ্ডাদি শরীরের সমস্ত যন্ত্র নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, যাহার প্রভাবে আমরা হাত পা নাড়িতেছি, এবং যাহার প্রভাবে আমাদের বোধশক্তি জন্মে!!

মস্তিষ্কের রোগে, শীতল ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধ্যে মধ্যে বাস করিলে উপকার দর্শে।

মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ।

তিনটি পরদা দ্বারা মস্তিষ্ক আচ্ছাদিত আছে—উহার এক একটি পরদাকে "মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী" কহে। প্রথমে "মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কাবরক-

"ঝিল্লীর প্রদাহ" চিকিৎসা সাধারণ ভাবে এক সঙ্গে লেখা হইল ; পরে, "মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ" স্বতন্ত্র বর্ণিত হইল।

লক্ষণ :—অতিশয় জ্বর ; প্রবল শিরঃপীড়া ; মস্তিষ্কের বেদনা ; প্রলাপ ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; দ্রুতগতি নাড়ী ; কপাল ও গলার ধমনী সকলের স্পন্দন ; কোষ্ঠকাঠিন্য ; বমন বা বমনেচ্ছা ; নিদ্রাশূন্যতা ; রোগের প্রারম্ভে চক্ষু-তারা সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু বর্দ্ধিতাবস্থায় প্রসারিত হয়, এবং সেই সময়ে চক্ষে আলোক সহ্য হয় না ; রোগের প্রবল অবস্থায় কখন কখন দাঁত কড়মড় করে, মাথা ঘোরে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, ও মূত্র অম্লগন্ধ বিশিষ্ট হয়।

কারণ।—পড়িয়া যাওয়া বা অন্য কোন রকমে মাথায় আঘাত লাগা ; অধিকক্ষণ রৌদ্রে ভ্রমণ, মানসিক অবসন্নতা বা উত্তেজনা প্রভৃতি এই রোগের কারণ। শিশুদিগের মধ্যে এই রোগ অধিক দেখা যায়।

চিকিৎসা।—প্রবল জ্বর, তৃষ্ণা, মৃত্যু-ভয় প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন্ ৩x। আঘাত জনিত মস্তিষ্ক প্রদাহে জ্বর থাকিলে, আর্ণিকা ৩—৬। জ্বর সহ প্রলাপ, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, চক্ষু লালবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬—৩০। বালিশে মাথা ঘসিতে থাকা বা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠা লক্ষণে, এপিস ৬—৩০। মস্তিষ্কে প্রখর বেদনা এবং সেই সঙ্গে রাত্রিকালে মৃদু প্রলাপ, **নিদ্রা ভাঙ্গিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠা**, প্রভৃতি লক্ষণে ব্রায়োনিয়া ৬, হেলিবোরস ৬, বা সালফার ৩০ ব্যবস্থেয়।

"মস্তিষ্ক-কশেরু জ্বর", "মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ" "মেরু-মজ্জাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ" ও "মেরু-মজ্জার-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ (Meningitis)।

সান্নিপাতিক জ্বরে, বা হাম জ্বরাদিতে স্ফোটক বসিয়া যাইলে কিম্বা সম্যকরূপে প্রকাশ না পাইলে, মস্তক-আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া থাকে। প্রবল জ্বর, ভুল দেখা বা বকা, গোঙ্গান, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা, জিহ্বা ও

চক্ষু লাল, জিহ্বাদির কম্পন, আক্ষেপ, চক্ষু বুজিয়া থাকা, বিড় বিড় বকা, সংজ্ঞালোপ, নিদ্রাবস্থায় **হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠা**, প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

রোগ নির্দ্দিষ্ট হইলে (বিশেষতঃ সহসা চীৎকার লক্ষণে) এপিস ৩x—২০০ প্রয়োগ করিলে, অন্য ঔষধের প্রায়ই আবশ্যক হয় না। এপিসে উপকার না হইলে, জিঙ্কাম ৩x—২০০ সেব্য। মাথা ঘাড় শিরদাঁড়া পিছন দিকে বেঁকিয়া পড়া, বা ঘাড় শক্ত, মাথা এক পাশে হেলে পড়া ও চক্ষু-স্থির লক্ষণে, সাইকিউটা ৬—৩০। মস্তকের ভিতর ছুঁচ বেধার মতন তীব্র বেদনায়, ট্যারেনটিউলা ৬।

বেলেডোনা ৩, ব্রায়োনিয়া ৩, ওপিয়াম ৩—৩০, ভিরেট্রাম-ভিরিড ১x, জেলসিমিয়াম ১x, হেলেবোরাস্ ৩, হায়োসায়েমাস ৩x—২০০, ল্যাকেসিস্ ৬, ফসফোরাস ৩ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—বাতাস খেলে এমন ঘরে রোগীকে রাখা ও দুগ্ধাদি তরল লঘু পথ্য ব্যবস্থা। এই রোগ অতি ভয়ানক, উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে রাখা উচিত। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা দশ বার জন মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক **কশেরুক-জ্বর**, "মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ", "মেরু-মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ" ও "মেরু-মজ্জার প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

শিরঃপীড়া

(HEADACHE)।

শিরঃপীড়া অন্যান্য পীড়ার লক্ষণ মাত্র।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৬—৩০।—রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায় ভয়ানক বেদনা, মনে হয় যেন মস্তিকের ভিতর হইতে সমস্ত পদার্থ ঠেলিয়া

বাহির হইবে। আধ-কপালে মাথা ধরা। সময়ে সময়ে কপাল ও রগের দপ্ দপ্ বেদনা—এমন কি চক্ষু পর্য্যন্তও ঐ বেদনায় আক্রান্ত হয়; নড়াচড়ায়, মাথা হেঁট করিলে, এবং গোলমালে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি, ও বিশ্রামকালে উপশম বোধ।

বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০।—মাথা দপ্ দপ্ করা, আলোক বা কোনরূপ শব্দ রোগী কোন মতেই সহিতে পারেন না; তীব্র বেদনা সহসা আরম্ভ হয় ও সহসা থামে।

মেলিলোটাস ১x।—রক্তসঞ্চয় জনিত (congestive) প্রবল শিরঃপীড়া, যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। শিরঃপীড়ায় রোগী অধীর হইয়া প্রাচীরে বা ভূমিতে মাথা খুঁড়িলে বা পাগলের মত প্রলাপ বকিতে থাকিলে, এই ঔষধটি দুই এক দিন ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে (অর্দ্ধ-ঘন্টা অন্তর মেলিলোটাস্ θ বা ১x সেব্য)।

জেলসিমিয়াম ৩।—শিরঃপীড়া হেতু রোগী চারিদিক অন্ধকার দেখিলে বা অন্ধবৎ হইলে।

ক্রোটেলাস ৬।—Dr. Schell বলেন যে শিঃরপীড়া হেতু রোগী নিঃশব্দে বা "ডিঙ্গি মেরে" চলিলে (অর্থাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া চলা ফেরা করা বা শব্দ করিতে করিতে বেড়ান রোগীর পক্ষে অতীব কষ্টকর)।

ইগ্নেসিয়া ৬—৩০।—ব্যস্ততা বিরক্তি বা মানসিক উত্তেজনা হেতু শিরঃপীড়া হইলে।

নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ ৬, ৩০।—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২x—১২x চূর্ণ (গরম জল সহ সেব্য)।—অসহ্য বেদনা, বেদনা মস্তকের একদেশ হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়, বেদনা সময়ে সময়ে অন্তর্হিত হয় ও আবার উপস্থিত হয়।

আর্ণিকা ৬, ৩০।—রক্তসঞ্চয় জনিত, কিম্বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত, শিরঃপীড়া; চক্ষুর পাতা ভারী বোধ; চক্ষে আঁধার দেখা বা অগ্নিকণার ন্যায় দৃষ্টি; চক্ষু লালবর্ণ, চক্ষুর জ্বালা, মস্তকের

উত্তাপ; কপালের, রগের ও গলার শিরা সকলের স্পন্দন; উচ্চশব্দ আলোক নড়াচড়া ও শয়নে পীড়ার বৃদ্ধি এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, উপশম বোধ। পড়িয়া যাওয়া হেতু পুরাতন শিরঃপীড়ায়।

ব্রায়োনিয়া ৩, ৬, ১২, ৩০।—রক্তসঞ্চয় ও বাতজনিত শিরঃপীড়া, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; মাথা ঘোরা; মাথা বেশী ভার; ঘাড় নোয়াইলে, মনে হয় যেন কপাল দিয়া মস্তিষ্কের পদার্থ সমূহ বাহির হইয়া যাইবে। কপালে ও রগে বেদনা, টিপিলে ঐ বেদনার উপশম; আধ্-কপালে (**বিশেষতঃ দক্ষিণদিকে**) বেদনা; বারম্বার উদ্গার উঠা ও পিত্তবমন; শিরঃপীড়ার পর, নাক দিয়া রক্ত পড়া। সম্মুখের কপালে বেদনা। "মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে", এরূপ উপসর্গে ব্রায়োনিয়া ৩ প্রয়োগে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায়।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।—অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার দরুণ শিরঃপীড়া; ভয়ানক শিরোবেদনা (প্রাতঃকালে); রাত্রিকালে শরীরের উর্দ্ধদিকে অতিশয় ঘর্ম্ম; খালিপেটে বারম্বার উদ্গার উঠা ও মস্তিষ্কে শীতলতা অনুভব; আধ-কপালে মাথা ধরা।

চায়না ৬, ১২, ৩০।—কাণের মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ; লালবর্ণ মুখমণ্ডল; শারীরিক দুর্ব্বলতা; বারম্বার হাই উঠা।

ইগ্নেসিয়া ৩, ৬।—দারুণ শোক পাইয়া শিরঃপীড়া; গুল্মবায়ু-গ্রস্ত রোগীদিগের শিরঃপীড়া; পেরেক বিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া; একস্থানে বদ্ধ শিরঃপীড়া।

লিলিয়াম-টিগ্রী ৬।—সমগ্র মস্তকের উপর বেদনা ও ভার বোধ; হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তকের ভার বহন করিবার ইচ্ছা; বাম কপাল হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বেদনা; প্রাতঃকালীন উদরাময় সহ মস্তকে ভারবোধ; ঋতুদোষ জন্য শিরঃপীড়া; খোলা বাতাসে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, ও সূর্য্যাস্তকালে উপশম।

নাক্স-ভমিকা ৬, ১২, ৩০।—মাথা ঘোরা; কপাল ও রগের শিরা সকলের স্পন্দন; বিদীর্ণবৎ বেদনা; বমন বা বমনোদ্যম;

কোষ্ঠকাঠিন্য ; আহারান্তে, মানসিক পরিশ্রমের পর, ও মস্তক অবনত করিলে, পীড়ার বৃদ্ধি ; বলবান্ বা রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়া ; অর্দ্ধ-শিরঃশূল যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া প্রখর বেদনা জন্মায় এবং সায়াহ্নে কমিয়া যায় ; অম্ল বা পিত্তবমন। পরিপাক-যন্ত্রের গোলযোগ হেতু বা অর্শজনিত শিরঃপীড়ায় ও মদ্যপায়ীদিগের শিরঃপীড়ায়, ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬, ১২।—পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত বশতঃ, কিম্বা অতিরিক্ত পরিমাণে তৈলাক্ত ও ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজনের পর, শিরঃপীড়া ; স্ত্রীলোকদিগের জনন-যন্ত্রের ক্রিয়াবিকার জনিত শিরঃপীড়া ; একদিকের কর্ণের পশ্চাৎভাগে তীব্র বেদনা, মনে হয় যেন পেরেক বিদ্ধ হইয়াছে।

ফস্‌ফরিক-অ্যাসিড্ ৬, ৩০।—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্য মস্তক ও ঘাড়ে বেদনা ; স্মরণশক্তির হ্রাস ; দৃষ্টিশক্তি কম হওয়া এবং কর্ণে কম শুনা।

সিপিয়া ৬, ১২, ৩০।—মস্তকে ভার বোধ এবং খোঁচা বেধার ন্যায় বেদনা ; রজোবৈলক্ষণ্য জনিত বমন (বা বমনোদ্যম) সহ শিরঃপীড়া ; কোষ্ঠবদ্ধতা। দক্ষিণ বা বাম চক্ষুর উপর বেদনা।

সিলিকা ৬, ১২, বা ৩০।—প্রবল শিরঃপীড়া বশতঃ বিবেচনা শূন্য ; প্রাতঃকালে শীতবোধ ও বমনেচ্ছা সহ চাপ-বেদনা ; মস্তকের এক পার্শ্বে ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা ; চক্ষুর উপর বেদনা, এমন কি চাহিতে পারা যায় না।

সিমিসিফিউগা ৩।—স্নায়বীয় বাতজনিত কিম্বা রজো-বৈলক্ষণ্য জনিত শিরঃপীড়া ; মস্তকে ও চক্ষুতে তীব্র বেদনা, সঞ্চালনে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, কপাল হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি ; তীব্র শিরোবেদনার জন্য চক্ষু-তারা বিস্তৃত ; প্রলাপ ও দৃষ্টিবিকার ; গুল্মবায়ুগ্রস্তা ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোকদিগের বমনসম্বলিত শিরঃপীড়া ; মদ্যপায়ী ও ছাত্রগণের শিরঃপীড়া ; নিদ্রাহীনতা।

সাইক্ল্যামেন ৩।—প্রবল শিরঃপীড়া; চক্ষুর সম্মুখে যেন নানাবর্ণ চলিয়া বেড়াইতেছে; প্রাতঃকালে ও ঋতুর সময় রোগের বৃদ্ধি

আইরিস্-ভার্স ৩।—বমন বা বমনোদ্বেগসহ দক্ষিণভাগের শিরঃপীড়া (বিশেষতঃ যকৃতের দোষ বা অধ্যয়ন জনিত হইলে)।

কেলি-বাই ৬।—একটি চক্ষুর (**বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর**) ঠিক উপরিভাগের কপালে বেদনা।

স্পাইজিলিয়া ৩।—সম্মুখ কপালে ছিঁড়িয়া-ফেলার-ন্যায় বেদনা; ঐ বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; নড়িলে বেদনার বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে হৃৎস্পন্দন অথবা অস্থিরতা; জোরে চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম; অর্দ্ধপার্শ্বিক (**বিশেষতঃ বামভাগে**) বেদনা। সূর্য্যোদয়ে বেদনারম্ভ, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি, তৎপরে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া সূর্য্যাস্তে শান্তি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩, ৩০।—দিবাভাগে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) শিরঃপীড়া; আধকপালে (**বিশেষতঃ দক্ষিণভাগে**) শিরঃপীড়া; প্রতি সপ্তম দিবসে শিরঃপীড়া; রজঃ-নিবৃত্তি কালের শিরঃপীড়া।

কিয়োন্যান্থাস-ভার্জিনিকা ১x।—বমনোদ্বেগ সহ, বা পিত্ত জনিত, শিরঃশূল। পাঁচ দশ পনর মিনিট অন্তর বা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে শিরঃপীড়া হইতে থাকিলে, ইহা উপকারী।

গ্লোনয়েন ৩।—রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ জনিত শিরঃপীড়া; কেরাণী, সম্বাদপত্রের রিপোর্টার, কম্পোজিটার প্রভৃতির (যাঁহাদিগের গ্যাস বা ইলেকট্রিক আলোর নীচে বসিয়া প্রায়ই কাজ করিতে হয় তাঁহাদের) শিরঃপীড়া।

স্যালফার ৬, ১২, ৩০।—কপালে ও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে দপ্ দপে বেদনা; মস্তিষ্কের উপরিভাগে গরম বোধ; প্রাতঃকালে উদরাময়; অর্শ হইতে রক্তস্রাবরোধ হইয়া মস্তকে রক্তসঞ্চয়বশতঃ শিরোঘূর্ণন, অথবা শিরোবেদনা।

ভিরেট্রাম-ভিরি ৩x, ৩০।—মস্তক পূর্ণ ও ভার বোধ; শিরা সকলের স্পন্দন; অচেতনাবস্থা; কাণ ভোঁ ভোঁ করা; বমন বা বমনোদ্বেগসহ উদরাময়।

পুরাতন শিরঃপীড়ায়—সালফার, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিয়ুর, কিনিনাম্-সাল্ফ্ (৩x—৩), সিপিয়া, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, নাক্স-ভমিকা, আর্স, জিঙ্কাম্, ককিউলাস প্রভৃতি ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে ফলপ্রদ।

পথ্যাপথ্য।—পীড়ার প্রথম অবস্থায় কিছু না খাওয়াই ভাল। অম্লজনিত শিরঃপীড়ায়, দুগ্ধের সহিত সময়ে সময়ে অত্যল্প মাত্রায় (গেঁড়ি ও শামুক প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত) চূণের জল মিশাইয়া পান করা ভাল। চাপিয়া ধরিলে যদি উপশম হয়, তাহা হইলে বস্ত্রখণ্ড (বিশেষতঃ আর্দ্র) মাথায় বাঁধিলে উপকার হইতে পারে।

শিরোঘূর্ণন

(VERTIGO OR GIDDINESS)।

মাথাঘোরা পীড়ায়, রোগী অনুভব করেন যেন তাহার দেহটি দুলিতেছে, অথবা তাঁহার চারিদিকের জিনিসগুলি ঘুরিতেছে; সাধারণতঃ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলে রোগী সর্ষে-ফুল বা অন্ধকার দেখেন কখনও বা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতা বা রক্তসঞ্চয় নিবন্ধন এই পীড়া জন্মে। অতিরিক্ত পাঠ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা, নেশাকরা, রাত্রি-জাগরণ, মস্তিষ্কে আঘাত, অজীর্ণতা, মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড বা মূত্র-গ্রন্থির রোগ প্রভৃতি কারণেও এই রোগ জন্মে। মাথা ঘোরা অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র; মূল রোগের চিকিৎসা করিলেই ইহাও আরোগ্য হয়।

১। স্নায়বিক শিরোঘূর্ণন মস্তিষ্কের বহুবিধ রোগ বিশেষতঃ আব জন্মান হেতু মাথাঘোরায়, কফিয়া ৬, নাক্স-মস্কেটা ১x—৩, ইগ্নেষিয়া ৩, জিঙ্কাম্ ৩—৬, থিরিডিয়ন ৩০ (বমন বা বমন ইচ্ছায় শিরোঘূর্ণন, সামান্য নড়াচড়ায় বা চক্ষু বুজিলে বৃদ্ধি), অ্যাম্‌ব্রা ৩।

২। অক্ষির পীড়াবশতঃ শিরোঘূর্ণন—চক্ষুর অধিকক্ষণ আকর্ষণ বা প্রসারণ (strain) হেতু শিরঃপীড়ায়, রুটা ১—৩, চক্ষুতারা ও চক্ষু পেশীর সঙ্কোচনে, ফাইসস্‌টিগ্‌মা θ—৩।

৩। কর্ণরোগবশতঃ শিরোঘূর্ণন—কষ্টিকাম ৬—৩০, জেল্‌সিমিয়াম্ ৩x—৩০, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ ৩x—৩০।

৪। পাকাশয় বা অন্ত্রের গোলযোগ হেতু শিরোঘূর্ণন—নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০ প্রধান ঔষধ।

৫। রক্তস্বল্পতা জনিত শিরোঘূর্ণন সচরাচর প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় ও ইহাতে মাথা ধরা প্রায় থাকে না। আহারাদির পর মাথাঘোরা কমে, ও পরিশ্রমের পর বাড়ে। ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, লাইকোপোডিয়াম ১২, বা সিলিকা ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহার, ও অত্যধিক পরিশ্রম বর্জ্জন হিতকর।

৬। রক্তাধিক্য জনিত শিরোঘূর্ণন প্রায়ই প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় না, ও সচরাচর ইহার সহিত শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে, আহারের পর মাথা-ঘোরা বাড়ে ও শ্রমাদির পর কমে। বেলেডোনা ৩x—৩০, নাক্স-ভমিকা ৩—৩০, আর্ণিকা ৩, নেট্রাম-মিয়ুর ১২x চূর্ণ—২৮০, বা ল্যাকেসিস্ ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। লঘুপথ্য ও নিয়মিত পরিশ্রম হিতকর। মস্তক অবনত কালে মাথা ঘুরিলে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—২০০, ব্রায়োনিয়া ৩—৩০, বা সিপিয়া ৬—২০০।

মাথা ঘুরিয়া সাম্‌নেরদিকে পড়িলে—স্পাইজিলিয়া ৩—৩০, সাইকিউটা ৬।

মাথা ঘুরিয়া পিছনদিকে পড়িলে—ব্রায়োনিয়া ৬—৩০, নাক্স-ভমিকা ৩x—২০০, রাস-টক্স

মাথা ঘুরিয়া পার্শ্বদিকে পড়িলে—সালফার ৩০।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—উত্তেজক দ্রব্যাদি আহার নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শীতল জলে স্নান, সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকর আহার বিধেয়।

শিরার্দ্ধশূল

(HEMICRANIA)।

মানসিক অতি-পরিশ্রম, প্রস্রাবের দোষ, বাত, ধাতুদোষ প্রভৃতি কারণে "আধ-কপালে-মাথাবাথা" রোগ জন্মে। প্রুণাস-স্পাইনোসা (Prunus Spinosa) ৩—৬, এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩x—২০০, প্ল্যাটিনা ৬, পাল্‌স্‌ ৬, সিলিকা ৩০ কপালের দক্ষিণভাগের বেদনায় ফলপ্রদ ; এবং স্পাইজেলিয়া ৩—৩০ ও থুজা ৬—২০০ কপালের বামভাগের ব্যথায় উপকারী। ডাক্তার কাউপারথোয়েট নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবনের পরামর্শ দেন :— ডিউবয়িসিন ৪x, ভিরেট্রাম-ভির ৩x, ইপিকাক ৩০, ষ্ট্রিকনিয়া ৩০, অ্যাট্রোপিন ৪x বা ৩০, হায়োসিয়ামিন-হাইড্রোব্রোমেট ৪x চূর্ণ, ও ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা θ বা ৩x। "শিরঃপীড়ার" ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

রোগ আক্রমণকালে দারুণ যন্ত্রণা হইলে, জেলসিমিয়াম্‌ ১x—৩, আইরিস্‌ ১x—৩০ কিওন্যানথাস্‌ θ—২x ও স্যাঙ্গুইনেরিয়া θ প্রভৃতি ঔষধ ফলপ্রদ। অন্ধকার ঘরে শয়ন ও তরল পদার্থ আহার বিধেয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। শীতল বা অত্যুষ্ণ জলপটি মস্তকে, কিম্বা সরিষার গরম পুল্টিস ঘাড়ে ও পিঠে, দিলে আশু উপকার হইতে পারে। ব্রোমাইড বা আফিং ঘটিত ঔষধ বা জোলাপ প্রভৃতি দিলে, অপকারের সম্ভাবনা। প্রস্রাবের দোষ থাকিলে, উহার প্রতীকার করিলেই এই রোগ নিবারিত হইতে পারে ["মূত্র-যন্ত্রের পীড়া" চয় দ্রষ্টব্য]।

অনিদ্রা

(SLEEPLESSNESS)।

ইহা অনেক সময়ে অন্যরোগের লক্ষণ মাত্র। মস্তকে রক্তাধিক্য ও পা ঠাণ্ডা হওয়া, অতি ভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত চা বা কাফি পান, কোষ্ঠবদ্ধ থাকা, মানসিক উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে অনিদ্রা ঘটে।

চিকিৎসা:—

কফিয়া ৬, ১২।—এই রোগের প্রধান ঔষধ ; বিশেষতঃ মন যে কোন কারণে উত্তেজিত হইলে।

ইগ্নেষিয়া ৩—৩০।—দুঃখ, মনস্তাপ প্রভৃতি কারণে নিদ্রা না হইলে।

ক্যামোমিলা ১২।—দন্তোদ্গমকালে শিশুর অনিদ্রা।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—রাত্রি দুই তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম হয় না, পরে নিদ্রা ; অতিভোজন বা কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অনিদ্রা ; অধ্যয়ন বা নেশাকরা অথবা অজীর্ণতা কিম্বা ক্রিমি জনিত অনিদ্রা।

পালসেটিলা ৬, ৩০।—রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে নিদ্রা।

সাইনা ২x—২০০।—ক্রিমি জনিত অনিদ্রা।

অরাম ৬ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬।—উপদংশ বা পারদ সেবন জনিত অনিদ্রা।

চায়না ৬, ৩০।—রক্তস্রাব বা ভেদ হওয়া হেতু দুর্ব্বলতা জনিত অনিদ্রা ; চা-পান জন্য অনিদ্রা।

ল্যাকেসিস্ ৬—৩০।—নিদ্রাভঙ্গের পরই যে কোন রোগের বৃদ্ধি।

প্যাসিফ্লোরা-ইনকারনেটা θ।—অনিদ্রার একটি

মূলারিষ্ট . মূল অরিষ্ট এক ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা প্রতি মাত্রা।

অ্যাকোনাইট, ওপিয়াম, সাইপ্রিপিডিয়াম, কেলি-ব্রোমেটাম, আর্স, কেলি-আয়ড্, ক্যাম্ফার প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা। রক্ত-সঞ্চয় জনিত অনিদ্রায়, ফেরাম-ফস ৩০ দীর্ঘকাল সেব্য। সাফলার ৩০, রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অনিদ্রা।

আনুষঙ্গিক উপায়।—শয়নের পূর্ব্বে মুখ, কপাল, ঘাড়ের পশ্চাদ্ভাগ, কর্ণ ও পদদ্বয় শীতল জলে ধুইয়া, এবং আর্দ্র বস্ত্র (বা গরম জল) দিয়া সমস্ত শরীরটি মুছিয়া ফেলিলে, বা শীতল বায়ুতে খানিক বেড়াইলে, নিদ্রার সুবিধা হইতে পারে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, মাদকাদি সেবন, বা খুব উঁচু বালিসে মাথা রাখিয়া শয়ন, পরিত্যজ্য।

কুম্ভকর্ণ-রোগ বা ঘোর নিদ্রা

(SLEEPING-SICKNESS)।

এই ভীষণ পীড়া আফ্রিকা খণ্ডের কোন কোন স্থান জনশূন্য করিয়া ফেলিতেছে; এ দেশেও কখন কখন ঘোর নিদ্রাবিষ্ট রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। গ্লসিনা (Glossina) নামক এক প্রকার মক্ষিকার দংশনে নাকি প্রথমে জ্বর, শীর্ণতা, অবসন্নতা, প্লীহার বিবৃদ্ধি, হস্ত-কম্পন, বাক্যের জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হয়; পরে তন্দ্রা ও গভীর নিদ্রা, এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ—রোগী কয়েক দিন ধরিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন, তখন তিনি জীবিত কি মৃত স্থির করা দুঃসাধ্য। অনেকে বলেন ইহা ম্যালেরিয়া-রোগ বিশেষ; মক্ষিকা দ্বারা ইহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এবং এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে, নীত হয়; তজ্জন্য তাঁহারা বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে বলেন।

চিকিৎসা।—ক্লোরাল-হাইড্রেট ২x বিচূর্ণ ৪ গ্রেণ, জলসহ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবহেয়। দুই এক সপ্তাহ সেবনে কিছু উপকার বোধ হইলে, ২x এর পরিবর্ত্তে ৩x দিতে হইবে। বেশ উপকার বুঝা গেলেই,

ঔষধটি বন্ধ করা আবশ্যক। ক্লোরালে কায না হইলে, লক্ষণানুসারে ওপিয়াম্, নাক্স-মস্কেটা, এপিস, আর্সেনিক, হেলেবোরাস্, ল্যাকেসিস্, ক্যানা, কেলি-ব্রোম, মস্কাস্, সালফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা।

বুকচাপা স্বপ্ন

(NIGHTMARE)।

বুকের উপর যেন কোন ভারি জিনিস চাপান রহিয়াছে এইরূপ কষ্টকর স্বপ্ন দেখাকে, "বোবায় ধরা" বা "বুক চাপা" রোগ বলে; স্বপ্নাবস্থায় রোগীর কথা কহিবার বা নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য থাকে না, চীৎকার করিয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে রোগী কতকটা সুস্থ বোধ করেন।

চিকিৎসা।—কেলি-ব্রোমেটাম ১x (অথবা পিয়োনিয়া ২x) শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সেবন করিলে উপকার দর্শে। আহারের দোষে রোগ হইলে, নাক্স-ভমিকা ৬; রক্ত-সঞ্চয় জন্ত রোগে, ফেরাম্-ফস্ ৬x। অতিমাত্রায় ভোজন, বা উত্তেজক দ্রব্য পানাহার, এবং চিৎ হইয়া নিদ্রা যাওয়া, পরিত্যজ্য।

গুল্ম বা মূর্চ্ছাগত বায়ু

(HYSTERIA)।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুল্মবায়ু এবং হিষ্টিরিয়া একই রোগ নহে; তবে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ স্নায়বীয়-বিকার জন্ত এই রোগ জন্মে। সে কারণে পেটফাঁপা; কষ্টকর ঢেঁকুর বা হিক্কা; দারুণ শ্বাসকষ্ট ও শ্বাস প্রশ্বাসে উচ্চ শব্দ; স্বরভঙ্গ; পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত গোলার ন্তায় একটি পদার্থ উঠিতেছে এইরূপ অনুভব; মস্তকে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে; হিষ্টিরিয়াতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ হয় না। অনেক স্থলে

জরায়ু বা ডিম্বকোষ বিকৃতির জন্য এই রোগ হয়। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের, এবং কখন কখন পুরুষদিগের মধ্যেও, এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছাবেশ কালে, ক্যাম্ফার বা মস্কাস্ θ রোগীর নাকের নিকট ধরিলে (বা মস্কাস ৩ সেবন করাইলে) শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার চৈতন্য হইতে পারে। সুস্থাবস্থায় লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ দিলে পীড়ার উপশম সম্ভাবনা :—রোগী সদাই বিষাদযুক্ত, অস্থির, নিয়মিত সময়ের মধ্যে অধিকদিন স্থায়ী অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব, অথবা একে-বারে রজোরোধ হইয়া গর্ভাশয়ে রক্তসঞ্চয় জনিত হিষ্টিরিয়া-রোগে, প্লাটিনা ৬ বা ৩০ (যে সকল স্ত্রীলোক শোক দুঃখাদি সকলের নিকট প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্লাটিনা বিশেষ উপযোগী)। পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত গোলার ন্যায় একটা পদার্থ উঠে এইরূপ অনুভব ; সেই সঙ্গে শ্বাসরোধ ; ঢোঁক গিলিতে অসমর্থ ; আক্ষেপ বা খেঁচুনি, মস্তকের উপরিভাগ উত্তপ্ত ; চক্ষু ছল ছল করা ; একবার প্রফুল্লতা, একবার বিমর্ষভাব লক্ষণে, ইগ্নেসিয়া ৬ বা ৩০ (যে সকল স্ত্রীলোক মনের ভাব গোপন রাখেন তাঁহাদের পক্ষে ইগ্নেসিয়া বিশেষ উপযোগী)। রজোলোপ হইয়া বা বাধক পীড়ার দরুণ হিষ্টিরিয়া হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬, স্যাবাইনা ৬, সিপিকা ৩০ বা ককিউলাস ৬। পেটের মধ্য হইতে গলা পর্য্যন্ত একটি পদার্থ উঠা ; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইয়া পেটফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাসাফিটিডা ৬। জরায়ু বিকৃতি হেতু হিষ্টিরিয়া রোগে—মানসিক অস্থিরতা, উগ্রতা, অথবা নৈরাশ্য, বামপার্শ্ব বা বাম স্তনের নিম্নে বেদনায়, সিমিসিফিউগা ৩। মূর্চ্ছাবেশ কালে প্রলাপ এবং বিরামকালে বিবিধ প্রকার অসুখ থাকিলে, ভেলেরিয়ানা ৩। গলায় বা তলপেটে বেদনা ; অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব ; স্বরভঙ্গ ; বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে, কষ্টিকাম্ ৬। বেলেডোনা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, নাক্স-মস্কেটা ২x, হায়োসায়েমাস ৬, অরাম-মেট ৬, ট্যারেণ্টুলা ৬, ও জিঙ্কাম-ফস্ ৩ সময়ে সময়ে প্রয়োগ হয়। হিষ্টিরিয়া-ফিট হইবামাত্রেই রোগীর পরিধেয় বস্ত্র ঢিলা করিয়া মুখে শীতল জল ছিটাইয়া দেওয়া উচিত, ও তাঁহার নিকট যেন কেহ সহানুভূতি প্রকাশ না করেন। "স্ত্রীরোগ"

অধ্যায়ে "মূর্চ্ছা" ও "জরায়ুজ-মূর্চ্ছা" দ্রষ্টব্য। হিষ্টিরিয়া রোগীর পক্ষে শীতল স্থানে বাস করা হিতকর; কাশী প্রভৃতি স্থানও ভাল।

সন্ন্যাস

(APOPLEXY)।

সুস্থাবস্থায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সময় সহসা পড়িয়া গিয়া সম্যক্ বা আংশিকরূপে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, তাহাকে **সন্ন্যাস** বলে। তিনটি কারণে ইহা ঘটে :—(১) মস্তিষ্কে রক্তবহা নাড়ীসমূহে রক্তাধিক্য বশতঃ, (২) মস্তিষ্কে রক্তবহা নাড়ী ছিন্ন হইয়া অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ জন্য, (৩) হঠাৎ মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইলে। এই পীড়া কখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, আবার কখন কখন বা হঠাৎ আরম্ভ হয়। রোগী সুস্থ আছেন সহসা পড়িয়া গিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও সঞ্চরণ-শক্তি হারান, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস বা রক্ত-সঞ্চলন ক্রিয়ার লোপ পায় না; পূর্ণ, মৃদু ও দ্রুত নাড়ী; চক্ষু-তারা বিস্তৃত—অথবা একটি বিস্তৃত, অপরটি সঙ্কুচিত; অর্দ্ধাঙ্গে বা সর্ব্বাঙ্গে খেঁচুনি; মুখ একদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার কখনও কখনও রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কয়েকদিন মস্তক অবনত করিলে বমনেচ্ছা, মূর্চ্ছাভাব, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের উপরিভাগে গরম বোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের পরিমাণ হ্রাস, চিত্তচাঞ্চল্য, প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর এক প্রকার সন্ন্যাস রোগে (অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত রোগে)—মাথা ভার, নাক দিয়া ঘড় ঘড় করিয়া রক্ত পড়া, তন্দ্রাবেশ, কাণের ভিতর এক প্রকার শব্দ অনুভব, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, কোন কোন অঙ্গের অবশতা, বমনেচ্ছা, চলচ্ছক্তির অভাব, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মদ্যপানাদিজনিত অত্যাচার, অপরিমিত পান ভোজন, স্কন্ধদেশে ভারী বস্তুর চাপ, বক্ষঃ প্রশস্ত ও গ্রীবা ক্ষুদ্র, অতিশয় মানসিক চিন্তা, রজোরোধ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য, প্রভৃতি কারণেও সন্ন্যাস রোগ জন্মে।

চিকিৎসা :—

লরোসিরেসাস ১x।—সন্ন্যাস রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ যদি হঠাৎ রোগ উপস্থিত হয়।

অ্যাকোনাইট ১x।—পূর্ণ, দ্রুত ও সবল নাড়ী; গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্যের জড়তা।

আর্ণিকা ৬।—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মস্তকে রক্ত সঞ্চয়।

বেলেডোনা ৬।—চৈতন্য-লোপ; বাক্যরাহিত্য; মুখমণ্ডল আরক্তিম ও স্ফীত; মস্তক ও গ্রীবার রক্তবহা-শিরা সকলের স্পন্দন ও স্ফীতি; মুখমণ্ডল ও হস্ত পদের আক্ষেপ; চক্ষু-তারার বিস্তার; মূত্ররোধ বা অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—বৃদ্ধলোকদিগের রোগে; জিহ্বা আক্রান্ত হইলে; দক্ষিণ অঙ্গের পক্ষাঘাতে।

হায়োসায়েমাস ৩x—৬।—অসাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ লক্ষণে।

ওপিয়াম ৬, ৩০।—তন্দ্রা বা গাঢ় নিদ্রা (সংজ্ঞারহিত); পূর্ণ বা মৃদু নাড়ী; বিষম শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস; মুখমণ্ডল স্ফীত, গাঢ় বা কৃষ্ণাভ লালবর্ণ; অর্দ্ধনিমীলিত-চক্ষু বা চক্ষু-তারা বিস্তৃত; হস্ত পদ শীতল; রক্তবহা-শিরা সকল হইতে রক্তস্রাব। কোন উপকার না পাওয়া পর্য্যন্ত এই ঔষধটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া আবশ্যক।

নাক্স-ভমিকা ৬, ১২, ৩০।—মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় জনিত সন্ন্যাস রোগে, মস্তক হইতে রস বা রক্ত ক্ষরিত হইলে; অতিরিক্ত আহার, মদ্যপান বা রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অত্যাচার জনিত সন্ন্যাসে।

চেতনা প্রাপ্তির পর রোগীকে আর্ণিকা ৩ কয়েকবার দেয়।

মাত্রা।—প্রবল অবস্থায় ২০।৩০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ দেয়। সন্ন্যাস রোগের পর পক্ষাঘাত দাঁড়াইলে, কষ্টিকাম ৬, কিউপ্রাম ৬, ককিউলাস ৬, সালফার ৩০, প্লাম্বাম ৩০ ও জিঙ্কাম ৬x—৬ ব্যবহার্য্য।

হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩x, আর্জেন্টাম্ ৬, ভিরেট্রাম্-ভির ১x—৬ প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। ঔষধে কোন বিশেষ উপকার না হইলে, তাড়িৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাদি।—অন্ন, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল সুপথ্য। চা, কাফি, মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় এবং মাংস, ও ঘৃত বা গরম মসলা দ্বারা পাক করা খাদ্য, নিষিদ্ধ। (রোগাবেশকালে) হস্ত পদ শীতল হইলে গরম জলের সেক, মস্তকে শীতল জলের পটী, ও পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রোগীর নিকট বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালনের যেন ব্যাঘাত না ঘটে।

অপস্মার বা মৃগী রোগ

(EPILEPSY)।

হঠাৎ চৈতন্যলোপ হইয়া রোগী ভূমিতে পড়িয়া যান। কোন কোন রোগীর রোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাথা ঘোরা; মাথা ব্যথা; মনে হয় মাথার ভিতরে কীট চলিয়া বেড়াইতেছে; অস্পষ্ট দৃষ্টি; কাণ ভোঁ ভোঁ করা; গাত্রবেদনা; সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন রোগী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পড়িয়া যান। রোগ আরম্ভ হইলেই সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ; গ্রীবা কঠিন ও বক্র হয়; চক্ষু-তারা নিম্নে বা উর্দ্ধে উঠে; হস্তের অঙ্গুলি সকল কুঞ্চিত হয়; বুক ধড়্ ফড়্ করে; মুখমণ্ডল প্রথমে পাণ্ডুবর্ণ, পরে রক্তবর্ণ হয়; মুখে ফেনা উঠে; হাত পা ছুড়িতে থাকে; শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম নির্গত হয়। বিশ ত্রিশ মিনিটের পর উপসর্গ কম পড়িলে, রোগী নিদ্রাভিভূত হয়। দীর্ঘকাল এই রোগে ভুগিলে, ক্রমে মানসিক প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া উন্মাদগ্রস্ত বা সর্ব্বাঙ্গীণ পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইতে পারে।

রোগ নির্ব্বাচন।—গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) রোগে মৃগী রোগের ন্যায় একেবারে চৈতন্য লোপ হয় না, বা রোগাবেশের পূর্ব্বে রোগী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠেন না; **সন্ন্যাস** রোগে, মৃগী রোগের ন্যায় অবিরত আক্ষেপ থাকে না; এবং **মৃগী রোগে,** সন্ন্যাস রোগের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাসে শব্দ থাকে না।

চিকিৎসা।—রোগীর জিহ্বা বাহিরে থাকিলে, উহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত। দাঁতকপাটী গেলে, উহা ছাড়াইয়া দিয়া দাঁতের মধ্যে একটা কর্ক (ছিপি) বা এক টুক্‌রা নরম কাঠ অথবা একটী ন্যাকড়ার পুঁটুলি লাগাইয়া রাখা বিধেয়। রোগীকে ঘন ঘন বাতাস করিবেন এবং এমিল-নাইট্রেট θ নাকের নিকট ধরিবেন। কেলি-মিয়ুর ১২x, কেলি-ফস ১২x চূর্ণ, ও কেলি-সাল্‌ফ ১২x চূর্ণ এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ (রোগী সহজ অবস্থায় থাকিলে, লক্ষণানুসারে উল্লিখিত ঔষধত্রয় প্রয়োগ করিতে হয়)।

ইনান্‌থি-ক্রোকেটা ৩x, বয়স্ক ব্যক্তিদিগের তরুণ আক্রমণে প্রথমে দেয় (বিশেষতঃ প্রবল খেঁচুনি, আড়ষ্ট ভাব ও মুখ দিয়া গাঁজা ভাঙ্গা লক্ষণে)। পুরাতন মৃগীরোগে, বিউফো ৬। কিন্তু শিশুদের তরুণ আক্রমণে, সাইকিউটা ৬; রোগ পুরাতন হইলে, ওপিয়াম ৩০।

অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়া, প্রচণ্ড খেঁচুনি বা তড়কা; দেহ নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া; শ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে কেলি-সিয়ানেটা ৩।

শোক, ভয়, আত্মগ্লানি, বা কোন রকম বিরক্তিজনিত তরুণ রোগে চৈতন্য থাকিলে, ইগ্নেষিয়া ৬। চক্ষুর তারা বিস্তৃত; স্থির ও তীব্র-দৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু; চীৎকার করিয়া হঠাৎ জ্ঞান লোপ বশতঃ পড়িয়া যাওয়া; মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া লক্ষণে, অ্যাসিড্‌-হাইড্রো ৩x।

রোগের ঘন ঘন আক্রমণে (**তরুণ রোগ**) কেলি-ব্রোমাইড্‌ ৮।১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২।৩ বার প্রয়োজ্য (কিন্তু দীর্ঘকাল যেন এই ঔষধটি ব্যবহৃত না হয়)। উজ্জ্বল লালবর্ণ চক্ষু; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; চক্ষু-তারা বিস্তৃত; অন্তরে দাহ; আলোক অসহ্য হওয়া; চমকিয়া উঠা

প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত তরুণ রোগে, বেলেডোনা ১x। অত্যন্ত খেঁচুনি ও মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইলে, কিউপ্রাম-অ্যাসেটিকাম্ ৩x বিচূর্ণ। রোগ **পুরাতন** হইলে,—কেলি-হাইড্রো ৬, বিউফো ৬, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, জিঙ্কাম্-ফস্ ৩, সিলিকা ৩০, প্লাম্বাম ৩০, বা সালফার ৩০। ক্রিমি জন্য পীড়া হইলে, সাইনা ২x, স্যাণ্টোনাইন ১x বিচূর্ণ, বা টিউক্রিয়াম ৬। ধাতুদৌর্ব্বল্যজনিত মৃগী-রোগে—অ্যাসিড্-ফস্ ৬, ফস্ফোরাস্ ৬, চায়না ৬, বা ফেরাম ৬। ভয় জন্য মৃগী রোগ হইলে, ওপিয়াম ৩০, বা অ্যাকোনাইট ৩x।

উত্তেজক খাদ্য ও সকল রকম নেশা পরিত্যজ্য। লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

ধনুষ্টঙ্কার

(TETANUS)।

এই রোগে শরীর ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে সেই স্থানে ধুলা সহ এক প্রকার জীবাণু ["পরিশিষ্ট (গ), (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য] প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মে। ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তারেরা এই রোগ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন:—স্বয়ম্ভূত ও আভিঘাতিক। রক্ত দূষিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হইলে, যে ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন হয় তাহা "স্বয়ম্ভূত ধনুষ্টঙ্কার"; শরীরের কোন অংশে দারুণ আঘাত লাগিয়া আহত স্থানে স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ যে ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহা "আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার"। কিন্তু ডাক্তারদের এ ধারণা বোধ হয় ভুল, কেন না কোন স্থান কাটিয়া না গেলে এ রোগ জন্মে না। প্রথমে ঘাড় শক্ত, গলার মধ্যে বেদনা, চোয়াল বন্ধ; রোগীর মুখ হর্ষযুক্ত দেখায়; মুখমণ্ডলের পেশীসকল শক্ত হইয়া আক্ষেপ বা খেঁচুনি আরম্ভ হয়; মুখমণ্ডল যাতনাব্যঞ্জক; রোগী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন; অবশেষে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সমস্ত শরীর ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া পড়ে। কোন কোন রোগী সম্মুখভাগে, আবার কোন কোন রোগী পশ্চাদ্ভাগে বক্র হন। এই রোগ সকল বয়সেই

হইতে পারে। রোগীর প্রস্রাবে এক প্রকার জীবাণু পাওয়া যায়, তাহারাই নাকি এই রোগের প্রকৃত কারণ।

চিকিৎসা।—স্বয়ম্ভুত ধনুষ্টঙ্কারে প্রবল আক্ষেপ না থাকিলে হাইপেরিকাম্ θ—৩০, নাক্স-ভমিকা ১x, ষ্ট্রিকৃনিয়া ৬x চূর্ণ, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩, ইনান্থি ৩x, আর্ণিকা ৩ এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পীড়ার সূচনা হইলেই হাইপেরিকাম ১x; অনেকে উভয়বিধ ধনুষ্টঙ্কারেই ইহা ব্যবহারে আশানুরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, (বিশেষতঃ আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কারে)। যৎসামান্য চাপে বেদনা অনুভব লক্ষণে, আর্ণিকা ৩; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, ইনান্থি ৩x; আক্ষেপকালে শীত ও ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইলে, অ্যাকোনাইট-র্যাডিক্স ১x। (আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার রোগে) থামিয়া থামিয়া আক্ষেপ,ও রোগী পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়িলে, নাক্স-ভমিকা ৬। (অভিঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কারে) দুর্নিবার প্রবল আক্ষেপ থাকিলে, অ্যাসিড-হাইড্রো ৩। রোগীর সর্ব্বশরীর শক্ত হইলে, ফাইসস্টিগমা ৩। দেহ শক্ত, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা, অচৈতন্য, অঙ্গবিকৃতি, অনেকক্ষণ অন্তর আক্ষেপ (স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি), শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া, ও পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়িলে, সাইকিউটা-ভিরোসা ৬। আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কারে চৈতন্য থাকিলে এবং শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইলে অথবা সর্ব্বশরীর একবার নরম একবার শক্ত হওয়া উপসর্গে, নাক্স ভমিকা ৩x; আহত স্থানে ক্যালেণ্ডুলা-লোশন (এক আউন্স জলে এক ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা θ মূল-আরক) প্রয়োগ। মেরুদণ্ডের উপর বরফ প্রয়োগ করা যায়। বালরোগে "শিশু-ধনুষ্টঙ্কার" দ্রষ্টব্য।

মাত্রা।—রোগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইবা মাত্রই, ২০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ দেয়।

দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ঝোল প্রভৃতি তরল লঘু পথ্য ব্যবস্থা। রোগীর বিছানা যেন মাটিতে করা হয় (খাট তক্তাপোষ প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলে, বিপদের আশঙ্কা)।

জলাতঙ্ক

(HYDROPHOBIA)।

পাগলা কুক্কুর, শিয়াল, নেকড়ে বাঘ বা বিড়ালে কামড়াইলে এই রোগ উপস্থিত হয়। ইহাদের দাঁত ও নখ দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইয়া সেই স্থানে লালা সংলগ্ন হইলেই, দেহ মধ্যে বিষ প্রবেশ করে। দংশন মাত্রেই রোগ উপস্থিত হয় না। ১৭।১৮ দিন পর্য্যন্ত প্রায় কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কাপড়ের উপর কামড়াইলে, লালা কাপড়ে লাগিয়া যায় বলিয়া রোগ হইবার তত আশঙ্কা থাকে না। দংশনের ১৭।১৮ দিন পরে ক্ষত স্থানে সামান্য প্রদাহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল চুলকাইতে থাকে; ক্রমে অস্থির-চিত্ত; খিট্‌খিটে স্বভাব; রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শন, গলার পেশী সকল সঙ্কুচিত হইয়া ঘাড় শক্ত; কোন তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট; শ্বাস-ক্লেশ; জল বা জলীয় পদার্থ দর্শন মাত্রেই রোগী ভয় পান এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মেরু-মজ্জা ও মস্তিষ্কের পদার্থ সমূহের নানা ভাবান্তর ঘটে।

চিকিৎসা।—দংশন করিবামাত্রই ক্ষত স্থানের উপর বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। পরে যাঁহার দাঁতের গোড়ায় কোন পীড়া নাই, তিনি ঐ ক্ষত স্থান চুষিয়া কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত বাহির করিয়া দিবেন। তাহার পর লৌহদণ্ড পোড়াইয়া ঐ স্থানের উপর চাপিয়া ধরা, বা কার্ব্বলিক-অ্যাসিড্ অথবা নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ দ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া দেওয়া, এবং মাসাধিককাল প্রত্যহ ভাপরা লওয়া ও প্রতিদিন দুই তিন বার করিয়া কিয়ৎপরিমাণে গুড় খাওয়া ভাল। প্রথমে হাইড্রোফোবিনাম ৩০—২০০ এক সপ্তাহকাল তিন বার সেবন, ও পরে বৎসরেক কাল বেলেডোনা ৩—৩০ প্রত্যহ দুই বার সেবন বিধি। স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রলাপাধিক্য থাকিলে, ষ্ট্রামোনিয়াম ১x ব্যবস্থা। আক্ষেপ বা তড়কার আধিক্যে, ডাঃ হেরিং ল্যাকেসিস ৬—৩০ ব্যবস্থা করেন। হায়োসায়েমাস ১, বেলেডোনা ১x, ও আর্সেনিক ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

লাইসিন বা হাইড্রোক্লোরিনাম ৩০ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গাওয়া ঘি ও দুধ সুপথ্য।

চক্রদত্তোক্ত নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনে কুকুর দংশন চিকিৎসায় কেহ কেহ আশাতীত ফল পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় :—

ধুতুরা পাতার রস* আকের গুড়, খাঁটি গাওয়া ঘি, গরুর দুধ (কাঁচা)—এই চারিটি জিনিস প্রত্যেকটি দুই তোলা ওজনে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ কুকুর-দষ্ট ব্যক্তিকে খালি পেটে প্রাতঃকালে উক্ত মিশ্রণটুকু এককালে খাওয়াইতে হইবে। সেবনান্তে রোগীর বেশ মত্ততা জন্মে, কিন্তু নিদ্রার পর আর পাগলের ভাব থাকে না। ঔষধ সেবনান্তে সামান্ত রকম মত্ততা জন্মিলে, রোগীকে স্নান করাইয়া ঘোল ভাত শুক্তা প্রভৃতি খাওয়ান ব্যবস্থা; রাত্রিতে যেমন নিত্য ডাল ভাত প্রভৃতি আহার করেন তেমনি খাইবেন, তবে মত্ততা না সারা পর্য্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

উল্লিখিত মাত্রা পূর্ণবয়স্ক রোগীর পক্ষে। শিশু প্রভৃতির বয়সের তারতম্য অনুসারে, মাত্রা স্থির করিতে হইবে। মোট কথা, ঔষধ খাইবার পর যদি বেশী: মত্ততা জন্মে তবেই কুকুরের বিষ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে; অতএব যাঁহার যে মাত্রায় মত্ততা জন্মে, তাঁহার পক্ষে সেই মাত্রাই উপযুক্ত মাত্রা। মাত্রা কম হেতু যদি খুব মত্ততা না জন্মে, তাহা হইলে কয়েকদিন যাবৎ রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

---

* কনকধুতুরা পাতার ডগাগুলি ধৌত করতঃ, শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা মুছিয়া লইবার পর যেন রস নিংড়াইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হয়।

পক্ষাঘাত

(PARALYSIS)।

কোন অঙ্গের (বা অর্দ্ধাঙ্গের) স্পর্শজ্ঞান রহিত ও গতি-শক্তি রহিত অর্থাৎ অবশ হইলেই, তাহাকে **পক্ষাঘাত** বলে। পক্ষাঘাত অনেক প্রকার :—যথা, মেরুদণ্ডে আঘাত বশতঃ পক্ষাঘাত ; মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত ; সকম্প পক্ষাঘাত ; নিম্নাঙ্গের ও উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।

চিকিৎসা।—তরুণ-রোগে (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইলে), হাইড্রোকোবিনাম ৩০। আঘাতজনিত পক্ষাঘাতে, আর্ণিকা ৩ ; নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে, রাস-টক্স ৩০। স্মৃতিশক্তির ন্যূনতা ও কম্পনাদিসহ বৃদ্ধদিগের সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতে (এবং মুখমণ্ডল ও জিহ্বার পক্ষাঘাতে, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬—৩০। মুখমণ্ডল বা স্বরনালী কিম্বা মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতে কষ্টিকাম ৬, ১২, ৩০। অঙ্গ স্পর্শ করিলে স্পর্শবোধ হয় না, কিন্তু কণ্টকাদি বিদ্ধ করিলে উহা অনুভূত হয় এবং আক্রান্তস্থল ঝিন্ ঝিন্ করে ; অর্দ্ধাঙ্গের অবশতা (তরুণ পক্ষাঘাতে), অ্যাকোনাইট ১x। জঙ্ঘায় বাতের ন্যায় বেদনা ; দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ; রাত্রিকালে মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থতা ; চলিতে অশক্ত, বেলেডোনা ৩। অপরিমিত শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গ বা পক্ষাঘাত হইলে, ফস্ফোরাস্ ৬ বা ৩০। অঙ্গুলির পক্ষাঘাত বা কম্পনে (কেরাণী প্রভৃতি মসিজীবিগণের মধ্যে এই পীড়া লক্ষিত হয়), জেলসিমিয়াম্ ২x—৩০। ঘাম প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া পক্ষাঘাতে, সালফার ৬—২০০। হস্তপদের স্পন্দন ; স্নায়ুমণ্ডলের অসুখ বশতঃ পক্ষাঘাত হইলে, মার্ক-সল ৬। কণ্টক বিদ্ধ করিলে বেদনা বোধ, ছুঁইলে স্পর্শবোধ থাকে না ; সন্ধিস্থলের কড় কড় শব্দসহ অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে ; ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে, ককিউলাস ৩। বৃদ্ধদিগের পক্ষাঘাতে, কোনায়াম ৬। অপরিমিত মদ্যপানজনিত পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মিলে এবং সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা কোষ্ঠবদ্ধতা অরুচি প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৬—৩x। চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতে,

জেলসিমিয়াম ১। ট্যারেনটিউলা ৬—৩০ এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ডাঃ হার্ট মনে করেন।

সর্দ্দিগর্ম্মি

(SUNSTROKE)।

প্রচণ্ড রৌদ্রে মস্তিষ্ক প্রথমে উত্তেজিত, পরে ক্রিয়া রহিত হইলে এই রোগ জন্মে। প্রথমে তাপ বোধ, পিপাসা, গাত্রত্বক শীতল ও শুষ্ক, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, চক্ষু লাল, বমনেচ্ছা, বারম্বার প্রস্রাব; পরে শরীরের তাপ সাধারণ তাপ অপেক্ষা কমে ও ক্রমে ক্রমে (বা সহসা) মূর্চ্ছাবেশ বা পতন অবস্থা উপস্থিত হয়। কখন বা প্রখর রৌদ্রে ভ্রমণ করার পরই রোগী হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মারা পড়েন।

চিকিৎসা।—গ্লোনয়িন্ ৩, নেট্রাম-মিয়ুর ৬x চূর্ণ, ও জেলসিমিয়াম ১x এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত মাথা ঘোরা; ভিতরে জালাকর উত্তাপ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে তীব্র বেদনা; হঠাৎ চৈতন্যলোপ প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনয়িন ৩ (পাঁচ মিনিট অন্তর)। উল্লিখিত লক্ষণসহ চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ থাকিলে, বেলেডোনা ৩। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে (সর্দ্দিগর্ম্মি হেতু) শিরঃপীড়া হইলে, নেট্রাম-কার্ব্ব ৬। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ঠাণ্ডা যায়গায় লইয়া গিয়া বস্ত্রাদি আল্গা করিয়া দিয়া মস্তকে বরফ (অভাবে ঠাণ্ডা জল) দেয়; যদি আক্ষেপ না থাকে ও শরীর উত্তপ্ত থাকে, তবে সর্ব্বশরীরে (বিশেষতঃ রোগীর মুখমণ্ডল মেরুদণ্ড বুক ও হাত পায়ে) ঈষদুষ্ণ জল ঢালা কর্ত্তব্য। আর যদি প্রবল আক্ষেপ থাকে, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগীর নাকের নিকট স্পিরিট ক্যাম্ফারের (বা অ্যামিল-নাইট্রেট θ) শিশি ধরিয়া থাকিলে অথবা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, উপকার দর্শে। সময়ে সময়ে

অ্যাকোনাইট ৩, ভিরেট্রাম-ভির ১x—৩, জেল্‌সিমিয়াম্ ১x ওপিয়াম্ ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০, প্রয়োগ করা যায়।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য

(NEURASTHENIA)।

মস্তকের সম্মুখ বা পশ্চাৎভাগে বেদনা, মাথা গরম, বুক ধড়্ ফড়্ করা, মাথা ঘোরা, দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, পেটফাঁপা, অরুচি, অজীর্ণতা গা হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করা, অনিদ্রা, ভয়, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির লোপ, বর্ণ ফ্যাঁকাশে, রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনা, অতি রজঃস্রাব, পুনঃপুনঃ গর্ভ ধারণ প্রভৃতি কারণে বহুসংখ্যক নরনারীর মধ্যে এ রোগ আজকাল বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—এই হাসি এই কান্না প্রভৃতি হিষ্টিরিয়া লক্ষণযুক্ত দৌর্ব্বল্যে, ইগ্নেষিয়া ৬; পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদে বেশী শ্লেষ্মা থাকিলে, আর্জেণ্ট-নাইট্রিক ৩০; রেতঃপাত হেতু স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতায়, অ্যানাকার্ডিয়াম ৩; বিষয়কর্ম্মে সতত রত থাকা হেতু মস্তিষ্কে শ্রান্তিবোধ, সামান্য পরিশ্রমেই অবসন্নতা, পৃষ্ঠদেশে বেদনায়, পিক্‌রিক্-অ্যাসিড্ ৬; নিদ্রা ভঙ্গের পরই রোগের উপসর্গাদি বৃদ্ধি, পাইলে, ল্যাকেসিস্ ৬। ক্যামোমিলা ১২, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩০, পাল্‌সেটিলা ৬, হায়োসায়েমাস্ ৩, কেলি-ব্রোমেটাম ৬, জিঙ্কাম ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, প্ল্যাটিনা ৩০, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড্ ৬, জেলসিমিয়াম ৩, মস্কাস্ ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

প্রত্যহ বায়ুসেবন, অঙ্গসঞ্চালন, সর্ব্বশরীর মর্দ্দন করান, পুষ্টিকর খাদ্য (যাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত না ঘটে), যথাসময়ে স্নানাহার

ও নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি রোগীর পক্ষে হিতকর। মেস্‌মেরিজ্‌ম, ঝাড়ান, প্রভৃতিতেও সময়ে সময়ে উপকার দর্শে।

স্নায়ুশূল

(NEURALGIA)।

স্নায়ুর বেদনা বশতঃ নানা স্থানে দপ্ দপ্, বা খোঁচা বেঁধার ন্যায় কিম্বা জ্বালাকর, বেদনা উপস্থিত হয়; উহাকেই **স্নায়ুশূল** বলে। স্নায়ুশূল অনেক প্রকার :—যথা, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, অৰ্দ্ধশিরঃশূল (আধ-কপালে), পার্শ্বশূল, গৃধ্রসী (কোমরের নীচে)। অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতেও স্নায়ুশূল জন্মে—যথা, আমাশয়ে, হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, ডিম্বাশয়ে, অণ্ডকোষে। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ও গৃধ্রসী-শূল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আঘাত, দাঁতে পোকা, ঠাণ্ডালাগা, অত্যাচার জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে—বেলেডোনা, আর্সেনিক, অ্যাকোনাইট, কলোফাইলাম, স্পাইজিলিয়া, ও ফস্‌ফোরাস্। অৰ্দ্ধশিরঃশূলে আর্সেনিক, ইগ্নেসিয়া, কফিয়া, চায়না, জেলসিমিয়াম, নাক্স-ভমিকা, ও বেলেডোনা। আমাশয়-শূলে—আর্সেনিক, অ্যালো, কলোসিন্থ, নাক্স-ভমিকা, ও লাইকোপোডিয়াম। হৃৎপিণ্ডের শূলে—ক্যাক্‌টাস, বেলেডোনা, ভিরেট্রাম-ভির, ১x—৩, ও স্পাইজিলিয়া। গৃধ্রসী শূলে—ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, কলোসিন্থ, আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম, প্লাম্বম্, সালফার, ও ফস্‌ফোরাস্। এই সমস্ত ঔষধ ষষ্ঠ শক্তিতে ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক:৬, ১২, ৩০।—রোগী অত্যন্ত চঞ্চল ব্যগ্র বা বিমর্ষভাবাপন্ন; ক্রুদ্ধ; দুর্ব্বল; বিশ্রামকালে, ঠাণ্ডা করিলে বা লাগিলে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি; ম্যালেরিয়া-জাত-স্নায়ুশূল।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্‌, ১২x চূর্ণ।—খুব গরম জলসহ সেবন করিলে প্রায় সকল প্রকার স্নায়ুশূল উপশমিত হয়।

গলথেরিয়া-তৈল।—প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া দিলে পাকাশয়ের স্নায়ুশূলে ও প্রাদাহিক বাত রোগে উপকারী।

প্ল্যাণ্টেগো θ।—অত্যুষ্ণ জলে মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগ প্রায় সকল প্রকার স্নায়ুশূলে হিতকর।

ফস্‌ফোরাস্‌ ৬, ৩০।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে।

অ্যাকোনাইট ৩।—কপালে গালে ও গণ্ডস্থলে "টানিয়া ধরা বা চাপ দেওয়ার" ন্যায় বেদনা; রক্তসঞ্চয়জনিত মুখমণ্ডলের বেদনা ও গৃধ্রসী।

বেলেডোনা ৬।—অর্দ্ধশিরঃশূল যাহা অপরাহ্ণে বৃদ্ধি পায় ও সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়; মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূল; গলার নিম্নভাগে যে কোন স্থানের স্নায়ুশূল।

স্পাইজিলিয়া ৩।—মস্তক ও মুখমণ্ডলে কাটিয়া ফেলা বা ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা; ঐ বেদনা যখন চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তখন মাথা হেঁট করিলে ও নড়িলে বেদনার বৃদ্ধি; এবং সেই সঙ্গে বুক ধড়্‌ধড়্‌ করা ও অস্থিরতা লক্ষণে।

কলোসিন্থ ৬।—অর্দ্ধশিরঃশূলে; মাথা ও দন্ত বেদনা সহকারে মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ছিন্নকর বা সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা; ঐ বেদনা উত্তাপে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; পেশী সকলের স্পন্দন হইলে, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক-বেদনা ও পুরুষদিগের অর্শ-শূলে, গৃধ্রসী-শূলে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা, নড়িলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, ক্রমাগত চালনায় উপশম; মস্তকে দুর্নিবার বেদনা সে কারণ মনে হয় যেন কপাল ও চক্ষুর উপর কেহ সূচ ফুটাইয়া দিতেছে; কাণের মধ্যে শিরাসমূহ তড়্‌তড়্‌ করিয়া কাঁপিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে চক্ষু-তারায় জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা লক্ষণযুক্ত অর্দ্ধ-শিরঃশূলে; দক্ষিণ অণ্ডকোষের শূল।

জেলসিমিয়াম ৩।—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত সর্ব্বাঙ্গীণ স্পন্দনসহ স্নায়ুশূলে; পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, ও ঘাড়ে বেদনা।

কফিয়া ৬।—দক্ষিণ পার্শ্বিক অর্দ্ধ-শিরঃশূলে যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন থাকে; কপালের পার্শ্বে পেরেকবিদ্ধবৎ তীব্র

বেদনা (মনে হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে); নড়িলে বা শব্দ শুনিলে বেদনার বৃদ্ধি ; হস্ত পদের শীতলতাসহ অতিশয় শীত।

দক্ষিণ অঙ্গের স্নায়ুশূলে :—বেলেডোনা ও ক্যালমিয়া। বাম পার্শ্বের স্নায়ু-শূলে :—স্পাইজিলিয়া ও কলোসিন্থ। ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূলে :—কিনিনাম-সাল্‌ফ ৩x চূর্ণ ও আর্সেনিক ৩—৩০।

ক্যামোমিলা ১২, ইগ্নেষিয়া ৩, রিউটা ৩, ক্যাল্‌মিয়া ৩, আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিক ৬, মেজেরিয়াম ৬, জিঙ্ক-ফস্ ৩x চূর্ণ, পাল্‌সেটিলা ৩—২০০ প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়। ক্যাল্ক-ফ্লোর ও ক্যাল্ক-সাল্‌ফ ব্যতীত, সমস্ত বাইওকেমিক্ ঔষধগুলিও ফলপ্রদ।

"নিদ্রা হইলে যাতনার লাঘব হইবে" এই বিবেচনায় মর্ফিয়া প্রভৃতি অহিফেন ঘটিত ঔষধ সেবন করাইয়া অনেকে রোগীর অনিষ্ট সাধন করেন। "স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের" স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

আনর্ত্তন-রোগ

(CHOREA OR ST. VITUS'S DANCE)।

মুখমণ্ডলের বা অপর কোনও অঙ্গের পেশী সমূহের অনিচ্ছায় আনর্ত্তন (twitching)কে "আনর্ত্তন-রোগ" কহে—ইহা ঐচ্ছিক পেশীচয়ের উন্মাদ-রোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভয়, মনের অবসন্নতা, বাত, হস্তমৈথুন, হৃৎপিণ্ডের দোষ, চক্ষুর দোষ ক্রিমি প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

ভয়জনিত রোগে—অ্যাকোনাইট, ইগ্নেষিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়াম; ক্রিমিজনিত রোগে—সাইনা, স্পাইজিলিয়া স্যাণ্টোনাইন, মার্কিউরিয়াস; বাতজনিত রোগে—সিমিসিফিউগা, স্পাইজিলিয়া; হস্তমৈথুন জন্য রোগে—ক্যান্থারিস, প্ল্যাটিনা; দুর্ব্বলতাজনিত রোগে—আয়ড্, আর্স, ফেরাম।

জিঙ্কাম্, আর্সেনিক, অ্যাগারিকাস্, কিউপ্রাম্, হায়োস্, কষ্টিকাম্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় এই রোগে ব্যবহৃত হয়।

উল্লিখিত ঔষধগুলি ৩x—৬ ক্রম দিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিরাম, ব্যায়াম ও ফাঁকা জায়গার বায়ু সেবন, পুষ্টি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার প্রভৃতি বিধেয়। কখন কখন তাড়িৎ সাহায্যে (galvanism) এই রোগের উপশম হয়।

একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের কম্পন

(TREMOR)।

মৃগিরোগে যেমন কম্পন সহ চৈতন্য লোপ হয়, এই রোগে সেইরূপ কম্পন হয় বটে কিন্তু চৈতন্য লোপ হয় না।

অ্যাগারিকাস্ θ—মস্তক হইতে কম্পন আরম্ভ হইয়া করতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে (বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকেরই এইরূপ হয়); অ্যাগারিকাস্ ৩ (হস্ত পদ কম্পিত, শরীর নীলবর্ণ ও শীতল হইলে); মার্ক-সল্ ১২—৩০ (হস্তাঙ্গুলি হইতে কম্পন আরম্ভ হইলে); ইগ্নেষিয়া ৩ (মানসিক উদ্বেগ হেতু কম্পনে); ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ বা অ্যাকোনাইট ৩ (ভয় জনিত কম্পনে); অ্যান্টিম্-টার্ট ৬ বা নাক্স ১x (সুরাপায়ীদিগের কম্পনে); জেল্‌সিমিয়াম ১x—৩ (হস্তাঙ্গুলি বা সর্ব্বাঙ্গের-কম্পনে); সিমিসিফিউগা ৩x (কম্পন হেতু চলিতে অক্ষম হইলে)। হায়োসায়েমাস ২ ও জিঙ্কাম্-পিক্‌রিক্ ৩x ও সময় সময় বিশেষ ফলপ্রদ।

নিস্পন্দ-বায়ু-রোগ

(CATALEPSY)।

হঠাৎ চৈতন্য-লোপ সহ ও পেশীচয়ের আড়ষ্ট হওয়া বা শক্ত হওয়ার প্রায় নিস্পন্দ-বায়ু-রোগ। এ রোগের প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত

অবধারিত হয় নাই। নিস্পন্দ অবস্থায়, রোগীর হস্তপদাদি স্বচ্ছন্দ বা অস্বচ্ছন্দ যে অবস্থায় (অপর দ্বারায়) রক্ষিত হইবে উহা সেই ভাবেই থাকিয়া যাইবে। এই অবস্থায় রোগীর, তাহার চাতুর্পার্শ্বিক বস্তু বা বিষয়ের, কোনও জ্ঞান থাকে না—

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ১x—৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ধর্ম্মোন্মত্ততা হেতু রোগে-ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩x—৩০, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x, সালফার ৩০।

বেরি-বেরি।

সিংহল দেশীয় ভাষায় "বেরি-বেরি" শব্দের অর্থ "অত্যন্ত দুর্ব্বলতা"; ইহা এক প্রকার স্নায়ু-প্রদাহ। এই রোগের প্রথম অবস্থায় পায়ে খিল ধরে ও গুল্‌ফ ফুলিয়া উঠে। পরে পা দুটি ফুলিয়া উঠে ও জ্বালা করে, এমন কি অনেকের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ফুলিয়া উঠে ও পক্ষাঘাতের ন্যায় সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া পড়ে; চর্ম্ম শুষ্ক; কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, প্রস্রাব লাল এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। তখন শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, ও বুক ধড়ফড় করে। এই রোগে মস্তিষ্ক আদৌ আক্রান্ত হয় না। প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম বন্ধ, রক্তহীনতা, খেঁচুনি, সর্ব্বাঙ্গ ফোলা প্রভৃতি, লক্ষণচয় ভয়াবহ। পক্ষান্তরে, প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রস্রাব ও তরল মলত্যাগ, শোথ নিম্নাঙ্গ অতিক্রম না করা; মূত্রযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত না হওয়া, শুভ লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন ছাঁটা পরিষ্কার চাউল, কলের ময়দা, ভেজাল সর্ষপ-তৈল প্রভৃতি ব্যবহার হেতু এই পীড়া জন্মে। পূর্ব্ববঙ্গের ডাক্তার ডেলানীর মতে এক প্রকার জীবাণুই এই রোগোৎপাদক। মুখ্য কারণ যাহাই হউক না কেন, ১৯০৯—১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বহুব্যাপক যে বেরি-বেরি রোগ প্রকাশ পায় তাহাতে ঠাণ্ডা লাগান বা জলে ভিজা এই রোগের যে উত্তেজক কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সেই জন্যই বর্ষাবসানে ইহার প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

চিকিৎসা।—অবশতা, বেদনা, শোথ, রক্তহীনতা, প্রভৃতি লক্ষণে, আর্স ৩x—৬ ; দুই দিন আর্সেনিক সেবনে উপকার না পাইলে, রাস-টক্স ৩x—২০০ দেয়। পক্ষাঘাত, শরীর শীর্ণ হইয়া আসা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বাত জন্য শক্ত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ ৩x—৩০। পক্ষাঘাত নিম্নাঙ্গে হইলে, জেলস্ ৩। শোথ বা ফুলিলে—ব্রায়োনিয়া ৩, সিপিয়া ৬, ল্যাথাইরাস্ স্যাটাইভা ৩, সিকেলি ৬, এপিস ৩ হইলে। হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে ক্রাটেগাস θ, ক্যাক্টাস θ, বা জিনসেং ৩x। নেট্রাম্-সাল্ফ, প্লাম্বাম্, ফস্ফোরাস্, লাইকোপোডিয়ম প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইতে পারে ; এই সকল ঔষধ ৬—৩০ শক্তি ফলদায়ক।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গরম অথচ বাতাস খেলে এরূপ ঘরে রোগীকে রাখা কর্ত্তব্য। গিরিধি বৈদ্যনাথ প্রভৃতি শুষ্ক উচ্চ ভূমিতে রোগীকে লইয়া যাইতে পারিলে, ভাল হয়। ঘর্ম্মোৎপাদনের জন্য রোগীকে মধ্যে মধ্যে গরম জলে স্নান করানও যাইতে পারে। গরম বস্ত্রাদি দ্বারা রোগীর দেহ সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। সাগু, দুগ্ধ, ঘোল, আনারসের রস, বেদনা প্রভৃতি সুপথ্য। টক বা কঠিন দ্রব্য খাওয়ান কোন মতেই উচিত নয়। গত বেরি-বেরি প্রাদুর্ভাবকালে অনেক চিকিৎসক ভাত, দই, চিঁড়া, ভোজন করাইয়া বহু রোগীর অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন। কলিকাতার বেরি-বেরি রোগের কারণ-তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল ; ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার গ্রিগ্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

১৯০৯—১০ খৃষ্টাব্দে যে রোগ বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছিল তাহা প্রকৃত বেরি-বেরি নহে, তাহা এক প্রকার শোথমাত্র। জীবাণুর দোষে এই রোগ জন্মায় নাই ; ছাঁটা পরিষ্কার চাউল, সরু ময়দা প্রভৃতি ব্যবহারের জন্যই উহার উৎপত্তি। মাড়োয়ারীদের এই রোগ বেশী হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালিদের বেশী হইয়াছিল কারণ তাহাদের খাদ্য তৈলাক্ত, কিন্তু উহাতে ফস্ফোরাস্ ও যবক্ষারজানের (nitrogen) অভাব। অতএব (১) আছাঁটা চাউলের ভাত ও মোটা আটার রুটী খাইলে, (২) মুগের ডাল অথবা

মাংস খাইলে, এবং (৩) চাউল ও আটাতে কিছু ভূষি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে, এই রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার সম্ভাবনা।

আর, সম্প্রতি (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) কোদাই, সিমামুরা, ওড্‌কিস, সুজুকি প্রভৃতি জাপানের বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে ধান্য, গম, যব, বার্লি প্রভৃতির আবরণে "ওরিজানিন" নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, উহাতে মানবদেহের পুষ্টি সাধিত হয় ; সুতরাং ঐ আবরণ ফেলিয়া দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নয় (অর্থাৎ আকাঁড়া চাউলের অন্ন, এবং পূর্ণ-গমের দানা হইতে প্রস্তুত ময়দার রুটি, আমাদের পক্ষে হিতকর)।

৫। মেরুমজ্জার পীড়া

(DISEASES OF THE SPINE)।

"স্নায়ুমণ্ডল" কাহাকে বলে, তাহা ১৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলের যে অংশ মেরুদণ্ড-নল মধ্যে অবস্থিত, তাহার নাম "মেরুমজ্জা"। মেরুদণ্ডের কয়েকটি প্রধান পীড়া যথাক্রমে লিখিত হইতেছে :—

১। **স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য**।—১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। **মেরুমজ্জার উত্তেজনা** (spinal irritation)।—শিরদাঁড়ায় বেদনা এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ ; টিপিলে, চাপিয়া ধরিলে, বা সামান্য পরিশ্রমে (যথা, চলা, লেখা, পড়া, সেলাই করা প্রভৃতিতে) মেরুদণ্ডে (বা দেহের অন্য অংশে) বেদনা বাড়ে। ইহা এক প্রকার স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইহা অধিক লক্ষিত হয়। আর্জ্জ-নাই ৬, অ্যাগার ৩, পিক্রিক্-অ্যাসিড্ ৩০, ইগ্নেসিয়া ৩, এবং সিলিকা ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাল্‌ফার ৩০, সিমিসিফিউগা ৩, ব্যাসিলিনাম্ ৩০, সিকেলি ৩, টেলিউরিয়াম্ ৬, বেল ৬,

রাস-টক্স ৬, ককিউলাস ৬, অ্যাসাফিটিডা ৩ প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। "স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য", "স্নায়ুশূল", ও স্ত্রীরোগে "মেরুদণ্ডের উপদাহ" দ্রষ্টব্য।

৩। **মেরুমজ্জার রক্ত-স্বল্পতা** (spinal anæmia)।—রক্তক্ষয়, হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে। ফেরাম ৬, আর্স-আয়ড্ ৬x চূর্ণ, ফস্-অ্যাসিড্ ১x—৬, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, চায়না ৬, সিকেলি ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৪। **মেরুমজ্জার রক্তাধিক্য** (spinal hyperæmia)।—রজোরোধ, অর্শ, ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, অতি সঙ্গম বা পরিশ্রম, ষ্ট্রিক্নিয়া প্রভৃতি উৎকট ঔষধাদি সেবন হেতু এই পীড়া জন্মে। মেরুদণ্ডে ও কোমরে বেদনা, পা ঝিম্ ঝিম্ করা. এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। আর্স ৬, হাইপেরিকাম্ ৩, রাস-টক্স ৬, সালফার ৩০, ইহার প্রধান ঔষধ।

৫। **মেরুমজ্জার রক্তস্রাব** (spinal apoplexy)।—মেরুমজ্জা মধ্যে বা মেরুমজ্জাবরক-ঝিল্লী মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, সন্ন্যাস বা পক্ষাঘাতের ন্যায় উপসর্গ ঘটে। সুতরাং, "সন্ন্যাস" ও "পক্ষাঘাত" রোগের ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ইহাতেও প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তস্রাব হেতু জিহ্বা ও হস্ত পদাদি অসাড় হইলে, গুয়্যাকো ৩।

৬। **মেরুমজ্জায় জল সঞ্চয়**।—মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়ের মত মেরুমজ্জাতেও জল সঞ্চয় হইয়া থাকে। (বালরোগে) "শিশু-মেরুমজ্জায় জলসঞ্চয় জনিত বিভাজিত মেরু (spinal bifida)" দ্রষ্টব্য।

৭। **মেরুমজ্জাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ** (spinal meningites)।—মজ্জাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহের ন্যায় মেরুমজ্জাবরক-ঝিল্লীরও প্রদাহ ঘটে। উভয় রোগের কারণতত্ত্ব ও লক্ষণাদি একরূপই। জ্বর, অস্থিরতা, ঘর্ম্মরোধ, বা আঘাত জনিত পীড়ায়, অ্যাকোন ৩x। সর্ব্বাঙ্গে

বেদনা, নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, ব্রায়ো ৩। অত্যন্ত অবসন্নতা, অসাড়তা, কম্পন, প্রভৃতি লক্ষণে, জেলস্ ১x। পা শক্ত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে, অক্জ্যাল-অ্যাসিড্ ৩x। "মস্তিষ্ক-কশেরু-জ্বর" দ্রষ্টব্য।

৮। **মেরুমজ্জার প্রদাহ** (Myelitis)।—পড়িয়া যাওয়া, আঘাত বা ঠাণ্ডা লাগা, মেরুদণ্ডের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া, কোন উৎকট ব্যাধি (যথা সান্নিপাতিক জ্বর, হাম) বা অতি শ্রমাদি কারণে, সমস্ত মেরুমজ্জার (বা উহার আংশিক) প্রদাহ ঘটে। শরীর যেন টানিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ করা এবং ঘণ্টা কয়েক মধ্যে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে, বুঝিতে হইবে যে সমস্ত মেরুদণ্ডের বা উহার আংশিক প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। "মস্তিষ্ক-কশেরু-জ্বর" দ্রষ্টব্য।

তরুণ আক্রমণে:—অ্যাকোন ৩ (মেরুদণ্ডে বিষম বেদনা, ধনুষ্টঙ্কারবৎ খেঁচুনি, জ্বর); নাক্স-ভ ৩ (ধনুষ্টঙ্কার, স্পর্শাধিক্য); সাইকিউটা ৩ (প্রবল খেঁচুনি, প্রবল চীৎকার)।

রোগ পুরাতন হইলে:—অক্জ্যালিক্-অ্যাসিড ৩x (পা শক্ত, শীতসহ বেদনা); আর্স ৩ (পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের আকুঞ্চন contraction, অসাড়তা); প্লাম্বাম ৬ (মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত বহুকালের পুরাতন হইলে))

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—স্থিরভাবে শয়ন। নরম বিছানায় শয়ন করাইলে শয্যাক্ষত (bed-sores) নিবারিত হইতে পারে। দুগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘু পথ্য। ঠাণ্ডা জলে নেকড়া ভিজাইয়া শিরদাঁড়ার উপর লাগাইয়া রাখিয়া দেওয়া, পক্ষাঘাত উপসর্গে হিতকর (Dr. Kafka)।

৯। **পেশীর ক্রমবর্দ্ধিত শীর্ণতা** (progressive muscular atrophy)।—এই শীর্ণতা পেশীচয়ের (muscles), না বাতরজ্জুর (spinal cord)? ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তারদের ধারণা ছিল যে এই শীর্ণতা প্রধানতঃ পেশীর; কিন্তু এক্ষণে নিঃসংশয়রূপে স্থির হইয়াছে যে ইহা "বাত-রজ্জুর" রোগ। শীর্ণতা প্রথমে করতলের অঙ্গুষ্ঠে (thumb) লক্ষিত হয়, পরে বাহু ও স্কন্ধ শীর্ণ হইতে থাকে. এরূপ অবস্থায় পেশীর

পর পেশী আক্রান্ত হইলে রোগী "জীবন্ত-কঙ্কাল (living skeleton)" রূপে পরিণত হন।

প্লাম্বাম ৬ ও ফস্ফোরাস ৩ প্রয়োগে বহুস্থলে সুফল পাওয়া গিয়াছে। **আর্জ-নাই ৬**, জেলস্ ৩x, আর্ণিকা ৩, এবং সালফার ৩০ পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

১০। **পিক-চঞ্চু-অস্থিপ্রদাহ** (Coccygodynia)।—শিরদাঁড়ার নিম্নের শেষ অংশটুকু দেখিতে কোকিলের ঠোঁটেরমত, তাই ইহাকে "পিক্-চঞ্চু-অস্থি (coccyx)" বলে। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, গাত্রকণ্ডু বসিয়া যাওয়া, অস্ত্র সাহায্যে প্রসব করান, প্রভৃতি কারণে "পিক্-চঞ্চু-অস্থি প্রদাহ" ঘটে এবং বেদনা জন্মে।

টানিয়া ধরা বা থেঁৎলে যাওয়ার মত বেদনায়, কষ্টিকাম ৬। ছিঁড়ে ফেলা বা ঝিঁকে মারা মত বেদনায়, সাইকিউটা ১। যদি চাপিয়া ধরিলে বেদনা বাড়ে, সিলিকা ৬। বসিয়া থাকিলে বেদনা, স্পর্শ করিলে বা বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধিতে, কেলি-বাই ৩x। পিক্-চঞ্চু-অস্থির প্রান্ত-ভাগে বোঝার ন্যায় ভারবোধ বা যন্ত্রণায় রোগী শুইয়া পড়িলে, অ্যাণ্টিম্-টার্ট ৬। কন্ কন্ বেদনায়, রাস্-টক্স ৬ বা রুটা ১। স্ত্রীরোগ অধ্যায়ে "পিক্-চঞ্চু-অস্থি-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

১১। **মেরুমজ্জার ক্ষয়** (locomotor ataxy)।—ঠাণ্ডা লাগা, অতি সঙ্গম, বা অতি শ্রম (শারীরিক বা মানসিক), উপদংশ পীড়াদি হেতু মেরুমজ্জার ক্ষয় হয়। "রোগীর স্বেচ্ছামত পা ঠিক করিয়া ফেলিতে না পারা", এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

রোগের প্রথমাবস্থায়, সিকেলি ৩; পরে, ফ্লুরিক-অ্যাসিড্ ৩। উপদংশ-জাত রোগে, কেলি-আয়ড্ θ—৬, বা নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬। রোগী সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, পিক্রিক্-অ্যাসিড্ ৩। হাত কাঁপা ও দৃষ্টি শক্তির দোষ ঘটিলে, আর্জ-নাই ৩ বা ফস্ ৩। নাক্স-ভ ৩, অরাম্ ৩—২০০, মেডোরিনাম্ ২০০, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৬x চূর্ণ—৩০, অ্যালুমেন ৬, লাইকো ৬, আর্স ৩ প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :—

মৎস্য মাংস ও ডিম্ব এই রোগে একেবারেই নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা লাগান অত্যন্ত অহিতকর। ঠাণ্ডা না লাগে এইরূপভাবে ঘর রুদ্ধ করিয়া স্নান করাইলে অনেক সময় উপকার হয়। দুগ্ধ এই রোগে বিশেষ উপকারী।

৬। চক্ষু-রোগ।

চক্ষু রোগের কতিপয় প্রধান ঔষধ।

অ্যাগারিকাস্ ৩।—অক্ষিপুটের পেশী সংকোচন।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা ৬।—চক্ষু দিয়া অধিক পরিমাণে জল পড়িলে; চক্ষু কর্-কর্ করিলে।

এপিস ৬।—চক্ষের নীচে ফোলা।

অ্যাসাফেটিডা ২—৬।—চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে উহার বহির্ভাগের চারিভিতে যেন বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ বোধ করা।

অরাম-মেট ৬x চূর্ণ—২০০।—চক্ষুর বহির্ভাগ হইতে উহার অভ্যন্তরস্থ চারিভিতে যেন বেদনা ছড়াইয়া পড়িতেছে, এইরূপ অনুভব।

সালফার ৩০।—চক্ষু জ্বালা করে, চক্ষু মধ্যে যেন বালি পড়িয়াছে। চক্ষু ধুইয়া ফেলিলে, যন্ত্রণা বৃদ্ধি। চক্ষুর সম্মুখে যেন জাল পড়িয়াছে। চক্ষু মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটিতেছে।

অইল্যান্থাস্ ৩।—চক্ষে রক্ত সঞ্চয়; অক্ষিতারা বিস্তৃত।

বোরাক্স্ ৩x চূর্ণ।—চক্ষের পাতায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি; অক্ষিপুটের লোম জুড়ে যাওয়া; চক্ষুর পাতা ভিতর দিকে উলটে যাওয়া; চক্ষুর কোণ চুলকান ও বেদনা।

ইউফ্রেসিয়া ৩।—চক্ষু হইতে জ্বালাকরস্রাব; বহুল অশ্রু-পতন; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ; প্রাতে চক্ষু বুড়িয়া যাওয়া; কনীনিকা

(cornea)তে শ্লেষ্মা। আবশ্যক হইলে ইউফ্রেসিয়া θ আট গুণ জলসহ মিশাইয়া মাঝে মাঝে বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়।

স্ট্র্যামোনিয়ম্ ৩।—দ্বিত্বদর্শন।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ৬।—অক্ষিপুটে শক্ত মাংসপিণ্ড বা উচ্চ গুটিকা কিম্বা অস্থি-গুল্ম (nodes) হইলে।

ফ্লুরিক-অ্যাসিড্ ৬।—চক্ষু মধ্যে যেন শীতল বায়ু বহিতেছে, এইরূপ অনুভব।

ক্রোটেলাস ৩।—চক্ষু দিয়া রক্ত পড়িলে; চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হইলে।

পাল্‌সেটিলা ৬।—খালি জায়গায় বা ঠাণ্ডা বাতাসে চক্ষু দিয়া জল পড়িলে; হরিদ্রাবর্ণের স্রাব। পালস ৩০ অঞ্জনীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রাস-টক্স ৬।—সমস্ত চক্ষু ও উহার চতুর্দ্দিক ফুলিয়া উঠিলে। চক্ষু দিয়া উত্তপ্ত অশ্রু বর্ষিত হইলে। চক্ষুর পাতা ভারি ও শক্ত বোধ।

কষ্টিকাম্ ৬।—চক্ষুর উপর-পাতা স্বতঃ পড়িয়া যায়, রোগী চেষ্টা করিলেও উঠাইতে পারেন না।

প্রুনাস স্পাইনোজা θ—চক্ষু বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্র ৩।—চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া বা চক্ষু হইতে পূয নিঃসরণ। চক্ষুর সম্মুখে যেন সর্প বেড়াইতেছে।

বেলেডোনা ৬।—চক্ষে মোটেই আলোক সহ্য না হওয়া।

সাইকিউটা ৩।—চক্ষু-তারা বড় হওয়া, চক্ষু অসাড় হওয়া; দৃষ্টি টেরা হওয়া; অধ্যয়নকালে, অক্ষরগুলি উচু নীচু দেখা বা একেবারেই দেখিতে না পাওয়া।

সিমিসিফিউগা ৬।—অক্ষি গোলকের বেদনায়। চক্ষুতে বা কর্ণে অবিরত উৎকট বেদনা হইতে থাকিলে, উহার চারি পাশের চর্ম্মের উপর তুলি দিয়া সিমিসিফিউগা θ লেপন এবং ৩ ক্রম সেবনে উপকার দর্শে।

নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।—জলবৎ অশ্রু ঝরিলে।

কেলি-সালফ ৬x।—পূযবৎ—অশ্রু ঝরিলে।

ক্লেমাটিস্ ৩।—চক্ষু শুষ্ক, লাল, ও গরম হওয়া; চক্ষুর মধ্যভাগে জ্বালাকর বেদনা; ঠাণ্ডায় বা রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি; চক্ষু হইতে জল পড়া।

জেলসিমিয়াম ৩।—চক্ষু-পেশীর স্পন্দন বা অবশতা।

কেলি-কার্ব্ব ৩।—চক্ষু-পুটের উপরভাগ ফুলিয়া উঠা।

নেট্রাম-মিয়ুর ১২x বিচূর্ণ।—চক্ষু হইতে জল পড়া (বিশেষতঃ কাসিবার সময়)।

প্ল্যাটিনাম্ ৬।—কোন বস্তু উহার প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখাইলে।

চক্ষু-প্রদাহ বা চোখ উঠা

(OPHTHALMIA)।

চক্ষে ধূলিকণা, রৌদ্র, হিম, শীতল বাতাস, ধূম, আঘাত লাগা, স্বাস্থ্যভঙ্গ::প্রভৃতি, কারণে চক্ষু উঠে। হাম বসন্ত ও প্রমেহ হেতুও চক্ষু-প্রদাহ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ; চক্ষু দিয়া জল বা পূয পড়া; চক্ষু যুড়িয়া যাওয়া; পিঁচুটি পড়া; বালি পড়া বা কাঁটা বেঁধার ন্যায় বেদনা; কুট্-কুট্ করা; আলোক সহ্য না হওয়া।

চিকিৎসা:—

ফেরাম-ফস্ ৬x।—সামান্য রকমের চক্ষু-প্রদাহ।

• **বেলেডোনা ৩x**।—উজ্জ্বল লালবর্ণ চক্ষু; অত্যন্ত বেদনা; চক্ষু ফুলিয়া থাকে, ও চক্ষু বা কপালের পার্শ্ব দপ্ দপ্ করে; উভয় গাল লালবর্ণ; আলোক বা সূর্য্যোত্তাপ অসহ্য।

অ্যালুমিনা ৩০।—চক্ষু অতিশয় শুষ্ক (বা অশ্রুহীন) থাকিলে।

অরাম্-মেট্ ৬।—উপদংশ জনিত চক্ষু পীড়ায়।

অ্যাকোনাইট ৩x—৬।—বাত জনিত, প্রমেহ জনিত বা সর্দ্দি জনিত তরুণ প্রদাহে; সামান্য জ্বরভাব।

অ্যাকোনাইটে উপকার না হইলে এবং অধিক পূয না থাকিলে, **রাস-টক্স ৬**।

মার্কিউরিয়াস্-কর ৩।—চক্ষু দিয়া জল পড়ার পরেই যখন পূয জন্মে, পিঁচুটি পড়ে, চক্ষু যুড়িয়া যায়, কর্-কর্ করে; গরম ও বেদনা বোধ হয়; চক্ষু চাহিলে ও নাড়িলে বেদনা বোধ হয়; অতিশয় কুট্-কুট্ করে ও আলোক সহ্য হয় না। প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহে, মার্ক-করের পর **হিপার সালফার ৬** উপযোগী।

এপিস-মেল ৩০।—অধিক পূযস্রাব; আলোক অসহ্য; জ্বালা; চুলকান; হুল ফুটান ন্যায় বেদনা; চক্ষুর পাতা স্ফীত।

ইউফ্রেসিয়া ৩x।—(সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করা যায়) চক্ষু রক্তবর্ণ; আলোক অসহ্য; নাক ও চক্ষু দিয়া অতিশয় জল পড়া; বেদনা; বারম্বার হাঁচি; চক্ষুর শ্বেতাংশে ও চক্ষু-তারার পার্শ্বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি বাহির হইলে। চক্ষু হইতে পূযস্রাব এবং সূত্রবৎ পূয চক্ষুর উপরে পড়িয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইলে, ইউফ্রেসিয়া θ দশ ফোঁটা এক আউন্স জলে মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিতে হয়।

পাল্সেটিলা ৩—৩০।—তরুণ বা পুরাতন চক্ষু-প্রদাহ; প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্ ৩—৩০।—প্রভূত পূযস্রাব (বিশেষতঃ শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহে); পুরাতন চক্ষু-প্রদাহে যখন ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের পূযস্রাব হইতে থাকে, অথচ কোন যন্ত্রণা থাকে না।

হিপার-সালফার ৬—৩০।—প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—২০০।—উপদংশ জনিত চক্ষু-প্রদাহ; প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

সালফার ৩—৩০।—চক্ষু-তারার প্রদাহ ও উহার চতুঃপার্শ্বে রক্তবর্ণের চাকা চাকা ক্ষত; সূচীবিদ্ধবৎ তীব্র বেদনা; জল লাগিলে বেদনা বৃদ্ধি। গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

চক্ষুর শ্বেতাংশের উপরে ছোট ছোট দানা হইলে, মার্ক-সল ৬—৩০। চক্ষু-প্রদাহ সহ চক্ষের পাতায় ঐরূপ দানা হইলে পালস্ ৬ বা সালফার ৩০। প্রদাহ সহ পূয নিঃসৃত হইলে, আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম ৩—৩০। (আবশ্যক হইলে ২ ফোঁটা আর্জ-নাই θ অর্দ্ধ আউন্স পরিস্কৃত জলে মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিতে হয়)।

ফস্ ৬, জেল্‌স্ ৬, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৬x, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, সিলিকা ৬, ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া ৬, আর্সেনিক ৬, জিঙ্কাম ৬ প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে

পথ্যাদি।—লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য। মৎস্য ও মিষ্টদ্রব্য নিষিদ্ধ; রোগীকে পরিস্কৃত বিছানায় রাখা উচিত। গোলাপ জলে বা অল্প গরম দুধে চক্ষু পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। আট গ্রেণ ফট্‌কিরী (বা বোরাসিক-অ্যাসিড্) এক আউন্স জলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। বাঁধা-কপির পাতা নিংড়াইয়া উহার রসে দুই এক ফোঁটা মধু মিশাইয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা জল বা বরফ যেন কোন মতেই প্রয়োগ না করা হয়। হল্‌দে বা সবুজ ন্যাকড়া দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া রাখা ভাল।

চক্ষে কালশিরা পড়া।

আঘাত বা জোরে ঘন ঘন কাসি হইবার দরুণ কখন কখন চক্ষু হইতে রক্ত পড়ে বা চক্ষের শ্বেতাংশে কাল্‌চে ভাব দৃষ্ট হয়; ইহার নাম **কালশিরা পড়া।**

আর্ণিকা ৩—৩০ সেবন এবং আর্ণিকা θ (পাঁচ ফোঁটা) অর্দ্ধ আউন্স জলে মিশাইয়া চক্ষের উপর পটি দিলে উপকার হয়।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা

(AMBLYOPIA)।

কারণ।—বহুবিধ কারণে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিতে পারে। অতি সূক্ষ্ম বা অতি উজ্জ্বল পদার্থ অধিকক্ষণ স্থির নয়নে দেখা, অতি নিদ্রা বা অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন, ঠাণ্ডালাগা হেতু হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ, রজোরোধ প্রভৃতি, এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা।—রসরক্তাদি অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া শরীরের রক্তাল্পতা বশতঃ দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিলে, চায়না ৬, ৩০; চায়না দ্বারা উপকার না পাইলে, ফস্‌ফোরাস্ ৬, ৩০। অতিরিক্ত পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবন জনিত দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হইলে, নাক্স-ভমিকা ১x। রক্তাধিক্য বশতঃ ক্ষীণ-দৃষ্টি হইলে, বেলেডোনা ৬, ৩০। রজোরোধজনিত হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০। হৃৎপিণ্ডের পীড়া বশতঃ হইলে, ক্যাক্‌টাস্ ৬। তীব্র শিরোবেদনাসহ ক্ষীণ-দৃষ্টিতে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩। চক্ষু-তারার বেদনা থাকিলে, সিমিসিফিউগা ৩। শুক্লমণ্ডলে অতিশয় বেদনা থাকিলে, স্পাইজিলিয়া ৬ বা কলোসিন্থ ৬। মস্তকে রক্তাধিক্য ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ফস্‌ফোরাস্ ৬; বাত জন্য হইলে, ব্রায়োনিয়া ৬; রক্তাল্পতা বশতঃ দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিলে—ফেরাম্ ৬, অ্যাসিড-ফস্ ৬, আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, বা ইউফ্রেসিয়া ২x। পরিপাক শক্তির ক্ষীণতা বশতঃ এই পীড়া হইলে—নাক্স-ভমিকা ৩০, পাল্‌সেটিলা ৩০, মার্কিউরিয়াস ৬, চায়না ৬, সালফার ৩০, বা বেলেডোনা ৩।

সাধারণ নিয়ম।—চক্ষুতে যেন ধোঁয়া ধূলা বা প্রখর আলো না লাগে; সেলাই করা কিম্বা ছোট অক্ষরে ছাপা বই বা খবরের কাগজ পড়া নিষিদ্ধ; আবশ্যক হইলে উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করা বিধেয়। রক্তাল্পতা বশতঃ দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিলে—পুষ্টিকর ও বলকারক দ্রব্য ভোজন, অবগাহন স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি হিতকর।

রাতকণা বা রাত্র্যন্ধতা (NIGHT-BLINDNESS)।

অনেক লোক অল্প আলোকে (বা সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত) মোটেই দেখিতে পান না; ইহার নাম "রাতকাণা"-রোগ। ফাইসস্টিগমা ৩ প্রয়োগে আমরা বহুস্থলে সুফল পাইয়া থাকি। যকৃৎ দোষ জনিত নাক্স-ভ ৬। হেলেবোরাস্-নাইগ্রা ৩—২০০, চায়না ৬, বেলেডোনা ৬, লাইকোপডিয়াম ৩০ প্রভৃতি ঔষধেও উপকার দর্শে।

দিনকাণা বা দিবান্ধতা (DAY-BLINDNESS)।

অনেক লোক রৌদ্রে বা প্রখর আলোকে দেখিতে পান না:— বথ্রপ্স্ (Bothrops) ৬—৩০ বোধ হয় এই রোগের প্রধান ঔষধ। সিলিকা ৩০, ফস্ফোরাস ৬, সালফিউরিক-অ্যাসিড্ ৬ বা বেলেডোনা ৩০ প্রভৃতি ঔষধেও উপকার দর্শে।

আংশিক-দৃষ্টি (PARTIAL SIGHT)।

কোন পদার্থের কেবল উর্দ্ধাংশ দেখিতে না পাইলে, অরাম-মেট্ ৬। কোন বস্তুর দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ দেখিতে না পাইলে, লিথিয়া-কার্ব ৬। কোন বস্তুর বাম অর্দ্ধাংশ দেখিতে না পাইলে, লাইকোপোডিয়াম ৬।

দৃষ্টিক্লান্তি।

কোন জিনিষের প্রতি খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকা হেতু চক্ষু শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ বা নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।

টেরাদৃষ্টি।

দক্ষিণ বা বাম যে কোন চক্ষুর টেরাদৃষ্টি হইলে, অ্যালুমিনা ৬ উত্তম ঔষধ। ক্রিমি জনিত টেরাদৃষ্টিতে, স্পাইজিলিয়া ৩ বা সাইনা ৩। বেল ৩, হায়োসায়েমাস ৩, জেল্স্ ৩, সাইক্লামেন্ ৩, বা ষ্ট্রামন্ ৩, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

অল্পদৃষ্টি বা অদূরদর্শন-শক্তি (SHORT-SIGHT)।

যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি কম (বা যাঁহারা দূরের জিনিস মোটেই দেখিতে পান না বা ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখেন), তাঁহাদের পক্ষে ফাইসস্টিগমা ভাল ঔষধ।

জাল-দৃষ্টি (MUSCÆ VOLITANTES)।

এই রোগে চক্ষুর নিকট ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধূলিকণা বা সূক্ষ্ম (বা সূত্রবৎ) পদার্থ উড়িতেছে অনুভূত হয়। পুরাতন জ্বর, অপরিমিত শুক্রক্ষরণ, রক্তাল্পতা প্রভৃতি নানা কারণে এই পীড়া হয়। কারণ অনুসন্ধান করিয়া মূল পীড়ার চিকিৎসা করিলেই, এই পীড়ার উপশম হইবে। তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, দুর্ব্বলতা হেতু এই পীড়া হইয়া থাকে; এইরূপ স্থলে চায়না ৬, বা অ্যাসিড্-ফস্ ৩০, প্রায় সকল লক্ষণেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ধূম-দৃষ্টি বা ঝাপ্সা-দেখা (GLAUCOMA)।

সময়ে সময়ে চক্ষে অন্ধকার বা কুয়াশাপূর্ণ দেখা। রোগের কারণ আজও ঠিক হয় নাই। স্বাস্থ্যহানি হইলেই, প্রায় এই পীড়া হইয়া থাকে; কোন কোন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপেও ইহা কখন কখন দেখা দেয়। অ্যাকোনাইট ৬, আর্জেণ্টাম-নাইট্রি ৬, ফস্ফোরাস্ ৬, বেলেডোনা ৬, জেলসিমিয়াম ৩, স্পাইজিলিয়া ৬, লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা।

তারকামণ্ডল-প্রদাহ
(IRITIS)।

চক্ষু-তারার চতুর্দ্দিকস্থ রঞ্জিত মণ্ডলকে **তারকামণ্ডল** বলে। এই তারকামণ্ডল প্রদাহযুক্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসিত না হইলে, ছানি পড়িয়া দৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়।

প্রদাহ অনেক প্রকার হইতে পারে:—আঘাত প্রাপ্ত হইয়া; বাত বা প্রমেহ জনিত প্রভৃতি।

সাধারণ লক্ষণ।—দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা বা দৃষ্টি-শক্তির অভাব, দীপালোকে বা সূর্য্যালোকে কষ্ট, চক্ষু মুদ্রিত করিলে যাতনা, উভয় রগে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—আঘাত হেতু তারকামণ্ডল-প্রদাহে, আর্ণিকা ৩ সেবন (ও আর্ণিকা θ দশ ফোঁটা, অর্দ্ধপোয়া জলে মিশাইয়া প্রতিদিন তিন চারিবার ধৌত করা)। প্রদাহ সহ জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩x। যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে আর্ণিকা ৩ বা বেলেডোনা ৩। বাতজনিত প্রদাহে—ব্রায়োনিয়া, স্পাইজিলিয়া, ইউফ্রেষিয়া। গ্রন্থিবাত জনিত প্রদাহে—আর্সেনিক, কলোসিন্থ, ককিউলাস, বা সালফার। উপদংশ জনিত প্রদাহে—কেলি-বাইক্রম, মার্ক-সল, অ্যাসিড-ফস্। প্রমেহ জনিত প্রদাহে—অ্যাসিড-ফস্, মার্ক-সল, আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম। এই সমস্ত ঔষধ ৬ষ্ঠ শক্তিতে প্রয়োগ করা যায়।

অঞ্জনী

(HORDEOLUM OR STYE)।

চক্ষুর পাতার উপরে বা নীচে প্রদাহবিশিষ্ট এক প্রকার ফুস্কুড়ি বাহির হয়, তাহাকে **অঞ্জনী** বলে। ঠাণ্ডা লাগা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণে অঞ্জন হয়। পাল্‌সেটিলা ৬—৩০ এই পীড়ার উত্তম ঔষধ। পাল্‌সেটিলায় উপকার না হইলে, হিপার-সালফার ৬। বারম্বার ব্রণ হইতে থাকিলে, বা ব্রণ শুকাইয়া যাওয়ার পর সেই স্থান শক্ত হইলে, সালফার ৩০ বা ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৬। চক্ষুর উপর-পাতায় অঞ্জনী হইলে—মার্কিউরিয়াস্ ৩, সালফার ৩০, কষ্টিকাম ৬, অ্যালুমিনা ৬ উপকারী। চক্ষুর নীচের-পাতায় অঞ্জনী হইলে—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৬, ফস্‌ফোরাস্ ৬, রাস-টক্স ৬ উপকারী। চক্ষুর কোণে অঞ্জনী হইলে—লাইকো ১২ বা ষ্ট্যানাম ৬ দিতে হয়। পূয জন্মিলে—হিপার ৬ বা মার্ক-সল্ ৬ দেয়।

পুল্টিস্ (বা গরম জলের সেক) দিলে অঞ্জনী সহজে ফাটিয়া যায়, ও পরে উহাতে গরম ঘি লাগাইলে সত্বর শুকাইয়া আসে।

চক্ষুর পাতা নাচা

(NICTITATION)।

চক্ষুর পাতা অবিরত নাচিতে থাকিলে, পাল্‌সেটিলা ৬ বা ইগ্নেষিয়া ৬।

চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়া।

রোগী চক্ষের উপরকায়-পাতা উঠাইতে পারেন না; সুতরাং চক্ষে ধূলা, ধূম প্রভৃতি লাগে। চক্ষু আংশিক খোলা থাকায় চক্ষু দিয়া জল পড়ে ও লাল হয়।

জেলসিমিয়াম ৩x—৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নতুবা চক্ষের পক্ষাঘাত হইবার আশঙ্কা।

চক্ষুর পাতার আকুঞ্চন।

১। চক্ষুর পাতা কোঁকড়াইয়া বাহিরের দিকে কুঞ্চিত হইয়া পড়িলে— এপিস ৬ বা আর্জেণ্ট-নাই ৬ (পাতা ফোলা, চক্ষু হইতে পূয পড়িলে); ও নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬ (উপদংশ জনিত); এবং হ্যামামেলিস্ θ, দশগুণ জলসহ বাহ্য প্রয়োগ।

২। চক্ষুর পাতা কোঁকড়াইয়া ভিতরের দিকে কুঞ্চিত হইয়া পড়িলে— ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, বোরাক্স্ ৩, লাইকোপডিয়াম্ ৩০, সালফার ৩০ বা মার্কিউরিয়াস্ ৩ ফলপ্রদ।

চক্ষুর ছানি

(CATARACT)।

আঘাত লাগিয়া অথবা বার্দ্ধক্য হেতু, তারকামণ্ডলে আঁসের ন্যায় একটি পর্দ্দা পড়ে ; ইহাতে ক্রমে দৃষ্টি-শক্তির লোপ হয়। ইহা একচক্ষে বা দুই চক্ষেই হইতে পারে।

চিকিৎসা।—"সিনেরিরিয়া-মেরিটিমা সাক্কাস", তরুণ ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার ছানির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা আক্রান্ত চক্ষে এক ফোঁটা করিয়া দিবসে তিনবার একটু দীর্ঘকাল (মাস পাঁচেক) বাহ্য প্রয়োগে অনেকেই রোগমুক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোরেটা ১২x বিচূর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার দর্শে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তাহা হইলে ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা ৩ সেবন। ফ্লোরিক-অ্যাসিড্ ৬ সেবনে কেহ কেহ নাকি রোগমুক্ত হইয়াছেন।

চক্ষু মধ্যে কীটাদি প্রবেশ।

"আকস্মিক দুর্ঘটনা" অধ্যায়ে, "নাসিকা চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ" দ্রষ্টব্য।

চক্ষু রোগের কয়েকটি উপসর্গ।

চক্ষুতে জ্বালাবোধ—বেল্ ৩, আর্স ৬, সালফার ৩০।

চক্ষুতে ঠাণ্ডাবোধ—ফস্-অ্যাসিড্ ৬।

চক্ষুভারবোধ বা চক্ষু মেলিতে না পারা—জেলসিমিয়াম ১x।

চক্ষু স্ফীত হওয়া—এপিস ৬, রাস্-টক্স্ ৬।

চক্ষু-স্পন্দন (চক্ষুর গোলক বা পাতা নাচা)—অ্যাগারিকাস ৬, পাল্‌স ৩।

চক্ষু সদা চুলকাইলে।—সালফার ৩০, পাল্‌স্ ৩।

চক্ষু দিয়া জল পড়া।—ইউফ্রেসিয়া ১x, পাল্‌স্ ৩।

চক্ষু দিয়া উত্তপ্ত জল পড়া।—আর্স ৩x—৩০।

চক্ষু দিয়া স্নিগ্ধ জল পড়া।—পাল্‌স ৩—৩০।

চক্ষু টাটান বা বেদনাযুক্ত হওয়া (রোগী চক্ষু স্পর্শ করিতে দেন না)।—নেট্রাম্‌-মিয়ুর ১২x চূর্ণ—৩০, ব্রায়োনিয়া ৬, হিপার-সালফ ৬, বেলেডোনা ৩।

চক্ষে স্নায়ুশূলবৎ বেদনা।—আর্স ৩, জেল্‌স্‌ ১x—৩, স্পাইজেলিয়া ৬—৩০।

চক্ষু যেন **ভিতরের দিকে** আকৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ অনুভব।—অ্যাসিড্‌-ফস্‌ ৬, ক্রোটন ৬।

চক্ষু যেন **বাহিরের দিকে** আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব।—ব্রায়োনিয়া ৬, লাইকো ১২।

চক্ষে **থেঁৎলে যাওয়ার** মত বেদনা বোধ।—আর্ণিকা ৩, জেল্‌স ১x।

চক্ষে **ছুঁচ-বেঁধা** বা **কেটে-যাওয়ার** মত বেদনা বোধ।—ব্রায়ো ৩x—৩০, নাইট্রিক্‌-অ্যাসিড ৬।

ফলক-বেধ বৎ (splinter-like) চক্ষুতে বেদনা অনুভূত হইলে।—অ্যাসিড্‌-নাইট্রিক ৬, হিপার ৬—৩০, থুজা ৩০।

চক্ষে **হুল-ফুটান** মত বেদনা।—এপিস্‌ ৬।

চক্ষে **ছিঁড়ে-ফেলার** মত বেদনা অনুভূত হইলে।—পাল্‌স্‌ ৩, অরাম-মিয়ুর ৬।

চক্ষে **দপ্‌ দপ্‌** বেদনা অনুভূত হইলে।—বেল্‌ ৩, হিপার ৬।

চক্ষু **আড়ষ্টভাব** অনুভূত হইলে।—নেট্রাম-মিয়ুর ৬ চূর্ণ—৩০, রূটা ২x—৬।

রাত্রিতে চক্ষুর পীড়া বাড়িলে।—আর্স্‌ ৬, সিফিলিনাম ৩০।

রৌদ্রে বা প্রখর আলোকে চক্ষুর পীড়া বাড়িলে।—মার্ক ৬।

চক্ষু নাড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।—ব্রায়ো ৩, নেট্রাম-মিয়ুর ৩০, আর্জ-নাই ৬।

তাপ দিলে চক্ষুর যাতনা **বৃদ্ধি**।—সালফার ৩০।

তাপ দিলে চক্ষুর যাতনা **উপশম**।—হিপার ৬।

চক্ষু-তারা **বিস্তৃত** হইলে।—বেল ৬, ষ্ট্র্যামো ৩।

চক্ষু-তারা **সঙ্কুচিত** হইলে।— সাইনা ২x—২০০, ওপিয়াম ৬, ফাইসস্‌টিগমা ৩।

তির্য্যক-দৃষ্টি (টেরা)।—স্যাণ্টোনাইন্ ২x, বেলেডোনা ৩, জেসমিয়াম্ ৩x হায়োসায়েমাস্ ৬।

বর্ণান্ধতা বা দৃষ্টি-বিকার (colour-blindness) অর্থাৎ বর্ণ বিচার করিতে অক্ষম হইলে।—বেঞ্জিনাম-ডিনাইট্রিকাম (Benzinum-dinitricum), স্যাণ্টোনাইন ৩x।

দিবালোকে দেখিতে না পাইলে।—বথ্রোপ্‌স্ ৬।

রাত্রিকালে দেখিতে না পাইলে।—বেলেডোনা ৬, নাক্স-ভমিকা ৬—৩০, ফাইসস্‌টিগ্‌মা ৩।

ক্ষীণ-দৃষ্টি।—ফস্ফোরাস্ ৬, কষ্টিকাম ৬, টেব্যাকাম্ ৬।

ঝাপ্‌সা দেখা।—ফস্ ৬, টেব্যাকাম ৬, কষ্টিকাম ৬।

লাল বা **সবুজ বর্ণ** চক্ষুর সামনে দেখা।—ফস্ ৬।

হরিদ্রাবর্ণ চক্ষুর সামনে দেখা।—স্যাণ্টোনাইন ১x—৩x।

পড়িবার সময়ে চক্ষু সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে।—জ্যাবোরাণ্ডি ৩, নেট্রাম-আর্স ৩—৩০।

পড়িবার সময়ে যেন অক্ষরগুলি পরস্পরের সঙ্গে বুড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূত হইলে।—নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।

পড়িবার সময়ে যেন অক্ষরগুলি অন্তর্হিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইলে।—সাইকিউটা—৩।

৭। কর্ণ-রোগ

(DISEASES OF THE EAR)।

শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ।

শ্রবণেন্দ্রিয় সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত :—

১। কর্ণকুহর বা কর্ণের বহির্ভাগ (outer ear)

২। কর্ণের মধ্যভাগ (middle ear)।

৩। কর্ণের অন্তর্ভাগ (inner ear)।

কর্ণের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই ও যে রন্ধ্র ইহাকে মস্তকের সহিত সংযোগ করিয়া দিতেছে, তাহাকে "কর্ণের বহির্ভাগ" বলা হয়। কর্ণরন্ধ্রের ভিতরের দিকে একখানা ছোট পর্দ্দা থাকে, তাহাকে "পটহ" (drum) বলে। এই পটহ দ্বারাই শ্রবণ-জ্ঞান জন্মে; সুতরাং এই পটহ ছিন্ন হইলে বা অন্য কোনরূপে ইহার দোষ ঘটিলে, শ্রবণ-শক্তির ব্যাঘাত জন্মে—এমন কি বধিরতা পর্য্যন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই পটহ হইতে "কর্ণের অন্তর্ভাগ" বিবরটির নাম "কর্ণের মধ্যভাগ"। ইহার পরই "কর্ণের অন্তর্ভাগ"; ইহাতেই প্রকৃতপক্ষে শব্দ গৃহীত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়।

কর্ণ-প্রদাহ

(OTITIS)।

কর্ণ-প্রদাহ, প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়, এবং কর্ণগহ্বরের পীড়ার সহিত সংসৃষ্ট থাকে। কাণের ভিতর দপ্ দপ্ বেদনা, ফুলিয়া উঠা, ও লালবর্ণ হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ; সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও থাকিতে পারে। প্রথম হইতে চিকিৎসা না করিলে, কর্ণের গভীর অংশ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়, ও ক্রমে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় (বিশেষতঃ শিরঃপীড়া ও গলায় ব্যথায়), বেলেডোনা ৩x সেবন ও ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দেওয়া। সর্দিজনিত কর্ণপ্রদাহে, পাল্‌সেটিলা ৩; কিন্তু যদি কর্ণগর্ভ পর্য্যন্ত বেদনা এবং সেই সঙ্গে জ্বর থাকে, তাহা হইলে অ্যাকোনাইট ৩x। সূচ-ফুটানর ন্যায় বেদনা ও কর্ণমূলে অসহ্য বেদনায়, ক্যামোমিলা ৬। কাণে টন্ টন্ বেদনা ও গ্রন্থি ফুলিলে, মার্ক-সল ৬। পীড়া পুরাতন হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, বা সালফার ৩০ ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তুলা বা ফ্লানেল্ দিয়া কাণ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন কর্ণরন্ধ্রে ঠাণ্ডা না লাগে। ফ্লানেল বা লবণের পুঁটুলি গরম করিয়া সেক দিলে, অথবা দুই এক ফোঁটা মূলেন্-অয়েল বা গরম সরিষা-তৈল কিম্বা পালসেটিলা θ কাণে ঢালিয়া দিলে, কম পড়ে।

কর্ণ-শূল

(OTALGIA)।

পূর্ব্বোক্ত কর্ণ-প্রদাহে—জ্বর ও দপ্ দপ্ বেদনা থাকে; আর কর্ণশূলে—কর্ণে কেবল শূলবিদ্ধবৎ দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা সময়ে সময়ে দন্তমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, কাণে কাঠি দিয়া খোঁচান, কাণের ভিতর জল ঢোকা, কর্ণ-মল বা কাণের খোল নড়িয়া বেড়ান, কাণের ভিতর ফুস্কুড়ি বা ফোড়া হওয়া প্রভৃতি কারণে এই দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়; হাম বা বসন্ত রোগের পরও কখন কখন কর্ণ-শূল হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—ঠাণ্ডা লাগা বা কিম্বা কর্ণে শীতল জল প্রবেশ হেতু কাণ কামড়াইলে, অ্যাকোনাইট ৩x। প্রমেহ জনিত কর্ণ-শূলেও অ্যাকোন্ ৩x উপকারী। আঘাত প্রাপ্তি জনিত পীড়ায়, আর্ণিকা ৩।

হুলবিদ্ধবৎ বেদনায়, পাল্‌সেটিলা ৩x। সর্দ্দি জনিত কর্ণ-শূলেও, পাল্‌সেটিলা উপকারী। দন্ত-শূলের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-শূল হইলে, ক্যামোমিলা ১২ বা মার্ক-সল ৬। কর্ণ-প্রদাহ রোগের "আনুষঙ্গিক চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য।

কাণে ব্যথা

(PAIN IN THE EAR)।

কর্ণপ্রদাহ কর্ণশূল বা কাণ-মলে দেওয়া প্রভৃতি কারণে, কাণ টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়। মূল কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। অ্যাকোন, বেল্, ক্যামো, ফেরাম-ফস্, হিপার, মার্ক, পালস্, সালফার প্রভৃতি ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ("কর্ণরোগ" সমূহের ঔষধাবলি ও "আনুষঙ্গিক চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য)।

বেদনার প্রকৃতি অনুসারে চিকিৎসা :—কাণ সদা টাটাইয়া থাকিলে, মার্ক ৬। কাণ যেন বিঁধিতেছে বা ছিদ্র হইতেছে এরূপ বেদনায়, ক্যাপ্সিকাম ৬। জ্বালাকর বেদনায়, আর্স ৩। খামচান মত বেদনায় পালস্ ৩। স্নায়ু-শূলবৎ বেদনায়, ক্যামো ৬ বা বেল ৩। দপ্ দপ্ বেদনায়, বেল ৩। হুল-বেঁধনবৎ বেদনায়, এপিস ৬। ছুঁচ-ফোটা মত বেদনায়, ক্যামো ৬ বা কেলি-কার্ব্ব ৬। ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনায়, বেল ৩, ক্যামো ৬, বা পাল্‌স্ ৩। থেঁৎলে যাওয়ার মত বেদনায়, আর্ণিকা ৩।

কর্ণ-ব্রণ

(ABSCESS OF THE MEATUS)।

কর্ণাবর্ত্তের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইয়া বেদনাযুক্ত, স্ফীত, ও লালবর্ণ হয়; ইহাতে শ্রুতি-শক্তির ব্যাঘাত পর্য্যন্ত ঘটে।

চিকিৎসা।—দপ্ দপ্ বেদনা, লালবর্ণ ও স্ফীত হইলে, বেলেডোনা ৩x সেবন; এবং বেলেডোনা θ, বাহ্য প্রয়োগ। বেলেডোনায় উপকার না হইলে, সিলিকা ৩০। পূয হইবার উপক্রম (শীঘ্র পাকাইবার জন্য), হিপার-সালফার ৬। প্রদাহ কমিলে, সালফার ৩০।

কর্ণ-নাদ

(TINNITUS AURIUM)।

এই রোগে কর্ণে গুন্‌গুন্ ফস্‌ফস্ সোঁ-সোঁ বা বাদ্যধ্বনিবৎ শব্দ অনুভূত হয়। অন্যান্য পীড়ার পরবর্ত্তী উপসর্গ জনিত বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু, কর্ণনাদ পীড়া ঘটে; এই পীড়া হইতে ক্রমে বধিরতা জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি, গর্জ্জনবৎ, বা গুন্‌গুন্ শব্দ হইলে, অ্যাসিড্-ফস্‌ফোরিক ৩০। প্রাতঃকালে কর্ণে গর্জ্জনবৎ শব্দ ও বারম্বার কাণের ভিতর চুলকানি থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৬—৩০। কর্ণে জলপ্রবাহের ন্যায় বা গুন্‌গুন্ শব্দ অনুভূত হইলে, ক্যামোমিলা ৬। কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত বিবিধ প্রকার কর্ণনাদে, অ্যাসিড্-নাইট্রিক ৬ বা চায়না ২০০। মস্তকে রক্তসঞ্চয়জনিত কর্ণনাদে, বেলেডোনা ৬। বমন সহ কর্ণনাদে, ভিরেট্রাম-অ্যালবাম্ ৩। কলের গাড়ীর শব্দের ন্যায় শব্দ বা "হিস্-হিস্" শব্দ বিশিষ্ট কর্ণনাদে, ডিজিটেলিস্ ৬।

কর্ণ-মূল-প্রদাহ

(PAROTITIS)।

এই রোগ সংক্রামক; সুতরাং ইহা প্রায়ই বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় (বিশেষতঃ শীত ও বর্ষাকালে)। নিম্ন-চোয়ালের কোণে ও কাণের নীচে একটি লালা-নিঃসারক বড় গ্রন্থি (gland) আছে, ইহাকে "কর্ণ-মূল" কহে। কর্ণ-মূল প্রদাহিত হইলে উক্ত গ্রন্থি (এক বা উভয় পার্শ্বের গ্রন্থি, অর্থাৎ

কর্ণের সম্মুখবর্ত্তী ও নিম্নবর্ত্তী স্থান টুকু) স্ফীত বেদনাযুক্ত লালবর্ণ ও শক্ত হয়। জ্বর, বমনেচ্ছা, লালাক্ষরণ, গণ্ডস্থল স্ফীতি, চর্ব্বণ করিতে ও গিলিতে কষ্ট, গলা ফুলিয়া উঠা, ঘাড় নাড়িতে না পারা, প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ ইহাতে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু এই রোগ যদি গ্রন্থিস্থল (glands) ছাড়িয়া হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের স্তন বা পুরুষের অণ্ডকোষাদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে। বালক ও যুবকদের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ বিরল। ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণেই এই রোগ অধিকাংশ স্থলে তরুণ আকারে প্রকাশ পায়; কিন্তু সময়ে সময়ে দূষিত জ্বরাদি হেতুও এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x—৩।—জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায়)। শীতকালের ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইলে।

মার্কিউরিয়াস-বিন-আইওডেটাস ৩x-৩।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ রোগ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, জ্বর কম পড়িলে এবং লালাক্ষরণ অধিক হইতে থাকিলে)।

পাল্‌সেটিলা ৩x।—অণ্ডকোষ (testicles) আক্রান্ত হইলে ও কর্ণমূল প্রদাহের পর বায়ুরোগ (mania) দেখা দিলে।

বেলেডোনা ৩—৩০।—গণ্ড (বিশেষতঃ **দক্ষিণ-দিকের**) ফুলিয়া উঠা বা লালবর্ণ হওয়া, প্রলাপ, দারুণ যাতনা, মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে।

রাস-টক্স ৩।—কর্ণমূল (**বিশেষতঃ বাম-দিকের**) ফুলিয়া উঠা ও গাঢ় লালবর্ণ হওয়া, অত্যন্ত যাতনা থাকা প্রভৃতি লক্ষণে। বর্ষার হাওয়ায় রোগ হইলে।

সালফার ৩০।—পূয হইবার আশঙ্কা থাকিলে।

হিপার সালফার ৬—৩০।—রোগের শেষ অবস্থায়।

সিলিকা ৬—৩০।—নালী ঘা হইলে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা উচিত। আক্রান্ত স্থানটি তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। বেশী দুধ বা মাছ মাংস খাওয়া ভাল নয়। পীড়ার প্রবল অবস্থায় সাগু বার্লি ঝোল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়; পরে, খাদ্য লঘু, পুষ্টিকর, অথচ তরল হওয়া আবশ্যক। ১৫ গ্রেণ বিন-আয়ডাইড্-অভ্-মার্কারি, এক আউন্স ভ্যাসেলিন সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তুলায় মাথাইয়া প্রদাহিত স্থলে পটী বসাইয়া দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

কাণ পাকা বা কাণে পূয
(OTTORRHŒA)।

হাম, জ্বর প্রভৃতি পীড়ার পর, এবং গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদের কাণে পূয হইয়া থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের কর্ণে পূয হওয়া, বধিরতার পূর্ব্বলক্ষণ। অনেকে বলেন **মুলেন-অয়েল** এই রোগের একটি ভাল ঔষধ; আক্রান্ত কর্ণে প্রতিদিন মূলেন-অয়েল কয়েক ফোঁটা ঢালিয়া দিতে হইবে।

চিকিৎসা।—অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ পূযস্রাবে, অরাম-মেট ৬। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ও নিম্নদেশে বেদনা এবং স্ফীততা সহকারে দুর্গন্ধ পূয-স্রাব (বিশেষতঃ শরীরের পারদ দোষ থাকিলে), নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬। পুরাতন কর্ণস্রাব যাহা বহু চেষ্টায় আরাম হয় না, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০। কর্ণ হইতে রক্তাক্ত, জলবৎ পাতলা, আঠা আঠা দুর্গন্ধ পূযস্রাব হইলে, গ্রাফাইটিস ৬। গন্ধশূন্য শ্লেষ্মা বা পূযস্রাব হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬। কর্ণ মধ্যে তীব্র বেদনা সহকারে পূয বা রক্তাক্ত পূয-স্রাব হইলে, মার্ক-সল ৩। কর্ণের বাহিরে স্ফীততা ও মধ্য-কর্ণ হইতে পাতলা স্রাব হইলে, সিলিকা ৩০; কাণে সদাই তালা লাগিয়া থাকা (কিন্তু জোরে শব্দ করিলে ঐ তালা-লাগা ছাড়িয়া যাওয়া), কাণে ঝাঝড়ি পড়া

প্রভৃতি লক্ষণ সহ কাণ থেকে পাতলা পূয পড়িলেও, সিলিকা ৩০ ফলপ্রদ। রক্তাক্ত চট্‌চটে দুর্গন্ধ পূয স্রাবে, গ্র্যাফাইটিস্ ৬। খুব পুরাতন কাণ-পাকা রোগে, টেলুরিয়াম্ ৬ ফলপ্রদ। পূয শুকাইয়া বধির হইবার উপক্রম হইলে, কিছুদিন সালফার ৩০ ও ফস্ফোরাস্ ৬ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—কোন তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগে পূয বন্ধ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর। পরিষ্কার জল সহ দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ মিশাইয়া তদ্দ্বারা কাণ ধুইবার পর ব্লটিং কাগজ দিয়া উহা শুষ্ক করিতে হইবে; পরে তুলায় দুই এক ফোঁটা পচা-আতর ঢালিয়া উহা কাণের ভিতর রাখিয়া দিলে কাণ বেশ পরিষ্কার থাকে ও পূযের দুর্গন্ধ অনেকটা নিবারিত হয়। পিচকারি ব্যবহার না করাই ভাল।

বধিরতা

(DEAFNESS)।

বধিরতা তিন প্রকার :—(১) স্নায়বিক-ক্রিয়া-বৈষম্য-হেতু, (২) অন্যান্য পীড়া জনিত, (৩) মূক-বধিরতা (অর্থাৎ আজন্ম বোবা-কালা থাকা) জন্য। প্রথমোক্ত দুই প্রকার বধিরতা চিকিৎসা দ্বারা আরাম হইতে পারে।

চিকিৎসা।—বধিরতার প্রথম অবস্থায় মুলেন-অয়েল ৩।৪ ফোঁটা করিয়া দিবসে দুইবার কাণের ভিতর দেওয়া ব্যবস্থা। সর্ব্বাঙ্গীণ দৌর্ব্বল্য ও গণ্ডমালাজনিত বধিরতায় বাদ্যধ্বনি ও অন্যান্য শব্দ শুনিতে পাওয়া, কিন্তু মনুষ্যের কথা বুঝিতে না পারা; এবং কর্ণে সর্ব্বদাই এক প্রকার শব্দ অনুভূত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৩০। রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায় কর্ণে এক প্রকার শব্দ অনুভব সহ বধিরতায়, কিনিনাম-সালফ ৩x ক্রমের বিচূর্ণ। অপরিমিত শুক্রক্ষয় জন্য শ্রুতি-শক্তির অল্পতা জন্মিলে, অ্যাসিড্-ফস্ ৬। দীর্ঘকালব্যাপী বধিরতা সহ কর্ণস্রাবে,

ইল্যাপ্স্ ৩। তালুমূল বৃদ্ধি সহ বধিরতায়, ক্যাল্ক-ফস্ ৩x (Dr. Cooper)। রোগীর নিজ কথাই তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইলে বা তাঁহার কাণের ভিতর শুষ্কতা অনুভূত হইলে, গ্র্যাফাইটিস্ ৬। জ্বরের পর বধিরতায় গ্র্যাফাইটিস্ ২০০। সর্দ্দি জনিত তরুণ বধিরতায়, অ্যাকোনাইট ৬, বেলেডোনা ৬, বা পাল্সেটিলা ৬; এবং পুরাতন অবস্থায় মার্কিউরিয়াস্ ৬। জ্বর বা অন্য পীড়ার পর বধিরতা জন্মিলে, বেলেডোনা ৬, পাল্সেটিলা ৬, সিলিকা ৩০, চায়না ৬, সালফার ৩০, বা অ্যাসিড-ফস ৩। কর্ণগহ্বরে ক্ষত হইয়া উহা হইতে স্রাব বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত বধির হইলে—সালফার ৩০, হিপার-সালফার ৬, অরাম-মেট ৬, কষ্টিকাম ৬, বা অ্যান্টিম-ক্রুড ৬।

শিশুদিগের কাণমলে দেওয়া বা কাণে প্রহার করা কোন মতেই উচিত নয়। স্নানের পর যেন কর্ণ মধ্যে জল না থাকে।

কর্ণরোগের কয়েকটি প্রধান ঔষধ।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬।—চর্ব্বণকালে ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ শব্দ বোধ, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস।

অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬।—কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে আর্দ্র উদ্ভেদ্।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—শ্রবণ-শক্তির হ্রাস; কর্ণের চতুঃপার্শ্বের গ্রন্থিচয়ের ফুলা ও বেদনা।

বেলেডোনা ৬।—উচ্চ শব্দ মোটেই সহ্য করিতে না পারা।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬।—পূয-স্রাব, গ্রন্থি ফুলিয়া উঠা।

চায়না ৩।—কর্ণনাদকালে নানা রকমের শব্দ শুনা।

কেলি-বাইক্রম ৬ বা হিপার-সালফার ৬।—গলক্ষত সহ কর্ণদ্বয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

ফাইটোল্যাক্কা ৩x বা ল্যাকেসিস্ ৬।—গিলিবার সময় বেদনা।

শ্রবণ-শক্তির হ্রাস

(HARDNESS OF HEARING)।

ঠাণ্ডা লাগা, কর্ণ-প্রদাহ, কাণে পূয হওয়া, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কারণে, শ্রবণ-শক্তি কমিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

ঠাণ্ডা লাগা হেতু হইলে—অ্যাকোনাইট ৩x, ক্যামোমিলা ৬, পাল্‌সেটিলা ৩, বা মার্কিউরিয়াস ৩। কর্ণ-প্রদাহজনিত হইলে ও তৎসহ কাণে গুন্‌-গুন্‌ শব্দ অনুভূত হইলে—বেলেডোনা ৩, কষ্টিকাম ৬, সিলিকা ৬, সালফার ৩০। কাণে পূয বা ক্ষত, অথবা পূয পড়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া শ্রবণ-শক্তি কমিয়া যাইলে—হিপার-সালফার ৬, সালফার ৩০, পাল্‌সেটিলা ৩, মার্কিউরিয়াস্‌ ৬, ক্যাল্কেরিয়া ৬। হাম প্রভৃতি রোগের পর হইলে—সালফার ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু হইলে—ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড্‌ ১x—৬, ফসফোরাস ৬। অধিক মাত্রায় পারদ বা মার্কারি ব্যবহার জনিত শ্রবণ-শক্তি কমিয়া যাইলে—নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌ ৬, হিপার-সালফার ৬, অরাম মেট্‌ ৩x চূর্ণ—২০০।

কর্ণমল বা কাণে খোল

(EAR-WAX)।

কর্ণ হইতে যে তৈলবৎ কোমল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া জমিয়া শক্ত হয়, তাহাকে "খোল" বলে। কাহারও কাহারও খোল অধিক মাত্রায় জমে ও তজ্জন্য যন্ত্রণাদি হয়; কাহারও বা খোল জমে না।

চিকিৎসা।—খোল জমিয়া পূয নির্গত ও দুর্গন্ধ হইলে, কোনায়াম্‌ ৩ বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০। কাণ অত্যন্ত শুষ্ক হইলে ও মোটেই খোল জমিতে না পারিলে, ল্যাকেসিস ৬ বা মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড্‌ ৬ কিম্বা গ্র্যাফাইটিস

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তিন চারি রাত্রি উপর্য্যুপরি অল্প গরম তৈল কাণে ঢালিয়া দিয়া কাণ-ধোয়া-পিচ্‌কারির সাহায্যে ঈষদুষ্ণ জলে কর্ণ ধৌত করিলে খোল সহজেই সারিয়া যায়।

কর্ণ মধ্যে কীটাদির প্রবেশ।—"আকস্মিক দুর্ঘটনা" অধ্যায়ে "নাসিকা চক্ষু ও কর্ণে কীটাদি প্রবেশ" দ্রষ্টব্য।

কাণে একজিমা

(ECZEMA OF EAR)।

রাস-টক্স ৩, মেজেরিয়াম ৬—২০০, গ্রাফাইটিস ৬, ও পেট্রোলিয়াম ৩, এই রোগের প্রধান ঔষধ।

সাবধান, জিঙ্ক বা গন্ধকের মলম যেন বাহ্য প্রয়োগ করা না হয়। তাহাতে একজিমা আপাততঃ সারে বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক রোগ না সারিয়া ভিতরে বসিয়া যাইয়া দৈহিক অপর যন্ত্রাদি আক্রমণ করে; ইহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। তবে ভ্যাসেলিন বা জলপাই-তৈল (olive-oil) নিঃসঙ্কোচে বাহ্য-প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৮। নাসিকার পীড়া।

(DISEASES OF THE NOSE)।

নাসিকা-প্রদাহ (RHINITIS)।

নাসিকার ঝিল্লী-সমূহের প্রদাহে নাসিকা উষ্ণ স্ফীত ও লালবর্ণ হয়। বেলেডোনা ১x—৩, অ্যাকোনাইট ৩x, মার্কিউরিয়াস ৩, এই রোগের প্রধান ঔষধ। পূয হইলে—হিপার-সালফার ৬, মার্কিউরিয়াস ৬, বা কেলি-বাইক্রম ৩।

নাসিকায় সর্দ্দি

(CORYZA)।

নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর রক্তাধিক্য বশতঃ শ্লেষ্মা নিঃসরণের নাম "সর্দ্দি"।

অ্যাকোনাইট ৩x (হাঁচি, টাকরা জ্বালা, জ্বরভাব প্রভৃতি রোগের আরম্ভে); **অ্যালিয়াম-সিপা ১x—৩** (নাসিকা হইতে বহুল পাতলা উগ্র হাজাকর-সর্দ্দি ঝরিলে); **আর্সেনিক ৩x** (নাক চোক্ দিয়া সর্দ্দি পড়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নাক বুজিয়া যাইলে); **পালস্ ৩** (পাকা সর্দ্দি—হলদে পূঁযের মত সর্দ্দি); **নাক্স-ভ ৬** (সর্দ্দিঝরা বন্ধ হইয়া নাক সেঁটে ধরা শিরঃপীড়া কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি তরুণ সর্দ্দি রোগের প্রধান ঔষধ। সর্দ্দি পুরাতন হইলে, **কেলি-বাই ৩x চূর্ণ—৩** (কঠিন সবুজ-স্রাব) ও **ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬** (দুর্গন্ধস্রাব) উপকারী। অন্যান্য উপসর্গ ও ঔষধাদি জন্য শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ায় "সর্দ্দি" দ্রষ্টব্য।

নাসিকা রোগের কয়েকটি ঔষধ :—

অ্যালিয়াম-সিপা ৬।—নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে জল ঝরা ; গরম ঘরে যাইলে হাঁচি হওয়া।

অ্যামন-কার্ব্ব ৬।—রাত্রিতে নাক বুজিয়া যাওয়া হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ; নাসিকায় ক্ষত ; রক্তময় শ্লেষ্মাস্রাব ; নাকের ডগা লাল ; সকালে মুখ ধুইবার সময় নাক থেকে রক্ত পড়া।

আর্জেণ্ট-নাইট্রিক ৬।—নাক চুল্‌কান ; নাক একটু রগড়াইলেই রক্ত পড়া।

আর্সেনিক ৬।—গরম শ্লেষ্মা বাহির হওয়া ; নাক বুজিয়া যাওয়া লক্ষণে।

সিপিয়া ৩০।—বারমাসই যাঁহাদের নাকের ডগায় জলবৎ বা শ্লেষ্মাময় সর্দ্দি ঝুলিতেছে।

টিউক্রিয়াম ৬।—চশমা ব্যবহার জনিত নাসিকার কোনরূপ অপকার হইলে। বাছাই করা ভাল চশমা ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি উহা নাকে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মায়, তাহা হইলেও এই ঔষধটি ফলপ্রদ।

অরাম-মেট্ ৩x বিচূর্ণ—৩০।—দুর্গন্ধ পচা রক্তময় স্রাব ও তৎসহ নাসিকার অস্থিতে চুলকানি বা ঘা।

সাইনা ৩x।—ক্রমাগত নাক-চুল্‌কান।

ইউফ্রেসিয়া θ।—নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে স্রাব।

হিপার-সালফার ৬।—নাসিকার ক্ষতে।

কেলি-বাইক্রম ৩।—দুর্গন্ধ হরিদ্রাভ চট্‌চটে শ্লেষ্মাস্রাব; নাসিকা-ক্ষত; ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস বা লোপ।

মার্কিউরিয়াস ৩।—পূযবৎ গাঢ় সবুজবর্ণের স্রাব; নাকের অস্থিতে ক্ষত।

স্যাম্ব-ভূম্বিকা ৩।—এক নাক বুজিয়া যাওয়া; দিনের বেলায় উভয় নাকই খোলা থাকে, কিন্তু রাত্রে বুজিয়া যায়।

পালসেটিলা ৩।—হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণের স্রাব; আস্বাদন ও ঘ্রাণ-শক্তির লোপ; গরম ঘরে শ্বাসরোধ হওয়া।

নাসিকায় ক্ষত বা পীনস

(OZÆNA)।

নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূয অথবা রক্তসহ শ্লেষ্মা বা ক্লেদ নিঃসৃত হয়। এই পীড়া হইতে ক্রমে নাসিকার উপাস্থি বা অস্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ঘ্রাণ-শক্তির লোপ হইতে পারে। পারদের অপব্যবহার, উপদংশের ক্ষত, পুরাতন সর্দ্দি, আঘাত, নাসারন্ধ্রে শিলাদি-প্রবেশ, পৈতৃক পারদ-দোষ, প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয়।

চিকিৎসা।—পীড়ার সূচনায় ক্যাড্মিয়াম-সালফ্ ৩x চূর্ণ—৩০। নাসিকা লালবর্ণ, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; নাসারন্ধ্রে, উত্তাপ বোধ ও অল্প অল্প বেদনা; হরিদ্রার আভাযুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব; কখন কখন বা অর্দ্ধেক জলবৎ ও অর্দ্ধেক শুষ্ক পূযময় স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, অরাম-মেট ৬। তরুণ-সর্দ্দিতে নাক হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গত হইয়া নাসিকার উপরিভাগ লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হওয়া; পরে নাসিকার মধ্যস্থল বসিয়া গিয়া ঘ্রাণ-শক্তির লোপ; উহা হইতে পূযময় রক্তমিশ্রিত অথবা মাংস-ধোয়া জলের ন্যায় দুর্গন্ধময় স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, কেলি-বাইক্রম ৬। পারার অপব্যবহার বা উপদংশ পীড়ার পর কিম্বা পিতা মাতার পারদ দোষ জন্য পীনস রোগ হইলে ও সেই সঙ্গে প্রদাহ এবং স্ফীততা সহকারে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধময় পূয অথবা শ্লেষ্মামিশ্রিত পূযস্রাব হইলে, অ্যাসিড্-নাইট্রিক ৬। অতিশয় দাহ ও জ্বালা সহকারে নাসিকা হইতে জলবৎ পূয নিঃসরণ ও সেই সঙ্গে হাঁচি এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণে (পুরাতন নাসিকাক্ষতে), আর্সেনিক ৩—৩০। সিফিলিনাম্ ২০০, আয়োডিয়াম্ ৩, সোরিণাম ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩, অ্যালুমিনা ৬, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x—৬, পাল্‌সেটিলা ৬, সাইক্লেমেন ৩—৩০ ও অরাম্-মেট ৬—৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—জলে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা রোগীর নাক ধুইয়া ফেলা উপকারী। দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কণ্ডিস-ফ্লুইড-সলিউশন (Condy's fluid solution) বাহ্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

(EPISTAXIS)।

এই পীড়া সামান্য আকারের হইলে, ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু বারম্বার এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

একদিকের নাসারন্ধ্র হইতে সম্ভবতঃ শোণিতপাত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই রক্ত নাসাপথে না আসিয়া, স্বরনালী বা গল-কোষ কিম্বা আমাশয়ে আসিয়া পড়ে। নাকে বা মাথায় আঘাত লাগা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা কঠিন আঘাত পাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা কাসি হেতু, নাক দিয়া রক্ত পড়ে। ঋতু বন্ধ হইয়া বা অর্শ-বলি হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া, নাসাপথ দিয়া রক্ত নির্গত হয়।

চিকিৎসা :—

ফেরাম-আয়ড্‌ ৩ বিচূর্ণ, বা মিলিফোলিয়াম θ, এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘন ঘন, চাপ চাপ রক্তস্রাব হইলে, হ্যামামেলিস ১x আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও দুই তিন বিন্দু হ্যামামেলিস নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু রক্তস্রাবে—অ্যাকোনাইট্‌ ৩x, বেলেডোনা ৩x, জেলস ৩x, বা ভিরেট্রাম-ভির ৩x। দুর্ব্বলতা হেতু হইলে, চায়না ৩—৩০। মদ্যাদি পান বা অজীর্ণতা হেতু রক্তস্রাবে, নাক্স-ভমিকা ১x—৬। পচন অবস্থায়, ল্যাকেসিস্‌ ৬—৩০ বা আর্সেনিক ৩—৩০। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে বা অর্শ-বলি বন্ধ হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়িলে, পাল্‌সেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ৩x, পডোফিল্লাম ৬, বা সালফার ৩০। মস্তকে বা নাকে আঘাত প্রাপ্তি হেতু নাক দিয়া রক্ত পড়িলে, আর্ণিকা ৩x। থামিয়া থামিয়া ঘন ঘন রক্তস্রাব হইলে, চায়না ৬ বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০। দপ্‌ দপ্‌ করিয়া মাথাব্যথা সহ রক্তস্রাবে, বেলেডোনা ৩।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—দুই এক ফোঁটা হ্যামামেলিস θ নাস লইলে, সামান্য রকমের রক্তস্রাব প্রায়ই সারিয়া থাকে। মস্তকের উপরিভাগে হস্তদ্বয় খানিক উঁচু করিয়া রাখিলে, রক্ত পড়া বন্ধ হইতে পারে। মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকা দ্বারা যেন শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া সাধিত হয়, এবং ঘাড়ে ও নাসিকামূলে যেন ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়া হয়। খাঁটি সরিষা-তৈলের নাস লওয়া, শীতল জলে স্নান করা, লঘু অথচ

পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি, হিতকর। নেসা করা বা উত্তেজক পান আহার, অতিরিক্ত পড়া শুনা বা পরিশ্রম করা, নিষিদ্ধ।

ডাক্তার হেরিং বলিয়া গিয়াছেন যে রোগীর নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগীর মঙ্গল-সাধন জন্য স্বভাবের এই ব্যবস্থা—"প্রকৃতির রক্ত মোক্ষণ-ক্রিয়া"; সুতরাং, ঐ রক্ত পড়া কোন ক্রমেই বন্ধ করা বিধেয় নয়; তবে, আঘাত হেতু রক্ত পড়িলে বা কোন কারণে খুব বেশী রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, ঔষধাদি দেয়।

নাসা-জ্বর

(POLYPUS NASI)।

নাসিকা-গহ্বরের মধ্যে রসুন বা পেঁয়াজের কোষের ন্যায় স্ফীত হওয়ার নাম "নাসা"। ইহা এক নাকে বা দুই নাকেই হইতে পারে। নাসা হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই সর্দ্দি হয়; প্রথমে ঘাড়ে অল্প অল্প বেদনা, পরে সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, জ্বর, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

বেলেডোনা ১x ও **স্যাঙ্গুইনেরিয়া θ** এই রোগের প্রধান ঔষধ। কেহ কেহ এই দুইটি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩ ও **মেলিলোটাস-অ্যাল্‌বা ৩** এই রোগের প্রধান ঔষধ।

ক্যাডমিয়ম-সাল্ফ্ ৩—৩০।—দুর্গন্ধময় স্রাব, নাসিকা সঙ্কোচন করিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে।

ফস্‌ফোরাস ৩।—স্পর্শমাত্র রক্তস্রাব, নাসিকা হইতে সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণে।

সোরিণাম্ ৩০।—পুরাতন নাসাস্রাব, শীতবোধ, দুর্ব্বলতা, প্রভৃতি লক্ষণে।

ফর্ম্মিকা-রুফা ১x।—নাসিকা রোগ-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার কুপার বলেন যে নাসারন্ধ্রের অর্ব্বুদ আরোগ্য করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ আর নাই।

উল্লিখিত ঔষধগুলিতে ফল না পাইলে থুজা ৩০ সেবন, এবং থুজা θ সকালে ও বিকালে বাহ্য-প্রয়োগ বিধি। টিউক্রিয়াম ১x সেবনে ও টিউক্রিয়াম্ θ বাহ্য-প্রয়োগে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

অস্ত্রাদি দ্বারা নাসা ভাঙ্গা কোনমতেই উচিত নহে; তাহাতে বিশেষ বিপদ ঘটিতে পারে।

৯। রক্তসঞ্চালন-যন্ত্রের পীড়া

(DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM)।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা-নাড়ী।

বক্ষঃ-গহ্বরের মধ্যস্থলে ঠিক বুকের হাড়ের পশ্চাতে ও ফুসফুস দুটির মাঝখানে "হৃৎপিণ্ড (heart) বা কলিজা" অবস্থিত; ইহার অগ্রভাগ (apex) আমাদের শরীরের দক্ষিণদিকে, ও অধোভাগ (base) বামদিকে হেলিয়া আছে [দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য]। হৃৎপিণ্ড ফাঁপা, ইহার অভ্যন্তর সতত শোণিত দ্বারা পূর্ণ থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামভাগে যে রক্ত থাকে তাহা নির্ম্মল, দেখিতে লালবর্ণ; উহার দক্ষিণভাগে যে রক্ত থাকে তাহা দূষিত, দেখিতে কাল্‌চে বা বেগুনী রং। হৃৎপিণ্ড হইতে ছোট বড় অনেকগুলি নল (বা নাড়ী) বাহির হইয়াছে; এই নলগুলি দ্বারা হৃৎপিণ্ড শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন করে—তাই এই নলগুলির নাম "**রক্তবহা-নাড়ী** (blood-vessels)"। এই রক্তবহা-নলগুলির মধ্যে কতকগুলিকে "ধমনী", কতকগুলিকে "শিরা", ও কতকগুলিকে "কৈশিক-নল" কহে। যে নলে লালরক্ত থাকে তাহাকে "**ধমনী** (artery)", যে

নলে বেগুনী বা কাল্‌চে রক্ত থাকে তাহাকে "শিরা (vein)", ও কেশবৎ অতি সূক্ষ্ম রক্ত-নলগুলি যাহা ধমনী ও শিরাগুলিকে পরস্পরের সহিত সংযোগ বিধান করে তাহাদিগকে "কৈশিক-নাড়ী (capillaries)" বলে। "ধমনীচয়" হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসে ও শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত বহন করে; "শিরা সমূহ" ফুসফুস ও দেহের অপরাংশ হইতে রক্ত পুনঃ সঞ্চালিত করিয়া আনে; এবং "কৈশিক-নাড়ী" ধমনী হইতে শিরামধ্যে রক্ত প্রবেশের সেতুস্বরূপ। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট মধ্যেই এক বিন্দু শোণিত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া [ধমনী; কৈশিক নাড়ী; শিরা প্রভৃতি দিয়া] দেহের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃৎপিণ্ডের স্থানে ফিরিয়া আসে। রক্তের এইরূপ চলাচল-ব্যাপার (circulation of the blood) আমাদের দেহমধ্যে আজীবন অবিরাম হইতেছে।

বুকের বামদিকে হৃৎপিণ্ডের উপর হাত বা কাণ রাখিলে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-শব্দ বেশ অনুভূত হয়। এই শব্দ তালে তালে ঠিক সমানভাবে চলিতেছে; প্রথম শব্দটি একটু লম্বা তালে, দ্বিতীয়টি একটু দ্রুত তালে, ও পরক্ষণই চুপ। ইহার পরই পুনরায় সেই একই তালমানে শব্দ—ঠিক যেন "লাব্—ডাপ্", "লাব্ ডাপ", এবং পরক্ষণই বিরাম; আবার "লাব্—ডাপ্", "লাব্ ডাপ", এবং পরক্ষণই চুপ; এই ভাবে আজীবন—জাগ্রৎ নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই দিবানিশি আমাদের হৃৎস্পন্দন নিয়ত হইতেছে।

অকস্মাৎ যদি শরীরের কোন "ধমনী" কাটিয়া যায়, তাহা হইলে লালবর্ণ রক্তপ্রবাহ সমভাবে নির্গত না হইয়া ফিন্‌কি দিয়া বা তীরবেগে ঝলকে-ঝলকে বাহির হইতে থাকে; এই ঝলকে-ঝলকে বাহির হওয়ার একটা মাত্রা আছে—উহা হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন সদৃশ। কিন্তু যদি কোন "শিরা" কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কাল্‌চে রক্তপ্রবাহ ফিন্‌কি দিয়া বা তীর বেগে ঝলকে-ঝলকে বাহির না হইয়া ধীরে ধীরে সমানভাবে গড়াইয়া পড়ে বা ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতে থাকে; ইহার কারণ এই যে ধমনীর সহিত হৃৎস্পন্দনের যোগ রহিয়াছে, কিন্তু শিরার সহিত হৃৎস্পন্দনের কোন যোগ নাই।

ধমনীর স্পন্দন বা গতি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অনুরূপ; ঝলকে-ঝলকে রক্তপ্রবাহ যেমন ধমনীতে সঞ্চালিত হয়, ধমনীরও স্পন্দন তেমনি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনবৎ হইতে থাকে; সুতরাং ধমনীতে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা হইতেই হৃৎপিণ্ডের যথাযথ অবস্থা (অর্থাৎ হৃৎস্পন্দনের ফলাফল) বেশ বুঝিতে পারা যায়। হাতের কব্জীতে, পায়ের গাঁইটে, গলায়, কপালের রগে, বা ত্বকের অতি-সন্নিকট যে কোন ধমনী স্পর্শ করিলেই, তথাকার ধমনীর (বা নাড়ীর) স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। চিকিৎসক সচরাচর রোগীর মণিবন্ধে (বা হাতের কব্জীতে) ধমনীর স্পন্দন অনুভব করেন, ইহারই নাম "নাড়ী-দেখা" বা "হাত-দেখা"।

নাড়ী

(PULSE)।

নাড়ীর বিবিধ অবস্থা।

নাড়ী-পরীক্ষা।—পূর্ব্ব অণুচ্ছেদে "নাড়ী দেখা"র বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। মণিবন্ধের (অর্থাৎ হাতের কব্জীর) কাছে করাস্থির পার্শ্বস্থিত যে ধমনীর ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়, সেই ধমনীকে লোকে সাধারণতঃ "নাড়ী (pulse)" বলে। সকলেই জানেন যে, রোগনির্ণয়ার্থ নাড়ী-পরীক্ষা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস ব্যতীত, কাহারও প্রকৃত নাড়ী-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। রোগীর অঙ্গুষ্ঠের সমসূত্রে মণিবন্ধ স্পর্শ করিলেই, "নাড়ীস্পন্দন" অনুভূত হয়। তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা মণিবন্ধ একটু চাপিয়া অতি সাবধানে নাড়ী দেখিতে হয় *; নাড়ী-পরীক্ষাকালে রোগীর হাতের

---

* নাড়ী-পরীক্ষার প্রণালী "নাড়ী-প্রকাশ" গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :—নাড়ী পরীক্ষাকালে পরীক্ষক স্বীয় বামকরে রোগীর কনুই-মধ্যস্থিত নাড়ীটি আপীড়ন করিয়া (রোগীর) পরীক্ষণীয় হস্তটি বক্ররূপে ধারণ পূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা

কোন জায়গা যেন চাপা না পড়ে বা বন্ধ না হয়। নাড়ী-পরীক্ষার সময়ে—নাড়ীর **গতি** (বা প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যা), স্পন্দনের **ধারা** (অর্থাৎ একটি স্পন্দনের পর অপর স্পন্দনটি ঠিক নিয়মিতরূপে ঘটে কি না), নাড়ী পূর্ণ কঠিন কোমল স্থূল সূক্ষ্ম কম্পমান সবিরাম বা লুপ্ত হওয়া প্রভৃতি—নাড়ীর বিবিধ অবস্থার প্রতি যেন চিকিৎসকমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

বিভিন্ন অবস্থায় নাড়ী।—পরীক্ষকের অঙ্গুলীস্পর্শে রোগীর নাড়ী "মোটা" অনুভূত হইলে, তাহাকে "**পূর্ণ** (full) নাড়ী" বলে; "বেশী মোটা" বোধ হইলে, তাহাকে "**স্থূল** (large) নাড়ী" বলে; "সরু" বোধ হইলে, "**সূক্ষ্ম** বা ক্ষুদ্র (small) নাড়ী"; "বেশী সরু" (অর্থাৎ সূতার মত সরু) বোধ হইলে, "**সূত্রবৎ** (thready) নাড়ী"; "শক্ত" বোধ হইলে, "**কঠিন** (hard) নাড়ী"; "নরম" বোধ হইলে, "**কোমল** (soft) নাড়ী"; "সবল" বোধ হইলে, "**বলবতী** (strong) নাড়ী"; "দুর্ব্বল" বোধ হইলে, "**ক্ষীণা** (weak) নাড়ী"; মণিবন্ধে নাড়ী মোটেই অনুভূত না হইলে, তাহাকে "**লুপ্ত** (pulseless) নাড়ী"; অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলেই নাড়ীর স্পন্দন "স্থগিত" হইলে, "**সঙ্কোচনীয়** বা **চাপ্য** (compressible) নাড়ী"; অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলেও নাড়ীর স্পন্দন স্থগিত না হইয়া "চলিতে" থাকিলে, "**অসঙ্কোচনীয়** বা **দুশ্চাপ্য** (incompressible) নাড়ী"; নাড়ীর স্পন্দন "দ্রুত" বোধ হইলে, "**দ্রুত** (quick) নাড়ী"; নাড়ীর স্পন্দন "ধীরে ধীরে" হইতে থাকিলে, "**মৃদু** বা **ধীর** (slow)

ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় দ্বারা, রোগীর অঙ্গুষ্ঠ-মূলের অধোভাগে যে ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে তাহার প্রান্তভাগ হইতে দুই অঙ্গুলী (অর্থাৎ দুইটি যবের মত দৈর্ঘ্য ততটা) পরিমাণ স্থলে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ভাল রকম নাড়ী-জ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে আমরা কণাদ-ঋষি প্রণীত "নাড়ী-বিজ্ঞানম্" ও শঙ্কর সেন কৃত "নাড়ী-প্রকাশম্" এই গ্রন্থদ্বয় অভিনিবেশ সহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

নাড়ী"; নাড়ীর স্পন্দন গতি "একভাবে" হইতে থাকিলে, "সমভাব বিশিষ্ট (uniform বা regular) নাড়ী"; নাড়ীর স্পন্দন গতি "একভাব" না হইতে থাকিলে, "অসম (irregular) নাড়ী"; নাড়ী চলিতে চলিতে সহসা ক্ষণকালের জন্য উহার গতি স্থগিত হইলে, "সবিরাম (intermittent) নাড়ী"; নাড়ী ঝাঁকি মারিয়া উঠিলে (অর্থাৎ চিকিৎসকের অঙ্গুলীতে সজোরে ধাক্কা মারিলে), উহাকে "উৎক্ষেপযুক্ত বা উল্লম্ফ-শীল (jerking) নাড়ী"; অঙ্গুলী স্পর্শে রোগীর নাড়ী "কাঁপিতেছে" বোধ হইলে, "কম্পমান (tremulous) নাড়ী"; চিকিৎসকের অঙ্গুলীতে "দুই দুই বার নাড়ীর প্রতিঘাত" অনুভূত হইলে, উহাকে "দ্বিগুণিত-স্পন্দন-শীল (dicrotic) নাড়ী" কহে।

সুস্থ ও রুগ্ন নাড়ীর লক্ষণ।

সুস্থনাড়ী।—সুস্থাবস্থায় আমাদের নাড়ী কতকটা **পূর্ণ** (moderately full), **সমভাব বিশিষ্ট** (uniform), ও **মৃদু** অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নদেশে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় (swelling slowly under the fingers)। রমণীর ও শিশুর নাড়ী পুরুষের নাড়ী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও বেশী দ্রুত; বৃদ্ধবয়সের নাড়ী কঠিন হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নাড়ী স্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় এইরূপ হয়:— জন্মকালে, ১৪০; অতি শিশুকালে, ১২৫; বাল্যকালে, ১০০; যৌবনে, ৯০; প্রৌঢ়াবস্থায়, ৭৫; বার্দ্ধক্যে, ৭০; অতি বার্দ্ধক্যে ৮০ [২২ পৃষ্ঠায় "নাড়ী স্পন্দন" দ্রষ্টব্য]।

রুগ্ন-নাড়ী।—সুস্থাবস্থায় নাড়ী যেরূপ পূর্ণ মৃদু ও সমভাব বিশিষ্ট থাকে; তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই, "নাড়ী বিকৃত বা রুগ্ন" হইয়াছে বুঝিতে হইবে [পরবর্ত্তী অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

নাড়ীর বিবিধ অবস্থাজ্ঞাপক রোগ ও ঔষধ।

পূর্ব্ব অণুচ্ছেদে রুগ্ন-নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে। পীড়িত হইলে, রোগীর নাড়ী বিকৃত হয় (অর্থাৎ নাড়ীর গতি আয়তনাদির পরিবর্ত্তন ঘটে)। রুগ্ন-নাড়ীর কয়েকটি উপসর্গ ও উহাদের ঔষধ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাড়ীর অবস্থাজ্ঞাপক রোগাদি।—নাড়ী দ্রুত পূর্ণ ও কঠিন হইলে, রোগীর জ্বর বা প্রদাহ হইয়াছে বুঝিতে হয়; কিন্তু নাড়ী অতি দ্রুত ও ক্ষুদ্র হইলে, রোগীর দৌর্ব্বল্য বুঝায়। পূর্ণ নাড়ী, তরুণ রোগের বা রক্তাধিক্যের পরিচায়ক। দুর্ব্বল-নাড়ী, রক্তাল্পতা ও সর্ব্বাঙ্গীণ দৌর্ব্বল্য জ্ঞাপক। অনিয়মিত-নাড়ী বা কম্পমান-নাড়ী অথবা নাড়ী যদি চিকিৎসকের করাঙ্গুলীতে দ্রুত ও সজোরে ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে রোগীর হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নাড়ী সবিরাম হইলে (অর্থাৎ নাড়ী চলিতে চলিতে সহসা ক্ষণকাল জন্য থামিয়া গেলে), অজীর্ণতা বা হৃৎপিণ্ডের রোগ অথবা অত্যধিক ধূমপান বা চা-পান জনিত অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে হয়। নাড়ীর দ্বিগুণিত স্পন্দনে (অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে নাড়ীর "স্থূল" ও "ক্ষুদ্র" স্পন্দন চিকিৎসকের অঙ্গুলীতে অনুভূত হইলে), রোগীর সন্নিপাত-বিকার বা অত্যুত্তাপযুক্ত কোন উৎকট জ্বর-রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কম্পমান-নাড়ী, রোগীর নিতান্ত অবসন্ন বা সঙ্কটাপন্ন অবস্থার পরিচায়ক। নাড়ী সূত্রবৎ চলিলে, রোগীর ওলাউঠা রক্তস্রাব বা কোন দ্রুত বলক্ষয়কর পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হয়। আহারের অব্যবহিত পরই বা সন্ধ্যাকালে রোগীর নাড়ীর স্পন্দন-গতি বৃদ্ধি হইলে, যক্ষ্মা বা ক্ষয়-জ্বর (hectic-fever) জ্ঞাপক।

রুগ্ন-নাড়ীর কয়েকটি প্রধান ঔষধ :—

অ্যাকোনাইট—নাড়ী দ্রুত, কঠিন, ও বলবতী।

আর্সেনিক—নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত, সূত্রবৎ সবিরাম।

অরাম-মেট—নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ, অসম।

অ্যাণ্টিম-টার্ট—নাড়ী-স্পন্দন শ্রুতিগোচর (audible) হইলে।

অ্যাসিড্-মিউর—নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, ক্ষীণা; নাড়ীর প্রত্যেক তৃতীয় ঘাত ক্ষণকাল জন্য বিরত হইলে (intermits every third beat)।

ব্যাপ্টিসিয়া—চাপ্য নাড়ী।

কলচিকাম—সূত্রবৎ নাড়ী।

ক্রোটেলাস—সূত্রবৎ নাড়ী।

জেলসিমিয়াম—কোমল ক্ষীণা বিচলিত নাড়ী।

গ্লোনয়িন্—নাড়ী কঠিন; নাড়ীর প্রত্যেক ঘাত (beat) মস্তকে অনুভূত হইলে।

ডিজিটেলিস—নাড়ী অসম, ক্ষুদ্র, সবিরাম; সোজা (erect) হইলেই রোগ বাড়ে।

সিকেলি—নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত, সঙ্কুচিত, সবিরাম।

ভিরেট্রাম-ভির (২x)—নাড়ী পূর্ণ, ধীর, লৌহবৎ কঠিন; অথবা দ্রুত, ক্ষীণ, সূত্রবৎ।

লরো সিরেসাস—নাড়ী অতি ধীর।

ট্র্যাটিগাস (θ)—নাড়ী চঞ্চল, অসম, সবিরাম।

ফসফোরাস—নাড়ী ভার।

নাড়ী-স্পন্দন

(BEAT)।

নাড়ী-স্পন্দন অনুসারে ঔষধ যথা :—

নাড়ী পূর্ণ ও অতি বলবতী—অ্যাকোনাইট, অরাম, বেলেডোনা, ওপিয়াম, ভিরেট্রাম-ভির।

নাড়ী সবিরাম—কার্ব্বো-ভেজ, ক্র্যাটিগাস্, ডিজি, আইবেরিস, মার্ক, সিকেলি, লাইকো, নেট্রাম-মিয়ুর, স্পাই, ভিরে-ভির, ক্র্যাটিগাস্ θ।

নাড়ী (প্রত্যেক তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ বা সপ্তম স্পন্দন অনুভূত না হইলে)—মিয়ুর-অ্যাসিড্, ডিজি।

নাড়ী অসম—আর্ণিকা, আর্স, অরাম, ক্যাক্টাস্, ক্র্যাটিগাস, ডিজি, হাইড্রোসি-অ্যাসিড্, আইবেরিস, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাজা, ফস্-অ্যাসিড্, নেট্রাম-মিয়ুর, স্পাই, টেব্যাকাম, ভিরে ভির)।

নাড়ী দ্রুত—অ্যাকোন, অ্যান্টিম-টার্ট, বেল, জেলস্, আইবেরিস, লাইকো, ন্যাজা, ফস্, ডিজি, ক্র্যাটিগাস্।

নাড়ী দ্রুত (প্রাতঃকালে মাত্র)—আর্সেনিক, সালফার।

নাড়ী ধীরগতি—ক্যাম্ফার θ, ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা ১x, জেলস্, ডিজি।

নাড়ী (পর্য্যায়ক্রমে দ্রুত ও ধীর-গতি হইলে)—জেলস্, ডিজি।

নাড়ী কোমল বা চাপ্য—আর্স, জেলস্, ফস্, ভিরে-ভির, ফেরাম-ফস্।

নাড়ী কঠিন বা দুশ্চাপ্য—অ্যাকোন, বেল, ব্রায়ো, হায়স, ষ্ট্র্যামো, বার্ব্বেরিস, চেলি, অ্যান্টিম-টার্ট, ক্যান্থা, ক্যাক্টাস, সাইনা, চায়না, ডিজি, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, সাল্ফ্, নাক্স-ভ, ফস্, সিপিয়া, সিলিকা।

নাড়ী ক্ষীণ, চঞ্চল লুপ্তপ্রায় বা সূত্রবৎ—আর্স, অরাম, ক্যাক্টাস, ক্যাম্ফার θ, ডিজি, জেলস্, হাইড্রো-অ্যাসিড্, লরো, ল্যাকে, ফস, ফস্-অ্যাসিড্, মিয়ুর-অ্যাসিড্, স্পাই, ভিরে-অ্যাল্ব, ভিরে-ভির, ফেরাম-মেট।

নাড়ী উৎক্ষেপযুক্ত—অ্যাকোন, আর্ণিকা, অরাম, প্লাম্বাম।

নাড়ী কম্পমান—অ্যান্টিম-টার্ট, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, স্পাই, আর্স, সাইক্লিউটা, রাস-টক্স, সিপিয়া, হেলে, স্যাবাইনা, বেল, জেলস্।

নাড়ী দ্বিগুণিত স্পন্দন—ফস, ষ্ট্র্যামো, প্লাম্বাম, অ্যাগার, বেল।

নাড়ী লুপ্ত—কার্ব্বো-ভেজ, কিউপ্রাম, ভিরে-আব, ওপি, কলচি, সিকেলি, মার্ক, ন্যাজা, আর্স, সিলিকা, ক্যান্থারিস, ইপি, টেব্যা, ষ্ট্র্যামো, ফস, রাস-টক্স, ফস-অ্যাসিড, ক্যাক্টাস।

নাড়ী স্পন্দন হৃৎস্পন্দন অপেক্ষা মৃদুতর হইলে—ডিজি, লরো, সিকেলি, ভিরে-আব, হেলে, ক্যানাবিস্-স্যাটাইভা, অ্যাগার, ডাল্কে।

উক্ত ঔষধগুলি সচরাচর ৩x—৬ ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

হৃৎবৃদ্ধি

(HYPERTROPHY OF THE HEART)।

হৃৎপিণ্ডের আকার কতকটা আতাফলের ন্যায়। কিন্তু হৃৎবৃদ্ধি পীড়ায়, ইহা বর্দ্ধিত হয়; হৃৎপিণ্ড বাড়িলে, সুগোল ও ভারী হয়, এবং পেশী সকল পুরু হইয়া উঠে। অপরিমিত পরিশ্রম ব্যায়ামাদি বশতঃ রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার অবরোধ হইলে, এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগবতী হইয়া সশব্দে স্পন্দিত হইতে থাকে; বুক ধড়-ফড়্ করে ও এক প্রকার যাতনা অনুভূত হয়; গলা কুট্-কুট্ বা খুস-খুস্ করিয়া কাসি; পরিশ্রম করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত হয়। কখন কখন বক্ষঃস্থলের পার্শ্বদেশ স্ফীত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করা হিতকর।

চিকিৎসা।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত ও দ্রুত; বামপার্শ্বে বেদনা; নাড়ী তীক্ষ্ণ ও দ্রুত; শ্বাসকষ্ট লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩।

হৃৎপিণ্ডের পেশীর দুর্ব্বলতা; মাথা ঘোরা; মূর্চ্ছাভাব; পরিশ্রম করিলে শ্বাসকষ্ট ও হৃৎকম্প, এবং বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা লক্ষণে, ডিজিটেলিস ৩।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; লুপ্তপ্রায় নাড়ী; শারীরিক অবসন্নতা; শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, সে কারণে রোগী শয়ন করিতে বা কথা কহিতে পারেন না; নিদ্রা হয় না; পাদ-শোথ; হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ; হৃৎস্পন্দন ও হৃৎশূল হইলে, ক্যাক্টাস্ ১x। নৌকায় দাঁড়বাহক ও যাহারা মুদ্গরাদি ভাঁজিয়া ব্যায়াম করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলে ও পেশীশূলে এবং হৃদ্‌বৃদ্ধিতে, আর্ণিকা ৬। অন্যান্য ঔষধ—আর্সেনিক ৬, স্পাইজিলিয়া ৬।

হৃৎশূল

(ANGINA PECTORIS)।

ক্ষীণ ও রুগ্ন হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ বশতঃ বক্ষোবেদনা হয়, তাহাকে হৃৎশূল বলে। বক্ষের মধ্যস্থলে সহসা তীব্র বেদনা হয়, এবং পরে সেই বেদনা হৃৎপিণ্ড হইতে ক্রমে চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হয়। ক্রমে বেদনা এত অধিক হয় যে, শ্বাসপ্রশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট হইয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কিয়ৎকাল বেদনা মৃদুভাবে থাকিয়া পুনরায় তীব্র বেগে আক্রমণ করে। অতিশয় অস্থিরতা ও মানসিক চাঞ্চল্য; মৃত্যুভয়; মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম; কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও ঘন ঘন কম্প ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—ক্ষীণ ও বিষম গতি-বিশিষ্ট-নাড়ী; দুর্ব্বলতা সহকারে অতিশয় শ্বাসকষ্ট ও মৃত্যুভয়; মুখমণ্ডল মলিন; চক্ষু কোটরাবিষ্ট লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০। রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের তরুণ হৃৎশূলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x—৩০। বুক ধড়ফড়ানি (গলদেশ মধ্যে অধিকতর অনুভূতি), নাড়ীপূর্ণ, রাত্রিতে অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। অধিক পরিমাণে বারম্বার হৃৎস্পন্দন; মূর্চ্ছাবেশ; অতিশয় ব্যাকুলতা ও ক্ষীণ নাড়ী হইলে, অ্যাসিড্-হাইড্রো ৩। হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ; মনে হয় যেন কেহ লৌহময় হস্ত দ্বারা হৃৎপিণ্ড

চাপিয়া ধরিয়া আছে, লক্ষণে ক্যাক্টাস ১x। পাকস্থলীর ক্রিয়াবৈষম্য হেতু হৃৎশূলে, নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০। অত্যধিক দুর্ব্বলতা, দ্রুত-নাড়ী, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকষ্ট লক্ষণে, ক্রাটিগাস্ θ (৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায়) ব্যবস্থা।

হৃৎস্পন্দন

(PALPITATION OF THE HEART)।

সুস্থ শরীরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সমভাবেই সাধিত হয়। অন্যথায় কোনরূপ পীড়া হইয়াছে, অনুমান করিতে হইবে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; রক্ত-প্রধান ধাতু; অতিশয় মানসিক চিন্তা; অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম; গুল্মবায়ু; অধিক পরিমাণে শারীরিক স্রাব-নিঃসরণ; ভয়; শোক; রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য; অতি মৈথুন; অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন; দুর্দ্দমনীয় অম্লরোগ পীড়া প্রভৃতি হইতে হৃৎস্পন্দন পীড়া হইতে পারে। পৃষ্ঠা ২১৮ ও ২১৯ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা।—হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হইলে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই ক্র্যাটিগ্যাস্ θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুই তিনবার সেবন করান বিধেয়; বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি বা নিস্পন্দতা, শ্বাসকষ্ট, নাড়ীর গতি অনিয়মিত অঙ্গুলি শীতল, রক্তহীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ক্র্যাটিগ্যাস্ বিফল হইলে, আইবেরিস θ দুই তিন ফোঁটা প্রতি মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেবন করিলে উপকার দর্শে (বিশেষতঃ যকৃৎ দোষ থাকিলে)। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও লালবর্ণ, হস্ত পদের অবশতা; ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস; সামান্য উত্তেজনাতেই হৃৎকম্প; মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইয়াছে প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৬। হৃৎপিণ্ডে বেদনা ক্রমশঃ বক্ষঃস্থলে যাতনা; আরক্ত মুখমণ্ডল ও শিরঃপীড়া, বেলেডোনা ৩।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কখনও দ্রুত, কখনও বা বন্ধ, নড়িলে বা শয়ন করিলে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবে; অত্যন্ত অস্থিরতা; অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অতিশয় মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হৃৎস্পন্দনে, ডিজিটেলিস ৩—৩০। মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড কেহ নাড়িয়া দিতেছে বা চাপিয়া ধরিয়াছে, অথবা প্রবল বেগে লাফাইতেছে; সর্ব্বদাই হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া নড়িতে থাকে; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে বা বিচরণে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যাক্টাস ৩x। সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইয়া মূর্চ্ছাবেশ, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল নাড়ী; বামপার্শ্বে সূচফুটান ন্যায় বেদনা; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সকল সময়ে একভাবে হয় না (কখন দ্রুত, কখন বা মৃদু প্রভৃতি) লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৩০। বেশী আনন্দের পর হৃৎস্পন্দনে, কফিয়া ৬। ক্রোধ জনিত বুক ধড়-ফড় করিলে, ক্যামোমিলা ৬। ভয় হেতু হৃৎকম্পে, ওপিয়াম ৬। পরিপাক না হওয়া হেতু হৃৎস্পন্দনে, নাক্স-ভ ৬ (পুরুষের পক্ষে) ও পালসেটিলা ৬ (স্ত্রীলোকের পক্ষে)। দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎস্পন্দনে (বিশেষতঃ বৃদ্ধলোকদিগের), অরাম-মেট্ ৬x—২০০। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও সেই সঙ্গে বারম্বার মূত্রত্যাগ লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৬ বা ৩০। হৃৎপিণ্ডে বেদনা; হৃৎপিণ্ডে বাত; হৃৎপিণ্ড হইতে হস্ত বা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বেদনা; হৃৎকম্পন লক্ষণে, স্পাইজিলিয়া ৩। বাতব্যাধি বা ধূমপান হেতু হৃৎপিণ্ডে যাতনায়, ক্যাল্‌মিয়া-ল্যাট্ ৩। কঠিন পরিশ্রম হেতু বুক ধড়-ফড় করিলে, আর্ণিকা ৩। উদ্বেগ ও দুর্ব্বলতাসহ হৃৎস্পন্দন; রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া অনিয়মিত; শ্বাস গ্রহণকালে হৃৎপিণ্ডে দারুণ বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণে ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—কঠিন পরিশ্রম (শারীরিক বা মানসিক), অত্যধিক আহার, উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভোজন, নিষিদ্ধ। অজীর্ণ রোগ বশতঃ এই পীড়া হইলে, পেটের গোলযোগ যাহাতে ভাল হয় সেই বিষয়ে প্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ("অজীর্ণ" রোগ দ্রষ্টব্য)। পীড়ার আক্রমণকালে (বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়া জনিত বা জননেন্দ্রিয়ের

বিপর্য্যয় ঘটিত হইলে) গরম জলে রোগীর পা ধোয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য, মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ, নিয়মিত সময় আহার নিদ্রা, ও (সহ্য হইলে) প্রত্যহ স্নান বিধেয়।

হৃৎপিণ্ডের বাত

(RHEUMATISM OF THE HEART)।

এই পীড়ায় রোগী বামপার্শ্বে বেদনা বা ভারবোধ করেন, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারেন না; নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়; নাড়ী ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত হয়। এই রোগ বড় কঠিন, পুরাতন হইলে বড়ই কষ্টপ্রদ হয়, ও প্রায়ই সারে না।

সিমিসিফিউগা ৩x, আর্সেনিক ৩x, রাস-টক্স ৬, ক্র্যাটিগাস θ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

মূর্চ্ছা।

(SYNCOPE OR FAINTING)।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু কোন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়েন; সাধারণতঃ ইহাকেই "মূর্চ্ছা" বলিয়া থাকে। অতিশয় দুর্ব্বলতা, রসরক্তাদি ধাতুর ক্ষয়, ভয়, মানসিক বিকার, হঠাৎ হর্ষ বা বিষাদ অথবা শোক প্রভৃতি কারণে, মূর্চ্ছা হইতে পারে।

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছা হইবামাত্র রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কপালে শীতল জল সিঞ্চন পূর্ব্বক "স্মেলিং-সল্ট" কিম্বা ক্যাম্ফার বা মৃগনাভী রোগীর নাকের নিকট ধরিবে; এবং মস্কাস ৩ ঘন ঘন সেবন করাইবে। রোগীর গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে লক্ষণ বিশেষে পর পৃষ্ঠায় লিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিলে, রোগের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা থাকিবে না এবং সত্বর চৈতন্য হইবে :—

হঠাৎ মানসিক-বিকার বা ভয়জনিত মূর্চ্ছা হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x বা ওপিয়াম ৩০; রোগী নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০ বা অ্যামন-কার্ব্ব ৬; রস রক্তাদি ধাতুক্ষয় জন্য পীড়ায়, চায়না ৬; শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতায়, আর্সেনিক ৩০; সর্ব্বশরীর শীতল, হস্ত ও পদতলে ঘর্ম্মসহ দুর্ব্বলতা হেতু মূর্চ্ছায়, ভিরেট্রাম-ভির ৩x; বায়ুপ্রধান দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে, নাক্স-মস্কেটা ৩x; এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার-জনিত-মূর্চ্ছা রোগে, ডিজিটেলিস ৬।

"আকস্মিক দুর্ঘটনা"-অধ্যায়ে "মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা" দ্রষ্টব্য।

ধমনীর রোগ

(DISEASES OF THE ARTERIES)।

কোন ধমনীর প্রাচীর প্রদাহিত হওয়ার নাম "ধমনীপ্রদাহ"।

ধমনী-প্রদাহ (arteritis)।—ধমনীর প্রদাহ তরুণ অবস্থায় রোগী প্রায় টের পান না; সুতরাং চিকিৎসিত হইবার জন্য ডাক্তার ডাকেন না। তরুণ-প্রদাহে ডাঃ হিউজ্ অ্যাকোনাইট নিম্নক্রম ঘন ঘন দিতে পরামর্শ দেন।

প্রদাহের পুরাতন অবস্থায় ধমনী-প্রাচীরের স্তরগুলি উপাস্থি (cartilage) বৎ কঠিন বা ঘনীভূত হয়; ইহার পরিণাম কখন **ধমনী-প্রাচীরের মেদাপজনন** (atheroma) এবং কখনও বা **ধমনীর প্রসারণ** (অর্থাৎ অর্ব্বুদ হওয়া)।

(ক) **ধমনী-প্রাচীরের মেদাপজনন** (atheroma)।—রুগ্ন ধমনীটি শক্ত বক্র স্থূল ও ভঙ্গপ্রবণ হওয়া, এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। ইহা বৃদ্ধ বয়সের রোগ; এই রোগ জনিত নাড়ী ক্ষীণ হইবা হৃৎশূল,এপপ্লেক্সি/সন্ন্যাস, মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ, পচন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা।—পীড়া হইয়াছে সন্দেহ হইবামাত্র ফস্ফোরাস ৩ দিতে হয়। ফস্ফোরাস বিফল হইলে, ভ্যানাডিয়াম্ ৬—১২ ব্যবস্থা। মরাম ৬x, শ্বাস কষ্ট থাকিলে; পচনাবস্থায় সিকেলি ৩, ফেরাম-ফস ২x, এবং ল্যাকেসিস্ ৬। প্লাম্বাম্ ৬ পরীক্ষণীয়।

(খ) ধমনীর-অর্ব্বুদ (aneurism)।—ধমনীর প্রসারণ হেতু ধমনীতে (বিশেষতঃ উরুর ধমনীতে) রক্ত পূর্ণ অর্ব্বুদ জন্মে। প্রথমে অর্ব্বুদের রক্ত তরল থাকে ও স্পন্দিত হয়; পরে ঐ রক্ত সংযত হইয়া পুস্তকের পত্রবৎ বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে অবস্থিতি করে। প্রথম অবস্থায় অর্ব্বুদের ঊর্দ্ধদিকে ধমনীর উপর চাপ দিলে, স্পন্দন নিবৃত্ত হয়; ও নিম্নদিকে চাপ দিলে, স্পন্দন বাড়িতে থাকে। উপদংশ সুরাপান গ্রন্থিবাত অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে; ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স মধ্যেই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে; স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের এই রোগ বেশী হইতে দেখা যায়। ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৩x (প্রতি মাত্রায় পাঁচ গ্রেণ) ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্স-আয়ড্ ৩x, ক্যাল্ক-ফস্ ২x, কেলি-আয়ড্ θ, ক্র্যাটিগাস্ θ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। শায়িত অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম পরিহার, প্রত্যহ এক পোয়া মাত্র তরল পানীয় ও ছয় ছটাক মাত্র অদ্রব আহার্য্য অবলম্বন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক চিকিৎসাও নিতান্ত আবশ্যক।

বলা বাহুল্য "ধমনী-প্রদাহ" অতি উৎকট রোগ, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে রোগীকে রাখা উচিত।

শিরার রোগ

(DISEASES OF THE VEINS)।

১। শিরা-প্রদাহ (Phlebitis)—হৃৎপিণ্ড ফুস্ফুস্ প্রভৃতি শারীরিক-যন্ত্রের প্রদাহ হইলে, সেই সেই যন্ত্রের শিরাগুলিও প্রদাহিত হয়

(অর্থাৎ শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, লাল হয়, ও যন্ত্রণা হইতে থাকে)। আঘাত লাগা, বিষাক্ত-ক্ষত, বিসর্প, পূয, অস্থি-প্রদাহ প্রভৃতি কারণেও শিরার প্রদাহ হয়। তরুণ প্রদাহে, হ্যামামেলিস্ θ (আটগুণ জলসহ) জলপটি বাহ্যপ্রয়োগ। প্রসবের পর শিরা-প্রদাহে, পাল্‌স্ ৩ সেবন ও হ্যামামেলিস্ θ ঐরূপে জলপটি। ভ্রমণ বা আঘাতজনিত শিরা-প্রদাহে, আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ (বিশগুণ জলসহ) জলপটি। রক্ত দূষিত হইয়া শিরা-প্রদাহ হইলে,—আর্স ৬ বা ল্যাকেসিস ৩০, অথবা পাইরোজেন ৬ সেবন ; এবং ল্যাকেসিস ৬ (চারিগুণ জলসহ মিশাইয়া) জলপটি বাহ্যপ্রয়োগ।

২। **বর্দ্ধিত-শিরা** (varicose veins, varicocele, &c.)।—হাত, পা, মলদ্বার, অণ্ডকোষ প্রভৃতির শিরাগুলি রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হেতু ফুলিয়া উঠে ও মোটা হয় ; আঙ্গুল দিয়া টিপিলে ঐ বর্দ্ধিত শিরাসমূহ স্তূপাকার কৃমি তুল্য, বা বক্রভাবে অবস্থিত সর্পবৎ অনুভূত হয়। তরুণ রোগে, হ্যামামেলিস্ ৩ সেবন ও হ্যামামেলিস θ (আটগুণ জলসহ) জলপটি বাহ্যপ্রয়োগ। রোগ পুরাতন হইলে, ফ্লোরিক-অ্যাসিড ৩। অত্যন্ত যাতনা হইলে, পাল্‌স্ ৩। ফেরাম-ফস্ ৬x চূর্ণ, প্ল্যাম্বাম্ ৬, আর্ণিকা ৩, আর্স ৬, ল্যাকেসিস ৩০, বেল ৩, ফর্মিকা ৩x, সালফার ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। মোজা ও রবারের ব্যাণ্ডেজ কখন কখন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

সমবরোধন

(EMBOLISM AND THROMBOSIS)।

এক খণ্ড জমাট-রক্ত (clot of blood) বা অপর কোন পদার্থ (যথা তন্তু-কণা, অস্থি-মজ্জার মেদাণু, "পচা"-রোগের অংশ, ধমনী-অর্ব্বুদের চ্যুত খণ্ড) শরীরের শোণিত-স্রোতে কোন ধমনী বা অপর কোন রক্তবহা-

নাড়ী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দেহের রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার অবরোধন বা প্রতিবন্ধক জন্মায়, এই অবরোধনের নাম রক্তবহা-নাড়ীর **সমবরোধন** (embolism)। আর, কোন জমাট-রক্তখণ্ড যদি হৃৎপিণ্ড মস্তিক ধমনী শিরা বা শরীরের অপর কোন **রক্ত-বহা স্থানে** আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই অবরোধকে "তত্তৎ স্থানের **সমবরোধন** (Thrombosis)" কহে। এই উভয়বিধ সমবরোধনই অতি সঙ্কটাপন্ন রোগ—ওলাউঠা সান্নিপাত-বিকার প্রভৃতি রোগে সমবরোধন ঘটিয়া অকস্মাৎ রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়। উভয় রোগেরই পরিণাম প্রায়ই একরূপ।

যে ধমনীতে এই সমবরোধন ঘটে, তাহার চারি ভিতের কৈশিক-নাড়ী-সমূহ (Capilllaries) মধ্যে রক্ত জমিয়া মোচাগ্রবৎ দেখায়। মস্তিকের সমবরোধনে, সন্ন্যাসাদি রোগ জন্মে; কৈশিক-নাড়ীচয় (Capillaries) মধ্যে রক্তচাপ আবদ্ধ হইলে, আনর্ত্তন বা তাণ্ডব রোগ (St. Vitus's dance) হইতে পারে; হৃৎপিণ্ড মধ্যে সমবরোধন হইলে, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া রোগীর অচিরাৎ প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে।

চিকিৎসা—ক্যাল্ক-আর্স ৬x বিচূর্ণ এই উভয় রোগেরই বোধ হয় প্রধান ঔষধ। এপিস ৩, ওপিয়াম ৩x—৩০, কেলি-মিয়ুর ৩ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

গলগণ্ড

(GOITRE)।

গল-গ্রন্থির বিবৃদ্ধিকে **গলগণ্ড** বলে। ইহাতে জ্বর বা প্রদাহ প্রভৃতি কোন উপসর্গ থাকে না। তবে গ্রন্থির অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে, ঢোঁক গিলিতে কিম্বা শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের জরায়ু দোষেও, এই রোগ জন্মিতে পারে। যে দেশের জলে ম্যাগ্নেসিয়াম্ লাইম্-ষ্টোন্ প্রভৃতি লবণাদি অতিমাত্রায় মিশ্রিত আছে, সেই দেশে এই রোগ বিশেষভাবে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ থাইরয়ডিন্ ৩০ এই রোগের প্রধান ঔষধ; ইহা দিনে দুইবার সেবন বিধি, তিন চারি দিন ব্যবহারের পর বন্ধ রাখিয়া ঔষধের ফল প্রতীক্ষা করিতে হইবে; যদি সপ্তাহ মধ্যে কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে আবার দুই তিন দিন সেবনের পর ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। তরুণ ও কোমল গলগণ্ডে, আয়োডিয়ম θ বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। স্পঞ্জিয়া ৩, ও আয়োডিয়ম ৬x এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ সাণ্ডস্-মিলস এক মাত্র আয়োডিয়ম ৬x প্রয়োগে বহুরোগীকে নীরোগ করিয়াছেন। তিনি আয়োডিয়মকে গলগণ্ডের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া মনে করেন। গলগণ্ডের সামান্য স্ফীতিতে, ক্যাল্কেরিয়া ৩x। বহুকালের গলগণ্ডে, মার্ক-আয়ড ৬x।

১০। শ্বাসযন্ত্রের পীড়া।

সূচনা।—ডাক্তার হেওয়ার্ড বলেন যে, কেবল ঠাণ্ডা লাগাই মানবের অর্দ্ধেক পীড়ার কারণ। তাঁহার মতে মাথাধরা, সর্দ্দি, বহুব্যাপক-সর্দ্দি, জ্বর, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, উদরাময়, রক্তামাশয়, হ্যাবা, শিশু কলেরা, বধিরতা, বায়ুনালী-প্রদাহ, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, গলক্ষত, নাসিকায় ক্ষত, কাণে পূয, শোথ, যন্ত্রণাদায়ক স্বল্প রজঃ, গর্ভস্রাব, ঘুংড়ি-কাসি, প্লুরিসি, বাত, বিসর্প-রোগ, স্নায়ুশূল বা পিত্তজনিত রোগনিচয়, চোখ উঠা, কিড্নির বা যকৃতের প্রদাহ, অনিচ্ছায় মাংসপেশীর স্পন্দন, বহুমূত্র, চক্ষু-প্রদাহ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বরভঙ্গ, দন্তশূল, আল্‌জিব ফোলা প্রভৃতি রোগের, ঠাণ্ডা লাগানই পূর্ব্ববর্ত্তী বা উত্তেজক কারণ। অতএব, ঠাণ্ডা যাহাতে না লাগে সে বিষয় সতর্ক থাকা উচিত।

তরুণ সর্দ্দি
(CATARRH)।

শ্বাস নালীর কতকঅংশ প্রদাহযুক্ত হইয়া সর্দ্দি হইয়া থাকে। কেবল নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীসমূহ প্রদাহযুক্ত হইয়াও সর্দ্দি হয়, এবং নাসিকা ও গলদেশের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীচয় প্রদাহযুক্ত হইয়া সর্দ্দি জর উৎপন্ন হয়। পীড়ার প্রারম্ভাবস্থায় শরীরের গ্লানি; গা ভাঙ্গা; হাই উঠা; মাথা ব্যথা; মাথা ঘোরা, চক্ষু লালবর্ণ, প্রশ্বাস উত্তপ্ত; টাকরা সুড়-সুড় করা; বারম্বার হাঁচি এবং সেই সঙ্গে চক্ষু ও নাক দিয়া জল পড়া প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। পরে অল্প অল্প শীত; দ্রুত ও চঞ্চল নাড়ি; শুষ্ককাসি; স্বরভঙ্গ; ঘন ও গলদে সর্দ্দি উঠা; ক্ষুধামান্দ্য; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকক্ষণ আদ্র বস্ত্রে থাকা, বৃষ্টিতে ভিজা, হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, হঠাৎ ঘাম বন্ধ করা, প্রভৃতি কারণে সর্দ্দি হয়।

চিকিৎসা।—স্পিরিট-ক্যাম্ফার। (পীড়ার প্রথমা অবস্থায়) যখন অল্প অল্প শীতবোধ হয়, গা ভাঙ্গে, ও নাক দিয়া কাঁচা জল ঝরে অথচ জর থাকে না।

অ্যাকোনাইট ৩।—(পীড়ার প্রথমাবস্থায়) অল্প অল্প শীতসহ জরভাব; হাই উঠা; গা ভাঙ্গা, চক্ষুজ্বালা, সজল চক্ষু, উত্তপ্ত প্রশ্বাস; বারম্বার হাঁচি; মাথাভার; তরল শ্লেষ্মাভাব ও অত্যন্ত গ্লানি, গা খস্‌খসে; প্রবল তৃষ্ণা, শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সর্দ্দি।

ব্রাঙ্কোনিয়া ৩x, ৬, ৩০।—শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে জ্বালাকর প্রদাহ; কষ্টকর শুষ্ক ও খস্‌খসে কাসি; কাসিতে কাসিতে অল্প শ্লেষ্মাস্রাব; শ্লেষ্মাতে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ; কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে বেদনা; চক্ষু দিয়া জল পড়া; পাকস্থলীর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য; বক্ষঃপার্শ্বে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা।

নাক্স-ভমিকা ৩।—এক নাক বুজিয়া যাওয়া, দিনের বেলায় উভয় নাকই খোলা থাকে কিন্তু রাত্রিতে বুজিয়া যায়।

জেল্‌সিমিয়াম ৩x।—পৃষ্ঠদেশে শীত করিয়া জ্বর আসা, জ্বরারম্ভের পূর্ব্বে মাথা গরম; পিপাসা; মাথাভার; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; সজল চক্ষু; নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত; গলা বেদনা, কাসি ও স্বরভঙ্গ।

আর্সেনিক-অ্যালবাম্‌ ৩x, ৬।—অধিক পরিমাণে তরল উত্তপ্ত ও জ্বালাকর শ্লেষ্মাস্রাব; বারম্বার হাঁচি; চক্ষু দিয়া জলপড়া; অত্যন্ত গ্লানি ও তন্দ্রালুতা; নাসিকা, চক্ষু, স্বরনালী, ও কণ্ঠনালীর অসুস্থতা।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬, ৩০।—(পাকা সর্দ্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাস্রাব; কর্ণের ও মস্তকের পার্শ্বে তীব্র বেদনা; মাথাভার; কোন দ্রব্যের স্বাদ বা আঘ্রাণ না পাওয়া; উষ্ণ গৃহে বা সন্ধ্যার সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬।—গলায় বেদনা ও ক্ষত; নাসিকায় বেদনা ও ক্ষত; বারম্বার হাঁচি; পূযের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ; চক্ষু-প্রদাহ; সন্ধ্যাকালে পীড়ার বৃদ্ধি; গলা বা গালের বীচি আওয়ান।

ইপিকাক্‌ ৩x, ৬।—বারম্বার হাঁচি ও প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, এবং সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা অথবা শ্লেষ্মা-বমন।

অ্যালিয়াম্‌-সেপা ১x—৬।—বারম্বার প্রবল হাঁচি; অধিক পরিমাণে নাক দিয়া জল পড়া (অসাড়ভাবে নাসিকাগ্র হইতে জল ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে); ওষ্ঠে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালাকর বেদনা।

কেলি-বাইক্রম ৬।—পাকা-সর্দ্দি স্বরভঙ্গ, সুতা বা রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাব, ও গলায় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।—নাসিকা দিয়া কাঁচা জল পড়া; গায়ে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।—নাসিকায় ক্ষত ও নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব।

সাধারণ নিয়ম।—জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট প্রভৃতি লঘুপথ্য; পরে রুটি, ঝোল। স্নান করা ও হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, একেবারে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে গরম জলে পদ ধৌত করিলে কাহারও কাহারও উপকার হয়। গরম বস্ত্র গাত্রে দিয়া শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির করা ভাল।

"নাসিকা-প্রদাহ", "নাসিকায় সর্দ্দি", ও "নাসিকায় ক্ষত" দ্রষ্টব্য।

পুরাতন-সর্দ্দি

(CHRONIC CATARRH)।

পুনঃ পুনঃ তরুণ সর্দ্দির আক্রমণ, নাসাপথে ধূলিকণা বা উগ্র পদার্থের প্রবেশ, উপদংশাদি ধাতু-বিকৃতি প্রভৃতি কারণে "পুরাতন-সর্দ্দি" হইয়া থাকে।

পুরাতন-সর্দ্দি দ্বিবিধ :—(১) নাসা-সর্দ্দির বিবৃদ্ধি-অবস্থা, ও (২) নাসা-সর্দ্দির শীর্ণাবস্থা। —

(১) নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জনিত নাসা-তন্তু ও ঝিল্লীচয়ের **বিবৃদ্ধি** সহ শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকিলে, পুরাতন সর্দ্দির "বিবৃদ্ধি-অবস্থা" বুঝিতে হইবে। প্রভূত তরল নাসাস্রাব, একটি বা উভয় নাসারন্ধ্র বুজে যাওয়া; পরে, গাঢ় রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা-নিঃসরণ, গলমধ্য ও নাসিকা হইতে সর্দ্দি উঠাইবার জন্য অনবরতঃ গলা "খাঁকারি hawk" দেওয়া, মাথাব্যথা, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস, স্নায়ু-শূল প্রভৃতি এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ।

(২) নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জনিত নাসা-তন্তু ও ঝিল্লীচয়ের **শীর্ণতা** সহ নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হইতে থাকিলে, পুরাতন সর্দ্দির "শীর্ণ অবস্থা" বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "বিবৃদ্ধি" অবস্থার পরই প্রায় এই অবস্থা ঘটে। নাসিকা শুষ্ক হওয়া বা মামড়ী পড়া, শ্লেষ্মাস্রাব সহ রক্তের ছিটা থাকা, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস বা লোপ হওয়া, এই অবস্থার বিশেষ লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০।—পুনঃ পুনঃ তরুণ সর্দ্দির পর পুরাতন সর্দ্দি। গাঢ় সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ স্রাব, স্বাদ বা ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস। সর্দ্দি কখন কখন দুর্গন্ধ হয় : গরম ঘরে বা সন্ধ্যাকালে উপসর্গ বাড়ে, ও খোলা জায়গায় কমে।

কেলি-সালফ্‌ ৩—১২।—পালসেটিলা সেবনে রোগ কতকটা উপশমিত হইলে, বা ঘড়্‌ ঘড়্‌ সর্দ্দি অবশিষ্ট থাকিলে। পালসেটিলা বিফল হইলেও, ইহা প্রয়োজ্য।

লাইকোপডিয়াম ৩০।—(দ্বিতীয় বা শীর্ণ-অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) রাত্রিকালে নাক বুজে যাওয়া ও তজ্জন্য রোগীকে মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

ষ্টিক্টা ১x—৩।—নাক বুজে যাওয়া, নাসিকার উপর কপালে বেদনা, নাসিকা শুষ্ক বা মামড়ীযুক্ত, শুষ্ক কাসি (নিঃশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি), ক্রমাগত নাক ঝাড়া কিন্তু সর্দ্দি নিঃসৃত হয় না (শীর্ণ অবস্থার ঔষধ)।

কেলি-বাইক্রম ৪x, ৬।—(ষ্টিকটা অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া গভীরতর) নাসিকা হইতে গাঢ় চুশ্চেদ্য রজ্জুবৎ স্রাব, নাসামূলে চাপ বোধ, মামড়ী পড়ে বা নাসিকায় ক্ষত হয়, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া (উপদংশ থাকুক বা না থাকুক)।

কেলি-আয়ড ০—৩০।—(কেলি-বাইক্রম মত লক্ষণচয়, উপদংশ জনিত রোগে) চুশ্ছেদ্য বা সবুজাভ-কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধ-সর্দ্দি ও ক্ষত। পারদ (বা মার্কিউরি,) অপব্যবহার জনিত উপসর্গচয়।

অরাম-মেট্‌ ৬x—২০০।—(উপদংশ হেতু সর্দ্দিতে নাসিকা ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকিলে) নাসিকায় মামড়ী বা ক্ষতযুক্ত, নাক সতত বুজিয়া থাকে, গাঢ় দুর্গন্ধ-স্রাব, নাসিকার অস্থি ক্ষয় হইতে থাকে, রোগীর সদাই বিমর্ষ-ভাব বা আত্ম-হত্যা করিবার ইচ্ছা। পারদ বা কেলি-আয়ডের

হিপার-সালফার ৩০ (শীতল বায়ু সংস্পর্শে নাক বুজে যায়), ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, সালফার ৩০, সোরিণাম্ ৩০, আর্স-আয়ড্ ৬x, হাইড্রাষ্টিস ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, ফস্‌ফোরাস্ ৬, সিপিয়া ৩০, নাক্স ৩০, মার্ক-প্রটো ৪x চূর্ণ, সিলিকা ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

তরুণ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ

(ACUTE LARYNGITIS)।

স্বরযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী স্ফীত ও চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা নিঃসৃত হওয়ার নাম "স্বরযন্ত্র-প্রদাহ" বা "ল্যারিঞ্জাইটিস্"। গলা কুট্-কুট্ করা ও জ্বালাবোধ, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ, কুকুর-রববৎ শুষ্ক কঠিন কাসি (কতকটা ঘুংড়ী কাসির মত); স্বরভঙ্গ, জ্বর, তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, শ্বাসক্লেশ প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ঠাণ্ডালাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, গলমধ্যে ধূলিকণা বা ধূম প্রবেশ, আর্দ্রস্থানে বাস, জোরে গান গাওয়া বা বক্তৃতাদি করা যাহাতে স্বরযন্ত্রের অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার হয়, হঠাৎ বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনাদি কারণে এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—থক্-থক্ কষ্টপ্রদ কাসি, (শীতল শুষ্ক বায়ু লাগা জনিত) জ্বর, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, গলায় বেদনা, দম আটকে যাওয়া।

বেলেডোনা ৩।—প্রবল জ্বর (রোগীর গায় হাত দিলে যেন হাত পুড়ে যায়), কুক্কুর-রববৎ কাসি, ঝিমান, আনর্ত্তন (twitching), মুখ থমথমে বা লালবর্ণ, চক্ষু-তারা বিস্তৃত বা কুঞ্চিত, আবৃত স্থানে ঘাম হওয়া, গলায় টাটানি, প্রলাপ।

লক্ষণানুসারে অ্যাকোনাইট বা বেলেডোনা প্রথমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হয়। যদি পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঔষধ সেবনের

উপকার না দর্শে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

স্পঞ্জিয়া ৩x।—শুষ্ক কঠিন কুক্কুর-রববৎ কাসি, স্বরভঙ্গ, গলমধ্যে যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি।

কেলি-বাই ৩x—৬ বিচূর্ণ।—গাঢ় চট্‌চটে রজ্জুবৎ দুশ্ছেদ্য হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

হিপার-সালফার ৬।—কাসি সরল হইয়া আসিলে কিম্বা গলাভাঙ্গা থাকিলে। শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিলে রোগ বাড়ে, ও গরম লাগিলে কমে।

ফস্ফোরাস্ ৩।—স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কষ্টিকাম ৬।—স্বরভঙ্গ ও বুকে ব্যথা।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অত্যুষ্ণ জলে কাপড় বা নেকড়া ভিজাইবার পর বেশ নিংড়াইয়া গলায় উহা প্রয়োগ করিলে, উপকার দর্শে। গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। জ্বর অবস্থায়, লঘু পথ্য। কম কথাবার্ত্তা কহা। ধূমপান সুরাপান ও শয্যাত্যাগ নিষিদ্ধ। গরম জল বা গরম দুগ্ধ পান উপকারী। কাসি প্রশমন জন্য, অ্যালোপাথগণ কোডিন্ (Codein আফিঙ্গের একটি উপক্ষার) প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর দিতে ব্যবস্থা করেন; বলা বাহুল্য, আমরা উহা অনুমোদন করি না।

পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ

(CHRONIC LARYNGITIS)।

পুনঃ পুনঃ তরুণ স্বরযন্ত্রের আক্রমণ, জোরে গান গাওয়া, বা বক্তৃতাদি করায় স্বরযন্ত্রের অতিশয় চালনা, গলমধ্যে ধূম ধূলিকণাদি প্রবেশ প্রভৃতি কারণে, "স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ" উপস্থিত হয়। গলা পরিষ্করণ মানসে

রোগীর বারম্বার থক্-থক্ করিয়া কাসি হওয়া বা শ্লেষ্মা উঠা, স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ, স্বরযন্ত্রের সঙ্কোচন জন্য শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি, ইহার বিশেষ লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

কষ্টিকাম ৩-৬।—স্বরভঙ্গ, কঠিন কাসি, কাসিতে কাসিতে রোগীর মূত্রত্যাগ হয়।

আর্জেণ্টাম্-মেট্‌ ৬x বিচূর্ণ—৬।—গায়কগণের রোগে উপকারী।

আর্ণিকা ৩।—স্বরযন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার (যথা—বক্তৃতা করা) হেতু রোগে।

অ্যালুমেন্ ৬।—বৃদ্ধগণের পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহে।

সেলেনিয়াম ৬।—বৃদ্ধগণের স্বরভঙ্গে।

ড্রসেরা ২x—৬।—গলমধ্যে যেন চাঁচিয়া ফেলিয়াছে এরূপ বোধ, স্বর গভীর ও অস্বাভাবিক, কথা কহিতে গেলেই রোগীর গলায় লাগে।

কেলি-আয়ড্‌ θ (৫—১০ গ্রেণ)।—উপদংশ রোগের তৃতীয় অবস্থায় স্বরযন্ত্রের প্রদাহ ঘটিলে।

"তরুণ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ"-রোগের ঔষধ ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

বায়ুনালী প্রদাহ

(BRONCHITIS)।

তরুণ বায়ুনালী-প্রদাহে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের এই পীড়া হইলে, বিপদের আশঙ্কা আছে। **লক্ষণ**—প্রথমে মাথাধরা, আলস্য; ক্রমে জ্বরভাব, বক্ষঃমধ্যে গরম বোধ, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট (বুক সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বোধ হওয়া)। প্রথম অবস্থায়—শুষ্ক কাসি, পরে ফেনার ন্যায়, পরিশেষে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা-স্রাব; জিহ্বা ময়লাযুক্ত ও মূত্র পরিমাণে কম হয়। দ্বিতীয় অবস্থায়—

অতিশয় শ্বাসকষ্ট, গলা ঘড় ঘড় করা, জ্বর (গাত্র-তাপের বৃদ্ধি ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত), শীতল চটচটে আঠার ন্যায় ঘর্ম্ম, উভয় গাল পাণ্ডু বা নীলবর্ণ, শুষ্ক ও খস্‌খসে জিহ্বা, মূত্রের পরিমাণ কম, ও হাত পা ঠাণ্ডা। চার পাঁচ দিন মধ্যে পীড়ার উপশম হইলেই ভাল ; নচেৎ ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের এই পীড়া প্রায়ই পুরাতন আকারে প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—বুকের ও গলার মধ্যে কুট্‌-কুট্‌ করিয়া কষ্টকর কাসি, এবং সেই কারণে কপাল ও রগে বেদনা বোধ হয়। রোগের প্রারম্ভে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়।

বেলেডোনা ৬।—(অ্যাকোনাইট প্রয়োগে তাদৃশ ফল না পাইলে) শুষ্ক খুস্‌খুসে কাসি ; জ্বর ; শিরঃপীড়া ; চক্ষু ও মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ ; আলোক বা শব্দ রোগী সহিতে পারেন না।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬, ৩০।—কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ হইবার আশঙ্কা ; কাটা কাটা শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; সাঁই-সাঁই শব্দ ; কোমরে, পিঠে ও মাথায় বেদনা, এবং হৃৎস্পন্দন (বৃদ্ধ ও শিশুদিগের বায়ুনালী-প্রদাহে)।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।—গলনালী ও বৃহৎ বৃহৎ শ্বাসনালী আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্টকর কাসি, হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব, কাসিতে কাসিতে বেদনা বশতঃ বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরা।

কেলি-বাইক্রম ৬, ১২।—স্বরনালী ও বক্ষঃস্থল প্রদাহ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালী আক্রান্ত হইয়া কষ্টকর কাসি, বহুক্ষণ যাবৎ কাসিতে কাসিতে আঠার ন্যায় সাদা অথবা অপরিষ্কার শ্লেষ্মাস্রাব, হরিদ্রাবর্ণের ময়লাযুক্ত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য।

আর্সেনিক-অ্যালবম্‌ ৩, ১২, ৩০।—কম শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; শয়ন করিলে হাঁপানির ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ; কাসিতে কাসিতে রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া ; কখন কখন কাসিতে কাসিতে তরল শ্লেষ্মাস্রাব (বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পুরাতন বায়ুনালী-প্রদাহে)।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ১২, ৩০।—পীড়ার পুরাতন বা চরম অবস্থায় রোগীর হস্ত ও পদতল শীতল; অতিশয় দুর্ব্বলতা; হাত পায়ের নখ নীলবর্ণ; স্বরভঙ্গ; প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা।

ফস্ফোরাস্ ৩।—শিশুদিগের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে।

চায়না ৬, ১২, ৩০।—অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে।

ইপিকাক্ ৩।—কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি।

কষ্টিকাম ৩০।—স্বরভঙ্গ।

মার্কিউরিয়াস্-সল্ ৬।—সরল সর্দ্দি ও ঘর্ম্ম থাকিলে।

আর্সেনিক-আয়োড্ ৩x।—জ্বর, নিশা-ঘর্ম্ম, পূযবৎ গয়ার উঠা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষয়কাসের লক্ষণ থাকা।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩।—আক্ষেপযুক্ত কাসি, শুষ্ক বা প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা, বুকে খোঁচা-বিদ্ধবৎ বা জ্বালাকরা, বেদনা, নাসিকায় সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণে।

হিপার-সালফার ৬।—প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের গয়ার উঠা, স্বরভঙ্গ।

পালসেটিলা ৩।—প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা, শুইয়া থাকিলে বা গরম ঘরে যাইলে কাসির বৃদ্ধি।

সালফার ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, অ্যামন-কার্ব্ব ৩x, সেনেগা ৩, কোনায়াম্ ৩, হায়োসায়েমাস্ ৩ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

সাধারণ নিয়ম।—শয়ন করিবার সময় মাথায় মোটা বালিশ দেওয়া উচিত। বক্ষঃস্থলে মসিনার পুলটিস্ দিলে সময়ে সময়ে উপকার হয়। রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, মাংসের কাথ দেওয়া যাইতে পারে। হিম বা ঠাণ্ডা লাগান নিষিদ্ধ।

"নিউমোনিয়া" বা "ফুস্ফুস্-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

বক্ষাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ

(PLEURISY)।

এই রোগে, ফুস্‌ফুসের উপরিভাগের বা বক্ষঃপ্রাচীরের চারিদিকের ঝিল্লীচয়ের প্রদাহসহ জ্বর কম্প কাসি ও (কাসিবার সময়) পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ঠাণ্ডা বা বক্ষে আঘাত লাগা হেতু, কিম্বা যক্ষ্মাদি রোগসহ, সচরাচর ইহা দেখা যায়।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—উত্তাপ, তৃষ্ণা, কম্প, ও বাতজনিত বক্ষঃস্থলের বেদনায়।

সালফার ৩০।—রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৩, ৩০।—বক্ষঃস্থলে বেদনা, একটু নড়িলে চড়িলেই বেদনার বৃদ্ধি; শুষ্ক কাসি; হল্‌দে জিহ্বা; তিক্ত আস্বাদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি লক্ষণে।

সিমিসিফিউগা ৬।—বক্ষঃস্থলের বেদনায়।

আর্সেনিক ৬—৩০, সেনেগা ৬x—৩০, আর্ণিকা ৬, ব্যাসিলিনাম ২০০, প্রভৃতিও এই রোগের উত্তম ঔষধ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর স্থিরভাবে শুইয়া থাকা আবশ্যক। "ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ" রোগের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

হাঁপানি

(ASTHMA)।

বক্ষঃস্থলে পীড়া হেতু যে শ্বাসকষ্ট হয়, তাহাকেই "হাঁপানি" বলা যায় না। ফুস্‌ফুসের বায়ুবহ-নলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী দ্বারা আবৃত; ঐ পেশীর

আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকষ্ট হয়, ও গলা সাঁই-সাঁই করে—ইহাকেই হাঁপানি বলে। হাঁপানি প্রাণনাশক রোগ নহে, কিন্তু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। এই পীড়ায় ভয়ানক শ্বাসকষ্ট, গলা সাঁই-সাঁই করা, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ, শয্যায় শয়ন করিতে বা বসিতে অক্ষম, বায়ু পাইবার আশায় রোগী স্কন্ধদ্বয় উত্তোলন করেন। প্রায়ই রাত্রিশেষে এই পীড়া বৃদ্ধি পায়; কাসিতে কাসিতে বহু কষ্টে শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে, হাঁপানির টান অনেকটা কম পড়ে। টানের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাহারও পেটফাঁপা, মাথাধরা, বমনেচ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। পিতামাতার এই রোগ থাকা, রাত্রিতে অতি ভোজন, দূষিত রক্ত, বায়ুর সহিত ধূলিকণা বা কোন তীব্র গন্ধ শ্বাসের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া, প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয়। হাঁপানি-রোগী প্রায়ই দীর্ঘজীবি হইয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার পুর্ব্বেই **ব্ল্যাটা-ওরিয়াণ্ট্যালিস** θ—৩x সেবন করান উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঔষধ প্রয়োগে অনেকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হাঁপানি-রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহাতে উপকার না হইলে, তখন অপর ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩x।—তরুণ হাঁপানি রোগে, ইহা উপকারী।

ইপিকাক ৩x—৬।—বক্ষঃস্থলে চাপ-বোধ; ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস; ঘড়্-ঘড়্ শব্দ বা সাঁই-সাঁই শব্দ; সর্ব্বাঙ্গে শীতলতা; সর্ব্ব শরীর (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল) পাণ্ডুবর্ণ, অস্থিরতা, বমনেচ্ছা, ঘন ঘন বিরক্তিকর কাসি।

আর্সেনিক ৩x, ৬, ১২, ৩০।—ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় জনিত শ্বাসকষ্ট; গলা সাঁই-সাঁই করা, নড়িলে বৃদ্ধি; বক্ষঃস্থলে জ্বালা বোধ ও শীতল ঘর্ম্ম। ইপিকাক বিফল হইলে, বা ইপিকাক সেবনে রোগ কতকটা উপশমিত হইলে, আর্স দিতে হয়।

লোবেলিয়া θ—৩।—(পীড়া আরম্ভ হইবামাত্রই প্রয়োগ করিলে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় না) উদর হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব, বমনেচ্ছা বা বমন, "পাকস্থলীর মধ্যে কোন কঠিন বস্তু রুদ্ধ আছে" এইরূপ অনুভব।

সেনেগা θ।—ইপিকাক আর্সেনিক ও লোবেলিয়া ব্যর্থ হইলে ডাক্তার ন্যাষ্ ইহা θ প্রতিমাত্রায় পাঁচ ছয় ফোঁটা ব্যবহার করাইয়া বহু স্থলে উৎকট হাঁপানি রোগে সুফল পাইয়াছেন (Nash's *Leaders in Respiratory Organs* পৃষ্ঠা ১৩৮ দ্রষ্টব্য)। আমরা নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী মনে করি:—কাসি প্রথমে শুষ্ক ও পরে খুব শ্লেষ্মাযুক্ত ও তৎসহ সাঁই-সাঁই শব্দ ও বুকে চাপবোধ বা টাটানি; **বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা জমা হেতু অবিরত কষ্টকর কাসি ও শ্বাসক্লেশ** উপস্থিত হয়; **বুকে ঘড়্-ঘড়্ শব্দ**; স্বরভঙ্গ; বিশ্রাম করিলে বা মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ করিলে উপসর্গগুলি বাড়ে, এবং ঘাম হইলে, বা মাথা নীচু করিলে উপসর্গচয় কমে।

অ্যাকোনাইট ৩, ৩০।—হাঁপানির টান আরম্ভ হইলেই ব্যাকুলতা; শ্বাসগ্রহণে কষ্ট; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু।

কিউপ্রাম-মেট ৬।—(স্নায়বিক শ্বাসরোগে) আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা বেশী হইলে, টানের পরই বমন।

কেলি-হাইড্রো ৬।—বারম্বার হাঁচি; নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মাস্রাব ও শ্বাসকষ্ট (বাত বা উপদংশ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী)।

নাক্স-ভমিকা ৬—৩০।—অতিশয় উৎকণ্ঠা; বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা; প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া হাঁপানির টান কমিয়া যাওয়া; বিরামকালে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা; আক্রমণাবস্থায় ও বিরামাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভুক্তদ্রব্য অম্ল হওয়া।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩।—মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, আক্ষেপ-যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, বমন বা বমনেচ্ছা।

সালফার ৬—৩০।—গ্রন্থিবাত চর্ম্মরোগ ও অন্যান্য ধাতুবিকৃতি জন্য পুরাতন শ্বাসরোগ।

নেট্রাম-সালফ্‌ ৩, কেলি-কার্ব্ব ৬, বেলেডোনা ৩x, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩x, ড্রসেরা ৩x, হিপার ৬, ল্যাকেসিস্‌ ৬, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, স্যাম্বিউকাস ১x, লাইকোপডিয়াম্‌ ১২, স্পঞ্জিয়া ৩, প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

ব্যাসিলিনাম্‌ ৩০—২০০ সপ্তাহে এক এক মাত্রা সেবনে ধাতু বিশেষে অনেক সময়ে উপকার হইয়া থাকে।

সাধারণ নিয়ম।—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাত্রির-আহার, ধারাস্নান, ভ্রমণ, বিশুদ্ধবায়ু সেবন, উষ্ণ জলপান, ও কফনাশক দ্রব্য ভোজন, হিতকারী। হিম লাগান বা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা ভাল নয়। ফিটের সময় অর্থাৎ যখন হাঁপানি বেশী হয় তখন ধুতুরার চুরুটের (stramonium cigarette) ধূম পান করিলে সাময়িক উপকার হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এইরূপ যেন না করা হয়, কারণ তাহা হইলে অপকার হইতে পারে। ইপিকাক θ তুলায় দশ পনর ফোঁটা ঢালিয়া মাঝে মাঝে ঘ্রাণ লওয়া ভাল। হাঁপানি রোগীর পক্ষে ছোটনাগপুরে বাস করা ভাল; কিন্তু যকৃতের দোষ থাকিলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করা হিতকর।

ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ

(PNEUMONIA)।

ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ একদিকে বা দুইদিকেই হইতে পারে। এই পীড়ার সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। (**প্রথম অবস্থায়**) ফুস্‌ফুসে রক্তসঞ্চয় হইয়া শীতবোধ করিয়া জ্বর হয়, গাত্রতাপ ১০৩° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি প্রতি মিনিটে ৩০।৩৫ বার, এবং নাড়ীর স্পন্দন ১২০।১৩০ বার হইতে পারে। প্রথমে জ্বর আরম্ভ হইয়া অল্প

অল্প কাসি সহকারে সামান্য পরিমাণে আঠা আঠা শ্লেষ্মাস্রাব হয়; পরে দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থার পূর্ব্বে লোহার মরিচার ন্যায় অথবা সুরকীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কিম্বা হরিদ্রাভ কঠিন আঠাবৎ, শ্লেষ্মাস্রাব; কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন, মাথাব্যথা, অরুচি, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, নাড়ী পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল হয়। উল্লিখিত প্রথম অবস্থার স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা হইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অনন্তর **দ্বিতীয় অবস্থা** আরম্ভ হইলে ফুস্‌ফুস্ কঠিন হইয়া বেদনা কমিয়া আসে; কাসিতে তাদৃশ কষ্ট হয় না এবং শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়। এইরূপে দুই হইতে চারি দিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকিবার পর, **তৃতীয় অবস্থা** আরম্ভ হয়। পীড়া আরোগ্যোন্মুখ হইলে, জ্বর ও ফুস্‌ফুসের বেদনা কমে; কাসি, ও শ্লেষ্মা উঠা নিবারিত হয়। কিন্তু যদি পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় অবস্থার পরেই ফুস্‌ফুস হইতে পূয উৎপন্ন হয় ও প্রচুর পরিমাণে পূয কাসির সঙ্গে উঠিতে থাকে; পরে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, ও শ্বাসের বেগ বাড়িয়া রোগী শক্তিশূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কখন কখন রোগী দুর্ব্বলতা বশতঃ পূয তুলিয়া ফেলিতে পারেন না; সুতরাং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। এই পীড়ার পরীক্ষার্থ বক্ষঃপরীক্ষাযন্ত্রের (ষ্টেথোসকোপের) সাহায্য আবশ্যক। বক্ষঃপরীক্ষা করিলেই জানিতে পারা যায় যে, পীড়ার আক্রমণাবস্থায় প্রথমে কঠিন শব্দ শ্রুত হয়, পরে চুলে-চুলে ঘর্ষণবৎ শব্দ অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুস্ কঠিন হয়, তখন কোন শব্দ অনুভূত হয় না। তৃতীয় অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুসে পূয উৎপন্ন হয়, তখন কেবল চপ্-চপ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। দুই দিকের ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইলে, পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কারণ।—এক প্রকার জীবাণু [পরিশিষ্ট (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য] এই রোগের মুখ্য কারণ; ঋতু পরিবর্ত্তন, ঘর্ম্মাবরোধ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, জ্বরাদি পীড়ায় ফুস্‌ফুস দুর্ব্বল হওয়া, হিম বা ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি গৌণ কারণ।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x—৬।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় জ্বরভাব ; সর্দ্দি ; অত্যন্ত গ্লানি ; অস্থিরতা ; স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে বেদনা, অথবা বক্ষঃস্থলে বেদনা ; অল্প কাসি ; বৈকালে পীড়ার বৃদ্ধি।

ফস্ফোরাস্ ৬—৩০।—অবিরত কষ্টকর কাসি ; বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা ; হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব ; দ্রুত-নাড়ী ; চুলে-চুলে ঘর্ষণ করিলে যেমন শব্দ হয়, ফুস্ফুসে সেইরূপ শব্দ অনুভূত হয়। শিশুদিগের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া।

হিপার-সালফার ৬'।—শ্লেষ্মা পূযবৎ হইলে (পুরাতন নিউমোনিয়াতে)।

ব্রায়োনিয়া ৬—৩০।—বারম্বার শুষ্ক ও খুস্খুসে কাসি, কিন্তু অল্প শ্লেষ্মাস্রাব ; বক্ষঃস্থলে সূচীবিদ্ধবৎ বা চাপিয়া-ধরার-ন্যায় বেদনা বোধ ; শ্বাস গ্রহণের পর বেদনার বৃদ্ধি।

হায়োসায়েমাস্ ৩।— কাসি ও ক্লেশদায়ক স্বপ্ন।

কিউপ্রাম ৬।—পক্ষাঘাত হইবার আশঙ্কা থাকিলে।

কার্ব্বো-ভেজ ৩০।—রোগীর বর্ণ সবুজ, ও হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল হইলে।

ভিরেট্রাম-ভির ১x।—(প্রথমাবস্থায় যখন ফুস্ফুসে রক্তসঞ্চয় হয়) বক্ষঃস্থলে উত্তাপ, যাতনা ও ভারবোধ ; শীত ; কষ্টকর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ও শুষ্ক কাসি , নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও উল্লম্ফনশীল (এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলেও লুপ্ত হয় না)।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ১২।—শ্বাসনালী প্রদাহযুক্ত ; গলা খুস্খুস্ করিয়া কাসি, ও সাঁই-সাঁই শব্দ ; বিনা কষ্টে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব ; নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি, কিন্তু গাত্রতাপ কম ; অধিক পরিমাণে শীতল ঘর্ম্ম ; অতিশয় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা ; মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ অথবা পাণ্ডুবর্ণ ; মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়।

জেল্‌সিমিয়াম ৩x—৬।—দক্ষিণ দিকের ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ এবং সেই সঙ্গে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ; আঠা আঠা হরিদ্রাবর্ণের তরল মল এবং শ্বাসকষ্ট।

সালফার ৬—৩০।—ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহের প্রথমাবস্থায়, অথবা পূয উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে।

লাইকোপোডিয়াম ১২—৩০।—পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় পূয উৎপন্ন হইলে।

আয়োডিয়াম্ ৬, কেলি-মিয়ুর ১২x চূর্ণ, চেলিডোনিয়াম্ ৩, ফেরাম-ফস্ ১২x চূর্ণ, আর্সেনিক ৩, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১, সেনেগা ১x—৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

সাধারণ নিয়ম।—বুক ও পিঠ তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখা ভাল। পুল্‌টিস দিবার আবশ্যক নাই। দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বা অগ্নি দ্বারা ঘরের তাপ যেন অনর্থক বৃদ্ধি না করা হয়, উহাতে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা। ঘরে যেন বাতাস খেলে, অথচ রোগীর গায়ে যেন শীতল বাতাস না লাগে। সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট দুধ, মুগ বা মুসুর ডালের ঝোল প্রভৃতি পথ্য, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা।

কাসি

(COUGH)।

কাসি অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। গল-নালীর বিকৃতি, পাকস্থলীর ক্রিয়া-বিকার, ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ, যকৃতের পীড়া, সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়ার সহিত, কাসি প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। কাসি দুই প্রকার :-তরল, ও কঠিন (বা শুষ্ক)। যক্ষ্মারোগে, জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা সহ শরীরক্ষয়কর-কাসি বিদ্যমান থাকে। হাঁপানি পীড়ার সহিত যে কাসি থাকে, তাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে। নিউমোনিয়া পীড়ায় ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্লেষ্ম নিষ্ঠীবনযুক্ত কাসি থাকে। রক্তোৎকাশে

উজ্জ্বল রক্ত সহ কাসি, এবং ঘুংড়ী কাসিতে ঘং-ঘং শব্দবিশিষ্ট কাসি থাকে। হাম জ্বরের সঙ্গে এক প্রকার শুষ্ক খুস্‌খুসে কাসি দেখা যায়।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩।—উৎকণ্ঠা; মাথাব্যথা; কোষ্ঠবদ্ধতা; চিৎ হইয়া শয়ন করিলে কাসির উপশম, কাৎ হইয়া শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি; কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে খোঁচাবেঁধার মত বেদনা; শুষ্ক কাসি; শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগান হেতু কাসি।

ইপিকাক ৩x।—বারম্বার হাঁচি; কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; আক্ষেপিক ও শ্বাসরুদ্ধকর কাসি; স্বরনালীতে সুড়সুড়ী বা ক্ষতসহ সাঁই সাঁই শব্দ, অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিয়া ঘড় ঘড় শব্দ; কাসিবার সময় নাভিতে বেদনা; বমনেচ্ছা বা বমন।

সাইনা ৩।—শুষ্ককাসি; কখন কখন শ্লেষ্মা উঠা; নাসিকা জ্বালা করা; ক্রিমিজনিত চমকিয়া উঠা।

সালফার ৩—৩০। পুরাতন কাসি; রাত্রিতে শুষ্ক কাসি।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬। রাত্রিতে নিদ্রাকালে শুষ্ক কাসি।

ল্যাকেসিস্ ৬।—ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলেই কাসির বৃদ্ধি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া-নাইট্রিকাম্ ৬।—নাক সুড়্‌সুড়্ করিয়া অনবরত কাসি।

জেল্‌সিমিয়াম্ ৩।—স্বরভঙ্গ বা স্বরবদ্ধতা সহকারে উগ্র কাসি, ও সেই সঙ্গে কণ্ঠে এবং বক্ষে বেদনা (প্রদাহের প্রথমাবস্থায়)।

বেলেডোনা ৩।—শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় আক্ষেপ, কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কাইয়া যাওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে কাস-রোগীর পুরাতন কাসি একটু-সরল হয় অর্থাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা শ্লেষ্মা দেখা যায়; স্বরনালী ও কণ্ঠনালীতে প্রদাহ; পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী; উজ্জ্বল চক্ষু; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; মাথাধরা; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; কখন সুস্থ, কখন বা খুস্‌খুসে কাসি, রাত্রিতে বৃদ্ধি: শীতল বাতাসে আরাম বোধ: বক্ষঃস্থলে যাতনা; শ্বাসপ্রশ্বাস মৃদু।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৩—৩০।—শুষ্ক কাসি; দুর্ব্বলতা; মানসিক অবসাদ; মাথাধরা; ক্ষুধামান্দ্য; পাকস্থলীতে যাতনা; আহারান্তে উদরে ভার বোধ; রাত্রিতে গাত্রতাপের বৃদ্ধি; ঘর্ম্ম; নিদ্রার ব্যাঘাত; বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা; কোষ্ঠকাঠিন্য (পুরাতন কাসি)।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬—৩০।—স্বরভঙ্গযুক্ত শুষ্ক কাসি; গলা ঘড়্-ঘড়্ করিয়া সরল কাসি কষ্টে নির্গমন; আহার করিবার সময় কাসিতে কাসিতে ভুক্তদ্রব্য বমন; কাসিবার সময় হাই উঠা।

ব্রায়োনিয়া ৬, ১২, ৩০।—কাসিবার সময় মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, ও পার্শ্বদেশে ছিঁড়িয়া-ফেলার-ন্যায় বা সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাসিবার সময় সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়ে, ও শীতল বাতাসে, কাসির বৃদ্ধি; শুষ্ক কাসি (যদিও কাসিতে কাসিতে সময় সময় কাসি সরল হয় ও রক্তের দাগের সহিত কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে); পান ভোজনে কাসির বৃদ্ধি। গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় গেলে কাসির বৃদ্ধি, এই ঔষধের একটি প্রধান লক্ষণ।

রিউমেক্স ৬।—অনবরত শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় আক্ষেপ; শয়নে, ঠাণ্ডা বাতাসে, বা রাত্রিতে, পীড়ার বৃদ্ধি; দিবা দশটা বারটার সময় পীড়ার বৃদ্ধি; আপাদ মস্তক আবৃত করিলে আরামবোধ।

ষ্টিক্টা ৬—১২।—অনবরত শুষ্ক কাসি (সাধারণতঃ কাসিবার সময়ে কোনরূপ যাতনা না থাকা); হুপিং কাসির মত আক্ষেপ (হুপিং কাসিরও ইহা একটি ভাল ঔষধ); রাত্রিতে বা রোগী ক্লান্ত হইলে, পীড়ার বৃদ্ধি।

ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম ৬—৩০।—শয়ন করিলেই কাসির উপশম; স্বরভঙ্গ (পুরাতন রোগে)।

ড্রসেরা ৩x।—রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি, এবং সেই সঙ্গে বমন ও উদ্গার উঠা; সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গম; থাকিয়া থাকিয়া কাসির বেগ; শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় বলিয়া, রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হন

আর্ণিকা ৩।—ক্ষণস্থায়ী খুস্‌খুসে কাসি; কাসিতে কাসিতে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠে; কাসির সহিত থান থান রক্ত নির্গম; বক্ষঃপার্শ্বে স্থচ-ফুটানর মত বেদনা।

আর্সেনিক-অ্যাল্‌বাম ৬, ১২, ৩০।—শ্বাসরোধক কাসি; বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন; অস্থিরতা; পিপাসা।

কষ্টিকাম্‌ ৬, ৩০।—শুষ্ক ঘং-ঘং কাসি; কাসিতে কাসিতে মূত্রত্যাগ; স্বরভঙ্গ; রাত্রিকালে শয্যার উত্তাপে কাসির বৃদ্ধি; শীতল জলপানে কাসির উপশম; কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা গলা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু রোগীর শ্লেষ্মা তুলিবার শক্তি থাকে না।

কোনায়াম ৬, ৩০।—গলা খুস্‌খুস্‌ করিয়া শুষ্ক কাসি; শয়ন করিলে, বসিলে, হাসিলে, বা রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি; দিবাভাগে কাসি কম হইলে।

স্পঞ্জিয়া ৩, ৬।—শুষ্ক কাসি; কাসিবার সময় দম আট্‌কে যাওয়া, এবং বক্ষে ক্ষত ও জ্বালাবোধ; স্বরভঙ্গ; স্বরনালীর সঙ্কোচন হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট; পান ভোজনে, পীড়ার উপশম।

হিপার-সালফার ৬।—পুরাতন অগ্নিমান্দ্য সহ কাসি; গলা-জ্বালা ও স্বরভঙ্গ সহ কঠিন চাপ চাপ শ্লেষ্মা-নিঃসরণ; ঠাণ্ডা লাগিলে, কাসির বৃদ্ধি,; গলার মধ্যে কোন বস্তু আটকাইয়া থাকার ন্যায় অনুভব, এবং সেই কারণে ঢোঁক গিলিতে কষ্ট।

হায়োসায়েমাস্‌ ৬।—স্নায়বিক আক্ষেপ জনিত শুষ্ক কাসি; রাত্রিতে বা শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি, এবং উঠিয়া বসিলে কাসির হ্রাস।

ইগ্নেশিয়া ৬।—হিষ্টিরিয়া বা গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীর কাসি; কাসির জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত; কণ্ঠনালী তুর্‌-তুর্‌ করিয়া নড়ে; কাসিলে, গলা খুস্‌খুস্‌ বাড়ে।

কেলি-বাইক্রম ৬।—কাসিতে কাসিতে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা-নিঃসরণ; কাসির পর মাথাঘোরা; প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর এবং আহারের পর, কাসির বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬।—পূযযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব (পুরাতন কাসি); রাত্রিতে কাসির বৃদ্ধি; বক্ষঃ হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালাকর বেদনা ও স্বরভঙ্গ; উদরাময়; লবণাক্ত শ্লেষ্মা-বমন।

নাক্স-ভমিকা ৬—৩০।—কাসিবার সময় পাকস্থলীতে বেদনা, ও শিরঃপীড়া; গলনালীতে জ্বালাকর প্রদাহ; আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ; অতি প্রত্যূষে ও আহারান্তে কাসির বৃদ্ধি; নড়িলে বা জোরে নিশ্বাস ফেলিলে, কাসির বৃদ্ধি; কাসির জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত (বিশেষতঃ মধ্য-রাত্রিতে কাসি আরম্ভ)।

ফস্ফোরাস ৬।—গলা খুস্-খুস্ করিয়া শুষ্ক কাসি; স্বরভঙ্গ; বক্ষঃস্থলে বেদনা; ফেনাযুক্ত ও আঠা আঠা পূযময় লবণাস্বাদ শ্লেষ্মাস্রাব; লোহার মরিচার মত কিম্বা ইটের গুঁড়ার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্লেষ্মাস্রাব; পড়িলে, কথা কহিলে, বা হাসিলে—কাসির বৃদ্ধি।

পাল্সেটিলা ৬—৩০।—শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসকষ্ট; গলায় ঘড় ঘড় শব্দ; দিবাভাগে হরিদ্রাবর্ণ তিক্ত শ্লেষ্মাস্রাব; রাত্রিতে ও শয়ন করিলে, শুষ্ক কাসি; বহির্ব্বায়ুতে কাসির উপশম।

"সর্দ্দি", "ব্রঙ্কাইটিস", "হাঁপানি", "নিউমোনিয়া" প্রভৃতি রোগ দ্রষ্টব্য। কোরালিয়াম্-রুব্রাম ৬, ব্রোম্ ৬, অ্যামন-কার্ব্ব ৩x, এলিয়াম-সেপা ৬, আয়োডিয়াম্ ৩x, লোবেলিয়া θ, সেনেগা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা) ষ্ট্যানাম্ ৬, প্রভৃতি ঔষধগুলি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

হিক্কা

(HICCOUGH)।

হিক্কা সচরাচর কোন উৎকট পীড়ার ভয়াবহ লক্ষণ। পাকাশয়ের পীড়া বা অন্য কোন কারণ হেতু, সহসা বক্ষোদর ব্যবধায়ক-পেশীর (diaphragm) সঙ্কোচন হয়। এই সঙ্কোচনে বায়ু জোরে ফুস্ফুসের

ভিতর প্রবেশ করে; ইহাতেই স্বরযন্ত্র-মুখে হেঁচ্‌কির উৎপত্তি হয়। পরিচালক-যন্ত্রের গোলযোগ বশতঃ হিক্কা, হিষ্টিরিয়ায় হিক্কা, বা শিশুদের হিক্কা, ততটা আশঙ্কাজনক নহে। কিন্তু কোন কঠিন পীড়ায় অনবরত হিক্কা হইতে থাকিলে, নাড়ী লুপ্ত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—জিন্‌সেং θ সকল প্রকার হিক্কাতেই প্রয়োগ করা চলে। ইহাতে উপকার না পাইলে, নাক্স-ভমিকা ৩ (বিশেষতঃ আহারের পূর্ব্বে হিক্কায়) বা সাইক্ল্যামেন ৩ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিউপ্রাম ৬ বা কিউপ্রাম-আর্সেনিকাম্ ৬, হিক্কার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ শ্বাসকষ্ট, বমন, ঢেঁকুর উঠা, জলপানের পর হিক্কার উপশমে)। ককিউলাস ৬, হিক্কা বা ঢেঁকুর উঠিলে, খোঁচা-বেঁধার মত বেদনায়। পান আহার বা ধূমপানের পরই হিক্কা হইলে, ইগ্নেষিয়া ৩। অনবরত প্রবল হিক্কা (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে), নেট্রাম-মিয়ুর ৬। আক্ষেপ ও উচ্চ-শব্দ সহ হেঁট্‌কিতে সাইকিউটা ৩। নড়িলে চড়িলে পর হিক্কা হইলে, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। ডাক্তার সাল্‌জার বলেন দৈহিক-যন্ত্রের পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও শিথিলতা, **লাইকোপডিয়াম ৩০** এর বিশেষ লক্ষণ—যথা, জিহ্বা একবার বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সামান্য জলপানেও হিক্কা উপস্থিত হইলে, মার্কিউরিয়াস্-কর্ ৬।

ডাক্তার সরকার ওলাউঠার হিক্কায় এই কয়টী ঔষধে ফল পাইয়াছেন বলেন:—বেলেডোনা, সাইকিউটা, হায়োসায়েমাস, কার্ব্বো-ভেজ, অ্যাগ্নাস্, পালসেটিলা, ষ্ট্যাফাইস্যাগ্রিয়া, ফস্‌ফোরাস, ইগ্নেষিয়া, সাল্‌ফার।

ডাক্তার সালজার লাইকোপডিয়ম্, কিউপ্রাম্-অ্যাসেটিকাম্, সাইকিউটা, বেলেডোনা, নাক্সভমিকা, লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এই সকল ঔষধ ৩—৩০ শক্তিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ জন্য, আমাদের **"ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা"** পৃষ্ঠা ১০৭—১১০ দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—টোট্‌কা ঔষধেও কোন কোন স্থলে উপকার হয়। তাল-শাঁসের বা কচি-ডাবের জল ও তালের আঁটির ভিতরকার "পাস্তা" প্রভৃতি টোট্‌কা, স্থল বিশেষে আশু ফলপ্রদ। বলা বাহুল্য যে রোগীকে লঘু পথ্য দিতে হইবে।

গলাভাঙ্গা বা স্বরভঙ্গ

(APHONIA)।

ঠাণ্ডা লাগা, জোরে গান গাওয়া, প্রভৃতি কারণে গলা ব'সে যায়। সর্দ্দি হেতু গলা ভাঙ্গিলে, কষ্টিকাম্ ৬। রৌদ্র বা তাপ লাগা হেতু হইলে, অ্যাণ্টিম-ক্রুড্ ৬। স্বর-যন্ত্রের অতিরিক্ত সঞ্চালন (যথা, জোরে গান গাওয়া, বক্তৃতা, চেঁচিয়ে কথা কহা) হেতু গলা ভাঙ্গিলে, আর্ণিকা ৩। দুর্ব্বলতা হেতু হইলে, আয়োডিয়াম ৬ বা ফস্‌ফোরাস্ ৬। ঋতুকালে গলা ভাঙ্গায়, জেল্‌স্ ৩x। হিষ্টিরিয়া হেতু স্বরভঙ্গে, ইগ্নেষিয়া ৩x। স্বর-যন্ত্রের মাংসপেশীর পক্ষাঘাত-জনিত স্বরভঙ্গে, অক্‌জ্যালিক্-অ্যাসিড ৩।

স্বরলোপ

(APHASIA)।

চেনোপোডিয়াম্ ৩x—৩০, স্বরলোপের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বধিরতা হেতু স্বরলোপে, লাইকো ৩০। বহুক্ষণ চেষ্টার পর এক আধটি কথা কহিতে সমর্থ হইলে, ষ্ট্র্যামো ৩০। জেল্‌স্ ৩০, কেলিব্রোম ৩০, ও অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০, সময়ে সময়ে প্রয়োজন। পারদের অপব্যবহার জনিত স্বরলোপে, অরাম্ ৬ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।

১১। পরিপাক-যন্ত্রের পীড়া

মুখগহ্বর-প্রদাহ (STOMATITIS)।

এই পীড়ায় মুখাবরক-ঝিল্লী রক্তবর্ণ, স্ফীত, ও বেদনা বা ক্ষতযুক্ত হইয়া কখন কখন পূষস্রাব হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বা লাল ও স্ফীত, দন্তমাঢ়ী ও তালু স্ফীত হওয়া, এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

পাকাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, হাম ও স্ফোটক জ্বরের পর, অথবা মুখের মধ্যে উত্তপ্ত পদার্থ প্রবেশ হেতু, এই পীড়া জন্মে। দন্ত পরিষ্কার না রাখা, পারদের অপব্যবহার, অধিক মাত্রায় চুণ বা চিনি খাওয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, রক্ত দূষিত হওয়া প্রভৃতি কারণেও, এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা :—

মার্কিউরিয়াস্ ৬—মাঢ়ী দিয়া রক্ত পড়া, মুখের ভিতর ক্ষত হওয়া। **কার্ব্বোভেজ্** ৬—লবণ বা পারদের অপব্যবহার, মাঢ়ীতে দুর্গন্ধ হওয়া বা রক্ত পড়া। **আর্সেনিক** ৩—ক্ষতে জ্বালা করা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, জ্বরভাব। **নাইট্রিক্-অ্যাসিড্** ৬ বা **হিপার-সালফার** ৬—পারদ জনিত মুখক্ষতে। বোরাক্স ৬x, সালফার ৩০, সোরিণাম ২০০, হেলেবোরাস্ ৬, ক্রিয়োজোট ৬, নেট্রাম-মিয়ুর ৬, মার্কিউরিয়াস্-কর ৬ প্রভৃতি লক্ষণানুসারে দিতে হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—লবণ, ঝাল, টক, ঘৃতাক্ত, তৈলাক্ত বা অধিক পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ, এই রোগে নিষিদ্ধ। লেবু এই রোগে অতিশয় উপকারী। আহারের পর উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। সোহাগা গরম জলে গুলিয়া কুলকুচা করিলেও, অনেক সময়ে উপকার হয়।

মুখের ঘা

(APHTHÆ)।

মুখ অপরিষ্কার রাখা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পারদ সেবন, উপদংশ রোগ প্রভৃতি হেতু, এই রোগ জন্মে।

বোর‍্যাক্স্‌ ৬ ও **মার্কিউরিয়াস্‌ ৬** এই রোগের প্রধান ঔষধ।

কার্ব্বো-ভেজ্‌ ৬।—পারদাদির অপব্যবহার হেতু মুখের ঘা।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌ ৬।—উপদংশ জনিত হইলে।

নেট্রাম-মিয়ুর ৬, আর্সেনিক ৬, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, অরাম্‌ ৬, সালফার ৩০ প্রভৃতি ঔষধও, সময় সময় আবশ্যক হয়।

"মুখগহ্বর-প্রদাহ" ও "জিহ্বার রোগ" দ্রষ্টব্য। ভাল মধু বা পাতলা একোগুড় আঙুলে মাখিয়া শিশুর মুখের ভিতর ঘা'য় লাগান ভাল।

দন্তশূল

(TOOTHACHE)।

ঋতু-পরিবর্ত্তন, অজীর্ণতা, গর্ভাবস্থা, ঠাণ্ডা লাগা, বাতের পীড়া, স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি কারণে, দন্তশূল হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রায় সকল প্রকার দন্তশূলেই প্রথমে **প্ল্যান্টেগো ৩** সেবনে ও **প্ল্যান্টেগো θ** মাঢ়ীতে লাগাইলে, উপকার হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে দন্তবেদনা; শীতল জল দিলে উপশম বোধ; একপার্শ্বে বেদনায়, **অ্যাকোনাইট ৩x**। শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; কোষ্ঠবদ্ধতা ও দন্তক্ষয় জনিত দন্তশূলে, **ক্রিয়োজোট ৩**। দন্ত-মাঢ়ীতে খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা বা দপ্‌দপানিসহ কতকগুলি দন্ত হইলে এবং ঐ বেদনা বিচরণশীল হইলে, **বেলেডোনা ১**।

সর্দ্দিজনিত দন্তশূল (দন্তমূল স্ফীত হয় না); মুখে কোন পদার্থ প্রবিষ্ট হইলেই চাপিয়া-ধরার-ন্যায় বেদনা এবং অনতিবিলম্বে ঐ বেদনার নিবৃত্তি; বিছানার গরমে বা কোন গরম দ্রব্য ভোজনে ও বৈকালে পীড়ার বৃদ্ধি লক্ষণে, **পাল্‌সেটিলা ৩০**। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে দন্তবেদনা ও জিহ্বা গাঢ় সাদা লেপযুক্ত লক্ষণে, **অ্যাণ্টিম-ক্রুড্‌ ৬**। "দাঁত দীর্ঘ হইয়াছে" এইরূপ অনুভব, দাঁতে দাঁতে চাপিলে বা শীতল জল দাঁতে লাগিলে অসহ্য কন্‌কনানি, রাত্রিতে কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি; উষ্ণপ্রয়োগে উপশম লক্ষণে, **আর্সেনিক ৬**। স্নায়বীয় দন্তশূলে—দন্ত বড় ও আল্‌গা বোধ; দন্তমূল ও গাল ফুলিয়া উঠা; উষ্ণদ্রব্য পানে বা ভোজনে ও বিছানার গরমে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **ক্যামোমিলা ৬** উপযোগী। দন্তমূলে বেদনা ও রক্তস্রাব; মুখ শুষ্ক কিন্তু পিপাসা থাকে না; চর্ব্বণকালে বেদনা অনুভব লক্ষণে, **কার্ব্বো-ভেজ ১২**। ক্রিমিজনিত দন্তশূলে, গর্ভাবস্থায় দন্তশূলে, ও অন্যান্য দন্তশূলে, **মার্কিউরিয়াস ৬**। মুখমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বেই ছিঁড়িয়া-ফেলা বা খোঁচা-বেঁধার-ন্যায় বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; প্রচুর লালাস্রাব; রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **মার্কিউরিয়াস ৩x** ক্রম বিচূর্ণ সেবন। দন্তে বায়ু লাগিলেই বেদনার বৃদ্ধি; দাঁত বড় বোধ হওয়া; বাম পার্শ্বেই বেদনা অধিক; আহারের সময় দন্ত শীতল বোধ লক্ষণে, **সালফার ৬**। পারদ সেবন জনিত দন্তশূলে—প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব সহ দন্ত-মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হইলে, **নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌ ৬**। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে অতিশয় বেদনা ও সেই সঙ্গে অন্যান্য দন্তগুলিও বেদনাযুক্ত, শীতল জলস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **স্পাই-জিলিয়া ৩**। শীতল জলস্পর্শে যন্ত্রণার উপশম, **বর্যাক্রিয়া ৩x**। দন্ত কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণ-রেখান্বিত এবং বিকৃত; দন্তমূলে নালী বা শোথ; ঋতুকালীন দন্তশূল; ছিড়ে-ফেলা বা চিবানর-মত দন্ত-বেদনা, বিদ্ধকরণবৎ বেদনা (বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত অনুভূত হয়); শঙ্খদেশে দপ্‌দপে বেদনা; দন্তমূল স্ফীত ও শ্বেতবর্ণ; শীতল দ্রব্য পান ভোজনে বৃদ্ধি; **ষ্ট্যাফিস-**

স্যাগ্রিয়া ৩। দন্তাবরক (enamel) ক্লেদাবৃত হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর্ ১২x চূর্ণ। দন্তোৎপাটনের পর কৃত্রিম দন্ত বসান হেতু দন্তশূল হইলে, আর্ণিকা ৩ বা সিম্ফাইটাম θ অথবা ক্যালেণ্ডুলা θ। ঠাণ্ডা জল বা বাতাস লাগিবার পর বেদনায়, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬। দন্ত ক্ষয়যুক্ত বা দীর্ঘ বোধ হইলে, রাস্-টক্স ৩। কাসি বা সুরাপান হেতু দন্তশূল হইলে, নাক্স-ভমিকা ৩। দারুণ যন্ত্রণায় (বা স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু দন্তশূলে), চায়না ৩। দন্ত লম্বা ও আল্‌গা বোধ হওয়া এবং ধূমপানের পর বেদনা বৃদ্ধিতে, ব্রায়োনিয়া ৩। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যাতনার বৃদ্ধিতে, ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্ব ৬। নাক্স-মস্কেটা ১x, ইগ্নেষিয়া ৬, হায়োসায়েমাস ৬, হিপার-সালফার ৬, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ৩x বিচূর্ণ (উষ্ণ জল সহ), ফস্‌ফোরাস ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, সিলিকা ৩০ ও ডাল্কেমারা ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দন্ত বেদনায়—অ্যাকোনাইট ৩x, বেলেডোনা ৩, ক্যামোমিলা ৬।

বর্ষাকালে আর্দ্র বাতাস লাগিয়া দন্ত বেদনায়—ডাল্কেমারা ৬, মার্কিউরিয়াস ৩, নাক্স-মস্কেটা ২x।

বাতজনিত দন্ত পীড়ায়—ব্রায়োনিয়া ৩, অ্যাকোনাইট ৩x, সিমিসিফিউগা ৬।

অজীর্ণতা দোষ হেতু দন্ত বেদনায়—নাক্স-ভ ৬, পালসেটিলা ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, মার্কিউরিয়াস ৩, আর্সেনিক ৬।

দন্তমধ্যে গর্ত্ত হওয়া বা দন্ত নষ্ট হওয়া হেতু দন্ত বেদনায়—ক্রিয়োজোট ৬, মার্কিউরিয়াস ৩, অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬, সিলিকা ৩০, ক্যামোমিলা ৬, ইউফর্বিয়া ৩x।

স্নায়বিক দন্ত বেদনায়—ক্যামোমিলা ৬, আর্সেনিক ৩০, প্ল্যাণ্টেগো θ।

ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্ত বেদনা বাড়িলে—অ্যাকোনাইট ৩x, আর্সেনিক ৩০, রডোডেণ্ড্রন ৩x।

গরম দ্রব্য পানভোজনে বেদনার বৃদ্ধি—ক্যামোমিলা ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬।

উত্তাপে উপশম—ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ৩x বিচূর্ণ।

সাধারণ নিয়ম।—দন্ত নিরাপদে থাকিবে ভাবিয়া, অনেকে বিবিধ প্রকার দাঁতের মাজন, তাম্রকূট ও চুরুট ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা দ্বারা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। চা-খড়ি, তাম্বুল বা ফট্‌কিরি সহ গুঁড়াইয়া দন্ত ধাবন করিলে অনেক সময় উপকার হয়। দাঁত আল্‌গা হইয়া নড়িলে, তুলিয়া ফেলাই ভাল। কাফি, মিষ্ট দ্রব্য ও তামাক খাওয়া, প্রভৃতি পরিহার করিতে হইবে। যে দাঁত নড়িতেছে তাহাতে ভুক্ত দ্রব্য আটকাইলে খ'ড়কেতে তুলা জড়াইয়া তাহা ধীরে ধীরে বাহির করিয়া ফেলা উচিত। আক্রান্ত দন্তে তুলায় ক্লোরফরম্ বা ক্রিয়োজোট্ লাগাইলে অথবা স্পিরিট্-ক্যাম্ফার মাঢ়ীতে ঘষিলে, ক্ষণিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। তরুণ দন্ত বেদনায়, পেয়ারার পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে অনেক সময়ে বেদনার উপশম হয়। খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম জিনিস খাওয়া, দাঁতের পক্ষে অপকারী।

জিহ্বার রোগ

(DISEASES OF THE TONGUE)।

সাধারণতঃ পরিপাক-ক্রিয়ার অবস্থা পরিজ্ঞাপক হইলেও, জিহ্বা একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়; সুতরাং পরিপাক-ক্রিয়ার বৈষম্য না ঘটিলেও, জিহ্বার অনেক রকম পীড়া হইতে পারে (২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জিহ্বার দূষিত অর্ব্বুদে, ক্যালি-সায়েনেটাস্ ৩x। জিহ্বা জ্বালা করা বা জিহ্বা টক ও শুষ্ক বোধ লক্ষণে, অ্যালুমেন্ ৩০। জিহ্বা ঘোর লাল হইলে ও জিহ্বার উপর দন্তের দাগ পড়িলে, হাইড্রাসটিস্ ৩০। জিহ্বা খুব শুষ্ক হইলে এবং ফাটিলে, বেলেডোনা ৩। জিহ্বার ঠিক

মাঝখান কাটিলে, রাস-ভেন ৩। জিহ্বা-প্রদাহে ও কোলায়, অ্যাকোনাইট ৩। জিহ্বা ফুলিলে ও সর্ব্বদা মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িলে বা জিহ্বায় ঘা হইলে, মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস্ ৬। অত্যুষ্ণ দ্রব্য পান ভোজন হেতু জিহ্বা-প্রদাহে, ক্যান্থারিস্ ৩। জিহ্বায় শোথ হইলে, এপিস্ ৩x। আঘাত জনিত জিহ্বা-প্রদাহে, আর্ণিকা ৩। কীটাদি জনিত জিহ্বা-প্রদাহে, নেট্রাম-মিয়ুর ৬। জিহ্বার পক্ষাঘাতে, কষ্টিকাম ৬। জিহ্বা ফুলিয়া উঠা বা শক্ত হওয়া কিম্বা নাড়িতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে, ডাল্কেমারা ৩। জিহ্বা পুরু অনুভব করা ও কথা না কহিতে পারা লক্ষণে, জেলসিমিয়াম্ ৩। উপদংশ জনিত জিহ্বার রোগে, ফ্লোরিক-অ্যাসিড ৩। সময়ে সময়ে জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হইলে আহার করিতে কষ্ট হয়, মার্কিউরিয়াস্-বিন্ আয়োডেটাস্ ৩ বিচূর্ণ এই রোগের ঔষধ ; কিন্তু রোগীর পারদ-দোষ জনিত ক্ষত হইলে, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬ বা হিপার-সালফার ৩০।

পুয হইলে বা পচন আরম্ভ হইলে—হিপার-সালফার ৬, অ্যান্থ্রাক্সিনাম্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।

আঘাত জনিত হইলে—আর্ণিকা ৩, কোনায়াম্ ৬, রাস-টক্স ৬, সালফার ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩০, সিলিকা ৬।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ঘৃত ও পানের রস গরম করিয়া জিহ্বায় মালিস করিলে, জিহ্বার ঘা সারিতে পারে। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী এই ব্যবস্থার দ্বারা অনেককে আরোগ্য করেন ; তিনি বারুই জাতীয় স্ত্রীলোক-দিগের নিকট ইহা প্রথম শিক্ষা করেন। খাইতে কষ্ট হইলে দুগ্ধ, সুজির পায়স, মোহনভোগ, খিচুড়ি প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু জ্বর থাকিলে, সাগু বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য।

গলক্ষত

(SORE-THROAT)।

সর্দ্দি জন্য গলায় বেদনা হওয়া; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, গান বা বক্তৃতা করা, স্বরভঙ্গ অবস্থায় চীৎকার করা, উপদংশ ক্ষত প্রভৃতি, নানা কারণে, এই পীড়া জন্মে। প্রথমে মুখগহ্বরে প্রদাহ, আলজিহ্বা দীর্ঘ, ও তালুমূল স্ফীত হয়; পরে গলার মধ্যে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে ক্ষত হইলে, গলার মধ্যে সুড়সুড় করে; পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা তুলিতে রোগী চেষ্টা পান, কোন বস্তু গলাধঃকরণ করিতে পারেন না, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—তরুণ গলা-বেদনায় অতিশয় উত্তাপ, গিলিতে বেদনা, গলদেশ রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল চক্ষু, মুখমণ্ডল লাল, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x—৩০। গলদেশে সামান্য বেদনা ও ফোলা, ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ ক্ষত, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ লক্ষণে, মার্ক-সল ৩। প্রবল জ্বরসহ গল-ক্ষতে, অ্যাকোনাইট ৩x। নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় গলা শুষ্ক বোধ, ঢোঁক গিলিবার সময় গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ আটকাইয়া আছে অনুভব করা; গলার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে, রক্তবর্ণ বা বেগুনে-রং দেখায়; গলার বাহিরে অল্প স্ফীত লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৬। আলজিহ্বা দীর্ঘ হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৬x চূর্ণ—৩০ ও কেলি-মিয়ুর ৩ চূর্ণ—৩০। ঢোঁক গিলিতে গলায় বেদনা, তালুপ্রদাহ, ক্ষত হইতে পৃথক্করণ লক্ষণে (পুরাতন অবস্থায়), ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬। উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করা বা গান গাওয়া হেতু গল-ক্ষতে, আর্ণিকা ৩। পুরাতন গল-ক্ষতে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ। সময়ে সময়ে আর্সেনিক ৬, অ্যালুমিনা ৬, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ডাল্কেমারা ৬, কষ্টিকাম্ ৬, হিপার-সালফার ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, সালফার ৩০, রাস-টক্স ৬, মার্ক-আয়োড ৬x বিচূর্ণ, আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম ৬, প্রয়োগ করা যায়।

ঠাণ্ডা লাগান বা ফ্লানেলাদি গরম বস্ত্র সর্ব্বদা গলায় জড়ান অথবা অধিক কথা কহা, নিষিদ্ধ। লঘুপথ্য ব্যবস্থা; মৎস্য মাংস না খাওয়াই ভাল।

তালুমূল-প্রদাহ

(TONSILITIS)।

তালুমূল (অর্থাৎ তালুর উভয় বা এক পার্শ্বস্থ বাদামাকারের গ্রন্থিচয়) লালবর্ণ উত্তপ্ত ও স্ফীত হওয়াকে "তালুমূল-প্রদাহ" কহে। প্রদাহিত অবস্থায়—জ্বর, শিরঃপীড়া, শ্বাসকষ্ট, গিলিতে কষ্ট, মুখ দিয়া থুথু উঠা, শরীরে বেদনা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সুচিকিৎসিত না হইলে, প্রদাহিত স্থানে ক্ষত হয়; পরে, ঐ ঘা ফাটিয়া পূয নিঃসৃত হইলে, এই পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করে। (পুরাতন অবস্থায়) জিহ্বামূল-গ্রন্থি এত বাড়ে যে গিলিবার ক্ষমতা থাকে না ও আল্‌জিবৃটি একদিকে বাঁকিয়া পড়ে। প্রদাহিত অবস্থায় জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গিলিতে কষ্ট, মুখ দিয়া থুথু উঠা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।—(তরুণ অবস্থায়) দক্ষিণদিকের জিহ্বামূল লাল ও স্ফীত হওয়ায়, বেলেডোনা ৩x; ইহা ব্যর্থ হইলে, মার্কিউরিয়াস ৩। পূয হইবার উপক্রমে, হিপার-সালফার ৬। বামদিকের জিহ্বামূল লাল ও স্ফীত হইলে, ল্যাকেসিস ৬—৩০। **তালুমূল বাড়িলে**, ক্যাল্‌ক-আয়ড ৩ বিচূর্ণ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—(পুরাতন অবস্থায়) একটি প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ বেশী ফোলা থাকিলে।

ব্যারাইটা-মিউর ৬ বা মার্ক-আয়োড ৬।—গিলিতে কষ্ট, গিলিতে যাইলে গলায় যেন কি আটকে রহিয়াছে বোধ হয়, পূয হইবার উপক্রমে বা পচিতে আরম্ভ হইলে।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্, ৩ বিচূর্ণ।—অধিক ফোলা, প্রস্রাব দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ; **তালুমূল দীর্ঘ হওয়া**।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬।—নিশা-ঘর্ম্ম, হাত পা ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে হওয়া।

এপিস্ ৩, ফাইটোল্যাক্কা ৩x, সিলিকা ৬, সালফার ৩০, ইগ্নেষিয়া ৬, কেলি-আয়োড ৩x, থুজা ৩০ (টিকা দিবার পর উপসর্গে), ব্যাসিলিনাম্ ৩০ (বংশে যক্ষ্মা থাকিলে), ও সোরিণাম্ ৩০ লক্ষণানুসারে দেয়। ["গলক্ষত" রোগ দ্রষ্টব্য]।

গরম জলের বা দুধের কুলকুচা (gargle) করা ভাল।

পাকাশয়-প্রদাহ

(GASTRITIS)।

তরুণ পাকস্থলী-প্রদাহ।—চাপ দিলে বৃদ্ধি পায় এরূপ জ্বালাকর পেট-বেদনা, শীতল জলপানে অবিরত ইচ্ছা (কিন্তু পেটে থাকে না), সকল সময়েই পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ ও মুখ বিস্বাদ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, জিহ্বায় শাদা বা হরিদ্রাবর্ণ লেপ, ও অবসন্নতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুরাতন পাকস্থলী-প্রদাহ।—পাকাশয়ে জ্বালা, অম্ল বা শ্লেষ্মা বমন, জিহ্বার মধ্যভাগ লেপাবৃত কিন্তু প্রান্তভাগ লালবর্ণ, বক্ষঃস্থলের প্রদাহ, পেটফাঁপা, পিপাসা, হস্তপদতলে জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র লাল ও পরিমাণে অল্প হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমানে থাকে।

প্লীহা যকৃৎ বা মূত্রযন্ত্রের পীড়া হেতুও, পাকাশয়ে প্রদাহ জন্মিতে পারে। অপরিমিত পান ভোজন, অগ্নিমান্দ্য, বা বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, এই পীড়া হয়।

চিকিৎসা।—(তরুণ বা পুরাতন পাকাশয়-প্রদাহ) অত্যন্ত জ্বালা, পিপাসা ও নাড়ী দ্রুত থাকিলে, আর্সেনিক ৬,। জিহ্বা ক্লেদযুক্ত,

বমন বা ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠিলে, অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬। পাকাশয় স্ফীততা প্রযুক্ত অবিরত অস্বচ্ছন্দতায়, মার্ক-কর ৬। জল ব্যতীত সমস্ত পদার্থ ই তিক্তাস্বাদ; পিপাসা, পাকাশয়ে বেদনা ও শীত থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩। পাকস্থলীতে দুর্ব্বলতা ও খালিবোধ; পিত্ত, রক্ত ও শ্লেষ্মাসহ ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গার উঠা প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৬। পাকা-শয়ে চাপ দিলে প্রখর বেদনা; মুখে তিক্তাস্বাদ, বমনেচ্ছা বা বমন লক্ষণে, পাল্সেটিলা ৬। বেলেডোনা ৬, ক্যান্থারিস্ ৬, ক্যাম্ফার θ, হায়োসায়েমাস ৬, বিস্মাথ্ ৬, মিলিফোলিয়াম ১x, মার্কিউরিয়াস সল ৩০, ব্রায়োনিয়া ৩০, হাইড্র্যাষ্টিস ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, সালফার ৩০, পুরাতন পীড়ায় লক্ষণানু-সারে আবশ্যক হয়। পাকস্থলীতে ক্ষত হইলে—আর্সেনিক ৩০, কেলি-বাইক্রম ৬, ক্রিয়োজোট ১২, হাইড্র্যাষ্টিস ৬। "অজীর্ণ" রোগ দ্রষ্টব্য।

রক্তবমন বা রক্তপিত্ত
(HÆMATEMESIS)।

রৌদ্রে বেড়ান, অপরিমিত ব্যায়াম, অতিশয় শোক পাওয়া, অতি মৈথুন; ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য এবং মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে, রক্ত দূষিত হয়। সেই পিত্তদুষ্ট রক্ত, চক্ষু কর্ণ নাসিকা বা মুখগহ্বররূপ ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া; অথবা, লিঙ্গ যোনি বা গুহ্যদ্বার-স্বরূপ অধোমার্গ দিয়া; কিম্বা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দিয়া, নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বমন সহকারে মুখ দিয়াই রক্তস্রাব অধিক দেখা যায়। রক্তবমনের পূর্ব্বে পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারবোধ, অজীর্ণতা, বমনেচ্ছা, মুখে লবণাক্ত স্বাদ, নাড়ী দুর্ব্বল, দীর্ঘ নিশ্বাস, অবসন্নতা, মাথা ঝিম্ঝিম্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। বমন দ্বারা পাকস্থলী হইতে যে রক্তস্রাব* হয়, উহার পরিমাণ বা বর্ণ সকল সময়ে সমান হয় না।

* ফুস্ফুস হইতে রক্তস্রাব এবং পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবের প্রভেদ :—রক্ত-বমনে—পাকস্থলীর রক্ত ঈষৎ কাল্চে বর্ণ ও ফেনাশূন্য, ভুক্তদ্রব্য মলসহ নির্গত

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—রক্তপ্রধান ব্যক্তির মুখ লালবর্ণ, পূর্ণ নাড়ী, বুক ধড়-ধড় করা, ব্যাকুলতা, জ্বর, হঠাৎ পাকাশয়ে বেদনার উদ্রেক হইয়া রক্তবমন।

মিলিফোলিয়াম্ θ—১x।—সহজে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তবমন।

ইপিকাক ৩x—৬।—বমনেচ্ছা বা বমন সহকারে উজ্জ্বল লাল-বর্ণের রক্ত উঠা, অল্পক্ষণস্থায়ী ঘন ঘন কাসি, মুখে লবণাস্বাদ ; জিহ্বা সরস।

হ্যামামেলিস্ ১।—দ্রুত কম্পমান ও শীতল নাড়ী; কালবর্ণের রক্তস্রাব, পেটে গড়্-গড়্ কল্-কল্ শব্দ, বিনা কষ্টে রক্তস্রাব, দুর্ব্বলতা।

আর্ণিকা-মন্টেনা ৩x।—থান থান রক্ত বমন, আহার ও পানে বৃদ্ধি ; অতিরিক্ত পরিশ্রম বা আঘাতজনিত রক্তস্রাব।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল মলিন, হৃৎস্পন্দন, গাত্রদাহ, দুর্নিবার পিপাসা, নাড়ী ক্ষুদ্র ও চঞ্চল।

চায়না ৩—৩০।—অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত বমন হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং হাত পা শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে।

ফস্ফোরাস্ ৬, সিকেলি ২x—৩, ক্রোকাস ২x, বেলেডোনা ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০ ও নাক্স-ভমিকা ৬ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—রক্ত-বমন উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, অল্প দুধ ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ান, এবং পাকস্থলীর উপর শীতল জলের পটী দেওয়া বিধেয়।

হয় এবং বমনের পূর্ব্বে আমাশয়ে বেদনা, ও বমনেচ্ছা থাকে। ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত উঠিলে—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ফেনাযুক্ত, এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত মলের সহিত রক্ত থাকে না, রক্ত উঠিবার পূর্ব্বে শ্বাসকষ্ট ও বক্ষোবেদনা থাকে।

অজীর্ণ-রোগ বা অগ্নিমান্দ্য

(DYSPEPSIA OR INDIGESTION)।

পরিপাক-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যই অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য। ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, উদ্গার উঠা, বমনোদ্যোগ বা বমন, বুকজ্বালা বা গলা জ্বালা, পেট ভার, মুখ দিয়া জল উঠা, আহারান্তে পেট-বেদনা, শ্বাসে দুর্গন্ধি, বুক ধড়-ফড় করা, মাথাব্যথা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগ হইতে ক্রমে বাত বহুমূত্রাদি বহুবিধ উৎকট পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। পাকাশয় সুস্থ রাখিতে হইলে, পানাহার ও বিশ্রামের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কারণ।—অপরিমিত তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অসময়ে আহার, খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া উদরস্থ করা, দীর্ঘকাল যাবৎ নানা প্রকার ঔষধ সেবন, অতিরিক্ত তামাক চা বা মদ্য পান, অপরিমিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম অথবা একেবারে পরিশ্রম না করা, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, ঠাণ্ডা লাগান, সর্ব্বদা অম্ল বা আচার খাওয়া, কোমরে কাপড় খুব আঁটিয়া পরা, শরীরে রক্ত অধিক না থাকা, মন অপ্রফুল্ল থাকা, স্নায়ুরোগ বা বাত থাকা। (psora) সোরা-ধাতুগ্রস্ত লোকেরাও প্রায়ই অগ্নিমান্দ্যে ভুগিতে থাকেন। ইহাদের যখন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, তখন অজীর্ণতা কমিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—আহারের পর পাকস্থলীতে ভারবোধ ও বেদনা, বুকজ্বালা, পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার, বারম্বার ভুক্তদ্রব্য বা পিত্ত বমন, মুখে তিক্ত বা অম্লাস্বাদ, আহারের পর তন্দ্রাবেশ ও আলস্য, প্রাতে মাথাধরা, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু মল নিঃসরণ হয় না, মুখমণ্ডল ঈষৎ হরিদ্রাভ (বিশেষতঃ তাম্রকূট সেবন, মদ্যপান ও বহু প্রকার "গরম" ঔষধ সেবন জনিত অজীর্ণরোগে, নাক্স-ভ ফলপ্রদ)।

নেট্রাম-মিয়ুর ১২x চূর্ণ—৩০।—আলু ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার বিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজনজনিত অজীর্ণতায়। নিম্নলিখিত উপসর্গচয়েও ইহা উপযোগী :—মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, বুকজ্বালা, শীতভাব, আহারের পর বুক ধড়-ফড় করা, রক্তহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ; যুবক যুবতীগণের অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনার কুফল জনিত উপসর্গাদি লক্ষণে।

পালসেটিলা ৩।—বুকজ্বালা, বমনেচ্ছা, জিহ্বা শুষ্ক ও খস্‌খসে, ঘন ঘন তরল মলত্যাগ, মুখে লবণাক্ত তিক্ত বা অম্লাস্বাদ ; বিশেষতঃ ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার জনিত অজীর্ণতা।

এবিজ্-নাইগ্রা ৩x।—আহারের পরই পাকাশয়ে দারুণ যন্ত্রণা ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; বৃদ্ধদিগের অজীর্ণ-রোগে।

নেট্রাম-ফস ৩x—১২x চূর্ণ।—অম্ল-রোগ ; অম্ল-উদ্গার ও বমন লক্ষণে।

সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড্ ৩x—৩০।—(অম্ল-রোগের প্রধান ঔষধ) বুকজ্বালা, অম্ল-উদ্গার, অম্ল-বমন, গায় টক গন্ধ, দুর্গন্ধ কৃষ্ণবর্ণ ভেদ, হিক্কা।

আর্সেনিক ৬।—পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালাবোধ। বরফ খাইয়া অজীর্ণ-রোগ হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৬।—আহারান্তে পাকস্থলীতে ভারবোধ, মনে হয় যেন পাকস্থলীতে একখণ্ড পাথর চাপান আছে, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথা-ধরা, পাকাশয়ে খোঁচা-বেঁধার-মত বেদনা, মুখে তিক্ত বা অম্ল আস্বাদ এবং বমনেচ্ছা, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ; বিশেষতঃ আর্সেনিকের অপ-ব্যবহার জনিত অগ্নিমান্দ্যে।

লাইকোপডিয়াম ১২, ৩০, ২০০।—**অধোদিকে বায়ু নিঃসরণ** ; ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের সময় অতিশয় তন্দ্রা ; উদরে বায়ু-সঞ্চয় হেতু পেটফাঁপা ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; বামদিকের অন্ত্র কাঁপিতে

থাকা; দুর্ব্বলতা বা অধ্যয়নাদি জনিত অপাক; পেশীর ক্ষমতা হ্রাস হইয়া বা পরিপাক-রসের অভাব বশতঃ অজীর্ণ-রোগে।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ৩০।—**ঊর্দ্ধদিকে বায়ু নিঃসরণ**; পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, উদরাময়, মাথাধরা ও দুর্ব্বলতা; পুরাতন অগ্নিমান্দ্য ও বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য।

মুখ দিয়া নিয়ত স্বাদহীন জল উঠা, অথবা কটু তিক্ত ঝাল বা পচা গন্ধযুক্ত উদগার উঠা, অথবা কখন উদরাময় কখন কোষ্ঠবদ্ধতা উপসর্গে, **কার্ব্বো-ভেজ ৩x বিচূর্ণ** ঔষধ সেবন ও **ঘোল** মাত্র পথ্য ব্যবস্থা।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।—পরিপাক-শক্তির হ্রাস বা অরুচি, পাকস্থলীতে ভারবোধ, বমনেচ্ছা ও পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন, গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণ, ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদগার, কখনও তরল মলত্যাগ ও কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রাশয়ে প্রদাহ।

ফস্‌ফোরাস্‌ ৩০।—পুরাতন অজীর্ণ-রোগে অম্ল উদগার বা অম্ল-বমন, অতিশয় ক্ষুধা; জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত।

চায়না ৩x—২০০।—দীর্ঘকাল সুরাপানজনিত পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে যখন শোথ, যকৃৎ-প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ম্যালেরিয়া জনিত অজীর্ণতা।

মার্ক-সল্‌ ৩x চূর্ণ ৬, বা অ্যাকটিয়া-রেসিমোসা ৬।—দীর্ঘকাল চা-পান হেতু অজীর্ণ-রোগে।

প্লামবাম্‌ ৬—২০০।—ঠাণ্ডা লাগা হেতু অগ্নিমান্দ্যে।

আর্জেণ্ট-নাইট্রেট ৬—২০০।—(রক্তহীনতা প্রভৃতি কারণে অজীর্ণ-রোগ হইলে) পাকাশয়ে বেদনা সহ অম্ল-রোগ, ঊর্দ্ধদিকে বায়ু নিঃসরণ।

সাল্ফ-অক্সেটা ২x—৬।—বাহ্যপ্রয়োগে চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া, অগ্নিমান্দ্য হইলে।

হিপার-সালফার ৬ বা ১২।—পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে যখন আর কোন দ্রব্যই পরিপাক হয় না।

সালফার ৩০।—অম্ল-উদ্গার উঠা, পাকাশয়ে ভারবোধ, আহারান্তে তন্দ্রালুতা, মুখপ্রান্তে এবং ওষ্ঠে ক্ষত ও স্ফীততা। প্রাতঃকালে সালফার ৩০ ও সূর্য্যাস্তকালে নাক্স-ভমিকা ৩০, প্রাচীন অজীর্ণ-রোগে প্রয়োগ করিয়া অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আশাতীত সুফল পাইয়াছেন বলিয়া থাকেন।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ১২, বা ৩০।—কটু অম্লোদ্গার বিশিষ্ট পুরাতন অগ্নিমান্দ্য। আহারের পরই ভুক্তদ্রব্য অম্ল হইয়া যায়; অম্ল-উদ্গার বা অম্ল-বমন।

আয়োডিন ৬, পেট্রোলিয়াম ৬, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

মুখ দিয়া জল উঠা—কার্ব্বো-ভেজ ৩x চূর্ণ, ব্রায়ো ৬, নাক্স-ভ ৩০, লাইকো ১২।

বুকজ্বালা—ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬।

দুর্গন্ধ ঢেঁকুর উঠা—কার্ব্বো-ভেজ ৬, সালফার ৩০।

অম্ল-উদ্গার উঠিলে—অ্যাসিড-সালফ্ ৩x—৬।

আহারাদি দোষে অজীর্ণ-রোগ :—যথা, পিষ্টক চর্ব্বিযুক্ত তৈলাক্ত বা ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি (যথা লুচি কচুরি খিচুড়ি পোলাও পিঠা প্রভৃতি) আহার বা শীতল পানীয় বেশী ব্যবহার হেতু অজীর্ণ-রোগ হইলে—**পালসেটিলা ৩—৬।**

কাফি বা মদ্য পান, রাত্রি-জাগরণ, আফিং সেবন, চিংড়ী মাছ বা ডিমের শ্বেতভাগ ভোজন হেতু অজীর্ণ-রোগে—**নাক্স-ভ ৩—৩০।**

দুগ্ধ পানের পর অজীর্ণতায়—**ইথুজা ৬।**

অম্ল বা টক খাইয়া অজীর্ণতায়—**অ্যাণ্টিম-ক্রুড্ ৬।**

পচা মাছ মাংস বা মাখন খাইয়া অজীর্ণতায়—**কার্ব্বো-ভেজ ৬।**

বরফ-জল, কুল্পি-বরফ বা বেশী জল খাইয়া অজীর্ণতায়—**আর্স ৬।**

চা খাইবার পর অজীর্ণতায়—**চায়না ৬।**

তরকারি খাইবার পর অজীর্ণতায়—**সিপিয়া ৬**।

লবণের অপব্যবহার জনিত অজীর্ণতায়—**ফস ৬**।

ফুটি তরমুজ ভক্ষণ বা দূষিত জলপান হেতু অজীর্ণ-রোগ হইলে—**জিঞ্জিবার ৩x—৬**।

অতিরিক্ত ফল আহার হেতু অজীর্ণতা জন্মিলে—**চায়না ৬** বা **আর্সেনিক ৬** (ফল পরিপাক না হইয়া অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হইতে থাকিলে ও পেটে জ্বালা অনুভূত হইলে, **চায়না** অধিকতর উপযোগী)।

সাধারণ নিয়ম।—অজীর্ণ-রোগে পথ্যাপথ্যের নিয়ম পালন না করিলে কেবল ঔষধ সেবনে ফল হয় না। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্টকালে স্নান আহার করা বিধেয়। ভোজ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করা উচিত; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে আহার করা নিষিদ্ধ। গুরুপাক দ্রব্য (যথা মরিচ লঙ্কা বা বেশী গরম মশলা, তৈল ও ঘৃতাক্ত ব্যঞ্জনাদি) একেবারেই আহার করিতে নাই। দিবা-নিদ্রা, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অধিক রাত্রিতে ভোজন, রাত্রিতে আহার করিয়াই শয়ন পরিত্যজ্য। পানের রসসহ লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অরুচির দমন হয়। পোরেরভাত, (বিশেষতঃ ক্ষুধা না থাকিলে) **ঘোল***, ও আনারসের রস সুপথ্য। আপেল্, আঙ্গুর, ডালিম্, পেঁপে প্রভৃতি সুপাচ্য ফল খাইতে বাধা নাই। কেহ কেহ বলেন ডাবের জল ও নারিকেলের নরম শাঁস এই রোগে বিশেষ উপকারী। পুরাতন চাউলের ভাত, বা চিঁড়া গরম জলে ভিজাইয়া দধি বা ঘোলের সহিত খাইতে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। দুগ্ধ ও দধি এবং কাঁচা পেঁপের তরকারি এই

* মুখ দিয়া অবিরত জল উঠিতে থাকিলে, ক্রুকেন্‌বার্গের ব্যবস্থা এই যে "রোগী ক্ষুধিত হইলে শুদ্ধ ঘোল আহার করুন, এবং পিপাসিত হইলে একমাত্র ঘোল পান করুন"—এই বিধি পালন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। মুখ দিয়া স্বাদহীন বা টক্ জল উঠিতে থাকিলে টাট্‌কা দুগ্ধ নিষিদ্ধ, কেননা দুগ্ধ এতাদৃশ-রোগীর পাকাশয়ে দধিবৎ সংহত (জমাট) হইয়া যায়।

রোগে সুপথ্য। 'ভাজা' জিনিস এবং চা, কফি, ও কোকা প্রভৃতি ব্যবহার না করাই ভাল। আহারের বিশ পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে এক পোয়া আন্দাজ গরম জলপানে, কখনও কখনও অজীর্ণ-রোগ সারিয়া যায়। ভোজনকালে অধিক পরিমাণে জলপান নিষিদ্ধ, ভোজনের দুই তিন ঘণ্টা পরে জলপান করা যাইতে পারে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বেশী বাইকার্ব্বনেট-অভ-সোডা বা অধিক মাত্রায় সোডা-ওয়াটার ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নহে। বরফ ও আইস-ক্রিম বিশেষ অপকারী জিনিস। জনৈক ফরাসী ডাক্তার বলেন যে, ভোজনের পরই শিশুর ন্যায় ক্ষণকাল হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইলে, ভুক্তদ্রব্য সহজেই পরিপাক হয়; পারী (Paris) নগরে অজীর্ণ-রোগে এই পরীক্ষা চলিতেছে।

রাণীগঞ্জ ছোটনাগপুর সাঁওতাল-পরগণা প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় বহুল পরিমাণে লৌহ (iron) আছে, সেই সেই স্থানে যকৃৎ-দোষযুক্ত অজীর্ণ-রোগীর পক্ষে বাস করা অহিতকর; এতাদৃশ রোগীর পক্ষে কাশী গয়া বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ (যথা পুরী) উপকারী।

বমন ও বমনেচ্ছা

(VOMITTING, NAUSEA)।

নানা কারণে বমন হইতে পারে। অগ্নিমান্দ্য, অপরিমিত ভোজন, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, যকৃৎ ও জরায়ুর পীড়া, ক্রিমি-দোষ, গর্ভাবস্থা, অধিক জলপান, বা নৌকা শকটাদিতে ভ্রমণ করার জন্য, বমন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

ইপিকাক ৩।—আমাশয়িক বমনে; অবিরত বমনেচ্ছা, জলবৎ লালাস্রাব, পাকস্থলীতে শূন্যতা অনুভব, ঈষৎ সবুজবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা শ্লেষ্মামিশ্রিত বমন; কাঠ-বমি।

রোবিনিয়া ৩।—বমনেচ্ছা; বেশী টক ও অম্লীয় দ্রব্য বমন।

আর্সেনিক ৬, ১২ বা ৩০।—আমাশয়ে ক্ষত জন্য বমনেচ্ছা বা বমন, ও সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে এবং পেটে উত্তাপ বা জ্বালা বোধ; অজীর্ণতা হেতু বুকজ্বালাসহ (আহারান্তে) বমন; থামিয়া থামিয়া বমনেচ্ছা ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতা।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।—পাকস্থলীতে ভারবোধ; মলিন শাদা লেপযুক্ত জিহ্বা; অরুচি বা বমনেচ্ছা।

অ্যাপোমর্ফিয়া ৩।—বমনোদ্বেগ ব্যতীত সহসা বমন হইতে থাকিলে। মদ্যপায়ী ও অহিফেন সেবীদিগের বমনেও ইহা উপযোগী।

আইরিস-ভার্স ৬।—অম্লপিত্ত বা ভুক্তান্ন বমন; শিরঃপীড়া ও উদ্গার উঠা লক্ষণসহ অম্লপিত্ত বমন।

ক্রিয়োজোট ৬।—ক্ষয়কাস; যকৃতে পীড়া ও মূত্রকোষের পীড়াজনিত বমন; গর্ভাবস্থায় বমন; প্রাতঃকালে বমনেচ্ছা।

মস্তকে আঘাতজনিত বমনে—আর্ণিকা ৬; গাড়ী, পাল্কী, নৌকা-জাহাজে ভ্রমণ জনিত বমনে—ককিউলাস ৬ বা পেট্রোলিয়াম ৬, কেলি-ফস্ ১২x চূর্ণ, ও নেট্রাম-ফস্ ১২x চূর্ণ। রক্ত বমনে—ইপিকাক ৩x, মিলিফোলিয়াম ১x, হ্যামামেলিস্ ১, বা ক্রিয়োজোট ৬। পিত্ত বমনে—আইরিস-ভার্স ৩, পডোফিলাম ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, ও মার্ক-সল ৬। বমনেচ্ছা ও বমনের পরেই নিবৃত্তি অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬।

পথ্য।—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, খইমণ্ড, সাগু, বার্লি, বা অ্যারোরুট মুগ, যব, নারিকেল, পাকা কৎবেল, ও কিসমিস্।

সাধারণ নিয়ম।—কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইয়া বমন হইলে সত্বরে সেই বিষ যাহাতে পাকস্থলী হইতে বাহির হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। পাকস্থলী বা অপর কোন যন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ বমন হইলে, গরম জল পান করিলেই যথেষ্ট উপকার হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের টুকরা চুষিতে দিলেও উপকার হয়। কখন কখন পাকস্থলী বিশ্রাম পাইলে বা সামান্য আহার করিলে, বমন থামে; অগ্নিমান্দ্যের বমনে রুচি ভাব ভাল।

পাকাশয়ে বেদনা

(PAINS IN THE STOMACH)।

আহারের পর, পাকস্থলীতে নখ-দিয়া-ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা; খাদ্যদ্রব্য পেটে পড়িবামাত্রেই বেদনার বৃদ্ধি; অম্ল বা তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, বমন হইয়া ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া গেলে বেদনার হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে দেখা যায়।

চিকিৎসা :—

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—আহারান্তে পাকস্থলীতে বেদনা, ও সেই সঙ্গে অবসন্নতা; সামান্য আহার করিলেই বেদনাবোধ; পেটের উপরে ও কুক্ষিদেশে বেদনা; আক্ষেপ সহকারে বমন বা বমনেচ্ছা; মাথাধরা; কোষ্ঠবদ্ধতা; পেটফাঁপা।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—আহার বা পানের পর বমন; পাকস্থলীতে খোঁচা-বেঁধার ন্যায় বেদনা; রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি; অতিশয় অস্থিরতা ও দুর্ব্বলতা।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস্‌ ৩x চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ)।—পেটে তীব্র বেদনা।

ক্যামোমিলা ৬, ১২।—রাত্রিকালে পাকস্থলীতে চাপবোধ ও বেদনা; তিক্ত বা অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ভুক্তদ্রব্য বমন।

কলোসিন্থ ৬।—পাকস্থলীতে খালিবোধ ও জ্বালা; রাত্রিতে পাকস্থলীতে খিল ধরা; তিক্ত বমন (হরিদ্রাবর্ণ); পেটফাঁপা।

অ্যাসিড-হাইড্রো ৬, ডায়স্‌কোরিয়া θ, বার্ব্বেরিস θ—৩০, কক্‌কিউলাস ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০ সময়ে সময়ে প্রয়োগ করা যায়।

"অজীর্ণ-রোগের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

অন্ত্র-প্রদাহ

(ENTERITIS)।

উদরের মধ্যে নানা স্থানে অন্ত্র (আঁৎ বা নাড়ীভুঁড়ি) আছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-অন্ত্র প্রদাহিত হইলে, তাহাকে "**অন্ত্র-প্রদাহ** (এণ্টেরাইটিস)", এবং বৃহৎ অন্ত্র প্রদাহিত হইলে, তাহাকে "**আমরক্ত** (ডিসেণ্ট্রি)", বলে। এই রোগ সচরাচর শিশুদিগেরই হইয়া থাকে। প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর ; উদরে (বিশেষতঃ নাভির চারিপার্শ্বে) অবিরত তীব্র বেদনা, এবং চাপ দিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি ; ক্রমে বেদনা এত অধিক হয় যে, রোগী নড়িতে পারেন না, ও বেদনা হেতু রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করেন এবং হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপরে রাখিতে বাধ্য হন। অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনেচ্ছা, পেটফাঁপা, কখন কখন পাতলা ভেদ নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।—জ্বর ও প্রদাহ কমাইবার জন্য অ্যাকোনাইট ৩x। জ্বর, প্রদাহ, শীত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, মাথাব্যথা ও পাতলা মল নিঃসরণ লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। নাভির চারিপার্শ্বে জ্বালাকর তীব্র বেদনা, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, অবিরাম অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প জলপানেই ক্ষণকালমাত্র তৃপ্তিবোধ লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। অতিশয় কুন্থনসহকারে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা-ভেদ হইলে, মার্ক-কর ৬। সরলান্ত্রে বেদনাসহ বারম্বার মলপ্রবৃত্তি, অত্যন্ত পেটফাঁপা, নাভির চারিপার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ বেদনা, সমস্ত পেটেই বেদনা, ও বমনেচ্ছা লক্ষণে, কলোসিন্থ ৬। ক্ষুদ্রান্ত্রের সামান্য প্রদাহসহ (বা বিভিন্ন প্রকৃতি ও নানা বর্ণের মলসহ) উদরাময়, প্রাতঃকালে পীড়ার বৃদ্ধি, সর্ব্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ, পেটফাঁপা লক্ষণে, পডোফিল্লাম ৬। (উষ্ণ জলসহ) ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ২x চূর্ণ দিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। "পাকাশয়ে বেদনা"র ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

সাধারণ নিয়ম।—গরম জলের সেক। পীড়ার প্রবল অবস্থায়, সাগু, বার্লি ও অ্যারোরুট প্রভৃতি লঘু পথ্য।

শূলবেদনা

(COLIC)।

শূলবেদনা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে বৃহদন্ত্রের বা অন্ত্রের পেশীর আক্ষেপ জনিত বেদনাকে **অন্ত্রশূল** বলে। শূলবেদনা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। এই পীড়ায় প্রায়ই জ্বর থাকে না। বেদনা ও বমন (বা বমনেচ্ছা) থাকিলে, তাহাকে পিত্তশূল বলে ; এবং পেটফাঁপা ও বেদনা থাকিলে, তাহাকে আধ্মান-শূল বলে। পেটের,(বিশেষতঃ নাভির চারিপার্শ্বে) মোচড়ান বা কামড়ানর ন্যায় বেদনা, চাপ দিলে ঐ বেদনার উপশম, কোষ্ঠবদ্ধতা, বারম্বার মলত্যাগে প্রবৃত্তি কিন্তু মল পরিষ্কার না হওয়া, বায়ু নিঃসরণ, বমনোদ্বেগ বা বমন, পেট ঠোস-মারিয়া থাকা ও উদ্গার উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। গুরুপাক ও উত্তেজক দ্রব্য ভোজন, হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, বরফাদি শীতল দ্রব্যের বাহ্য প্রয়োগ, ঘর্ম্মাবরোধ, ক্রিমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

কলোসিন্থ ৬, ৩০।—নাভির চারিপার্শ্বে অসহনীয় আকুঞ্চনবৎ বেদনা ; রোগী তীব্র বেদনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন এবং সম্মুখদিকে দ্বিভাঁজবৎ বক্র হইয়া পড়েন ও হস্তদ্বারা নাভিস্থল চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হন। চাপিয়া ধরিলে বেদনার ক্ষণিক উপশম, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্ববৎ বেদনার উদ্রেক ; সময় সময়ে পেট ফাঁপিয়া থাকে, মুখমণ্ডল মলিন, অতিশয় পেটফাঁপা, উদ্গার উঠা বা বায়ু নিঃসরণ, ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহার সহিত লাইকোপডিয়াম ৩০ (পর্য্যায়ক্রমে) কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—পেটফাঁপাসহ দারুণ আক্ষেপ জনিত শূলবেদনা, ও সেই সঙ্গে মূত্রাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা θ—১২।—নাভির চতুর্দ্দিকে ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা ; উদরাময় ; পেটফাঁপা [illegible] এবং গরমে বেদনা বৃদ্ধি।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস্‌ ২x চূর্ণ।—উষ্ণ জল সহ সেবন, (ক্যামোমিলা প্রয়োগে উপকার না হইলে)।

আইরিস্‌-ভার্স ৩।—অত্যন্ত পেটফাঁপা; উদরের ঊর্দ্ধভাগে জ্বালা; পিত্তবমন; মোচড়ানবৎ বেদনা।

ডায়স্কোরিয়া ১x।—প্রথমে নাভির মধ্যস্থলে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমস্ত উদরে (পরে সর্ব্বাঙ্গে এমন কি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়), ঐ বেদনার সহিত পেটফাঁপা, লেপাবৃত জিহ্বা, শায়িত অবস্থায় বেদনার বৃদ্ধি, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে, এবং পশ্চাৎদিকে দেহ বক্র করিলে বেদনার হ্রাস; ভুক্তদ্রব্য বমনসহ হঠাৎ শূলবেদনা ও গর্ভাবস্থায় পিত্তজনিত শূলে।

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম্‌ ৬।—রাত্রিতে ও আহারের পর পেট ফাঁপিয়া বেদনা; পেটে গড়্‌-গড়্‌ কল্‌-কল্‌ শব্দ; সমস্ত তলপেটে বেদনা; মুখ দিয়া জল উঠা; মুখ ও হাত পা শীতল।

ওপিয়াম ৬, অ্যাকোনাইট θ, প্লামবাম্‌ ৬, বার্ব্বেরিস-ভাল্‌গেরিস θ—৬, সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় পেটফাঁপাসহ শূলবেদনায়, ককিউলাস ৬; গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের পরে শূলবেদনায় পালসেটিলা ৬ বা কলোসিন্থ ৬; ঐ সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটফাঁপা থাকিলে, পালসেটিলা ৬ বা লাইকো-পডিয়াম ৩০; হিষ্টিরিয়া জনিত শূলবেদনায়, ইগ্নেষিয়া ৬।

পথ্যাপথ্য।—লঘুপথ্য (যথা সাগু, বার্লি, উষ্ণদুগ্ধ)। পীড়ার উপশম হইলে, পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল, মোচা, ওল, মানকচু।

সীস-শূল

(LEAD-COLIC)।

সীস কোনরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অন্ত্রে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়, ইহার নাম "সীস-শূল"। যাহারা সীসার কায করে বা বহুদিবস যাবৎ সীসার পাত্রাদিতে পানাহার করে, তাহাদের দাঁতের গোড়া শ্লেটের বর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমন ও পেটে তীব্র ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ওপিয়াম ১x প্রতি পনর মিনিট অন্তর দিলে, বেদনা নিবৃত্ত হয়। ইহাতে উপকার না হইলে, অ্যালুমেন* ৩—৩০ প্রতি ঘণ্টায় দিতে হয়। ইহা ব্যর্থ হইলে, প্ল্যাটিনা ৬। বেশী দুগ্ধপান ও উষ্ণ জলের পিচকারী লওয়া ফলপ্রদ।

পিত্ত-পাথরী

(GALL-STONE or BILIARY CALCULUS)।

পিত্ত-কোষ (gall-bladder) বা পিত্তবাহী-নালী (biliary ducts) মধ্যে যদি পিত্তরস (bile) আহারাদির দোষে জমিয়া প্রস্তরকণা (gravel or stone) আকারে পরিণত হয়, তবে উহাকে **পিত্ত-পাথরী** (gall-stone) কহে। বালুকারেণু (gravel) বা কপোত-ডিম্ব অথবা মটর পরিমাণ ছোট বড় মাঝারী, গোলাকার, শাদা, কাল, কটা বা সবুজবর্ণ, এক বা বহুসংখ্যক, পাথরী রোগীর পিত্তকোষে জন্মে। শতকরা দশজন লোকের এই পীড়া আছে, তন্মধ্যে রমণীর সংখ্যাই অধিক। পেটে অল্পাধিক বেদনা এই রোগের প্রধান লক্ষণ; আবার, আজীবন পিত্তকোষ মধ্যে পাথরী থাকা সত্ত্বেও, কেহ কেহ মোটেই কোন প্রকার যাতনা অনুভব করেন না।

---

* "অ্যালুমিনা" নহে। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে "অ্যালুমিনা" লিখিত হইয়াছে; বোধ হয় ছাপাখানার ভুল। বলা বাহুল্য, "অ্যালমিনা" ও "অ্যালুমেন" এক ঔষধ নহে, [illegible] স্বতন্ত্র ঔষধ।

পাথরী যতদিন পিত্তকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে, রোগীর ততদিন প্রায়ঃ কোন বিশেষ অসুখ থাকে না, কদাচিৎ পেটে বেদনা অনুভূত হয় মাত্র; কিন্তু যখন পাথরী পিত্তকোষ হইতে পিত্তবাহী-নালী মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সহসা বা ধীরে ধীরে পেটে এক প্রকার দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে নিতান্ত অধীর করিয়া ফেলে; এই দারুণ বেদনার নাম **পিত্ত-শূল** (biliary colic)। এই শূলবেদনা দক্ষিণ কুক্ষিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চারিদিকে (বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত) ছড়াইয়া পড়ে; এবং বেদনাসহ প্রায়ই বমন, শীতল ঘর্ম্ম, দুর্ব্বল নাড়ী, হিমাঙ্গ (collapse), ন্যাবা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বেদনা কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিয়া হঠাৎ নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ পাথরী অন্ত্র মধ্যে duodenumএ আসিয়া পড়িলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হয়); তখন মল ধৌত করিয়া পাথরী পাইলেই বুঝিতে হইবে যে পাথরী বাহির হইয়া গিয়াছে।

চিকিৎসা।—(১) যাহাতে শূলবেদনা শীঘ্র দূর হয়, ও (২) মলসহ পাথরী শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে যাহাতে ভবিষ্যতে আর পিত্তকোষাদিতে পাথরী না জন্মিতে পারে—এই দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়।

শূলবেদনা কালে।—পিত্ত-পাথরী-চিকিৎসায়-সিদ্ধহস্ত ডাক্তার হ্যাগুজ্ মিলজ্ ও ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিউজ পিত্ত-পাথরীর যাতনা প্রশমনার্থ **ক্যাল্ক-কার্ব্ব** ব্যবস্থা করিয়া কখনও ব্যর্থ মনোরথ হন নাই। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০ পিত্তজনিত শূলবেদনা নিবারণ পক্ষে পরম ঔষধ; পনর মিনিট অন্তর দেয়। তিন ঘণ্টা সেবনের পর ইহাতে বেদনা প্রশমিত না হইলে, বার্ব্বেরিস্ θ প্রতি বিশ মিনিট অন্তর দিতে হয়। চিওন্যান্থাস θ, হাইড্রাষ্টিস্ θ (প্রতিমাত্রায় এক ফোঁটা হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত), ডায়স্কোরিয়া θ, চেলিডোনিয়াম ২x, কার্ডুয়াস্-মেরিয়েনাস্ ২x, জেলসিমিয়াম ১x, বেলেডোনা ৩x, ও আর্সেনিক্ ৩ প্রভৃতি ঔষধগুলিও বেদনা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x (উষ্ণ

জলে) সেবন ও বাহ্যপ্রয়োগে স্যাণ্ডজ্-মিলজ্ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইন্দ্রজালবৎ অত্যদ্ভুত ফল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আমেরিকার ডাক্তার স্বোয়ান কোলেষ্টেরিনাম ২ প্রয়োগে পিত্ত-পাথরী জনিত বেদনায় আশ্চর্য্য ফল দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন (vide Alllen's *Nosodes*, edition 1910); ২য় ক্রমের সুবিধা না হইলে নিম্নশক্তি ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইংলণ্ডের ডাক্তার বার্ণেট পিত্ত-পাথরী রোগের বিভিন্ন অবস্থায় ৩x—৩ চূর্ণ সেবন করাইয়াও অনেকস্থলে উপকার পাইয়াছেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বেদনায় নিতান্ত কাতর হইলে, রোগীকে খুব গরম জল খাওয়ান ও গরম জলের টবে বসান বা সরলান্ত্রে উপযুক্ত যন্ত্রাদি দ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া গরম জলধারা দিয়া অবিরত ভিজান (rectal irrigation) এবং দক্ষিণ কুক্ষিদেশে গরম পুল্‌টিস্ লাগান প্রভৃতি উপায়ে বেদনার অনেকটা উপশম হইতে পারে।

এইরূপে ঔষধাদি প্রয়োগে বেদনা নির্দোষরূপে সারিয়া গেলে ও পাথরী নিঃশেষে নির্গত হইয়া যাইবার পর, যাহাতে পুনরায় পিত্তকোষে পাথরী না জন্মে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসারে চলিলে, পুনরাক্রমণ হয় না :—

পুনরাক্রমণ নিবারণার্থে।—চায়না θ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। পিত্ত-পাথরী-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার থেয়ার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা বিশ বৎসরের অধিককাল যতগুলি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন সকলগুলিই আরোগ্য লাভ করেন—"চায়না ৬x প্রতি মাত্রায় ছয়টি বটিকা প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিতে হইবে যতদিন না দশমাত্রা ঔষধ সেবিত হয়; পরে, একদিন অন্তর একমাত্রা (ছয়টি বটিকা) করিয়া দিতে হইবে যতদিন না দশমাত্রা ঔষধ নিঃশেষিত হয়; এইরূপে, যথাক্রমে তিন দিন অন্তর ও চারিদিন অন্তর এবং পাঁচদিন অন্তর প্রভৃতি করিয়া ঔষধ দিতে হইবে যতদিন না অবশেষে প্রতিমাসে ঔষধের একমাত্রা (অর্থাৎ ছয়টি বটিকা) মাত্র সেবন করান হয়।" অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক

দেখিয়াছেন যে, উপরোক্ত বিধানমতে চলিলে, প্রথমতঃ রোগীর পাথরী শীঘ্র নিঃশেষে বহির্গত হয় ও পরে পিত্তকোষ পাথরী জন্মিতে পারে না (অর্থাৎ রোগটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়)। ডাক্তার অ্যাম্বার্স **চেলিডোনিয়াম** ও বৌর্জোঙ্কি **কার্ডুয়াস-মেরিয়ানাস** প্রয়োগ করায় অনেক রোগীর পুনরাক্রমণ ঘটে নাই।

পথ্যাদি।—যথাসময়ে মল-মূত্রত্যাগ ও স্নানাহার, পরিমিত আহার, যথোপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম, বায়ু সেবন, এবং ক্ষারধর্ম্ম-বিশিষ্ট জল (alkaline water) বহুল পরিমাণে পান প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালন ও যথাবিধি হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সেবন করিলে রোগী অচিরাৎ সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইতে পারেন। যে সমস্ত খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা (sugar) চর্ব্বি (fat) বা শ্বেতসার (starch) আছে সে সমস্ত খাদ্য যত পরিহার করা যায়, ততই মঙ্গল; এবং মাংস তৈলাক্ত মৎস্য ও চুণ (lime) নাকি রোগীর পক্ষে অহিতকর। উষ্ণ-প্রস্রবণের জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে, রোগী দীর্ঘকাল যাবৎ শূলবেদনায় কষ্ট পাইলে অথবা পিত্তকোষাদি মধ্যে পূয (pus) স্ফোটক (abscess) কর্কটিকা (cancer) প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সুযোগ্য অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য অবিলম্বে গ্রহণ করা বিধেয়। "মূত্র-পাথরী" দ্রষ্টব্য।

কোষ্ঠকাঠিন্য

(CONSTIPATION)।

নানা কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে; এবং ইহা অনেক রোগের লক্ষণ মধ্যেও গণ্য। কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা, রাত্রি জাগরণ, উগ্র কাফি বা চা এবং মাদক দ্রব্য সেবন, শোক দুঃখ ও ভয় পাওয়া, পড়িয়া যাওয়া, যকৃতের পীড়া, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, প্রভৃতি নানা কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে,

সঞ্চিত মল নাড়ীতে পচিতে থাকে, ও পচা মলের সূক্ষ্মাংশ রক্তমাংসে সঞ্চারিত হইয়া রক্তমাংসের পুষ্টিবর্দ্ধন পূর্ব্বক শরীরের বহু অনিষ্ট সাধন করে ; খাদ্যের সারভাগ যেরূপ রক্তমাংস গঠন করে, পচা মলেও সেইরূপ রক্তমাংস পুষ্ট হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক উক্ত পুষ্ট রক্তমাংস নানা রোগের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে প্রায়ই শিরঃপীড়া, অরভার, অরুচি, অস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠবদ্ধতা বহুদিন থাকিলে, ক্রমে অর্শ ও গৃধসী-বাত জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—নেট্রাম-মিয়ুর ১২x চূর্ণ—২০০ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **অবিরত মলত্যাগেচ্ছা, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া ;** বড় গ্যাড়্ অতিকষ্টে নিঃসরণ হয় ; সামান্য তরল মল ; মাথা ভার, তলপেটে চাপবোধ ও অরুচি লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩০ ; যাহাদের অধিক অধ্যয়ন করিতে হয়, যাহারা বিষণ্ণভাবাপন্ন, গৃহে বসিয়া যাহাদের অধিক সময় অলসভাবে ক্ষেপণ করিতে হয়, অল্পে যাহারা চটিয়া উঠে, এবং যাহাদের পেটের গোলযোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতা আছে, তাহাদের পক্ষে নাক্স্-ভ বিশেষ উপযোগী। অল্প অল্প শীতবোধ ; মাথা-ব্যথা ; যকৃতে বেদনা, শুষ্ক, বৃহৎ ও কঠিন গ্যাড়্ ; বাতজনিত কোষ্ঠবদ্ধতা ; গর্ভাবস্থায় ও গ্রীষ্মকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা ; এবং শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্রায়োনিয়া ৬—৩০ (**নাক্স-ভমিকা ও ব্রায়োনিয়ার প্রভেদ এই যে, অবিরত মলপ্রবৃত্তিসহ কোষ্ঠকাঠিন্যে, নাক্স-ভমিকা ; এবং মল-প্রবৃত্তি-বিহীন কোষ্ঠকাঠিন্যে, ব্রায়োনিয়া উপযোগী**)। মাথাধরা ; মাথাঘোরা ; কঠিন গ্যাড়যুক্ত মল ; সর্ব্বদা তন্দ্রাবেশ ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ; মূত্র পরিমাণে অল্প ; **ওপিয়াম ৩০** (বৃদ্ধ, শান্তপ্রকৃতিক ও রক্তপ্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে ওপিয়াম উপকারী)। কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা বহুকষ্টে শুষ্ক কঠিন মল নির্গত হয়, পেট ফাঁপিয়া থাকে ; আহারের পরেই তলপেট কাঁপে, পেট গরম বোধ হয় ; মুখ দিয়া জল বা উদ্গার উঠা লক্ষণে, লাইকোপডিয়াম ৩০ ব্যবহেয়।

তলপেট ও গুহ্যদ্বারে ভার ও গরম বোধ, গুহ্যদ্বারে কুট-কুট করা ও জ্বালা; মলত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে মলদ্বারে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব; পুনঃ পুনঃ অতৃপ্ত মলপ্রবৃত্তি ও অর্শ পীড়া থাকিলে, সালফার ৩০। পুনঃ পুনঃ রেচক ঔষধ সেবন জনিত কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে, হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩। দ্বাদশটি বাইও-কেমিক ঔষধও লক্ষণানুসারে ফলপ্রদ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিলে পুনঃপুনঃ জোলাপ লওয়া ভাল নয়; যেহেতু উহা দ্বারা কোষ্ঠকাঠিন্য অভ্যস্ত হইয়া যায় ও পুনরায় জোলাপ না লইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। হোমিও-প্যাথিক ঔষধ সেবনে যদি মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে ১২ আউন্স গরম জলে ১ ড্রাম গ্লিসারিণ মিশাইয়া মলান্ত্রে পিচ্‌কারী দিলে গুট্‌লে গুট্‌লে মল নির্গত হয়। প্রত্যহ সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই ঠাণ্ডা জলপান, ও প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান উপকারী। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মলত্যাগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আঙ্গুর, আপেল, কিশ্‌মিস্, মনাক্কা, কমলালেবু, পাকাকলা, পেঁপে, বেল, যাতা-ভাঙ্গা আটা, দুধ, মাখন, পাতি বা কাগজি লেবু, কচি ডুমুর, ওল প্রভৃতি সুপথ্য। নিয়মিত সময়ে আহার নিদ্রা ও ব্যায়াম উপকারী। হরিতকী, ইসপ্‌গুল, হিং, ডাবের জল, সোডাওয়াটার প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার না করিয়া সময়ে সময়ে ব্যবহার করিলে, উপকার পাওয়া যাইতে পারে*। "অজীর্ণ-রোগ" দ্রষ্টব্য।

* জোলাপের ব্যবস্থা না করিলে যাঁহারা তৃপ্ত হন না, নিতান্ত আবশ্যক হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত নির্দ্দোষ জোলাপ লইতে পারেন।—জাঙ্গি-হরিতকী, মিছিরী, সোনামুখীপাতা, মৌরি ও কিশমিস্ (প্রত্যেকটি একতোলা পরিমাণ) এই পাঁচটি দ্রব্য এক পোয়া গরম জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে উহা চট্‌কাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া এই এক পোয়া জলটুকু একেবারে খাইলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে পারে। আম-নির্গমন-জনিত পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে, ভীত হইবার কারণ নাই—খানিকটা গরম জল বা গরম দুধ খাইলেই ব্যথা নিবৃত্ত হয়; দুই তিন বার দাস্ত হইয়া গেলে, মুগের ডাল সহ ভাত খাওয়া ও আহারান্তে ডাবের জল ও পেঁপে ব্যবস্থা। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে উক্ত এক পোয়া, বালকের পক্ষে আধ পোয়া, শিশুর পক্ষে এক ছটাক, এবং পাঁচ বৎসরের কম বয়স হইলে মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক দিতে হয়।

অ্যাপেণ্ডিক্স* (উপাঙ্গ)-প্রদাহ

(APPENDICITIS)।

পাকস্থলীস্থ উপাঙ্গ-নালীটার অপর দিক বন্ধ থাকে (অর্থাৎ, এক দিক দিয়া এই নালী দ্বারা খাদ্য বা অন্য কোন দ্রব্য তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বাহির হইবার আর অন্য পথ নাই)। উপাঙ্গ মধ্যে কোন পদার্থ প্রবেশ করিলে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এই প্রদাহের নাম "উপাঙ্গ-প্রদাহ (Appendictis)"। প্রদাহ ঘটিলে, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়েন, এমন কি যাতনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; তাই, অস্ত্র-চিকিৎসকেরা প্রদাহকালে উপাঙ্গটি কাটিয়া ফেলেন। অধিক মাত্রায় আহারই এই পীড়ার হেতু, ডাক্তার নোয়াক এইরূপ নির্দ্দেশ করেন।

বর্ত্তমান (খৃষ্টীয়) বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ইহার এই নূতন নামকরণ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক এই পীড়াই "টিফ্লাইটিজ" বা "পেরি-টিফ্লাইটিজ" নামে এতদিন পরিচিত ছিল। ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক না হইলেই (বিশেষতঃ গাউট্ বা সন্ধিবাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের) অনেকস্থলে এই রোগ উপস্থিত হয়। উদরের দক্ষিণভাগে বেদনা (রোগী হয়ত এই বেদনা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারেন না), পরে ঐ বেদনার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও পাকাশয়-যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনিত যাতনা, এই রোগের প্রথম লক্ষণ। এই অবস্থায় প্রদাহ নিবারিত না হইলে শরীরের অন্যান্য যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। এই পীড়ার নাম শুনিলেই লোকে হতাশ হইয়া অস্ত্র-চিকিৎসার আয়োজন করেন; কিন্তু প্রথম হইতেই হোমিওপ্যাথিক মতে সুচিকিৎসিত হইলে, অস্ত্র-প্রয়োগের কোন প্রয়োজন থাকে না।

---

* নরদেহের নিম্নভাগস্থ দক্ষিণাংশটুকু দেখিতে কতকটা ক্রিমি-সদৃশ ; ইহারই নাম "Vermiform appendix বা কীটাকার উপাঙ্গ" (তৃতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

লক্ষণ।—প্রবল শিরঃপীড়া, চক্ষু মোটেই আলোক সহ্য করিতে না পারা, বমন (কখনও কখনও অনবরত), জিহ্বা মলিন, কখনও বা কোষ্ঠবদ্ধ হয় কখনও বা হয় না, বায়ু নিঃসরণ, পা গুটাইয়া থাকা, নিম্ন উদরের অধোভাগে তীব্র বেদনা, শরীরের তাপ ১০০° শত হইতে ১০৩° ডিগ্রী, যকৃৎ ও প্লীহা কখনও বা ঈষৎ বর্দ্ধিত।

চিকিৎসা :—

ল্যাকেসিস্ ৩০।—ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ উদরের দক্ষিণভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও কোমরে কাপড় রাখিতে না পারা সামান্য জ্বরসহ বমন লক্ষণে)। কিন্তু বেদনা হুলবিদ্ধবৎ বা জ্বালাকর হইলে (বিশেষতঃ টিকা দেওয়ার পর বা স্ত্রীলোকের অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহে), **ল্যাকেসিস্** অপেক্ষা **এপিস্ ৩০** উপযোগী। কিন্তু **ল্যাকেসিস্** বা **এপিস্** প্রয়োগে উপকার না হইলে, **আইরিস্ ৩০** দিতে হইবে। মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা, জিহ্বা লাল-বর্ণ, অনবরত জলপানে ইচ্ছা কিন্তু অল্প জল পান করিলেই নিবৃত্তি, বিছানায় ছট্‌ফট্ করা, নিতান্ত অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে, **আর্সেনিক ৩০**। শয্যায় নড়ন চড়নে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **ব্রায়োনিয়া ৩x—৩০**। কিন্তু নড়ন চড়নে বেদনার উপশম হইলে, **রাস-টক্স ৩০** ব্যবস্থা।

বেলেডোনা ৩, মার্কিউরিয়াস্-কর ৩, ভিরেট্রাম ৩, কলোসিন্থ ৬, হিপার ৬, সালফার ৩০, অ্যাকোনাইট ৩x প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—খুব গরম জল বোতলে পুরিয়া সেক ; পীড়ার তরুণাবস্থায় বার্লি-জলমাত্র ব্যবস্থা, পরে খুব পাতলা ঝোল ও অবশেষে দুগ্ধ সহ জল মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। **অ্যালোপ্যাথিক** ডাক্তারেরা এই রোগকে যতটা বিপদজনক মনে করেন, **হোমিওপ্যাথিক** ডাক্তারেরা ততটা মনে করেন না।

পেটফাঁপা

(TYMPANITIS)।

ইহা জ্বর ওলাউঠা সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি রোগের উপসর্গ মাত্র।

চিকিৎসা :—

অ্যাসাফিটিডা ৩।—হিষ্টিরিয়া রোগে: পেট ফাঁপিলে, প্রতি ঘণ্টায় এক মাত্রা সেবন।

টেরেবিস্থিনা ৩।—জ্বর বা প্রদাহ জনিত পেটফাঁপা। (খুব গরম জলে ফ্ল্যানেল্ নিংড়াইয়া উহাতে কয়েক ফোঁটা তার্পিন-তৈল ঢালিয়া পেটের উপর প্রতি ঘণ্টায় বাহ্য প্রয়োগে)।

র‍্যাফেনাস ৬।—পেট শক্ত ও ফাঁপা ; উর্দ্ধ বা অধোভাগে বায়ু নিঃসরণ হয় না (Dunham)।

"সান্নিপাতিক-জ্বর", "ওলাউঠা", "উদরে বায়ু সঞ্চয়", "উদরাময়", প্রভৃতি রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

উদরে বায়ু-সঞ্চয়

(FLATULENCE)।

ইহা অন্ত রোগের উপসর্গ মাত্র। বুকজ্বালা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন, পেটফাঁপা, উদগার উঠা, পেট ভুট-ভাট করা, বায়ু-নিঃসরণ, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্রকৃচ্ছ্র, এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

কার্ব্বো-ভেজ ৬।—পেটে (বিশেষতঃ উপর পেটে) বায়ু জমা, শ্বাসকষ্ট বা বুকে বেদনা, মল পাতলা।

লাইকোপডিয়াম্ ৬।—তলপেটে বায়ু জমা, এবং কোষ্ঠকাঠিন্ত।

ল্যাকেসিস ৬।—উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ।

ক্যামোমিলা θ।—বায়ু সঞ্চয়, উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ।

নাক্স-ভমিকা ৩।—তিক্ত বা অম্ল-উদ্গার উঠা, বুকে চাপ বোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য।

সালফার ৩০, নাক্স-মস্কেটা ৩, র‍্যাফেনাস্ ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৩, সিলিকা ৬, চাইনা ৩x, ব্রায়োনিয়া ৩, আর্সেনিক ৩ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

উদরাময়

(DIARRHŒA)।

বিনা কুন্থনে, বারম্বার যে তরল ভেদ হয়, তাহাকে উদরাময় বলে। সাধারণতঃ চারি প্রকার উদরাময় দেখা যায় :—(১) গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অপরিষ্কৃত জল পান, উত্তেজক ঔষধাদি সেবন জন্য উপদাহ জনিত উদরাময়; (২) পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত বশতঃ অজীর্ণ-দ্রব্য-নিঃসরণশীল উদরাময়; (৩) গরম শরীরে শীতল জল বা বরফাদি পান, বা ঠাণ্ডা বাতাস দ্বারা হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হেতু প্রদাহ জনিত উদরাময়; (৪) গ্রীষ্ম-কালীন উদরাময়। উদরাময় ও সামান্য ওলাউঠার প্রভেদ, "ওলাউঠা" প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে। উদরাময়ে পেট কামড়ানী ও কোঁথপাড়া থাকে না, কিন্তু আমাশয়ে ঐ দুইটি লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা :—

স্পিরিট্-ক্যাম্ফার।—শীত; কম্প, পাকস্থলীতে বেদনা; হাত, পা, ও মুখ শীতল; গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ও সর্দ্দিজনিত উদরাময়ে।

কিনিনাম-আর্স ৬x।—সচরাচর যে সব উদরাময় দেখা যায় কেবল এই ঔষধ প্রয়োগেই তাহা সারিয়া যাইতে পারে।

রিউম্ ৩।—রোগীর বিষ্ঠার টক-গন্ধ, রোগীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসরণ হওয়া লক্ষণে।

ক্রোটন্-টিগ্লিয়াম ৬।—হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ ভেদ প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ।

রিউমেক্স ৩।—প্রাতঃকালীন উদরাময়, কটাবর্ণের তরল ভেদ, বাহ্যের বেগাধিক্যে সকালে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পাইখানায় ছুটিয়া যাইতে চান।

অ্যাকোনাইট ৩x।—ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়, শীত শীত বোধ, জ্বর, তৃষ্ণা লক্ষণে।

ক্যামোমিলা ৬।—সবুজবর্ণ, জলবৎ, গরম ও দুর্গন্ধময় ভেদ, পিত্ত বমন, পেট-কামড়ান, মাথাধরা। শিশুর দাঁত উঠিবার কালে উদরাময়; শিশু অনবরত কাঁদে এবং নিয়ত কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়; ভেদ আঠাময় বা জলবৎ, সবুজবর্ণ বা কটাবর্ণ, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ।

পালসেটিলা ৩—৩০।—পরিবর্ত্তনশীল ভেদ; মুখে তিক্তাস্বাদ; বমনেচ্ছা বা বমন; উদ্গার উঠা; তৈলাক্ত ঘৃতাক্ত চর্ব্বিযুক্ত গুরুপাকদ্রব্য ভোজনজনিত উদরাময়; রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি।

আণ্টিম-ক্রুড ৬।—**শাদা ক্লেদযুক্ত** জিহ্বা; উদ্গার উঠা; বমনেচ্ছা; অরুচি; জলবৎ তরল ভেদ; পিত্ত-মিশ্রিত মল।

ইপিকাক ৩x—৬।—বমন বা বমনেচ্ছা; দুর্গন্ধ মল; রক্তময় মলস্রাব; পেট বেদনা সহ গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; শিশুদিগের হরিদ্রা-বর্ণের বা হরিদ্রা মিশ্রিত সবুজবর্ণের মল বিশিষ্ট উদরাময়।

ওলিয়েণ্ডার ৩—৩০।—(পুরাতন উদরাময়ে) মল অজীর্ণ।

জিঞ্জিবার ৬।—দূষিত জলপান হেতু উদরাময়ে।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—অতি ভোজন বা রাত্রিজাগরণ অথবা মদ্যপানাদি অত্যাচার জনিত উদরাময়ে।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০।—আহারের পরে, রাত্রিতে বা প্রাতে বেদনাসহ বা বেদনাবিহীন ঈষৎ লালবর্ণের অজীর্ণ মল-নিঃসরণ ও সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতা, অরুচি এবং পিপাসা; গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; পুনঃ পুনঃ

জলবৎ তরল ভেদ ও তৎসহ পেটকামড়ানি, প্রচুর পরিমাণে তরল ভেদ বেগে নিঃসৃত হয়; ফলাহার জনিত উদরাময়।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—মলত্যাগের পূর্ব্বে অস্থিরতা; পেটে বা তলপেটে বেদনা; মলত্যাগকালে গা বমি-বমি, বা কাঠবমি; কোঁথপাড়া; মলত্যাগের পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা; সর্ব্বাঙ্গে কম্পন; বুক ধড়ফড় করা; দুর্গন্ধময় মলিন বর্ণের অল্প পরিমাণে ভেদ; মলত্যাগের পর অবসন্নকর দুর্ব্বলতা; অত্যন্ত পিপাসা। পুরাতন উদরাময়। ফল, অম্ল, বরফ, আইস-ক্রিম, পচা মাছ মাংস, বাসি তরকারি, বাসি ক্ষীর প্রভৃতি খাওয়া হেতু উদরাময়।

ডাল্কেমারা ৬।—হিম বা শীতল আর্দ্র বায়ু লাগিয়া কিম্বা সর্দ্দি-জনিত উদরাময়; রাত্রিতে পিত্তভেদ; পেটফাঁপা সহ বৈকালে ভেদ; বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট মল; তরল ভেদসহ কঠিন খণ্ড খণ্ড মল; ভেদ-বমন এক সঙ্গে; গুহ্যদ্বারে জ্বালাবোধ। বর্ষাকালীন উদরাময়।

আইরিস-ভার্স ৬।—ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ বিশিষ্ট উদরাময়ে; অতিশয় পেট বেদনা; গুহ্যদ্বারে জ্বালা; বমন বা বমনোদ্বেগ; অসাড়ে মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন উদরাময়ে। শিশু উদরাময়ে ও শিশু-বিসূচিকায়।

মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস ৬।—কুন্থন ও বেদনা; রোগী পাইখানা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, মনে করেন যেন আরও মলত্যাগ হইলে খোলসা বোধ করিবেন; রক্তহীন বা রক্তসহ পিত্তযুক্ত ভেদ।

মার্কিউরিয়াস-সল্ ৬, ৩০।—পিত্ত মিশ্রিত আমময় ত, পা, ও ময় ভেদ; মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে বেদনা এবং মলত্যাগের পরে ঐ বিকনিন্উপশম; কর্দ্দমের ন্যায় মল বা হরিদ্রাবর্ণের মল।

কেবল এই **স্ট্রোনিস্না ৬, ৩০।**—গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; ঠাণ্ডা জলীয় রিস্কুম হেতু উদরাময়; বসিলে পর বমনেচ্ছা বা মূর্চ্ছা; অধিক গন্ধ নিঃসরণ জলপানে ইচ্ছা; ভেদ দুর্গন্ধ ও মেটেবর্ণ।

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম ৬, ৩০।—জলবৎ বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় অধিক পরিমাণে ভেদ; সশব্দে মল-নিঃসরণ; অসাড়ে মলত্যাগ; পেটে অত্যন্ত বেদনা; পায়ে খিলধরা; নাড়ী ঠাণ্ডা ঘাম (বিশেষতঃ কপালে)।

পডোফিল্লাম ৬।—শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়; বিবিধবর্ণবিশিষ্ট অধিক পরিমাণে ভেদ; আহার বা পানের পরই মলত্যাগ এবং তলপেটে খালিবোধ; বেদনাহীন উদরাময়, প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি (পিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

ফস্‌ফোরাস ৬, ৩০।—পেটফাঁপা ও অম্লোদ্গার সহ (পুরাতন উদরাময়ে) দুর্ব্বলতা; ওলাউঠার পরবর্ত্তী উদরাময়; তরল ভেদসহ চর্ব্বির টুক্‌রা বা **সাগুদানার** মত দানা-দানা মল নিঃসরণ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—দুর্ব্বলতা ও মুখমণ্ডল রক্তহীন; কখন অরুচি, কখন বা অতি ক্ষুধা; অম্লজনিত পুরাতন উদরাময়; শিশু-উদরাময় (বিশেষতঃ যে সকল শিশুদের মাথা ঘামে); গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উদরাময়।

অ্যালো ৬।—হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ; মল-বেগ হইবামাত্রই ভেদ নিঃসরণ; (মলত্যাগের পূর্ব্বে ও মলত্যাগকালে), বস্তিকোটরে বেদনা; প্রাতঃকালীন উদরাময়; মলসহ বায়ু নিঃসরণ।

নূফার-লুটিয়া ৩x।—প্রাতঃকালীন (৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত) উদরাময়; অম্লগন্ধ বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ তরল ভেদ; উদরে বায়ু-সঞ্চয়; মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা।

কলোসিন্থ ৬।—উদরে কিম্বা নাভির চারিপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বা আকুঞ্চনবৎ বেদনা; বেদনায় রোগী **দ্বি-ভাঁজবৎ** হইয়া পড়েন, আহার করিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি এবং ভেদও অধিক হয়; অধিক পরিমাণে মলস্রাব হইলে ক্ষণিক বেদনার উপশম, আবার পূর্ব্ববৎ বেদনা; প্রথমে জলবৎ, অনন্তর পিত্তমিশ্রিত, আবার কখন কখন রক্তমিশ্রিত ভেদ: চাপিয়া ধরিলে বা অবনত হইলে, বেদনার উপশম।

ফেরাম-মেট ৩০।—দীর্ঘকাল উদরাময়ে ভুগিয়া রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, এবং অতিশয় কুন্থনসহকারে অজীর্ণ-ভেদ নিঃসরণ হইলে।

সালফার ১২ বা ৩০।—হরিদ্রাবর্ণের অথবা মলিন শাদা বর্ণের ভেদ; বেদনাশূন্য মলস্রাব; অজীর্ণ-ভেদ; প্রাতে পীড়ার বৃদ্ধি; পুরাতন অতিসার; (পুরাতন উদরাময়ে) গুহ্যদ্বারে ক্ষত হইলে; মলের বেগে রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখনই পাইখানায় ছুটিয়া যাইতে চান।

থুজা ৩০, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ১২x বিচূর্ণ, রিসিনাস্ ৬, ইথযুজা ৬, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, এপিস্-মেল ৬, কার্ব্বো-ভেজ্ ৩০, ও সাইনা ৩x—২০০ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজনজনিত উদরাময়ে—পাল্‌সেটিলা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬, ইপিকাক ৬।

দূষিত জলপান বা **কাঁঠাল খাইয়া উদরাময়ে**—ক্যামোমিলা ১২।

বরফ, বরফজল বা **আইস-ক্রিম খাওয়ার পর পরিপাকের ব্যাঘাত** (অর্থাৎ পেটফাঁপা, বমন প্রভৃতি) ঘটিলে—আর্সেনিক ৩ বা কার্ব্বো-ভেজ ৬।

অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনজনিত উদরাময়ে—ব্যাপ্টিসিয়া ৩x বা আর্সেনিক ৬।

হিম বা **শীতকালের ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে**—স্পিরিট-ক্যাম্ফার বা অ্যাকোনাইট ৩x বা ব্রায়োনিয়া ৬; **দিবাভাগে গরম ও রাত্রিকালে ঠাণ্ডা হেতু উদরাময়ে**—ব্রায়োনিয়া ৩x—৩০।

বর্ষাকালের ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে—ডাল্কেমারা ৬ বা রাস-টক্স ৬।

অতিরিক্ত অম্ল বা ফল সেবন জনিত উদরাময়ে—চায়না ৩০ বা আর্সেনিক ৬।

অকালীন উদরাময়ে—চায়না ৬, ভিরেট্রাম ৬, আইরিস ৬, ব্রায়োনিয়া ৬ বা আর্সেনিক ৬।

মানসিক উত্তেজনা জনিত উদরাময়ে—ইগ্নেষিয়া ৬, ক্যামোমিলা ১২, বা ভিরেট্রাম ৬।

দুগ্ধপানজনিত উদরাময়ে—ইথ্যুজা ৬, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬।

ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত খাদ্যাদি ভোজন জনিত উদরাময়ে—পালসেটিলা ৬।

দন্তোদগমকালীন উদরাময়ে—ক্যামোমিলা ১২, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬।

ভয় বা হর্ষজনিত উদরাময়ে—কফিয়া ৬, ওপি ৩০।

শোকজনিত উদরাময়ে—ইগ্নেষিয়া ৬।

গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর উদরাময়ে—অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, চায়না ৬।

পুরাতন উদরাময়ে—সালফ ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, লাইকো ৩০, অ্যালো ৩০, অ্যাসিড-ফস ৬।

কলেরার **আক্রমণ ও পূর্ণবিকাশাবস্থায়** ঔষধাবলি এবং "রক্তামাশয়" রোগের ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য। হারিশ বাহির হইলে, "সরলান্ত্র নির্গমন" দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।—হিম বা ঠাণ্ডা না লাগে, রোগীকে এমন ঘরে যেন শোয়াইয়া রাখা হয়; গরমজলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া রোগীর গাত্র মাঝে মাঝে মুছাইয়া দেওয়া ভাল। **পথ্য**—অ্যারোরুট, গাঁদালের ঝোল, সাগু, বার্লি, ঘোল, লেবু, সিঙ্গি বা মাগুর মাছের ঝোল; পরে খুব পুরাতন চাউলের ভাত। তরলদ্রব্য অধিক পরিমাণে খাওয়া অপকারী। অতিরিক্ত ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, পুনঃ পুনঃ ভোজন, অসময়ে ভোজন, ও অধিক পরিমাণে অম্লভোজন, নিষিদ্ধ।

রক্তামাশয়
(DYSENTERY)।

বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহযুক্ত ক্ষতকে **রক্তামাশয়** বলে; পেটে বেদনা ও মলত্যাগকালে কুন্থন, ইহার প্রধান লক্ষণ। পীড়ার প্রারম্ভে ক্ষুধামান্দ্য, বমন বা বমনেচ্ছা, নাভির চারিপার্শ্বে তীব্রবেদনা, জলবৎ তরল ভেদ, ও সামান্য জ্বরভাব হয়; ক্রমে সমস্ত পেটে বেদনা, কুন্থন সহ বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, শাদা শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব বা মাছ-ধোয়াজলের ন্যায় স্রাব হয়। রোগ উৎকট হইলে—রোগীর গাত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়; আরক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী, হিক্কা ও অসাড়ে মলত্যাগ, হস্ত ও পদতল শীতল, গাত্রতাপ ১০২° ডিগ্রী হইতে ১০৩° ডিগ্রী, জিহ্বা লালবর্ণ ও চক্‌চকে, প্রলাপ, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ সাংঘাতিক না হইলে, ভেদ ও পেট-বেদনা এবং কুন্থন ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, ভেদে মল দেখা যায়, এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যোন্মুখ হইতে থাকেন। রোগ পুরাতন বা গ্রহণী আকার ধারণ করিলে, রোগী নিতান্ত শীর্ণকায় হইয়া পড়েন এবং ভেদ প্রত্যহ তিন চারিবার হইতে থাকে। রক্তামাশয় সহ ম্যালেরিয়া রোগ থাকিলে বা যকৃতে স্ফোটক হইলে, পীড়া অতি কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এক প্রকার জীবাণুই * নাকি এই রোগোৎপত্তির মুখ্য কারণ; আহারের অনিয়ম, খুব গরম বা ঠাণ্ডা লাগান, দূষিত জল পান প্রভৃতি

* ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশে রক্ত আমাশয়ের ভেদে "এমিবা (amœba)" ও "ব্যাসিলাস্ (bacillus)" নামে দ্বিবিধ আণুবীক্ষণিক প্রাণী লক্ষিত হয়। সীগা (Shiga) ও অস্‌লার (Oslar) প্রভৃতি আধুনিক নিদানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই দ্বিবিধ জীবাণু দুই প্রকার রক্তামাশয়ের মুখ্য কারণ। "এমিবা" জাত রক্তামাশয়ে বৃহদন্ত্রে কঠিন ক্ষত দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে যকৃতে স্ফোটক দৃষ্ট হইয়া থাকে। "ব্যাসি-লাস্" জাত রক্তামাশয়ে, অন্ত্রে প্রদাহসহ ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার রক্তামাশয় ব্যতীত আর এক প্রকার আমাশয় আছে, যাহাকে "উপঝিল্লীক (diphtheritic) রক্তামাশয়" বলে।

কারণে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এই সকল জীবাণু সহজেই দেহ আক্রমণ করিতে পারে ; রোগীর গাত্র বা মল-মূত্র হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহা হইতেও নাকি উক্ত প্রকার জীবাণু আসিয়া এই পীড়া ঘটায় ; মাছি দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।—সামান্য আক্রমণে (যথা, অধিক পরিমাণে সবুজবর্ণ আম নিঃসৃত হইলে)—মার্কিউরিয়াস্-ডাল্‌সিস্ ৬x—১২x। **উষ্ণপ্রধান দেশের আমাশয়ে** (বিশেষতঃ অতিশয় কুন্থনসহ বেশী রক্ত থাকিলে)—মার্কিউরিয়াস্-কর্ ৬x—৩০ প্রধান ঔষধ। ক্যান্থারিস্ ৩x বা আর্সেনিক ৩x সময়ে সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে।

কুন্থনে—বেলেডোনা ৬x, অ্যালো ৬, বা নাক্স-ভমিকা ৩০।

দুঃসহ পেট বেদনায়—ইপিকাক ৩x—৬, কলোসিন্থ ৬, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ১x—৬x চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ) বা কিউপ্রাম্-আর্স ৬x চূর্ণ।

রক্তস্রাবে—আর্ণিকা ৩x, ইপিকাক্ ৩x, হ্যামামেলিস ১x, বা হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩x।

ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ রক্তামাশয়ে—সিড্রন θ বা কিনিনাম-সাল্‌ফ ১x—৩x চূর্ণ।

ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ রক্তামাশয়, রক্ত-স্বল্পতা, অজীর্ণ রোগ-গ্রস্তা (পেটে দুধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না) একটি প্রৌঢ়া রমণীকে অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া θ ব্যবস্থা করায় তিন সপ্তাহান্তে, তিনি রোগমুক্তা হন।

রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে—সালফার ৩০ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ ; রোগীকে প্রতি মাত্রায় দুই তিন ফোঁটা কড্‌লিভার-অয়েল দেওয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x, ৩০।—জ্বর ; উদরে বেদনা ; রক্তময় আম ; পিপাসা ; অস্থিরতা।

কার্ব্বো-ভেজ্ ৩০।—বায়ু নিঃসরণে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; পেট ফাঁপা; প্রচণ্ড উদ্গার; গরম হইতে আসিয়া বরফ খাওয়া হেতু আমাশয় হওয়া; পা ঠাণ্ডা হওয়া; প্রস্রাবে দুর্গন্ধ বা প্রস্রাব বন্ধ; মড়া পচার মত দুর্গন্ধি ভেদ; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন কি মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় না (তরুণ রোগে এই ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

হ্যামামেলিস ১x।—গাঢ় বা কাল্‌চে রক্তসহ প্রচুর মল নিঃসরণ হওয়া লক্ষণে।

মার্কিউরিয়াস্।—ইহা রক্তামাশয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; বিভিন্ন প্রস্তুতির মার্কিউরিয়াস্ এই রোগের বিভিন্ন অবস্থায় বিশেষরূপে উপযোগী। রক্ত সহ আম ভেদ হওয়া, কোঁথানি থাকা, মলত্যাগের পর রোগীর মনে হয় যে আরও মলত্যাগ হইবে, মুখে থুথু উঠা—এই কয়েকটি মার্কিউরিয়াসের বিশেষ লক্ষণ। অত্যধিক পরিমাণে উক্ত উপসর্গচয় বর্ত্তমান থাকিলে, **মার্ক-কর্ ৩x—৩০**; কিয়ৎ পরিমাণে উক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে, **মার্ক-ভাইভাস ৬x বিচূর্ণ** (অভাবে **মার্ক-সল্ ৬**); এবং যৎসামান্য মাত্রায় এই সমস্ত লক্ষণে, **মার্ক-ডাল্‌সিস ৬x বিচূর্ণ** দিতে হয়।

রক্তামাশয় পীড়ায় **মার্ক-কর্** (৩x, ৬, ৩০) অনেক স্থলেই মহৌষধ। কেবল রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত আম; অতিশয় কুন্থনসহকারে বারম্বার মলত্যাগে ইচ্ছা; মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে, পেটে তীব্র বেদনা; মূত্রাশয়ে জ্বালা সহকারে অতিকষ্টে অল্প পরিমাণে মূত্রস্রাব (কখনও বা একেবারেই প্রস্রাব হয় না); রোগী নিস্তেজ হইলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। মলত্যাগের পর "আরও মলস্রাব হইবে" মনে করিয়া বসিয়া থাকা ও সেই সঙ্গে অবিরত কোঁথ্‌পাড়া লক্ষণে, **মার্ক-কর্** খুব উপকারী; বিষ্ঠায় রক্তের ভাগ যত অধিক থাকিবে, ইহার দ্বারা তত শীঘ্র ফল দর্শিবে। বিষ্ঠায় রক্তেরভাগ কম হইয়া শ্লেষ্মার ভাগ অধিক হইলে (বা অন্ত্র-প্রদেশের নিম্নাংশ আক্রান্ত হইলে), **মার্ক-ভাইভাস ৬x বিচূর্ণ** বা **মার্ক-সল ৬** দেয়। আর, সবুজবর্ণ আম বা রক্তাভ তরল ভেদ

নিঃসৃত হইলে (বা অন্ত্র প্রদেশের উর্দ্ধাংশ আক্রান্ত হইলে), **মার্ক-ডালসিস্ ৬x বিচূর্ণ** সেব্য।

নাক্স-ভমিকা ৩—৩০।—মলত্যাগকালে বা তৎপূর্ব্বে অত্যন্ত কোঁথানি; **কিন্তু মলত্যাগের পর অল্পক্ষণের জন্য কোঁথানি প্রভৃতি যাতনার নিবৃত্তি।** রক্তসহ আঠা আঠা আম ঝরে; বারে অনেক হইলেও, পরিমাণে অল্প। মলত্যাগের পর বোধ হয় যেন এখনও পেটে মল রহিয়াছে।

মার্কিউরিয়াস ও **নাক্স-ভমিকার পার্থক্য**:—নাক্স-ভমিকায় মলত্যাগের পর কিয়ৎক্ষণের জন্য কুন্থনাদি যাতনার নিবৃত্তি হয়; কিন্তু মার্কিউরিয়াসে মলত্যাগের পরও কুন্থনাদি যাতনা থাকে।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস্ ১x—৬x চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ সেবন)।—পেটে দুঃসহ বেদনা।

অ্যালষ্টোনিয়া θ**—৩x**।—ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ আমাশয়; রক্ত-স্বল্পতা।

বেলেডোনা ৬x।—পেটফাঁপা; অবিরত কুন্থনসহ সামান্য ভেদ; সরলান্ত্রে প্রদাহ; মনে হয় যেন মূত্রাশয় ও সরলান্ত্র ঠেলিয়া নীচের দিকে নামিতেছে; জ্বর; চক্ষু উজ্জ্বল; মুখ রক্তবর্ণ, ও প্রলাপ; মল ত্যাগের পর অধিক কোঁথ দিতে ইচ্ছা (শিশুদিগের আমাশয়ে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

কলোসিন্থ ৩ বা ৬।—পেটফাঁপা; পেট টানিয়া ধরা বা মোচড়ান; চাপিয়া ধরিলে (বা অবনত হইয়া দ্বি-ভাঁজবৎ হইলে) ঐ বেদনার উপশম; শাদা ক্লেদাচ্ছাদিত জিহ্বা; রক্তময় পিচ্ছিল আমস্রাব, ও নিষ্ফল বমনেচ্ছা।

অ্যালো ৬।—মলিন উত্তপ্ত রক্তস্রাব; অতিশয় কোঁথ পাড়া, কোমরে বেদনা, উরুদেশ ভার; নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা; মুখ শুকাইয়া থাকা; পিপাসা; তলপেট কাঁপা; সময়ে সময়ে মলত্যাগকালে মূর্চ্ছা। পুরাতন আমাশয়ে ইহা একটি ভাল ঔষধ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—ভেদ সবুজ, শাদা, বা হরিদ্রাভ; মস্তকে ঘর্ম্ম; পদতল বরফের মত ঠাণ্ডা; পায়ের ডিমে খিল ধরা; মলদ্বারে যাতনা।

ইপিকাক ৩x—৬।—ঘাসের ন্যায় সবুজ বর্ণের, বা চিটে গুড়ের ন্যায় কৃষ্ণাভ ফেনাযুক্ত ভেদ; পেট বেদনা ও কোঁথপাড়া সহ প্রথমে ফেনাযুক্ত দুর্গন্ধ রক্তভেদ, পরে রক্তময় শ্লেষ্মাস্রাব; অবিরত বমন বা বমনেচ্ছা; অতিশয় গ্লানি। কাঁচা ফল বা টক জিনিস খাইয়া আমাশয় হইলে।

কষ্টিকাম ৬।—অতিশয় কুন্থন সহকারে খণ্ড খণ্ড রক্তমাখা শ্লেষ্মাস্রাব; গুহ্যদ্বার তুড়্-তুড়্ করিয়া নড়িতে থাকা ও অতিশয় যাতনা; পেটফাঁপা।

পালসেটিলা ৩—৩০।—শাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মল, তলপেটে বেদনা; ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ভোজনে আমাশয়; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক ৬।—গা জ্বালা, তৃষ্ণা, রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়া; পচা দুর্গন্ধময় রক্তসহ কৃষ্ণবর্ণ ভেদ; দারুণ পিপাসা; অল্প পরিমাণে অনেকবার জলপান করা; মৃত্যু ভয়।

গ্যাম্বোজিয়া ৬।—দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা হলদে ভেদ; পান ভোজনের পর পীড়ার বৃদ্ধি; পেট চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম; পেট কামড়ানিসহ হঠাৎ বাহ্যের বেগ উপস্থিত হওয়া।

ফস্ফোরাস ৬।—সবুজবর্ণ আঠাল বা রক্তযুক্ত ভেদ; কোনরূপ বেদনা না থাকা; প্রাতঃকালে বা বামপার্শ্বে শয়ন করিলে পীড়ার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা পানীয় দ্রব্য পানে প্রবল ইচ্ছা। সাগুদানার মত ভেদ।

ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ২x—১২x বিচূর্ণ (গরম জল-সহ)।—সরলান্ত্রে ভয়ানক বেদনাসহ আমাশয়।

লাইকোপডিয়াম ৩০।—আমাশয়ে পেটফাঁপা লক্ষণে।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x।—বিকার-লক্ষণযুক্ত রক্তামাশয়ে; রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়েন।

ক্যান্থারিস ৩x।—রোগ সঙ্কটাপন্ন হইলে; বহুব্যাপক আমাশয়ে; কষ্টে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়া; প্রস্রাব করিবার পর অত্যন্ত জ্বালা; মাংস ধোয়া জলের মত ভেদ; পেটে তীব্র বেদনা; পেটফাঁপা; তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা; হিমাঙ্গ।

ক্যাপ্সিকাম ৩x।—বারম্বার কালরক্ত সহ শ্লেষ্মাযুক্ত মলস্রাব; অত্যন্ত কোঁথানি ও প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা; পেটফাঁপা।

কলচিকাম্ ২x।—ভাদ্র আশ্বিন মাসের আমাশয়ে; কুন্থন, পেটকামড়ান, পায়ের ডিমে খিল ধরা, উদরী, নিস্তেজভাব।

আর্ণিকা ৩x—৬।—বেশী লাল রক্ত নিঃসরণ ও কুন্থন।

রাস-টক্স ৩।—রাত্রিকালে অসাড়ে মলত্যাগ; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; অবিরত মল-প্রবৃত্তি। পুরাতন রক্তামাশয়ে (**বিশেষতঃ বিকার-লক্ষণ থাকিলে**), রাস্-টক্স ৩০ মহৌষধ।

সালফার ৬, ৩০।—মলত্যাগের পর কুন্থনে উপশম, ও রক্তময় আমস্রাব না হইয়া আমের উপর সূত্রবৎ রক্তরেখা থাকিলে; পীড়া দুঃসাধ্য হইলে কিম্বা অপর কোন ঔষধে উপকার না হইলে, **সালফার ৩০**। পুরাতন আমাশয়ে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।—পুরাতন আমাশয় রোগে বিশেষতঃ পেটের মধ্যে ক্ষত হইলে ও পূয নিঃসৃত হইলে; সবুজ, বা রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত ভেদ; ভেদে পচা গন্ধ; মলত্যাগকালে কোঁথানি ও মলত্যাগের পর দুর্ব্বল বোধ; উপদংশ রোগীর পক্ষে বা যাঁহারা পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে পারদঘটিত ঔষধাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নাইট্রিক-অ্যাসিড্ অতিশয় উপকারী।

এপিস্ ৩, অ্যালিউমেন ৬, চায়না ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, হাইড্র্যাষ্টিস্ ১x, ল্যাকেসিস্ ৬, প্লাম্বাম্ ৬, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম ৬, জিঙ্কাম ৬, প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে ব্যবহার করা যায়। "উদরাময়" রোগের ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য। হারিস বাহির হইলে. "সরলান্ত্র নির্গমন" দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদি।—রোগীর গৃহ ও শয্যাদি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, এবং ভেদ বমনাদি যেন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই পীড়ায় রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, সুতরাং লঘুপাক বলকারক পথ্য দেওয়া উচিত; থুল-কুড়ি (বা থানকুনি) শাকের ঝোল খুব উপকারী। অ্যারোরুট, ঘোল, খইমণ্ড, শিঙ্গি বা মাগুর মাছের কিম্বা গাঁদালের ঝোল, বার্লি, কাঁচা-বেল সিদ্ধ, অল্প বেদানার রস, ছাগ দুগ্ধ, এবং (জ্বর কম থাকিলে) ভাতের মণ্ড, দেওয়া যায়। সমস্ত পেটটি যেন ফ্লানেল দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। যতদিন না রোগ নির্দ্দোষরূপে সারে, ততদিন শয্যাত্যাগ করা উচিত নয়। গিরিধি ছোটনাগপুর প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় বেশী পরিমাণে লৌহ (iron) আছে, সেই সেই স্থানে যেন আমাশয় রোগীকে না রাখা হয়। (পুরাতন রোগে) আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে, দুই এক ফোঁটা কড্‌লিভার-অয়েল্‌ সেবন উপকারী, এবং (রোগী শীর্ণকায় হইয়া পড়িলে) ঐ তৈল পেটে মর্দ্দন করাও ভাল। যদি কোন স্থানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না ঘটে, আর রোগীর সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে ও মলসহ প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে এক ড্রাম জলসহ তেলাকুচা পাতার রস সেবন বিধি।

আমাশয়ের ক্ষত

(ULCER OF THE STOMACH)।

পাকস্থলীতে ও বুকাস্থির ঠিক নিম্নভাগে বেদনা এবং আহারের পর বেদনা বাড়ে ও বমনান্তে কমে, ইহাই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। যদি চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বেদনা কমে, তাহা হইলে আমাশয়ের সম্মুখভাগে ক্ষত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; আর, যদি উপুড় হইয়া শুইলে ব্যথা কমে, তাহা হইলে পশ্চাদ্দিকে ক্ষত হইয়াছে বেশ বুঝা যায়। মল-সঞ্চয়, রজো-বৈলক্ষণ্য, রক্তস্রাব, আমাশয়ের রন্ধ্র, প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয়।

চিকিৎসা।—য়ুরেনিয়াম-নাইট্রিকাম্ ৩x বিচূর্ণ (মাত্রা দুই গ্রেণ করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর) প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ আমাশয়ের নিম্নভাগে ক্ষত জন্মিলে। ক্যালি-বাই ৩x বিচূর্ণ (মাত্রা দুই গ্রেণ প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর) পুড়িয়া যাইবার পর ক্ষত হইলে বা আমাশয়ের সম্মুখভাগে ক্ষত হইলে। আর্জ-নাইট্রিক ৬, আর্স ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, আর্ণিথো-গ্যালাম-আম্বেলাটাম্ θ (এক ফোঁটা একবার মাত্র সেবন) সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

পথ্যাদি।—দুধ, ঘোল, অত্যল্প পরিমাণে বরফ ও সোডাওয়াটার। মাঝে মাঝে অ্যাট্রোপাইনাম-সাল্‌ফ ৪x দুই গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

অর্শ

(PILES)।

এই রোগে, মলদ্বারের শিরাগুলি স্ফীত ও বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত শিরা-গুলিকে "বলি" বলে; "বলি" দেখিতে মটরের মত। কখন একটি মাত্র "বলি" দেখা যায়, কখনও বা কয়েকটি বলি থ'লো থ'লো আঙ্গুরের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। বলি মলদ্বারের বাহিরে থাকিলে, "বহির্ব্বলি" কহে; ও ভিতরে হইলে, "অন্তর্ব্বলি" বলে; ঐ সকল বলি ফাটিয়া রক্ত নির্গত হয়। আর এক প্রকার বলি আছে, তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাকে "অন্ধবলি" বলে। মলদ্বারের নিকট কুট্-কুট্ করা, জ্বালা, কাঁটা-বেঁধার-ন্যায় বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বারম্বার মলত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি এই পীড়ার লক্ষণ। পুনঃপুনঃ জোলাপ লওয়া; অশ্বারোহণ; উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভোজন; মদ্যপান; রাত্রি জাগরণ; ঘৃত ও মসলা দ্বারা পাককরা দ্রব্য ভোজন, অথবা বিনা পরিশ্রমে দিন কাটান; উদরে অধিক বায়ু-সঞ্চয়; শীতল পাথরে, ভিজা ঘাসে বা খুব নরম জিনিসে বসিয়া থাকা প্রভৃতি কারণে, এই পীড়া হয়। বসন্ত ও বর্ষাকালে এই রোগ বাড়ে।

চিকিৎসা :—

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—কখন কখন উদরাময় ; মলত্যাগ কালে বলি বাহির হওয়া ; কোমরে বেদনা ; মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা ; অধিকক্ষণ চিন্তা করিলে, ও আহারের পরে, পীড়ার বৃদ্ধি ; (যাঁহারা কোন-রূপ পরিশ্রম করেন না, অথচ অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মসলাদ্বারা পাক করা দ্রব্য খান, কিম্বা অতিশয় মদ্যপান করেন, তাঁহাদের পক্ষে নাক্স-ভ বিশেষরূপে উপযোগী)।

সালফার ৩০।—অর্শরোগের (বিশেষতঃ পুরাতন অর্শরোগের) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ; অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য ; ছোট ছোট গুট্‌লে গুট্‌লে রক্তময় মল (রক্তস্রাব থাকুক বা না থাকুক) ; গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও কুট্‌ কুট্‌ করা ; বারম্বার মলত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি, কিন্তু আদৌ মলত্যাগ হয় না ; অন্ধবলি।

সূর্য্যাস্তকালে **নাক্স-ভমিকা ৩০**, ও প্রাতঃকালে **সালফার ৩০**, প্রয়োগ করিয়া বহু সুচিকিৎসক অর্শরোগ আরাম করিয়াছেন বলেন।

ল্যাকেসিস ৩০ বা **সিপিয়া ৩০।**—বলি দেখিতে পেঁয়াজের মত, বা বলিগুলি বাহির হইয়া মলদ্বার মধ্যে ফাঁসের মত দেখাইলে।

এস্কিউলাস ৩।—রোগী বোধ করেন গুহ্যদ্বারে যেন ধারাল কাটি আটকান রহিয়াছে ; রক্তস্রাব, পিঠে বেদনা।

কোলিন্সোনিয়া ২x।—কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অর্শ।

কোলিন্সোনিয়া বিফল হইলে, **অ্যালুমিনিয়াম ৬** দিতে হয়।

আণ্টিম-ক্রুড্‌ ৬।—ডিম্বের শ্বেত অংশের মত শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

র‍্যাট্যান্‌হিয়া ৩।—অত্যন্ত চুল্‌কাইলে।

গ্র্যাফাইটিস ৬।—গ্রন্থিযুক্ত বড় বড় ঝাড় (বাহ্যে করিবার সময়ে কষ্ট হইলে)।

হ্যামামেলিস ২x।—অর্শ-বলি হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত-স্রাব হইলে। যদি বলি বাহিরে থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধ পোয়া জলে ৩০

কৌটা হ্যামামেলিস θ মূল অরিষ্ট মিশাইয়া, উহাতে একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া বলির উপরে পটি দিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

অ্যালো ৬।—অর্শসহ উদরাময়; অত্যন্ত জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, এবং অতিশয় কুন্থন সহকারে অধিক পরিমাণে মলিনবর্ণের উত্তপ্ত রক্তস্রাব ও পাতলা ভেদ হইলে।

বেলেডোনা ৬, অরাম ৬, ক্যাপ্সিকাম্ ৩, মার্কিউরিয়াস ৩, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬, ফস্ফোরাস্ ৬, সিলিকা ৬, বার্ব্বেরিস,১x—৩, ডায়স্কোরিয়া θ, এবং হিপার ৩—৩০, লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয়।

পীড়ার প্রথম অবস্থায় অর্শ-বলিতে বেদনা থাকিলে—অ্যাকোনাইট ৬।

যকৃতের রক্তাধিক্য ও কর্দ্দমবৎ মল দৃষ্ট হইলে—পডোফিল্লাম ৬ বা সালফার ৩০।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতাসহ অর্শ-বলিতে রক্তস্রাব হইলে ও বেদনা থাকিলে—কোলিন্সোনিয়া ৬।

অতিসারযুক্ত অর্শ-পীড়ায়—অ্যালো ৬। রক্তস্রাব বিহীন অর্শরোগে—প্রথমাবস্থায় অতিশয় বেদনা থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩, জ্বালা ও কুট্-কুট্ করিলে ক্যাপ্সিকাম্ ৬; এবং পুরাতন অবস্থায়, নাক্স-ভমিকা ৩০ (সন্ধ্যাকালে) ও সালফার ৩০ (প্রাতঃকালে)।

অর্শ হইতে আমস্রাব হইলে—অ্যাকোনাইট ,৬ মার্কিউরিয়াস-সল ৬। পুরাতন অর্শ পীড়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইলে—আর্সেনিক ৩০, ফেরাম ৩০, কার্ব্বো ভেজ ৩০, অ্যাসিড্-ফস ৬, বা চায়না ৬।

থুজা ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, ফস্ফোরাস ৬, কষ্টিকাম্ ৩০, মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড ৩x প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হয়।

পথ্যাদি।—ভাজা পোড়া প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ, মদ্য, মৎস্য, মাংস, দধি, মাসকলাই, লঙ্কা, মরিচ, প্রভৃতি নিষিদ্ধ। উচু হইয়া বসা, ঘোঁড়ায় চড়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা, স্ত্রীসেবা, রুক্ষদ্রব্য আহার, ও উপবাস, অহিতকর। পেঁপে, ওল, আক, মাখন, মনাক্কা, পেস্তা, বাদাম, আপেল, পুরাতন চাউলের ভাত, পাকা কুমড়া, ঘোল, দুগ্ধ (বিশেষতঃ ছাগ দুগ্ধ); মিছিরি ও মাখনসহ খোষাতোলা ভিজান কৃষ্ণতিল (অভাবে ছোলা ভিজান) প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে (তিল বা ছোলা যেন পূর্ব্ব রাত্রিতে ভিজান হয়), কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইতে পারে। তিসির, (বা মসিনার) গরম পুল্টিস গুহ্যদ্বারে (প্রত্যহ চারি পাঁচ বার) দিলে, অর্শের যন্ত্রণা উপশম হয় (জলের পরিবর্ত্তে দধি দিয়া মসিনার পুল্টিস প্রস্তুত করিলে, অধিকতর উপকার দর্শে)। এক ছটাক জলসহ, পনর ফোঁটা হ্যামামেলিস ϴ মিশাইয়া বহির্ব্বলিতে পটি দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে। ছোটনাগপুর গিরিধি প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে লৌহ থাকে সেই সেই স্থান অর্শ-রোগীর পক্ষে অহিতকর; পুরী, বালেশ্বর, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ হিতকর।

সরলান্ত্র নির্গমন বা হারিস বাহির হওয়া
(PROLAPSUS ANI)।

সরলান্ত্রের সর্ব্বনিম্নাংশ মলদ্বারে বহির্গত হওয়ার নাম "**সরলান্ত্র নির্গমন**" বা "**হারিস বাহির হওয়া**"। সচরাচর এক হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত হারিস বাহির হয়। আমাশয় উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু, মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয় (বিশেষতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগের)।

চিকিৎসা:—

অ্যালো ৩।—রক্তসহ উদরাময়ে।

ইগ্নেসিয়া ৩।—মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া হেতু পীড়া হইলে ;

পডোফিল্লাম ৬।—উদরাময় (বিশেষতঃ প্রাতঃকালীন), মলত্যাগের পরই পীড়ার বৃদ্ধি।

গ্যাম্বোজিয়া ৩।—উদরাময়, মলের রং সবুজ বা হল্‌দে, জ্বালাকর বেদনা, বেগ অধিক থাকিলে অল্প পরিমাণে কঠিন মল নিঃসরণ।

ফেরাম-ফস ৬।—শিশুদিগের পক্ষে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, উহা খুব ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া যথাস্থানে ঢুকাইতে চেষ্টা করিবে। হারিস যথাস্থানে প্রবিষ্ট হইলে, একটু ন্যাকড়া গোলার মত করিয়া আর একখানি ন্যাকড়া দিয়া মলদ্বারে ব্যাণ্ডেজের মত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। তিনভাগ তেলাকুচা পাতার রস একভাগ সুরাসারসহ মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে রোগীকে খাওয়াইলে, উপকার দর্শে। অন্যান্য ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে "রক্তামাশয়" "উদরাময়" "কোষ্ঠকাঠিন্য" ও "অজীর্ণ" দ্রষ্টব্য।

অন্ত্রবৃদ্ধি

(HERNIA)।

পেটের ভিতরকার কতকটা নাড়ী (অন্ত্র), কুঁচকিতে নাভিকূপে বা অণ্ডকোষে প্রবেশ করার নাম "অন্ত্রবৃদ্ধি"। ভারি জিনিস তোলা, আঘাত লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, জোরে হাসিলে কাঁদিলে হাঁচিলে বা কাসিলে অথবা বাঁশী বাজাইলে, বেশী ঘোড়ায় চড়া, ক্রমাগত হাঁটা, অত্যধিক পরিশ্রম করা, মলমূত্র-ত্যাগকালে বা প্রসবকালে জোরে কোঁথপাড়া, উদরের পেশীর উপর চাপ পড়া প্রভৃতি কারণে, অন্ত্র ঐরূপ নামিয়া পড়ে; আবার ধীরে ধীরে সরাইয়া দিলে বা জোরে টিপিয়া দিলে অন্ত্র উদর-গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু যদি অন্ত্র উদর মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে বেদনা, জ্বর, বমি, হেঁচকি, পেট ফোলা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় বা ক্রমে অন্ত্র পচিয়া মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা :—নাক্স ভমিকা ৬x (বিশেষতঃ বামদিকের পীড়ায়) এবং লাইকোপডিয়াম ৬—৩০, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লামবাম ৬।—কোষ্ঠকাঠিন্যসহ অন্ত্রবৃদ্ধিতে।

সালফিউরিক্-অ্যাসিড্ ৩।—অন্ত্রবৃদ্ধিতে বমনাধিক্য থাকিলে।

ল্যাকেসিস্ ৩০।—অন্ত্র পচিয়া যাইবার উপক্রম হইলে।

বেলেডোনা ৩।—নাভির চতুষ্পার্শ্বে সেঁটে-ধরার-ন্যায় বেদনা ও পেটফাঁপা।

শিশুদের অন্ত্রবৃদ্ধিতে—নাক্স-ভমিকা ৩, ক্যাল্কেরিয়া ৬ (বিশেষতঃ স্থূলকায় শিশুদের), সিলিকা ৬ (বিশেষতঃ ক্ষীণকায় শিশুদের) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই সকল ঔষধে সুফল না পাইলে উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে রোগীকে অর্পণ করিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইয়া পা দুখানি উঁচু করিয়া, ধরিলে অন্ত্র আপনা আপনিই ঢুকিয়া যাইতে পারে। বেদনা-স্থানে গরম জলের সেক দেওয়া ও মধ্যে মধ্যে রোগীকে চিনি বা মিছরির-পানা খাইতে দেওয়া, ভাল। বহির্গত-অন্ত্র স্বস্থানে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীকে কটিবন্ধন অর্থাৎ ট্রাস (truss) পরাইলে, উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া

(FISSURE-IN-ANO)।

কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মলত্যাগকালে কোঁথ দেওয়ার জন্য মলদ্বারের মাংসপেশী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী সমূহ ফাটিয়া যায়। মলদ্বারের মধ্যে ক্ষত হওয়াই এইরূপ ফাটিয়া যাইবার মূল কারণ। এইরূপ ফাটিয়া যাইবার সময় রোগীর অত্যন্ত যাতনা এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটে। এইরূপ যন্ত্রণা তিন চারি ঘণ্টা থাকিতে পারে।

চিকিৎসা :—

গ্র্যাফাইটিস ৬।—চিড়চিড়ে বেদনা, শ্লেষ্মা সহ অল্প পরিমাণে কঠিন মল নিঃসরণ।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।—মলত্যাগের সময় ও পরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও কঠিন মল নিঃসরণ।

এস্ক্রিউলাস ৩।—মলদ্বারে জ্বালাকর ক্ষত, শুষ্ক ও কঠিন গাঁটযুক্ত অধিক পরিমাণে মল নিঃসরণ, পৃষ্ঠবেদনা।

র‍্যাটানহিয়া ৩।—মলত্যাগের পরে অধিকতর জ্বালাবোধ (পূর্ব্বাপেক্ষা), কর্ত্তনবৎ বেদনা, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মলত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মলদ্বারে তৈল বা ঘৃত দিলে, মল সহজে নিঃসৃত হইতে পারে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য যাহাতে দূর হয়, এইরূপ ফলমূল (যথা পাকা পেঁপে, পাকা কলা, আঙ্গুর, আনারস, লেবু, কিস্‌মিস্) আহার বিধেয়। "অর্শ" রোগের ঔষধাবলি ও পথ্যাদি দ্রষ্টব্য।

মলদ্বার চুলকান

(PRURITUS ANI)।

অর্শ, ক্রিমি, রজোরোধ, হঠাৎ কোন চর্ম্মরোগ বা স্রাব রুদ্ধ হওয়া, মল-সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে মলদ্বারে কুট্-কুট্ সুড়্-সুড়্ করে ও চুলকানি হয়। রেডিয়াম-ব্রোমেটাম্ ৩০ প্রতি সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন। ইহাতে উপকার না হইলে, মূল রোগ [যথা ক্রিমিজনিত চুলকানিতে, সাইনা বা টিউক্রিয়াম্] স্থির করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

ক্রিমি

(WORMS)।

তিন প্রকার ক্রিমি সচরাচর দেখা যায়
(১) **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রবৎ** (small thread-worms) ; (২) বর্ত্তুলাকার **লম্বা** কেঁচোর ন্যায় (long round-worms) ; (৩) **খুব লম্বা** ফিতার (tape-worm) মত।

(১) **সূত্রবৎ ক্রিমি**।—দলবদ্ধ হইয়া মলদ্বারের নিকটে থাকে, কখন বা মূত্রনালী ও যোনিদ্বারে যায়, সেই হেতু ঐ সকল স্থান চুলকায়, জ্বালা করে এবং ধাতুক্ষরণ হয়। ক্ষুদ্র ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ :—নাসিকার অগ্রভাগ ও গুহ্যদ্বারে চুলকায়, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মলত্যাগকালে অত্যন্ত কষ্ট, গুহ্যদ্বারে অবিরত চুলকানর জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত, নিদ্রাকালে দাঁত কিড়মিড় করা। ক্ষুদ্র ক্রিমির দৈর্ঘ্য সিকি ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

(২) **কেঁচোর ন্যায় লম্বা ক্রিমি**—ক্ষুদ্র অন্ত্রে থাকে, দেখিতে শ্বেতবর্ণ; কখনও পাকস্থলী দিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া মুখ দ্বারা বমিত হয় ; কখনও বা মলের সঙ্গে নির্গত হয়। সাধারণ লক্ষণ :—পেট ফাঁপা ও পেটে অত্যন্ত বেদনা, দাঁত কড়মড় করা, নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ চমকিয়া উঠা, নাসিকাগ্রভাগে ও গুহ্যদ্বারে চুলকান, পেট শক্ত ও গরম, শরীর শীর্ণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুতারা বিস্তৃত, আমমিশ্রিত মল, কখন অতি ক্ষুধা কখন বা অরুচি, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মূর্চ্ছাবেশ, কখনও বা বমনেচ্ছা ; অবিরত মুখ দিয়া জল উঠা। উহাদের দৈর্ঘ্য ৪ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

(৩) **ফিতার মত ক্রিমি**—শাদা, চেপ্টা, গাঁট গাঁট, দৈর্ঘ্য ১০ ফিট হইতে ২০০ শত ফিট পর্য্যন্ত। ইহারা ক্ষুদ্র অন্ত্রে থাকে। মানবদেহে একাধিক থাকে না, মলের সহিত উহার কতকটা অংশ নির্গত হয়।

কাঁচা ফলমূল, বেশী পাকা কলা, পচা মৎস্য, অধিক মিষ্টান্ন ভোজন, অপরিষ্কার অবস্থায় থাকা প্রভৃতি কারণে, পেটে ক্রিমি জন্মে। শিশুদিগের অন্য পীড়ার সঙ্গে প্রায়ই ক্রিমি বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা:—

সাইনা ২x—২০০।—চক্ষু-তারা বিস্তৃত; নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ চমকিয়া উঠা; মূর্চ্ছাবেশ; বমন বা বমনেচ্ছা; হিক্কা; নাসিকাগ্র চুলকান; মলদ্বার সুড়সুড় করা; পেট খামচান; মূত্র অল্প ও দুগ্ধবৎ; রাক্ষুসে ক্ষুধা। সাইনা (বা সিনা) সকল প্রকার ক্রিমিরই প্রধান ঔষধ; ইহাতে উপকার না হইলে—

ষ্ট্যানাম্ ৬—৩০।—ব্যবহার করিতে হইবে; এই ঔষধ ব্যবহারে, দেহ ক্রিমিমুক্ত হইয়া থাকে।

টিউক্রিয়াম ১x।—গুহ্যদ্বারে অতিশয় প্রদাহ; স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ মাথাঘোরা ও অনিদ্রা (**সূত্রবৎ ক্রিমিতে** টিউক্রিয়াম উপকারী)।

স্যাণ্টোনাইন ১x বিচূর্ণ।—সকল প্রকার ক্রিমিতেই ইহা উপকারী; পেট বেদনা লক্ষণে।

স্পাইজিলিয়া ৩।—ছোট ক্রিমির ভাল ঔষধ।

সালফার ৩০।—ক্রিমিজনিত শূলবেদনায়; অথবা অন্য ঔষধ প্রয়োগে রোগের কতক উপসর্গ কমিয়া আসিলে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে:—ফিলিক্সমাস θ, মার্ক-কর ৩x, কিউপ্রাম-অ্যাসেটিকাম ৩, ষ্টানাম্ ৩য় ক্রমের বিচূর্ণ, **ফিতার** ন্যায় লম্বা ক্রিমি ও **কেঁচোর** ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করে।

কেঁচোর মত ক্রিমির জন্য:—সাইনা ২x—২০০ স্যাণ্টোনাইন্ ১x বিচূর্ণ।

সূত্রবৎ ক্রিমির জন্য:—স্যাণ্টোনাইন্ ১x বিচূর্ণ, টিউক্রিয়াম ১x।

ডাক্তার হিউজ ও টেষ্ট বলেন যে লাইকোপডিয়াম্ ৩০, দুই দিন; ভিরেট্রাম ১২, চারি দিন ; এবং ইপিকাক ৬, সাত দিন প্রয়োগ করিলে, ক্রিমি নষ্ট হইতে পারে। ক্রিমিধাতু-বিশিষ্ট শিশুদের পক্ষে, ক্যাল্কেরিয়া ৩০।

ডাক্তার বেড বলেন যে অন্ন আহারের পূর্ব্বে ভায়োলা-অডরেটা ৬ এবং রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ষ্ট্যানাম ৩০ সেবন করিলে, **পিচ্ছিল বা আমময়-ভেদ-নিঃসরণ-বিশিষ্ট ক্রিমিধাতু-দোষ** নিবারিত হয়।

নিয়ম।—এক বোতল জলে সামান্য পরিমাণে লবণ মিশাইয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার সরলান্ত্রে পিচকারী দিলে, উপকার দর্শে। বলকর লঘুপথ্য ব্যবস্থেয়। মিষ্টদ্রব্য, কাঁচা ফলমূল, অপরিষ্কার জল, পচা মাছ মাংস নিষিদ্ধ।

বক্রকীট বা হুক-ওয়ার্ম

(HOOK-WORM)।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পাকস্থলী মধ্যে সূত্রবৎ এক রকম ক্ষুদ্র কীট বাস করে, ও উহার কোমল আস্তরণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে ; এই পরাঙ্গপুষ্ট-কীটের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির বেশী নয়, ও প্রস্থ কেশের বিস্তারবৎ ; ইহাদিগের মস্তকে হুক (hook) আকার বিশিষ্ট **বক্র** দুই পাটি দন্ত আছে বলিয়া, ইহাদিগকে "হুক-ওয়ার্মজ্ (বা বক্রকীট)" কহে। ত্বক ছিদ্র করিয়াই হউক বা আহৃত দ্রব্য সংযোগেই হউক কোন গতিকে ইহারা সুস্থ দেহে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা পাকস্থলী কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে এবং পিশাচের ন্যায় নর-শোণিত শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, আক্রান্ত-ব্যক্তির "বক্রকীট বা হুক-ওয়ার্ম-জনিত রোগ" হইয়াছে বলিয়া থাকি। শতকরা ৮০ জনের এই ব্যাধি আছে। রক্তস্বল্পতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া—যথা

মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, পরিপাক-শক্তির হ্রাস, ক্লান্তি বোধ, চক্ষু

জ্যোতিঃহীন, বুক ধড়ফড় করা, পা ও পেট ফোলা, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, হস্তপদে ক্ষত বা চুলকানি হওয়া প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে কাহারও পরিত্যক্ত মল মধ্যে বক্রকীটের ডিম দেখিতে পাইলে, তাঁহার উক্ত রোগ হইয়াছে বুঝিতে * হইবে।

চিকিৎসা।—থাইমল (Thymol) এই রোগে উপকারী। ঔষধ সেবনের দুই একদিন পূর্ব্বে রোগীকে যেন গুরুপাক দ্রব্য আহার করিতে না দেওয়া হয়। প্রাতে প্রথমে ৬টা ও পরে ৮টার সময় এক এক মাত্রা (রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থার তারতম্যানুসারে) থাইমল ৭ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত সেবন বিধেয়। পরে দশটার সময়ে ক্যাষ্টর-অয়েল, এপসম্ সল্টস্, হরিতকি বা অন্য কোন মৃদু বিরেচক দ্রব্য দ্বারা জোলাপ লইতে হইবে। পরবর্ত্তী সপ্তাহেও একবার এই চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করা ভাল। থাইমলের পরিবর্ত্তে ফিলিক্সমাস্‌ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিনোপোডিয়াম্ (chenopodium)-অ্যান্থেলমিন্টিকাম্-তৈল θ দশ ফোঁটা করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা এক দিবস মাত্র সেবনেও কখন কখন আশাতীত ফল লাভ হয়।

এই উপায়ে শরীর হইতে হুক-ওয়ার্ম বাহির হইয়া গেলে, "রক্তস্বল্পতা" ও ক্রিমি রোগের ঔষধাদি (যথা চায়না, ফেরাম, অ্যাসিড-ফস্, ষ্ট্যানাম্,

* কয়েকটি উপায়ে এই ডিম্ব ও ডিম্বজাত কীটগুলি বিনাশ করা যাইতে পারে; যথা:—(১) মাঠ বা জঙ্গলের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করিয়া উহা পোড়াইয়া ফেলা; (২) গ্রাম হইতে কিছুদূরে শুষ্ক মাটিতে দুই ফিট গভীর গর্ত্ত করিয়া বিষ্ঠা পুঁতিয়া ফেলা; (৩) খোয়া নির্ম্মিত জলপূর্ণ গর্ত্তে ছয়মাসকাল মল এরূপ ভাবে রাখিয়া দেওয়া, যেন মাছি প্রবেশ করিতে না পারে; (৪) খালি পায়ে না হাঁটা, এবং সতর্ক থাকা, যাহাতে মাটির জল চর্ম্মস্পর্শ করিতে না পারে; (৫) কীট বড় হইলে জলেও বাস করিতে পারে এবং সাঁতার জানে না বলিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া থাকে; কাজেই ঘোলান জলপান অবিধেয়। এই সকল প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলে কীট সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না (ভারতবর্ষীয় মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারলের অনুমতিক্রমে Major Clayton Lane, M. D., I. M. S. প্রণীত "The Hook-Worm" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

সাইনা, স্পাইজিলিয়া, টিউক্রিয়াম প্রভৃতি লক্ষণানুসারে) কিছুকাল প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমাদের এই "বক্রকীট" প্রবন্ধটি ১৩২৩ সালে "পারিবারিক চিকিৎসা"র নবম সংস্করণে মুদ্রিত হয়; অথচ ১৩২৫ সালের ২৫এ কার্ত্তিকের **সঞ্জীবনী** পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে "ইংরাজীতে যাহাকে হুক-ওয়ার্ম ব্যাধি বলে **আমরা** তাহাকে **বক্রকীট** ব্যাধি **নাম দিয়াছি।"** পীড়াটির এই এই নামকরণ বাস্তবিকই কি সঞ্জীবনীর, পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

যকৃৎ-প্রদাহ

(HEPATITIS)।

পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর, পারদ বা কুইনাইনের অপব্যবহার, অতিরিক্ত মদ্যপান, উষ্ণস্থানে বাস প্রভৃতি কারণে যকৃতে রক্তসঞ্চার হইয়া প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই প্রদাহ পুরাতন হইয়া আসিলে, যকৃৎ বাড়ে ও শক্ত হয় এবং ক্রমে দক্ষিণ পেট ব্যাপিয়া পড়ে। পীড়ার তরুণাবস্থায় প্রথমে শীত ও কম্প দিয়া জ্বর হয়; পরে যকৃতের উপর বেদনা, মাথা ব্যথা, মুখে বিস্বাদ, ক্লেদাচ্ছাদিত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য, কর্দ্দমবৎ মলিন বা শাদা ভেদ; দক্ষিণ স্কন্ধে অল্প অল্প বেদনা; দক্ষিণ কুক্ষিতে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থায় রক্তসঞ্চয় নিবারণ হইলে, অন্যান্য লক্ষণ কমিয়া যায়। যদি রক্তসঞ্চয় দূরীকৃত না হয়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর লক্ষণ সকল তীব্রবেগে প্রকাশ পায়—যথা, দক্ষিণ স্কন্ধে তীব্র বেদনা; চক্ষু হল্‌দে; যকৃতের উপরে হাত দেওয়া যায় না এরূপ বেদনা (জোরে শ্বাস ত্যাগ করিলে, বা বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, অথবা কাসিলে, ঐ বেদনার বৃদ্ধি); বমন বা বমনেচ্ছা; মূত্র হরিদ্রাবর্ণ; কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া যকৃৎ আরও বর্দ্ধিত হয়। পীড়ার

আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ঐ সকল লক্ষণ ক্রমে হ্রাস হয়; নচেৎ ক্রমে শীত ও কম্প সহকারে রাত্রিকালে প্রবল জ্বর হইয়া যকৃতে এক প্রকার ফোড়া পাকিয়া প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হয়; আবার অনেক সময়ে যকৃতের আকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ জন্মিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা:—

অ্যাকোনাইট ১—৬।—(যকৃতের তরুণ প্রদাহে) শীত ও কম্প সহ জ্বর; যকৃতে বেদনা।

নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০।—সুরাপান জনিত যকৃতের পুরাতন প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধতা, ও আহারের পরে বেদনার বৃদ্ধি; "গরম" ঔষধ সেবনের পর যকৃত-প্রদাহ।

চায়না ৬, ৩০।—পুরাতন জ্বরে ভুগিয়া শরীরের রক্তহীনতা; প্লীহার বৃদ্ধি; যকৃৎ বড় ও শক্ত; এবং দুর্ব্বলতা।

মার্ক-সল ৬, ৩০।—যকৃতের তরুণ-প্রদাহে বা পুরাতন প্রদাহজনিত যকৃতের বিবৃদ্ধি, স্ফীততা ও কঠিনতা; যকৃৎ প্রদেশে চাপিয়া ধরার-ন্যায় বেদনা (এই জন্য রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিতে পারেন না); হরিদ্রাবর্ণের চক্ষু; ক্ষুধামান্দ্য; শাদাবর্ণের কঠিন মল, অথবা পিত্তযুক্ত তরল মল; মুখে বিস্বাদ; শ্বাসকষ্ট।

চেলিডোনিয়াম ৩x—৩০।—যকৃতে অতিশয় বেদনা; দক্ষিণ স্কন্ধে বা দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির ভিতরে বেদনা; হরিদ্রার্ণের তরল মল অথবা শ্বেতবর্ণের কঠিন মল; সর্ব্বশরীর হরিদ্রাবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় মূত্র।

নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।—যকৃতে "সূচফুটান" বা "চিম্‌টিকাটা" অথবা "চাপিয়া-ধরার" ন্যায় বেদনা; পেট বড় ও স্ফীত, সময়ে সময়ে পেট ডাকা ও সেই সঙ্গে জ্বর।

নেট্রাম-সালফ ৩০।—স্পর্শ করিলে, বা নড়িলে চড়িলে, কিম্বা দীর্ঘশ্বাস টানিলে, যকৃতে বেদনা অনুভব; খালিপেটে থাকিলে, নাভির চারিপার্শ্বে বেদনাবোধ; আহার করিলে, ঐ বেদনার উপশম।

পডোফিলাম ৩, ৩০ ।—(যকৃতের তরুণ-প্রদাহে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, ৩ ক্রম ; পুরাতন প্রদাহে ৩০ ক্রম) যকৃৎ বড় ও সেই সঙ্গে পিত্ত-বমন ; পিত্তযুক্ত তরল ভেদ ; মলত্যাগকালে হারিস বাহির হওয়া ; মুখে তিক্তাস্বাদ ; মলিন মূত্র ; মুখমণ্ডল মলিন ; শিরঃপীড়া (বিশেষতঃ সম্মুখ কপালে তীব্র বেদনা) ।

ফস্ফোরাস ৬, ৩০ ।—যকৃত বৃহৎ ও কঠিন হইয়া ক্রমে কমিয়া ক্ষুদ্র এবং অবশেষে উদরী হইলে ।

বার্ব্বেরিস ১x বা ১ ।—যকৃতে রক্তসঞ্চয় হইয়া, মূত্রনালীতে উরুদেশে কোমরে ও কুঁচকিতে বেদনা হইলে ।

ব্রায়োনিয়া ৩x, ৬, ৩০ ।—যকৃৎ বড় ও শক্ত ; সূচফুঠানর ন্যায় জ্বালাকর বেদনা, চাপিয়া ধরিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি ; কোষ্ঠবদ্ধতা (মল-প্রবৃত্তি থাকে না) ; মাথাঘোরা ; দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা ; চক্ষু ও গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। যকৃতের তরুণ-প্রদাহে, মার্কিউরিয়াসের সহিত ইহা পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিয়া কোন কোন চিকিৎসক সুফল পাইয়াছেন বলেন ।

লাইকোপডিয়াম ১২, ৩০ ।—বায়ুজনিত উদর স্ফীত ও কোষ্ঠবদ্ধতা ; সর্ব্বদাই চাপ দেওয়ার ন্যায় বেদনা চাপিয়া ধরিলে ও দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে, বেদনার বৃদ্ধি ; দক্ষিণপার্শ্বে ও উদরে বেদনা ।

লেপ্টাণ্ড্রা ৩x, ৬ ।—জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, পিত্ত-বমন, প্রচুর কাল ও পচাগন্ধযুক্ত ভেদ ; আল্কাতরার ন্যায় ভেদ ; যকৃতের চারিধারে অসহ্য বেদনা (ঐ বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত) ; স্রাবাসহ কর্দ্দমবর্ণবৎ মল, আমাশয়-রোগ, জ্বর, উদরী বা শোথ ।

আর্সেনিক ৩x—৩০ ।—যকৃৎ বড় ; শোথ ; অল্পমূত্র ; জীবনী-শক্তির হ্রাস ; তৃষ্ণা ।

সিপিয়া ৩০ ।—জরায়ু ও মূত্রাশয়ের ক্রিয়া-বিকারসহ যকৃতের পুরাতন প্রদাহে ; দুর্ব্বলতা ; অগ্নিমান্দ্য ও গ্রন্থি-বাত ; শোথ ।

হিপার-সাল্‌ফার ৩x বিচূর্ণ।—শ্বাস গ্রহণ করিলে কাসিলে ও নড়িলে, বেদনার বৃদ্ধি (ঐ বেদনা কুঁচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়); অর্শ পীড়াসহ যকৃতের রক্তসঞ্চয়জনিত পুরাতন প্রদাহে।

কার্ডুয়াস-মেরিয়ানা θ (প্রতি মাত্রায় এক হইতে পাঁচ ফোঁটা)।—যকৃৎ সহ প্লীহার রোগ; কখনও বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া বা শিরা স্ফীত থাকে।

নিয়ম।—যকৃতের উপর কচি বাছুরের চোনা গরম করিয়া সেক। জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট ইত্যাদি লঘুপথ্য। মৎস্য মাংস ঘৃত বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। যকৃতের পীড়ায়, পুরী বালেশ্বর প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তীস্থান সমূহে বাস করা হিতকর।

বৰ্দ্ধিত প্লীহা

(ENLARGED SPLEEN)।

ম্যালেরিয়া-বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি হয়। জ্বরকালে শীতাবস্থায় প্লীহার রক্তসঞ্চয় হইলে, উহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। তাহা ছাড়া হৃদ্‌রোগ রজোলোপ বা অর্শ-পীড়ায় রক্তস্রাব রোধ হইয়া প্লীহা বাড়ে। প্লীহা বাড়িলে, সর্ব্বশরীর রক্তশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং অগ্নিমান্দ্য কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে প্লীহা বড় হইয়া উদরের বামদিকে ব্যাপিয়া পড়ে ও এরূপ কঠিন হইয়া পড়ে যে, মনে হয় যেন একখণ্ড প্রস্তর চাপান আছে। পীড়া কঠিন হইলে—উদরাময় বা রক্তামাশয় হয়, ক্ষুধা থাকে না, দাঁতের গোড়া ফুলিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, ও শেষে উদরী বা শোথ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে প্লীহার তরুণ-প্রদাহ হইলে, প্রথমে জ্বরেরই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকার প্লীহা রোগেই ডাক্তার বার্ণেট সিয়ানোথাস্ ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন;

অতএব অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সিয়ানোথাস্ θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাইলে, তখন লক্ষণানুসারে অপর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। তরুণ প্লীহা-প্রদাহে, অ্যাকোনাইট ৩x। প্লীহার উপর সূচ-ফুটানর-ন্যায় বেদনা, চাপ দিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, সময়ে সময়ে কামড়ানী এবং রক্তবমন লক্ষণে, আর্ণিকা ৬। বাম উদরে চাপিয়া-ধরা বা সূচফুটানবৎ তীব্র বেদনা, প্লীহা বড় ও কঠিন, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম, দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডল মলিন, প্রায় সদাই গা গরম থাকা লক্ষণে, আর্সেনিক ৩০। অধিক দিন বিষম-জ্বরে ভুগিয়া প্লীহা ক্রমে বড় হইলে এবং সেই সঙ্গে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, চায়না ৬ বা ৩০। সময়ে সময়ে প্লীহাতে চিড়িক্‌মারার-ন্যায়-বেদনা হইলে, কার্ব্বো-ভেজ ৩ বা নেট্রাম-মিয়ুর ৩০। এতদ্ব্যতীত নাক্স-ভমিকা ৩০, পডোফিল্লাম ৬, মার্কিউরিয়াস্-বিন্-আয়োডেটাস ৩x বিচূর্ণ, ফস্ফোরাস ৬, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬, লেপ্ট্যাণ্ড্রা ৩x, প্রয়োগ করা যায়।

যদি প্লীহা বড় ও শক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে (বিজ্বরাবস্থায় বা জ্বর কমিয়া আসিবার মুখে) কাঁচা পেঁপে কাটিলে যে আঠা নির্গত হয়, দুই এক ফোঁটা মাত্র সেই আঠা রোগীকে চিনি বা (দুগ্ধ-শর্করা) সহ সেবন করাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

পাণ্ডু বা ন্যাবা

(JAUNDICE)।

যকৃতের ক্রিয়াবৈষম্য বশতঃ পিত্ত আশোষিত না হইয়া রক্তে রহিয়া যায়, তাহাতে পাণ্ডুরোগ জন্মে। এই পীড়ায় রোগীর গাত্রচর্ম্ম, চক্ষুর শ্বেতাংশ, নখের মূলভাগ এবং মূত্র, হরিদ্রাবর্ণ হয়; এমন কি, রোগী যাহা দৃষ্টি করেন তাহাই হরিদ্রাবর্ণ দেখেন এবং শয্যাতে ঘর্ম্ম লাগিলে সেই স্থান হরিদ্রাবর্ণ হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, মুখে তিক্তাস্বাদ,

কর্দ্দমবৎ অথবা শ্বেতবর্ণের ভেদ, এবং নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ, এই পীড়ায় দেখা যায়। পীড়া উৎকট হইলে, প্রায়ই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—মলিন হরিদ্রা বর্ণের মুখমণ্ডল, যকৃতে সূচফুটানর ন্যায় বেদনা, মুখে তিক্তাস্বাদ, অরুচি, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পিত্তযুক্ত তরল ভেদ লক্ষণে, চায়না ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা, ফ্যাঁকাসে বা হলদে মূত্র, বিছানায় হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগা, নাড়ী ক্ষীণ ও কোমল, সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ লক্ষণে, মার্ক-সল ৬ (কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, প্রথম অবস্থায় ৩।৪ বার অ্যাকোনাইট ৩x প্রয়োগ করিয়া মার্ক-সল ৬, প্রয়োগ করা ভাল)। গাত্রত্বক ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, ঈষৎ ধূসর বর্ণের মূত্র, স্বরভঙ্গ, কাসি ও নৈরাশ্য লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৬। দক্ষিণদিক চাপিয়া শুইলে যকৃৎ স্থানে তীব্র বেদনায়, ব্রায়োনিয়া ৩। হরিদ্রাবর্ণের ভেদ, দক্ষিণ স্কন্ধদেশে বেদনায়, চেলিডোনিয়াম ২x। ভয় বা ক্রোধ হেতু ন্যাবা হইলে, ক্যামোমিলা ৬। রক্ত দূষিত হইয়া ন্যাবা হইলে, ক্রোটেলাস্ ৩। পুরাতন ন্যাবা-রোগে, আয়োড্ ৩, ৬। লেপ্ট্যাণ্ড্রা ৬, অ্যাসিড-ফস্ ৩০, ডলিকস ৩x প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে প্রয়োগ করা যায়। ডাক্তার সুস্লার ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ পাণ্ডুরোগ মাত্রেই নেট্রাম্-সাল্ফ্ ১২x চূর্ণ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছেন বলিয়া থাকেন।

পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট; জ্বর না থাকিলে পুরাতন চাউলের অন্ন, নিরামিষ ঝোল ব্যবস্থা। মৎস্য, দুগ্ধ, ঘৃত ও মিষ্টান্ন নিষিদ্ধ। সুপক্ক ফলমূল অল্পপরিমাণে উপকারী।

ভগন্দর

(FISTULA-IN-ANO)।

মলদ্বারের (অর্থাৎ সরলান্ত্রের বিধান তন্তুর) চারিধারে এক প্রকার ক্ষত হয়, তাহাকে **ভগন্দর** বলে। এই ক্ষত সহজে শুকায় না,

তজ্জন্য "নালী" বা "শোষ" হয়। যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায় প্রায়ই ভগন্দর হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—পীড়কা উৎপন্ন হইবার পরে দপ্‌দপ্‌ বেদনা, গুহ্যদ্বার লালবর্ণ ও শিরঃপীড়া লক্ষণে, **বেলেডোনা ৩x** বা **মার্ক-সল ৬।** পীড়কা স্ফীত হইয়া পূয উৎপন্ন হইবার উপক্রম হইলে, হিপার-সালফার ৩ বিচূর্ণ। ক্ষত হইতে অধিক পরিমাণে পূয পড়িতে থাকিলে বা শোষ হইলে, **সিলিকা ৩০।** যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ব্যাসিলিনাম ৩০ (সপ্তাহে একবারমাত্র)। চক্ষু বা নাসিকায় শোষ হইলে, ফ্লুয়োরিক-অ্যাসিড্‌ ৬। মলদ্বারে শোষ হইলে, সিলিকা ৬ বা ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ১২x বিচূর্ণ। দুই আউন্স জলে এক ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা θ মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগ। লক্ষণবিশেষে কষ্টিকাম ৬, চায়না ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, সাল্‌ফার ৩০, প্রভৃতিরও প্রয়োগ হয়।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌ ৬, গ্রাফাইটিস্‌ ৬, এস্কিউলাস্‌ ৩, র‍্যাটানহিয়া ৩, প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ক্যালেণ্ডুলা θ বাহ্যপ্রয়োগ করিলে সময় সময় উপকার পাওয়া যাইতে পারে। মৎস্য মাংস আহার নিষিদ্ধ (অর্শ রোগের পথ্যাদি দ্রষ্টব্য)। পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থেয়।

১২। মূত্রযন্ত্রের পীড়া।

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ (NEPHRITIS)।

শিরদাঁড়ার দুই পাশে কোমরের কাছে দুটি মূত্রপিণ্ড বা মূত্রগন্থি আছে [দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য]; এই গ্রন্থিদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ রক্ত হইতে মূত্র জন্মে। মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ হইলে—জ্বর, বমনোদ্বেগ, অল্পমূত্র (কখন লাল, কখনও ধোঁয়াটে, কখন রক্ত বা পূয মিশ্রিত), মূত্রত্যাগকালে অতিশয় জ্বালা ও বেদনা, মেরুদণ্ডে ও কোমরে বেদনা, অণ্ডকোষ লাল, এবং সময়ে সময়ে

মূত্র একেবারে বন্ধ হইয়া প্রলাপ বা মূর্চ্ছা অথবা মৃত্যু ঘটে। হঠাৎ হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, জলে ভিজা, মদ্যপানাদি অত্যাচার, রাত্রিজাগরণ, মূত্রকারক ঔষধের অপব্যবহার, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা।—হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর-ও-প্রদাহ-লক্ষণসহ পীড়ার প্রথম অবস্থায়, অ্যাকোনাইট ৩x। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব (কখন বা রক্ত মিশ্রিত), অণ্ডকোষ লালবর্ণ, তলপেটে জ্বালাকর বেদনা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা, বা মূত্ররাহিত্য লক্ষণে, ক্যান্থারিস ৩। মলিন অথবা রক্তমিশ্রিত মূত্র, অণ্ডকোষ লালবর্ণ, মূত্ররোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শোথ লক্ষণে, টেরিবিন্থিনা ৬। বারম্বার মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, মূত্রকোষে খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, সময়ে সময়ে প্রলাপ লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। জলে ভিজিয়া রোগ হইলে, ডাল্কেমারা ৩। মদ্যপান বা অজীর্ণতা হেতু পীড়ায়, নাক্স-ভ ১x—৩x। গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে, মার্ক-কর ৬। আর্সেনিক ৩০, ক্যানাবিস্-স্যাট ৬, লাইকোপডিয়াম ৩০, সিপিয়া ৬, সালফার ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ের উপর সেক দিলে, যাতনা কমে। গরম কাপড়ে যেন গা সদা ঢাকা থাকে। সহ্য হইলে, মাঝে মাঝে গরম জলে স্নান। দুগ্ধ ও তরকারির ঝোল সুপথ্য।

মূত্রপাথরী অণুচ্ছেদে—"মূত্রশূল" ও তৎ চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

অণ্ডলাল-মূত্র

(ALBUMINURIA)।

পূর্ব্বোক্ত মূত্রগ্রন্থি প্রদাহের পুরাতন অবস্থা বিশেষে মূত্রসহ অধিক পরিমাণে অণ্ডলাল * (albumen) ক্ষরিত হওয়ার নাম "অণ্ডলাল

---

* আমাদের শোণিতের শুক্লাংশকে অণ্ডলাল বলে; অণ্ডলাল দেখিতে ডিম্বের শ্বেতভাগের মত। ইহা জীবদেহের একটি প্রধান উপাদান।

মূত্র।" জ্বর, তৃষ্ণা, বমনোদ্রেক, বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা, মূত্রে অধিক পরিমাণে অণ্ডলাল থাকা, হস্ত পদ মুখমণ্ডল স্ফীত হওয়া প্রভৃতি এই রোগের প্রথম লক্ষণ; পরে, অম্ল-উদ্গার, রক্তস্বল্পতা, শোথ, মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে ও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হন। অমিতাচার, বেশী জল ঘাঁটা, গ্রন্থিবাত, সীসা (lead) লইয়া নিয়ত কায করা (যেমন চিত্রকর ও প্লাম্বারের ব্যবসা) প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির কারণ।

চিকিৎসা।—মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ সহ মূত্ররোধ হইলে, ক্যান্থারিস্ ৩। পীড়ার স্চনাবস্থায় হস্তপদ ও মুখমণ্ডল স্ফীত হইলে, এপিস ৩x—৩। অবসন্নতা, অস্থিরতা, উদ্বেগ, তৃষ্ণা, শরীরের চর্ম্ম শীতল কিন্তু ভিতরে উষ্ণতা বোধ, শোথ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৩—৬। চেহারা স্ফীত ও পাণ্ডুবর্ণ, গা সদা শীত শীত করা, আহার্য্য দ্রব্য বমন বা অজীর্ণাবস্থায় নিঃসৃত হওয়া, মাথাভার, নাক দিয়া রক্ত পড়া, স্বভাব খিটখিটে হওয়া লক্ষণে, ফেরাম্-মেট ৬। "রক্ত প্রস্রাবের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য। ফেরাম-ফস্ ৬x বিচূর্ণ, প্লাম্বাম্ ৬, টেরিবিন্থিনা ৩, চেলিডোনিয়াম ১x, নাক্স-ভ ১x—৩, মার্ক-কর ৬, ফস্ফোরাস্ ৩, অ্যাসিড-ফস ১x—৬, সালফার ৬—৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। এই পীড়া কঠিন, চিকিৎসার ভার উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে রাখা বিধেয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—Dr. Schmidt **একমাত্র দুগ্ধ** ব্যবস্থা করেন; অনেকস্থলে যখন সকল প্রকার চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়া যায়, তখন একমাত্র দুগ্ধ পান করাইলে সুফল দর্শে। লবণের পরিমাণ কমান ভাল; মৎস্য মাংস ও উত্তেজক পানাহার নিষিদ্ধ। পশমী বা গরম কাপড় ব্যবহার, স্নানকালে গামছা বা তোয়ালে দিয়া গা খুব ঘষা ও মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, হিতকর।

মূত্রমার্গ-প্রদাহ

(URETHRITIS)।

মূত্র-নিঃসরণ-শলাকা (catheter) প্রবেশ করান বা পাথরী নির্গমাদি হেতু মূত্রমার্গে (Urethra) আঘাত লাগিলে, মূত্রমার্গে বেদনা সহ ক্ষত এবং প্রস্রাবকালে তীব্র জ্বালাসহ পূয রক্তাদি নিঃসৃত হইয়া থাকে ; এই প্রদাহের নাম "মূত্রমার্গ-প্রদাহ"।

চিকিৎসা।—আর্ণিকা ৩x সেবন ও আর্ণিকা θ (দশগুণ-জলসহ) জলপটী। জ্বরসহ জ্বালাবোধে, অ্যাকোনাইট ১x। জ্বর সহ দপ্-দপ্ বেদনায়, বেলেডোনা ৩x—৩। প্রস্রাবকালে তীব্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যান্থারিস্ ৬।

এই রোগ সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু প্রমেহ-বিষ সংক্রমণ হেতু যে "মূত্রমার্গ-প্রদাহ" ঘটে তাহা উৎকট (**প্রমেহ** রোগাধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মূত্রশূল

(NEPHRALGIA)।

মূত্রগ্রন্থি মধ্যে দারুণ বেদনা উপস্থিত হওয়ার নাম "**মূত্রশূল**।" মূত্র-পিণ্ডের পাথরী মূত্রনালীপথে মূত্রাশয়ে আসিবার সময়ে ঐ উৎকট বেদনা জন্মে। ক্যান্থেরিস ৬ ও ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x সেবন করাইলে এবং গরম জল বোতলে পূরিয়া পেটের উপর সেক দিলে উপকার দর্শিতে পারে।

বিস্তৃত লক্ষণ ও চিকিৎসাদি জন্য, এই গ্রন্থের **মূত্রপিণ্ডের পাথরী** ও **মূত্রাশয়ের পাথরী** রোগ দ্রষ্টব্য।

রক্ত-প্রস্রাব

(HAEMATURIA)।

পড়ে যাওয়া, আঘাত লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, প্রমেহ, পাথরী, জ্বর বা অন্য কোন কঠিন পীড়া হেতু **রক্ত-প্রস্রাব** হয়।

চিকিৎসা।—টেরিবিস্থিনা ৩ রক্তপ্রস্রাবের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পড়ে গিয়া বা আঘাত লাগা হেতু রক্তপ্রস্রাবে, আর্ণিকা ৩x—৩। মূত্র-গ্রন্থিতে বেদনাসহ রক্ত-প্রস্রাবে, হ্যামামেলিস ২x। ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তপ্রস্রাবে, আকোনাইট্ ১x—৩x। রক্ত প্রস্রাবের সহিত লালবর্ণ তলানি পড়িলে, ওসিমাম্-কেনাম্ ৩—৩০; রক্ত প্রস্রাব কেন হইতেছে তাহার কারণ ঠিক করিতে না পারিলে (বা কোন ঔষধ প্রয়োগে রক্ত-প্রস্রাব উপশমিত না হইলে), ক্যান্থেরিস্ θ বা থ্ল্যাস্পি-বার্ষা θ বা সিনেথিও θ বা মিল্লেফোলিয়াম ১x কিম্বা আর্সেনিকাম-হাইড্রোজেনিসেটাম ৩।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগী যেন মোটেই চলা ফেরা না করেন। উত্তেজক পানাহার নিষিদ্ধ। ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছান যাইতে পারে। দুগ্ধাদি লঘু পথ্য।

মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ

(RETENTION & SUPPRESSION OF URINE)।

মূত্র-স্থলীতে (bladder) মূত্র সঞ্চিত হইয়া কোন ব্যাঘাত বশতঃ মূত্র নির্গত হইতে না পারিলে, তাহাকে "**মূত্রস্তম্ভ** বা **মূত্ররোধ** (Retention of Urine)" কহে; আর, মূত্র-পিণ্ডে (Kidneys) মূত্র না জন্মিলে, তাহাকে "**মূত্রাভাব** বা **মূত্রনাশ** (Suppression of

Urine)" বলে। মূত্রস্তম্ভে তলপেট ফাঁপিয়া থাকে ; মূত্রনাশে তলপেট ফাঁপে না। মূত্রের বিষাক্ত উপাদান রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রনাশ পীড়া হয় ; এই পীড়ায় অবসন্নতা, তন্দ্রা, মোহ, চৈতন্যলোপ প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় ; জ্বর-বিকার, ওলাউঠা প্রভৃতি কয়েকটি সাংঘাতিক পীড়ার সঙ্গে প্রায়ই মূত্রনাশ উপসর্গ ঘটে। প্রমেহ পীড়ায় সহসা পূযস্রাব বন্ধ, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ বা মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত, বা কোন প্রকার আঘাত হেতু, মূত্রনাশ ঘটে।

মূত্রনাশ পীড়ার চিকিৎসা।—মূত্রাশয়ে প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে (পীড়ার প্রথমাবস্থায়) অ্যাকোনাইট ১x—৩ বা টেরিবিন্থিনা ৬। ঠাণ্ডা লাগিয়া মূত্ররোধেও, অ্যাকোনাইট ৩x। মোহ, শিবনেত্র সহ মূত্ররোধে, ওপিয়াম ৬—৩০। হিষ্টিরিয়া জনিত মূত্ররোধে, ইগ্নেষিয়া ৩ বা ওপিয়াম ৬। ওলাউঠা পীড়ার মূত্রনাশে, টেরিবিন্থিনা ৬ বা ক্যান্থেরিস ৬ কিম্বা কেলি-বাইক্রম ৬।

মূত্ররোধ পীড়ার চিকিৎসা।—জ্বালা ও যন্ত্রণাসহ হঠাৎ মূত্রস্তম্ভ হইলে, স্পিরিট-ক্যাম্ফার। সদ্যঃপ্রসূত শিশুদিগের মূত্রস্তম্ভ হইলে, ১০।১৫ মিনিট অন্তর ক্যাম্ফারের শিশি নাকের নিকট ধরিতে হয়। মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃ অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হইলে, নাক্স-ভমিকা ৬ বা কষ্টিকাম ৬। গুল্মবায়ুগ্রস্তা রোগিণীর মূত্রস্তম্ভ হইলে, নাক্স-মস্কেটা ২x বা ইগ্নেষিয়া ৬ কিম্বা জেল্‌সিমিয়াম ৬। মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থির বিবর্দ্ধনবশতঃ মূত্রস্তম্ভ জন্মিলে, পাল্‌সেটিলা ৬ বা ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬। পীড়ার প্রথমাবস্থায়, কেহ কেহ (পর্য্যায়ক্রমে) অ্যাকোনাইট ১x—৩ জেলসিমিয়াম্ ৩x (বা অ্যাকোনাইট ৩x ও ক্যান্থেরিস ৬) দিয়া সুফল পাইয়াছেন বলেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—এক ভাগ দুধ চারিভাগ জলসহ মিশাইয়া, বা অ্যারোরুট পাতলা ভাবে জলে সিদ্ধ করিয়া কাগজি লেবুর রসসহ লবণ বা মিছিরি দিয়া, খাইতে দিলে অনেক সময় সহজে প্রস্রাব হয়। নেয়াপাতি ডাবের জলও উপকারী। রোগীকে গরম জলের

টবে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসান হিতকর। সোরা জলে গুলিয়া ন্যাকড়া সহ পেটের উপর পটী বসাইয়া দিলে, সময়ে সময়ে প্রস্রাব সহজে হইয়া থাকে। আমরুল শাক বাটিয়া সামান্য গরম করিয়া নাভীর চারি ধারে প্রলেপ দিলেও, খুব অল্প সময় মধ্যেই নাকি প্রস্রাব হয়।

মূত্ররোধ বিকার

(URÆMIA)।

মূত্রগ্রন্থি দ্বারা যে সব দূষিত পদার্থ সুস্থাবস্থায় শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহা বিনির্গত না হইয়া শোণিত মধ্যে থাকিয়া গেলে, মূত্ররোধ ও তৎসহ রক্ত-দুষ্টির কতকগুলি উপসর্গ ঘটে; ইহারই নাম "**মূত্ররোধ-বিকার**" বা "ইউরিমিয়া (uræmia)"। উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে বা সহসা উপস্থিত হয়:—যথা মূত্রাল্পতা শোথ বমন ও বমনেচ্ছা **প্রবল শিরঃপীড়া** শিরোঘূর্ণন নিদ্রাবল্য প্রলাপ; কখনও প্রবল **আক্ষেপ** (spasms); কাহারও বা প্রলাপসহ আচ্ছন্নভাব (stupor) ও **অচেতন নিদ্রা** (coma) লক্ষিত হয়। রোগীর গাত্রে ও শয্যাদিতে এক প্রকার মূত্রগন্ধ অনুভূত হয়; মূত্র হয় খুব কমিয়া আসে; নয় একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়; মুখমণ্ডল মলিন বা মোমের মত দেখায়; নাড়ী দ্রুত চলিতে থাকে; শরীরের উষ্ণতা প্রথমে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু শীঘ্রই স্বাভাবিক উষ্ণতা (৯৮·৪°) অপেক্ষা ন্যূন হইয়া পড়ে। "**মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ**" অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা:—

আয়োডিন্ θ।—মূত্ররোধ-বিকার জনিত বমনে, আয়োডিন θ প্রতি মাত্রায় অর্দ্ধ ফোঁটা সেবন (Dr. Laidlaw)।

টেরিবিস্থিনা ২x।—মূত্ররোধের প্রধান ঔষধ [একটি রোগীর চারিদিন পর্য্যন্ত প্রস্রাব হয় নাই, Dr. Yeldham টেরিবিস্থিনা ১

ব্যবস্থা করায় মূত্রত্যাগ হইল]; টেরিবিস্থিনা ব্যর্থ হইলে মার্ক-কর, আর্সে-নিক, ক্যান্থেরিস্, বা কেলি-বাই পরীক্ষনীয়।

কিউপ্রাম্-অ্যাসেটিকাম্ ২।—অচেতন নিদ্রায় (coma) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতি পনর মিনিট অন্তর সেবন করাইবার তিন চারি ঘণ্টার পর যদি রোগের কিছুমাত্র উপশম না হয়, তাহা হইলে **ওপিয়াম্ ৩x** পনর মিনিট অন্তর দেয়; ওপিয়াম বিফল হইলে, **আর্টিকা-ইউরেন্স্** *0* (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা), চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা।

অ্যামোন-কার্ব্ব (নিম্নক্রম), হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩, ক্রিয়োজোট ৩, প্লাম্বাম্ ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বাষ্পস্নান (vapour-bath) বা ভাপ্‌রা লওয়া হিতকর। রোগাক্রমণের পর কিছুদিন যাবৎ কেবল তরল দ্রব্য (প্রধানতঃ দুগ্ধ মাত্র) পান ব্যবস্থা।

বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসাদি জন্য, আমাদের প্রকাশিত "**ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা**" গ্রন্থের "মূত্র-বিকার" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রাশয়-প্রদাহ

(CYSTITIS)।

মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা টাটানি ভারবোধ, সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ বা কম্প, মূত্রাশয়ে মূত্র জমিবামাত্রই উহা কুন্থন সহ বহু কষ্টে নিঃসৃত হওয়া, মূত্রে শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত থাকা, এই রোগের প্রধান লক্ষণ; রোগ পুরাতন হইতে থাকিলে বেদনা কমে, প্রস্রাবের পরিমাণ ও তৎসহ শ্লেষ্মার পরিমাণ ও গাঢ়ত্ব বাড়ে। এই রোগে, বেদনা **ঊর্দ্ধদিকে** কোমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; আর মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহে **নিম্নদিকে** কোমর হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ঠাণ্ডা লাগা, আর্দ্রতা, আঘাত লাগা, প্রমেহ বা পাথরী রোগ, মূত্র-নিঃসরণ-শলাকা (Catheter) আদি যন্ত্র মূত্রাশয়ে প্রবেশ করান প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয়ে প্রদাহ জন্মে।

চিকিৎসা।—তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই ক্যান্থেরিস ৩ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া প্রদাহ জন্মিলে, অ্যাকোনাইট ১x—৩x। আর্দ্রতা হেতু হইলে, ডাল্কেমারা ৩। পাথরী হেতু বা মূত্রগ্রন্থি আক্রান্ত হওয়া জনিত বহুল শ্লেষ্মা নিঃসরণে, পেরেরা-ব্রেভা θ (প্রতি মাত্রায় ১৫—২০ ফোঁটা)।

রোগের পুরাতন অবস্থায়, চিমাফিলা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ছয় ফোঁটা)। ক্যান্থেরিস ৩ এ অবস্থারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া রাত্রিকালে শয্যায় মূত্রত্যাগ করিলে, পালসেটিলা ৩x—৩। প্রস্রাবে অশ্বমূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড্ ৩x বা নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬। বেলেডোনা ৩, ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x, কেলি-আয়ড্ θ—৩০, এপিস্ ৩ প্রভৃতিও সময়ে সময়ে আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গরম জলে স্নান বা তলপেটে গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেক দেওয়া ভাল। রোগী যেন সটান শুইয়া থাকেন। কোমর পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঈষদুষ্ণ অল্প পরিমাণ জলে একটু বোরিক-অ্যাসিড মিশাইয়া ধীরে ধীরে ধুইয়া ফেলা ভাল। মৎস্য মাংস মদ্যাদি আহার নিষিদ্ধ। চিনি বা মিছিরির সরবৎ পানে প্রস্রাব সরল হয়। লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

মূত্রাধিক্য

(DIURESIS)।

মূত্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার নাম "মূত্রাধিক্য"-রোগ। বেশী জলীয় জিনিস খাওয়া, বর্ষাকাল, বার্দ্ধক্য, দুর্ব্বলতা, ক্রিমিদোষ,

গুল্মবায়ু, পাকাশয়ের গোলযোগ প্রভৃতি কারণে মূত্রের জলভাগ বাড়ে ও বারম্বার মূত্রত্যাগ হয়।

চিকিৎসা :—

কেলি-কার্ব্ব ৬।—রাত্রিতে ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে উঠা; প্রস্রাবের বেগ আসা কিন্তু অনেকক্ষণ প্রস্রাব করিতে বসিয়া থাকিবার পর মূত্রত্যাগ হওয়া।

কাল্‌ সব্যাড্‌ ৬।—জলপানের পরই মূত্রত্যাগ।

ইগ্নেশিয়া ৩।—কাফি পানের পরই প্রস্রাবের বেগ আসা। গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকের জলবৎ বহুল প্রস্রাব হওয়া।

কষ্টিকাম্‌ ৬।—বৃদ্ধলোকদিগের মূত্রাধিক্য ও বারম্বার প্রস্রাবের বেগ আসা (বিশেষতঃ রাত্রিকালে)।

স্কুইলা ২x।—বহুল পরিমাণ জলবৎ প্রস্রাব হওয়া (বিশেষতঃ রাত্রিকালে); পুনঃপুনঃ জলবৎ প্রস্রাব হওয়া।

অ্যাসিড্‌-ফস্‌ ২x—৩।—পুনঃপুনঃ প্রচুর জলবৎ মূত্রস্রাব; রাত্রিকালে বারম্বার প্রস্রাব করিতে হয়।

অ্যাসেটিক-অ্যাসিড্‌ ৩, নাক্স-ভ ৩, সাইনা ৩x, ইউপ্যাট-পার্প ২x প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বেশী পরিমাণ তরল বা শ্লেষ্মাকর খাদ্যাদি বা বেশী ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ

(ENURESIS)।

মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃ মূত্রধারণ-শক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে হ্রাস পায়। মূত্রত্যাগের চেষ্টা হইলে আর উহা সম্বরণ করা যায় না, তৎক্ষণাৎ ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হইতে থাকে; মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত থাকে অথচ উহা ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে। আঘাত, প্রসবকষ্ট,

পাথরী, প্রমেহ, বা ক্রিমিজনিত এই পীড়া হয়; শিশুরা নিদ্রিতাবস্থায় শয্যাতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—মোটেই মূত্রবেগ সম্বরণ করিতে না পারিলে, ফেরাম-ফস্ ১২x। শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগে, ক্যান্থারিস ৬। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি অথবা মূত্রাশয়ে পাথরী হওয়া হেতু বালক ও বৃদ্ধদিগের অসাড়ে মূত্রস্রাব হইলে, জেলসিমিয়াম ৬x। গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের মূর্চ্ছাবেশকালে অসাড়ে মূত্রস্রাব হইলে, ইগ্নেষিয়া ৬। ক্রিমিজনিত এই পীড়া হইলে (বিশেষতঃ শিশুদিগের), সাইনা (সিনা) ৩x বা স্পাইজিলিয়া ৬; কিম্বা রাস্-অ্যারোমেটিকা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা)। শুক্রক্ষরণ পীড়াজনিত অসাড়ে মূত্রত্যাগে, অ্যাসিড-ফস্ ৬, ৩০। ইরিজিরণ ৩, বেলেডোনা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩, মার্ক-সল ৬ সময়ে সময়ে উপযোগী।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা:—রোগীর খাদ্য পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। জলীয় দ্রব্য খুব অধিক বা খুব অল্প অহিতকর। যাহাতে মূত্রযন্ত্রে উত্তেজনা না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অম্ল ও লবণাক্ত দ্রব্য নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে প্রস্রাব করা ভাল। দিবসে যতক্ষণ মূত্রধারণ করিতে পারা যায়, ততক্ষণ প্রস্রাব না করাই উচিত। গদির উপর শোওয়া, বা গায়ে বেশী কাপড় চোপড় ব্যবহার করা, অবিধেয়। এই পীড়ায় চিৎ হইয়া শয়ন করা ভাল নয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা

(STRANGURY)।

এই পীড়া অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। বারম্বার মূত্রত্যাগ-প্রবৃত্তি কিন্তু অতি কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব, হওয়া অথবা একেবারেই মূত্রস্রাব না হওয়া

ও মূত্রত্যাগ কালে অতিশয় যাতনা, ইহার লক্ষণ। প্রমেহ, পাথরী, জরায়ু-বিকৃতি, মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ, ক্রিমি প্রভৃতির সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বালা ও যন্ত্রণা সহকারে সহসা মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে, ২।৪ ফোঁটা স্পিরিট্-ক্যাম্ফার, চিনি বা বাতাসার সহিত ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিতে হয়। কষ্টকর মূত্রত্যাগে, বেলেডোনা ৩। অধিক পরিমাণে ক্যান্থেরিস ঔষধ সেবন করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলেও, স্পিরিট-ক্যাম্ফার। ঘন ঘন মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, কর্ত্তনবৎ অসহ্য বেদনা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও তলপেটে বেদনায়, ক্যান্থেরিস ৬। মূত্রগ্রন্থিতে, জননেন্দ্রিয়ে অথবা হস্তপদাদিতে শোথ হইলে, এবং সেই সঙ্গে মূত্রত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে, এপিস্-মেল ৬। হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x। আর্দ্র স্থানে বাস হেতু মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে, ডাল্কেমারা ৩x—৩০। গরম জলে সেক দেওয়া ভাল। সমভাগ দুগ্ধ ও জল মিশাইয়া পান করা বিধি।

পাথরী

(STONE OR CALCULUS)।

মূত্রযন্ত্র, পিত্তকোষ, শিরা (veins), তালুমূল (tonsil) প্রভৃতি শরীরের বহুস্থানে নানা কারণে পাথরী (বা শিলা) জন্মে। তালুমূল-শিলা (Tonsilitis) শিরা-শিলা (Phlebolite) প্রভৃতি রোগ অস্ত্র-চিকিৎসা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইল। "পিত্ত-পাথরী"র বিষয় ইতঃপূর্ব্বে ২৭৯—২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে "মূত্র-পাথরী"র বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

মূত্র-পাথরী

(URINARY CALCULUS)।

সুস্থাবস্থায় আমাদের শরীর-পোষণের অনুপযোগী ত্যক্ত পদার্থ সমূহ প্রস্রাবসহ নির্গত হইয়া থাকে; কিন্তু পরিপাক বা পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিলে, ইহার অন্যথা ঘটে। তখন পরিষ্কার শিশিতে মূত্র অল্পক্ষণ ধরিয়া রাখিলে যদি ইষ্টক-চূর্ণ বা বালুকা-কণার মত তলানি জমে, তাহা হইলে "মূত্র-পাথরী" হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন অতি সূক্ষ্ম বালুকা-কণা (sands) তুল্য বা সর্ষপ পরিমাণ প্রস্তর-কণা (gravel)বৎ অথবা শিম-বীজ পরিমাণ প্রস্তরখণ্ড (stone) সদৃশ ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের পাথরী মূত্র-পিণ্ডে (kidneys) বা মূত্রাশয়ে (bladder) দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে, এবং বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে, এই রোগ অধিকতর লক্ষিত হয়।

(১) **মূত্রপিণ্ডের পাথরী** (stone in kidneys, or renal calculus) ও **মূত্র-শূল**।—মূত্রপিণ্ডকোষ (pelvis of the kidneys) মধ্যে পাথরী উৎপন্ন হইয়া বহুকাল তথায় রুদ্ধভাবে থাকিতে পারে; এরূপ অবস্থায় রোগীর প্রায়ই কোনরূপ যাতনা হয় না, কদাচিৎ কোমরে অতীব্র বেদনা (dull pain) বা মূত্রসহ অল্পাধিক পূয-রক্ত লক্ষিত হয় মাত্র। কিন্তু মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রনালী (ureter) মধ্যে পাথরী আসিয়া পড়িলে, কোমর হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত এক প্রকার দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে নিতান্ত অধীর করিয়া ফেলে; এই বেদনাকে "**মূত্র-শূল**" (renal colic) কহে। এই বেদনা কখনও কখনও নিম্নে (পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত) এবং ঊর্দ্ধে (পৃষ্ঠদেশ বা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত) ছড়াইয়া পড়ে; এবং তৎসঙ্গে কম্প, বমন, ঘর্ম্ম, হিমাঙ্গ (collapse), অণ্ডকোষ স্ফীত সঙ্কুচিত বা ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হয়; প্রস্রাব কষ্টকর ফোঁটা ফোঁটা পড়ে বা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; অথবা প্রস্রাব, মূত্র-বিকার, আক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এই গ্রন্থে পৃষ্ঠা ৩২১ "মূত্র-শূল"

দ্রষ্টব্য। স্বতঃ বা অস্ত্রাদি-সাহায্যে পাথরগুলি শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলেই, রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করেন। এই বেদনার বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহা **অকস্মাৎ আরম্ভ হয় ও অকস্মাৎ নিবৃত্ত হয়।** অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহ ও পিত্তশূল বেদনাসহ এই বেদনার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহে জ্বর লক্ষিত হয়, পিত্ত-শূলে ন্যাবা বর্ত্তমান থাকে, ও মূত্র-শূলে জ্বর বা ন্যাবা থাকে না।

(২) **মূত্রাশয়ে-পাথরী** (cystic calculus or calculii vesical or stone in the bladder)।—মূত্রাশয় (bladder) মধ্যে পাথরী স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কখন বা মূত্রপিণ্ডে পাথরী উৎপন্ন হইয়া মূত্রাশয়ে আসিয়া থাকে। মূত্রাশয়ে ভারবোধ; মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশ, মূত্রমার্গ (urethra), গুহ্যদ্বার, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ প্রভৃতিতে বেদনা; প্রস্রাববন্ধ বা কষ্টকর প্রস্রাব অথবা রক্ত-প্রস্রাব; চিৎভাবে শুইয়া পাছাটি উঁচু করিয়া রাখিলে, পাথর সরিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব ও তৎসহ প্রস্রাব হওয়া, প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

(**ক**) **মূত্র-শূল-বেদনা** (বা পাথরী নির্গমন কালে) **চিকিৎসা**।—কোমর ও তলপেটের উপর উত্তপ্ত জলের সেক (hot fomentation) ও গরম জলপান, এবং **বার্ব্বেরিস** θ প্রতিমাত্রায় পাঁচ ফোঁটা পনর মিনিট অন্তর সেবনে প্রায়ই যন্ত্রণার লাঘব হয়; যদি আট দশ বার ঔষধ সেবনে কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে উক্ত ঔষধের ষষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। **ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বনিকা ৩০** প্রতি পনর মিনিট অন্তর সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে (*vide* Dr. Sands Mill's *Essay* in the Paris Congress Transactions 1900); অতএব উচ্চ ক্রমের **ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব** "পিত্ত-শূল" ও "মূত্র-শূল" উভয়বিধ **শূল-বেদনার** পরম ঔষধ। দুঃসহ যন্ত্রণায় রোগী ক্রুর ন্যায় ঘুরিতে থাকিলে বা হস্তদ্বয় একত্র করিয়া নিষ্পেষণ পূর্ব্বক কাতরস্বরে

চীৎকার ও গোঁ-গোঁ করিলে, অথবা প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও উহা খানিক ধরিয়া রাখিবার পর ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি জমিলে, **ওসিমাম্-কেনাম্ ৩x—২০০** (অভাবে তুলসী পাতার রস) প্রতি পনর মিনিট অন্তর দেয়। ষ্টিগ্‌মোটা মেইডিস θ প্রতি মাত্রায় ২০ ফোঁটা ছোট পাথরী নির্গমনকালে সেবন করাইয়া ডাক্তার হ্যানস্যান প্রভৃতি চিকিৎসকগণ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ৩x বিচূর্ণ উত্তপ্ত জলসহ সেবন ও বাহ্য প্রয়োগেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্রস্রাবের পরই যাতনার বৃদ্ধি হইলে, **সার্সা ৩০** প্রতি পনর মিনিট অন্তর দিতে হয়। খিলধরার মত বেদনায় শরীর মোচড়াইতে থাকা, রোগী যন্ত্রণায় ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে না পারিয়া নিয়ত ছট্‌ফট্‌ করা লক্ষণে, **ডায়োস্কোরিয়া** θ প্রতি পনর মিনিট অন্তর দেয়। যদি এই সকল ঔষধে কোন উপকার না হয় তাহা হইলে প্রতিমাত্রায় ত্রিশ ফোঁটা **পেরেরা-ব্রেভা** θ দুই আউন্স পরিমাণ উষ্ণ পরিস্রুত জলসহ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। মূত্রে বালুকা-কণা বা ইষ্টকচূর্ণবৎ রেণু দেখা গেলে, **থ্ল্যাস্পি-বার্সা-প্যাস্টোরিস** θ, ১০—১৫ ফোঁটা মাত্রায় কয়েকবার সেবনে বিশেষ ফল হয়। ইহাতেও যদি বেদনার উপশম না হয় ও সুচিকিৎসক অভাবে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভয়াবহ হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্লোরোফর্ম্ম ঘ্রাণ লওয়ান বা মর্ফিয়া (মাত্রা প্রতি ঘণ্টায় সিকি গ্রেণ) সেবন বিধি।

(খ) **মূত্রপিণ্ডের পাথরী চিকিৎসা।**—মূত্রপিণ্ডে পাথরী হইয়াছে সন্দেহ হইলেই (বা মূত্রশূল বেদনার উপশম হইবার পরই) নিম্নলিখিত ঔষধচয় ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় :—

লাইকো (৬—২০০), যদি প্রস্রাবে লাল বালুকা-কণাবৎ তলানি জমে; ইহা ব্যর্থ হইলে **আর্টিকা-ইউরেন্স** θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা বা **ককাস-ক্যাক্‌টাই** θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা দিতে হইবে। **অ্যাসিড-ফস ২x**, যদি প্রস্রাবের তলানি শ্বেতবর্ণ (ফস্ফেটযুক্ত) হয়। **গ্র্যাফাইটিস (৬—৩০)**, প্রস্রাব খানিক

রাখিবার পর যদি শ্বেতবর্ণ অম্লগন্ধযুক্ত তলানি পড়ে। **লিনিমাম্-অ্যাল্‌ফ** ২x, যদি ইট গুঁড়ার মত লাল বা বিচালির বর্ণের মত হল্‌দে দানাবৎ তলানি জমে। **বার্ব্বেরিস-ভাল্গেরিস্** θ, মূত্রনালীতে বেদনা ও প্রস্রাবের তলানি প্রথমে শাদাটে এবং পরে লালচে মণ্ডের মত হইয়া গেলে। **সিপিয়া** (৬—৩০), প্রস্রাবের তলানি আঠার মত চট্‌চটে শ্বেতবর্ণ বা ঈষৎ লাল। **সার্সাপ্যারিলা** (৬—৩০), প্রস্রাব করিবামাত্র উহা পঙ্কিল জলের মত মলিন হইয়া গেলে। **নাইট্রো-মিয়ুর-অ্যাসিড** ২x বা **অক্‌স্যালিক-অ্যাসিড্** (৩—১২), প্রস্রাবের তলানিতে ক্যাল্‌সিয়াম-অক্‌সেলেট জমিলে (oxalate of lime deposit)।

উপরিউক্ত ঔষধগুলি যেন প্রত্যহ অন্ততঃ চারিবার করিয়া সেবন করান হয়। বেলেডোনা (৩x—৩০), ওপিয়াম (৩—৩০), নাক্স-ভ (১x—৩০), সিলিকা (৬x—৩০), কখন কখন আবশ্যক হয়।

(গ) **মূত্রাশয়ের পাথরী চিকিৎসা।**—**লিথিয়াম-কার্ব্বনিকাম** (৩x চূর্ণ—৩০) প্রত্যহ চারিবার সেবনে ছোট পাথরী দ্রব হইতে পারে। "(ক)" ও "(খ)" প্যারার অন্তর্গত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিলে অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু লিথোরাইট (lithorite) প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা বড় পাথরী শরীর হইতে বাহির করাই যুক্তিযুক্ত। রণ্টজেন-আলোক (X-Ray) সাহায্যে, দেহ মধ্যে পাথরী দেখা যায়।

(ঘ) **প্রতিষেধক চিকিৎসা।**—যাহাতে মূত্রপিণ্ডে পাথরী না জন্মিতে পারে বা উৎপাদিত পাথরী দ্রব হইয়া যায়, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা সাধিত হইয়া থাকে :—লাইকোপোডিয়াম ২০০ মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়। প্রস্রাবসহ প্রস্তর-কণা (gravel) নিঃসরণ হইলে এবং পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে বেদনা থাকিলে, বার্ব্বেরিস-ভাল্গেরিস্ ১x প্রত্যহ চারিবার সেব্য। কিন্তু যাঁহাদের পেঁটে

বাত (gout) আছে বা যাঁহাদের তন্তুতে অধিক পরিমাণে ইউরিক-অ্যাসিড্ সঞ্চিত হয়, তাঁহাদের পক্ষে আর্টিকা-ইউরেন্স θ (মাত্রা পাঁচ ফোঁটা প্রতি আট ঘণ্টা অন্তর) ব্যবস্থা। পরিস্রুত জলপান অতীব হিতকর।

চূণ ও পাথর একই বস্তু, সুতরাং পাণের সহিত চূণ খাওয়া নিষিদ্ধ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহু স্থানে চাউল প্রভৃতিতে অনেক প্রস্তর-কণা থাকে, রোগীর পক্ষে উহা অনিষ্টকর, সুতরাং তাহাও পরিহার করিতে হইবে। কূপের জল, বিশেষতঃ যে কূয়াতে চূণের (lime) ভাগ বেশী, তাহা পরিত্যাজ্য ; মৎস্য মাংস আহার বা মাদক দ্রব্যাদি সেবনও অহিত-কর। টাট্‌কা গোদুগ্ধ কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন। পরিস্রুত জলের সুবিধা না হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে নির্ম্মল শীতল জল প্রচুর পরিমাণে পান করিলে উপকার হয়। **খালি পেটে থাকা ভাল নয়।** যাহাতে পেটে বায়ু-সঞ্চয় না হয় (২৮৭ ও ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), সে বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। "**পিত্ত পাথরী**" রোগের পথ্যাদিও দ্রষ্টব্য।

১৩। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

শুক্রক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ

(SPERMATORRHŒA)।

যৌবনের প্রারম্ভে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাত এই পীড়ার প্রধান কারণ। ক্রিমি জন্য সরলান্ত্রের উপদাহ ; মূত্রনালী ও মূত্রাশয়ের উপদাহ ; মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠ ও মজ্জার পীড়া ; অর্শপীড়া, এবং সর্ব্বদা অশ্বারোহণে ভ্রমণ হেতুও এই পীড়া জন্মিতে পারে ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে হস্তমৈথুন হইতে এই পীড়া জন্মে। শুক্রমেহ-পীড়ায়, ধারণাশক্তি একবারেই থাকে না। স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্রেই, মলত্যাগকালে বেগ দিলে, এবং অশ্বারোহণকালে অল্প উত্তেজনায়, রেতঃস্রাব হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণ হেতু ক্রমে নিম্নলিখিত

লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় :—বিমর্ষচিত্ত ও সলজ্জভাব, স্মৃতিশক্তির অল্পতা, সকল কার্য্যেই নিরুৎসাহ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা, বুক ধড়-ফড় করা, শিরঃপীড়া, সহসা দাঁড়াইলে অন্ধকার দেখা, মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা, চক্ষু কোটরাবিষ্ট ও চক্ষুকোণে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হওয়া, স্বপ্নদোষ। এই পীড়া হইতে ক্রমে ধ্বজভঙ্গ, পক্ষাঘাত ও যক্ষ্মাকাস হইতে পারে।

চিকিৎসা।—

অ্যাগ্নাস-ক্যাক্টাস ৬।—মানসিক অবসন্নতা, সর্ব্বদাই অন্যমনস্কভাব, দুর্ব্বলতা, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কম অথচ কাম প্রবৃত্তি প্রবল।

বেলিস-পেরেনিস θ।—(মাত্রা পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন) এই রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ হস্তমৈথুন জনিত উপসর্গচয়ে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—রাত্রিকালীন স্বপ্নদোষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ; স্বপ্নদোষের পরই অবসাদ, হৃৎস্পন্দন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (Percy Wilde, M. D.)।

থুজা θ।—(প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা) অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ (Dr. C. W. Roberts)।

নুফার (Nuphar Lutea) θ।—স্বপ্নদোষ সহ দৌর্ব্বল্য।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিক ৩x—৩০।—অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস বা হস্তমৈথুন হেতু জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ; সঙ্গম সময়ে শীঘ্র শীঘ্র শুক্রক্ষরণ, চিত্তের বিষণ্ণতা, স্মৃতিশক্তির অল্পতা।

চায়না ৬—৩০।—প্রায়ই জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা, স্বপ্নদোষ, পেটবেদনা, কাণ ভোঁ-ভোঁ করা, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, মাথাঘোরা, বারম্বার হাই উঠা, এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা।

ফস্ফোরাস্ ৬—৩০।—সঙ্গমকালে অতিদ্রুত রেতঃস্রাব ও দুর্ব্বলতা; রতিশক্তির অল্পতা; মানসিক চিন্তাধিক্য; বুক ধড়ফড়

করা; অপরিমিত শুক্রক্ষয়, ও হস্তমৈথুন হেতু সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গোদ্রেক না হওয়া।

প্ল্যাটিনা ৬।—যৌবনের প্রারম্ভে অপরিমিত শুক্রক্ষয়, ও হস্তমৈথুনের কুফলে কামেচ্ছা ব্যতীত লিঙ্গোচ্ছ্বাস এবং শীঘ্র শীঘ্র শুক্রক্ষরণ।

নাক্স-ভমিকা ৬—৩০।—সামান্য কারণেই কামভাব, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরে অস্বাভাবিক লিঙ্গোদ্রেক; উত্তেজক দ্রব্য পানে বা ভোজনে স্বপ্নদোষ; অণ্ডকোষে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা; অরুচি।

ক্যান্থেরিস ৩।—প্রমেহ জনিত শুক্রক্ষরণ; প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা পড়ে ও জ্বালা করে; প্রবল সঙ্গমেচ্ছা।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬।—অতিশয় মৈথুনেচ্ছা, কিন্তু লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্খলন, সর্ব্বশরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা।

হস্তমৈথুন জনিত শুক্রক্ষয়ে—ক্যান্থেরিস ৬ (পুরুষের পক্ষে) ও **প্ল্যাটিনা ৬** (স্ত্রীলোকের পক্ষে)। **ক্রিমি জনিত শুক্রক্ষয়ে সাইনা ৩x—২০০।** অরাম্-মেট্ ৩x বিচূর্ণ—২০০, গ্র্যাফাইটিস্ ৩০, পাল্‌স্ ৩—৩০, সালফার ৩০—২০০, ষ্টাফিসাগ্রিয়া ৬, জেলস্ ৩০, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, ইগ্নেষিয়া ৬, আর্জ্জেণ্টাম ৬, বিউফো ২০০, ক্যালেডিয়াম ৩০, সেলেনিয়াম ৩০, পিক্রিক-অ্যাসিড ৩০, ক্যাল্ক-ফস ১২x চূর্ণ, ল্যাকেসিস ২০০, লাইকো ২০০, কোনায়াম ৩০, নেট্রাম ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক। জননেন্দ্রিয়ের অপর পীড়াচয়ের ঔষধাদি দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।—কেবল ঔষধ সেবনে এই পীড়া সারে না। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হয়:—সৎসংসর্গ, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে বেড়ান, অনুত্তেজক দ্রব্য পানভোজন, সদালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, প্রস্রাব করিবার পর জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেলা ও প্রত্যহ অবগাহন স্নান। উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভোজন, কুসংসর্গ, একাকী থাকা, থিয়েটারে যাওয়া, নাটক নভেল পড়া, হস্তমৈথুন প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যথাসময়ে বিবাহ করিয়া অনেকস্থলে উপকার হইয়াছে।

একশিরা বা কোষবৃদ্ধি

(HYDROCELE)।

অণ্ডকোষে শোথ হওয়া বা জল (তিন পোয়া হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত) সঞ্চয়কে **একশিরা** কহে। আঘাত লাগা, অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়া, অণ্ডকোষের শিরাসমূহ স্ফীত হওয়া, স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু, বা শোথাদি জনিত কোষবৃদ্ধি ঘটে। কখন টন্ টন্ করে, কখনও মোটেই বেদনা থাকে না, সাধারণতঃ একাদশী হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই রোগের বৃদ্ধি হয়। একশিরা খুব বাড়িলে, গোল তরমুজের মত দেখায়। একশিরা সহ কখনও কখনও "কোরন্দ" * বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা :—

স্পাঞ্জিয়া ৩x—৬।—তরুণ একশিরা রোগে প্রাদাহিক অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রডোডেণ্ড্রণ ৩x—৬।—ইহাও তরুণ রোগে ফলপ্রদ (**বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষ** আক্রান্ত ও টন্ টন্ করিলে, বা ঝড় হইবার পূর্ব্বেই পীড়া বৃদ্ধি পাইলে)। ইহা ব্যর্থ হইলে, রাস-টক্স ৬—৩০ (বিশেষতঃ ঠাণ্ডায় রোগ বাড়িলে)।

পালসেটিলা ৩—৩০।—বাম অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে (বিশেষতঃ যদি বেদনা না থাকে, ও ধীরে ধীরে কোষ বাড়িতে থাকে)।

সিলিকা ৬—৩০।—পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় বরাবর রোগের বৃদ্ধি হইলে।

হ্যামামেলিস্ θ—৬।—অণ্ডকোষ সহ রেতোরজ্জুর শিরাসমূহ বৃদ্ধি পাইলে।

আর্নিকা ৬—৩০।—আঘাত জনিত কোষবৃদ্ধি হইলে।

---

* অণ্ডকোষ-ত্বক ও ইহার নিম্নভাগের তন্তুগুলি পুরু হইলে, তাহাকে "কোরন্দ" বলে।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০।—ডাক্তার হেম্পেলের মতে শিশুদের একশিরা পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রোগ জন্মগত হইলে, ব্রায়োনিয়া ৩ (এই রোগ জন্মগত না হইলেও, প্রথমে ব্রায়োনিয়া ৩ সেব্য); ইহাতে উপকার না হইলে, **রডো-ডেণ্ড্রণ ৩**; ইহাতেও উপকার না হইলে, **পাল্‌সেটিলা ৬**; পালসেটিলাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, **সিলিকা ৬**; তৎপরে অরাম-মেট্ ৬ এবং অবশেষে, **গ্র্যাফাইটিস্ ৬—৩০।**

আলপিন দ্বারা অণ্ডকোষের দুই তিন স্থান ফুটা করিয়া জল বাহির করিলে ও ল্যাঙ্গিয়া ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

এপিস ৩, আয়োড্ ৬, রাস-টক্স ৬, এবং সালফার ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। কখন কখন অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি

(ENLARGEMENT OF THE PROSTATE GLAND)।

বৃদ্ধ বয়সে মুখশায়ী-গ্রন্থি বাড়িয়া পুরাতন আকার ধারণ করিলে, বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। অনেকেই বলেন ইহার কোন ঔষধ নাই; কিন্তু Dudley Wright সাহেব ফেরাম-পিক্রিকাম ২x—৩x ব্যবস্থা করিয়া এই বিবৃদ্ধি জনিত বহু উপসর্গাদির উপশম করিয়াছেন—এমন কি কোন কোন স্থলে বিবৃদ্ধির অগ্রগতি নিবারিত হইয়াছে। পিক্‌রিক-অ্যাসিড্ ৬ ব্যবহারে ফেরাম-পিক্রিকাম্ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া গিয়াছে [*Journal of the British Homœopathic Society*, viii., 154 "prostatic hypertrophy"-চিকিৎসা দ্রষ্টব্য]। অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। "মুখশায়ী-গ্রন্থি প্রদাহ" রোগে সাবাল-সেরুলেটা ঔষধ দ্রষ্টব্য।

মুখশায়ী গ্রন্থি-প্রদাহ

(PROSTATITIS)।

পুরুষের মূত্রাশয়ের মুখের চারিভিতে (বা গ্রীবাদেশে যে দৃঢ় গ্রন্থিটি অবস্থিত তাহার নাম **"মুখশায়ী গ্রন্থি"** বা **প্রষ্টেট্‌** (prostate)। প্রমেহ রোগ হেতু গ্রন্থিটির প্রদাহ * জন্মিলে, উহাকে "মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থি-প্রদাহ" বলে। মূলাধারে মূত্রমার্গে ও শিশ্ন-প্রান্তে দুঃসহ বেদনা অনুভব, মলমূত্র ত্যাগকালে তীব্র যন্ত্রণাবোধ বা মলমূত্ররোধ, কখনও বা পূযোৎপত্তি হওয়া প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—প্রদাহের তরুণ অবস্থায়, পাল্‌সেটিলা ৩ ও মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস্‌ ৬ ফলপ্রদ। প্রদাহ কিছু পুরাতন হইয়া আসিলে, Dr. Yeldham কেলি-আয়োড্‌ *0* এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করাইতে পরামর্শ দেন। রোগ বহু পুরাতন হইলে—পাল্‌স্‌ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌ ৩০, থুজা ৬—৩০, কিম্বা **সাবাল-সেরুলেটা** *0* প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা ব্যবস্থা। ডাক্তার অ্যান্‌যুটজ্‌ বলেন যে **মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি** মূত্রত্যাগকালে তীব্র যাতনা, বা মূত্র-শলাকা (Catheter) ব্যবহার ব্যতীত প্রস্রাব না হওয়া (বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোক দিগের) উপসর্গে—সাবাল-সেরুলেটা *0* (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন) বিশেষরূপে উপযোগী; পুরুষদিগের দুর্ব্বল জননেন্দ্রিয়ে বল বিধানার্থও এই ঔষধটি (*0* প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন) প্রযোজ্য (Anshutz's *Sexual Ills* পৃষ্ঠা ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

---

* অর্থাৎ সরলান্ত্রে অঙ্গুলী প্রবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে, যদি মুখশায়ী-গ্রন্থিটি স্ফীত উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে উহার "প্রদাহ" হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

পূয জন্মিলে—(তরুণ অবস্থায়) মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস ৬ ও সালফার θ (Dr. Yeldham); এবং (পুরাতন অবস্থায়) সালফার ৩০ ও নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০ (Dr. Jahr)।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—উষ্ণ সেক দেওয়া ও রোগীকে শায়িত অবস্থায় রাখা বিধেয়।

মুষ্কত্বক-প্রদাহ

(SCROTITIS)।

যে চর্ম্মের থলীতে পুরুষের অণ্ডদ্বয় আবৃত আছে তাহার নাম "মুষ্কত্বক (Scrotum)"। প্রদাহ জন্মিলে, মুষ্কত্বক স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ ও বাহ্যতঃ ক্ষতযুক্ত দেখায়; এবং কখনও বা রোগীর শীতসহ প্রবল জ্বর, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, প্রলাপ প্রভৃতি পচন (mortification) উপসর্গ লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা—

এপিস-মেল ৩x—৬।—কৌষিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ ত্বক স্ফীত টাটান বা হুলবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ও তাপ অসহনীয় হইলে)।

আর্সেনিক-অ্যাল্ব ৩x।—পচনাবস্থার উপক্রমে, বা পচনাবস্থায়। একটি রোগীকে ৩x সেবন করায় তিনি চারি সপ্তাহের পর সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হন (*The North American Journal of Homœopathy*, Nov. 1892 পৃষ্ঠা ৬৫৬ দ্রষ্টব্য)।

অণ্ডকোষের প্রদাহ ও বৃদ্ধি

(ORCHITIS)।

প্রমেহ উপদংশাদি পীড়া হইতে অণ্ডকোষ ও তদাবরক ঝিল্লী সমূহের প্রদাহ জন্মে। প্রদাহকালে জল (বা আঠার মত তরল পদার্থ) নিঃসৃত হয়,

ক্রমে অণ্ডকোষটি ফুলিয়া উঠে এবং খুব বড় ও শক্ত হয়; আবার কখন কখন হয়ত কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না, কখন বা অণ্ডকোষটি পাকিয়া উঠে অর্থাৎ তাহার মধ্যে রক্ত পূযাদি জন্মে।

চিকিৎসা :—

পালসেটিলা ৩।—তরুণ প্রদাহে।

অ্যাকোনাইট ৩।—প্রবল জ্বর ও অস্থিরতায়।

বেলেডোনা ৩x—৩।—লাল হওয়া, ফুলিয়া উঠা, গরম বোধ, ও অসহ্য বেদনা।

হ্যামামেলিস্ ১।—স্পর্শানুভব-শক্তির আধিক্যে হ্যামামেলিস ১ সেবন, এবং হ্যামামেলিস্-জলপটি (একভাগ " ও পঞ্চদশভাগ জলসহ) বাহ্য প্রয়োগ।

স্পাঞ্জিয়া ৩।—পুরাতন প্রদাহ সহ অণ্ডকোষের স্ফীতি ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা।

ক্লিমেটিস্ ৩।—প্রমেহ জনিত পুরাতন প্রদাহে।

অরাম-মেট ৩০।—অণ্ডকোষের বৃদ্ধি ও বেদনা।

মার্কিউরিয়াস্-বিন্ ৩x।—উপদংশ জনিত অণ্ড-কোষের বৃদ্ধি।

আঙ্কুশূল বেদনায়, অরাম ৩০ একটি প্রধান ঔষধ। **স্বপ্নদোষ,** বিমর্ষতা, মেজাজ খিট্‌খিটে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, হ্যামামেলিস্ ৩। **পুরুষত্ব** হানিতে, কোনায়াম ৩।

আর্ণিকা ৬, সিপিয়া ৩০, সালফার ৩০, সিলিকা ৬, হিপার ৩০, মার্কিউরিয়াস্ ৩, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

অণ্ডকোষটি যাহাতে না ঝুলিয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে :— সেজন্য ল্যাঙ্গট ব্যবহার করিলে বা অণ্ডকোষ তুলিয়া উচ্চ করিয়া রাখিলে প্রদাহ কমিতে পারে।

ধ্বজভঙ্গ

(IMPOTENCE)।

পুরুষের পক্ষে সুরতক্রিয়ার আংশিক বা সম্পূর্ণ সামর্থ্যহীন হওয়ার নাম "ধ্বজভঙ্গ"। এই রোগে সন্তানোৎপত্তির শক্তি থাকে না। হস্ত-মৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা :—

স্যাবাল-সেরুলেটা θ।—(প্রতি মাত্রায় পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত)। দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন সঙ্গমে অসমর্থ হইলে।

আর্ণিকা ৩x—৩।—আঘাত জনিত ধ্বজভঙ্গ হইলে।

হাইপেরিকাম ১x।—মেরুদণ্ডে আঘাত লাগা হেতু এই রোগ উৎপন্ন হইলে।

অ্যাগ্নাস্-ক্যাস্টাস ২x—৩।—রোগ সামান্য রকম হইলে (বিশেষতঃ রোগের প্রথমাবস্থায়)।

ফসফোরিক-অ্যাসিড ১—৩।—অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে।

নাক্স-ভমিকা ৩—৩০।—অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, মানসিক বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে।

লাইকোপডিয়াম ৩০—২০০।—রোগ পুরাতন হইলে।

অ্যানাকার্ডিয়াম ৬—২০০।—যে সমস্ত যুবক হস্তমৈথুন বা বেশ্যা সহবাস হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় নিজেদের "ধ্বজভঙ্গ" হইয়াছে আশঙ্কায় বিবাহ করিতে চায় না, তাহাদের পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ।

এই সমস্ত ঔষধে উপকার না দর্শিলে, **বিউফো** (Bufo) ৩০ প্রাতঃ ও রাত্রিকালে সেব্য। বিউফো ১০০০ সময়ে সময়ে আবশ্যক।

কিউপ্রাম-অ্যাসেটিকাম ৬x চূর্ণ, সেলেনিয়াম ৬, জেলস্ ১x—৩০, কার্ব্ব-কার্ব্ব ৩০, ফস্ ২০০, সালফার ৬—২০০ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

জননেন্দ্রিয়ের **অপর পীড়াচয়** এবং (স্ত্রীরোগ অধ্যায়ে) **বন্ধ্যাত্ব** দ্রষ্টব্য।

নিয়ম। সাত্ত্বিকভাবে থাকা; দুধ ঘি মাখন মটর প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য। কামোদ্দীপক ঔষধাদি (aphrodisiacs) অতীব অনিষ্টকর; সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কুহকে পড়িয়া অনেকের স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জননেন্দ্রিয়ের অপর কয়েকটি পীড়া।

মুদ্দা (Phimosis) বা লিঙ্গ-মুণ্ডের আবরক-চর্ম্ম সঙ্কুচিত করিয়া লিঙ্গ-মুণ্ড অনাবৃত করিতে না পারা।—মার্ক-কর ৬ (লিঙ্গ-মুণ্ডের আবরক-চর্ম্মের অন্তর্ভাগে ফাটল (fissures) হইলে; রাস-টক্স ৬ (ত্বক চুলকাইলে বা প্রদাহিত হইলে); ক্যানাবিস ৩x (স্ফীত লালবর্ণ ও উত্তপ্ত হইলে)। প্রকৃত প্রমেহরোগে, "মুদ্দা" দ্রষ্টব্য।

উল্টা মুদ্দা (Paraphimosis) বা লিঙ্গ-মুণ্ডের আবরক-চর্ম্ম দ্বারা লিঙ্গ-মুখ আবৃত করিতে না পারা—কলোসিন্থ ৬। প্রকৃত প্রমেহরোগে, "উল্টামুদ্দা" দ্রষ্টব্য।

মণ্যোষ (Balanitis) বা লিঙ্গ-মুণ্ডের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর প্রদাহ ও পূয নিঃসরণ।—নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ ৬ (লিঙ্গ-ত্বক চুলকাইলে, জ্বালা করিলে, বা উহাতে ফুস্কুড়ি হইলে, কিম্বা মামড়ী পড়িলে), পালসেটিলা ৬ (ত্বকের নীচে হরিদ্রাবর্ণের রস বা পূয নিঃসৃত হইলে), থুজা ৩০ (আঁচিল বা শ্লেষ্মা-গুটি হইলে)। উষ্ণ জল ও সাবান-জল দিয়া প্রদাহিত স্থানটি সতত ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রকৃত প্রমেহরোগে, "মণ্যোষ" দ্রষ্টব্য।

হস্তমৈথুন (Masturbation) অর্থাৎ হস্তদ্বারা (বা অন্য কোন অবৈধ অস্বাভাবিক উপায়ে) রতিক্রিয়া সম্পাদন করা।—ক্যান্থেরিস ৬ (পুরুষের পক্ষে), প্ল্যাটিনা ৬ (রমণীর পক্ষে)। **ওরিগেনাম্-মেজোরেনা ৩**, আহারের অনতিপূর্ব্বে সেবন করিলে

এই কদর্য্য অভ্যাস নিবারিত হয় (Dr. Gallavardin)। আর, Dr. Wenzlick বলেন যে হস্তমৈথুনের দুর্নিবার ইচ্ছা (রোগী কিছুতেই হস্তমৈথুন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না) দমন করিবার পক্ষে, উষ্টিলেগো (Ustilago) ৩ ফলপ্রদ। বেলিস্-পেরেনিস ৩ বোধ হয় এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। অধীনস্থ বালক বালিকারা যাহাতে এই পাপকার্য্য না করে, অভিভাবক ও শিক্ষকগণের তদ্বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, দেহ মন শুদ্ধ রাখা, নিয়ত পরিশ্রম, অতপ্ত গৃহে অকোমল শয্যায় শয়ন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়। হস্তমৈথুন অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার পর, স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে ("শুক্রক্ষরণ" দ্রষ্টব্য)।

হস্তমৈথুন জনিত রোগে—ফস্ফোরাস ৬—২০০, সালফার ১২, অ্যাসিড্-ফস্ ১—৩০ প্রভৃতি ঔষধ উপকারী।

প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা কামোন্মাদ।—প্ল্যাটিনা ৬—২০০ (রমণীর পক্ষে), ও পিক্রিক-অ্যাসিড ৬ (পুরুষের পক্ষে)। এই ঔষধ দুইটি ব্যর্থ হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধগুলি (স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই) প্রয়োগ করা যাইতে পারে—মস্কাস ৩x, ক্যান্থেরিস ৬, মেজেরিয়াম ৩০, ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x—৩, কফিয়া ৬, সিমিসিফিউগা ৩x, হায়োসায়েমাস ৩—৩০।

জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ও সঙ্গমে বিতৃষ্ণা।—অ্যাসিড-ফস্ ১—৬ ও জেলস্ ১x—৩ (পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায়); এবং অ্যামন্-কার্ব্ব ৩x ও গ্রাফাইটিস ৬ (স্ত্রীলোকের সঙ্গম-বিতৃষ্ণায়)। স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালন জন্য পুরুষের সঙ্গমেন্দ্রিয় নিতান্ত দুর্ব্বল বা অসাড় হইয়া পড়িলে, সাবাল-সেরুলেটা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ হইতে সাত ফোঁটা) প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে প্রায়ই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আংশিক অসমর্থতায়—ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। সম্পূর্ণ অসমর্থতায়—জেলস্ θ (বিশেষতঃ সঙ্গমেন্দ্রিয় শিথিল বা অসাড় বোধ হইলে)। অতিরিক্ত-

সঙ্গম হেতু অসমর্থতায় ক্যাঃকো ৩০, বা অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬—৩০। লাইকো (ব্যর্থ হইলে), অ্যাগ্নাস্-কাক্টাস্ ১। "ধ্বজভঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

উপদংশ প্রমেহাদি পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসার জন্য, পরবর্ত্তী "**রতিজ-রোগ**" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রতিজ রোগ

(VENEREAL DISEASES)।

"উপদংশ" ও "প্রমেহ" ইন্দ্রিয়-দোষ জনিত ব্যাধি, তাই ইহাদিগকে **রতিজ রোগ** বলে। রতিজ রোগ সংক্রামক। রতিজ রোগ সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিবরণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে; অতিরিক্ত বিবরণাদি জন্য "**পরিশিষ্ট (খ)**—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

১। উপদংশ

(SYPHILIS)।

উপদংশ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সহবাসের পর, সুস্থ ব্যক্তির জননেন্দ্রিয়ে **ক্ষত** (chancre শ্যাঙ্কার বা ঘা) উৎপন্ন হওয়া এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। ক্ষতটি যদি **কঠিন** আকারে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহাকে "কঠিন-ক্ষত (hard chancre) উপদংশ" বলে; ক্ষত **কোমল** হইলে, "কোমল-ক্ষত (soft chancre) উপদংশ" কহে। কঠিনক্ষত-উপদংশ রোগে, রক্ত-দোষ ঘটে (অর্থাৎ তাবৎ শরীরটি দূষিত হইয়া যায়); আর কোমলক্ষত-উপদংশ রোগে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হয় না। পূর্ব্বে ডাক্তারেরা মনে করিতেন যে "কঠিন-ক্ষত" ও "কোমল-ক্ষত" একই রোগের দ্বিবিধ মূর্ত্তি; কিন্তু এক্ষণে নিসংশয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে ইহারা স্বতন্ত্র ব্যাধি—দুইটি বিভিন্ন প্রকারের সংক্রামক-বিষ (virus) বা জীবাণু (bacillus) হইতে উৎপন্ন।

(ক) কঠিন-ক্ষত উপদংশ

ট্রেপোনেমা প্যাল্লাইডাম্ (Treponema pallidum) নামক জীবাণু "কঠিন-ক্ষত উপদংশ" রোগের মুখ্য কারণ; এই "জীবাণু" বা "সংক্রামক-বিষ" কোন গতিকে সুস্থ দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে, এই পীড়া জন্মে। কঠিন-ক্ষত উপদংশ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সহ সঙ্গম, দূষিত ক্ষতের সংস্পর্শ বা রস লাগা, রোগীর কাপড় গামছা কাগজ গেলাস হুঁকা ক্ষুর প্রভৃতি জিনিস ব্যবহার করা, অসাবধানে রোগীর সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসাদি করা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে, এই বিষ সুস্থ ব্যক্তির কোন পাতলা বা ছিন্ন চর্ম্ম দিয়া কিম্বা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী দিয়া তদীয় দেহাভ্যন্তরে নীত হইয়া থাকে; সহবাসের পূর্ব্বে পিতা বা মাতার এই রোগ থাকিলে তাঁহাদের শিশুতে এই বিষ সংক্রমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সুস্থ ত্বকের কোন পাতলা বা ছিন্ন অংশে কিম্বা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে এই বিষ সংস্পৃষ্ট হইয়া শোষিত হইলে, তথায় ক্ষত বা শ্যাঙ্কার জন্মে; এই ক্ষত সচরাচর প্রথমে জননেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু কখনও কখনও ওষ্ঠ করাঙ্গুলী প্রভৃতি অপরাঙ্গেও ক্ষতটি সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাহারও শ্যাঙ্কার থাকিলে সহবাসের পর, প্রায়ই তিন সপ্তাহ কাল মধ্যে এই বিষ পুরুষ হইতে স্ত্রীর বা স্ত্রী হইতে পুরুষের সঙ্গমেন্দ্রিয়ে প্রথমে **একটি মাত্র লাল শক্ত** বেদনাহীন ফুস্কুড়িরূপে প্রকাশ পায়; পরে সঙ্গমেন্দ্রিয় হইতে উহা শরীরের অপরাপর অংশেও (যথা ওষ্ঠ জিহ্বা স্তনবৃন্ত অঙ্গুলী নাভী উরু মলদ্বার প্রভৃতিতে) বিস্তৃত হইতে পারে। এই কদর্য্য ব্যাধি এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ দূষিত করিয়া ফেলে বলিয়া, ইহাকে "সর্ব্বাঙ্গীণ উপদংশ"ও বলে; ইহার অপর নাম—গর্ম্মির ব্যারাম, ফিরিঙ্গি রোগ, প্রকৃত উপদংশ, বা সিফিলিস্। প্রকৃত উপদংশ রোগে—সর্ব্ব প্রথমে **বিষ-সংস্পৃষ্ট স্থানটি**, ক্রমে **শোণিত**, ও অবশেষে দেহের **তন্তুচয়**, আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত উপদংশ-বিষ সংক্রামিত

হইলে, দীর্ঘকাল বা আজীবন ইহার অনিষ্টকর ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব, খুব সাবধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উপদংশ-বিষ সংক্রমণের মুহূর্ত্ত হইতে যতদিন পর্য্যন্ত না ক্ষত প্রকাশ পায়, ততদিন উপদংশ রোগের "অপ্রকাশ অবস্থা (incubation stage)।" এই অবস্থার স্থিতিকাল—১০ হইতে ৯০ দিন (সচরাচর ২১ দিন)। এই অবস্থায় রোগীদেহে বিশেষ কোন উপসর্গ লক্ষিত হয় না। অপ্রকাশ অবস্থান্তে, এই রোগের তিনটি অবস্থা পর পর সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে :—

(১) **প্রাথমিক অবস্থা** (primary stage)।—বিষ-সংক্রমণের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সংস্পৃষ্ট স্থানটি চুলকায়, ফাটামত (কখনও বা একটু শক্ত) দেখায়, পরে উহা একটি মাত্র মটর-সদৃশ কঠিন পূযহীন গোলাকার ক্ষতে পরিণত হয়; ক্ষতটির চারিধার উচ্চ ও শক্ত, মধ্যভাগ গভীর; এবং ক্ষতের সমীপবর্ত্তী কুঁচকীর গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও কঠিন হইতে থাকে (অর্থাৎ বাগী জন্মে)। মাস দেড়েক পরে, ক্ষত ধীরে ধীরে সারিয়া আসে, বাগীও অল্পে অল্পে বসিয়া আসে কিন্তু কতকটা বর্দ্ধিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কুচিকিৎসাদি হেতু রোগীর সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অংশ বিশেষ খসিয়া পড়িলে, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বুঝিতে হইবে। যতদিন প্রাথমিক ক্ষত ও বাগী বিদ্যমান থাকে, ততদিন রোগের প্রাথমিক অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থার স্থিতিকাল দুই সপ্তাহ হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত।

(২) **দ্বিতীয় বা গৌণ** অবস্থা (secondary stage)।—উল্লিখিত প্রাথমিক ক্ষতটি উৎপন্ন হইবার প্রায় তিন চারি মাস পরে, রোগীর জ্বরভাব দৌর্ব্বল্য মাথা ব্যথা রক্তস্বল্পতা গলক্ষত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-ক্ষত চর্ম্মরোগ উপতারা-প্রদাহ চুল উঠে যাওয়া সন্ধি ও অস্থি-বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর তাবৎ রক্ত দূষিত বা বিষাক্ত হয়। দ্বিতীয় অবস্থার স্থিতিকাল ১ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত।

(৩) **তৃতীয়** অবস্থা (tertiary stage)।—দুই তিন বৎসর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার উপসর্গগুলি নির্দ্দোষরূপে সারিয়া না গেলে, অথবা রোগী কিছু দিন ভাল থাকিবার পর, তিনি ধীরে ধীরে তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হন। এই অবস্থায় শরীরের তন্তু—রসরক্ত অস্থি মাংস আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উপাদানচয়—আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইতে থাকে। মুখগহ্বর গলকোষ চর্ম্মাদিতে ক্ষত প্রসারিত হওয়া ও পূয-সঞ্চয় হওয়া পেশী অস্থি হৃৎপিণ্ডাদি বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়া, এবং **অস্থিবেষ্ট** অণ্ডকোষ মস্তিষ্ক যকৃতাদিতে **অর্ব্বুদ** (gummata) উৎপন্ন হওয়া তৃতীয় অবস্থার প্রধান লক্ষণ। এই অবস্থার স্থিতিকাল—অনির্দ্দিষ্ট।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় নানা উপসর্গ বিবিধ আকারে প্রকাশ পায়, তাহাদের যথাযথ বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব; বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসাদি জন্য আমাদের প্রকাশিত **"জননেন্দ্রিয়ের পীড়া** (সচিত্র)" গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১১—৩২ দ্রষ্টব্য]। উপদংশ রোগীর **যাতনা** সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় মধ্যে অর্থাৎ **রাত্রি-কালে বৃদ্ধি** পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—আবশ্যকমত পারদ বা মার্কিউরি এই রোগের একমাত্র ঔষধ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। সাধারণ রকমের উপদংশ-রোগের **প্রথম ও দ্বিতীয়** অবস্থায় একমাত্র **মার্ক-সল ৬** নিয়মমত সেবনে, রোগ সারিয়া আসে; প্রাথমিক উপদংশ-ক্ষতে এবং গৌণাবস্থার গলক্ষতে ও পূযযুক্ত উদ্ভেদে, ইহা বিশেষরূপে উপযোগী; প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্র মার্ক-সল সেবিত হইতে থাকিলে, প্রায়ই বাগী পাকিয়া উঠিতে পারে না। উপদংশ কঠিনতর হইলে, মার্ক-সলের পরিবর্ত্তে রোগের (প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়) **মার্ক-প্রোটো আয়োড্ ২x** সেব্য। রোগের **তৃতীয়** অবস্থায়, **ক্যেলি-আয়োড্** θ (মাত্রা পাঁচ গ্রেণ)—৩০ প্রধান ঔষধ। অন্ততঃ দুই বৎসর যাবৎ এই ভাবে চিকিৎসা চলিলে, রোগ সারিয়া আসে। রোগের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সকল অবস্থাতেই মধ্যে মধ্যে (অর্থাৎ দুই

তিন মাস অন্তর) সিফিলিনাম ৩০ এক এক মাত্রা মাত্র সেবন করান ভাল ; সিফিলিনাম্ সেবনের দুই দিন পূর্ব্বে ও দুই দিন পরে যেন অন্য কোন ঔষধ না দেওয়া হয়।

উল্লিখিত ঔষধগুলির সহকারীরূপে নিম্নলিখিত ঔষধচয় (স্থলবিশেষে আবশ্যক হইলে) সেবন করাইতে হয় :—গ্রন্থি (বা বাগী) বিবৃদ্ধ হইতে থাকিলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩। পূযযুক্ত উদ্ভেদে, গ্রাফাইটিস্ ৬। তাম্রবর্ণ উদ্ভেদে, সালফার ৬। অত্যন্ত পূয সঞ্চয়ে, সিলিকা ৩০। ক্ষতকর স্রাব ও জ্বালাকর বেদনায়, আর্সেনিক ৬। অস্থি আক্রান্ত হইলে বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত হইলে কিম্বা নাসিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, অরাম-মেট ৬। রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষয়কর ক্ষতে বা অত্যধিক মাত্রায় পারদের অপব্যবহার জনিত ক্ষতে, অ্যাসিড্-নাইট্রিক ৬। আঁচিল বা ফুলকপির মত গ্যাঁজ হইলে থুজা ৬। অত্যধিক মাত্রায় মার্কিউরি (অর্থাৎ পারদ) সেবন ও উপদংশ-বিষ এই উভয়ের সংযোগ জনিত রোগীদেহের উপসর্গে (যথা অস্থি দন্তমাঢ়ী প্রভৃতি আক্রান্ত হইলে), হিপার-সালফার ৬—৩০। রাত্রিকালে দারুণ অস্থি-বেদনায়, মেজেরিয়াম ৬। চক্ষুরোগে, সিনেবেরিস ৩x বিচূর্ণ। বাতরোগে, কেলি-আয়োড্ θ—৩০, ফাইটোল্যাক্কা ৩।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—নিমপাতা সিদ্ধ গরম জলে ক্ষত ধৌত করিয়া তদুপরি গাঁদা-পাতার রস বা ক্যালেণ্ডুলা θ প্রয়োগ করিতে হয়। বাগী পাকিয়া উঠিলে, তিন চারি ঘণ্টা অন্তর তাহাতে তিসির পুল্টিস লাগান ভাল। মৎস্য মাংস দধি ও মিষ্টান্ন ভোজন বা সুরাপান বা অন্য কোন নেশা করা, তাম্রকুট সেবন, রাত্রি জাগরণ, প্রভৃতি নিষিদ্ধ। খাদ্য পুষ্টিকর অথচ লঘু হওয়া আবশ্যক। জ্বর না থাকিলে, নিত্য গা মুছিয়া গরম জলে স্নান করা যাইতে পারে। রোগীর দন্তগুলি যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে।

প্রতিষেধক।—Dr. Sir William Osler (Regius Professor of Medicine in the University of Oxford) বলেন যে উপদংশ-রোগী সহ সঙ্গমের পূর্ব্বে সুস্থ ব্যক্তি ক্যালোমেল

(calomel) ব্যবহার করিলে, তাঁহার শরীরে উপদংশ-বিষ সংক্রমণ করিতে পারে না (The London *Times* dated 4th January 1919 দ্রষ্টব্য)।

জন্মগত উপদংশ।

অর্জ্জিত উপদংশ অপেক্ষা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত উপদংশ অধিকতর ভয়াবহ। ভূমিষ্ঠ হইবার মাস দেড়েক মধ্যে শিশুর পাছা উদর করতল ও পদতলে (উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থার) চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, নাক সেঁটে ধরে, ও শরীর ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—গর্ভাবস্থায় মাতার পক্ষে মার্ক-সল ৬, এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর পক্ষেও মার্ক-সল ৬ ব্যবস্থা। ক্ষতাদি নিত্য ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

"প্রকৃত উপদংশ" ও "জন্মগত উপদংশ" সম্বন্ধে **অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য** বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য, "**পরিশিষ্ট (খ)** ধাতু দোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

(খ) কোমল-ক্ষত উপদংশ
(CHANCROID)।

ডুক্রে-জীবাণু (Ducrey's bacillus) "কোমল-ক্ষত উপদংশ" রোগের মুখ্য কারণ; কোমল-ক্ষত উপদংশ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সহ সঙ্গম সংস্পর্শাদি দ্বারা এই জীবাণু বা বিষ সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহার "কোমলক্ষত উপদংশ"-রোগ জন্মে। এই রোগ-বিষ দেহে শোষিত হয় না, কেবল স্পৃষ্টস্থানে কোমল-ক্ষত উৎপাদন করে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত বা বিষাক্ত করে না; সুতরাং "কঠিন-ক্ষত" উপদংশের মত ইহা ভীষণ নয় ও সহজেই সারিয়া যায়।

সচরাচর সঙ্গমের পর তিন দিন মধ্যেই সঙ্গমেন্দ্রিয়ে ক্ষত দৃষ্ট হয়; ক্ষত একাধিক হয়, দেখিতে সহজ ঘা'র মত—কোমল, বেদনাযুক্ত, ও ক্ষতগুলি হইতে পূয পড়ে, এবং কখনও বা পচিতে আরম্ভ হয়। ক্ষত

গুলির কিনারা উচ্চ, মধ্যদেশ অগভীর, ও তলদেশ স্পাঞ্জবৎ। কোমল-ক্ষত প্রকাশ পাইবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে "বাগী" হয়। এই বাগী একক, বৃহদাকার, ও ইহাতে পূয জন্মে; কিন্তু "কঠিন-ক্ষত" উপদংশের বাগী বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্রাকার, ও উহাতে পূয জন্মে না। সাধারণতঃ "কোমল-ক্ষত উপদংশ দুই মাস মধ্যেই সারিয়া যায়; কিন্তু কুচিকিৎসাদি হেতু সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অংশ-বিশেষ পচিয়া স্খলিত হইলে, রোগীর প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব, সাবধানে চিকিৎসা করা বিধেয়।

চিকিৎসা। **মার্ক-সল ২x বিচূর্ণ—৬** সেবনে এই রোগের ক্ষত ও বাগী আরোগ্য হয়। মার্ক-সল ব্যর্থ হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩—৬ দেয়। ক্ষত পচিতে আরম্ভ হইলে, আর্সেনিক ৩। "কঠিন-ক্ষত"-উপদংশ রোগের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—এই রোগের ত্রিবিধ ক্ষত, আঁচিল, সঙ্কুচিত ক্ষত-চিহ্ন প্রভৃতির বিবরণ ও চিকিৎসাদি জন্য, আমাদের প্রকাশিত "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (সচিত্র)" পুস্তক পৃষ্ঠা ৩২—৩৬ দ্রষ্টব্য।

২। প্রমেহ

(GONORRHŒA)।

প্রমেহ রোগগ্রস্ত লোক সহ সঙ্গমের পর, সুস্থ ব্যক্তির মূত্রমার্গ বা প্রসবদ্বার প্রদাহিত হওয়া ও তথা হইতে পূযবৎ স্রাব নিঃসৃত হওয়া, প্রমেহ রোগের প্রধান লক্ষণ। কয়েক সপ্তাহ পরে যদি রোগীর আঁচিল রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হওয়ার উপসর্গ ঘটে, তাহা হইলে উহাকে "সর্ব্বাঙ্গীণ প্রমেহ" বা "প্রকৃত প্রমেহ" কহে। আর যদি আঁচিল রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হওয়ার কোন উপসর্গ না ঘটে, তাহা হইলে উহাকে "একাঙ্গীন প্রমেহ" বলে। দুইটি প্রমেহ ব্যাধিই সংক্রামক, দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বিষ হইতে উৎপন্ন। প্রমেহ রোগকে "মেহ" বা "ধাতের ব্যারাম"ও বলে।

(ক) প্রকৃতপ্রমেহ বা সর্ব্বাঙ্গীণপ্রমেহ।

গণোকোক্কাস্ (gonococcus) নামক জীবাণু "প্রকৃতপ্রমেহ" রোগের মুখ্য কারণ; এই জীবাণু বা সংক্রামক-বিষ (virus) কোন গতিকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হইলে, তাঁহার এই পীড়া জন্মে। "প্রকৃতপ্রমেহ"-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সহ সঙ্গম, দূষিত স্রাবের সংস্পর্শ বা রস লাগা, রোগী-স্পৃষ্ট পিচকারী কাপড় তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করা বা রোগী-ত্যক্ত মূত্রের উপর প্রস্রাব করা, অসাবধানে রোগীর সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসাদি করা প্রভৃতি নানা উপায়ে এই বিষ সুস্থদেহে নীত হইতে পারে; সহবাসের পূর্ব্বে পিতা বা মাতার এই রোগ থাকিলে তদীয় শিশুতে এই বিষ সংক্রমিত হয়। সচরাচর প্রমেহবিষ-দুষ্ট ব্যক্তির সহিত সঙ্গমকালে বিষটি সুস্থ ব্যক্তির মূত্রমার্গে প্রবেশলাভ করিলে, প্রথমে তথাকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী প্রদাহিত হয় ও পরে তথা হইতে স্রাব নির্গত হইতে থাকে। যথা, প্রমেহগ্রস্তা নারীসহ সঙ্গমকালে রোগ প্রথমে পুরুষের মূত্রনালী আক্রমণ করে ও পরে উহা মূত্রনালী হইতে সরলান্ত্র মুখগহ্বর চক্ষু প্রভৃতি অপর অঙ্গেও বিস্তৃত হয়; আর, প্রমেহগ্রস্ত পুরুষসহ সংসর্গকালে, স্ত্রীলোকের মূত্রমার্গ ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াদি আক্রান্ত হয়। স্ত্রী-মূত্রমার্গ পুং-মূত্রমার্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, তাই স্ত্রী-প্রমেহ ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না।

প্রমেহ-বিষ পুরুষের সুস্থদেহে প্রবেশ করিবার দুই এক দিন পরে মূত্রমার্গের বহির্মুখ (meatus urinarius) চুলকাইতে থাকে, লালবর্ণ হয় ও তথা হইতে সাদাটে **পাতলা স্রাব** নিঃসৃত হয়; আরও দুই তিন দিন পরে সঙ্গমেন্দ্রিয় স্ফীত হয়, মূত্রত্যাগকালে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ও প্রচুর হরিদ্রাভ বা সবুজ কিম্বা দুগ্ধবৎ অথবা রক্তময় **গাঢ় স্রাব** বা পূয নির্গত হইতে থাকে, কুঁচকি উরু অণ্ড-কোষাদি টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় ও পুরুষাঙ্গটি কতকটা শক্ত হয় এবং অপরাপর অঙ্গও আক্রান্ত হইতে পারে; এবং অবশেষে (অর্থাৎ আরও

দুই তিন সপ্তাহ পরে) **স্রাব** ক্রমে **পাতলা শ্লেষ্মা-পূয মিশ্র** ভাবাপন্ন বা তরল সবুজাভ হইতে থাকে ও জ্বালাযন্ত্রণা কমিয়া আসে। যতদিন **শ্বেতাভ পাতলা স্রাব** বর্ত্তমান থাকে, ততদিন প্রমেহ রোগের প্রথম বা **আক্রমণ অবস্থা** (স্থিতিকাল সচরাচর দুই তিন দিন); যতদিন **গাঢ় পূয** স্রাবিত হয়, ততদিন রোগের দ্বিতীয় বা **তরুণ-প্রদাহ অবস্থা** (স্থিতিকাল প্রায় দুই তিন সপ্তাহ); এবং যতদিন স্রাব **পাতলা-শ্লেষ্মা-পূয-যুক্ত** থাকে, ততদিন রোগের তৃতীয় বা **হ্রাস অবস্থা** (স্থিতিকাল অনিশ্চিত, সচরাচর তিন চারি সপ্তাহ)। তৃতীয় অবস্থার অপর নাম "**লালামেহ** (gleet গ্লীট্) অবস্থা।"

আর, প্রমেহ-বিষ সুস্থ স্ত্রী-দেহে সংক্রমিত হইবার পর, সচরাচর যোনীদেশ দিন দশ স্ফীত লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত থাকে ও তথা হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা অনুভূত হয়, ক্রমে তাবৎ জননেন্দ্রিয়টি আক্রান্ত হইতে পারে; পরে জ্বালাযন্ত্রণা কম পড়ে ও রোগ ক্রমে আরোগ্যোন্মুখ হয়। যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন ব্যতীত প্রকৃত প্রমেহ-বিষ সহজে রোগীদেহ হইতে নিঃশেষিত হয় না। কুচিকিৎসিত না হইলে, স্রাব সচরাচর সাত আট সপ্তাহ মধ্যে বন্ধ হয় ও রোগটি আরোগ্যোন্মুখ বলিয়া আপাত-প্রতীত হয়; কিন্তু সামান্য অনিয়মে উপদংশ রোগের পরিণাম স্বরূপ বিবিধ উপসর্গ ঘটিতে পারে—যথা, পুরুষাঙ্গ শক্ত ও বক্র হওয়া, মণ্যোব, মুদা, উল্টামুদা, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-প্রদাহ, রক্তপ্রস্রাব, আঁচিল, চক্ষু-প্রদাহ, বাগী, বাত, দীর্ঘস্থায়ী লালামেহ ও তজ্জনিত মূত্রনালীর সঙ্কোচন, মূত্ররোধ, প্রভৃতি। প্রমেহ রোগের ও পরবর্ত্তী উক্ত উপসর্গাদির গৃহ-চিকিৎসার উপযোগী ঔষধাদি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য, আমাদের প্রকাশিত "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (সচিত্র)" পৃষ্ঠা ৩৬—৫৮ দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ রোগীর **যাতনা** সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ **দিবাভাগে বাড়ে।**

চিকিৎসা। **আক্রমণ অবস্থায়**—সিপিয়া ৩০। **প্রদাহ অবস্থায়**—অ্যাকোনাইট ৩x (প্রদাহের প্রথম অবস্থায় জ্বরাদি লক্ষণে) ও ক্যানাবিস-স্যাটাইভা θ (অ্যাকোনাইট সেবনে প্রদাহ কমিয়া আসিলে—ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, পূয-প্রস্রাব, রক্ত-প্রস্রাব, তীব্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে)। **হ্রাস অবস্থায়**—প্রথমে থুজা ৬—৩০, ও পরে নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—৩০ (বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে বেশী মার্কিউরি বা পারদ সেবন করান হইয়া থাকে)। **স্ত্রী-প্রমেহ রোগে**—কোপেভা ৩x ও সিপিয়া ৩০ উপযোগী।

ঐ ঔষধ কয়েকটির সাহায্যে রোগ সচরাচর সারিয়া আসে ; পরবর্ত্তী উপসর্গাদির জন্য অন্যান্য ঔষধের প্রয়োজন হইতে পারে, যথা—

মণ্যোস্ব উপসর্গে (অর্থাৎ লিঙ্গমুণ্ড আক্রান্ত হইয়া উহার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিলে ও বেশী পূয-স্রাব হইলে)—মার্ক-সল ৬ সেবন ও লিঙ্গমুণ্ডটি পরিষ্কার করিয়া ক্যালেণ্ডিউলা (θ দশ ফোঁটা এক আউন্স্ জল)-ধাবন দ্বারা উহা নিয়ত ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

মুদ্দা হইলে (অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক খুলিতে না পারিলে *) মার্ক-সল ৬ বা গুয়েকাম ২x সেবন ও হ্যামামেলিস (θ দুই ফোঁটা + এক আউন্স জল)-ধাবন দ্বারা লিঙ্গমুখ ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

উলটামুদ্দা হইলে (অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক দিতে না পারিলে *)—মার্ক-সল ৬ সেবন ও হাইপেরিকাম্ (θ দুই ফোঁটা + এক আউন্স জল)-ধাবন দ্বারা লিঙ্গমুণ্ড ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

মুখশায়ী গ্রন্থি-প্রদাহ—পৃষ্ঠা ৩৩৯ দ্রষ্টব্য।

অণ্ডকোষ প্রদাহে—ফাইটোল্যাক্কা ৩, ক্লিমেটিজ্ ৩।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রদাহে—কার্ব্বো ৬, পালস্ ৬।

---

* লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক অতিশয় স্ফীত ও প্রদাহিত হওয়ায় উহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তাই পূয ভাল রকমে নির্গত হইতে পারে না এবং ত্বকটিও খোলা বা দেওয়া যায় না। ঔষধে উপকার না হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রক্ত প্রস্রাবে—ক্যান্থেরিস ৩x (এই গ্রন্থের মূত্রযন্ত্র-পীড়াধ্যায়ে "রক্ত-প্রস্রাব" দ্রষ্টব্য)।

বাত—থুজা ৩০ ও ফাইটোল্যাক্কা ৩ (প্রমেহ জনিত বাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ), পালসেটিলা ৬ (স্রাবরোধ জনিত বাত), ব্রায়োনিয়া ৬; আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—৩০।

লালামেহ (অর্থাৎ তৃতীয় অবস্থার স্রাব) **দীর্ঘকাল স্থায়ী** হইলে—থুজা ৩০ ও নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬। হাইড্র্যাষ্টিস্ θ দশ গুণ জল সহ, মিশাইয়া তদ্দ্বারা পিচকারী লইলে উপকার দর্শে। **স্রাবের** অন্যান্য ঔষধাদি জন্য, পরবর্ত্তী "একাঙ্গীন প্রমেহ" পৃষ্ঠা ৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

মূত্রনালীর সঙ্কোচন (অর্থাৎ মূত্রনালীর সঙ্কুচিত অবস্থায় মূত্রত্যাগকালে প্রথম প্রথম মূত্র নিঃশেষে নিঃসৃত হয় না, ও পরে মূত্র মোটেই নির্গত হয় না)—ক্যান্থেরিস্ ৩x—৩ সেবন এবং উষ্ণ জলে স্নান। আবশ্যক হইলে মূত্র-শলাকা (catheter) দ্বারা প্রস্রাব করাইতে হয়, ও পরে আর্ণিকা ৩ সেব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে যেন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। মৎস্য মাংস অম্ল ও উত্তেজক খাদ্যাদি, ধূমপান, সোডা-ওয়াটার খাওয়া, ঘোড়া বা পা-গাড়ী চড়া, বা বেশী পরিশ্রম করা নিষিদ্ধ। যথেচ্ছ জলপান, দুগ্ধ, মিছরির সরবৎ ও লেবুর রস উপকারী। খুব গরম জলে জননেন্দ্রিয়টি প্রত্যহ অনেকবার যেন ধুইয়া ফেলা হয়। আবশ্যক হইলে, কৌপিন (suspensary bandage) ব্যবহার করা ভাল।

"প্রকৃত প্রমেহ-বিষ" বা "প্রকৃত উপদংশ-বিষ" শরীরে সংক্রমিত হইলে, (হোমিওপ্যাথি মতে নির্ব্বাচিত প্রকৃত ঔষধ সেবন ব্যতীত) উহা সহজে নিঃশেষিত হয় না; সুতরাং জীবনে কখনও কোনও লোকের দুই বা ততোধিক বার প্রকৃত প্রমেহ বা প্রকৃত উপদংশ রোগ জন্মে না

প্রকৃত প্রমেহ রোগ সম্বন্ধে **অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য** বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য, এই গ্রন্থের "**পরিশিষ্ট (খ)**—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

খ। একাঙ্গীন প্রমেহ বা স্থানিক প্রমেহ।

এক প্রকার সংক্রামক-বিষ (virus) এই রোগের মুখ্য কারণ, এই বিষ সুস্থ দেহে প্রবিষ্ট হইলে উহা শরীরের **একটি স্থান** (অর্থাৎ মূত্র-যন্ত্রটি) মাত্র আক্রমণ করিয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত বা বিষাক্ত করিতে পারে না; তাই ইহাকে **একাঙ্গীন প্রমেহ** বা **স্থানিক প্রমেহ** বলে। প্রকৃত ও স্থানিক উভয়বিধ প্রমেহ রোগের সংক্রমণ, আক্রমণাবস্থা, প্রদাহ, ও **শ্লেষ্মাপূযযুক্ত স্রাব** * একই রকমের; সেই জন্য প্রথম প্রথম রোগ দুইটির পার্থক্য স্থির করা সহজ নয়; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলেও যদি সঙ্গমেন্দ্রিয়ের চারিধারে **ফুলকপির ফুলবৎ উপমাংস** (বা আঁচিল) সমূহ ও রক্ত স্বল্পতাদি সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হওয়ার কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে রোগীর "একাঙ্গীন প্রমেহ" হইয়াছে। সুচিকিৎসিত হইলে, কয়েক মাস মধ্যেই একাঙ্গীন প্রমেহ-বিষ দেহ হইতে নিঃশেষিত হয় †। এ দেশে যে সব প্রমেহ রোগী দেখিতে পাই, তাহাদের অধিকাংশই এই "একাঙ্গীন প্রমেহ"-রোগগ্রস্ত।

---

* উভয়বিধ প্রমেহ রোগে ও মূত্রমার্গ প্রদাহে (পৃষ্ঠা ৩২১ দ্রষ্টব্য) একই রকম শ্লেষ্মা-পূযস্রাব লক্ষিত হয়; তা ছাড়া ক্রিমি হস্তমৈথুন, অত্যধিক সঙ্গমাদি জন্যও এই প্রকার স্রাব ক্ষরিত হয়: সুতরাং কেবল এই রকম স্রাব দেখিয়াই "প্রমেহ রোগ" হইয়াছে, নব শিক্ষার্থী যেন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হন।

† এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত "তরুণ ও চিররোগের" লক্ষণানুসারে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে "একাঙ্গীন প্রমেহ" একটি "তরুণ-রোগ", কেননা ইহাতে "প্রারম্ভ" "বর্দ্ধন" ও "হ্রাস" এই তিনটি অবস্থা পর পর ঘটিয়া থাকে; আর, "প্রকৃত প্রমেহ" একটি "চিররোগ", কেননা উহাতে প্রথমোক্ত দুইটি অবস্থা মাত্র বিদ্যমান থাকে, হ্রাসাবস্থা থাকে না ["পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য]।

চিকিৎসা।—পেট্রোসেলিনাম θ প্রত্যহ পাঁচ ছয় ফোঁটা মাত্রায় কয়েকদিন যাবৎ সেবন করিলে রোগ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। যদি উহাতে না সারে, তাহা হইলে **স্রাবের প্রকৃতির** প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে, যথা—রক্তময় স্রাবে—ক্যান্থেরিস ৩x ; দুগ্ধবৎ স্রাবে—কোপেভা ৩x ; জলবৎ আটা আটা স্রাবে—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x ; শ্লেষ্মাময় স্রাবে—ক্যাপ্সিকাম ৩ ; পূযময় স্রাবে—নেট্রাম-মিয়ুর ৩০ ; হরিদ্রাভ স্রাবে—হিপার-সালফার ৩০ ; সবুজবর্ণ স্রাবে—থুজা ৩০ ; অণ্ডলালবৎ বা গোলাপী রং বিশিষ্ট স্রাবে—পেট্রোসেলিনাম ৩x ; দুর্গন্ধ স্রাবে—কার্ব্বো-ভেজ ৬।

অ্যালোপ্যাথিক ঔষধাদির অপব্যবহার জনিত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেলে, "জায়ুজ ব্যাধির" ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রোগীকে সেবন করাইতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—"প্রকৃত প্রমেহ" রোগের "আনুষঙ্গিক চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য।

বাগী

(BUBO)।

প্রমেহ বা উপদংশ জনিত কুঁচকীর বীচি (বা গ্রন্থিগুলি) প্রদাহিত (অর্থাৎ স্ফীত বেদনাযুক্ত লালবর্ণ উত্তপ্ত ও শক্ত) হওয়ার নাম **বাগী** * ; ক্রমে বাগীতে পূয-সঞ্চয় হইয়া উহা পাকিয়া উঠে—এই সময়ে প্রায়ই শীত করিয়া জ্বর হইতে থাকে।

---

* শরীরের যে কোন স্থানের গ্রন্থির লসীকাচয়ের প্রদাহকে **বাগী** বলে। যথা, আঙ্গুল-হাড়া হইলে, বগলে বাগী হয় ; বেশী পথ হাঁটিলে, লাফালাফি করিলে, জুতার ফোস্কা বা পাঁচড়ার তাড়সে, কুঁচকীতে বাগী হয় ; মুখের ঘা হেতু নিম্ন-চুয়ালে বাগী হয়। এই সব বাগীর চিকিৎসা ফোড়ার চিকিৎসার ন্যায় ("ফোড়া" দ্রষ্টব্য)।

চিকিৎসা।—প্রমেহ-বিষ বা উপদংশ-বিষ জনিত বাগীর পক্ষে মার্ক-সল ৩—৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ (কিন্তু রোগী যদি বহুদিন যাবৎ মার্কিউরি বা পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ দিতে হয়); এইরূপ চিকিৎসায় যদি ৬০ ঘণ্টা মধ্যে কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্ ৬ বা ব্যাডিয়েগা ৬ সেবন করিলে প্রায়ই পূয জন্মে না বা পুলটিস দিতে হয় না [কিন্তু পূয জন্মিলে, বাগী-বসাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহাতে পুলটিস দিয়া পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্র করান বিধেয়]। পূয পড়িতে আরম্ভ করিলেও, কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস ৬ বা ব্যাডিয়েগা ৬ সেবন; এবং ক্যালেণ্ডিউলা (θ একভাগ + আট ভাগ জল) বাহ্যপ্রয়োগ। বাগীতে গলিত ক্ষত হইলে, কেলি-আয়োড্ θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ তিনবার) সেবন ও ক্ষতটি উষ্ণ জল দ্বারা সতত পরিষ্কার করতঃ তদুপরি আয়োডোফর্ম্মের গুঁড়া ছিটাইয়া দেওয়া বিধি। নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির সেবন প্রায়ই আবশ্যক হয়:—

হিপার-সালফার ৬—২০০।—বাগী পাকিয়া উঠা অর্থাৎ খুব পূয হওয়া (যাঁহারা অধিক পারদ সেবন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী)।

সিলিকা ৩x—৩০।—নালি-ঘা বা শোষ হইবার উপক্রম হইলে; শোষ হইলেও ইহা উপকারী।

বিভিন্ন প্রকৃতির "বাগী"র বিশেষ বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য "আমাদের প্রকাশিত জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (সচিত্র)" পৃষ্ঠা ৬০—৬৭ দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—যত দিন না বাগীর ঘা শুকাইয়া যায় ততদিন শয্যাত্যাগ না করা; ঘা থাকিতে বেড়াইলে, নালী-ঘা হইতে পারে, নালী-ঘা সহজে সারে না ও বড় কষ্টদায়ক। বাগীতে গরম সেক বা পুলটিস দেওয়া ভাল, বাগী পাকিলে অস্ত্র করা বিধেয়। ঝোল রুটি দুধ সুপথ্য; ভাত মাছ না খাওয়াই ভাল।

রতিজ রোগের অপর কয়েকটি উপসর্গ।

উপদংশ রোগের **ক্ষতাদি** (বিশেষতঃ চক্ষু ও গলমধ্য আক্রান্ত হওয়া) উপসর্গ উৎকট হইলে, জাকারাণ্ডা-গুয়ালাণ্ডাই θ প্রত্যহ দুইবার পাঁচ ফোঁটা করিয়া সেবন।

মূত্র-শলাকা (catheter) ব্যবহার **ব্যতীত** যাঁহাদের **প্রস্রাব হয় না** তাঁহাদের পক্ষে সলিডেগো-ভার্গা (θ—৩x প্রতি মাত্রায় ৩—৫ ফোঁটা) প্রত্যহ তিন চারি বার সেবন।

মুত্রশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlarged prostate) **জনিত** যে সকল পুরুষের মূত্র-শলাকা (catheter) ব্যবহার ব্যতীত **মূত্রত্যাগ হয় না** তাঁহাদের পক্ষে সাবাল-সেরুলেটা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা দিবসে দুইবার ব্যবস্থা)।

প্রমেহ রোগ জনিত **সন্ধিবাত** বা **গ্রন্থিবাত** (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের) উপসর্গে—ভিস্কাম্‌-অ্যাল্বাম θ —৩x।

অনিদ্রা।—জেলসিমিয়াম θ প্রতিমাত্রায় তিন ফোঁটা (অত্যন্ত অবসন্নতা বা নিস্তেজভাব), কফিয়া ৬ (অনিদ্রার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ), সিমিসিফিউগা ৩x—৩০ (টাটানি বা বেদনার জন্য অনিদ্রা), পালস্‌ ৬ (রাত্রির প্রথমভাগে নিদ্রা না হইলে), নাক্স-ভ ৬ (রাত্রির শেষভাগে ঘুম না হইলে)।

১৪। চর্ম্মরোগ।

সূচনা।

সাধারণ লোকের (এমন কি অনেক চিকিৎসকেরও) ধারণা এই যে "ত্বক্" বা "চর্ম্ম" গাত্রাবরণ মাত্র। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্তিমূলক ; কেননা "ত্বক্" শরীরের বা শারীরিক যন্ত্রচয়ের আবরক মাত্র নহে, হৃৎপিণ্ড পাকাশয়াদির ন্যায় ইহাও বাস্তবিক প্রাণি-দেহের একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত-যন্ত্র।

অতএব, চর্ম্মোপরি কোন রোগ হইলে, উহা প্রলেপাদি বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নয়। চর্ম্মরোগ সাধারণতঃ আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের পীড়ার বাহ্য প্রকাশক ; সুতরাং উহা আরোগ্য করিতে হইলে সাধারণতঃ **আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনই** প্রকৃষ্ট উপায়। তবে, দুই একটি চর্ম্মোরোগ যাহা গাত্রোপরি ময়লা জমিয়া জন্মে, তাহা সাবান প্রভৃতি বাহ্য প্রয়োগে সারাইলে অনিষ্ট হয় না। কিন্তু সচরাচর জিঙ্ক-অয়েণ্টমেণ্ট, সালফার-সোপ, গুলার্ডজ্-সলিউসান, ক্যালেণ্ডিউলা-সিরেট প্রভৃতি বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা চর্ম্মের উপরিভাগ সুস্থ দেখায় মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে রোগ মোটেই সারে না—বাহিরের রোগ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বাহিরের রোগ এই প্রকারে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র আক্রমণ করিতে পারে ; বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা চর্ম্মরোগ এইরূপে বাহির হইতে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে অনেক স্থলেই বিষম অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন হয়, কখন কখন মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

অবস্থা বিশেষে **চিকিৎসা** সঙ্কেত, যথা :—

থুজা ৩০।—টিকা দিবার পর হইতে কোন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইলে, ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্যাসিলিনাম ২০০।—যক্ষ্মা বা গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট লোক-দিগের চর্ম্ম পীড়ায়।

বেলিস-পেরেনিস ৩x।—জলীয় বাতাস লাগা বা হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা লাগা হেতু চর্ম্মরোগ হইলে।

ডাল্কেমারা ৬।—স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস হেতু (বা বর্ষা কালের) চর্ম্মপীড়া হইলে।

আর্ণিকা ৩—৩০।—আঘাত জনিত (বা পড়িয়া যাইবার পর) চর্ম্ম পীড়ায়।

হাইপেরিকাম θ—৩০।—স্নায়ুতন্তু আহত হওয়ার পর চর্ম্মরোগ হইলে।

ডলিকস ৬।—সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইতে থাকে, অথচ গাত্রে কোন উদ্ভেদ জন্মে না।

কার্ব্বলিক-অ্যাসিড ৬।—সর্ব্বাঙ্গে জলপূর্ণ উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় (গা ঘসিলে চুলকান উপশমিত হইয়া জ্বালা মাত্র থাকিলে)।

মেজেরিয়াম ৩০ (প্রত্যহ এক মাত্রা)।—একজিমা (eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগ যাহা শীত ঋতুতে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে অন্তর্হিত হয়।

স্পার্জ্জিয়া θ।—Dr. Percy বলেন যে প্রত্যহ (দুই ফোঁটা মাত্রায়) তিনবার সেবন করিলে যে কোন চর্ম্মরোগ হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে পিঁয়াজ খাইলে, হরিদ্রাবর্ণ ও অসুস্থ চর্ম্ম সারিয়া যায়; অবন্ধুর বা আবড়ো-খাবড়ো চর্ম্মের উপর ভিনেগার ঘষিলে, চর্ম্ম মসৃণ হয়; হাত ভাল রকমে ধুইয়া টাট্‌কা লেবুর রস মাখিলে, হাত কোমল ও শাদা হয় এবং নখগুলি সুন্দর দেখায়। Dr. Lutze বলেন যে কর্ণাস (cornus alternifolia) θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, ফাটা চামড়া (ও তথা হইতে রস নির্গত হওয়া) সারিয়া যায়। পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

"রোগ-লক্ষণ" অধ্যায়ে; "তরুণ ও চিররোগ" অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আমবাত

(URTICARIA)।

বিচুটি গায়ে লাগিলে বা বোল্‌তা কামড়াইলে গায়ে যেমন চাকা-চাকা লাল শাদা দাগ পড়ে, গা চুলকাইতে চুলকাইতে আমবাতেও ঠিক ঐরূপ দাগ পড়ে। আমবাত পীড়া হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন থাকিয়া আপনিই মিলাইয়া যায়। পীড়া পুরাতন হইলে, রোগী

কষ্ট পান। শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠা ও চুলকান, এবং আক্রান্ত-স্থান উত্তপ্ত হওয়া, আমবাতের প্রধান লক্ষণ। চিংড়ীমাছ কাঁকড়া বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ঠাণ্ডা লাগা হেতু, এই পীড়া হইতে পারে।

চিকিৎসা।—দাহ, জ্বর, পিপাসা, ও লালবর্ণের চুলকানি প্রকাশ পাইলেই, অ্যাকোনাইট ৩x। পীড়কাগুলির প্রান্তভাগ লালবর্ণ ও মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ, জ্বালাকর বা হুলফুটানবৎ বেদনা, অথবা অত্যন্ত কুট্-কুট্ করা বা সুড়্-সুড়্ করা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্টিকা-ইউরেন্স ৩x বা এপিস্ ৩x। আর্টিকা-ইউরেন্স ও এপিসে প্রভেদ এই :—পীড়কা হঠাৎ বসিয়া গিয়া বমন, অতিসার ও প্রলাপ লক্ষণে, আর্টিকা; পীড়কাগুলি অতিশয় স্ফীত ও হুলফুটানবৎ তীব্র বেদনা থাকিলে, এপিস-মেল। আর্টিকা-ইউরেন্স বা এপিস্ প্রয়োগে উপকার না হইলে, ক্লোর্যাল-হাইড্রেট্ ৩x। পাকাশয়-যন্ত্রের বৈলক্ষণ্য হেতু রোগে অ্যান্টিম-ক্রুড্, নাক্স-ভমিকা, বা পালসেটিলা। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে, ডাল্কেমারা। পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—**এপিস, আর্সেনিক, সালফার, কুইনি-আর্স, নেট্রাম-মিয়ুর**; এই সমস্ত ঔষধ ষষ্ঠক্রম হইলে চলিবে। সর্ব্ববিধ ঔষধ বিফল হইলে **স্কুকুম-চক ৩x** বিচূর্ণ সেবনে উপকার দর্শে। পেটের অসুখ হয় এমন দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ।

পাঁচড়া ও চুলকানি

(SCABIES AND ITCHING OF THE SKIN)।

জীবাণু হইতে এক প্রকার পাঁচড়া হয়। মণিবন্ধ, অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থান সমূহে, এবং সূক্ষ্ম ও কোমল চর্ম্মের নিম্নে ঐ সকল কীটাণু বাস করে বলিয়া প্রথমে অঙ্গুলির ফাঁকে পাঁচড়া হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রতিদিন নিমপাতা সহ জল গরম করিয়া পাঁচড়াগুলি উত্তমরূপে ধৌত করতঃ, নিম-তৈল * বা ল্যাভেণ্ডার-অয়েল লাগাইতে হয়; এবং ৩০ ক্রমের **সালফার** মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে শীঘ্র শীঘ্র পীড়কাগুলি শুকাইতে পারে।

ফ্যাগোপাইরাম ২—৩।—সর্ব্বাঙ্গ এত চুলকাইতে থাকে যে রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়েন।

মেজেরিয়াম ৩ বা ৩০।—শরীরের অংশ বিশেষের প্রচণ্ড চুলকানি বশতঃ রোগী ঐ স্থান আঁচড়াইয়া রক্তপাত করিয়া ফেলিলে, এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই বিফল-মনোরথ হইতে হয় না।

ডলিকস ৩।—শরীরের কোনও অংশ (বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশ) দেওয়াল বা অন্য কোনও কঠিন স্থানে সজোরে ঘর্ষণ করিলে রোগীর আরাম বোধ হওয়া লক্ষণে।

সিপিয়া, কাল্কেরিয়া-কার্ব্বণিকা, আর্সেনিক, হিপার-সালফার, নাক্স-ভমিকা, মার্কিউরিয়াস্-কর, সোরিণাম, লাইকোপোডিয়াম, ক্রোটন-টিগ্লিয়াম, কষ্টিকাম, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রভৃতি ঔষধ (৩০ শক্তি) চুলকানিতে উপকারী।

কেহ কেহ গন্ধকের মলম (Sulphur-Ointment) বাহ্য প্রয়োগ করেন; আমরা কিন্তু তাহা অনুমোদন করি না। লক্ষণানুসারে সালফার ৩০ ব্যবহার করিলেই রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইতে পারে।

কাউর ঘা।

ইহা সাধারণতঃ পায়েই হইয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার পাঁচড়া বা একজিমা। রাস-টক্স ৬, সিলিকা ৩০, সিপিয়া ৩০, অ্যান্থ্রাক্স ৬,

* কাঁচাদুগ্ধ সহ নিমপাতা ও নিমছাল এবং কাঁচা-হলুদ বাটিয়া, খাঁটি সরিষা তৈলে, নারিকেল-তৈলে বা জলপাই-তৈলে (olive-oil) ফেলিয়া খানিক জ্বাল দিলে নিম-তৈল প্রস্তুত হয়।

পালসেটিলা ৬, নেট্রাম-মিয়ুর ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, গ্র্যাফাইটিস্ ৩০ প্রভৃতি কাউর ঘায়ের প্রধান ঔষধ।

"পামা" বালরোগাধ্যায়ে "পামা", "পাঁচড়া" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ক্ষত

(ULCER)।

আঘাত লাগায়, চর্ম্ম ছিন্ন হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত হয়।

চিকিৎসা।—ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালা, ক্ষত স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ কঠিন ও উত্তপ্ত হওয়া, এবং অল্প পরিমাণে রক্তময় পূয বা ঈষৎ কাল রঙের পূয নির্গমন লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০। গণ্ডমালা জনিত ক্ষতে, সালফার ৩০ বা ক্যাল্কেরিয়া ৩০। জ্বালাকর লালবর্ণ ক্ষতে, বেলেডোনা ৩x। সামান্য ক্ষতে ধীরে ধীরে পূয উৎপন্ন হইতে থাকিলে, সিলিকা ৩০। পূয নিবৃত্তির জন্য হিপার-সালফার ৩০ (পারদ দোষ থাকিলে ইহা আরও উপযোগী)। উপদংশজনিত ক্ষতে, মার্কিউরিয়াস্ ৬। পুরাতন ক্ষতে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগে ফল না পাইলে, সালফার ৩০। ক্ষত পচিতে আরম্ভ হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা θ (১ আউন্স, অর্দ্ধ-সের জলে মিশাইয়া সেই জলে একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া) ক্ষতের উপরে পটি দিলে পচন নিবারিত হয়।

পুরাতন ক্ষত (শোষ)।

চিকিৎসা।—ক্ষত হইতে সহজে রক্তপড়া, আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালা, অত্যন্ত বেদনা, ও ক্ষতের চারিপার্শ্বের মাংস কঠিন হওয়া লক্ষণে, আর্সেনিক ৩০। দুর্গন্ধ, গাঢ় পূয-স্রাব, ক্ষতে চুলকানি, অথবা হুল-ফুটানর ন্যায় বেদনা, মাংস-বৃদ্ধিবিশিষ্ট শোষ-ঘায়ে, গ্র্যাফাইটিস ৬।

শরীরের নানাস্থানে পচা ঘা এবং উহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি ও ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পূষ-স্রাব লক্ষণে, ল্যাকেসিস্ ৬। চুলকানি, চর্ব্বণবৎ দপ্দপানি বা কর্ত্তনবৎ বেদনা, ক্ষতের উপরে হাত বুলাইলে সহজে রক্ত-স্রাব, এবং ঐ রক্তে টক দুর্গন্ধ অনুভব লক্ষণে, অ্যাসিড-সালফিউরিক ৬ (এমন কি পচনশীল ক্ষত যাহা অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এরূপ ক্ষতেও ইহা উপকারী)। পারার অপব্যবহার বশতঃ পুরাতন নালী-ঘায়ে, লাইকোপোডিয়াম ১২ বা অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬। গভীর ক্ষত, উহার প্রান্তভাগ উচ্চ ; ছিদ্রবৎ, লালবর্ণ ; সামান্য স্পর্শনে বেদনার বৃদ্ধি ; এবং প্রায়ই ক্ষত হইতে রক্ত পড়া লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। ক্যাল্ক-ফ্লোর ১২x বিচূর্ণ, সিলিকা ৩০ ও হিপার-সাল্ফ ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। দশ ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা, দুই কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে পটি দিলে ফল দর্শে।

ফোড়া

(BOILS)।

রক্ত দূষিত বা দেহ শীর্ণ হইলে, ছোট বা বড় ফোড়া হয়। কোন কোন ফোড়া না পাকিয়া বসিয়া যায়। যে ফোড়া স্ফীত হইবামাত্রই দপ্দপ্ বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয়, সে সব ফোড়া প্রায়ই পাকে।

চিকিৎসা।—পূয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে আক্রান্তস্থান স্ফীত ও লালবর্ণ হইয়া "দপ্ দপ্" বেদনা এবং গরম বা জ্বালা বোধ হইলে, বেল্ ১x ; ফোড়ায় পূয উৎপন্ন হইবার সময়ে, মার্কিউরিয়াস-সল ৬। ফোড়া পচিবার উপক্রম হইলে, আক্রান্ত স্থানে জ্বালা করিলে এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতা থাকিলে, আর্সেনিক ৬, ৩০। ফোড়া বসাইবার আবশ্যক হইলে হিপার-সালফার ৬—২০০, কিন্তু যদি পাকাইতে হয়, তাহা হইলে হিপার-সালফার বিচূর্ণ ২x (শরীরে পারদ দোষ থাকিলে, উহা বিশেষরূপে উপযোগী)। অধিক পরিমাণে পূয-স্রাব হইলে, কিম্বা ফোড়া পুরাতন

হইলে, সিলিকা ৩০। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া হইলে, আর্ণিকা ৬। বারম্বার ফোড়া হইতে থাকিলে, সালফার ৩০। অনবরত কষ্টদায়ক ফোড়ায় কোন ঔষধই ফলপ্রদ না হইলে, **একিনেসিয়া** θ পাঁচ ফোঁটা (দিবসে দুই এক মাত্রা মাত্র)। ফোড়া পচিয়া উহা হইতে দুর্গন্ধ-স্রাব নিঃসৃত হইলে, দশভাগ উষ্ণ জলের সহিত একভাগ ক্যালেণ্ডিউলা θ মিশাইয়া, ক্ষত স্থান ধৌত করা বিধেয়।

দূষিত বা অন্য কোন প্রকার ফোড়া হইলেই প্রথমে হাইপেরিকাম্ ২০০ সেবন ও উষ্ণ সেক বাহ্য প্রয়োগে প্রায় সকল রকম ফোড়াই অতি সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধকালে রণক্ষেত্রের যে স্থলে কাপ্তেন গর্ডনের শিবির স্থাপিত ছিল তথায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে সৈন্যদিগের মধ্যে ফোড়া ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। তথায় প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা হয়। পরে, হাইপেরিকাম্ ২০০ সেবন করাইয়া, ও ফোড়ার উপর গরম সেক দিয়া যতগুলি রোগীর চিকিৎসা করা হয় **সকলেই নিরাময়** হইয়াছিল; কখন কখন কোন কোন রোগীর ফোড়া সারিয়া যাইবার কিছু দিন পরে একটি মাত্র ফোড়া প্রকাশ পাইত, কিন্তু উহা স্বতঃই সারিয়া যাইত, কোন ঔষধাদি দিবার প্রয়োজন হইত না। পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত বিবরণাদি জন্য, The *Homœopathic World* for January 1919 দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি সেবনে কোন উপকার না পাইলে, **বিষ-ফোড়ার** ও **পচাজ্বরের** ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

বিষ-ফোড়া

(ANTHRAX or MALIGNANT PUSTULE)।

ইহা তরুণ স্পর্শ-সংক্রামক রোগ। ছাগল মেষ প্রভৃতি জন্তুর দেহ সাধারণতঃ এই রোগের প্রথম উৎপত্তি স্থল। এই বিষ নরদেহে প্রবিষ্ট

হইবামাত্র গাত্র চুলকাইতে থাকে, এবং বিশ পঁচিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়িত স্থানটি কীটাদি দংশনের ন্যায় লাল ও স্ফীত হয়। ইহা ক্রমে বড় হইয়া জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির মত প্রকাশ পায়। এই ফুস্কুড়ি গলিয়া যাইলে ক্ষত হয়। পীড়া কঠিন হইলে জ্বর, উদরাময়, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিলে, হিমাঙ্গ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—

হাইপেরিকাম ২০০।—এই ঔষধ সেবন ও ফোড়ার উপর গরম সেক দিলে, ফোড়া প্রায়ই সারিয়া আসে। এই ঔষধটি প্রথমে ব্যবহার করা ভাল; দুই এক দিন ব্যবহারে যদি উপকার না দর্শে তাহা হইলে লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ দিতে হইবে।

অ্যান্থ্রাসিন ৩০।—রক্ত দূষিত হইয়া শরীরে অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হইলে।

ল্যাকেসিস ৬।—ফুস্কুড়িগুলি নীলাভ বা কৃষ্ণবর্ণের হইলে।

ম্যালাণ্ড্রিনাম ৩০।—উদরাময়, কৃষ্ণাভ পাতলা ভেদ, ফুস্কুড়ির আকার বসন্তের মত হইলে।

বেলেডোনা ৩, আর্সেনিক ৩, এপিস ৩x, কার্ব্বো-ভেজ ৬, হিপার-সালফার ৬ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে "**পচা-জ্বরের**" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

অপর কয়েকটি চর্ম্ম-পীড়ার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

ঘামাচি।—অ্যাকোনাইট ও রাস-টক্স; ঈষদুষ্ণ জলে সোডা গুলিয়া বা চন্দন দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিলে উপকার হয়।

গা-ফাটা।—শীতকালে গা ফাটিলে অ্যাগারিকাস ৬—৩০ ভাল ঔষধ। ট্যামাস θ সমভাগ গ্লিসারিণ সহ মিশাইয়া ফাটাস্থানে লাগান

ভাল। পালসেটিলা, রাস-টক্স, সালফার প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইতে পারে।

গোঁপে দাদ।—লাইকোপোডিয়াম, মার্ক-আয়োড, গ্র্যাফাইটিস, অ্যান্টিম-ক্রুড, সালফার।

আঁচিল।—থুজা ১x—৩০, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, ডাল্কেমারা ৬, কষ্টিকাম ৬ উপকারী। থুজা θ বাহ্যপ্রয়োগ বেশ উপকারী। চুণ লাগাইলেও বেশ উপকার হয়।

ছুলি।—কেলি-কার্ব্ব, অ্যাসিড-নাইট্রিক, নেট্রাম-মিয়ুর, ক্যান্থেরিস, গ্র্যাফাইটিস, সালফার।

মুখব্রণ।—অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যান্টিম-টার্ট, কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, আর্সেনিক, পাল্‌স, কেলি-বাইক্রম, পিট্রোল, অ্যাসিড-ফস, সালফার।

পায়ের আঙ্গুলে কড়া।—ফেরাম-পিক্রিক্ ৩, তরুণ কড়ায়; প্রদাহিত বা পূযযুক্ত হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ১; (হাইড্র্যাষ্টিস θ এক ড্রাম ভ্যাসিলিন এক আউন্স) মলম রাত্রে শুইবার সময় লাগাইলে উপকার দর্শে। ৩৭৬ পৃষ্ঠায় "কড়া" দ্রষ্টব্য।

দদ্রু বা দাদ।—সপ্তাহে একবার মাত্র ব্যাসিলিনাম্ ৩০—২০০ সেবন; দাদের উপর ক্রাইসফ্যান্-অ্যাসিডের (চারি ড্রাম এক আউন্স ভ্যাসিলিন সহ) মলম দিলে প্রায় অন্য কোন ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে উপকার না হইলে নেট্রাম-সালফ্ ২০০—৫০০ প্রতি মাসে একবার মাত্র সেবন করাইয়া অনেক স্থলেই সুফল হইয়াছে। হিপার-সালফার, ফস্ফোরাস, অ্যাসিড-নাইট্রিক, রাস-টক্স, সিপিয়া, গ্র্যাফাইটিস, সালফার, মার্ক-কর, ক্যালেডিয়াম, সেগুইনাম (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে) প্রভৃতিও উপকারে লাগে। উল্লিখিত ঔষধগুলি ৬ হইতে ৩০ ক্রম পর্যন্ত প্রয়োগ করিতে হয়। "খোলস উঠা" দ্রষ্টব্য।

কর্কট রোগ

(CANCER)।

সাধারণতঃ রক্ত দূষিত হইলে এই পীড়া হইয়া থাকে। এই পীড়াতে শরীরের যে কোন তন্তুর উপর বিভিন্ন আকারের অর্ব্বুদ হইতে পারে। সময় সময় এই সকল অর্ব্বুদ খুব বড় হইতে দেখা যায়। এই পীড়ার প্রধান ধর্ম্ম এই যে অর্ব্বুদ একবার সারিয়া বা বসিয়া যাইলে, সেই স্থলেই হউক বা অপর স্থলেই হউক অর্ব্বুদ পুনরায় দেখা দেয়।

চিকিৎসা :—

কার্সিনোসিন্ ৩৩—২০০।—পক্ষান্তে বা মাসান্তে কেবল একমাত্রা সেবন।

আর্সেনিক ৩।—জ্বালাকর বেদনা, রাত্রিকালে (বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে) বেদনার বৃদ্ধি, গরমে রোগের উপশম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

কণ্ডিউরেঙ্গো ১।—বুকে অর্ব্বুদ হইলে।

কোনায়াম ৩০।—আঘাত জনিত অর্ব্বুদ ; বুকের অর্ব্বুদ।

কেলি-সিয়েনেটাম্ ৩।—জিহ্বার অর্ব্বুদ হইলে।

ল্যাকেসিস্ ৬।—ঘোর লাল নীল বা কটাবর্ণ, দূষিত ক্ষত।

সিলিকা ৬।—বাতাসের সামান্য ঝাপ্‌টাও সহিতে না পারা।

সালফার ৬।—বেলা দশটা এগারটার সময় নিস্তেজ হইয়া পড়া, পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম, রাত্রিকালে শুইবার পর পীড়ার বৃদ্ধি।

হাইড্র্যাষ্টিস্ ১, ফাইটোল্যাক্কা ১, থুজা ৩x, রিউটা θ, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৩x, ফস্ফোরাস্ ৬, ইউফর্ব্বিয়া ৬, একিনেসিয়া θ (মাত্রা ৫—২০ ফোঁটা) প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইতে পারে।

অস্ত্র-চিকিৎসা সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হেতু এই পীড়ার উৎপত্তি হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসার ফল পাওয়া

অসম্ভব। এই পীড়া কঠিন, অতএব প্রথম হইতেই রোগীকে সুবিজ্ঞ-চিকিৎসকের হাতে রাখা উচিত।

দুষ্ট-ব্রণ

(CARBUNCLE)।

ইহা একপ্রকার বৃহৎ চ্যাপ্টা গোলাকৃতি দূষিত ফোড়া; ইহার বর্ণ কৃষ্ণ-মিশ্রিত-লোহিত। এই ব্রণ প্রধানতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে হইয়া থাকে; ব্রণ পৃষ্ঠে হইলে পৃষ্ঠাঘাত বলে। বহুমূত্র রোগীর পৃষ্ঠ-ব্রণ হইলে, প্রাণের আশা খুব কম। ঘাড়ের নীচে, বা কোমরেও এই ব্রণ হইয়া থাকে। সামান্য ব্রণ বা ফোড়ার ন্যায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী মুখ না হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ হয়, এবং ঐ সকল মুখ হইতে পাতলা ফেনের ন্যায় ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। প্রথমে অল্পস্থান অধিকার করিয়া ক্রমে বিস্তৃত হয়। এই ব্রণ প্রথমে লাল, পরে ঈষৎ কালরংযুক্ত হয়। সচরাচর ২।৩ সপ্তাহ পরে আক্রান্তস্থল ও তাহার নিম্নস্থ গভীর অংশ পর্য্যন্ত পচিতে থাকে। জ্বর, মাথাব্যথা, জ্বালা, অরুচি, দুর্ব্বলতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ৪০ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রোগের প্রথমেই অ্যান্থ্রাসিনাম্ ৩০, তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে রোগ বাড়িতে পারে না এবং অন্য ঔষধও দিবার প্রয়োজন করে না। যদি ইহাতে সুফল না পাওয়া যায় তবে পশ্চাল্লিখিত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে দেওয়া যাইতে পারে:—আক্রান্তস্থল স্ফীত, লালবর্ণ এবং জ্বালাকর বা হুলবিদ্ধবৎ বেদনা লক্ষণে, এপিস-মেল ৩। ব্রণ পচিতে আরম্ভ হইলে আর্সেনিক ৩—৩০। আক্রান্ত স্থল লালবর্ণ ও চকচকে, খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা, কামড়ানি ও চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা; নিদ্রাবেশ কিন্তু নিদ্রা ভাল হয় না লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x (পূয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে

প্রদাহিত অবস্থায়, পুনঃ পুনঃ বেলেডোনা প্রয়োগ ভাল)। জ্বালাকর বেদনা সহ রক্তস্রাবিক বা দুর্গন্ধ পূযবিশিষ্ট বলক্ষয়কর ব্রণে, কার্ব্বো-ভেজ ৬—৩০। প্রবল বেদনা ও জ্বালাসহ দুর্গন্ধ পূযস্রাব, এবং নিম্নস্থ বিধানতন্তু পচিতে আরম্ভ হইলে, সিলিকা ৩০ বা ল্যাকেসিস ৬। ট্যারেণ্টুলা-কিউবেনসিস্ ৩০ যন্ত্রণা নিবারণের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উষ্ণজলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেক দিলে উপকার হয়। ময়দা বা তিসির পুল্‌টিস দিলে টাটানির নিবৃত্তি পড়ে। ক্যালেণ্ডিউলা মলম বা বোরাসিক-অ্যাসিড মলম (এক ড্রাম বোরাসিক-অ্যাসিড চূর্ণ এক আউন্স ভ্যাসেলিন বা লার্ড সহ) দ্বারা ফোড়া বাঁধিয়া রাখা ভাল। নিমের পুল্‌টিসও এই রোগে বিশেষ উপকারী। পূয নিঃসারিত করিতে হইলে, ছোট-গোয়ালের পাতার কাঁচা পুল্‌টিস ব্যবহার করা ভাল। হাইড্রোজেন-পেরোক্সাইড (hydrogen-peroxide) দ্বারা প্রত্যহ দুই তিন বার ধুইয়া মুছিয়া ফেলা এবং ছোট গোয়ালের পাতার পুল্‌টিস্ দেওয়া ভাল। পুল্‌টিসের উপর কিছু কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে, পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। কণ্ডিজ্-লোসন দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলেও, পচন ও দুর্গন্ধের নিবৃত্তি হয়। রোগীর বিছানা ও কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখা উচিত। সাগু, দুগ্ধ, বার্লি, মাংসের যূষ প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা।

আঙ্গুল-হাড়া

(WHITLOW)।

নখ খুব ছোট করিয়া কাটিলে, আঘাত লাগিলে বা পুড়িয়া গেলে, অথবা কোন বিষাক্ত পদার্থ রক্তস্থ হইলে, আঙ্গুলের অগ্রভাগ প্রদাহযুক্ত হইয়া পূযে পরিণত হয়। পীড়া কঠিন হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

চিকিৎসা।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় অথবা যখন বেদনা হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন সিলিকা ৩x—৩০। জ্বর থাকিলে সিকিলা

সহিত বেলেডোনা ৬ (পর্য্যায়ক্রমে) কেহ কেহ দিয়া থাকেন। অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিশয় স্ফীত হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে, এবং জ্বালা ও বেদনা থাকিলে, আর্সেনিক ৬; কিন্তু নীলবর্ণ হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬। (পীড়ার প্রথর অবস্থায়) অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, মার্ক-সল ৬, হিপার-সালফার ৬, ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৬, অ্যামন-কার্ব্ব ৫০০, বা বোরিক-অ্যাসিড্ ৬। অ্যান্থ্রাসিন ৩০, এপিস ৩, গ্র্যাফাইটিস ৬, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x, ব্রায়োনিয়া ৬, কষ্টিকাম ৬, লেডাম্ ৩ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। নাইট্রিক-অ্যাসিড θ, ডায়স্কোরিয়া θ, বা ফস্ফোরাস θ আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া দিলে, যন্ত্রণার লাঘব হয়। ছোট বেগুণের মধ্যভাগ কুরিয়া অঙ্গুলির উপর টুপির মত বসাইয়া দিলেও, যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। ইহাতে না সারিলে নিমের পুল্‌টিস্ গরম গরম দিতে হয়; হাত এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত, যাহাতে হাত নাড়িতে চাড়িতে নীচুদিকে ঝুলিয়া না পড়ে।

পামা

(ECZEMA)।

প্রথম জ্বালাকর লাল জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি দেখা যায়। পরে ঐ সকল ফুস্কুড়ি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে ক্ষতে পরিণত হয়। ক্ষত হইতে পরিষ্কার জলের মত বা হলদে পূযের মত রস নির্গত হয়; বেশী চুল্‌কাইলে রক্তও কখন কখন বাহির হয়। এই রোগ শরীরের সর্ব্বস্থানেই হইতে পারে, তবে কাণের পাশে ও মাথাতেই এই রোগ বেশী দেখা যায়। সোরা (Psora*)-গ্রস্থ ব্যক্তিদিগের বা যাহাদের সমস্ত শোণিত দূষিত হইয়াছে তাহাদেরই সাধারণতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। অতএব রোগীর ধাতু ভাল করিয়া না বুঝিয়া বাহ্য প্রয়োগাদি দ্বারা পীড়া আরোগ্য করিলে, অনেকরূপ অনর্থ ঘটিতে পারে।

---

* "পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা।—রাস্-ভেন ৩, রাস্-টক্স ৬, সালফার ৩০, সিপিয়া ৬, আর্সেনিক ৩, গ্র্যাফাইটিস ৬, মার্কিউরিয়াস ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬, প্রভৃতি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অধিক চুল্‌কান খারাপ, অতএব ক্ষতস্থান সর্ব্বদা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখা ভাল। দুগ্ধ ও টাট্‌কা শাকসবজী সুপথ্য। মিষ্টদ্রব্য, মাংস, ও গুরুপাক খাদ্য নিষিদ্ধ। ক্ষতস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখা উচিত। বাল-রোগাধ্যায়ে "পামা" দ্রষ্টব্য।

গাত্রদাহ।

গাত্রদাহ সাধারণতঃ জ্বর প্রভৃতি রোগের একটি লক্ষণ মাত্র। কোন পীড়ায় গাত্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে, এই গ্রন্থোক্ত সেই সেই পীড়ার ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

বাহ্যদাহ বা গায়ের উপর জ্বালায়—আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকাম্, নাক্স-ভমিকা, ফস্ফোরাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড্, রাস্-টক্স, ষ্ট্যানাম্, সালফার।

অন্তর্দাহ বা গায়ের ভিতর জ্বালায়—অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যান্থেরিস, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভমিকা, ফস্ফোরাস, স্যাবাডিলা, সেনেগা, সিপিয়া, সালফার।

উপরি উক্ত ঔষধগুলি ৩ হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

জ্বালা নিবারক কয়েকটী প্রধান ঔষধের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সালফার ৩০—২০০।—সর্ব্বশরীর (হস্ত, পদ, মস্তক, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি) যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; যে কোন রোগের **পুরাতন** অবস্থায় এইরূপ জ্বালা অনুভব করিলে, ইহা প্রধান ঔষধ।

আর্সেনিক ৬—৩০।—যে কোন **তরুণ** পীড়ায় সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা হইলে, ইহা প্রধান ঔষধ। এই জ্বালার আর একটী প্রধান

লক্ষণ এই যে গাত্র জ্বলিলেও রোগী গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতে চাহেন না, অথবা অগ্নি বা রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে চান। ক্ষত, অর্ব্বুদ, ফোড়া বা জ্বরাদিতে রোগী নিস্তেজ হইলে, প্রায় এইরূপ জ্বালা অনুভূত হয়।

সিকেলি ৩—৩০।—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে যেন শরীরের সর্ব্বস্থান জ্বলিয়া যাইতেছে রোগী এইরূপ অনুভব করেন; যদিও অপর লোকে রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলে শীতলতা অনুভব করেন, তথাপি রোগী গাত্র হইতে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে চাহেন; সর্ব্বদা বাতাস করিতে বলেন। ওলাউঠা বা পচনশীল রোগে এই লক্ষণ সচরাচর দেখা যায়।

ফস্ফোরাস্ ৬।—সালফারের ন্যায় গাত্রজ্বালা (বিশেষতঃ যক্ষ্মা-রোগে) অনুভূত হইলে।

অ্যাকোনাইট ১x—৬। তরুণ প্রাদাহিক জ্বরাদির প্রথম অবস্থায় অস্থিরতা সহ জ্বালানুভব।

এপিস্-মেল ৩—৩০।—হুলবিদ্ধবৎ বেদনা সহ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্বালা এবং তৎসহ রক্তিমতা ও স্ফীতি বর্ত্তমান থাকিলে।

অ্যাগারিকাস্ ৩—২০০।—শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে চুল-কানি ও রক্তিমতা সহ জ্বালা।

বেলেডোনা ১x—৩০।—গাত্রদাহ সহ কোন অঙ্গের প্রদাহ (ফোলা, রক্তিমতা); প্রদাহিত স্থান স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন তাপ বাহির হইতেছে।

ক্যান্থেরিস্ ৬।—গলা, পেট, গুহ্যদ্বার এবং মূত্রযন্ত্রের জ্বালা (বিশেষতঃ প্রস্রাবকালে)।

ক্যাপ্সিকাম্ ৩—৬।—ক্যান্থেরিসের মত জ্বালায় (সর্ব্ব শরীরে লঙ্কাবাটা দিলে যেরূপ জ্বালা হয়)।

ব্রায়োনিয়া ৩—৩০।—পিত্তপ্রধান ব্যক্তির চক্ষু, হাত, পা প্রভৃতি জ্বালাবোধ।

কুষ্ঠ-রোগ

(LEPROSY)।

এই রোগে চর্ম্মের উপর প্রথমে হরিদ্রাভ লাল দাগ পড়িয়া ফুলিয়া উঠে ও পরে ক্ষত হয়। হাত, পা, মুখ ও কাণে এই রোগ বেশী প্রকাশ পায়। এই পীড়ায় স্পর্শ-শক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়।

হাইড্রোকোটাইলি θ, ব্যাসিলিনাম্ ২০০, আর্সেনিক-আয়োড ৩x, ভ্যাক্সিনিনাম্ ৩০, ম্যালেণ্ড্রিনাম্ ৩০—২০০, গ্র্যাফাইটিস্ ৩x, অ্যানাকার্ডিয়াম ৩x—৩০ প্রভৃতি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপদংশ ও পারদ জনিত কুষ্ঠ-ব্যাধিতে, হিপার-সালফার ৬ সেব্য।

স্কুকাম্-চক (Skookum-Chuck) ১x—৩x চূর্ণ তিন মাস কাল নিয়মিতরূপে সেবন করাইয়া বহুস্থলে (বিশেষতঃ শুষ্ক বা আঁইসযুক্ত চর্ম্মরোগে) আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :—রোগীকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। মৎস্য, মাংস একবারে নিষিদ্ধ। ক্ষত-স্থান গর্জ্জন-তৈল দ্বারা মালিস করিলে উপকার হইতে পারে। চালমুগরা-তৈল সহ সম-পরিমাণ কর্পূর-তৈল ও গ্রেণ পনর রিসর্ষিণ (Resorcin) মিশাইয়া উত্তপ্ত জলে খানিকক্ষণ ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে, পরে এই মিশ্রণ-পিচকারী সহযোগে দেহ মধ্যে কয়েক মাস যাবৎ প্রবেশ করাইতে হইবে ; ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের কুষ্ঠ-হাঁসপাতালাধ্যক্ষ ডাক্তার মার্কেডো (Mercado) এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কয়েকটি রোগীকে নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য করিয়াছেন (vide *The Public Health Reports* Oct. 16, 1914.)।

খোলস উঠা

(PSORIASIS)।

এই পীড়ায় শরীরের কোন কোন স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং শাদা শুষ্ক ও কঠিন খোলস উঠিয়া যায়। এই রোগ সাধারণতঃ মাথাতেই হইয়া থাকে। সালফার ৩০ ও আর্সেনিক ৩০ ইহার প্রধান ঔষধ। রোগ পুরাতন হইলে, টিউবার্কিউলিনাম্ ২০০ সেব্য। ফস্ফোরাস ৬, ক্যাল্কেরিয়া ৬, সিপিয়া ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ প্রভৃতিও লক্ষণানুসারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গোদ

(ELEPHANTIASIS)।

হাইড্রোকোটাইলি ১x—৬ ও অ্যানাকার্ডিয়াম-ওরিয়েন্টালিস ১x—৬ ইহার প্রধান ঔষধ।

মরামাস বা খুস্কি

(DANDRIFF)।

মাছের পাতলা আঁইসের মত এক রকম পদার্থ মাথায় জন্মে, উহার নাম **মরামাস**। সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, লাইকো ১২, বা সিপিয়া ৬, ইহার ঔষধ। মাথাটি নিত্য গরমজল সহ বেশম বা খৈল্ দ্বারা ধুইতে হয়।

কড়া

(CORNS)।

শক্ত জুতার চাপে (বা ধাতু দোষ জনিত) সচরাচর পায়ের আঙ্গুলে কড়া পড়ে। তরুণ বা যন্ত্রণাদায়ক কড়ায়, ফেরাম্-পিক্রিক ৩; প্রদাহিত

বা ক্ষতযুক্ত কড়ায়, নাইট্রিক-অ্যাসিড ২x। হাইড্র্যাষ্টিস-মলম (হাইড্র্যাষ্টিস θ এক ভাগ, ভ্যাসিলিন্ আট ভাগ মিশাইয়া) শয়নের পূর্ব্বে তিন চারি রাত্রিতে কড়ায় লাগাইয়া রাখিলে, উপকার হয়। ধাতুগত দোষে পুনঃ পুনঃ কড়া পড়িলে, সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, লাইকো ১২, সিপিয়া ৬, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, ফস্ফোরাস ৩, বা সিলিকা ৬। নরম চওড়া-মুখ জুতা ব্যবহার ও ক্যালেণ্ডিউলা সাক্রাস তুলায় মাখাইয়া কড়ায় লাগাইয়া রাখা ভাল।

নখের পীড়া

(DISEASES OF THE NAILS)।

নখ কাটিবার কালে সহজে ভাঙ্গিয়া বা গুঁড়াইয়া গেলে, সিলিকা ৬। নখ ক্ষয়শীল ভঙ্গপ্রবণ বা বিবর্ণ হইতে থাকিলে, থুজা ৬ বা অ্যালিউমিনা ৬। নখ ফাটিয়া যাইতে থাকিলে, আর্স ৬। নখ পুরু হইতে থাকিলে, গ্র্যাফাই ৬ বা অ্যান্টিম্-ক্রুড্ ৬। নখের চারিদিকে ক্ষত হইলে, ফস্ ৩। নখ-কোষ প্রদাহে, সিলিকা ৬ সেবন ও ক্যালেণ্ডিউলা θ (বার ফোঁটা, ষাট ফোঁটা জল সহ মিশাইয়া) বাহ্যপ্রয়োগ। হোঁচট্ খাওয়া বা পড়িয়া যাওয়া হেতু নখে যাতনা হইলে, আর্ণিকা ৩ সেবন, ও আর্ণিকা θ (দশ গুণ জলে মিশাইয়া) বাহ্যপ্রয়োগ। জুতা পরা হেতু পায়ের নখ অঙ্গুলের মাথার কোণে প্রবিষ্ট হইয়া যদি নখের পার্শ্বস্থ কোমলাংশ ফুলিয়া উঠে, বা টাটায় কিম্বা তাহাতে পূয জন্মে, তাহা হইলে নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ বা চুম্বকের- দক্ষিণ-কেন্দ্র ২০০ (Magnes Australis 200) সেবন এবং হাইড্র্যাষ্টিস্ θ (এক ভাগ, আট ভাগ ভ্যাসিলিন সহ মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে) লেপন করিতে হয়; ইহাতে উপকার না হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫। অন্তিম-কাল।

পাল্‌স ৩০।—আসন্নকালের "ঘড় ঘড়ানি" নিবারণার্থ, পালসেটিলা ৩০ অতীব ফলপ্রদ।

হেলোডার্মা ৩০।—শবের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইতে থাকিলে, অথবা হস্ত পদাদি অত্যন্ত শীতল, বুকটী মাত্র ঈষদুষ্ণ অনুভূত হইলে, হেলোডার্মা-হরাইডাস ৩০ বিশেষরূপে কার্য্যকরী। হেলোডার্মার জায়ু-বিচারণে "অন্তিম-কালের সর্ব্বাঙ্গীন **শীতলতা**" উপসর্গটি প্রায়ই লক্ষিত হয়—এই হিমাঙ্গ অবস্থাটি শীত জনিত শীতলতা নয়, কিন্তু অন্তিম-কালের শীতলতা (শীতলতা শরীরের উর্দ্ধাঙ্গেই উঠিতে থাকুক বা নিম্নাঙ্গেই নামিতে থাকুক)। Aushutz's *Therapeutic By-Ways* পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য।

১৬। জায়ুজ-ব্যাধি

(DRUG-DISEASES)।

অর্থাৎ পারদ কুইনাইন প্রভৃতির অপব্যবহার জনিত পীড়া।

১। পারদ (MERCURY)।

পারদ কুইনাইন আর্সেনিক প্রভৃতি তীব্র ঔষধাদি অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে যে সব রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে "জায়ুজ-রোগ (drug diseases)" লক্ষণ কহে (প্রধান লক্ষণাদি, "হানেমানোক্ত তরুণ ও পুরাতন রোগ-লক্ষণ" অণুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কয়েকটি মাত্র প্রধান ঔষধাদির অ্যালোপ্যাথিক মাত্রায় (ও কোন কোনটির বিষ মাত্রায়) সেবন জনিত কুফল ও তাহাদের চিকিৎসা আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব :—

অধিক পরিমাণে রস-কর্পূর বা পারদ (mercury) সেবন করিবার অব্যবহিত পরে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ডিম্বের শ্বেতভাগ চিনির পানা ও দুগ্ধ জলে মিশ্রিত করিয়া খাইলে অনেক সময় উপকার হয়।

পারদ অপব্যবহারের গৌণ ক্রিয়ার ফল :—রাত্রিকালে মাথাধরা, চুল উঠিয়া যাওয়া, মস্তকে বেদনাকর অর্ব্বুদ, প্রদাহ হেতু রক্তবর্ণ চক্ষু, নাসিকার স্পর্শ-শক্তির অনুভবাধিক্য, মুখের চারিদিকে খুস্‌কি, মাঢ়ীতে ক্ষত ও থুথুতে মুখ সর্ব্বদা পূর্ণ থাকা, তালুমূল বা গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত হওয়া, কুঁচ্‌কি বা কক্ষ-গ্রন্থিতে ক্ষত হওয়া বা ফোলা, কুন্থন সহ অতিসার, চর্ম্মে ক্ষত অথবা প্রদাহ, দাঁতের গোড়া আল্‌গা হওয়া, সহজেই শরীরে ক্ষতাদি উৎপন্ন হওয়া ঐ সমস্ত লক্ষণে—হিপার-সালফার ৬ প্রথমে ব্যবস্থা। হিপারের পর বেলেডোনা ৬ কিম্বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ দেওয়া বিধেয়। ইহাতেও যদি কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে দুই এক সপ্তাহের জন্য এক মাত্রা সালফার ৩০ দেওয়া বিধি। সাল্‌ফারের পর ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ অধিক কার্য্যকারী।

সালফার ও মার্কিউরি এই দুইটিরই যদি অপব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬, পালসেটিলা ৬, ও এমন কি সময়ে সময়ে উচ্চক্রম মার্কিউরিয়াসও দেওয়া যাইতে পারে।

পারদ সেবন জনিত **রক্তদুষ্ট** হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন বিকৃত অবস্থা ঘটিলে—অ্যাসাফিটিডা, অরাম-মেট্, চায়না, কিওস্থাস্, হিপার, আয়ড্, ক্যালি-আয়ড, বা মেজেরিয়াম দিতে হয়।

মুখগহ্বর ও **মাড়ী** আক্রান্ত হইলে বা প্রচুর পরিমাণ লালাস্রাবে—কার্ব্বো-ভেজ, ডাল্কেমারা, হিপার-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া, সালফার, চায়না, আয়ড্, নেট্রাম-মিয়ুর।

পারদ সেবন জনিত **গলক্ষতে**—বেলেডনা, কার্ব্বো-ভেজ্, হিপার-সাল্‌ফার, ল্যাকেসিস্, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া, সাল্‌ফার, আর্জ-মেট্, লাইকোপোডিয়াম, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ও থূজা।

স্নায়বিক উত্তেজনায়—কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামোমিলা, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, পাল্‌সেটিলা।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতায়—চায়না, হিপার-সাল্‌ফার, ল্যাকেসিস্, কার্ব্বো-ভেজ্, নাইট্রিক-অ্যাসিড্।

ঠাণ্ডা লাগিয়া, বা ঋতু পরিবর্ত্তনাদিতে উল্লিখিত কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না।

পারদ সেবন জনিত **বাত** ব্যাধিতে—কার্ব্বো-ভেজ্, চায়না, ডাল্কেমারা, গুয়েকাম, হিপার-সাল্‌ফ্, ল্যাকেসিস্, ফস্ফোরিক্-অ্যাসিড্, পাল্‌সেটিলা, সার্সা, সাল্‌ফার, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, ক্যাল্কেরিয়া, লাইকোপোডিয়াম্।

পারদ সেবন জনিত হাড়ের ভিতরে বেদনা বা **অস্থিক্ষত** প্রভৃতি লক্ষণে—অরাম্, ফস্ফোরিক্-অ্যাসিড্, অ্যাসাফিটিডা, ক্যাল্কেরিয়া, ডাল্কেমারা, ল্যাকেসিস্, লাইকোপোডিয়াম্, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, সিলিকা, সাল্‌ফার।

শারীরিক **গ্রন্থি** বা কুঁচকির বিকারে—অরাম্ মেট্, কার্ব্বো-ভেজ্, ডাল্কেমারা, গ্র্যাফাইটিস, নাইট্রিক অ্যাসিড, সিলিকা।

পারদ সেবন জনিত **ক্ষতে**—অরাম, বেলেডোনা, কার্ব্বো-ভেজ, গ্র্যাফাইটিস, হিপার-সালফার, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সার্সা, সিলিকা, সালফার, থুজা।

পারদ সেবন জনিত **শোথাদি** লক্ষণে—চায়না, ডাল্কেমারা, হেলিবোরাস, সালফার।

এই সমস্ত ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। কুইনাইন :

পারদ অযথা ব্যবহার করিলে শরীর হইতে উহার বিষ যেমন সহজে দূরীভূত হয় না, কুইনাইনের অপব্যবহারেও প্রায় তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাল্কেরিয়া, ফেরাম্, ইপিকাক্, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, পালসেটিলা, ভিরেট্রাম্, ক্যাপ্সিকাম, কার্ব্বো-ভেজ্, সাইনা, নেট্রাম-মিয়ুর, সিপিয়া, সালফার, সেবনে শরীর হইতে কুইনাইন-বিষ নিঃশেষিত হইতে পারে।

ইপিকাক্।—কুইনাইনের কুফল নিবারণার্থ ইহা প্রধান ঔষধ। ইহার পর পাল্সেটিলা ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষতঃ এই সকল লক্ষণ থাকিলে :—কুইনাইনের দ্বারা জ্বর বা ম্যালেরিয়া চাপা পড়িবার পর কর্ণশূল, দন্তশূল, মাথাধরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা।

আর্ণিকা।—বাত, অস্বচ্ছন্দতা, হস্তপদে ভারবোধ ও বেদনা; নড়িলে চড়িলে, কথা কহিলে বা কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিলে, বেদনার বৃদ্ধি।

আর্সেনিক।—হস্ত পদাদিতে ক্ষত, পাদশোথ, খুসখুসে কাসি ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

বেলেডোনা।—মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চয় এবং মুখমণ্ডল উত্তপ্ত; মস্তকে, মুখমণ্ডলে ও দন্তে বেদনা। মার্কিউরি প্রয়োগে যদি স্নাবা না সারে, তাহা হইলেও বেলেডোনা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ক্যাল্কেরিয়া।—মাথাধরা, কর্ণশূল, দন্তশূল, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; জ্বর চাপা পড়িলে; বা পাল্সেটিলা ব্যর্থ হইলে।

সিড্রণ।—কুইনাইন বা চায়নার অপব্যবহার জনিত কর্ণের ভিতর ভোঁ-ভোঁ শব্দে।

ইউক্যালিপ্টাস।—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত মাথা ধরা, কাণ ভোঁ-ভোঁ করা, এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বে শরীর যেরূপ অসুস্থ থাকে সেইরূপ অসুস্থতা বোধ।

ফেরাম্।—পাদশোথ।

পাল্সেটিলা।—কর্ণশূল; দন্তবেদনা; শিরঃপীড়া; কুইনাইন্ দ্বারা জ্বর বন্ধ হইবার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা।

ল্যাকেসিস্।—কুইনাইন দ্বারা জ্বর চাপা দিবার পর ও পাল্সেটিলা ব্যর্থ হইলে।

মার্কিউরিয়াস।—যকৃৎ বা প্লীহা (বিশেষতঃ প্লীহা) রোগে ;

নেট্রাম-মিয়ুর।—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত অনবরত হেঁচ্‌কি, কুইনাইনের দ্বারা জ্বর বা ম্যালেরিয়া চাপা পড়িবার পর।

ভিরেট্রাম।—শরীর ও ঘর্ম্ম শীতল ; কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতিসার।

কুইনাইনের দ্বারা জ্বর একেবারে চাপা পড়িলে :—আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাল্কেরিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, সাইনা, ফেরাম, ইপিকাক্, ল্যাকেসিস্, মার্কিউরিয়াস, পাল্‌সেটিলা, সাল্‌ফার। যখন কুইনাইন দিবার পরও জ্বর থাকে তখন প্রথমে ইপিকাক্ ; পরে আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজ, ল্যাকেসিস, পাল্‌সেটিলা, আর্ণিকা, সাইনা, বা ভিরেট্রাম ; এবং অবশেষে ক্যাল্কেরিয়া, মার্কিউরিয়াস, বেলেডোনা, সাল্‌ফার দিতে হয়।

এই সকল ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

৩। সেঁকোবিষ (ARSENIC)।

সেঁকোবিষ (আর্সেনিক) সেবনে বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ stomach-pump দ্বারা বা সরিষা-বাটা অথবা খানিকটা রেড়ীর তৈল কিম্বা অন্য কোন বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া পাকাশয় শূন্য করিতে হইবে, পরে ডিম্বের শ্বেতাংশ অথবা ব্র্যাণ্ডি বা অন্য কোন উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইতে হইবে। ভয়াবহ লক্ষণাদি উপশমিত হইলে ইপিকাক্ ৩, পরে চায়না ৩x বা নাক্স-ভমিকা ১x ব্যবস্থা। ("বিষ খাওয়া" দ্রষ্টব্য)।

আর্সেনিক অপব্যবহার জনিত পীড়ায়, ইপিকাক্ ৩, চায়না ৩, নাক্স-ভমিকা ১x—৩, ভিরেট্রাম ৬।

৪। অহিফেন (ওপিয়াম), মর্ফিয়া (বা লডেনাম)।

অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবনে বিষাক্ত হইলে, ষ্টমাক-পাম্প (stomach-pump) দ্বারা বা সরিষা-বাটা সেবন করাইয়া বমন

করাইতে হইবে; পরে চৈতন্য হইলে, ইপিকাক্ ১x ঘন ঘন দিতে হইবে। ইপিকাক্ দেওয়া সত্ত্বেও যদি বিশেষ উপকার না হয়, তাহা হইলে নাক্স-ভমিকা ১x—৩, মার্কিউরিয়াস্ ৩ বা বেলেডোনা ৩ অথবা অ্যাসেটিক-অ্যাসিড ৩ দিতে হইবে; অ্যাপোমর্ফিয়া যেন ব্যবহার করা না হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা অধ্যায়ে, "বিষ মাত্রায় অহিফেন" দ্রষ্টব্য।

নিত্য অহিফেন-সেবীদিগের অহিফেন ত্যাগহেতু শারীরিক গ্লানি থাকিলে, অ্যাভিনা-স্যাটাইভা θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া দিনে তিনবার সেব্য; যদি ইহাতে উপকার না হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬—৩০, বা ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা ১x—৩০ দিতে হয়।

আফিং বা মর্ফিয়া সেবনের অভ্যাস থাকিলে, উহা পরিত্যাগের পক্ষেও অ্যাভিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিত্য অহিফেন-সেবীকে অর্দ্ধ ছটাক গরম জল সহ দশ ফোঁটা অ্যাভিনা θ দিনে দুইবার সেবন করাইতে ও আফিমের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হইবে, এবং আফিং ছাড়িয়া দিবার পরও অ্যাভিনা কিছুদিন সেবন করাইতে হইবে।

৫। সুরা (অ্যাল্কোহল)।

নিত্য মদ্যপায়িদিগের মদ্যত্যাগ করিবার পর মদ্যপানে আকাঙ্ক্ষা বলবতী থাকিলে, তাহা প্রশমনার্থ প্রথমে চায়না θ বা অ্যাভিনা θ কিম্বা ষ্ট্রোফ্যান্থাস্ θ দিনে তিনবার প্রতিমাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া বা কাল-কাফি পান করান ব্যবস্থা; পরে নাক্স-ভমিকা ১x—৩, সালফার ৩। কিস্‌মিস্, মনাক্কা, কমলা লেবু খাওয়াও উপকারী।

৬। মধু।

মধু অপব্যবহারে, প্রথমে স্পিরিট-ক্যাম্ফার বা কর্পূর ঘ্রাণ লওয়া; পরে খুব গরম চা বা কাল-কাফি পান করাইতে হইবে।

৭। তাম্রকূট (TOBACCO)।

অধিক মাত্রায় তামাক সেবন করিয়া চক্ষু স্নায়ু পাকাশয় গলমধ্য বা হৃৎপিণ্ডাদি আক্রান্ত হইলে, তামাক পরিত্যাগ করা উচিত ও প্রতিদিন নাক্স-ভমিকা ১x—৩ বা স্পিরিট-ক্যাম্ফার সেবন ব্যবস্থা।

তাম্রকূট সেবনে ভাল দেখিতে না পাওয়া বা রাত্রের আলোকে ঝাপ্সা দেখা লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৩। তাম্রকূট সেবনজনিত অজীর্ণরোগে, নাক্স-ভমিকা ৩। তাম্রকূট সেবনজনিত বুক ধড়্-ফড়্ করিলে, স্পাইজিলিয়া ৩। ধূমপানজনিত গলক্ষতে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৩। ধূমপানে আকাঙ্ক্ষা নিবারণার্থ, চায়না ৩।

৮। কাফি (COFFEE)।

কাফি পান হেতু পুরাতন পীড়ায়, ক্যামোমিলা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩, ইগ্নেষিয়া ৩, মার্কিউরিয়াস ৩, বা সালফার ৬ সেবন ব্যবস্থা।

৯। চা (TEA)*।

অতিরিক্ত চা পান হেতু পীড়ায় :—ফেরাম্ ৬। পুরাতন চা-পায়িদিগের অনিদ্রা হৃদ্‌রোগ হৃৎ-স্পন্দন অজীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গে, থিয়া ৩x। পেট থামচান, স্বল্প আহারও সহ্য না হওয়া লক্ষণে, চায়না ৩। অধিক পরিমাণে চা পান হেতু পেটফাঁপা ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতায়, থুজা ৬। অধিক পরিমাণে চা পান হেতু সকল প্রকার উপসর্গ উপশমার্থ, থুজা ৩০—২০০ সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন। সেলিনি ৬, কফিয়া ৬, ল্যাকেসিস ৬, ভিরেট্রাম ৬, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

* পাশ্চাত্য রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্‌গণ সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে চা ও কাফিতে এক প্রকার অম্ল পদার্থ আছে যাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, বাত হইবার খুব সম্ভাবনা।

১০। বরফ, আইস্-ক্রিম প্রভৃতি।

ইহাদের অপব্যবহারে, পরিপাক-যন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটিয়া পেটফাঁপে ও বমন হয়। বরফ বা বরফজল পানের পর রোগে, কার্ব্বো-ভেজ্ ৬। আইস-ক্রিম খাইবার পর অসুস্থতায়, আর্স ৬। রৌদ্রে বেড়ান আগুন-তাতে থাকা বা অন্য কোন কারণে শরীর গরম বোধ হইলে অনেকে বরফ বা বরফজল পান করিয়া থাকেন, তাহাতে কখন কখন শরীরে (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে) উদ্ভেদ (eruptions) হইয়া থাকে; বেলিস্-পেরেনিস্ ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপর কয়েকটি ঔষধাদির অপব্যবহারে :—

ক। ব্রোমাইড্-অভ্-পটাস্ অপব্যবহারে—হেলোনিয়াস θ।

খ। ক্যাম্ফার অপব্যবহারে—ক্যান্থে ৬, কফিয়া ৩, ওপিয়াম্ ৩।

গ। ক্লোর‍্যাল্ অপব্যবহারে—ক্যানাবিস θ।

ঘ। ক্লোরেট-অভ্-পটাস্ অপব্যবহারে—হাইড্র্যাষ্টিস্ θ।

ঙ। কড-লিভার-অয়েল অপব্যবহারে—হিপার ৬।

চ। আচার চাটনির অপব্যবহারে—নাক্স-ভ ১x—৩।

ছ। ডিজিটেলিস্ অপব্যবহারে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬।

জ। "গরম" ঔষধ মাত্রেরই অপব্যবহারে—নাক্স-ভ ১x—৩।

ঝ। আর্গট্ অপব্যবহারে—চায়না ১, নাক্স-ভ ১, সোলেনাম্-ন ২।

ঞ। আয়োডাইড্ অপব্যবহারে—হিপার ৬, হাইড্র্যাষ্টিস্ θ, ফস্ ৩।

ট। লৌহঘটিত ঔষধ অপব্যবহারে—হিপার ৬, পাল্‌স্ ৩।

ঠ। সীসক (প্লাম্বাম্) অপব্যবহারে—ওপিয়াম্ ১x, অ্যালিউমেন্ ৬, কেলি-আয়ড θ।

ড। আর্জেণ্টাম্-মেট্ অপব্যবহারে—নেট্রাম-মিউর ৩০।

ঢ। ফস্ফোরাস্ অপব্যবহারে—ল্যাকেসিস্ ৬।

ণ। লবণ অপব্যবহারে—নাইট্রিক-স্পিরিট-ডালসিস θ, আর্স ৩।

ত। ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ (ধুতুরা) অপব্যবহারে—ট্যাবেকাম্ ৩।

থ। ষ্ট্রিক্‌নাইন্ অপব্যবহারে—ইউক্যালিপ্টাস্ θ, কেলি-ব্রোম্ θ।

দ। চিনির অপব্যবহারে—নেট্রাম-ফস্ ৬x চূর্ণ।

ধ। অল্প বয়সে ধূমপান হেতু উপসর্গে—আর্জ-নাই ৩, আর্স ৬, ভিরেট্রাম্-অ্যাব ৬। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় "তাম্রকূট" দ্রষ্টব্য।

ন। তার্পিন অপব্যবহারে—নাক্স-মস্কেটা ২x।

প। উদ্ভিজ্জ ঔষধ (vegetable drugs) মাত্রেরই অপব্যবহারে—ক্যাম্ফার θ, নাক্স-ভমিকা ১x—৩।

ফ। ভিরেট্রাম অপব্যবহারে—ক্যাম্ফার θ, কফিয়া ৩।

ব। কেলি-আয়োড (Iodide of Potash) অপব্যবহারে—হিপার-সালফার ৬—২০০।

ভ। চৈতন্য-নাশক (anæsthetic) ধূম নিশ্বাস সহ দেহাভ্যন্তরে নীত হইলে—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড ৩, হিপার ৬, ফস্ ৩, সেবন ; এবং অ্যামিল্-নাই θ ঘ্রাণ লওয়া।

ম। গ্যাস, কাঠ কয়লা প্রভৃতি ধূমের কুফলে—অ্যামন-কার্ব্ব ৩, আর্ণিকা ৩x, বোভিষ্টা ৩।

য। যে মাদক (narcotic)-ঔষধ সেবনে বেদনা রহিত হইয়া নিদ্রা ঘটে—অ্যাসেটিক্-অ্যাসিড্ ৩, অ্যাপোমর্ফিয়া ৩, ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা θ, ক্যামোমিলা ৩,।

র। তাম্র বা পিত্তল পাত্রে প্রস্তুত খাদ্যাদি আহারের পর, শরীর গরম বোধ বা বিষাক্ত হইলে—হিপার ৩০।

ল। রসাঞ্জন (antimony) অপব্যবহারে—হিপার ৩০, মার্ক ২০০, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০।

☞ অতিরিক্ত বিবরণ জন্য, "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

১৭। আকস্মিক দুর্ঘটনা।

(ACCIDENTS)।

আগুনে পোড়া।—আগুনে পুড়িলে ফোস্কা হইয়া ক্ষত হয়, ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিবামাত্র, ভূমিতলে পড়িয়া ক্রমাগত গড়াগড়ি দিলে এবং অবিলম্বে ঐ জ্বলন্ত বস্ত্রাদির উপর সতরঞ্চ বালিস কাঁথা গালিচা প্রভৃতি চাপা দিতে পারিলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার সাম্ভাবনা। ছুটাছুটি করিলে বা জল দিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিলে, বিষম বিপদের আশঙ্কা—কেননা বাতাস লাগিয়া আগুন আরও বেশী জ্বলিতে থাকে।

দগ্ধ স্থানের চর্ম্ম উঠাইতে নাই। দগ্ধস্থানে যেন বায়ু না লাগে, তাই অল্প বা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হইবামাত্র (ও চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত), কম পরিমাণ তৈল * ও চূণ মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে লাগাইতে হইবে। তৈল ও চূণ অভাবে, কেবল ময়দা (বা আটা) কিম্বা অ্যারোরুট্ পোড়া জায়গায় ছড়াইয়া রাখিতে হইবে।

অল্প বা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হওয়ায় বা পুড়িয়া ফোস্কা হওয়ায়, সোডা (soda) বাহ্য প্রয়োগ করিয়া বহু চিকিৎসক সুফল পাইয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ডানের (G. W. Dunn) মতে ক্যান্থেরিস ২x—৬x বাহ্য প্রয়োগ ও ১২x—৩০ সেবন, সোডা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ; তিনি বলেন যে একমাত্র এইরূপ চিকিৎসায় দগ্ধস্থানটি সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিয়া দিলে,

---

* সরিষা-তৈল, নারিকেল-তৈল, তিল-তৈল, অথবা অন্য যে কোন তৈল যাহা তখন সহজে পাওয়া যায়।

(সম্প্রতি) ডাক্তার ব্যানার্জ্জীর বলেন যে কাপড়-কাচা সোডার জল মাখাইয়া দগ্ধ স্থানে ঘষিলে, যন্ত্রণা অবিলম্বে নিবারিত হয়; কিন্তু পোড়া যদি গভীর বা শরীরের অনেকটা স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে সোডার জলপটি (নয় ভাগ জল ও এক ভাগ সোডা) দগ্ধস্থানে লাগাইতে হইবে (*The Indian Medical Record*, January 1915, page 17. দ্রষ্টব্য)

ক্ষত বা ফোস্কা কিছুই হইতে পারে না (*The Hom. Recorder* Dec. 1912 দ্রষ্টব্য)।

চিকিৎসা।—সামান্য রকম পুড়িয়া ফোস্কা হইলে, ক্যান্থেরিস্ (বা আর্টিকা-ইউরেন্স) θ মূল-অরিষ্ট এক ড্রাম, এক আউন্স জলে মিশাইয়া তাহাতে একখণ্ড ন্যাকড়া ভিজাইয়া দগ্ধস্থানে পটি দিতে হয়। (ঔষধের সুবিধা না হইলে) দগ্ধস্থান সরিষা বা নারিকেল-তৈল দ্বারা ভিজাইয়া তদুপরি ময়দা বা আটা কিম্বা অ্যারোরুট ছড়াইয়া রাখিলে, কিম্বা নারিকেল-তৈল সমানভাগ চূণের জল সহ মিশাইয়া দগ্ধস্থানে দিলে, উপকার হয়। গোল আলু বা পুঁই শাকের পাতা বাটিয়া অথবা পাকা কলা চট্‌কাইয়া কিম্বা নারিকেল-তৈল ও চূণ ফেনাইয়া, অথবা গুড় বা মধু কিম্বা টাট্‌কা গোবর দগ্ধস্থানে লাগাইয়া দিলে, জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোস্কা না হইবার সম্ভাবনা। আক্রান্তস্থান উত্তপ্ত ও স্ফীত ; জ্বর ; পিপাসা ; গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ; ভয় ও মনের উদ্বেগ লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x সেবন। আগুনে পুড়িয়া কাল রঙ্গের ফোস্কা ; আক্রান্তস্থানে জ্বালা করা ; জ্বর ; অত্যন্ত পিপাসা ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও মৃত্যু-ভয় লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। ক্ষত স্থানে পূয জন্মিলে, হিপার ৬ সেবন ও এক ভাগ ক্যালেণ্ডিউলা θ দশ ভাগ জলপাই-তৈল (olive-oil) সহ মিশাইয়া বাহ্য-প্রয়োগ বিধি ; ঘা প্রত্যহ হুঁকার জলে ধোয়া ভাল। ক্ষতস্থান পচিতে আরম্ভ হইলে, সাইলিসিয়া ৩০ বা সালফার ৩০। তুলা প্রভৃতি দ্বারা দগ্ধ-স্থান ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন বাতাস না লাগে ; যত দিন না তুলা খুব অপরিষ্কার হইয়া যায়, ততদিন উহা যেন বদলান না হয় (কেন না ঘন ঘন তুলা বদলাইলে, দগ্ধস্থানে শীঘ্র চর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না)। লঘুপথ্য ব্যবস্থা, উত্তেজক খাদ্যাদি নিষিদ্ধ।

মাংসপেশীর অবসাদ।—ব্যায়াম, লাফালাফি করা, ফুটবল খেলা প্রভৃতি কারণে, মাংসপেশী অবসন্ন হইলে, শরীরে ব্যথা ও ফোলা হয় ; আর্ণিকা ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আবশ্যক হইলে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান বা গা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়।

কাটা অঙ্গ হইতে রক্তপড়া।—হস্ত পদ অঙ্গুলী প্রভৃতি কাটিয়া গিয়া তথা হইতে রক্ত পড়িলে, একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া (বা বস্ত্রখণ্ড) গরম জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা কাটা জায়গা হইতে খুব সাবধানে ধূলা বালি প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হইবে; পরে, অন্য এক খণ্ড ন্যাকড়া গরম জলে ভিজাইয়া পুরু করিয়া সেই কাটা-স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে রক্তপড়া বন্ধ হইতে পারে; এবং অবশেষে পনর ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা θ এক কাঁচ্চা জল সহ মিশাইয়া কাটা স্থান বা ক্ষতের উপর পটি লাগাইতে হইবে। সাবধান, কাটা-স্থানে যেন ধূলা বালি প্রভৃতি না পড়ে।

শিরা বা ধমনী কাটিয়া রক্তপড়া।—অকস্মাৎ কোন শিরা বা ধমনী কাটা গেলে, সেই কাটা শিরা বা ধমনী দিয়া শরীরের তাবৎ শোণিত বাহির হইয়া যাইবে ও নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং, অবিলম্বে উক্ত শোণিত-প্রবাহ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিবার পূর্ব্বে স্থির করা চাই যে, রক্তটুকু ধমনী কি শিরা হইতে বাহির হইতেছে। "হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নাড়ী" শীর্ষক প্রবন্ধে (পৃষ্ঠা ২১৭—২১৯ দ্রষ্টব্য) উক্ত হইয়াছে যে (১) ধমনীর রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে শরীরের সর্ব্বস্থানে বহিয়া যায় ও ধমনী কাটা গেলে **লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়া** তথা হইতে বাহির হয়; এবং (২) শিরার রক্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটিতেছে ও শিরা কাটা গেলে তথা হইতে **কাল্‌চে বা বেগুনি রক্ত ধীরে ধীরে সমান ভাবে** বাহির হয়।

সুতরাং, টকটকে **লাল রক্ত** বন্ধ করিতে হইলে, ধমনীর যে কাটা-মুখ হৃৎপিণ্ডের দিকে আছে (অর্থাৎ উপরের দিকের কাটা-মুখটি), তাহা চাপিয়া ধরিতে হইবে বা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে; আর, কাল্‌চে রক্ত বন্ধ করিতে হইলে, নীচের দিকের কাটা-শিরার মুখটি চাপিয়া ধরিতে হইবে বা বাঁধিয়া দিতে হইবে। হাত বা হাতের আঙুল দিয়া কাটা-শিরা বা ধমনীটি জোরে চাপিয়া রাখিতে হইবে যতক্ষণ না রক্তপড়া বন্ধ হয় বা চিকিৎসক আসিয়া ব্যাণ্ডেজ্ (বন্ধনী) বাঁধিয়া দেন।

যে স্থলে ডাক্তার পাওয়া যায় না, সে স্থলে নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয় :—

(১) যদি কাটা-ধমনী বা কাটা-শিরা ত্বকের খুব কাছে থাকে, তাহা হইলে মোটা সুতা ফিতা দড়ি বা রুমাল দ্বারা ধমনীর **উপর** বা শিরার **নীচে** দৃঢ়ভাবে বাঁধিতে হয়। এই বন্ধনীর নামই "ব্যাণ্ডেজ"।

(২) কিন্তু কাটা যদি গভীর হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে খুব জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয় :—এক ফালি ন্যাক্ড়া দড়ির মত পাকাইয়া কাটা অঙ্গটি বাঁধিতে হইবে ; পরে উক্ত আবদ্ধ রজ্জুবৎ বস্ত্রখণ্ড ও অঙ্গের মধ্যস্থলে (অথবা ব্যাণ্ডেজ্টির গাঁট দিবার ছিদ্র মধ্যে) একটি কাঁচি বা পেন্সিল বা কলম প্রবিষ্ট করাইয়া যে পর্য্যন্ত না রক্তপড়া বন্ধ হয় সে পর্য্যন্ত ঐ কাঁচি বা পেন্সিল বা কলমটি চারিদিকে ঘুরাইতে বা পাক দিতে হইবে। রক্তপড়া বন্ধ হইলে, উক্ত কাঁচি পেন্সিল বা কলমটি যেন কিছুকাল আহত-অঙ্গ সহ বাঁধা থাকে।

কাটা-ধমনীর রক্তপড়া বন্ধ হইলে, আর্ণিকা ৩x সেবন ও আর্ণিকা (θ, আট গুণ জল সহ মিশাইয়া) পটি বা বাহ্যপ্রয়োগ। কাটা-শিরার রক্তপড়া বন্ধ হইলে, হ্যামামেলিস্ ৩x সেবন ও হ্যামামেলিস্ (θ, আট গুণ জল সহ মিশাইয়া) পটি বা বাহ্যপ্রয়োগ।

নাক দিয়া রক্তপড়া।—এই গ্রন্থের **নাসিকার পীড়া** অধ্যায়ে "নাসিকা হইতে রক্তস্রাব" দ্রষ্টব্য।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া।—দাঁত তোলা প্রভৃতি কারণে কখন কখন রক্তস্রাব হয় ; তজ্জন্য রোগী দুর্ব্বল হন।

চিকিৎসা।—লালরক্ত পড়িলে, আর্ণিকা θ এক ভাগ দশ গুণ জল সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা একটু ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া, ন্যাক্ড়া খানি ভাঁজ করতঃ দন্ত-মাঢ়ীর ক্ষতস্থানে সজোরে চাপিয়া বসাইতে হইবে ; পরে উপযুক্ত আকারের একটি ছিপি (Cork) উহার উপরিভাগে স্থাপন করতঃ মাঢ়ীতে চাপিলে, রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। রক্তস্রাব যদি খুব লালবর্ণ না হয়, তাহা হইলে আর্ণিকা θ পরিবর্ত্তে হ্যামামেলিস্ θ ব্যবস্থা করিতে হয়।

আঘাত।—কাটা, বেঁধা, চেরা, থেঁৎলান, মচ্‌কান, প্রভৃতি নানা রকম আঘাত আছে। আঘাত হেতু চামড়া ছিঁড়িয়া ঘা বা ক্ষত হয়।

চিকিৎসা।—আহত স্থান হইতে রক্তপড়া বন্ধ করা উচিত। ক্ষতমুখ উপরের দিকে রাখিয়া শীতল জলের (বা বরফের) জলপটি দিলে উপকার হয়। কাটা জায়গায়, দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া বা ছেঁচিয়া লাগাইয়া দিলে অথবা টাটকা গোবর বা চিনি দ্বারা * বাঁধিয়া রাখিলে, রক্তপড়া বন্ধ হইতে পারে। আঘাতজনিত ক্ষত হইলে (অথবা পড়িয়া যাওয়া বা প্রহারাদি হেতু **কালশিরা** পড়িলে), আর্ণিকা θ এক ড্রাম, এক আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া, সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আহত স্থানে পটি দিতে হইবে (ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলে আর্ণিকা বিশেষ ফলপ্রদ)। আঘাত হেতু—অথবা পেরেক বা আলপিন ফুটিয়া বা মূষিকাদি দংশন হেতু—শিরা সমূহ (nerves) ছিন্ন হইয়া বেদনা হইলে, হাইপেরিকাম্ θ (আট গুণ জলসহ)-পটি বাহ্যপ্রয়োগ ও হাইপেরিকাম ৩ সেবন। আঘাতজনিত দূষিত ক্ষতে, হাইপেরিকাম ২০০ সেবন ও ফোড়ার উপর গরম সেক দেওয়া ব্যবস্থা। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি দ্বারা কাটিয়া গিয়া চর্ম্ম ছিন্ন (lacerated) হইলে, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া θ (দশ গুণ জলসহ) পটি বাহ্যপ্রয়োগ ও ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ৩—৩০ সেবন। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া

---

* ক্ষতে চিনি প্রয়োগ—জার্ম্মানির ডাক্তারগণ বিগত য়ুরোপীয় সমরে আহত সৈনিকগণের ক্ষতে চিনি প্রয়োগ করিয়া ক্ষত ভাল করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতেছে। প্রয়োগ-প্রণালী অত্যন্ত সহজ। দানাময় চিনির দ্বারা ক্ষত ড্রেস করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। চিনি সংক্রামক-রোগের প্রতিষেধক হইতে পারে না এবং যতক্ষণ না রক্তপড়া বন্ধ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষতে চিনি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কিন্তু পরিষ্কৃত ক্ষতের উপর চিনি প্রয়োগ করিলে, ক্ষতটি অতি শীঘ্র সারিয়া যায়। পুনরায় ড্রেস করিবার সময় ক্ষত ধুইতে হয় না। দুই দিন কিম্বা তিন দিন অন্তর চিনি প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট হয়। যে ক্ষতে কোন মাংস সংযোগ করিতে হয় না, সেখানেও চিনিতে বেশ উপকার হয়। (সম্মিলনী)—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্, বি, মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত **স্বাস্থ্য-সমাচার** জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ দ্রষ্টব্য।

গিয়া ঘা হইলে বা বারুদে পুড়িয়া ক্ষত হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা θ মূল আরক ৩০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উল্লিখিতরূপে দিতে হয়। বারুদ লাগিয়া ক্ষত বা ফোড়া, যে ফোড়া কিছুতেই সারিতে চাহে না, রক্ত দূষিত হওয়া, প্রভৃতি উপসর্গে বারুদ ৩x (Gunpower 3x) আট গ্রেণ করিয়া দিনে তিনবার সেবন (*The Hom. World* Jan. 1915 & Feb. 1915 দ্রষ্টব্য)। আঘাতাদি হেতু হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, (উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা) অস্থি যথাস্থানে বসাইয়া, সিম্ফাইটাম্ ১x সেবন। ক্ষত হইয়া অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিম্নলিখিত ঔষধ সকল সেবন করান যায় :—জ্বর, শীত, পিপাসা, মনের উদ্বেগ ও মৃত্যুভয়, এবং মস্তক উত্তপ্ত লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x। একস্থানে আঘাত লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ বেদনা হইলে, আর্ণিকা ৬। আঘাত প্রাপ্তি হেতু অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬ বা আর্সেনিক ৬। চিনি বা গন্ধকচূর্ণ আহত স্থানে বাধিয়া রাখিলে, রক্ত বন্ধ হয় ও কাটা ঘা জুড়িয়া যায়। লঘু পথ্য আবশ্যক।

বন্দুক বা পিস্তলের গুলি প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা আহত হইলে।—প্রদাহিত অবস্থায় ফেরাম-ফস্ ১x বা অ্যাকোনাইট ৩x সেবন; রক্ত দূষিত হইয়া পচন পর্য্যন্ত, ল্যাকেসিস্ ৬ বা একিনেসিয়া // সেবন, এবং ক্যালেণ্ডিউলা-জলপটি ছিন্নস্থানে লাগাইলে পূয না জন্মিতে পারে। বারুদ ৩x চূর্ণ সেবনের কথা, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ("আঘাত" দ্রষ্টব্য)। চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা, ধনুষ্টঙ্কার, গিলিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে, **হাইপেরিকাম ৩০—১০০০** মহোপকারী।

মাথায় আঘাত।—যদি চর্ম্ম ছিঁড়িয়া না যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর্ণিকার পটি লাগাইতে হয়; কিন্তু যদি চর্ম্ম ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে ক্যালেণ্ডিউলা θ (৬০ ফোঁটা) এক ছটাক জলে মিশাইয়া পটি বাঁধিতে হয়। জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে আর্ণিকা ৬ ও অ্যাকোনাইট ৬ (পর্য্যায়ক্রমে) সেবন করিতে কেহ কেহ ব্যবস্থা দেন।

মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, আর্নিকা ৩ জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে হয়। রোগীর যতক্ষণ চৈতন্য না হইবে, ততক্ষণ তাহাকে ডাকিয়া জাগরিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। চৈতন্য হইবার পর যদি রোগীর বেদনা থাকে, তাহা হইলে আর্নিকা ৩; আর জ্বর হইলে অ্যাকোনাইট ৩ ব্যবস্থা।

মস্তিষ্ক-বিকম্পন (concussion of the brain)।—মস্তকে প্রবল আঘাত লাগা, পড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটার বা স্তম্ভিত হওয়ার নাম "মস্তিষ্ক-বিকম্পন"। সম্পূর্ণ বা আংশিক চৈতন্যলোপ; মুখ মলিন; দ্রুত অনিয়মিত, ক্ষুদ্র, বা লুপ্তপ্রায় নাড়ী; দুর্ব্বল বা অনিয়মিত শ্বাস; হস্ত পদাদি শীতল; ডাকিলে জাগে বা উত্তর দেয়, এবং অবিলম্বেই অচেতন হইয়া পড়া প্রভৃতি এই রোগের প্রাথমিক অবস্থা; পরে, প্রতিক্রিয়া হয়—রোগীর চেতনা হয়, শরীরের উষ্ণতা বাড়ে (১০১°—১০২°), উপদাহিতা, বমনাদি।

চিকিৎসা।—প্রথমে আর্নিকা ৩x সেবন। জ্বর দেখা দিলে, অ্যাকোনাইট ৩x। মাথাব্যথা, থমথমে প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। ঘড় ঘড় শব্দে নিশ্বাস হইলে, ওপিয়াম ৩।

রোগীকে যেন গরম বিছানায় রাখা হয়, এবং তাঁহার বগলে ও হস্ত-পদাদিতে যেন তাপ দেওয়া হয়। প্রথমে মাথা নীচু করিয়া শোয়াইতে হয়, পরে (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে) মাথা ও কাঁধ একটু উঁচু করিয়া দিতে হইবে। রোগীকে যেন কোন মতেই কিছু আহার বা পান করান না হয়।

কালশিরা।—কখন কখন আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হয় না, স্থানটি নীলবর্ণ হইয়া থাকে; ইহার নামই "কালশিরা পড়া"। কাল-শিরা পড়িলে, বাহিরে রক্ত পড়ে না বটে, কিন্তু আহত-স্থান মধ্যস্থ-সূক্ষ্ম রক্তবহা-নলীসমূহ (blood vessels) ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়ে ও রক্তটুকু ভিতরেই থাকিয়া যায়, তাই আহত স্থানটি নীলবর্ণ দেখায়। আঘাত লাগিবার পরই আর্নিকা-জলপটি দিলে, প্রায়ই কালশিরা পড়ে না।

আর্ণিকা প্রয়োগে যদি কালশিরা না সারে, তাহা হইলে হ্যামামেলিস-জলপটি ব্যবস্থা। কোন ঔষধের সুবিধা না হইলে, কালশিরা পড়া স্থানটি শীতল জল দ্বারা ধুইয়া গরম জলের সেক দিলে বেদনা ও ফুলা কমিতে পারে।

মচকান।—রবারের মত যে রজ্জু দ্বারা মণিবন্ধ গুল্‌ফাদি অস্থি-গ্রন্থি বাঁধা থাকে, আঘাত লাগা হেতু সেই রজ্জু ছিন্ন হওয়া বা স্থানচ্যুত হওয়ার নাম "গ্রন্থি-মচকান" বা "মচকে যাওয়া"। আহত স্থান বেদনা-যুক্ত ও স্ফীত হয়। অবস্থাবিশেষে আর্ণিকা, সিম্ফাইটাম (হাড় ভাঙ্গিলে), হাইপেরিকাম, ও রিউটা প্রভৃতি ঔষধের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ (θ—৬) হয়। এক ভাগ মাদার টিংচার দশ গুণ জলসহ মিশাইলে, আর্ণিকাদি ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ প্রস্তুত হয়।

মচকান-অঙ্গটি যতদূর সম্ভব নাড়া চাড়া যেন না হয়। ঔষধের সুবিধা না হইলে, **চুণ হলুদে** [অর্থাৎ, অল্প বাটা হলুদ+একটু চুণ+একটু লবণ (বা একটু সোরা) একত্র মিশাইয়া গরম করতঃ] গরম গরম মচকান-অঙ্গে লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হয়; দিনে দুই তিন বার গরম "চুণ হলুদ" দিলে, ফুলা ও বেদনার উপশম হয়।

থেঁৎলাইয়া যাওয়া।—শরীরের কোন অংশ, কঠিন বস্তুর সামান্য বা গুরুতর আঘাতে ছিঁড়িয়া না গেলে (বা উহা হইতে রক্ত না পড়িলে), তাহাকে "থেঁৎলাইয়া যাওয়া" বলে। আহত স্থানের নিম্নস্থ রক্তবহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সকল ছিন্ন হইয়া রক্ত জমাট বাঁধিয়া থাকে, সেজন্য ঐ স্থান নীল বা কালবর্ণ দেখায়। গভীর অংশে আঘাত লাগিলে, পূয জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—একভাগ আর্ণিকা θ, দশভাগ জলের সহিত আহত স্থানে পটি বাঁধিলে উপকার হয়। পটির উপরে কলাপাতা ও ন্যাকড়া বাঁধিতে হয়। জ্বর, বা শরীরের অন্যান্য অংশে বেদনা বোধ হইলে, আর্ণিকা ৩x সেবন করা উচিত। আহত স্থানের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি বাহির হইলে এবং ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে, হ্যামামেলিস θ একভাগ, ছয়ভাগ

জলের সহিত মিশাইয়া আর্নিকার ন্যায় পটি দিতে হয়। অস্থিতে আঘাত লাগিলে, রিউটা ১x। স্তন বা কোন গ্রন্থিতে আঘাত লাগিলে, কোনায়াম ৩x। পূয হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, হিপার-সালফার ৩০। পচিতে আরম্ভ হইলে আর্সেনিক ৩০ বা সিলিকা ৩০ দিতে হয়।

প্রবল উপঘাত (shock)।—প্রবল আঘাতাদি বা মানসিক উত্তেজনা জনিত জীবনী-শক্তির অবসন্ন অবস্থার নাম "প্রবল উপঘাত"। সিকাগোর অস্ত্র-চিকিৎসক Dr. Howard Crutcher বলেন যে প্রবল উপঘাতের তিনটি ঔষধ প্রধান—ক্যাম্ফার, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, ও ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম্। শরীর শীতল হইলে, ক্যাম্ফার; শরীর নলীবর্ণ হইলে, কার্ব্বো-ভেজ; এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে, ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব উপযোগী। মিচেল সাহেব বলেন যে হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতায় ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৩x প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউজ বলেন যে উপঘাতে স্নায়বিক উপদাহিতার অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষিত হয়, তথায় ভিরেট্রাম্-অ্যাল্বাম্ অপেক্ষা মধ্যম ক্রমের আর্সেনিক অধিকতর উপযোগী।

যানাদি আরোহণে ভ্রমণকালে বমন।—গাড়ী, পাল্কী, রেল, ষ্টীমার, নৌকা প্রভৃতিতে চড়িলে কাহারও কাহারও অতি কষ্টকর বমন হইয়া থাকে; ককিউলাস ৩—২০০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কীটাদি দংশন।—ভিমরুল, বোলতা, বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে, দষ্টস্থান হইতে প্রথমে ছুরি দিয়া হুলটী বাহির করিতে হয়, পরে স্পিরিট-ক্যাম্ফার অথবা সরিষার তৈল বা কেরোসিন তৈল কিম্বা তামাক বা নস্য অথবা একটা পেঁয়াজ কাটিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে *, জেয়াদা ফুলিলে, এপিস ৬ সেবন। বিছা কামড়াইলে, ওলের আঠা বা কচুগাছের আঠা দষ্টস্থানে লাগান ব্যবস্থা। মশা ছারপোকা বা কোন বিষাক্ত কীটাদির দংশন হেতু বা বিছুটি লাগা প্রযুক্ত যদি শরীরের কোন

---

* ক্যালেণ্ডিউলা বা লেডাম প্রয়োগেও উপকার হয় (ডাক্তার Anshuts in the *Hom. Recorder* for Aug. 1916.)।

স্থানে বেশী ফুলিয়া উঠে ও তথায় বেদনা থাকে, তাহা হইলে আক্রান্ত স্থানে প্রথমে স্পিরিট-ক্যাম্ফার বা লেবুর রস দ্বারা ঘষা ও পরে চুণ গরম করিয়া লাগান এবং এপিস ৬ সেবন ভাল। মাছের কাঁটা ফুটিয়া যাতনা হইলে, গরম জলে সোরা বা লবণ গুলিয়া তাহাতে আহত স্থানটি ডুবাইয়া রাখিলে, উপকার দর্শে। মধুমক্ষিকার দংশন জনিত কুফলে, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড ৩x—৬ সেবনে সত্বর উপকার হয়। শরীরের কোন স্থানে শুয়াপোকা * লাগিলে, তথায় "কাণ ছিড়া" † অথবা "মধু" গাছের পাতার রস ‡ নিংড়াইয়া মাথাইয়া দিলে ভবিষ্যতে আর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না ; অভাবে ডুমুর পাতা বা ছুরির দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তথায় চুণ লাগাইতে হইবে। মাকড়সা চাটিলে, ঘি ও লবণ মিশাইয়া লাগাইলে, উপকার হইতে পারে। ইঁদুর কামড়াইলে, লিডাম্ ৬ ভাল। সাধারণ কুকুর কামড়াইবামাত্র, দষ্ট স্থানটি গরম জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ সেই স্থান কষ্টিক দিয়া পোড়ান বা পার্ম্যাঙ্গানেট অভ-পটাস্ গুঁড়া ছিটাইয়া দেওয়া ভাল। কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি কামড়াইলে ছিঁচ্‌কে বা লোহার কোন জিনিস পোড়াইয়া ছেঁকা দেওয়া ও হ্যামোনিয়াম ৩x কয়েকবার সেবন বিধি ; এবং সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত খানিকটা সারগুড় দিনে তিনবার খাওয়ান ব্যবস্থা। ক্ষিপ্ত কুকুর বা শিয়াল দংশনে, 'জলাতঙ্ক' (পৃষ্ঠা ১৭৪—১৭৫ দ্রষ্টব্য)।

* শুয়াপোকা লাগা বড় অনিষ্টজনক। শুয়া লাগিলে অনেক সময়ে সেই অঙ্গটি আওরাইয়া পচন আরম্ভ হয় ; আমরা জানি শুয়া লাগিয়া একটি যুবকের আঙ্গুল একেবারে পচিয়া যায় ও অবশেষে আঙ্গুলটি কাটাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হন।

† কাণছিড়া গাছের অপর নাম "ঢোলা" গাছ বা "কর্ণ স্ফোটা"। ছাতারে পাখিরা শুয়াপোকা খাইবার পর না কি এই গাছের পাতা খাইয়া থাকে।

‡ "মধু" গাছ খুব ছোট, প্রাচীরাদির উপর জন্মে ; ইহার ফুলও খুব ছোট, হলদে, দেখিতে কতকটা কলিকা ফুলের মত, ছেলেরা এই ফুল চুষিয়া ইহার রস বা "মধু" পান করে। একটি চড়াই পাখী শুয়াপোকা খাইবার পরই "মধু" গাছের পাতা খাইতে থাকে—ইহা দেখিয়া আমাদের পরিচিত একটি ভদ্রলোক উক্ত পাতার রস শুয়াপোকার গায়ে ঢালিয়া দেন, উহার কাঁটাগুলি তখনি ঝরিয়া গেল।

নাসিকা চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ।—কাঁকর কীট বা চুল চক্ষে পড়িলে, চক্ষুর পাতা উল্টাইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রাদির অগ্রভাগ দ্বারা উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে; চক্ষু যেন কোনমতে রগড়ান না হয়। চক্ষু মধ্যে চুণ কয়লা বা তামাকের ছাই পড়িলে, তৎক্ষণাৎ চক্ষে দধি ঢালিয়া বা ৩০ ফোঁটা ভিনিগার আধ আউন্স গরম জলে মিশাইয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিতে হয়; চুণ ধুইয়া গেলে, ক্যালেণ্ডিউলা θ দশ ফোঁটা (অভাবে লেবুর রস) এক ছটাক জলে মিশাইয়া চক্ষুর উপর পটি দিতে হইবে (শুধু জলে যেন চক্ষু ধোয়া না হয়, চক্ষু নষ্ট হইতে পারে)। বালি বা ধাতুকণা চক্ষে পড়িলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ লাগাইতে হয়। কাণে খড় কুটো ঢুকিলে, ঈষদুষ্ণ জলের পিচকারী দিলে উহা বাহির হইয়া যায়।

পোকা কাণে ঢুকিলে, তেল গরম করিয়া কাণে ঢালিলে পোকা মরিয়া যায়। বীচি বা অন্য কোন ছোট জিনিস নাকে বা কাণে ঢুকিলে, সতর্কতার সহিত সোন্না দ্বারা বাহির করিতে হইবে। নাক কাণ বা চক্ষু হইতে বালি প্রভৃতি বাহির হইবার পর যদি চক্ষু প্রভৃতি টাটায়, তাহা হইলে আর্ণিকা ৩ সেবন।

শ্বাসরোধ। জলে ডুবিলে, গলায় দড়ি দিলে, বিষাক্ত বাষ্প শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে **বজ্রপাত** হইলে, হঠাৎ শ্বাসরোধ হইতে পারে।

চিকিৎসা।—**জলে ডুবিয়া** বা **গলায় দড়ি দিয়া** শ্বাসরোধ হইলে—রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইয়া, দুই হস্ত দ্বারা তাহার কনুই দুটির উপরিভাগ দৃঢ়রূপে ধরিয়া একবার উৰ্দ্ধে ঝাঁকি দিয়া তুলিবে, আবার কনুই দুটি মুড়িয়া বুকের উপর ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে। প্রতি মিনিটে ১০।১৫ বার ঐরূপ করিলে, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হইতে পারে; তখন ওপিয়াম্ ৩০ ব্যবস্থা; ওপিয়াম্ ব্যর্থ হইলে, অ্যাণ্টিম্-টার্ট ৩০ বা ল্যাকেসিস্ ৩০ দিতে হয়।

বজ্রপতনে শ্বাসরোধ হইলে, বায়ু খেলিতেছে এমন স্থানে বজ্রহত ব্যক্তিকে অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঠেস্ দিয়া বসাইবে ও মুখমণ্ডলে

বক্ষঃস্থলে এবং স্কন্ধদেশে শীতল জল ছিটাইয়া দিবে, ও পরে উহার মুখ সূর্য্যাভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক নূতন মাটী খুঁড়িয়া সেই মাটী দ্বারা (অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ঠেস দেওয়ান) ঐ দেহটী মাত্র (মুখমণ্ডল বা মস্তক নহে) সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিবে। এইরূপ ভাবে রাখিলে তাঁহার চৈতন্য লাভ হইতে পারে; কিন্তু সাবধান, লোকের জনতা হেতু বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত না ঘটে; রোগীর গিলিবার শক্তি জন্মিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০ সেবন বিধি। বিদ্যুৎ-আলোকে দর্শন-শক্তির লোপ হইলে, ফস্ফোরাস্ ৩০।

পচা পায়খানা নর্দ্দমা প্রভৃতির **বিষাক্ত বাষ্প** গ্রহণে শ্বাসরোধ হইলে, রোগীকে অবিলম্বে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন পূর্ব্বক "**জলেডোবা শ্বাসরোধ-চিকিৎসা প্রণালী**" অবলম্বন করিতে হইবে; এই প্রক্রিয়ায় যদি সুফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে "**বজ্রপতনে শ্বাসরোধ-চিকিৎসা প্রণালী**" অবলম্বন করা চাই; চেতনা প্রাপ্ত হইলে, গাঢ় কাফি পান করান এবং বক্ষঃ ও মস্তকে সির্কা (vinegar) সেচন আবশ্যক।

মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা।—মূর্চ্ছা যাইবামাত্র, পার্শস্থ লোকে ব্যস্ততা দেখাইয়া অনেক সময় বিপদ ডাকিয়া আনেন। মূর্চ্ছার কারণ যদি জানা না যায়, তাহা হইলে রোগী মূর্চ্ছিত হইবামাত্র তাঁহার গলা বুক ও পেটের কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হইবে এবং তখনই তাঁহাকে এমন ভাবে শোয়াইয়া দিতে হইবে যাহাতে তাঁহার মস্তকটি তাঁহার পদ অপেক্ষা নিম্নদিকে থাকে (অথবা তাঁহাকে চিৎভাবে শোয়াইয়া) তাঁহার মুখ মাথা ঘাড় ও পেটের উপর ঠাণ্ডাজলের ছিটা দিতে ও তাঁহাকে বাতাস করিতে হইবে; ইহাতে উপকার না হইয়া যদি রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসে, তাহা হইলে তাঁহাকে স্পিরিট্-ক্যাম্ফার ঘ্রাণ লওয়াইতে হইবে। আর যদি মূর্চ্ছার কারণ অবধারিত হয়, তাহা হইলে পর পৃষ্ঠায় লিখিত ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা :—

প্রবল মনস্তাপ হেতু মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলে, ক্যামোমিলা ৬। দুঃখ চাপিয়া রাখা হেতু মূর্চ্ছা হইলে, ইগ্নেসিয়া ৬। প্রচণ্ড ক্রোধ হেতু মূর্চ্ছায়, অ্যাকোনাইট্ ৩। ভয় প্রযুক্ত মূর্চ্ছা হইলে, অ্যাকোনাইট্ বা ওপিয়াম ৩০। রক্তক্ষয় হেতু হইলে, চায়না ৬। প্রেম-নৈরাশ্য হেতু মনের আবেগে মৃতবৎ হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬। অনিদ্রা জনিত মূর্চ্ছায়, ককিউলাস ৬। বেদনা হেতু মূর্চ্ছা যাইলে, অ্যাকোনাইট্ ৬, ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬, বা ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৬। মদ্যপান বা উগ্র ঔষধাদি সেবন জনিত মূর্চ্ছায়, নাক্স-ভ ৩x। বহুল পারদ (mercury) ব্যবহার হেতু মূর্চ্ছায়, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। গা বমি-বমি করিয়া মূর্চ্ছা যাইলে, ইপিকাক্ ৩। মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, ক্যামোমিলা ৬, বা হিপার ৬। পতন হেতু মূর্চ্ছায়, আর্ণিকা ৩; কিন্তু পতনের পর রক্তস্রাব হেতু মূর্চ্ছায়, চায়না ৬। অনাহার বশতঃ মূর্চ্ছা হইলে, প্রথমে বিন্দু বিন্দু গরম দুধ; পরে সাড় হইলে ঝোল প্রভৃতি ব্যবস্থা। শীত বা বরফ লাগা হেতু শরীর অসাড় হইয়া পড়িলে, রোগীকে খোলা ঠাণ্ডা জায়গায় আনিয়া খুব ঠাণ্ডা জল বা বরফ দ্বারা ঘষিতে হইবে (সাবধান, যেন আগুনের তাপ না দেওয়া হয়, গরম করিতে যাইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নমনীয় ও লাল হইলে, তাঁহাকে শুষ্ক শয্যায় শোয়াইয়া ঠাণ্ডা ফ্লানেল বা পুরাতন পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ক্রমাগত ঘষিতে হইবে এবং দশ পনর মিনিট অন্তর দুই এক ফোঁটা স্পিরিট্-ক্যাম্ফার সেবন করাইতে হইবে; চৈতন্য লাভ হইলে, কার্ব্বো-ভেজ্ ৩০, আর্স ৩০ বা অ্যাকোন ৩x সেবন। মনের কোন প্রবল বৃত্তির আবেগে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া যদি মুখ রক্তহীন দেখায়, তাহা হইলে এপিস ৬ বা গ্লোনয়েন ৬ সেবন করাইতে হইবে। শিশুর ক্রিমিজনিত মূর্চ্ছায় সাইনা ২x—২০০ প্রভৃতি ঔষধ দেয় (পৃষ্ঠা ৩০৮—৩১০ দ্রষ্টব্য)।

সাবধান, মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বমন আরম্ভ হইলে, তাহা দমনের জন্য যেন কোন ঔষধ না দেওয়া হয়, বা রোগীর নিদ্রা আসিলে যেন ঘুম ভাঙ্গান না হয়। "স্নায়ুমণ্ডলের রোগ" সমূহ ও "মূর্চ্ছা (fainting)" দ্রষ্টব্য।

বিষ খাওয়া।—বিষ খাইয়াছে জানিতে পারিলেই তখনি চিকিৎসক দেখান উচিত। ইতিমধ্যে, যাহাতে রোগীর বমন হইয়া পেট থেকে বিষ উঠিয়া যায় তাহা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত পাঁচটি উপায়ের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বনে বমনোদ্রেক করান যাইতে পারে :—

(১) গলমধ্যে আঙ্গুল বা পালক দ্বারা;

(২) এক পোয়া গরম জলে দুই চামচে লবণ (বা এক চামচে সরিষা-গুঁড়ান) মিশাইয়া, উহা পান করান;

(৩) আঁইষ-চুবড়ি-ধোয়ান জলপান;

(৪) ডিম্বের ভিতরকার শ্বেতাংশ উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করাইয়া;

(৫) পাঁচ সাত গ্রেণ তুঁতে (বা ত্রিশ গ্রেণ গুঁড়া-ইপিকাক্ অথবা ত্রিশ গ্রেণ সালফেট-অভ-জিঙ্ক্) খানিকটা গরম জলে গুলিয়া পান করান।

বমন সহ বিষ উঠিয়া গেলে, ভুক্ত বিষের প্রতিবিষ কিছুদিন যাবৎ সেব্য। প্রচলিত বারটি বিষের প্রতিবিষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিষ।	প্রতিবিষ।
অ্যাসিড্ (নাইট্রিক্ প্রভৃতি) …	চূর্ণ চা-খড়ি গরম জল সহ।
সুরা (অ্যাল্কোহল) …	দুগ্ধ, কাল কাফি।
সেঁকোবিষ (আর্সেনিক) …	ইপিক্যাক্, ভিরেট্রাম্।
তুঁতে প্রভৃতি তাম্র ঘটিত ঔষধ, সিদুঁর রস-কর্পূরাদি পারদ ঘটিত ঔষধ	দুগ্ধ, চিনির সরবৎ, অণ্ডের শ্বেতাংশ।
তার্পিণ-তৈল (turpentine) জয়পাল-তৈল (croton oil) …	বার্লি, অ্যারোরুট প্রভৃতি স্নিগ্ধপানীয়।
সীস (lead) …	ওপিয়াম ১x, দুগ্ধ, অণ্ডের শ্বেতাংশ, বা সাবানের ফেনা।
আফিং …	বেল θ, ঘন কাফি, বা জল মিশ্রিত সির্কা।
ধুতুরা …	কাফি, সির্কা, বা লেমনেড্।
তামাক …	ইপিক্যাক, বা সির্কা।
কর্পূর …	কাল কফি, বা ওপিয়াম ৩x।

বিষ-মাত্রায় অহিফেন।—আজকাল এ দেশে আত্ম-হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া আফিমের বিষয় স্বতন্ত্র লিখিত হইল। প্রথমে, "বিষ খাওয়া" প্রকরণে-লিখিত-প্রণালী অবলম্বনে বমন সহ পাকস্থলী হইতে বিষ উঠিয়া যাইলে, দশ ফোঁটা বেলেডোনা θ আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে; পরে, গাঢ় কাফি বা জল সহ সির্কা (vinegar) পান করাইতে হইবে। এতাবৎকাল রোগীকে যেন কোন ক্রমেই ঘুমাইতে না দেওয়া হয়, পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে দৌড়াদৌড়ি করান বিধেয়। আবশ্যক হইলে, "জলে-ডুবা-শ্বাসরোধ" চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ৩৮২—৩৮৩ পৃষ্ঠায় "অহিফেন" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

গলমধ্যে মাছের কাঁটা প্রভৃতি আটকান।—মাছের তীক্ষ্ণ কাঁটা বা কাঠের চোঁচ গলার মধ্যে আটকাইলে, রুটি: ভাত কলা প্রভৃতি কঠিন জিনিস গিলিলে উহা তৎসহ নামিয়া যাইতে পারে। মাংসখণ্ড বা অন্য কোন নরম বড় জিনিস গলায় আটকাইলে, গলায় আঙ্গুল দিয়া উহা ঠেলিয়া দিলে পেটে নামিয়া যাইতে পারে; আর, খস্‌খসে বা শক্ত কোন জিনিস গলায় আটকাইলে, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমন করিলে উহা মুখ দিয়া নির্গত হইতে পারে; ক্ষুদ্র সন্না দ্বারাও বাহির করা যায়। স্থল বিশেষে উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা বিধেয়।

রোগবাহী মাছি মশার উৎপাত নিবারণ।—টাট্‌কা বিশুদ্ধ পাইরেথ্রাম্‌-চূর্ণ (pyrethrum powder) ঘরে রাখিয়া দিলে, বা যে দ্রব্যে শতকরা পনর ভাগ ফর্মালিন্‌ (formalin) আছে তৎসহ ক্রেশোল্‌ (cresol) মিশাইয়া ঘরে ধোঁয়া দিলে, গৃহটি মক্ষিকা ও মশক শূন্য হয়। [The address of Genl. Vaillard, President of the Health Board of the French Army, to The Royal Society of Medicine in London, summarised in the *Indian Daily News*, dated Feb. 1. 1915.]

আরসুলা বা তৈলপায়িকার উপদ্রব-নিবারণ।—যে ঘরে আরসুলা উৎপাত করে সেই ঘরে খানিকটা সোহাগা-চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে, দুই তিন দিন মধ্যে নাকি সেই গৃহটি আরসুলা শূন্য হয়।

সর্পাঘাত।—সর্প দংশন করিবামাত্রই দষ্টস্থানের কিছু উপরে দড়ি বা কাপড় দিয়া শক্ত একটি তাগা বাঁধ; বাঁধন এমন হওয়া চাই যেন বন্ধনের নীচে রক্তের চলাচল না ঘটে (অর্থাৎ বন্ধনের নীচে যেন নাড়ীর গতি না অনুভূত হয়); তারপর ছুরি বা অন্য কোন তীক্ষ্ণ-অস্ত্র দ্বারা যে যে স্থানে দাঁতের দাগ বসিয়াছে, তাহার উপর দুই ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া দুই পার্শ্ব অঙ্গুলি দ্বারা অল্প টানিয়া ফাঁক কর। ঐ স্থানে বিষ থাকিলে, তথা হইতে লাল জলের মত এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে (বেশী রক্তস্রাব হইলে, দুই পার্শ্ব ধীরে ধীরে টিপিলেই রক্ত বন্ধ হইবে)। তারপর এক গ্রেণ আন্দাজ পার্ম্মাঙ্গ্যানেট-অভ্-পটাস্ একটু জল বা থুথু দিয়া গুলিয়া দষ্টস্থানে উত্তমরূপে ঘষ; এই রকম কয়েক মিনিট ঘষিলেই সেই স্থানটি কাল হইয়া আসিবে। তারপর, দংশনের উপর ভালরূপে কাপড় জড়াইয়া একটি বাঁধন দেও; ও উপরের তাগাটী খুলিয়া ফেল। রোগীকে এমন ভাবে ঠেস দিয়া বসাইয়া রাখিতে হইবে, যেন সে ঘুমাইয়া না পড়ে। দংশনের অব্যবহিত পরই এই প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বিত হইলে, প্রাণনাশের আশঙ্কা প্রায় থাকে না। কিছু পার্ম্মাঙ্গ্যানেট-অভ্-পটাস্ গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে যেন থাকে।

নিম্নলিখিত চতুর্বিধ উপায়ও পরীক্ষণীয় :—

১। ক্ষত স্থানের উপর নূনের পুঁটুলি করিয়া সেক দিলে বা গরম জল সেচন করিলে, রক্ত বাহির হইতে থাকিবে। পরিষ্কার লালবর্ণ রক্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া বন্ধ করিবে না।

২। জলপাইয়ের তৈল (olive-oil) বাহিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৩। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজ্‌লী কাঁথি মহকুমার বঙ্গোপসাগরের অনতিদূরে বালুকাময় স্থানে একরূপ বাদাম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুপক্ক ফলের সংলগ্ন বীজের সারাংশটি সাধারণের উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং উক্ত ফলের খোসার রস রেড়ী-তৈলের ন্যায় প্রদীপে জ্বালান হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এই ফল সর্প দংশনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে গণ্য। এই ফলের নির্যাষ কোন সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ সেবন করাইলে, সে না কি অনতিবিলম্বে আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

৪। কলাগাছের বা তুলসী পাতার রস সেবন।

মালবৈদ্য মতে চিকিৎসা।—বিষ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এক প্রকার লালা জন্মে এবং মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে থাকে; এই লালা শ্বাস রুদ্ধ করিলে দষ্ট-ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। লালা জন্মিলেই ন্যাকড়া বা হাত ঢুকাইয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। অল্প অল্প গরম জল পান করাইলে বা গলায় গরম জলের সেক্ দিলে অথবা গরম জলের বাষ্প মুখ দিয়া টানিতে দিলেও, উত্তাপ লাগিয়া কণ্ঠ-নালী পরিষ্কৃত হয়। ইহাতেও লালা থাকিয়া গেলে, তেল তেঁতুল ও তুঁতে বা আঁইস-জল খাওয়াইয়া বমন করাইবে। মালবৈদ্যেরা বলে রোগীকে অবস্থানুসারে তেঁতুল আমরুল বা নেবু প্রভৃতি উদ্ভিদম্ল সেবন করাইলে বিষের মারাত্মক-শক্তি নষ্ট হয়। রোগীর জীবনের আশা না থাকিলে, "জলসার" দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা। জল অল্প গরম করিয়া রোগীকে বসাইয়া চারি পাঁচ হাত উচ্চ হইতে ৪০।৫০ কলসী জল শরীরে কম্প না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঢালিতে থাকিবে; ইহারই নাম "জলসার"। রোগীর শরীর সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলসার বন্ধ করিবে না।

রোগী যেন **ঘুমাইতে না পারে** তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ।

সূচনা।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পাঠক মহাশয় যেন স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত স্থূল কথাগুলি স্মরণ রাখেন :—

১। স্ত্রীলোকদিগের তলপেটে মূত্রাধার ও মল-ভাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় "জরায়ু" (uterus) আছে ; ইহা একটি খালি থ'লে বিশেষ ; আকৃতি পেয়ারা বা নাসপাতি ফলের মত। এই জরায়ু-গহ্বর মধ্যে ভ্রূণ নয় মাসকাল বাস করে। ইহা রবারের ন্যায় বাড়িতে ও কমিতে পারে—সুতরাং গর্ভাবস্থায় ইহার ভিতর শিশু বাড়িতে থাকিলে ইহাও বড় হয়, এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই সঙ্কুচিত হইয়া ইহা পূর্ব্বের আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার উপরিভাগটিকে "জরায়ুর গোড়া (fundus)" বলে ; নিম্নভাগটি অপেক্ষাকৃত সরু, ইহাকে "জরায়ুর গ্রীবা (cervix)" কহে। জরায়ুর গ্রীবায় একটি ছিদ্র আছে, তাহার নাম "জরায়ুর মুখ (os)"। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটি বক্র সুড়ঙ্গ জরায়ু-গ্রীবার চারিদিকে জুড়িয়া আছে, ইহাকে "যোনি-পথ (vagina)" বলে।

২। জরায়ুর উভয় পার্শ্বে এক-ইঞ্চি-লম্বা বাদামের আকৃতিবিশিষ্ট দুটি যন্ত্র আছে, উহাদিগকে "ডিম্বকোষ * (ovaries)" বলে ; প্রত্যেক ডিম্বকোষে সরিষার মত অতি ক্ষুদ্র দশ বিশটি "ডিম্ব (ovum)" থাকে।

৩। জরায়ুর গোড়ার দুই পাশ দিয়া বাহুর ন্যায় দুটি নল (তিন ইঞ্চি লম্বা) বিস্তারিত হইয়া জরায়ুর সহিত ডিম্বকোষদ্বয়ের সংযোগ সাধন করিয়াছে, ইহাদিগকে "ফালল-নল (Fallopian Tubes)" বা "স্ত্রী বীর্য্যবাহী-নল" কহে (চতুর্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

* ইহার অপর নাম "ডিম্বাশয়" বা "ডিম্বাধার"।

ঋতু।—স্ত্রীলোকের যৌবনকালে যখন সমস্ত জননেন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তখন ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নিঃসৃত হয়। তখন ডিম্বকোষে, কালল-নলে, ও জরায়ুর গাত্রে রক্তাধিক্য হইয়া তাহা হইতে রজঃ নিঃসরণ হয়; ইহাকেই "ঋতু" বা "স্ত্রীধর্ম্ম" বলে। ঋতু প্রায় প্রতি আটাশ দিন অন্তর ঘটে। **ঋতুকালে বা ঋতুমতি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ।** ঋতুকালে **স্নান** ও স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ।

গর্ভসঞ্চার।—স্ত্রী-বীর্য্য (ডিম্ব) যেমন ডিম্বকোষে থাকে, পুরুষের বীর্য্য "রেতঃ" (semen) সেইরূপ মুষ্ক (testes) মধ্যে থাকে। পুরুষের বীর্য্যে খুব সরু ও লম্বা এক প্রকার কীট আছে, তাহাদিগকে "শুক্রকীট (spermatazoa)" কহে। স্ত্রীলোকের "পরিপক্ক ডিম্ব" ও পুরুষের "সতেজ শুক্রকীট", এই দুইটি গর্ভসঞ্চারের উপাদান। সাধারণতঃ ঋতুর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে গর্ভসঞ্চার হয়; কিন্তু কখন কখন ঋতুর দুই এক দিন পূর্ব্বে, এবং কখনও বা ঋতুর দশ পনর দিন পরেও গর্ভ-সঞ্চার হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমের শেষ অবস্থায় পুরুষের মুষ্ক হইতে পুরুষাঙ্গ দ্বারা যে বীর্য্য নিঃসৃত হয়, সেই বীর্য্যস্থ শুক্রকীট স্ত্রীলোকের যোনিপথ দিয়া জরায়ুর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে কালল-নলে যাইয়া যদি ডিম্বকোষের পরিপক্ক ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে নারী গর্ভবতী হন।

এই সংযোগে কিরূপে নব জীবের উৎপত্তি হয়, বিন্দু প্রমাণ ভ্রূণে কিরূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়—এই শুক্রকীট ও ডিম্ব মিলিত হইয়া **প্রকৃতির** অন্তরালে-নিহিত কোন্ মহীয়সী **শক্তির** "যাদুমন্ত্র" প্রভাবে অর্জ্জুন ও নেপোলিয়ন্, শঙ্করাচার্য্য ও প্লেটো, আর্য্যভট্ট ও নিউটন, কপিল ও ডার্বিন্, বা অহল্যাবাই ও কুমারী নাইটিঙ্গেল রচিত হয়—তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি নরপুঙ্গব কখন কি এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন না জয়দৃপ্ত বিংশ-শতাব্দীর কিশোর-বিজ্ঞান তদীয় উপাসক-বৃন্দকে কোন কালে এই রহস্য-পুর প্রবেশের অধিকার প্রদান করিবার স্পর্দ্ধা রাখে?

সর্ব্বতোমুখ বিজ্ঞান ও বিশ্ববলিনী মানবপ্রতিভা যুগপৎ এই তথ্য নির্দ্ধারণে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে জীব উৎপাদনে ব্যস্ত থাকুক, আমরা কিন্তু ইত্যবসরে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিত্রী যুগযুগান্তব্যাপিনী নিজ-মহিমা-নিলয়ে-বিরাজিতা আদ্যাশক্তিকে দূর হইতে ভীতি বিস্ময়-পুলকপূর্ণ প্রীতি-কম্পিত-হৃদয়ে কোটি কোটি প্রণাম পুরঃসর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি, অর্থাৎ বামাগণের রোগ ও তন্নিবারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই * ।

স্ত্রীরোগ সমূহ নিম্নলিখিত নয়টি শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকটির লক্ষণ ও চিকিৎসাদি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে :—

১। আর্ত্তব-ব্যাধি।
২। জরায়ু ব্যাধি।
৩। ডিম্বকোষের ব্যাধি।
৪। যোনির ব্যাধি।
৫। বন্ধ্যাত্ব।
৬। স্তনের পীড়া।
৭। মেরুদণ্ডের পীড়া।
৮। পিক-চঞ্চু-অস্থি-বেদনা।
৯। গর্ভিণী রোগ।

১। আর্ত্তব ব্যাধি
(DISORDERS OF MENSTRUATION)।

ঋতু সম্বন্ধীয় রোগের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান পীড়াগুলির বিবরণ যথাক্রমে বর্ণিত হইবে :—(ক) প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব, (খ) রজোরোধ, (গ) অনিয়মিত ঋতু, (ঘ) অনুকল্প-রজঃ, (ঙ) স্বল্প-রজঃ, (চ) অতি রজঃ, (ছ) বাধক-বেদনা, (জ) শ্বেত-প্রদর, (ঝ) রজোনিবৃত্তি, (ঞ) হরিৎরোগ।

ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায়, ঋতুর অব্যবহিত পরই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনের মুখ্যকাল। স্থলবিশেষে, পরবর্ত্তী ঋতুর পরও ঔষধ সেবন করান আবশ্যক হইতে পারে।

---

* পরিশিষ্ট (গ)—"জীবাণু-তত্ত্ব ও জীবাশয়-রহস্য" দ্রষ্টব্য।

এস্থলে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে প্রায় সর্ব্ববিধ আর্ত্তব-ব্যাধিতেই পাল্‌স্‌ ও সিপিয়া ফলপ্রদ। **পাল্‌স্‌** কৃষ্ণবর্ণ নারিগণের পক্ষে, এবং **সিপিয়া** সুন্দরী রমণীদিগের পক্ষে, বিশেষরূপে উপযোগী—এইটি যেন স্মরণ থাকে।

(ক) প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব
(DELAYED MENSTRUATION)।

এ দেশের সুস্থ স্ত্রীলোকদিগের সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে প্রথম রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়া ৪০।৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে রজঃস্রাব হইতে থাকে। কোন কোন বালিকার যৌবনকাল উপস্থিত হইলেও রজঃস্রাবে বিলম্ব হয়; বা প্রথমে একবার মাত্র স্রাব হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, দীর্ঘকাল কোন পীড়ায় ভুগিয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তস্বল্পতা বশতঃ, এবং যোনি-মুখের আবরক-ঝিল্লী ছিন্ন না হওয়াতে, প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব ঘটে।

লক্ষণ :—মাথাভার ও ব্যথা, নাক দিয়া (সময়ে সময়ে মলদ্বার দিয়া) রক্তপড়া, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কোমরে ও উরুদেশে ভারবোধ ও তলপেটে বেদনা।

চিকিৎসা :—

পাল্‌সেটিলা ৩x—৩০।—উদরে ও পৃষ্ঠে বেদনা, মাথাব্যথা, অরুচি, সর্ব্বদাই শীতানুভব, আলস্য, বমনেচ্ছা, বুক ধড়ফড় করা, রক্ত-হীনতা। উল্লিখিত লক্ষণসহ শ্বেত-প্রদর থাকিলে, **সিপিয়া** ৬।

অ্যাকোনাইট ৩x।—একবার রজঃস্রাব হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ভয়জনিত ঋতু বন্ধ হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৩—৩০।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাক বা মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হওয়া; শুষ্ক কাসি, বক্ষঃস্থলে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা।

সিনিসিও θ।—প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব, অথবা প্রথম দুই একবার ঋতু হইয়া বন্ধ হওয়া; কষ্টকর অল্প পরিমাণ ঋতু; অনিয়মিত ঋতু।

ভিরেট্রাম ৩।—স্নায়বিক মাথাধরা; দুর্ব্বলতা সহ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া; বমন বা বমনেচ্ছা; তরল-ভেদ; মুখ বিবর্ণ; হাত পা নাক ঠাণ্ডা হওয়া লক্ষণে।

নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ।—(শীর্ণকায় রক্তহীনা রোগিণীর পক্ষে) শীতবোধ, পা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

সালফার ৩০।—কোমরে বেদনা, মাথা দপ্ দপ্ করা বা শিরোঘূর্ণন, অজীর্ণতা, অর্শসহ কোষ্ঠকাঠিন্য; খিট্‌খিটে মেজাজ বা মৌনভাব।

সিমিসিফিউগা ৬x।—ডিম্বকোষের স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ রজোলোপ। শিরঃপীড়া, নিদ্রাহীনতা, বাম অঙ্গে (বিশেষতঃ বাম স্তনে) বেদনা।

ধাতুদোষ হেতু রজোরোধে—সালফার ৩০, ক্যাল্ক ৬, লাইকো ১২, সিপিয়া ৩০। যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়-রোগ হেতু—ব্যাসিলিনাম ২০০, ক্যাল্ক-ফস্ ১২x চূর্ণ, আয়ড ৬। দুর্ব্বলতা বা রক্তাল্পতা হেতু—নেট্রাম-মিউর ৩০, চায়না ৬, ফেরাম ৬। অজীর্ণতা হেতু—সালফার ৩০, নাক্স ৬, পালস্ ৬, লাইকো ১২। "রজোরোধ" "অনিয়মিত ঋতু" "অনুকল্প-রজঃ" "স্বল্প-রজঃ" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। লঘুপথ্য ব্যবস্থা।

(খ) রজোরোধ

(AMENORRHŒA)।

রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়া আবার কখন বন্ধ হইয়া যায়। আলস্য-পরায়ণতা, রক্তস্বল্পতা, সঙ্গমদোষ, ঋতুর সময়ে অধিক পরিমাণে বরফ খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগান, জলে ভেজা, পর্য্যটন, হঠাৎ শোক ক্রোধ দুঃখ বা ভয় প্রভৃতি কারণে, রজোরোধ হয়।

চিকিৎসা।—মস্তকে রক্ত-সঞ্চার জনিত মাথাঘোরা, চক্ষে আঁধার দেখা ও চক্ষুকোটরে বেদনা, গর্ভাশয়ে ও ডিম্বাশয়ে তীব্র বেদনা, প্রলাপ লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। নাক দিয়া রক্ত পড়া, মাথাঘোরা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শুষ্ক কাসি এবং পাকস্থলীতে বেদনায়, ব্রায়োনিয়া ৬। তলপেটে তীব্র বেদনা (পরিশ্রমে বৃদ্ধি), বিমর্ষ-চিত্ততা, নির্জ্জনপ্রিয়তা লক্ষণে, সিপিয়া ৬। ঠাণ্ডা লাগিয়া রজোরোধে, অ্যাকোনাইট ৬; উপকার না হইলে, পালসেটিলা ৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ২৮ দিন পর) ঋতু না দেখা দিলে, সালফার ৩০। মানসিক ক্লেশ জনিত পীড়ায়, ইগ্নেসিয়া ৬। জল ঘাঁটিয়া বা রক্তস্বল্পতা হেতু রজোরোধ হইলে, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব ৩০ বা নেট্রাম-মিউর ৩০। রক্তস্বল্পতা ও উদরাময় সহ রজোরোধ থাকিলে, ফেরাম্ ৬। ঋতু বন্ধ হইয়া যদি রোগিণী পেট বেদনায় ছট্‌ফট্ করেন—জেলসিমিয়াম ৬, ক্যামোমিলা ৩, বা ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২x—১২x বিচূর্ণ গরম জল সহ সেবন। সাইক্লামেন ৬, আর্স ৬, নেট্রাম-মিউর ৩০, হেলোনিয়াস্ ১x, বেল ৩ প্রভৃতি সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। "রক্তস্বল্পতা" বা যক্ষ্মাকাসাদি হেতু রজঃ বন্ধ হইলে, তত্তৎ পীড়া দ্রষ্টব্য। গরম জলে বা গরম চোনায় ফ্লানেল ভিজাইয়া কোমরে সেক দিলেও উপকার দর্শে। "প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব" দ্রষ্টব্য।

(গ) অনিয়মিত ঋতু
(IRREGULAR MENSTRUATION)।

ঋতুর নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ২৮ দিনে জরায়ু দ্বার দিয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ লালবর্ণের পাতলা স্রাব হয়; তিন হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত স্রাব থাকে; স্রাবের পরিমাণ এক হইতে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত। উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে, চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অনিয়মিত রজঃস্রাবের লক্ষণ:—২।৩ মাস রজঃস্রাব হইয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়া; কখন কখন ৪।৫ মাস রজঃ বন্ধ থাকিয়া সহসা অধিক পরিমাণে স্রাব হওয়া; কাহারও ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প স্রাব হওয়া।

চিকিৎসা।—কোনায়াম ১—৩০ এ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাল্‌সেটিলা ৬ বা চায়না ৬ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ যথেষ্ট উপকার পাইয়াছেন, বলেন। "রজোরোধ" "স্বল্প-রজঃ" ও "অতিরজঃ" চিকিৎসার ঔষধাবলি, লক্ষণানুসারে এই পীড়াতেও সেব্য।

(ঘ) অনুকল্প-রজঃ

(VICARIOUS MENSTRUATION)।

রজোলোপ (বা অল্প রজঃস্রাব) বশতঃ নাসিকা, ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয়। শ্লেষ্মা সহ রক্ত উঠিলে উহা ফুস-ফুস্ হইতে এবং কেবল রক্ত উঠিলে উহা পাকস্থলী হইতে নির্গত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা:—নাসিকা গুহ্যদ্বার বা শরীরের অপর যে কোন দ্বার দিয়া রক্তস্রাব, রক্তবমন, পেট টাটানি, বুকে ব্যথা, কাসি (শ্বেত-প্রদর থাকুক বা না থাকুক) লক্ষণে, হ্যামামেলিস ১। নাক দিয়া রক্ত পড়িলে, ফেরাম-ফস্ বা ব্রায়োনিয়া ৬। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে, ইপিকাক ৬। কাসিতে কাসিতে রক্তস্রাব দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা লক্ষণসহ যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সিনিষিও ৩x। নাসিকা ও কর্ণ দিয়া রক্ত নির্গত হওয়া, স্তনে বেদনা, গা গরম বোধ লক্ষণে, পালসেটিলা ৬। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা রক্তস্বল্পতা সহ রক্তোৎক্ষেপ লক্ষণে, ফেরাম ৬। মলদ্বার হইতে রক্তস্রাবে, কলিন্সোনিয়া ১।

(ঙ) স্বল্প-রজঃ

(SCANTY MENSTRUATION)।

বিবিধ রোগে ভুগিয়া রক্তস্বল্পতা বশতঃ স্বল্প রজঃস্রাব হইলে, মূল পীড়ার চিকিৎসা করিতে হয়। জরায়ু-দোষে স্বল্প রজঃস্রাব হইলে, নিম্ন-লিখিত ঔষধগুলির প্রয়োগ হয়:—

চিকিৎসা।—ক্লান্তি, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, পাণ্ডুবর্ণ ত্বক্, শীতল বাতাস অসহ্য, বমন, শিরঃপীড়া ও রক্তস্বল্পতায়, সিপিয়া ৩০ (ক্ষীণাঙ্গী বায়ু-প্রধানা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী)। সামান্য পরিমাণে জলবৎ স্রাব, সর্ব্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ, শীতবোধ, রজঃস্রাবের পূর্ব্বে ও সেই সময়ে কোমরে বেদনায়, পাল্‌সেটিলা ৬। আহারের ও বায়ু-সেবনের অভাব বশতঃ অথবা কোন প্রকার ক্ষয়কর-রোগ হেতু স্বল্প রজঃস্রাব হইলে, ফেরাম ৬। যথাসময়ে ঋতু না হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি, তাপের ঝলক বা থেকে থেকে শরীরে গরম বোধ লক্ষণে, সালফার ৩০। অনেক দেরিতে ঋতু হওয়া এবং ঋতুর পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয় চুলকাইলে, গ্র্যাফাইটিজ্ ৬। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অল্প রক্তস্রাব, রোগিণীর বর্ণ মেটে রং হইলে, নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ। বেশী দেরিতে, অত্যল্প, কালবর্ণ ঋতু, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা ও সেই সঙ্গে গাত্রে ঘর্ম্ম থাকিলে, ফস্ফোরাস্ ৬। প্লাটিনা ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬, বা সালফার ৬, সময়ে সময়ে প্রয়োগ করা হয়। "প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব" দ্রষ্টব্য। লঘু বলকারক পথ্য বিধেয়।

(চ) অতিরজঃ

(MENORRHAGIA)।

(১) মাসিক ঋতুকালে বহুল পরিমাণে রজঃ নিঃসরণ হইলে, বা (২) ঋতুস্রাব নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, অথবা (৩) চারি সপ্তাহ কাল মধ্যে দুই বা ততোধিক বার ঋতুস্রাব হইতে থাকিলে, উহাকে "অতিরজঃ" বা "রক্তভাঙ্গা" বলে। সুতরাং ইহা নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে হইতে পারে, এবং অল্প বা অধিক দিন থাকিতে পারে। রজোনিবৃত্তি কালে কোন কোন রমণীর অতিরজঃ হইয়া থাকে। নানা কারণে রজোধিক্য হয়; তন্মধ্যে জরায়ুর যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন, জরায়ুর ক্রিয়া দূষিত হওয়া, জরায়ু-গ্রীবার কিম্বা

ডিম্বকোষে রক্ত-সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে, এই পীড়া হইতে পারে। অতিরিক্ত সঙ্গম, অধিক মাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, উৎকট মানসিক চিন্তা, অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভ-সঞ্চার হওয়াও এই পীড়ার কারণ মধ্যে গণ্য। অলসভাব, গা ভাঙ্গা, হাই উঠা, গা মাটিমাটি করা, মাথাভার ও বেদনা, পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা, অরুচি, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ, এই পীড়ায় দেখা যায়। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তক্ষয় জন্য—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরাবিষ্ট, হস্ত পদ শীতল, কর্ণে তালা লাগা, দৃষ্টি ও নাড়ী ক্ষীণা, এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হওয়া, প্রচুর পরিমাণে স্রাব ও তৎসহ পেটে বেদনা ও বমনেচ্ছায়, বোর‍্যাক্স ৬। রাত্রিতে অপর্য্যাপ্ত স্রাব, ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্ব ৬। জ্বালাকর-প্রদর সহ পুরাতন রোগে, আর্স ৩—২০০। শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং গর্ভাশয়ের ক্রিয়াবিকারজনিত অধিককাল স্থায়ী প্রচুর রজঃস্রাবে, আর্সেনিক ৬। (রজোনিবৃত্তিকালে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে)—পৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে, পালসেটিলা ৬। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ, ক্ষীণদৃষ্টি, ডিম্বাশয়ে বেদনা, লালবর্ণের রক্তসাধিক্যে, স্যাবাইনা ৬ (স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্যাবাইনা বিশেষ উপযোগী)। সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে বেদনাশূন্য পাতলা রক্তঃস্রাব, কখন কাল বর্ণের কখন বা থান থান কখন বা দুর্গন্ধময় রক্তস্রাব; সামান্য নড়াচড়ায় স্রাবের বৃদ্ধি; সর্ব্বাঙ্গ শীতল কিন্তু ভিতরে উত্তাপ, জরায়ু-মুখে পিপীলিকাচারণবৎ সুড়্‌সুড়ী; উদরে বেদনা ও যোনির দিকে চাপ সহকারে কাল কাল চাপচাপ আল্‌কাতরার ন্যায় স্রাব হইলে, ক্রোকাস-স্যাটাইভা ৩ (বিরাম-কালে চায়না ৬ এবং পীড়িত অবস্থায় ক্রোকাস প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়)। গাঢ় আল্‌কাতরার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে (থান থান নহে) স্রাব, কুঁচ্‌কীতে ও যোনিতে বেদনা, মনে হয় যেন পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী টানিয়া যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, সঙ্গম-প্রবৃত্তির আধিক্য, জরায়ুতে প্রদাহ এবং সর্ব্বদা কামাবেশ লক্ষণে, প্ল্যাটিনা ৬; কেহ কেহ বলেন (ইহার সহিত ক্রোকাস পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে উপকার-

পাওয়া যায়, বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় এই দুটি ঔষধই উপযোগী)। ঋতুর পূর্ব্বে প্রসব-বেদনার ন্যায় তীব্র বেদনা সহ কঠিন দানাযুক্ত রক্তস্রাব, থাকিয়া থাকিয়া বেদনা লক্ষণে, ক্যামোমিলা ১২। বেদনাশূন্য প্রচুর পরিমাণে পাতলা, কখন বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের রজঃস্রাব; রজঃস্রাব জনিত দৌর্ব্বল্য; কাণ ভোঁ-ভোঁ করা; জরায়ুর মুখে জ্বালা; প্রতি তৃতীয় দিনে পীড়ার বৃদ্ধি লক্ষণে, চায়না ৬। নাভিপ্রদেশে বেদনা এবং সেই বেদনা জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, অবিরত বমনেচ্ছা; মাথাঘোরা, মাথাব্যথা; মুখ-মণ্ডল ফ্যাকাসে ও শীতল; উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে, ইপিকাক্ ৬ (উল্লিখিত লক্ষণে প্রসবান্তিক আকস্মিক রজঃস্রাবেও ইহা উপকারী)। মূত্রনালীতে ও গুহ্যদ্বারে প্রদাহ; থাকিয়া থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব (বিশেষতঃ গর্ভস্রাবের পর) হইলে, ইরিজিরণ ৩x। আঘাতপ্রাপ্তি হেতু জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হইলে, আর্ণিকা ৩x বা হ্যামামেলিস ৩x উপকারী। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে যোনিদ্বারে চুলকানি ও জ্বালাসহ শ্বেত-প্রদরগ্রস্তা রোগিণীদিগের প্রচুর রক্তস্রাবে, ও বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ (বিশেষতঃ স্থূলাঙ্গীদিগের পক্ষে)। ধমনী হইতে চাপ চাপ ঘোর লাল রক্তস্রাব হইলে; জানুদেশে বেদনা থাকিলে (বিশেষতঃ রক্তস্রাব-প্রবণ রোগিণীর পক্ষে), ট্রিলিয়াম ৬। বিষম রক্তস্রাবে (রোগ কিছুতেই বাগ মানে না), দারুচিনি-তৈল (oil of cinnamon) পাঁচ ফোঁটা এক ড্রাম দুগ্ধ সহ প্রতিমাত্রায় সেব্য। ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, অ্যালো ৩x, ফেরাম ৬, থ্ল্যাস্পি θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা), সিকেলি ৬, বেল ৩, নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ [illegible], অ্যাম্ব্রা ৩, হেলোনিয়াস্ ১, আষ্টিলেগো ৩, হাইড্র্যাষ্টিস্ θ, এবং অশ্বত্থের রস (Ficus eligiosa) ১x, প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

বিরামকালের চিকিৎসা।—অত্যন্ত রজঃস্রাব বশতঃ রোগিণী নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলে, পালসেটিলা, ফেরাম, চায়না বা আর্সেনিক। রক্তসঞ্চালনের বৈলক্ষণ্য এবং জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট। বাত হইলে, সিমিসিফিউগা। উদরাময় স্বরভঙ্গ ও কাসি বা যক্ষ্মার পূর্ব্ব

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ক্যাক্কেরিয়া-কার্ব্ব। মানসিক উত্তেজনা, মৈথুন প্রবৃত্তির আধিক্যে, ফস্ফোরাস। মাঝে মাঝে প্রচুর রজঃ নিঃসরণ অথচ দুর্ব্বলতা ভিন্ন রোগিণী অন্য কোনরূপ শরীরের বৈলক্ষণ্য অনুভব না করিলে, ট্রিলিয়াম্। এই সমস্ত ঔষধ ষষ্ঠ শক্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

সাধারণ নিয়ম।—অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ। যদি কোন দৌর্ব্বল্যকর পীড়া বা ধাতুগত কোন দোষ না থাকে এবং রোগিণী সবল থাকেন, তাহা হইলে গরম জলের টবে রোগিণীর কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিবার পর গরম কাপড় দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিলে উপকার হয়। হ্যমোমেলিস θ, দশগুণ পরিষ্কার জলসহ মিশাইয়া তাহাতে সরু ন্যাকড়া বা স্পাঞ্জ ভিজাইয়া যোনিমধ্যে দিলে সময়ে সময়ে উপকার দর্শে।

"জরায়ু-রজঃস্রাব" দ্রষ্টব্য।

(ছ) বাধক-বেদনা
(DYSMENORRHŒA)।

রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য বশতঃ তলপেটে ও কোমরে এক প্রকার কষ্টকর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে "বাধক-বেদনা" (কষ্টরজঃ, রজঃকৃচ্ছ্রতা বা ঋতু-শূল) বলে। বাম ডিম্বাশয়ে অতিশয় বেদনা সহ স্বল্প রজঃস্রাব; (ঋতুকালে) তলপেটে, মেরুদণ্ডে, কোমরে বা সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় বেদনা; দুর্ব্বলতা, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, আলস্য, অগ্নিমান্দ্য বমনেচ্ছা বা বমন প্রভৃতি লক্ষণ বাধক-বেদনাতে বর্ত্তমান থাকে। অতি মৈথুন, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, রক্তসঞ্চয় জনিত জরায়ু-প্রদাহ, এবং শ্বেত-প্রদর প্রভৃতি কারণে, এই পীড়া হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের বাত বা হিষ্টিরিয়া অথবা স্নায়ুশূল আছে, তাঁহাদের প্রায়ই কষ্টকর ঋতু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

সিমিসিফিউগা ৬ :—ঋতুর পূর্ব্বে শিরঃপীড়া; (ঋতুকালে) প্রসব-বেদনার ন্যায় উদরে বেদনা, তলপেটে কুঁচ্কিতে পৃষ্ঠে ও পাকস্থলীর

উর্দ্ধে তীব্র বেদনা, মলিন বর্ণের অল্প রক্তঃস্রাব বা থান থান অধিক পরিমাণে রক্তঃস্রাব হওয়া লক্ষণে।

পাল্‌সেটিলা ৩—৩০।—কোমরে তলপেটে ও পৃষ্ঠে কর্ত্তনবৎ বা ছিন্নবৎ তীব্র বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মাথাঘোরা, শীতবোধ, ঋতুকালে উদরাময়; অল্প রক্তঃস্রাব এবং কখন কখন অল্প পরিমাণে চাপ চাপ রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত শান্তস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগের বাধক-বেদনায় ইহা উত্তম ঔষধ।

বেলেডোনা ৬, ৩০।—(জরায়ুতে ও ডিম্বাশয়ে রক্তসঞ্চয় জনিত বাধক-বেদনায়) বস্তি-গহ্বরে অতিশয় বেদনা; বেদনার সময় মনে হয় যেন পশ্চাদ্দিক্ হইতে উদরের নাড়ী-ভুঁড়ি সজোরে ঠেলিয়া যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে; রক্তঃস্রাবের একদিন পূর্ব্ব হইতে বেদনার উদ্রেক; ঋতুর সময় মলত্যাগকালে অতিশয় কষ্ট; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; চক্ষু ও মুখ লালবর্ণ এবং রগ দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রক্তপ্রধানা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জেলসিমিয়াম ৩x।—জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় জনিত আক্ষেপ, যোনিদ্বারে ও উরুতে খিলধরার ন্যায় বেদনা; প্রথমে উদরে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে কোমরের ও পৃষ্ঠের উর্দ্ধাংশে এবং ঘাড়ে আক্ষেপিক বেদনা; সময়ে সময়ে বেদনার উপশম হইলে রোগিণীর তন্দ্রাবেশ ও অলসতা। জ্বর থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। (কাহার কাহারও মতে ইহার সহিত কালোফাইলম ১x পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়)।

ক্যামোমিলা ৬—১২।—মলিন বা কৃষ্ণবর্ণের চাপ চাপ রক্তস্রাব; প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; উদরে বেদনা; কোমর হইতে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা (বায়ু ও পিত্তপ্রধানা উগ্রপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের বাধক-বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ককিউলাস ৬।—পেট কামড়ানির ন্যায় পেটে বেদনা বোধ; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট; অতি অল্প মাত্রায় কালরক্ত নিঃসরণ বা

শ্বেত-প্রদর। অতিশয় শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন; পেটকাঁপা; সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা এবং বমনেচ্ছা।

জ্যান্থোক্সাইলাম ১x—৩x।—ককিউলাস প্রভৃতি ঔষধে আংশিক উপকার হইলে বা কোন উপকার না হইলে—বিশেষতঃ তলপেট হইতে কুঁচকি পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা ও তৎসহ জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে। **বাধকের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ,** শতকরা আশী জন রোগিণীর ইহাতে উপকার হয়।

কলোফাইলাম ১x।—সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, তলপেটের বেদনা শরীরের অপরাংশেও ছড়াইয়া পড়ে; স্রাব ও প্রদর প্রচুর পরিমাণে স্রাব হওয়া লক্ষণে।

কলিন্সোনিয়া ১x—৩।—স্রাব সহ খণ্ড খণ্ড ঝিল্লীবৎ পদার্থ নিঃসরণ এবং তৎসহ দারুণ বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

হেলোনিয়াস ৩x।—জরায়ুতে অতিশয় বেদনা; জানুতে ও পৃষ্ঠে অবিরাম বেদনা; কাল সূতার ন্যায় স্রাব।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—অসময়ে সামান্য পরিমাণে রজঃস্রাব; শীতবোধ; অগ্নিমান্দ্য; প্রাতঃকালে বমন বা বমনেচ্ছা।

সিকেলি-কর ৬।—(নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে) দানা দানা, মলিন ও দুর্গন্ধ স্রাব; তলপেটে অতিশয় বেদনা (মনে হয় যেন পেটের সমস্ত পদার্থ যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে); সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ হস্ত ও পদে) শীতল ঘর্ম্ম; ক্ষীণ-নাড়ী; মূত্রাশয়ে ও মলাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা; স্রাব নিঃসৃত না হওয়ায়, তীব্র বেদনা ও দুর্ব্বলতা অনুভূত হওয়া লক্ষণে।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস্ ৩x—৬x চূর্ণ।—(উষ্ণ জল সহ দশ মিনিট অন্তর সেব্য) পাকস্থলী ও জরায়ুতে আক্ষেপজনক বেদনা। বেদনা নিবারণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এপিস ৬।—ডিম্বকোষে হুল-ফুটানর ন্যায় বেদনায় রোগিণী ছট্‌-ফট্ করেন; প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা।

ভাইবার্ণাম-অপিউলাস্ ৩x ।—ঋতুকালে বেদনা সহসা আরম্ভ হইয়া আট দশ ঘণ্টা কাল স্থিতি; জরায়ুতে তীব্র বেদনা, পরে সমস্ত পেটে বেদনার বিস্তৃতি। আক্ষেপযুক্ত বাধক।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি (ষষ্ঠ শক্তিতে) সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়:— ক্রোকাস, মস্কাস, লিলিয়াম, প্ল্যাটিনা, ব্রায়োনিয়া, কিউপ্রাম, কোনায়াম, হ্যামামেলিস ৩x, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, ফস্ফোরাস, ফাইটোল্যাকা, স্যাবাইনা, সিকেলি, সিপিয়া, সিনিষিও, সালফার ৩০, গ্র্যাফাইটিজ, ফেরাম, অ্যাকোনাইট ৩০, সিমিসিফিউগা ৩, ক্যাক্টাস্ ৩, ক্যামোমিলা, বোর‍্যাক্স্।

নিয়ম ।—অল্প রজঃস্রাব বশতঃ উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, গরম জলের বা গরম চোনার সেক দিলে উপকার হইতে পারে। তাড়িৎ (Electricity) প্রয়োগেও বেদনা আশু নিবারিত হয়।

যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না ঘটে ও রোগিণী যন্ত্রণায় অধীরা হন, তাহা হইলে ওলট কম্বলের শিকড় (ওজনে চারি আনা) ছয়টা গোলমরিচ ও একটা পানের বোঁটা সহ বাটিয়া জল দিয়া (ঋতুকালের তিন দিন) প্রাতঃকালে সেবন বিধি; এইরূপ দুই তিন ঋতুসময়ে খাইলে, বাধক নিঃশেষে আরাম হইতে পারে। "জরায়ুর পীড়াচয়" ও "ডিম্বকোষের ব্যাধিচয়" দ্রষ্টব্য।

(জ) শ্বেত-প্রদর (LEUCORRHŒA)।

জরায়ুর আবরক-ঝিল্লী হইতে, জরায়ুর অভ্যন্তর হইতে, এবং জরায়ুর মুখ হইতে, বিবিধ বর্ণের (শ্বেত, নীল, পীত, দুগ্ধবৎ, মাংস-ধোয়া-জল বা কাল আলকাতরার ন্যায়) স্রাব নিঃসৃত হয়, ইহাকেই "**প্রদর**" কহে। সচরাচর স্রাব শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে, সেই জন্যই সাধারণতঃ ইহাকে "**শ্বেত-প্রদর**" বলে। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তা অল্প বয়স্কা বালিকাদেরও সময়ে সময়ে এই পীড়া হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না হইলে, ক্রমে জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে পূযের ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হয়;

এবং সেই কারণে যোনির অভ্যন্তরে ও মুখে ক্ষত উৎপন্ন হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা, পেটফাঁপা, পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত, এবং মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ ইহাতে বর্ত্তমান থাকে।

ঠাণ্ডা লাগা, ক্রিমি, অপরিষ্কার থাকা, উত্তেজক দ্রব্য পান আহার, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতিরিক্ত সঙ্গম, মধ্যে মধ্যে অতিশয় রক্তস্রাব, জরায়ু মধ্যে কোন উত্তেজক পদার্থ থাকা, কর্কটিকা হইয়া যোনিতে প্রদাহ, পুনঃপুনঃ গর্ভপাত প্রভৃতি কারণে, শ্বেত-প্রদর হয়। শ্লেষ্মাপ্রধানা বা গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, ২০০।—(দুগ্ধবৎ প্রদর) জরায়ুতে জ্বালা, চুলকানি ও বেদনা। **বালিকা-দিগের** ও গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের প্রদরে ইহা উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৬। সকল প্রকার প্রদরেই ইহা উপকারী। শাদা বর্ণের ঘন স্রাব; ঋতুর পরে এই স্রাবের বৃদ্ধি (ইহাতে বেদনা কখন থাকে, কখন বা থাকে না)।

সিপিয়া।—প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা, ঈষৎ সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধ স্রাব, বা দুর্গন্ধময় জলবৎ স্রাব নিঃসরণ (ক্ষীণাঙ্গী ও বায়ু-প্রধানা স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬।—বিবিধ পীড়ায় ভুগিয়া বা উপদংশ পীড়ার পরে (বা অতিমাত্রায় পারদ সেবনের পর) শ্বেত-প্রদর হইলে, এই ঔষধ উপকারী। প্রথমে ধোঁয়াটে অথচ গাঢ় স্রাব হইয়া, পাঁচ ছয় দিন পরে পাতলা জলবৎ বা মাংসধোয়া জলের ন্যায় দুর্গন্ধ স্রাব হইলে।

ক্রিয়োজোট ৬।—ঋতুর চারি পাঁচ দিন পরে হরিদ্রাবর্ণের কাঁচা শস্যের গন্ধবিশিষ্ট স্রাব; জরায়ুর বাহিরে স্ফীতি; হুলফুটানবৎ জ্বালা ও চুলকানি; উরুতে স্রাব লাগিয়া ক্ষত এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

বোভিষ্টা ১২।—ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পুরাতন শ্বেত-প্রদর ও সেই সঙ্গে রোগিণী নিজ মস্তকটি বৃহৎ অনুভব করেন।

বোর‍্যাক্স ৬।—অণ্ডলালাবৎ প্রদর; অস্বাভাবিক উত্তপ্ত প্রদর।

গ্র্যাফাইটিজ ৩০, ২০০।—ফ্যাঁকাসে, পাতলা, প্রচুর শ্বেত-প্রদর, জ্বালাকর প্রস্রাব, পৃষ্ঠদেশে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব।

অ্যালিউমিনা ৩০।—কোনও ঔষধে আশানুরূপ ফল না পাইলে, ইহা ব্যবস্থা করিতে হয়।

সাল্‌ফার ৩০।—পুরাতন শ্বেত-প্রদরে বহুদিন ভুগিলে দুই এক মাত্রা সাল্‌ফারে উপকার হয়।

শ্বেত বা হরিৎ বর্ণের স্রাব হইলে—মার্ক-সল, সিপিয়া, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চায়না, ও নেট্রাম-মিউর। জলবৎ পাতলা স্রাবে—স্যাবাইনা, ফেরাম, ও পাল্‌স্। তীব্র ও জ্বালাকর স্রাবে—অ্যাসিড-নাইট্রিক, পাল্‌সেটিলা, ক্রিয়োজোট, ও আর্সেনিক। গরম স্রাবে—গ্র্যাফাইটিজ ৩x বা হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩x। দুগ্ধবৎ স্রাবে—সিলিকা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, পাল্‌সেটিলা, লাইকোপোডিয়াম, ও ফেরাম। রক্তসংযুক্ত স্রাবে—ক্রিয়োজোট, লাইকো-পোডিয়াম ও চায়না। সবুজবর্ণ স্রাবে—কার্ব্বো-ভেজ, সালফার ৩০, মার্ক, ক্রিয়ো। হরিদ্রাবর্ণ স্রাবে—কেলি-বাই। স্রাবে দুর্গন্ধ—কার্ব্বো-ভেজ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, সিপিয়া, পাল্‌স্। গাঢ় স্রাবে—সিপিয়া, মেজেরিয়াম, জিঙ্কাম। কেবল রাত্রিকালে স্রাব হইলে, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩ বা কষ্টিকাম্ ৩০। কেবল দিবাভাগে স্রাব হইলে, অ্যালিউমিনা। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগমাত্র স্রাব হইলে, কার্ব্বো-ভেজ। এই সকল ঔষধ ষষ্ঠ শক্তিতে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে ঔষধ সেবন যেন বন্ধ থাকে।

নিয়ম।—প্রত্যহ স্নান, জননেন্দ্রিয় দিনে তিন চারিবার ধৌত করা, ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বিধি। পিচকারী (female syringe) দ্বারা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিলে যোনি মধ্যে দুর্গন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যেন পিচকারী ব্যবহার না করা হয়। নাটক-নভেল পাঠ, কুসংসর্গ, গুরুপাক দ্রব্য আহার, ও স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ। লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা।

(ঝ) রজোনিবৃত্তি (MENOPAUSE)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগের ঋতু প্রায় ৩০।৩২ বৎসর স্থায়ী হয় (অর্থাৎ যদি চৌদ্দ বৎসর বয়সে কোন নারীর ঋতু আরম্ভ হয়, তাহা হইলে প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার ঋতু বন্ধ হইবে)। সাধারণতঃ ৪০ বৎসর বয়সে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে রক্ত-সঞ্চয় অল্প হইয়া আসে, ও ৪৫।৫০ বৎসর বয়সে সুস্থকায় স্ত্রীলোকদিগের ঋতু এককালে চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। তখন জরায়ুর আকার ছোট হয়, যোনিদেশ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপে সহজে ঋতু বন্ধ হইলে, কোন ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সহজে ঐরূপ অবস্থা না ঘটিয়া যদি স্নায়ুর উগ্রতা (যথা দেহে **তাপের ঝলক** বা পুনঃ পুনঃ গরম বোধ, শিরঃপীড়া, হৃৎস্পন্দন, হিষ্টিরিয়া), বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদর মধ্যে বায়ু-সঞ্চয়, অধিক মাত্রায় ঘর্ম্ম বা প্রচুর প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রজোনিবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন কোন স্ত্রীলোক বেশ সুস্থ ও সবলকায় হন।

চিকিৎসা:—

ল্যাকেসিস্ ৬।—(এই পীড়ার প্রধান ঔষধ) থেকে থেকে তাপের ঝলক বা গরম বোধ, ঘর্ম্ম, মাথায় জ্বালা, নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩x বা **অ্যাম্বিল-নাইট্রেট্** ৩।—(স্নায়বিক লক্ষণে) যদি ল্যাকেসিস্ ব্যর্থ হয়।

অধিক ঘর্ম্ম বা লালা নিঃসৃত হইলে, **জ্যাবোরেণ্ডি** ২x; শিরঃপীড়া প্রাবল্যে, **গ্লোনোইন** ৩; মাথার চাঁদীতে বেশী জ্বালাবোধ থাকিলে, **চায়না** ৬ বা **ফেরাম** ৬; পাকস্থলীতে খালি বোধ হইলে, **হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড** ৬ (রোগিণী হৃষ্টপুষ্ট হইলে ডাক্তার লেডাম, এই স্থলে **অ্যাকোনাইট**

৩ দিতে বলেন)। সালফার ৩০, ইগ্নেষিয়া ৩, সিমিসিফিউগা ৩, ভ্যালেরিয়ানা ৩, সিপিয়া ৩০, ক্যাল্কেরিয়া ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

নিয়ম।—ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, সহজে পরিপাক হয় এমন দ্রব্য আহার, যথাসময়ে নিদ্রা, অল্প পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিধেয়।

(ঞ) হরিৎ পীড়া (CHLOROSIS)।

এই রোগে রক্তের লাল-কণা ভাগ কমিয়া যায়, সেই জন্য গাত্র-চর্ম্ম খড়ি মাটির ন্যায় শুষ্ক পীতবর্ণ বা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হয়। নিয়মিত সময়ে প্রায়ই ঋতু হয় না, শরীরের তাপ কমিয়া যায়, সর্ব্বদা শীতবোধ, শিরঃপীড়া, চক্ষুর পাতা ফোলা, চক্ষুর চারিদিকে কালিপড়ার মত দাগ, বুক ধড়-ধড় করা, নাড়ী ক্ষীণ, ওষ্ঠে রক্তের চিহ্ন না থাকা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, খিট্‌খিটে স্বভাব, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ ঘটে। রক্তস্রাব, হস্তমৈথুন, ঋতুর গোলযোগ, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম না করা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।—

ফেরাম-রিডাক্টাম্ ২x চূর্ণ।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। এক গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন বিধি। হিউজ, বেয়ার, জুসেঁ, র্যাকী প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ সকলেই এই ঔষধের পক্ষপাতী।

ডাক্তার গ্যাচেল বলেন "ফেরাম্ রিডাক্টাম্ ২x এই পীড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, এবং ইহা সেবনে অনেক স্থলেই রোগ আরোগ্য হয়। গাত্রচর্ম্ম ফ্যাকাসে, অজীর্ণতা, সর্ব্বদা শীতবোধ (কখন কখন বা গরমবোধ; বা সহসা যেন শরীর হইতে তাপের ঝলকা বাহির হইতেছে, এইরূপ বোধ করা), শিরঃপীড়া, অতি রজঃ বা রজোরোধ, এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ"।

গ্র্যাফাইটিজ্ ৩x ।—স্বল্প রজঃ, শুষ্ক বা খসখসে চর্ম্ম, কোষ্ঠকাঠিন্য, গরম স্রাব।

ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩—৩০ ।—স্নায়ুশূল, মস্তকের চারিধারে ঘর্ম্ম, পা ঠাণ্ডা, অস্থি-গুল্ম (nodes) বর্দ্ধিত হওয়া লক্ষণে।

আর্সেনিক ৩০ ।—অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব বা শোথ হইলে, অথবা লৌহ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার জনিত পীড়া কিম্বা রোগিণী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে।

পাল্‌সেটিলা ৩x—৬ ।—ঋতু একেবারে বন্ধ বা অত্যল্প পরিমাণে হওয়া। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতু বন্ধ হইয়া রোগিণী ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে।

নেট্রাম-মিয়ুর ১২x চূর্ণ—৩০ ।—উরুদেশের সন্ধিতে ঠাণ্ডাবোধ ; তলপেটে ভারবোধ ; শোথ ; কোষ্ঠবদ্ধতা ; ঋতুবন্ধ, অথচ মাঝে মাঝে কাপড়ে দাগ লাগা ; উৎকণ্ঠা প্রভৃতি লক্ষণে।

সিপিয়া ১২, প্ল্যাটিনা ৬, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড ৬, সালফার ৩০, প্লাম্বাম্ ৬, পেট্রোলিয়াম্ ৩০, ক্যাল্ক-ফস্ ৬x—৩০, হেলোনিয়াস ২x ও আর্জ্জেণ্টাম্-নাইট্রিক ৩০, এবং "রক্ত স্বল্পতা", "যক্ষ্মা-কাস" রোগের ঔষধাদি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

পথ্যাদি ।—ঠাণ্ডাজলে (বিশেষতঃ সমুদ্র জলে) স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, দুগ্ধপান, পালটের (bran) বা যাঁতা-ভাঙ্গা আটার হাতেগড়া রুটি আহার, সূর্য্যালোকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। রোগিণী যেন কখন অলসভাবে সময় না কাটান। কাঁচা ডিম বা ডিমের হল্‌দে অংশ, ছোট ছোট মাছ, টাট্‌কা তরকারি, সুপক্ক ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘোল, ও অধিক পরিমাণে জলপান, হিতকর। গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বাঙ্গে রৌদ্র লাগান ভাল।

২। জরায়ুর পীড়াচয়

(DISEASES OF THE UTERUS)।

জরায়ুর পীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান পীড়াগুলির বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইতেছে:—(ক) জরায়ুর উগ্রতা, (খ) জরায়ুর মূর্চ্ছা, (গ) জরায়ু-প্রদাহ, (ঘ) জরায়ুর রক্তঃস্রাব, (ঙ) জরায়ু মধ্যে বায়ু বা জল-সঞ্চয়, (চ) জরায়ুর অর্ব্বুদ, (ছ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা নাভী-টলা, (জ) জরায়ুর অপর কয়েকটি রোগ।

(ক) জরায়ুর উগ্রতা (HYSTERALGIA)।

জরায়ুতে বেদনা বোধ, সমস্ত বস্তিদেশে কনকনে বেদনা। এই বেদনা স্নায়বিক, ঋতুর সময়ে ও সঙ্গমনে বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, অস্থিরতা, বমনেচ্ছা, অনিদ্রা, পাকাশয়ের গোলযোগ প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

সিমিসিফিউগা ৩x—৩০।—এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

আর্ণিকা ৬।—ঋতু অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম বা প্রসবের পরই চলাফেরা হেতু এই রোগ হইলে।

এই পীড়ায় আমাশয়ের গোলযোগ ও পাকস্থলীতে বেদনা থাকিলে— **ক্যামোমিলা** ৬, **নাক্স-ভমিকা** ৩০, **মার্কিউরিয়াস** ৬, বা **পাল্‌সেটিলা** ৬ ব্যবস্থা।

(খ) জরায়ুজ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া (HYSTERIA)।

স্নায়ু সমূহের (বিশেষতঃ জরায়ুর স্নায়ু সমূহের) উগ্রতা হেতু এই মূর্চ্ছারোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—১৬৬—১৬৭ পৃষ্ঠার "তড়্ক"-রোগ চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

মূর্চ্ছাবস্থায় রোগিণীর মুখ ও নাসারন্ধ্র অতি অল্পক্ষণমাত্র উত্তমরূপে টিপিয়া ধরিয়া অল্প উচ্চ স্থান হইতে গাড়ু দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডলের উপর এমন ভাবে জল ঢালিতে হইবে যেন তাহাতে তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার অল্পক্ষণমাত্র ব্যাঘাত ঘটে; এতন্নিবন্ধন তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, এবং তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে পারে।

(গ) জরায়ু-প্রদাহ (METRITIS)।

ইহা দুই প্রকার—**তরুণ** ও **পুরাতন**।

তরুণ জরায়ু-প্রদাহ।—প্রসবের বা গর্ভস্রাবের রক্ত দূষিত হইলে, সচরাচর তরুণ-জরায়ু-প্রদাহ হইয়া থাকে। এই রোগে সচরাচর জরায়ু-গ্রীবা আক্রান্ত হয়; অত্যন্ত শীতবোধ, প্রবল জ্বর, ও তলপেটে বেদনা, ইহার প্রধান লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র, **ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩x** দিতে হইবে। পরে **নাক্স-ভমিকা ৩০** আবশ্যক হইতে পারে। **পাইরোজেন ৩০,** বেলেডোনা ৬, কলোসিন্থ ৬, রাস-টক্স ৬, ল্যাকেসিস্ ৬ সময়ে সময়ে উপযোগী। এই পীড়া বড় আশঙ্কাজনক, সেইজন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের উপর নির্ভর করা উচিত। রক্ত দূষিত না হইলে, ভয়ের কারণ নাই। ঠাণ্ডা লাগা হেতু হইলে, দুই তিন মাত্রা অ্যাকোনাইট ৩x দিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ।—প্রসবের পর জরায়ু সঙ্কুচিত না হইয়া আসিলে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা গর্ভ-সঞ্চার না হইতে দিলে, বা বহুদিবস যাবৎ হরিৎ পীড়ায় ভুগিলে, জরায়ু ক্রমশঃ বেদনাযুক্ত কঠিন ও বড় হয়; ইহাকেই "পুরাতন-জরায়ু-প্রদাহ" কহে। উদর ভারীবোধ, বাধক-বেদনা, স্তনে ও কোমরে বেদনা, ঋতুর বিশৃঙ্খলতা, স্বামী-সংসর্গে বেদনা, মূত্রস্থলী ও মলদ্বারে বেগ, হিষ্টিরিয়াদি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—স্যাবাইনা ৩x।—অধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে ; রক্তস্রাব পরিষ্কার, লাল, চাপ চাপ বা জলীয়।

বেলেডোনা ৩x।—প্রকৃত জরায়ু-প্রদাহে, ডাক্তার ম্যাথিসন্ কেবল বেলেডোনার উপর নির্ভর করিতে বলেন। "জরায়ু-প্রদেশে জ্বালা ও চাপবোধ হয়, যেন উদরের অভ্যন্তরের যন্ত্রাদি বাহির হইয়া পড়িবে" এরূপ লক্ষণে, বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী।

সিপিয়া ১২।—প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা ; অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব ; প্রসবদ্বারে চুলকান।

হাইড্র্যাষ্টিস ৩x—৩০।—জরায়ু-গ্রীবার, জরায়ু-মুখের ও অপত্য-পথের ক্ষত ; গাঢ় পীতবর্ণ প্রদর-স্রাব।

অরাম্-মেটালিকাম ৩০, অরাম-মিউর-ন্যাট ৩ বিচূর্ণ, পাল্‌সেটিলা ৬, মিউরেক্স ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, সিমিসিফিউগা ৬, সালফার ৩০, লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় গরম জল দ্বারা প্রত্যহ দুই তিনবার উত্তমরূপে ধুইতে হইবে। জরায়ু-মুখে ক্ষত থাকিলে, দশ ভাগ জলের সহিত একভাগ হাইড্রাষ্টিস θ মিশাইয়া, ধুইয়া ফেলা ভাল। যতদিন রোগ না সারে, ততদিন স্বামী সংসর্গ করা ও কোমরে খুব ক'সে কাপড় পরা উচিত নয়। প্রতিদিন যথাসময়ে স্নান, পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন ও নিয়মিত পরিশ্রমাদি করা উচিত।

(ঘ) জরায়ুর রজঃস্রাব (METRORRHAGIA)।

ঋতুকাল ছাড়াও অন্য সময়ে জরায়ু হইতে অল্লাধিক রক্ত নিঃসরণের নাম "জরায়ু-রক্তঃস্রাব"। ঋতুস্রাবের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই ; সুতরাং ঋতু সহ বা তৎপূর্ব্বে বা পরে ইহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহাতে "অতি-রজঃ"র ন্যায় প্রচুর রক্ত ভাঙ্গা থাকিতে পারে বা অল্প পরিমাণ রক্তস্রাব থাকিতে পারে। জরায়ু মধ্যে অর্ব্বুদ, প্রসবান্তে ফুল না পড়া,

আঘাতাদি নানা কারণে ইহা ঘটে। অবসন্নতা, ক্ষুধামান্দ্য, বসিতে দাঁড়াইতে না পারা, প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

নিঃসৃত-রক্ত ঘোর লাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। লালবর্ণ হইলে, উহা **ধমনীয় রক্তস্রাব** (arterial or active haemorrhage); এবং কাল হইলে, উহা **শিরায় রক্তস্রাব** (venous or passive haemorrhage) বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—উজ্জ্বল রক্তস্রাবে, স্যাবাইনা ৩x। কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবে, হ্যামামেলিস ৩x। আঘাত জনিত রোগে, আর্ণিকা ৩x। রজোনিবৃত্তিকালে, ভিঙ্কা-মাইনর ৩। গর্ভস্রাব বা প্রসবান্তে, সিকেলি ৩। পুরাতন পীড়ায়, সালফার ৩০ বা সিপিয়া ৩০। আর্জ-নাইট্রিক ৬, হায়োসায়েমাস ৩, ল্যাকেসিস ৬ এবং "অতি রজঃ", "বাধক" প্রভৃতি রোগের ঔষধাদি লক্ষণানুসারে এই পীড়াতেও প্রদত্ত হয়।

(৬) জরায়ু মধ্যে বায়ু—, বা জল—, বা রক্ত—, সঞ্চয়।

প্রদাহ প্রভৃতি কারণে জরায়ু মধ্যে বায়ু জন্মে, ও জরায়ুর উপর চাপ পড়িলে এই বায়ু ফস্-ফস্ শব্দে বাহির হয়; ইহাকেই জরায়ু মধ্যে "বায়ু-সঞ্চয় (Physo-metra)" কহে। বেলেডোনা ৩x বা লাইকোপোডিয়াম্ ১২ এই রোগের ঔষধ।

প্রদাহ বা ক্ষতাদি শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত কোন কোন স্ত্রীলোকের জরায়ুর মুখ বন্ধ হইয়া যায়, কাহারও জরায়ু-মুখ জন্মাবধি বন্ধ থাকে। জরায়ুর মুখ বন্ধ হইয়া গেলে, জরায়ু ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে ও তদাবরক ঝিল্লী হইতে জল বা রক্ত ক্ষরিত হইয়া জরায়ু মধ্যে "জল-সঞ্চয়" (Hydro metra) বা "রক্ত সঞ্চয়" (Hemato-metra) হয়। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস ৩০ এই পীড়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(চ) জরায়ুর-অর্ব্বুদ (UTERINE TUMOURS)।

কখন কখন জরায়ু-গাত্রে বা জরায়ু-গহ্বর মধ্যে নানা প্রকার আব হয়। আকার মটর কলাই হইতে আধ মণ পর্য্যন্ত, এবং সংখ্যায় এক হইতে পঞ্চাশটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। কোন কোন আব হইতে রক্ত ও পূয বাহির হয়, আবার কোন কোন আব হইতে রক্তস্রাব হয় না; কখনও বা শ্বেত-প্রদর বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া বশতঃ রক্তস্বল্পতা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা :—ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড, ৩x চূর্ণ।—এক গ্রেণ মাত্রায় দিবসে চারিবার সেবন। সকল প্রকার অর্ব্বুদেই ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে উপকার না হইলে, ল্যাকেসিস ৩০।

দূষিত অর্ব্বুদ* বা কর্কট (CANCER)।

জরায়ুতে অর্ব্বুদ সন্দেহ হইলেই, থুজা ৩—৬; কিন্তু রোগ নিশ্চয় হইয়াছে বুঝিলে, হাইড্র্যাষ্টিস ১, এবং সপ্তাহ বা পক্ষান্তে কার্বিনোসিনাম ৩১ সেবন। বহুল পরিমাণ রক্তস্রাবে, হ্যামামেলিস বাহ্যপ্রয়োগ বিধি।

আর্সেনিক-আয়োড, ৬।—জরায়ুতে দূষিত অর্ব্বুদ রোগের (Cancer) প্রথম অবস্থায়।

থুজা ৩০।—যদি দূষিত অর্ব্বুদের অঙ্কুরাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং আর্সেনিক-আয়োডে উপকার না দর্শে। উপদংশ জনিত অর্ব্বুদেও থুজা উপকারী।

(ছ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা নাভি-টলা (DISPLACEMENT OF THE UTERUS)।

অত্যধিক পরিশ্রম, ভারী জিনিস তোলা, বহুক্ষণ উবু হইয়া বসা, মল-ত্যাগকালে কুন্থন, প্রসবের পর শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া বসা, কোষ্ঠকাঠিন্য,

* ইহাকে "কর্কট" বা "ঘুরঘুরিয়া ক্ষত"ও কহে।

সর্ব্বদা জোলাপ লওয়া, অতিরিক্ত সঙ্গম, অর্শ, বমন, আঁটিয়া কাপড় পরা, লাফালাফি করা, আঘাতাদি কারণে, জরায়ু কখন কখন নিজ স্থান হইতে নড়িয়া যায়; ইহারই নাম "নাভি-টলা" বা "জরায়ুর স্থানচ্যুতি"। নাভি-টলা সাধারণতঃ দুই প্রকার :—(১) স্থানভ্রষ্ট হইয়া বস্তি-কোটর মধ্যেই অবস্থিতি, (২) যোনির বহির্ভাগে নির্গমন। এই উভয়বিধ নাভি-টলা রোগেই, জরায়ু হয় সম্মুখভাগে হেলিয়া পড়ে (বা নামিয়া যায়) নয় পশ্চাৎদিকে হেলিয়া পড়ে (বা নামিয়া যায়)। তলপেটে বেদনা (জরায়ু স্থানে), বাহ্যে প্রস্রাবে কষ্ট, শ্বেত-প্রদর, রজঃস্রাব বা রজঃস্বল্পতা, বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

সিপিয়া ১২।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অরাম-মিউর-ন্যাট্ ৩x চূর্ণ, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ, বেলেডোনা ৩x, সিমিসিফিউগা ১x, ফেরাম-আয়ড ৩x চূর্ণ, সিকেলি ৬, ষ্ট্যানাম্ ৬ লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

অধিক নড়িয়া চড়িয়া বেড়ান নিষেধ। যাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া সহজে মলত্যাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। যে যে কারণে এই রোগ জন্মে তাহা পরিত্যাগ করা চাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই রোগ সারিয়া যায়। কেহ কেহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধসহ নিম্নলিখিত কৌশলে জরায়ুটি যথাস্থানে ঠিক করিয়া বসাইয়া থাকেন :—

রোগিণীকে অৰ্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাখিয়া ও তাঁহার উরু বুকের দিকে তুলিয়া চিকিৎসক নিজ অঙ্গুলি দ্বারা ঈষৎ মৃদু চাপ দিয়া করতল দ্বারা রক্ষা করতঃ জরায়ুটি অল্পে অল্পে উপরের দিকে উঠাইয়া দিবেন। জরায়ু স্বস্থানে নীত হইলে কিছুকাল "পেসারি" * (Pessary) ব্যবহার করা বিধেয়।

* "পেসারি" এক প্রকার যন্ত্র, ইহা ধারণ করিলে জরায়ু পুনরায় স্থানচ্যুত না হইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হইতে পারে।

(ঙ) জরায়ুর অপর কয়েকটি রোগ।

১। **জরায়ুতে বেদনা**।—সিমিসিফিউগা ৩x এবং ম্যাগ্নেষিয়া-মিউর্য়াটিকা ৬।

২। **জরায়ু ফুলিয়া উঠা**।—বহু সন্তানবতী (বিশেষতঃ বৃদ্ধা) স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্ফীতি হইলে, অরাম-মিউর ৬x চূর্ণ বা সিপিয়া ৬।

৩। **জরায়ু মধ্যে জল-সঞ্চয়**।—সিপিয়া ৬।

৪। **জরায়ু মধ্যে বায়ু-সঞ্চয়**।—ব্রোম ৩—৩০ বা বেলেডোনা ৩।

৫। **জরায়ুর পচন** (Gangrene)।—আর্স ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬—৩০, সিকেলি ৩—৩০, বা ক্রিয়োজোট ৬।

৬। **জরায়ু হইতে রক্তস্রাব**।—"জরায়ুর-রক্তঃস্রাব" দ্রষ্টব্য।

৩। ডিম্বকোষের ব্যাধি

(DISEASES OF THE OVARIES)।

ডিম্বকোষের পীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান চারিটি পীড়ার বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইল :—(ক) ডিম্বকোষ-প্রদাহ, (খ) ডিম্বকোষের শোথ, (গ) ডিম্বকোষের স্নায়ু-শূল, (ঘ) ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ, (ঙ) ডিম্বকোষের অপর কয়েকটি রোগ।

(ক) ডিম্বকোষ-প্রদাহ (OVARITIS)।

এই পীড়া দুই প্রকার—তরুণ ও পুরাতন। আঘাত লাগা, প্রবল রমনেচ্ছা, ঋতুকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা সঙ্গম হেতু রজোবন্ধ * হওয়া প্রভৃতি

---

* এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে রজস্বলাবস্থায় প্রথম তিন দিন স্নান ও স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ।

কারণে "ডিম্বকোষের তরুণ-প্রদাহ" হয়। রোগটি সহজে না সারিলে "ডিম্বকোষের পুরাতন-প্রদাহ" ঘটে। কুঁচ্কির একটু উপরে (পেটের খুব ভিতরে) বেদনা ও কনকনানি, চাপিলে বা নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, জ্বর, বমন, সঙ্গমেচ্ছা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

তরুণ-প্রদাহের চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট্ ৩x ।—ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতু বন্ধ হইয়া প্রদাহ; প্রস্রাব করিতে কষ্ট।

এপিস্ ৬। দক্ষিণ ডিম্বকোষের প্রদাহ, হুল-ফুটানর ন্যায় বেদনা, অল্প মূত্র, তৃষ্ণা না থাকা লক্ষণে।

ল্যাকেসিস্ ৬।—**বাম** পার্শ্বের ডিম্বকোষ-প্রদাহ; পূয; জরায়ু স্থানে চাপ অসহ্য—এমন কি কাপড়ের সংস্পর্শেও কষ্ট অনুভব।

অন্যান্য ঔষধ :—বেলেডোনা ৩x (বিশেষতঃ সূচ ফুটানর ন্যায় বেদনা থাকিলে), মার্ক-কর ৬, পাল্‌সেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ৩, কলোসিন্থ ৬, ফেরাম-ফস্ ১২x চূর্ণ লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়।

পুরাতন-প্রদাহের চিকিৎসা :—

কোনায়াম্ ৬।—ডিম্বকোষ **শক্ত** (অর্থাৎ পূয না জন্মান পর্য্যন্ত); অল্প রজঃ নিঃসরণ; বন্ধ্যাত্ব। ডিম্বকোষের **কাঠিন্য** যদি কোনায়ামে না সারে, তাহা হইলে প্ল্যাটিনা ৬, গ্রাফাইটিজ ৩০, থুজা ৬ (বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের ডিম্বকোষ শক্ত থাকিলে); **অরাম-মিউরিয়্যাট্ ৩** বিচূর্ণ, লিলিয়াম ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৬x, বা সিমিসিফিউগা ৩০ দিতে হয়।

ল্যাকেসিস্ ৬।—ডিম্বকোষের পূযপূর্ণ অবস্থায়। পূযপূর্ণ স্ফোটকে ডাক্তার হেরিং একমাত্র ল্যাকেসিসের উপর নির্ভর করিতে বলেন। কিন্তু হিউজ বলেন, যে পূয জন্মিবার আশঙ্কা হইলে, মার্ক-কর; পূয জন্মিলে—হিপার ও সিলিকা; এবং রোগিণী পূযস্রাব হেতু নিতান্ত ক্ষীণা হইয়া পড়িলে, চায়না বা ফস্ফোরিক-অ্যাসিড্ ব্যবস্থা করা ভাল। ঔষধ কয়েকটি ৬ষ্ঠ শক্তিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রমেহ সহ ডিম্বকোষ-প্রদাহে।—নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—৩০, অরাম-মেট ৩—২০০, পাল্‌স্ ৩—৩০, মার্ক ৬ (যদি পূর্ব্বে পারদ না ব্যবহৃত হইয়া থাকে), থুজা ৩০—২০০।

নিয়ম।—বিশ্রাম ও লঘুপথ্য বিধি, স্বামী-সহবাস নিষেধ। শুষ্ক সেক (dry fomentation) দিলে বেদনার লাঘব হইতে পারে।

(খ) ডিম্বকোষের শোথ (OVARIAN DROPSY)।

জলবৎ-পূযপূর্ণ কোষ কখন কখন ডিম্বকোষ মধ্যে জন্মে, ইহাকেই "ডিম্বকোষের শোথ" কহে। পীড়িত অঙ্গে ভারবোধ, উদরের স্ফীতি (ঠিক যেন গর্ভ হইয়াছে), মলমূত্রত্যাগকালেও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, বমন, স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চয়, প্রভৃতি গর্ভ-লক্ষণ সদৃশ বহু লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—এপিস ৩ ও আয়ড্ ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

এপিস্ ৩।—ডিম্বকোষে হুল ফুটানর ন্যায় বেদনা, উদর স্ফীতি, অল্পমূত্র, পিপাসার অভাব প্রভৃতি লক্ষণে।

আয়োডিয়াম্ ৩।—দক্ষিণ ডিম্বকোষ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত গোঁজা-মারার মত বেদনা; যোনি-পথ দ্বারা যেন সব বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব; ক্ষতকর প্রদর; ডিম্বকোষ ও স্তনদ্বয় শুষ্ক।

অরাম-মিউর-ন্যাট্রোনেটাম ৩x, প্লাটিনা ৩০, ক্যালি-ব্রোম্ ১x চূর্ণ, আর্সে ৬, গ্র্যাফাইটিজ ৬, ল্যাকে ৬, সিকেলি ৩, লাইকো ৬—৩০, জিঙ্কাম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

(গ) ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল (OVARALGIA)।

ইহা স্নায়বীয় বেদনা; ডিম্বকোষের প্রদাহাদি ইহার কারণ নহে। সহসা বেদনা আরম্ভ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; বমন, পেট কাঁপা, হৃৎস্পন্দন, প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

চিকিৎসা।—**ন্যাজা** ৬ এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। একমাত্র ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেক রোগিণী সুস্থ হইয়াছেন।

শূল-বেদনার আক্রমণ অবস্থায় **অ্যাট্রোপিয়া ৩x** চূর্ণ, ও বিরাম অবস্থায় **জিঙ্কাম্-ভ্যালেরিয়ানাম্ ৩x** চূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার লড্লাম অনেক স্থলে সুফল পাইয়াছেন। **ষ্টাফাই-সাগ্রিয়া ৬,** মানসিক উত্তেজনা জনিত বেদনায় উপযোগী।

যদি বেদনা স্নায়বিক কি প্রদাহজনিত ঠিক বুঝা না যায়, তাহা হইলে **হ্যামামেলিস্ ৩, কলোসিন্থ ৬,** বা **ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ৩x—১২x** চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ) সেবন ব্যবস্থা।

স্বামী-সহবাস ও মানসিক উত্তেজনা নিষিদ্ধ।

(ঘ) ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ (OVARIAN TUMOURS)।

ডিম্বকোষে কখনও কখনও আব হয়। ইহাতে ডিম্বাশয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, প্রদর, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। পেট বড় হয়। সময়ে সময়ে উদরী ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি হইয়া থাকে। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। সময়ে সুচিকিৎসিত না হইলে, প্রায়ই রোগিণীর মৃত্যু ঘটে।

বেলেডোনা ৩, আয়োড ১, এপিস ৩, কেলি-ব্রোম্ ১x, সিকেলি ১, কলোসিন্থ ৩, ল্যাকেসিস্ ৩০, অরাম-মিউর-ন্যাট ৩x প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা।

(ঙ) ডিম্বকোষের অপর কয়েকটি রোগ।

১। **ডিম্বকোষের স্থান-চ্যুতি**—বিউফো ৬, কোনা-য়াম ৩।

২। **ডিম্বকোষে কর্কট** (cancer)—আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োজোট ৬, ল্যাকেসিস্ ৩০।

৩। **ডিম্বকোষের কাঠিন্য** (পুরাতন)—অরাম-মিউর-ন্যাট্রো ৩x চূর্ণ, গ্র্যাফাইটিজ্ ৬।

৪। **ডিম্বকোষের স্থূলকোষ** (hydatid)—মার্ক ৩, ক্যান্থেরিস্ ৬।

৫। **ডিম্বকোষে বেদনা**—সিমিসি ৩, ভাজা ৬, হ্যামামেলিস্ ৩, ক্যান্থে ৩, লিলিয়াম-টাই ৩০, পালস্ ৩, প্যালাডিয়াম্ ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, হিপার ৬।

৬। **দক্ষিণ-ডিম্বকোষের রোগে**—বেলেডোনা ৩, ক্যাল্ক্ ৬, সিপিয়া ৬, লাইকো ১২, এপিস্ ৩।

৭। **বাম-ডিম্বকোষের রোগে**—ল্যাকেসিস্ ৬, লিলিয়াম-টাই ৩০, কেলি-কার্ব্ব ৬, ষ্ট্র্যামো ৬।

৮। **ডিম্বকোষের পুরাতন পীড়ায়**—কোনা-য়াম্ ৩।

৪। যোনির পীড়াচয়

(DISEASES OF THE VAGINA)।

যোনিদেশের পীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত রোগগুলি উল্লেখ করা হইবে :—
(ক) যোনির প্রদাহ, (খ) যোনির আক্ষেপ. (গ) অবরুদ্ধ যোনি, (ঘ) যোনি-ভ্রংশ, (ঙ) যোনির চুলকানি, (চ) যোনির অপর কয়েকটি রোগ।

(ক) যোনি-প্রদাহ (VAGINITIS)।

যোনি লালবর্ণ, উষ্ণ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া পূয নিঃসৃত হয়, এবং সেই সঙ্গে যদি প্রস্রাবত্যাগকালে যন্ত্রণা থাকে ও যোনিতে চুলকনা দেখা যায়, তাহা হইলে "যোনির-প্রদাহ" হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রমেহ রোগের পূয লাগা, অতিরিক্ত সঙ্গম, বলাৎকার, প্রসবকালে আঘাত, রক্ত দূষিত হওয়া, যোনি মধ্যে ক্রিমি প্রবেশ, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে

যোনির প্রদাহ হয়। এ রোগে প্রায়ই রজোরোধ হয় না। এই পীড়া দ্বিবিধ :—তরুণ যোনি-প্রদাহ ও পুরাতন যোনি-প্রদাহ।

তরুণ যোনি-প্রদাহ।—শীত সহ জ্বর; কটি, উরু ও নিতম্বদেশে ভারবোধ ও বেদনা; যোনি হইতে শ্লেষ্মা (সর্দ্দি) নিঃসরণ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি "তরুণ-প্রদাহের" লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ হইলে, প্রথমে **অ্যাকোনাইট ৩x** পরে **মার্কিউরিয়াস্ ৩** উপকারী। প্রমেহজনিত হইলে, **সিপিয়া ১২**; ও আঘাতজনিত হইলে, **আর্ণিকা ৩** সেব্য। প্রস্রাবের যন্ত্রণা প্রাবল্যে, **ক্যান্থেরিস্ ৬** ব্যবস্থা।

রোগিণী যেন চার পাঁচ দিন কোন ক্রমেই শয্যাত্যাগ না করেন।

পুরাতন যোনি-প্রদাহ।—যোনি-মধ্যস্থ শ্লেষ্মা-নিঃসারক ঝিল্লীতে নীলাভ লালবর্ণ চুলকনা প্রকাশ, যোনি শিথিল হইয়া পড়া, ও যোনি হইতে শাদা হলদে প্রভৃতি নানা বর্ণের পূয প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হওয়া, "পুরাতন প্রদাহের" প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

মার্কিউরিয়াস ৩ ও সিপিয়া ২x চূর্ণ।—ডাক্তার জুসোঁর মতে পুরাতন প্রদাহের এই দুইটি ঔষধ প্রধান।

বোর‍্যাক্স ২x চূর্ণ।—প্রচুর পরিমাণে পূয নিঃসরণে।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।—পূয, জ্বালা ও ক্ষত হইলে বা ফুস্কুড়ি থাকিলে, অথবা পারদ দোষ থাকিলে।

ক্যান্থেরিয়া ৬, পাল্সেটিলা ৬, ক্রিয়োজোট্ ৬, ও সাল্ফার ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

(খ) যোনির আক্ষেপ (VAGINISMUS)*।

কোন কোন নব যুবতীর যোনি-দ্বার সঙ্কীর্ণ থাকায় ও তদাবরক ঝিল্লীর (hymen) অনুভব-শক্তির আতিশয্য (hyperæsthesia) হেতু, যোনির

চারিদিকে পেশীর হঠাৎ সঙ্কোচন ঘটে; ইহারই নাম "যোনির আক্ষেপ"। সঙ্গমকালে পুংজননেন্দ্রিয় যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, ও পেশীর "আক্ষেপ" উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়—এমন কি রোগিণীর অনেক সময়ে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের পর অনেক বধূ শ্বশুর বাটী যাইতে চাহেন না, অভিভাবকগণ সেস্থলে যেন ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন।

চিকিৎসা।—সিলিকা ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, বেলেডোনা ৬, বা ইগ্নেষিয়া ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ। শরীরে সীসক-বিষ (lead-poison) প্রবেশ জনিত আক্ষেপে, প্লাম্বাম্ ৬ উপকারী।

বড় গামলায় বা টবে গরম জল ঢালিয়া রোগিণীর কোমর পর্য্যন্ত খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে, উপকার দর্শে। রোগ সম্পূর্ণরূপে না সারিলে, স্বামী-সহবাস অবিধেয়।

(গ) অবরুদ্ধ যোনি।

যোনি-মুখ রোধ, অথবা কুমারী-ঝিল্লী (hymen) শক্ত বা অছিদ্র, থাকার নাম "অবরুদ্ধ যোনি"।

১। যোনি-মুখের অভ্যন্তর বদ্ধ হইলে বা কুমারী-ঝিল্লী কঠিন থাকিলে রজোনির্গমের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল যোনি-মধ্যে পুংজননেন্দ্রিয় প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং পুরুষ-সঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত রোগিণী এই পীড়ার বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না বা কোন প্রকার কষ্ট বোধ করেন না।

চিকিৎসা।—অঙ্গুলি বা পুংজননেন্দ্রিয়ের চাপে আবরণ সহজেই ছিন্ন হইয়া যায়। যদি সহজে ছিন্ন না হয়, তবে অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে।

২। যদি কুমারী-ঝিল্লীতে ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে রজোনির্গমের ব্যাঘাত ঘটে। যথাসময়ে চিকিৎসা করান উচিত।

চিকিৎসা।—সলাকা (probe) দ্বারা ছিদ্র করিলেই রক্ত নির্গত হয়; কিন্তু সঙ্গমের প্রয়োজন হইলে উপরোক্ত বিধি।

(ঘ) যোনি-ভ্রংশ (PROLAPSUS VAGINÆ)

জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ যোনিও কখন কখন নির্গত হইয়া পড়ে, তাহাকেই "যোনি-ভ্রংশ" কহে। মলভাণ্ডে কঠিন মল সঞ্চিত বা মূত্রাধার স্ফীত হইলে, অথবা কষ্টকর প্রসব-বেদনার পর, যোনি বাহিরে নির্গত হয়। তলপেটে ভারবোধ, পদ চালনে ক্লান্তি, ও মলভাণ্ড স্ফীত হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ষ্ট্যানাম্ ৬ এবং ক্রিয়োজোট ৬ এ পীড়ার প্রধান ঔষধ। সিপিয়া ৩০ (মলদ্বারে ভার অনুভব, এবং বোধ হয় যেন পেটের যাবৎ পদার্থ বাহির হইয়া পড়িবে), আর্ণিকা ৩x (আঘাত বা সঙ্গম হেতু রোগ), এবং মার্ক ৬, বেল্ ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, সালফার ৩০, এপিস ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

কিছু দিন হেলান দিয়া শুইয়া থাকা বিধেয়। দশ পনর মিনিট অন্তর খানিকক্ষণ জলে বসিয়া থাকিলে, যোনি সহজে বিবরে প্রবেশ করে।

(ঙ) যোনির চুলকানি (PRURITIUS VULVÆ)।

শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যোনির বহির্ভাগে নানা রকম ফুস্কুড়ি জন্মিয়া অতি কষ্টকর চুলকানি উপস্থিত হয়; ইহাই "যোনির চুলকানি"।

চিকিৎসা :—

সালফার ৩০।—জ্বালাকর চুলকানি ও ফুস্কুড়ি, গরমবোধ, অর্শ।

ডলিকস ৬।—অসহ্য চুলকানি, রাত্রিকালে বৃদ্ধি। স্রাব, শাদা মল প্রভৃতি লক্ষণে।

আর্সেনিক ৩০।—জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, পচন আরম্ভ হইলে।

ক্যালাডিয়াম্ ৬, মার্কিউরিয়াস্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, লাইকোপো-

ডিয়াম্ ১২, কার্ব্বো-ভেজ ৩০, নেট্রাম্-মিউর ৩০, নাক্স ভমিকা ৬, সিপিয়া ১২, পেট্রোলিয়াম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

সহকারী উপায়।—আক্রান্ত স্থানটি যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। ক্যালেণ্ডিউলা θ এক ভাগ, দশ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া যোনি প্রত্যহ দুই তিন বার ধৌত করিতে হয়। পরে, ক্যালেণ্ডিউলা θ ঘৃত সহ ভাল তুলায় ভিজাইয়া যোনি-মধ্যে রাখিয়া দেওয়া ভাল। যোনি মধ্যে যদি কাঁটার মত চুল হইয়া থাকে, তাহা অগ্রে ফেলিয়া দিয়া তবে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) যোনির অপর কয়েকটি রোগ।

১। **যোনির অর্ব্বুদে।**—কার্ব্বো-অ্যানি ৩—৩০, কার্ব্বো-ভেজ্ ৬—৩০, আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

২। **যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণে।**—ব্রোমিয়াম্ ৩—৩০।

৩। **যোনিতে কোষাচ্ছাদিত অর্ব্বুদ হইলে।**—ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, সিলিকা ৩০, সিপিয়া ৬, সাল্ফার ৩০, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬।

৪। **যোনির অর্ব্বুদ হইতে রক্তস্রাবে।**—ককাস্-ক্যাক্টাই ৩x চূর্ণ (অসহ্য বেদনা), আর্ণিকা ৩ (আঘাত বা সঙ্গম হেতু স্রাবে), পাল্স ৩ (স্রাব নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইলে), ফস ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

৫। **যোনির পচন।**—আর্স ৬, বেল্ ৩, ল্যাকেসিস্ ৬।

৬। **যোনি শক্ত হওয়া।**—বেল্ ৩, কোনায়াম্ ৬।

৭। **যোনির নালী-ঘা।**—সাল্ফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, লাইকো ৩০, সিলিকা ৬, হিপার ৬, অরাম্ ৬, থুজা ৩০, সিপিয়া ৩০, ল্যাকেসিস্ ৬।

৫। বন্ধ্যাত্ব
(STERILITY)।

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের শক্তি না থাকার নাম "বন্ধ্যাত্ব"। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ জরায়ু, ডিম্বকোষ বা যোনির) পূর্ব্বলিখিত কোন রূপ ব্যাধি থাকিলে, সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে; উপযুক্ত চিকিৎসা-গুণে সেই পীড়া সারিলে "বন্ধ্যাত্ব" ঘুচিতে পারে। আবার, পুরুষের দোষে বা স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় অপরিপুষ্ট থাকা হেতুও, রমণীকে বন্ধ্যা হইতে হয়; এরূপ স্থলে রমণীকে ঔষধ সেবন করান নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু উপরোক্ত কারণাদি না থাকা সত্বেও যদি কোন মহিলা পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা হন, তবে নিম্নলিখিত ঔষধাদি সেবন করান বিধেয়:—

কোনায়াম্ ৩।—বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; বিশেষতঃ ডিম্বকোষের ক্ষীণতা হেতু বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে; অল্প পরিমাণে রজোনিঃসরণ, স্তনদ্বয়ে যন্ত্রণা।

বোর‍্যাক্স ৬।—তীব্র শ্বেত-প্রদর সংযুক্ত বন্ধ্যাত্ব।

আয়োডিন্ ৬, সিপিয়া ৩০, অরাম্ ৩০, ফস্ফোরাস্ ৩০, নেট্রাম্-মিউর ৩০, কখন কখন আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—দীর্ঘকাল ব্যবধানে সঙ্গম বিধেয়। যদি পুরুষের দোষে সন্তানাদি না হয়, তবে পুরুষের পক্ষে কোনায়াম্ ৩ বা আয়োডিয়াম্ ৬, সেবন বিধি। "ধ্বজভঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

৬। স্তনের পীড়া
(DISEASES OF THE BREAST)।

(ক) স্তনের বেদনা (PAIN)।

কোনায়াম্ ৩।—ঋতুর পূর্ব্বে স্তনদ্বয়ে বেদনা।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩x।—দক্ষিণ স্তনে এত বেদনা যে, হস্ত উত্তোলন করিতে পারা যায় না।

সিমিসিফিউগা ৩ x।—বাম স্তনে দারুণ বেদনা।

(খ) স্তনের স্ফোটক (ABSCESS)।

বেলেডোনা ৩x।—(ফোড়া হইবার উপক্রমে) স্তন শক্ত, লাল ও বেদনাযুক্ত।

ব্রায়োনিয়া ৩x।—বেলেডোনা-লক্ষণের অপেক্ষা অধিকতর শক্ত, স্তনে অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ফাইটোল্যাক্কা ২x।—যদি দুই দিবস ব্রায়োনিয়া সেবনে কোন উপকার না দর্শে।

হিপার-সালফার ৬x।—পূয জন্মিলে।

সিলিকা ৩০।—ফোড়ার পর নালী-ঘা (sinus)।

(গ) স্তনে আব্ (TUMOUR)।

ফাইটোল্যাক্কা ৩x।—পুরাতন আবের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাহ্যপ্রয়োগ।—ফাইটোল্যাক্কা θ এক ভাগ, দশ ভাগ জল সহ মিশাইয়া স্তনের উপর জলপটি

(ঘ) স্তনে দূষিত আব্ (CANCER)।

হাইড্র্যাষ্টিস্ ১x।—ইহা দূষিত অর্ব্বুদের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **বাহ্যপ্রয়োগ।**—হাইড্রাষ্টিস্ θ এক ড্রাম, চারি আউন্স জলে মিশাইয়া, ধাবন।

আর্সেনিক ৩ বা আর্সেনিক-আয়ড ৩x।—এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোনাস্থাম্ ৩ বা সাইকিউটা ৩।—দুই মাস কাল আর্সেনিক সেবনে কোন ফল না পাইলে।

"স্তন-প্রদাহ" বা "ঠুন্‌কো" দ্রষ্টব্য।

৭। মেরুদণ্ডের উপদাহ

(SPINAL IRRITATION)।

শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া মেরুদণ্ডের স্থানবিশেষে নিবদ্ধ বেদনা উপস্থিত হয়; ইহারই নাম "মেরুদণ্ডের উপদাহ"। এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ এই যে ব্যথিত স্থানটি চাপিলে, বেদনা বাড়ে।

আর্নিকা ৩।—আঘাত জনিত উপদাহ।

সিমিসিফিউগা ৩।—জরায়ুর কোন পীড়া সহ উপদাহ।

রাস-টক্স ৬।—আমবাত সহ উপদাহ।

আর্সেনিক ৬।—স্নায়ুশূল সহ উপদাহ।

নিয়ম।—অল্প গরম জলে পিঠ ধুইয়া ফেলা, ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন উপকারী। "মেরুমজ্জার উত্তেজনা" ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮। পিক-চঞ্চু-অস্থি প্রদেশে বেদনা

(COCCYGODYNIA)।

পিক-চঞ্চু-অস্থির * পেশী ও বিধানতন্তুতে সময়ে সময়ে স্নায়ুশূল (neuralgia)-তুল্য তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, ইহারই নাম "পিক-চঞ্চু-অস্থি বেদনা"। উঠা, বসা, মলত্যাগ, এবং ঋতু ও সঙ্গমকালে, বেদনা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। আঘাতাদি কারণে এই রোগ জন্মে।

---

* মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্তভাগ দেখিতে কোকিলের ঠোঁটের মত, তাই ইহার নাম "পিক-চঞ্চু-অস্থি" (coccyx)।

চিকিৎসা।—অ ঘাতজনিত বেদনায়, **আর্ণিকা ৩x—৬** বা **রিউটা ৩x** উপকারী।

যদি বেদনা আঘাতজনিত না হয়, **ফস্ফোরাস ৬** বা **ল্যাকেসিস ৬** প্রয়োগ বিধি। বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে যদি বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ল্যাকেসিস ৬—৩০ বিশেষরূপে উপযোগী।

"মেরুমজ্জার পীড়া" রোগ অধ্যায়ে "পিক-চক্ষু-অস্থি-প্রদাহ" (১৮৮ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

"স্ত্রীলোকের" "উপদংশ" "প্রমেহ" প্রভৃতি পীড়ার জন্য "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া" পৃষ্ঠা ৩৪৫—৩৫৯ দ্রষ্টব্য।

৯। গর্ভিণী রোগ।

গর্ভসঞ্চার।—৪০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গর্ভলক্ষণ।—ঋতু বন্ধ হওয়া, অরুচি, গা বমি-বমি করা, স্তনের বোঁটায় চারিধারে কাল দাগ পড়া, তলপেট ও স্তন দুইটি বড় হওয়া, প্রভৃতি গর্ভ হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু অনেক রোগেও এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়; অতএব এই সব লক্ষণের সঙ্গে যদি দুই হইতে পাঁচ মাস মধ্যে তলপেটে ছেলের নড়াচড়া বুঝিতে পারা যায়, তবে গর্ভ নিশ্চয় হইয়াছে (অর্থাৎ, মানুষের বুকের উপর কাণ রাখিলে যেমন "ধুক্-ধুক্ ধুক্-ধুক্"—শব্দ শুনা যায়, গর্ভিনীর তলপেটের উপর কাণ রাখিলে যদি ছেলের বুকের সেইরূপ "ধুক্ ধুক্" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে "গর্ভ" হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না)। আর, ভ্রূণের ঐ "ধুক্ ধুক্" শব্দ প্রতি মিনিটে যদি ১২৫—১৩৫ বার হয়, তাহা হইলে নাকি পুত্র জন্মিবে; এবং যদি ১৪৫ বা তদূর্দ্ধ বার হয় তাহা হইলে নাকি কন্যা জন্মিবে, এইরূপ আশা করা যায়।

গর্ভে কন্যা বা পুত্রোৎপত্তির কারণ।—গর্ভস্থ ভ্রূণ কি প্রকারে পুত্র বা কন্যারূপে পরিণত হয়, এ তত্ব এখনও ঘন তমসাচ্ছন্ন। তবে, আধুনিক বহু জীবতত্ববিদেরা বেঙাচি মধুমক্ষিকা-অণ্ড শুঁয়াপোকা বা গুটিপোকা প্রভৃতি কয়েকটি নিকৃষ্ট প্রাণীকে প্রচুর পরিমাণে ভাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানে তত্তৎ শ্রেণীর **স্ত্রী-জাতি,** এবং উহাদিগকে অপুষ্টিকর খাদ্য দিয়া বা অনশনে রাখিয়া **পুংজাতীয়** ভেক মধুমক্ষিকা বা প্রজাপতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন [Besides the works of Geddes (*Evolution of Sex* p. 163) Thompson and of Rolph, consult Young's *Evolution of Sex* (PP. 41—46) & Havelock Ellis's *Man & Woman* (P. 2)]। উৎকৃষ্টতর জীবকুলের পক্ষেও কি ঐ নিয়ম—পুষ্টিকর খাদ্যের তারতম্যানুসারেই কি পুং-ভ্রূণ বা স্ত্রী-জাতিতে পরিণত * হয়? ভ্রূণের পোষণোপযোগী পর্য্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলে গর্ভিণী নারী কি যথাসময়ে কন্যা-রত্ন লাভ করেন, ও তদভাবে কি পুত্র মুখাবলোকনে হৃষ্ট হইয়া থাকেন?

গর্ভকাল।—২৮০ দিন (গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসব দিন পর্য্যন্ত) বা পূর্ণ নয় মাস দশ দিন।

গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন।—নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধিগুলির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নতুবা প্রসূতি ও গর্ভস্থ-শিশু উভয়েরই অমঙ্গল সম্ভাবনা :—

(**ক**) **খাদ্য।**—গর্ভাবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন কিম্বা অতি-ভোজন বা উপবাস অপকারী। দুগ্ধ, অন্ন, ডাল, মুড়ি, চিঁড়ে, লুচি প্রভৃতি

---

* "In actual practice it has been found possible, in the case of certain organisms, to produce either maleness or femaleness by simply varying their nutrition—femaleness being an accompaniment of abundant food, maleness of the reverse."—*Ascent of Man* (pp. 114—115) by H. DRUMMOND.

পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। আহার কালে ভাল ক'রে চিবিয়া চিবিয়া খাইলে পরিপাক হয়; অন্যথায়, উদরাময়াদি রোগ হইতে পারে। পাতখোলা, আচার, খারাপ ঘিয়ে তৈয়ারী খাবার প্রভৃতি অনিষ্টকর। যে দ্রব্য খাইলে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা তাহা বিষতুল্য পরিহার্য্য, কেননা উদরাময় দীর্ঘস্থায়ী হইলে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের সম্পূর্ণ আশঙ্কা। গর্ভাবস্থায় নানা রকম খাবার খাইতে ইচ্ছা হয়; যদি সেই খাদ্যে গর্ভস্থ-শিশুর কোন অপকারের আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করাই ভাল; এই জন্যই বোধ হয় এ দেশের "সাধ-ভক্ষণ" সুপ্রথাটির প্রচলন।

(খ) **পরিচ্ছদ**।—কাপড় ঢিলা করিয়া পরা উচিত; কারণ কাপড় কোমরে খুব আঁটিয়া পরিলে, শিশুর দেহমধ্যে রক্ত-প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটিয়া, হয় শিশু বিকলাঙ্গ নয় মৃতাবস্থায় অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ ভিজা বা ময়লা কাপড় পরাও ভাল নহে।

(গ) **শ্রমাদি**।—প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও নিয়মিত পরিশ্রম করা আবশ্যক; অতি-পরিশ্রমে গর্ভপাত হইতে পারে, এবং নিতান্ত অলসভাবে কাল কাটাইলে প্রসব সময়ে প্রসূতির কষ্ট ও শিশু নিস্তেজ হইবার সম্ভাবনা। শরীর পরিষ্কার রাখা, ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম না লাগান, বৃষ্টিতে না ভেজা, আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় গাড়ী পাল্কী নৌকা বা রেলে চড়া, ছুটাছুটী করা, ভারী জিনিস তোলা, সিঁড়ী ভেঙ্গে উপর নীচে করা, "ডিঙ্গিমেরে" চলা, জোরে রুটী "বে'লা," স্বামীসহবাস প্রভৃতি নিষিদ্ধ; কেননা গর্ভপাত হইতে পারে। গর্ভাবস্থার দশ মাস কাল এক জায়গায় থাকিতে পারিলেই ভাল হয়।

(ঘ) **মন**।—মন সতত নিরুদ্বেগ ও প্রফুল্ল রাখা চাই। বেশী ভয় পাইলে, পেটের ছেলে জড় বা নষ্ট হইতে পারে। মাতার মনের ভাব গর্ভস্থ শিশুর মনের উপর কার্য্য করে; সসত্ত্বাবস্থায় নারীর মন ভয়ার্ত্ত থাকিলে, সন্তানের স্বভাব ভীরু হইয়া থাকে; গর্ভিণীর মন বিষাদপূর্ণ থাকিলে, ভাবী শিশুও বিষণ্ণ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

হাম বসন্ত।—বাটীর কাহারও হাম বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ হইলে, গর্ভিণীকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে; সসত্ত্বাবস্থায় এই সমস্ত রোগ হইলে, প্রায়ই গর্ভপাত ঘটে; পেটের ছেলে ত প্রায়ই রক্ষা পায়না, গর্ভিণীরও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এ সম্বন্ধে অভিভাবক-বর্গের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

এই অধ্যায়ে প্রথমে **গর্ভাবস্থায়** ও পরে **প্রসবাবস্থায়**, এবং সর্ব্বশেষে **প্রসবান্তে** উপসর্গাদির বিষয় লিখিত হইবে:—

গর্ভাবস্থায় উপসর্গাদি।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীকে অতি সাবধানে রাখিতে হয়। গর্ভ-সঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত সাধারণতঃ নানা প্রকার উপসর্গ ঘটে এবং সে জন্য গর্ভিণী অতিশয় কষ্ট পান। নিম্নে প্রধান প্রধান উপসর্গ ও তাহাদের প্রতিকারের বিষয় লিখিত হইল:—

মূর্চ্ছা।—মূর্চ্ছা হইবামাত্র মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা মারা, এবং মস্কাস্ বা স্পিরিট্-ক্যাম্ফারের ঘ্রাণ লওয়ান উচিত। বিরামকালে নিম্ন-লিখিত ঔষধগুলির প্রয়োগ হয়:—

রস-রক্তাদির ক্ষয় হেতু মূর্চ্ছা হইলে—চায়না ৬, ৩০; ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা হইলে—ওপিয়াম ৬; শোক দুঃখাদি জনিত মূর্চ্ছায়—ইগ্নেসিয়া ৬; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হওয়া বশতঃ মূর্চ্ছায়—ডিজিটেলিস্ ৬; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু মূর্চ্ছায়—অ্যাসিড-ফস্ ৬।

মাথাধরা ও মাথাঘোরা।—রক্তাধিক্য বশতঃ মাথাঘোরা ও চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল দাগ পড়া লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৬। দপ্-দপ্ শিরঃপীড়া, এবং চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ও কাণে ভোঁ-ভোঁ লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। মাথায় চিড়িক্‌মেরে উঠা বেদনায়, নাক্স-ভমিকা ৩০। আবশ্যক হইলে, "শিরঃপীড়া" চিকিৎসা হইতে ঔষধ বাছিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

পিঠে ও কোমরে বেদনা।—ব্রায়ো ৩, রাস-টক্স ৬, এবং সিপিয়া ৩০ ইহার প্রধান ঔষধ। তলপেটে প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনায়, সিকেলি ৩। অতি শ্রম জনিত বেদনায়, আর্নিকা ৩। পিঠের বেদনায়, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ বা কষ্টিকাম্ ৬। বেদনা দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে হইলে—ক্যামোমিলা ৬, পাল্‌স্ ৩, ফস্ ৩, অ্যাকোন ৩x। কোমরে ফ্লানেল বা কোন গরম কাপড় জড়াইয়া রাখা ভাল।

দন্তবেদনা।—জ্বর সহ দন্তবেদনায়, অ্যাকোনাইট ৩x। স্নায়বিক উত্তেজনা বা অজীর্ণতাদোষ বশতঃ দন্তবেদনা হইলে, ক্যাফেরিয়া-ফ্লোরেটা ৬, মার্ক ৬, নাক্স-ভ ৩০, ক্যামোমিলা ১২, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬ বা ক্রিয়োজোট্ ১২, লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা যায়। পৃষ্ঠা ২৫৮—২৬১ "**দন্তশূল**" দ্রষ্টব্য।

শোথ।—গর্ভাবস্থার রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ পদে, উরুতে ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে শোথ হইয়া থাকে। আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, এপিস ৬, বা ফেরাম ৩০ লক্ষণানুসারে দিতে হয়। "শোথ" পৃষ্ঠা ১৪৯ দ্রষ্টব্য।

বমন বা বমনেচ্ছা।—গর্ভাবস্থায় বমন, বমনেচ্ছা ও মুখ দিয়া জল উঠা, এই তিনটি উপসর্গ প্রায়ই প্রাতঃকালে বাড়ে। অল্পদিন মাত্র ঐ সকল উপসর্গ থাকিয়া আপনিই থামে; কিন্তু সহজে না সারিলে, লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে হয়:—

সিম্ফরিকার্পাস-রেসিমোসা ২—৩, ২০০ এই রোগের প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ নিম্নলিখিত উপসর্গে:—সসত্ত্বাবস্থায় নিরন্তর বমন বা বমনেচ্ছা, পরিপাক-যন্ত্রের গোলযোগ, আহারে কখনও রুচি কখনও অরুচি, মুখ দিয়া জল উঠা, তিক্ত আস্বাদ, **কোষ্ঠকাঠিন্য, সকল প্রকার খাদ্যেই বিতৃষ্ণা**, চিৎ হইয়া শয়নে আরাম বোধ।

অবিরত বমন, বমনেচ্ছাসহ পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন, এবং উদরাময় হইবার আশঙ্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা; উদ্গার উঠা; মুখ দিয়া জল উঠা; হিক্কা; প্রাতঃকালীন আহারের সময় বা আহারের পর বমন লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা

৩০। ক্রিয়োজোট ৬, সিপিয়া ৩০, অ্যাক্টেট্রিস ফেরিণোসা θ—৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

মুখ দিয়া জল-উঠা।—অতিভোজন বশতঃ মুখ দিয়া জল উঠে এবং টক্ বা ভুক্তদ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা হয়:—মার্কিউরিয়াস ৬ প্রধান ঔষধ। অম্ল-উদ্গার; হঠাৎ উদ্গার উঠিয়া তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট কতকটা তরল পদার্থ গলা পর্য্যন্ত উঠিয়া নামিয়া যায়; অরুচি; বুকজ্বালা; কোষ্ঠবদ্ধতা; অবিরত মুখ দিয়া জল উঠিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। পেটফাঁপা বা পেট কসিয়া ধরা, ও পাকস্থলীতে জ্বালা এবং অম্ল-উদ্গার সহ মুখ দিয়া জল উঠিলে, কার্ব্বো ৩০। অনবরত অম্লোদ্গারসহ মুখ দিয়া জল উঠিলে, ক্যাল্কেরিয়-কার্ব্ব ৩০।

শিরা-স্ফীতি।—গর্ভাবস্থায় জরায়ু বাড়ে এবং উহার চাপে উরু ও যোনিদেশ এবং অন্যান্য অঙ্গের শিরাগুলি কখন কখন ফুলিয়া উঠে ও গাঁটযুক্ত (knotty) হয়। হ্যামামেলিস ৩ সেবন, ও হ্যামামেলিস (θ আটগুণ জল সহ) পটি বাহ্যপ্রয়োগ। শিরা মধ্যে যন্ত্রণা হইলে, পাল্‌স্ ৩। দুর্ব্বলতা লক্ষণে, ফস্ফিকা ৩x। **পুরাতন** রোগে, ফ্লুয়োরিক-অ্যাসিড ৬। শিরা ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইলে, হ্যামামেলিস θ গদি (pad) দ্বারা রক্ত নির্গমনের স্থানটি দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ফেরাম-ফস ৩ এবং প্লাম্বাম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। পাল্‌স্ ৩ শিরা ফুলা রোগের **প্রতিষেধক**। রোগ গুরুতর হইলে, রোগিণী যেন শয্যাত্যাগ না করেন। "শিরার রোগ" দ্রষ্টব্য।

খিলধরা।—৪।৫ মাস গর্ভকালে গর্ভিণীর পায়ে উরুতে পেটে পিঠে ও কোমরে খিল ধরে। আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ষষ্ঠ শক্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়:—পায়ে ও উরুতে খিল ধরিলে, ক্যামোমিলা; খিলধরা সহ শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য বা বমনেচ্ছা থাকিলে, নাক্স-ভমিকা, ব্রায়োনিয়া বা সিপিয়া; উদরাময় থাকিলে, আইরিস বা ভিরেট্রাম অ্যাল্ব্। কোমরে ও পেটে খিল ধরিলে,—কলোসিন্থ, কিউপ্রাম, নাক্স-ভমিকা; সেই সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ।—ক্যানাবিস-স্যাট ১x, ক্যান্থেরিস ৬, সাইনা ৩, বেল ৩। গরম জিনিস, লবণ, অম্ল, নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা জল ও দুগ্ধাদি সুপথ্য। ৩২৭—৩২৮ পৃষ্ঠায় "অসাড়ে মূত্রত্যাগ" দ্রষ্টব্য।

অল্প প্রস্রাব ও মূত্ররোধ।—গর্ভে ছেলে যত বাড়ে, মূত্র যন্ত্রাদির উপর তত ভার পড়ে; তাই মূত্র কম হয় বা মূত্র বন্ধ হয়। কাঁচা দুধ ও জল সমভাগে মিশাইয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা খানিকটা ক'রে খাইলে প্রস্রাব সহজে হইতে পারে। মূত্ররোধে—ক্যাম্ফার θ, ক্যান্থেরিস ৬, বেল ৩। ৩২২ পৃষ্ঠা "মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ" দ্রষ্টব্য।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—নাড়ী ভুঁড়ির উপর ছেলের ভার পড়াতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। পাকা পেঁপে খুব উপকারী। কলিন্সোনিয়া ৩x প্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধ:—নাক্স-ভমিকা ৩০, ব্রায়োনিয়া ৬, সালফার ৩০, ওপিয়াম ৩০, প্লাম্বাম ৬। পৃষ্ঠা ২৮২—২৮৪ "কোষ্ঠকাঠিন্য" দ্রষ্টব্য।

উদরাময়।—মার্কিউরিয়াস-সল ৬, চায়না ৬, অ্যাসিড-ফস ৬, সালফার ৩০, ও পডোফিলাম ৬। পৃষ্ঠা ২৮৮—২৯৩ "উদরাময়" দ্রষ্টব্য।

বুকজ্বালা।—পাল্সেটিলা ৬ বা ক্যাপ্সিকাম্ ৬ এই কষ্টকর পীড়ার প্রধান ঔষধ। অম্লপীড়া জনিত বুক জ্বালায়, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৬।

অনিদ্রা।—কফিয়া ৬ প্রধান ঔষধ। প্রথম রাত্রে নিদ্রা হইলে ও শেষ রাত্রে না হইলে, সালফার ৩০। অনিদ্রাসহ জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩। পায়ে খিল ধরা বা বেদনা জন্য অনিদ্রায়, **ক্যামো-মিলা ৬, ভিরেট্রাম ৬।** ১৬৪ পৃষ্ঠায় "অনিদ্রা" দ্রষ্টব্য।

রুচি-বিকার।—পাঁশখোলা পোড়ামাটী প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা থাকিলে, কার্বো-ভেজ ৬। খড়ি খাইবার স্পৃহায়, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৬।

বুক ধড়্ফড়্ করা।—ডিজিটেলিস ৩ প্রধান ঔষধ; অজীর্ণতা হেতু বুক ধড়্-ফড়্ করিলে, নাক্স-ভমিকা ৬।

অর্শ।—কোন কোন গর্ভিণীর অর্শের যন্ত্রণা হয়। নাক্স-ভমিকা ৬, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শ সহ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, কলিন্সোনিয়া ৩x।

কাসি।—সময়ে সময়ে শুষ্ক কাসি হেতু কষ্ট হয়। অ্যাকোনাইট ৩ ও নাক্স-ভমিকা ৬ এই রোগের ঔষধ। "শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া" দ্রষ্টব্য।

প্রস্রাবের যন্ত্রণা।—স্পিরিট্-ক্যাম্ফার প্রধান ঔষধ। অ্যাকোনাইট ৩, বেলেডোনা ৬, এপিস ৬, আর্সেনিক ৬, বা ক্যান্থেরিস্ ৬, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। "মূত্র-যন্ত্রের পীড়া" দ্রষ্টব্য।

রজোনিঃসরণ।—গর্ভাবস্থায় কখন কখন ঋতু দেখা দেয়। ককিউলাস ৬ বা ফস্ফোরাস্ ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেদনা।—গর্ভাবস্থায় শরীরের কোন স্থানে খিল ধরিলে, ভাইবার্ণাম্-অপি ৩ বা কলোসিন্থ ৬। হৃৎপিণ্ডে দপ্-দপ্ বেদনায়, আর্জ-মেট ৬। ভ্রূণের সঞ্চলন হেতু বেদনায়—আর্ণিকা ৩, সিপিয়া ৬, থুজা ৩০, কোনায়াম ৬।

পেট কন্-কন্ করা।—ক্যামোমিলা ১২ বা নাক্স-ভমিকা ৬ এক মাত্রা প্রয়োগেই উপকার দর্শে। ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ ও ভাল। "শূল-বেদনা" দ্রষ্টব্য।

জ্বর।—গর্ভাবস্থায় প্রথম কয়েক মাসে অল্প জ্বর হইলে কোন ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। যদি কিছুতেই জ্বর না ছাড়ে, তবে অ্যাকোনাইট ৬।

কামড়ানি।—পা ও পায়ের পাতায় হঠাৎ কামড়ান বা টানধরার মত বেদনায়, কিউপ্রাম ৬ বা জেল্সিমিয়াম্ ৩ উপকারী।

বাহ্য জননেন্দ্রিয় চুলকান।—বোর‍্যাক্স ৩ ও অ্যাম্ব্রা-গ্রিষিয়া ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সোহাগা জলে গুলিয়া দিনে দুই তিন বার জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেলা বিধেয়।

পেট ঝুলে পড়া। যাঁহাদের পেটের চামড়া ঢিলা থাকে, তাঁহাদের গর্ভ হইলে প্রায়ই পেট ঝুলে পড়ে ও ক্লেশ হয়। কাপড় দিয়া পেট তুলে বাঁধিলেই কষ্ট দূর হয়।

পেট বড় হইবার দরুণ কষ্ট।—পেট বাড়া হেতু যদি পেটের চামড়া চচ্চড় করে ও স্তনে ব্যথা হয়, তাহা হইলে অল্প

নারিকেল তেল দিয়া পেট ও স্তন ধীরে ধীরে মালিষ করিলে যাতনা কমে। যদি কিছুমাত্র উপশম না হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬ বা নাক্স-ভমিকা ৬ দিতে হয়।

পেটে ছেলে নড়াচড়ায় কষ্ট।—ওপিয়াম ৬ বা আর্ণিকা ৩।

ধাতের ব্যারাম।—দুধের মত ধাত নির্গমনে, ক্যাল্কেরিয়া ৬। হল্‌দে বা জলের মত ধাত নির্গমনে, সিপিয়া ১২। ধাতের ব্যারামে নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬। যদি ধাতের ব্যারামের সঙ্গে যোনির ভিতরে সড়-সড় করে ও খুব সঙ্গম ইচ্ছা থাকে, প্ল্যাটিনা ৬। "শ্বেত-প্রদর" দ্রষ্টব্য।

স্তনে বেদনা।—স্তন শক্ত লাল ভারবোধ ও বেদনাযুক্ত হইলে, বেলেডোনা ৩x। স্তন স্ফীত, ভারী কিন্তু লাল নয় এরূপ লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩।

স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা।—আঘাত লাগিয়া বোঁটায় প্রদাহ হইলে, আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ জল সহ মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগ। বোঁটায় ঘা হইলে বা ফাজিয়া যাইলে, হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩ সেবন ও হাইড্র্যাষ্টিস θ (আট গুণ জল সহ মিশাইয়া) লাগান।

স্তন বড় হইবার দরুণ যন্ত্রণা।—শূলবেদনার ন্যায় যন্ত্রণায়, কোনায়াম্ ৩। প্রদাহ জনিত যন্ত্রণায়, বেলেডোনা ৩x বা ব্রায়োনিয়া ৩।

মানসিক কষ্ট।—গর্ভিণী সর্ব্বদা বিষণ্ণভাবে থাকিলে, সিমিসি-ফিউগা ৬; শোকে অধীরা হইলে, ইগ্নেসিয়া ৬; ভীতা হইলে, অ্যাকো-নাইট ৩; কোপনস্বভাবা হইলে, ক্যামোমিলা ১২।

অপ্রকৃত প্রসববেদনা।—গর্ভাবস্থার শেষ বরাবর প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা দেখা দেয় ("প্রসববেদনা—অপ্রকৃত লক্ষণ" দ্রষ্টব্য)। ক্যামোমিলা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালসেটিলা ৩০ সিমিসি-ফিউগা ৩ বা কলোফিলাম ৩x সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব।—(১) গর্ভিণী বেশী হাসিলে কাঁদিলে কাসিলে বা পড়িয়া গেলে, জরায়ুর মধ্যে ধাক্কা লাগিয়া ফুল (placenta) জরায়ু হইতে কিছু তফাৎ হইয়া পড়ে, তাহাতে রক্তস্রাব ঘটে; আর্ণিকা ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(২) উপরোক্ত কারণাদি ব্যতীত যদি ফুল জরায়ু-মুখে ঢাকনির মত থাকা হেতু রক্তস্রাব ঘটে, তবে পীড়া কঠিন বুঝিয়া ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ কোন চিকিৎসককে যেন ডাকা হয়। এই রোগ গর্ভাবস্থার শেষভাগে বা ঠিক প্রসবকালে ঘটে; এই কালে রক্তস্রাবই ইহার বিশেষ লক্ষণ (স্বাভাবিক প্রসববেদনায় শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মাত্র নির্গত হয়, কদাচ রক্তস্রাব হয় না—"প্রসবের অবস্থাচয়" দ্রষ্টব্য)। ট্রিলিয়াম θ এই রক্তস্রাব বন্ধ করিবার একটি ভাল ঔষধ।

ধাতুদোষ (Diathesis)।—মাতা বা পিতার কোন ব্যাধি থাকিলে, সন্তানে সেই রোগ বর্ত্তে। গর্ভাবস্থায় পোয়াতিকে নিম্নলিখিত ঔষধ মাসে মাসে একবার করিয়া সেবন করাইলে, ভাবী সন্তান সুস্থকায় হইতে পারে:—

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ৩০।—পিতা বা মাতা গণ্ডমালা (Scrofula)-ধাতুগ্রস্ত হইলে।

ব্যাসিলিনাম ২০০।—বংশে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ থাকিলে।

সোরিণাম ৩০।—পিতা বা মাতার দুর্গন্ধযুক্ত চর্ম্মরোগাদি থাকিলে।

সিলিকা ৩০।—পিতা বা মাতার অস্থি-বিকৃতি রোগ থাকিলে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৩০, আয়োডিয়াম ৩০, থুজা ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩০, কষ্টিকাম ৩০, সিপিয়া ৩০, বা সালফার ৩০ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। বালরোগে "ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া" দ্রষ্টব্য।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত

(ABORTION)।

গর্ভসঞ্চার-কাল হইতে ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্থ-শিশু নির্গত হওয়ার নাম "গর্ভস্রাব" বা "পেট খ'সে যাওয়া"। এ অবস্থায় সন্তান ত বাঁচিবেই না * ; ভাল রকম তদারক না হইলে, প্রসূতিরও জীবন-নাশের আশঙ্কা। গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ :—কোমরে ও তলপেটে বেদনা, ছেলে যেন পেটের নীচের দিকে ঠেলিয়া আসিতেছে এরূপ বোধ, রক্ত বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। গর্ভাবস্থায় কসিয়া কাপড় পরা, জেয়াদা পরিশ্রম করা, গাড়ি পাল্কী নৌকা রেলগাড়ি প্রভৃতিতে চড়া (বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার প্রথম চারি মাস মধ্যে) ; দৌড়াদৌড়ি করা, পড়ে যাওয়া, ভারী জিনিস তোলা, জোরে ময়দা দলা বা রুটি বেলা, ডিঙ্গি মারিয়া (অর্থাৎ অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া) ছবি টাঙ্গান বা মশারি খাটান, হাম বসন্ত জ্বর উদরাময় প্রভৃতি হওয়া, স্বামী-সহবাস, তীব্র ঔষধ সেবন, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া থাকা, অতিশয় ভয় ভাবনা শোকাদি কারণে গর্ভস্রাব ঘটে ; অতএব গর্ভাবস্থায় এই সব বিষয়ে খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক। যাঁহার একবার গর্ভপাত হইয়াছে তাঁহার আবার গর্ভপাতের সম্ভাবনা, অতএব গর্ভসঞ্চার হইতেই খুব সতর্ক থাকা উচিত। এ পীড়া বড় কঠিন, এ জন্য বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

গর্ভপাত নিবারণের চিকিৎসা :—

স্যাবাইনা ৩।—গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস মধ্যে গর্ভস্রাব আশঙ্কায় (অর্থাৎ বেদনা বোধ বা রক্ত দেখা দিবামাত্র)।

সিকেলি ৩।—গর্ভাবস্থার চতুর্থ বা পরবর্ত্তী মাস সমূহে গর্ভপাত আশঙ্কায় (অর্থাৎ বেদনাবোধ বা রক্ত দেখা দিলেই)।

---

* সাত মাসের পর ও নয় মাসের পূর্ব্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে "অকাল-প্রসব" কহে। এরূপই অকাল-প্রসূত সন্তান ("আটাশে ছেলে") জীবিত থাকিতে পারে।

আর্ণিকা ৩।—পড়িয়া যাওয়া; ভারী জিনিস তোলা; মার খাওয়া; আঘাতাদি কারণে যদি গর্ভপাত ঘটিবার আশঙ্কা জন্মে।

ক্যামোমিলা ৬।—ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা বশতঃ গর্ভপাতের সম্ভাবনায়।

ভাইবার্ণাম-অপ্ ৩x।—খামচান বা শূল বেদনাবৎ বেদনা।

গর্ভস্রাব হইবার পর চিকিৎসা।—এই সমস্ত যত্ন লওয়া সত্ত্বেও যদি গর্ভপাত ঘটে, তাহা হইলে যাহাতে গর্ভ হইতে ভ্রূণ ও ফুল নিঃশেষে নির্গত হয় উপযুক্ত ধাত্রী দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা সূতিকাদি রোগ জন্মিয়া প্রসূতির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে, পাল্‌সেটিলা ৩০ বা সিকেলি ৩০—২০০ দিতে হইবে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যদি রক্তাদি নির্গমন হেতু রোগিণী নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে চায়না ৬—২০০ ব্যবস্থা।

পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত নিবারণের চিকিৎসা।—পূর্ব্বে যে সময়ে গর্ভপাত হইয়াছিল, তাহার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্ব হইতে প্রতি সপ্তাহে যেন লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান হয়:—জরায়ুর দোষ হেতু গর্ভপাত হইলে, এপিস ৬, স্যাবাইনা ৬ বা সিকেলি ৬। ফুলের (Placenta) দোষ হেতু হইলে, ফস্ফোরাস ৬। ভ্রূণের দোষ বা মাতার উপদংশ জনিত গর্ভপাত হইলে মার্কিউরিয়াস্-কর্ ৬। পিতা বা মাতার যক্ষ্মারোগ থাকিলে, ব্যাসিলিনাম্ ৩০ (মাসে এক মাত্রা)।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গর্ভকালে কোমরে টান-ধরার মত বেদনা ও জরায়ু মধ্যে চাপবোধ সহ যদি শ্লেষ্মা বা রক্ত বাহির হইতে সুরু হয়, তাহা হইলে তখনই পোয়াতিকে মাথায় বালিস না দিয়া চিৎভাবে শোয়াইতে হইবে, আর (রক্ত বন্ধ করিবার জন্য) তাঁহার পেটের উপর ও যোনি মধ্যে বরফ টুকরা বা ঠাণ্ডা জলপটী অনবরত দিতে হইবে; পোয়াতির শরীর ও মনে যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে ঘরে তিনি শুইবেন, তাহা যেন শীতল ও পরিষ্কার থাকে ও তথায় যেন লোকের গোলমাল না হয়। অনেকক্ষণ

চিৎভাবে শুইয়া থাকা হেতু কষ্ট হইলে, পোয়াতিকে বড় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসান যাইতে পারে। ক্ষুধা হইলে লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

২। প্রসবাবস্থার উপসর্গাদি।

প্রসবকাল।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গর্ভ সঞ্চারের দিন হইতে প্রায়ই ২৮০ দিনের মধ্যে (অর্থাৎ দশম মাসে) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নয় মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণীর তলপেট বাড়ে ; তার পর (অর্থাৎ প্রসব হইবার প্রায় দশ দিন আগে) তলপেটটি ঝুলিতে সুরু হয়, মাজা সরু হয়, অনেক বার প্রস্রাব ও কাঁকালের নীচে বেদনা উপস্থিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলেই, যেন আঁতুড় ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়।

সূতিকাগার। বাটীর মধ্যে ভাল ঘর (অর্থাৎ যে ঘরটী বড় পরিষ্কার খট্‌খটে ও দুর্গন্ধহীন এবং যাহাতে হাওয়া খেলে ও হিম ঢুকিতে না পারে বা ধোঁয়া না জমে সেই ঘরটিই) যেন আঁতুড়-ঘর করা হয়। সূতিকা-ঘরের দোষে মাতা ও সন্তানের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

প্রসব-বেদনা।—জরায়ু-অভ্যন্তরে শিশু বাড়িতে থাকিলে পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় যথাসময়ে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। জরায়ু-পেশীচয়ের সঙ্কোচনই প্রসব-ক্রিয়ার উপায় ; তাই জীবন্ত-শিশু যেরূপ সহজে ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত শিশুও তদ্রূপ ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে ; ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য গর্ভস্থ-শিশুর কোন চেষ্টা বা যত্ন পাইতে হয় না—গর্ভস্থ কোন অদৃশ্য-শক্তি দ্বারাই প্রসব-ক্রিয়া সাধিত হয়। জঙ্গলপূর্ণ কোন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতে হইলে, পথের অবস্থা বুঝিয়া আমরা যেরূপ নিজ দেহ রক্ষা করিয়া চলি (যথা বৃক্ষশাখা নিম্নদিকে নত হইয়া পড়িয়া থাকিলে মাথা হেঁট করিয়া চলি, দুই দিক হইতে বৃক্ষশাখা সমূহ পড়িয়া পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিলে মুখ ও সমস্ত দেহটি ফিরাইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া চলি), ঠিক সেইরূপ প্রসব সময়ে উক্ত অদৃশ্য-শক্তি মাতৃ-গর্ভে মৃত বা জীবন্ত শিশুকে চালিত করে। প্রসব-পথে যে স্থান যে রকমে গঠিত, মাতৃ-গর্ভে উক্ত অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা

শিশুদেহ সেই স্থানে সেই ভাবেই সংস্থিত হয়, নচেৎ প্রসব-ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। প্রসব-পথের স্থান বিশেষে যখনই শিশুর কাঁধদুটি আটকাইয়া যায়, তখনই গর্ভস্থ সেই রহস্যময়ী শক্তিদ্বারাই উহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন-ক্রিয়া (rotation) সম্পন্ন হয় এবং শিশু সহজেই গম্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে! এই অদৃশ্য মহাশক্তির কৌশল-ক্রিয়া ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়!

জরায়ুর আকার পরিবর্ত্তন, বাহ্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের আর্দ্রতা, তৎপেশী সমূহের শিথিলতা, এবং মানসিক চিন্তা, এইগুলি প্রসব-বেদনার অব্যবহিত পূর্ব্বলক্ষণ। পরে যখন বারবার বাহ্যে প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা হয়, গা বমি বমি করে ও বমি হয়, গা কাঁপে, জল ভাঙ্গে (অর্থাৎ যোনি হইতে ফেনের মত শ্লেষ্মাদি বাহির হয়), এবং কোমরের দিক্ হইতে বেদনা সুরু হইয়া পেটের দিকে আসিয়া জুড়াইয়া যায়, তখন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনেক সময়ে প্রসববেদনা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে, তাই "প্রকৃত" ও "অপ্রকৃত" প্রসব-বেদনার পার্থক্য নিম্নে বিবৃত হইল :—

প্রকৃত লক্ষণ।	অপ্রকৃত লক্ষণ।
১।—পিঠে, কোমরে, (কখন বা উরু পর্য্যন্ত) বেদনা বোধ হয়।	১।—কেবল পেটেই বেদনা (খামচান বা কন্‌কন্) বদ্ধ থাকে।
২।—প্রতিবার বেদনা নিয়মিতরূপে (যথা, প্রতি পনর, বিশ, ত্রিশ মিনিট অন্তর পর্য্যায়-ক্রমে) আসে ও জুড়াইয়া যায়।	২।—বেদনা উপস্থিত হইবার কোন নিয়ম নাই ; যথা, কখন দশ মিনিট অন্তর কখন বা পাঁচ মিনিট অন্তর বেদনা আসে, কখন বা বেদনা অবিরাম ভাবে থাকে।
৩।—প্রতিবার বেদনা সহ জরায়ু-মুখ অল্প বিস্তৃত হয়, এবং জল ভাঙ্গিতে থাকে।	৩।—বেদনায় জরায়ু-মুখ আদৌ বিস্তৃত হয় না, এবং জল ভাঙ্গে না।

প্রসব-বেদনা যত ঘন ঘন আসিবে, প্রসবকাল ততই নিকট বুঝিয়া যেন ধাত্রী ডাকা হয়।

প্রসবের অবস্থাত্রয়।—যদি প্রসব-বেদনার সূত্রপাত হইতে ছয় ঘণ্টা কাল মধ্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় ও শিশুর মস্তক অগ্রে নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে "স্বাভাবিক প্রসব" বলে *। স্বাভাবিক প্রসবের তিনটি অবস্থা (stages) :—

প্রথম অবস্থা।—প্রসব-বেদনার আরম্ভ হইতে জরায়ু মুখ বিস্তৃত হইয়া জল † নির্গত হওয়া কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ব্যথা, সুরু হওয়া থেকে "জল বা পানমুচি ভাঙ্গা" পর্য্যন্ত)।

দ্বিতীয় অবস্থা।—জরায়ু-মুখ ফাঁক হইয়া জল ভাঙ্গার সময় হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া কাল পর্য্যন্ত। এই অবস্থায় জরায়ু মুখ ও বাহ্য-জননেন্দ্রিয়ের কোন ব্যবধান থাকে না, একটি সুড়ঙ্গের মত হইয়া যায়।

তৃতীয় অবস্থা।—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে জরায়ু-ফুল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত।

স্বাভাবিক প্রসবে অবশ্য-প্রতিপাল্য কয়েকটি বিধি ঃ—

প্রথম অবস্থা—প্রসবের প্রথম অবস্থায় পোয়াতি যে ভাবে থাকিতে বা যে কায করিতে চান, তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যকতা নাই। এ অবস্থায়, তাঁহাকে আঁতুড়-ঘরে লইয়া যাইবার বা অধিক "কোঁথ্" পাড়িতে দিবার আবশ্যক করে না, মাঝে মাঝে গরম দুধ বা গরম জল পান করান ভাল ; ইহাতে দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে। ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়ান অপকারী ; উহা খাওয়াইলে, ব্যথা "জুড়াইয়া" বা "লাট

* সাধারণতঃ প্রসব-কার্য্য স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আজকাল "সভ্যতার" আতিশয্য হেতু "অস্বাভাবিক প্রসব" (যথা, শিশুর হস্তপদাদি অগ্রে বাহির হওয়া, পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত প্রসব-বেদনার যন্ত্রণা অনবরত ভোগ করা, প্রভৃতি) বিরল নহে। এরূপ স্থলে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত হোমিওপ্যাথ দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত।

† স্বাভাবিক প্রসব-বেদনায়—শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ বাহির হয়, কদাচ তাহা রক্তস্রাব হয় না।

খাইয়া" যাইতে পারে (অর্থাৎ, প্রসব-বেদনা বন্ধ হইতে পারে)। প্রথম অবস্থায় কোন ঔষধ দেওয়াও ভাল নয়; তবে যদি বুঝা যায় যে শিশুর মস্তক অগ্রে বাহির না হইয়া অন্য কোন অঙ্গ অগ্রে বাহির হইবে, তাহা হইলে পালসেটিলা ৩০ দুই তিন মাত্রা খাওয়াইতে হইবে—এই ঔষধের গুণে শিশুর মস্তক ঘুরিয়া নীচের দিকে আসিতে পারে। "প্রসবকালে উপসর্গাদি" দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অবস্থা।—এখন অতি সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে। "জল-ভাঙ্গা" সুরু হইলেই যেন পোয়াতিকে আঁতুড়ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, ও পূর্ব্বের মত মাঝে মাঝে গরম দুগ্ধাদি পান করান হয়। যদি ব্যথা থেকে থেকে জুড়াইয়া যায়, তাহা হইলে গলায় আঙ্গুল বা পালক দিয়া অথবা নাকে কাটী দিয়া কিম্বা ছেঁড়া চুল খাওয়াইয়া অথবা অন্য কোন সাধারণ কৌশলে বমন করাইলে, ব্যথা সহজে আসে। পোয়াতি যেন এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকেন; জেয়াদা ছট্‌ফট করিলে, ব্যথা জোরে আসিতে পারে না। প্রসবের সময়ে পোয়াতি যেন বাঁ পাশে শুইয়া হাত দুখানি মাথার উপরে তুলিয়া রাখেন, ও হাঁটু দুটি বুকের দিকে তুলিয়া পা দুখানি বিস্তার করেন (অর্থাৎ পা দুটির মধ্যে যেন একটি গোল বালিশ দেওয়া হয়); এই ভাবে থাকিলে সহজে প্রসব হইতে পারে। প্রসবের পূর্ব্বে যেন অন্ততঃ একবার বাহ্যে ও প্রস্রাব করান হয়: রক্তস্রাব হইলে, "গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব" দ্রষ্টব্য।

শিশুর মাথা, জননেন্দ্রিয়ের ভিতরে আসিলে, ধাই যেন প্রসবদ্বার রক্ষা করে; নতুবা শিশুর কাঁধ বাহির হইবার সময়ে গুহ্যদেশ ছিন্ন হইয়া প্রসবদ্বার ও মলদ্বার এক হইয়া যাইতে পারে।

শিশুর মাথা বাহির হইবামাত্র, তাহার মুখমণ্ডলের লালা শ্লেষ্মাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, নতুবা শ্লেষ্মাদি মুখ-গহ্বর ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শ্বাস গ্রহণের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। আর শিশুর মস্তক বাহির হইলে যদি দেখা যায় যে, তাহার নাভিনাড়ী হারের মত গলদেশ বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা হইলে নাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া এরূপ ভাবে

ঢিলা করিয়া দিতে হইবে যে তাহার মধ্য দিয়া যেন শিশুর কাঁধ সহজে নির্গত হইতে পারে। শিশুর মস্তক নির্গত হইলেই যেন তাহার বাকি শরীরটা জোর ক'রে টানিয়া বাহির করা না হয়, তাহাতে মা ও শিশু উভয়েরই প্রাণ নাশের আশঙ্কা। স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, অবশিষ্ট দেহটা প্রায়ই স্বতঃই বাহির হইয়া আসে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে পোয়াতির **খুব কাছে** ধীরে ধীরে রাখিতে হইবে; দূরে রাখিলে, নাভিনাড়ী ছিন্ন হইয়া রক্তস্রাব ঘটে, তাহাতে পোয়াতি ও শিশু দুইজনেরই মৃত্যু হইতে পারে।

নাড়ী-কাটা।—স্বাভাবিক প্রসবে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; এই কান্না সুলক্ষণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যতক্ষণ না চীৎকার করিয়া কাঁদে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন নাড়ী কাটা না হয়। (নাড়ীর যে দিক্ শিশুর নাভিতে সংলগ্ন সেই দিকে) শিশুর নাড়ীর উপর তিন আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া নরম রেশম * দিয়া দু'টি শক্ত গের দিতে হইবে, এবং তাহার উপর আর এক আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া ঐ রকম আর দু'টি গের দিতে হইবে; এই রকমে শিশু ও প্রসূতির দিকে নাড়ী বাঁধা হইলে, দু'টি বাঁধনের মাঝামাঝি নাড়ীটি ধারাল কাঁচি বা ছুরি দিয়া কাটিতে হইবে। বাঁধন খুব শক্ত না হইলে, অতিশয় রক্তস্রাব হেতু শিশুর প্রাণনাশ হইতে পারে। সাবধান, শিশুর নাড়াচাড়ার দরুণ নাড়ী কাটিবার সময়ে যেন তাহার পা বা হাতের আঙ্গুল না কাটিয়া যায়। **যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, তবে শীঘ্র নাড়ী কাটিয়া আগে খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিবার পরে যেন নাড়ী বাঁধা হয়।**

নাড়ী কাটা হইলে, শিশুর নাড়ীর উপর তেলের পটি বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। তার পর, আঙ্গুলের আগায় মধু মাখাইয়া শিশুর

* রেশম যেন খুব সরু বা খুব মোটা না হয়—খুব সরু হইলে, নাড়ী কাটিয়া যাইতে পারে; ও খুব মোটা হইলে, ভাল গাঁইট পড়ে না।

মুখের ভিতর হইতে "ঘড়ঘড়ি" (শ্লেষ্মা) পরিষ্কার করিতে হইবে ; শেষে, ঈষদুষ্ণ গরম জলে তাহাকে স্নান করাইয়া ফর্সা নরম কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে তাহার গা মুছাইয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। শীতকালে বা খুব ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে, স্নান না করাইয়া খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া শিশুর সমস্ত গায়ে মাখাইয়া খুব সরু ন্যাকড়া দ্বারা আস্তে আস্তে মুছাইয়া ফেলা ভাল।*

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া না কাঁদিলে বা মড়ার মত পড়িয়া থাকিলে, "মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ শিশু" দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অবস্থা।—যতক্ষণ ফুল নির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পোয়াতির অবস্থা নিরাপদ নয়। স্বাভাবিক প্রসবে, ফুল আধ ঘণ্টা মধ্যে আপনা আপনি নির্গত হয় ; টানাটানিতে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা। "ফুল না পড়া" দ্রষ্টব্য।

ফুল পড়িবার পর, পোয়াতির কাপড় ও বিছানা পরিষ্কার করিয়া তাঁহার জননেন্দ্রিয়ের মুখে একখানি পাঁচ আঙ্গুল প্রমাণ ন্যাকড়া দুই তিন ভাঁজ করিয়া যেন দেওয়া হয়, ও মাঝে মাঝে যেন ঐ ন্যাকড়া বদলান হয়।

তিন হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একখানি কাপড় পোয়াতির পেটের উপর পেটী বাঁধার মত দিন দশেক জড়াইয়া রাখা ভাল। কিন্তু প্রসবের পরই যদি দুই ঘণ্টাকাল দুই হস্ত দ্বারা পোয়াতির জরায়ুটিকে তলপেটের উপর দিয়া চাপিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে পেটি বাঁধা (ব্যাণ্ডেজ) আবশ্যক করে না।

প্রসবের পর যেন অন্যূন তিন ঘণ্টাকাল পোয়াতিকে সটান শোয়াইয়া রাখা হয়—কাপড় ছাড়ান এবং প্রস্রাব ও মলত্যাগ পর্য্যন্তও যেন শোয়া-

* গরম জলে স্নান করাইলে শিশুর "ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া" রোগ ঘটিতে পারে, তাই শিশু-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার ফিবার (নাড়ী কাটার সময় হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত) গরম জলের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ খাঁটী জলপাই তৈল (Pure Olive or Sweet Oil) ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন (Vide Fisher's *Diseases of Children, pp 34-35.*)।

ইয়া করান হয়; নড়িলে চড়িলে ভয়ানক রক্তস্রাবের বিলক্ষণ আশঙ্কা। ঘণ্টা তিন স্থিরভাবে থাকিলে, সহজে সুনিদ্রা আসিয়া পোয়াতিকে অনেকটা সুস্থ করে। প্রসবের আট দশ ঘণ্টার পর পোয়াতি কতকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিলে, শিশুকে যেন মাই টানিতে দেওয়া হয়; মাই টানাইলে, শীঘ্র শীঘ্র স্তনে দুগ্ধ আসে ও জরায়ুর সঙ্কোচ হইয়া রক্তস্রাব না ঘটিতে পারে।

যদি প্রসবের পর বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকে, তাহা হইলে **আর্ণিকা ৩x**, চারি ঘণ্টা অন্তর তিন দিন পোয়াতিকে সেবন করান ভাল। আর্ণিকা সেবন করাইলে, সূতিকা-জ্বর প্রভৃতি প্রসবান্তিক অনেক পীড়া না হইতে পারে।

প্রসবের পর অধিক পরিমাণে রক্তস্রাবাদি ঘটিলে, "প্রসবান্তে উপসর্গাদি" দ্রষ্টব্য।

আঁতুড়-ঘরে পোয়াতির শুশ্রূষা।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। একমাস (অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল) পোয়াতিকে যেন আঁতুড় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়; প্রথম চারি পাঁচ দিন যেন তিনি স্থিরভাবে শুইয়া থাকেন, মলমূত্রত্যাগের জন্যও যেন উঠিতে না দেওয়া হয়; নড়িলে চড়িলে রক্তস্রাব হেতু মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

২। কখনও বামপাশে কখনও বা দক্ষিণপাশে পোয়াতি শয়ন করিতে পারেন, কেননা ক্রমাগত একপাশে শয়ন করা কষ্টকর। আর আঁতুড়-ঘরে পোয়াতির শুইবার জন্য দুটা পরিষ্কার বিছানা রাখিতে হইবে; কেননা, অনেকক্ষণ এক বিছানায় শুইয়া থাকিলে (বিশেষতঃ গ্রীষ্ম-কালে), বিছানাটি গরম হইয়া উঠে।

৩। পোয়াতি ও শিশুর শরীরে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। দুপুরবেলা দোর জানালা খুলিয়া দিয়া যাহাতে প্রত্যহ

খানিকক্ষণ আঁতুড়-ঘরে হাওয়া খেলে, তাহাও করিতে হইবে; কিন্তু সাবধান, যেন হাওয়ার ঝাপ্টা শিশু বা পোয়াতির গায়ে না লাগে।

৪। ভোরবেলা ও শীতকালে বাতাস বেশী ঠাণ্ডা; সেই জন্য অন্ততঃ তখন যেন আঁতুড়-ঘরে ভাল রকম আগুন থাকে। আর অন্য সময় আঁতুড়-ঘরে এ রকম সামান্য আগুন রাখিলেই চলে, যাহাতে পোয়াতি বা শিশুর কোন কষ্ট না হয়; বেশী ধোঁয়া হইলে শিশুর চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। গুল্ বা কাঠকয়লার আগুনই ভাল।

৫। শিশুর নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া যাহাতে নাসিকা দ্বারা সাধিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছেলেরা অনেক সময়ে "হাঁ" করিয়া ঘুমায়, ও মুখ দিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া চলে; মুখটি এমন অবস্থায় বুজাইয়া দিলে, নাসিকা দ্বারা উক্ত কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সামান্য বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা অনেক সময়ে অনেক বয়স্ক বালক বালিকাকে নিদ্রাকালে মুখ দ্বারা নিশ্বাসাদি গ্রহণ করিতে দেখি; ইহাতে নানা প্রকার রোগের বীজ [পরিশিষ্ঠ "গ" দ্রষ্টব্য] মুখ দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশের আশঙ্কা থাকে (vide Dr. Mc. Conkey's Lecture on *How and When is Tuberculosis Contracted*)। অতএব শৈশব হইতেই ইহার প্রতিবিধান করা উচিত।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, মুখ দিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া চলিলে, ক্রমে শিশুর মুখ বিকৃত হইয়া পড়ে, কাণে কম শোনে ও কথাকহা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। যদি আলজিবের শিরা-বৃদ্ধি হেতু শিশু ঐরূপ শ্বাসাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে অস্ত্র প্রয়োগে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে।

৬। পোয়াতির পেটে সেক দিলে ও ন্যাক্ড়া আগুনে সেকিয়া স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের মুখে বসাইয়া দিলে এবং শিশুর নাভিতে সেক * দিলে, বেদনা শীঘ্র কমিয়া আসে।

* প্রদীপের শিখায় বুড়া আঙ্গুল গরম করিয়া শিশুর নাভিতে সেক দিলেই, নাভি শীঘ্র শুকাইয়া আসে; তাপ দিবার সময়ে যেন নাভিতে বেশী চাপ না পড়ে, বা জোরে ঘষা না হয়।

যে পোয়াতির আঁতুড়-ঘরে আগুন রাখা না হয়—বা যিনি সেক তাপ লন না কিম্বা "ঝাল" খান না—তাঁহার ও তাঁহার শিশুর পক্ষে গরম কাপড় ও জামা ব্যবহার করা ভাল।

প্রসবের পর প্রথম দুই দিন দুধ ও বার্লি, তারপর দুই দিন চিঁড়া ভাজা অল্প মরিচ-গুঁড়া ও খুব অল্প পরিমাণে গরম ঘি, এবং পঞ্চম দিনে দুধ ভাত দেওয়া যাইতে পারে। ডাল বা কোন গুরুপাক তরকারি প্রথম সপ্তাহে যেন না খাওয়ান হয়।

৭। প্রসবকাল হইতে অন্ততঃ নয় মাস কাল পর্য্যন্ত **স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ**। এই নিয়মের শিথিলতা নিবন্ধন আজ বাঙ্গালার প্রসূতি ও শিশুকুলের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং সম্ভবতঃ শিশুগণের মধ্যে এত যকৃৎ দোষ ও অকালমৃত্যু ঘটিতেছে।

প্রসবকালের উপসর্গাদি।

প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা মধ্যে সন্তান প্রসব করিলে ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিলম্ব ঘটিলে চিকিৎসা করান আবশ্যক। লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগে অল্পকাল মধ্যে বিনাকষ্টে প্রসব কার্য্য সমাধা হইতে পারে:—

জরায়ুর মুখ কুঞ্চিত থাকা বশতঃ প্রসবকষ্ট হইলে, জেলসিমিয়াম ৩। অনিয়মিত সামান্য বা মৃদু বেদনা অনুভূত হইলে, প্রথম জলবৎ স্রাব হওয়ার পরেও বেদনার বৃদ্ধি না হইলে, এবং বমনেচ্ছা থাকিলে, পালসেটিলা ৩০। উল্লিখিত উপসর্গের পরে উরুতে খিল ধরিলে (বিশেষতঃ সেই গর্ভিণীর যদি পূর্ব্বে তিন চারিটি সন্তান হইয়া থাকে), সিকেলি-কর ৩০। মাথা-ব্যথা, অস্থিরতা, চক্ষু মুখ লালবর্ণ; অত্যন্ত অস্থিরতা, প্রলাপ, হাত পা ছোড়া লক্ষণে, বেলেডোনা ৩০। অসহ্য বেদনা থাকিলে ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬, বা জেলসিমিয়াম ৬। অত্যন্ত প্রসব-বেদনার পরে হঠাৎ বেদনা বন্ধ হইয়া চক্ষু মুখ লালবর্ণ, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, ঘড় ঘড় শব্দ,

অজ্ঞানতা এবং মূর্চ্ছাবেশ ঘটিলে, ওপিয়াম ৬—৩০। অত্যন্ত আক্ষেপ (খেঁচুনি) বশতঃ গর্ভিণী অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিলে, হায়োসায়েমাস ৬।

গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক অগ্রে বাহির না হইবার আশঙ্কায়, পালসেটিলা ৩০। জরায়ুর মুখ শক্ত থাকিলে ও বিস্তৃত না হইলে, বেলেডোনা ৩০। কষ্টকর প্রসব-বেদনায়, আর্ণিকা ৩ *। প্রসবের সময়ে বা পরে মূর্চ্ছা এবং সেই সঙ্গে শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে, ক্যাম্ফার θ।

ফুল না পড়া।—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার খানিক পরেই জরায়ু-ফুল বাহির হয়। কিন্তু প্রসবের পর এক ঘণ্টা মধ্যে ফুল না পড়িলে, পালসেটিলা ৩০ বা সিকেলি ৩০ প্রতি পনর মিনিট অন্তর ব্যবস্থা। আধ ঘণ্টা কাল ঔষধ সেবনেও যদি কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে এক হাতে জরায়ুর উপর চাপ দিয়া অপর হস্ত দ্বারা ফুলটিকে **ধীরে ধীরে** টানিয়া বাহির করিতে হইবে। জোরে টানাটানি করিলে, ফুল ছিঁড়িয়া খানিক অংশ পেটের ভিতর থাকিয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে রক্তস্রাব হেতু পোয়াতির প্রাণনাশের আশঙ্কা।

* ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ প্রবীণ ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "ধাত্রীশিক্ষা" পুস্তকে (পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৫—৯৫) লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইপিকাকের গুঁড়া দুই গ্রেণ মাত্রা খাওয়াইলে —(১) জরায়ুর মুখ যদি শক্ত থাকে ত নরম হয়, খোলা না থাকে ত খুলে যায়, (২) ব্যথার জোর না থাকে ত ব্যথার জোর হয়, (৩) দারুণ যন্ত্রণা কমে, (৪) প্রসব সহজে হয় ও ফুল সহজে পড়ে এবং বেশী রক্তস্রাব হয় না, (৫) প্রসবের সকল অবস্থায় এবং পোয়াতি নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলেও, এই ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে খাওয়ান যাইতে পারে। ঔষধ সেবনের দুই ঘণ্টা মধ্যে প্রসব না হইলে, আর এক মাত্রা দিতে হয়। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং স্ত্রী-ও-বালরোগ চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার টি. ই. চার্লস্ সাহেবও ইপিকাকের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

৩। প্রসবান্তে উপসর্গাদি।

ফুল পড়িয়া যাইবার পর যদিও কোন উপসর্গ না থাকে, তবুও পোয়াতিকে আর্ণিকা ৩x প্রত্যহ চারিবার করিয়া তিন দিন খাওয়ান ভাল। আর্ণিকা খাওয়াইলে সূতিকাগারের কঠিন রোগ না হইতে পারে।

প্রসবের পর সচরাচর যে সকল উপসর্গ ঘটিয়া থাকে, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

যোনি-মুখ ও গুহ্যদেশ ছিন্ন।—যোনি-মুখ প্রায় সকল প্রসবের পরই অল্লাধিক ছিন্ন হয়; আর, প্রসবকালে পোয়াতির গুহ্যদেশ সাবধানে রক্ষিত না হইলে, ছিন্ন হইয়া যায়। ক্যালেণ্ডিউলা θ দশ ফোঁটা এক ছটাক জল সহ মিশাইয়া, তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ছিন্ন স্থানে দিলে শীঘ্র সারিয়া আসে।

হেতাল ব্যথা।—ফুল পড়িয়া যাইবার পর (জরায়ুর সঙ্কোচন-কালে) কয়েকবার বেদনা আসে, ইহার নাম "হেতাল ব্যথা" বা "ভ্যাদালে কামড়"। প্রসবের পর জরায়ু-মধ্যে রক্তের জমাট প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, এই বেদনায় তাহা বাহির হইয়া যায়; সুতরাং ইহাতে পোয়াতির মঙ্গলই হয়। যদি ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে বেদনার উপশম না হয়, তবে আর্ণিকা ৩x ব্যবস্থা। উগ্রভাবাপন্না নারীগণের পক্ষে, ক্যামোমিলা ৬ ভাল। আর্ণিকায় উপকার না হইলে, জেলসিমিয়াম ৩x বা কফিয়া ৬ অথবা সিকেলি ৩০ দিতে হইবে।

রক্তভাঙ্গা (LOCHIA)।

ফুল পড়িবার পর প্রায় কুড়ি দিন পর্য্যন্ত জরায়ু হইতে অল্প অল্প রক্ত নির্গত হয়। প্রথম দুই দিনের নির্গম ঘোর লালবর্ণ, পরে পীতের আভাযুক্ত, ও শেষে জলবৎ বা তরল পূযবৎ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। স্বভাবতঃ এইরূপে বন্ধ হইয়া আসিলে কোন ঔষধাদির প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই সকল লক্ষণে ঔষধ দিতে হইবে :—দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে,

সিকেলি ৩; দীর্ঘকাল স্থায়ী ঘোর লালবর্ণ রক্ত নির্গমে, স্যাবাইনা ৩x; হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে, অ্যাকোনাইট ৩x; ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, ক্রিয়োজোট ৩ বা কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্ ৬ সেবন; এবং ক্যালেণ্ডিউলা θ (বিশগুণ জলসহ মিশাইয়া প্রত্যহ তিনবার স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেলা) বাহ্যপ্রয়োগ।

রক্তস্রাব (HÆMORRHAGE)।

প্রসবের পর রক্তস্রাব ঘটিলে, পোয়াতির জীবন সংশয়। প্রসবকালে অল্প রক্ত নির্গত হয়, এইটি যেন মনে থাকে। খুব বেশী রক্ত বা লালবর্ণ রক্ত স্রোতের মত অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে থাকিলে, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিতে হইবে :—

পোয়াতিকে শোয়াইয়া তাঁহার মাথাটি নীচু ও উরুদুটি উঁচু করাইতে হইবে; পরে তখনই তাঁহার পেটের উপর হাত দিয়া জরায়ুটি এমনি মুঠা করিয়া ধরিতে হইবে যে, যেন উহা সঙ্কুচিত হইতে পারে; এবং গরম জল (১২০°) তাঁহার জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইতে হইবে। সুবিধা হইলে, বরফের টুকরা পোয়াতির পেটের উপর ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয় মধ্যে দেওয়া এবং তাঁহাকে বরফ চুষিতে দেওয়াও ভাল; কেননা বরফেও রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে।

রক্তস্রাবকালে, স্যাবাইনা ৩x বা হ্যামামেলিস্ ৩x ও স্রাব হেতু নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬; এবং স্রাব হেতু মস্তকের যন্ত্রণা থাকিলে, ফেরাম্ ৬ ব্যবস্থা।

মূর্চ্ছা।—প্রসবকালে বা প্রসবের পর কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা হইয়া প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; সুতরাং খুব সাবধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। মূর্চ্ছাসহ সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা হইলে, রুবিণীর ক্যাম্ফার θ; সামান্য নড়িলে চড়িলে মূর্চ্ছা ঘটিলে বা মূর্চ্ছাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইলে, ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৬; রক্তস্রাব হেতু মূর্চ্ছায়, চায়না ৬ বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০;

যদি বার বার মূর্চ্ছা ঘটে বা মূর্চ্ছা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, **ষ্ট্রামোনিয়ম ৩x**; আঘাতজনিত মূর্চ্ছায়, আর্ণিকা ৩x—৩; ভয়জনিত মূর্চ্ছায়, অ্যাকোনাইট ৩x বা কফিয়া ৬ উপকারী। ঔষধ গিলিবার শক্তি না থাকিলে, নির্দ্দিষ্ট ঔষধের ঘ্রাণ লওয়াইতে হইবে। গরম বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য; পরে পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা।

খেঁচুনি বা আক্ষেপ (CONVULSIONS)।

প্রসবের পর বা পূর্ব্বে (অথবা প্রসবকালে) সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ হওয়া বড়ই বিপজ্জনক। বেশী মাথা ধরা, উৎকণ্ঠা, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়া, কথা জড়াইয়া আসা, হাতে পায়ে খিল ধরা, তন্দ্রাভাব, **"আক্ষেপের"** পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রমে চক্ষুর তারা ঘুরিতে থাকে, মুখখানি কখনও এ কাঁধে কখনও ও কাঁধের দিকে থাকে; জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে; ধনুষ্টঙ্কারের মত সমস্ত শরীরের খেঁচুনি হইতে থাকে ও রোগিণী অজ্ঞান হইয়া পড়েন। দুই পাঁচ মিনিট পর জ্ঞান হইতে পারে, আবার আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পোয়াতি পুনরায় অচেতন হন; এইরূপে ঘন ঘন আক্ষেপ ও বারম্বার সংজ্ঞা লোপ হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তহীনতা (anæmia) বা প্রস্রাবে অণ্ডলাল (albumen) সঞ্চয় নাকি এইরূপ আক্ষেপের কারণ।

আক্ষেপ হইবার পূর্ব্বলক্ষণে, হায়োসায়েমাস ৩x; আক্ষেপকালে বেলেডোনা ৬ বা হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড ৩; আক্ষেপ বন্ধ হইবার পর (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের কোনরূপ গোলযোগ থাকিলে), ওপিয়াম ৩০ দিতে হয়। *

* কোন কোন পোয়াতির আক্ষেপ হইবার পূর্ব্বে জ্বর সহ বিষম তৃষ্ণা হয়, সে স্থলে অ্যাকোনাইট ৩x ব্যবস্থা। আর, যদি, (প্রসবকালে বা পূর্ব্বে অথবা পরে) খেঁচুনির সঙ্গে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ীপূর্ণ ও দ্রুত, এবং প্রলাপাদি থাকে, তাহা হইলে ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x দিতে হইবে।

গরম দুধ বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা।

ঘাম বন্ধ।—প্রসবের পর হঠাৎ ঘর্ম্ম রোধ হইলে, ডাল্কেমারা ৬ বা ক্যামোমিলা ৬ ব্যবস্থা।

কাহিল বোধ।—প্রসবের পর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬ বা ফস্ফোরিক-অ্যাসিড ৬ দিতে হয়।

অনিদ্রা।—কোন বিশেষ রোগ নাই অথচ প্রসবের পর যদি রাত্রিতে ঘুম না হয়, তবে কফিয়া ৬ ব্যবস্থা।

মূত্ররোধ।—প্রসবের পর প্রায় ছয় ঘণ্টা প্রস্রাব হয় না। বার ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব না হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x প্রতি পনর মিনিট অন্তর দিতে হইবে। চারিবার অ্যাকোনাইট সেবনেও যদি প্রস্রাব না হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬ প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়; তিনবার বেলেডোনা প্রয়োগে প্রস্রাব না হইলে, ইকুইসেটম্ ১x ব্যবস্থা।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—প্রসবের পর জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের বিরাম আবশ্যক, তাই প্রথম তিন চারি দিন স্বভাবতঃ পোয়াতির মলত্যাগ হয় না; এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে অনিষ্টের সম্ভাবনা। তবে পাঁচ ছয় দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগ না হওয়ায় যদি পেটে যন্ত্রণা হয়, তবে কলিন্সোনিয়া ৩x বা ভিরেট্রাম্-অ্যালবাম্ ৬ দিতে হইবে।

উদরাময়।—প্রসবের পর উদরাময় হইলে, হায়োসায়েমাস ৬ বা পালসেটিলা ৬ ব্যবস্থা।

অর্শ।—প্রসবের পর কখন কখন অর্শ হয়; পালসেটিলা ৬ সেবন এবং হ্যামামেলিস ∅ বিশ গুণ জল সহ মিশাইয়া "ধাবন" ব্যবস্থা।

সূতিকা-জ্বর

(PUERPERAL FEVER)।

সূতিকা-জ্বর শোণিত পীড়া; কিন্তু, স্ত্রীলোকের পীড়া বলিয়া উহা এই স্থানে লেখা হইল। সূতিকা-জ্বর অতি ভয়ানক ও কষ্টদায়ক পীড়া।

এক প্রকার জীবাণু বা বিষ নাকি এই পীড়ার উত্তেজক কারণ। প্রসবের পর নানা কারণে জরায়ু দূষিত হওয়া, প্রসবের পরে ফুলের কিয়দংশ জরায়ুর ভিতর থাকিয়া পচিয়া যাওয়া, এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। প্রসবের ৩।৪ দিন পরই সূতিকা-জ্বর হয়। প্রথমে সামান্য জ্বর হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তখন শীত কম্প ও গা গরম হয়; শিরঃপীড়া; নাড়ীর বেগ; পিপাসা; পেটবেদনা; গাত্রতাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ঘর্ম্ম থাকে না; ও প্রায়ই স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ বন্ধ হয়; এবং ৭।৮ দিন মধ্যে মৃত্যু ঘটে। জরায়ু হইতে পূযের ন্যায় দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হওয়া অশুভ লক্ষণ। এই রোগ কখন পুরাতন আকার ধারণ করে না [৪৬৮ পৃষ্ঠায় "পুরাতন সূতিকা-রোগ" দ্রষ্টব্য]।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় (যখন অত্যন্ত জ্বর) শীত ও কম্প, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, গাত্র শুষ্ক, উদর স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত, অত্যন্ত পিপাসা, জরায়ুতে বেদনা থাকে। ডাক্তার লড্‌লাম এই অবস্থায় ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১ প্রয়োগ করিয়া অনেককে বাঁচাইয়াছেন।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১।—প্রবল কম্প, খেঁচুনি বা আক্ষেপ হেতু রোগিণীর প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কায় এই ঔষধটি চারি পাঁচ মিনিট অন্তর দেয় (যত ক্ষণ না কম্প বা খেঁচুনির কতকটা উপশম হয়); পরে, কম্প বা খেঁচুনি কমিয়া আসিতে থাকিলে, পনর বিশ বা ত্রিশ মিনিট অন্তর ঔষধটি সেব্য।

বেলেডোনা ৩০।—উদরে অত্যন্ত বেদনা, অস্থিরতা, স্তন দুগ্ধের অভাব, মস্তকে দপ্‌-দপ্ বেদনা, এবং চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

নাক্স-ভমিকা ৩০।—জরায়ু বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে।

কলোসিন্থ ৬।—জেয়াদা পেট ফাঁপিলে।

কেলি-সায়েনেটাস ৩০।—হঠাৎ চিড়িকমারা বেদনায় রোগিণী কাঁদিয়া অস্থির হন; রাত্রির শেষভাগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়াস-কর ৬।—উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, এজন্য রোগিণী পেটে হাত দিতে দেন না; অত্যন্ত পিপাসা; রক্ত বা আমযুক্ত ভেদ।

ল্যাকেসিস্ ৬।—পেটে অত্যন্ত বেদনা (নিদ্রার পর বৃদ্ধি)।

রাস-টক্স ৬।—জরায়ু প্রদাহযুক্ত (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে অবসন্নকর বেদনা); দীর্ঘকালব্যাপী দুর্গন্ধ-স্রাব ও সান্নিপাতিক জ্বর-বিকার লক্ষণে।

কেলি-ফস্ ৩x চূর্ণ।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সম্প্রতি ডাক্তার স্যাণ্ডার্স এই ঔষধ সেবন করাইয়া একটি রোগিণীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

পাইরোজেন ৬—২০০।—পূয হেতু রক্ত দূষিত হইলে (pyæmic conditions)।

প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া যদি শীঘ্র শীঘ্র জীবনী-শক্তি নাশ করে, তাহা হইলে, আর্সেনিক ৩০ (ল্যাকেসিস্ ৬ বা হায়োসায়েমাস ৬ সহ কেহ কেহ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন)।

অন্যান্য ঔষধ—ব্রায়োনিয়া ৬, পালসেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ১, চায়না ৬, এপিস ৬। পেটের যন্ত্রণা তীব্র হইলে, খুব গরম ফ্লানেল পেটের উপর দিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—দূষিত বস্ত্রাদি দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে। খুব গরম ফ্লানেল পেটের উপর দিলে, পেটের যন্ত্রণা দূর হয়। দারুচিনির কাথ উষ্ণ জলে মিশাইয়া গরম অবস্থায় উহা রোগিণীর গাত্রাদিতে ছিটাইয়া দিলে, তাঁহার চেতনা হইতে পারে।

(পুরাতন) সূতিকা-রোগ।—কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থে "সূতিকা-জ্বর" ও "(পুরাতন) সূতিকা-রোগ" একই পীড়ার ভিন্ন আকার মাত্র বলিয়া শিক্ষার্থীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এই দুইটি রোগ স্বতন্ত্র। "সূতিকা-জ্বর" স্পর্শাক্রামক (এক প্রকার বিষ রক্তস্থ হইলে এই পীড়া উদ্ভূত হয়)। "পুরাতন সূতিকা-রোগ" স্পর্শ দ্বারা সংক্রমিত হয় না, বা কোনরূপ দূষিত বিষ

হইতেও উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং ইহা সূতিকা-জ্বরের পুরাতন অবস্থা বা আকার নহে। প্রসবের পর যদি প্রসূতির ভাল রকম তদারক না হয়, তাহা হইলে শরীর ভাঙ্গিয়া ক্রমে রক্তহীন হইয়া পড়িলে, পুরাতন জ্বর উদরাময় শোথ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। ইহাকেই "সূতিকার ব্যারাম" বা "পুরাতন সূতিকা-রোগ" বলে।

চিকিৎসা।—এই কঠিন পীড়ায় নেট্রাম-মিউর ৩০, আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, ফেরাম-মেট ৩০, অ্যালিউমিনা ৬, সিপিয়া ৩০, গ্র্যাফাইটিজ ৩০, পালসেটিলা ৩০, নাক্স-ভমিকা ৩০, প্রযুজ্য হয় ; কিন্তু **ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৩** এবং **ফেরাম-আর্সেনিকাম ৩০** এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাগুর মাছের ঝোল খাওয়া ও ডাক্ পাখীর তৈল মাখা খুব উপকারী। এই পুস্তকের "রক্তস্বল্পতা" রোগের চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

আঁতুড়ে বাই (Puerperal insanity)।—প্রসবের পর (বা পূর্ব্বে) বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে কোন কোন রমণী পাগল হন। এই বায়ুরোগ দ্বিবিধ :—(১) উন্মাদ (mania) এবং (২) বিষাদ-বায়ু (melancholia)।

(১) উন্মাদ রোগ।—বুদ্ধির ভ্রান্তি, অনর্থক বকা, প্রিয়জনকে মারিতে ধরিতে যাওয়া প্রভৃতি "উন্মাদ রোগের" প্রধান লক্ষণ। সামান্য রকম পাগলামি বা হাসি খুসির ভাব লক্ষণে, হায়োসায়েমাস্ ৩ ; ঘোর উন্মাদ (যথা,—ভীষণ প্রলাপ, ক্রোধ, কামড়াইতে যাওয়া, একাকিনী বা অন্ধকারে থাকিতে অনিচ্ছা, নির্লজ্জভাব প্রভৃতি) লক্ষণে, ষ্ট্রামোনিয়ম ৩ ; উচ্চ ভাবপূর্ণ প্রলাপ (ঠিক যেন দেবাবেশ হইয়াছে) অথবা একাকিনী ও অন্ধকারে থাকিবার ইচ্ছা কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া রোগিণীর শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার নিস্তব্ধ ভাব (Catalepsy) লক্ষণে, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ৬ দিতে হইবে।

(২) বিষাদ বায়ুরোগ।—সতত বিমর্ষ বা জড়ভাব, হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব, বা আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি, "বিষাদ বায়ুরোগের" বিশেষ লক্ষণ।

সিমিসিফিউগা ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আত্মহত্যার ইচ্ছা বলবতী থাকিলে, অরাম-মেট ৬ দিতে হয়। প্লাটিনা ৬ বা পালসেটিলা ৬ কিম্বা অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাস ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

বায়ুগ্রস্তা নারীর মন যাহাতে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দুগ্ধ প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্যের প্রয়োজন; কেহ কেহ সোণা বেঙের ঝোল উপকারী বলেন।

শ্বেতপদ (Phlegmasia alba dolens)।—কোন কোন নারীর পা প্রসবের পর ফুলিয়া উঠে ও শ্বেতবর্ণ হয়। তলপেট হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা, জ্বর, "রক্তভাঙ্গা" (Lochia), ও স্তন-দুগ্ধের হ্রাস, এই কষ্টকর পীড়ার উপসর্গ। পাল্‌সেটিলা ৬ বা হ্যামামেলিস ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ; এপিস ৬ ও রাস্-টক্স ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক। তুলা পিঁজিয়া পা জড়ান, এবং লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা।

প্রসবকালে বারম্বার অস্ত্র প্রয়োগের কুফল।—ভ্রূণের নির্গম-পথ যদি ভ্রূণের আয়তন অপেক্ষা ছোট থাকে, তাহা হইলে অস্ত্রাদি সাহায্যে পুনঃ পুনঃ প্রসব করাইতে হয়। ইহাতে কিন্তু প্রসূতির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে; এই অবস্থায় ফেরাম-ফস্ ২০০, কেলি-ফস্ ২০০, ও ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২০০ মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল সেবন করাইলে রোগিণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ জনিত যাতনা প্রশমিত হয় ও ক্রমশঃ তিনি নিরাময় হন।

আর, তিনি যদি পুনরায় গর্ভবতী হন, তাহা হইলে অন্ততঃ তিন চারি মাস পূর্ব্ব হইতে যেন তাঁহাকে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরেটা ১২x চূর্ণ ও ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৬x চূর্ণ মাঝে মাঝে খাওয়ান হয়; তাহা হইলে সহজেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে (অর্থাৎ বিনা অস্ত্র সাহায্যে প্রসব কার্য্য সাধিত হয়)।

বস্তি-কোটরের কৌষিক-ঝিল্লী-প্রদাহ (pelvic cellulitis)।—অস্ত্র প্রয়োগ বা আঘাতাদি কারণে এই প্রদাহ জন্মে। তলপেটে বেদনা জ্বর বা জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠা এই

রোগের প্রধান লক্ষণ; এপিস ৩ ও রাস-টক্স ৬ এই রোগের ঔষধ। প্রবল জ্বর থাকিলে, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x দিতে হইবে।

বস্তি-কোটরে পূয়পূর্ণ স্ফোটক (pelvic abscess)।—যদি "বস্তি-কোটরের কৌষিক-ঝিল্লী প্রদাহ" উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগে প্রশমিত না হইয়া ক্রমে স্ফোটকে পরিণত হইতে থাকে (অর্থাৎ পূয হইবার উপক্রম হয়), তাহা হইলে পাকাইবার জন্য হিপার-সালফার ৩x দিতে হইবে; এবং পূয নির্গত হইতে থাকিলে, সিলিকা ৬ বা ৩০ ব্যবস্থা।

পেট ঝুলিয়া পড়া।—প্রসবের পর কাহারও কাহারও উদর নিম্ন দিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কদাকার, নতুবা ইহা কোন রোগ নয়। ক্যাল্কেরিয়া ৩০ বা সিলিকা ৩০ প্রতি মাসে একমাত্রা মাত্র সেবন।

মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া।—প্রসবের পর দুর্ব্বলতাদি কারণে কোন কোন নারীর কেশপাত হয়। ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬, চায়না ৬, বা আর্সেনিক ৬ ইহার ঔষধ।

স্তনের রোগ, স্তনদুগ্ধের রোগ।—"প্রসবান্তে স্তনের পীড়া" দ্রষ্টব্য।

প্রসবান্তে স্তনের পীড়া।

স্তন সম্বন্ধে পোয়াতি যেন এই কয়েকটি কথা মনে রাখেন:—

১। তিন চারি মাস গর্ভকাল হইতে স্তন বাড়িতে থাকে, তখন হইতে স্তনের বোঁটার দিকে লক্ষ্য রাখা চাই; আজকালকার "সভ্যতার" খাতিরে যেন এমন কসা (টাইট্) জামা প্রভৃতি ব্যবহার না করা হয়, যাহাতে স্তনের বোঁটায় চাপ পড়িয়া তাহার বাড়িবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে।

২। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রসবের আট দশ ঘণ্টা পরে যেন শিশুকে স্তনপান করান হয়; ইহাতে নবজাত শিশুর সহজে মলত্যাগ হয়, ও পোয়াতির ঠুকো জ্বরাদি না হইতে পারে।

৩। প্রতিবার শিশুকে স্তন্যদান কালে, যেন একটু দুধ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় ও পরে স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দেওয়া হয়।

৪। পোয়াতির আহারের দোষে স্তনের দুধ খারাপ হইতে পারে; সেই দুধ পান করিলে শিশুর পেট কামড়ান, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ ঘটে; অতএব খাওয়ার বিষয়ে পোয়াতির খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

৫। স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে, বা মাতার পেটের অসুখ কিম্বা জ্বরাদি হইলে, যেন শিশুকে স্তন্যপান করান না হয়।

৬। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর, বা ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা কালে, বা ঠিক স্বামী সহবাসের পরই স্তন্যদুগ্ধ বিকৃত হয়; এ অবস্থায় স্তন্যপান করাইলে তখনই শিশুর উৎকট পীড়া (এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত) ঘটিতে পারে।

দুগ্ধ-জ্বর (milk-fever)।—প্রসবের কিছু পরে দুগ্ধ সঞ্চার হেতু কোন কোন পোয়াতির স্তনে কাঁটা-বেধার মত বেদনা বোধ হয় এবং দুই একদিনের পর স্তন দুইটি শক্ত হইয়া সামান্য রকম জ্বর হয়; ইহাকেই "দুগ্ধ-জ্বর" কহে। ইহাতে কোন ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই, কেবল যতক্ষণ না জ্বর ছাড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন শিশুকে স্তনপান করান না হয়, ও স্তনে যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

কিন্তু "দুগ্ধ-জ্বর" প্রখর হইলে বা বিশ ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x দিতে হইবে; এবং জ্বর ছাড়িয়া গেলেও যদি স্তন নরম না হয়, তবে (স্তন শক্ত থাকা পর্য্যন্ত) ব্রায়োনিয়া ৬ ব্যবস্থা।

স্তন-প্রদাহ (ঠুন্‌কো)।—প্রসবের পর (যে কোন সময়ে) স্তনের প্রদাহ ও সেই সঙ্গে জ্বর হইতে পারে। তখন প্রসূতির স্তনবৃন্তে বা সমুদায় স্তনে বেদনা হয়, সে জন্য তিনি শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারেন না ও তাঁহার বড় কষ্ট হয়। স্তনের সমুদয় অংশ লালবর্ণ হইয়া প্রদাহযুক্ত হইলে, ব্রায়োনিয়া ৬। কেহ কেহ বলেন যে পীড়ার প্রথম অবস্থায় বেলেডোনা ও ব্রায়োনিয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র পীড়ার উপশম হইতে পারে অথবা পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে না; ঐ সঙ্গে

প্রবল জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ও ব্রায়োনিয়া (পর্য্যায়ক্রমে) দিতে ব্যবস্থা করেন। পীড়ার হ্রাস না হইয়া ক্রমেই স্তন স্ফীত হইলে অথবা পূয হইবার আশঙ্কা জন্মিলে, মার্কিউরিয়াস-সল ৬। পূয হইলে, হিপার-সালফার ৩x—৩০; ফোড়া শীঘ্র সারাইবার জন্য, ফস্ফোরাস ৬। স্তন খুব শক্ত হইলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩x সেবন (ও ফাইটোল্যাক্কা θ ত্রিশ ফোঁটা আধ আউন্স জলে মিশাইয়া স্তনের উপর পটি প্রয়োগ)। "স্তন শক্ত হওয়া" দ্রষ্টব্য।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত (sore-nipples)।—স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে, পোয়াতির বড় কষ্ট হয়; ষাট ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা θ এক ছটাক জলে মিশাইয়া স্তন ধুইয়া ফেলা ও পটি দেওয়া বিধি। যদি বোঁটার উপর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হইয়া তাহা হইতে রস বাহির হয়, তবে গ্র্যাফাইটিজ ৬ সেবন করিতে হইবে।

স্তনে ব্যথা (painful nipples)।—শিশু প্রতিবার স্তন টানিলেই যদি স্তনে খুব বেদনা বোধ হয়, তবে ফেলাণ্ড্রিয়াম ৩x সেবন। কখন কখন বোঁটার আগা হইতে পোয়াতির কাঁধ পর্য্যন্ত শূল বেদনার ন্যায় বেদনা বোধ হয়, সে স্থলে ক্রোটন-টিগ্লিয়াম ৩ ব্যবস্থা।

মাই দিবার সময় কাহিল বোধ।—শিশুকে স্তন্য-পান করাইবার পর প্রসূতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬ ব্যবস্থা।

স্তনে দুধ বেশী হওয়া।—স্তনে হঠাৎ দুগ্ধ অত্যন্ত বাড়িলে তাহা কমাইবার জন্য নেট্রাম্-সাল্ফ ১২x বিচূর্ণ বা পাল্সেটিলা ৩ দিতে হয়। মসূরের ডাল বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলেও, দুধ খুব শুকাইয়া যায়।

স্তনে দুধ না হওয়া বা কম হওয়া।—প্রসবের পর বিশ ঘণ্টা মধ্যে স্তনে দুধ না হইলে, অ্যাগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্ ৩x দিতে হয়। হঠাৎ দুধ কমিয়া গেলে বা একবারে বন্ধ হইলে, অ্যাসাফিটিডা ৩ ব্যবস্থা। কল্মিশাক খাইলে ও ভ্যারাণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে স্তন ধুইয়া ফেলিলে, নাকি দুধ বাড়ে।

মানসিক উত্তেজনা বশতঃ কখন কখন দুধ শুকাইয়া যায়। ক্রোধ হেতু হঠাৎ দুধ শুকাইয়া গেলে, ক্যামোমিলা ৬; ভয় প্রযুক্ত হইলে, অ্যাকোনাইট ৩; ঈর্ষাজনিত হইলে, হায়োসায়েমাস ৩; এবং শোক বশতঃ হইলে, ইগ্নেসিয়া ৬ ব্যবস্থা।

স্তন হইতে অসাড়ে দুধ বাহির হওয়া।—বোর‍্যাক্স ৩ চূর্ণ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, চায়না ৬। ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ তিন চারি বার স্তন ধুইয়া ফেলা ভাল।

দুধ জমিয়া স্তন শক্ত হওয়া।—কখন কখন দুধ জমিয়া স্তন কঠিন হয় ও যন্ত্রণা হইতে থাকে। ব্রায়োনিয়া ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ("স্তন প্রদাহ" দ্রষ্টব্য)।

স্তনে ফোড়া হইবার উপক্রম হইলে।—ফোড়া হইবার উপক্রমে (অর্থাৎ স্তন শক্ত ও বেদনাযুক্ত হইতে থাকিলে), ব্রায়োনিয়া ৩ প্রতি ঘণ্টায় সেব্য; ইহাতে প্রায়ই ফোড়া নিবারিত হয়। যদি ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে **কোন** উপকার না দর্শে তাহা হইলে ফাইটোল্যাক্কা ২x প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন এবং ফাইটোল্যাক্কা θ (৫ ফোঁটা, ৩ আউন্স অত্যুষ্ণ জলসহ মিশাইয়া) স্তনের উপর মাঝে মাঝে ছিটাইয়া দেওয়া; উননের পোড়া মাটি স্তনের উপর লেপনও উপকারী। ফাইটোল্যাক্কা বিফল হইলে (অর্থাৎ পূযোৎপত্তি হইলে), হিপার ৬—৩০ সেবন ও মসিনার গরম পুল্টিস্ ব্যবস্থা। শোষ বা নালী-ঘা হইলে, সিলিকা ৬—৩০ সেব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল-রোগ।

শিশু পালন।—ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি শিশুর দন্তোদ্গম কাল পর্য্যন্ত সময়কে "শৈশবাবস্থা" বলে। শিশুর নাড়ীকাটা ও স্নান করান হইবার কিছু পরই শিশুকে একটু গরম দুধ (সম পরিমাণ জল সহ অল্প অল্প গরম করিয়া) যেন খাওয়ান হয়; পরে শিশুর মলমূত্র ত্যাগ হইলে, ও পোয়াতি একটু সুস্থ হইলে, শিশুকে স্তনপান করাইতে হইবে। যদি বার ঘণ্টা মধ্যে শিশুর মলত্যাগ না হয়, তাহা হইলে নাক্স-ভমিকা ৩০ দিতে হয়। ("নাড়ী কাটা" ও "প্রসবান্তে স্তনের পীড়ার মোটামুটি কয়েকটি কথা" দ্রষ্টব্য)। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে একুশ দিন পর্য্যন্ত শিশুকে যেন কখন **চিৎভাবে শোয়াইয়া রাখা না হয়;** ডাক্তার ফিষার সদ্যোজাত শিশুকে প্রথম দুই তিন সপ্তাহ অধিকাংশ সময় বামপার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইতে পরামর্শ দেন। নতুবা ধনুষ্টঙ্কারাদি রোগ হইতে পারে।

শিশুর দেহ বাড়িবার পক্ষে ঘুম দরকার, তাই জন্মিবার পর কিছুদিন শিশু বেশী ঘুমায়। এ অবস্থায় তাহার গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া শোয়াইয়া রাখিতে হইবে; খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা ভাল, * তবে সাবধান হইতে হইবে যেন দমকা বাতাস তাহার গায়ে না লাগে। প্রথম প্রথম ঈষদুষ্ণ জলে, ও পরে (শিশু সবল হইলে) ঠাণ্ডা জলে, স্নান অভ্যাস করাইতে হইবে; এরূপ করিলে সর্দ্দি কাসি কম

---

* সম্প্রতি (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) লণ্ডন নগরে পৃথিবীর নানা দেশের ডাক্তারদের এক মহতীসভা (Congress) হয়। তথায় একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক বলেন যে 'প্রত্যহ শিশুদিগকে খানিকক্ষণ খালি গায়ে রাখিয়া দিলে, উহাদের মেরুদণ্ডের দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহুরোগ সহজে আরোগ্য হয়।

পূর্ব্বে বঙ্গ-রমণীগণ শিশুদিগকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিতেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সুপ্রথাটী প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে

হইবার সম্ভাবনা। স্নানকালে অগ্রে মাথায় একটু জল দেওয়া ও পরে শরীর ভিজান, আমাদের দেশের এই প্রাচীন প্রথাটি অতি উত্তম ; ডাক্তার ফিষারও ইহার অনুমোদন করেন।

যতদিন শিশু মাই খায়, ততদিন যেন পোয়াতির রাতজাগা, অধিক বেলায় খাওয়া, বেশী টক্ বা ঝাল খাওয়া, মনে বেশী ক্রোধ শোকাদি না হয় ; কেননা, তাহা হইলে শিশুর নানারূপ রোগ জন্মে। শিশুর অসুখ হইলে, স্তন্যদায়িনীকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে, নচেৎ শিশুর রোগ বাড়িতে পারে।

মাতার রোগ হইলে বা তাঁহার স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ না থাকিলে বাটীর অন্য কোন নারীর স্তনে যদি ভাল দুধ থাকে, তবে তাহা শিশুকে খাওয়াইতে হইবে ; তদভাবে, গাধা বা গরুর দুধ ব্যবস্থা। গরুর দুধ খুব ঘন হইলে, তাহার সহিত সমান ভাগ জল ও কিছু দুগ্ধ-শর্করা (sugar of-milk) মিশাইয়া গরম করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে। অধিক দুধ খাওয়ান, বা বেশী রাত্রিতে দুধ খাওয়ান, অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় বা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দুধ খাওয়ান, অহিতকর। আর ক্ষুধা না পাইলে যেন শিশুকে কিছু খাওয়ান না হয়, সাধারণতঃ শিশুর উপর-পেট নরম থাকিলে তাহার ক্ষুধা আছে বুঝা যায়। স্তন্যদায়িনীর বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলে, এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

শিশু সচরাচর আট দশ মাসে হামাগুড়ি দেয়, ও এক বৎসর বয়সে চলিতে শিখে ; শিশু যদি পনর মাসেও হাঁটিতে না পারে তবে উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিশুর সব দাঁত উঠিলে, পুরাতন চাউলের খুব নরম ভাত শিশুকে অল্পে অল্পে অভ্যাস করান যাইতে পারে। সাবধান, যখন শিশু কাঁদে তখন যেন কোন রকম খাবার তাহার মুখ মধ্যে না দেওয়া হয়, কারণ "বিষম লাগিয়া" * শিশুর উৎকট যন্ত্রণা হয়—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

* গিলিবার সময় কোন কারণে ভুক্ত দ্রব্যের কোন অংশ অন্ন নালীতে না গিয়া যদি শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে 'বিষম লাগে'।

শিশুর ঔষধ জলে মিশ্রিত না করিয়া অণুবটিকায় (globules) ঢালিয়া, সেবন করান সুবিধাজনক।

সদ্যোজাত (বা ভূমিষ্ঠ) মৃতকল্প শিশু।—শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিলে বা অন্য কোন কৌশলে তাহার ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে, সে বাঁচিয়া যাইতে পারে। দীর্ঘকাল প্রসব বেদনার পরে বা প্রসূতির জরায়ু দোষ থাকিলে, শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্রের-ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস লোপ পায়, এবং শিশু কাঁদে না। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়:—শিশুর গলায় যদি নাভি-নাড়ী বিজড়িত থাকে, তাহা হইলে উহা সত্বর খুলিয়া ফেলা আবশ্যক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যদি নাভি-নাড়ী স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা না কাটিয়া মুখ ও গলার মধ্যে যে সমস্ত শ্লেষ্মা ও ক্লেদ থাকে, তাহা সত্বর পরিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু নাড়ীর যদি স্পন্দন না থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নাভি-নাড়ী কাটা উচিত এবং অল্পক্ষণের জন্য রক্ত বাহির হইয়া যাইবার পর যেন নাড়ী বাঁধা হয়। পরে অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর নাক টিপিয়া তাহার মুখের মধ্যে এমন ভাবে ফুঁ দিতে হইবে যেন তাহার বুকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে; এবং তাহার পাঁজরা এমন ভাবে চাপিতে হইবে, যেন ঐ বায়ু তাহার বক্ষ হইতে বাহির হয়; প্রতি মিনিটে চৌদ্দ পনর বার এইরূপ বায়ু প্রবেশ ও বাহির করাইলে, দশমিনিট মধ্যে শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। যদি দশ মিনিট মধ্যে কোন উপকার না হয়, তবে শিশুর মুখে বা বুকে একবার গরম জলের ও পরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা বার বার মারিতে হইবে; এবং শুষ্ক হস্তে তাহার হাত পা ও পিঠ ঘষিতে হইবে; শিশুর মুখে যেন বাতাস লাগিবার কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

এই কার্য্যগুলি অতি সতর্কতা ও সহিষ্ণুতা সহ করিতে হইবে; এই উপায় অবলম্বনে অনেক শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইবার দুই তিন ঘণ্টা পরেও শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে।

মাই-না-ধরা।—যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ নবজাত শিশু স্তন টানিতে না পারে, তাহা হইলে একটু স্তনদুগ্ধ ঝিনুকে গালিয়া তাহা শিশুকে খাওয়াইতে হইবে; এইরূপ দুই তিন বার দুধ গালিয়া খাওয়াইলে শিশু অনায়াসে মাই টানিতে পারিবে। ইহারও পর মাই মুখে দিলে যদি শিশু না খায়, তবে চায়না ৬ একটি ছোট বড়ি তাহার মুখে দিতে হইবে।

শিশু-ন্যাবা।—ভূমিষ্ঠ হইবার দুই একদিন পর কখন কখন শিশুর গা ও চক্ষুর শ্বেতাংশ হল্‌দে হইয়া যায়। ক্যামোমিলা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি ক্যামোমিলায় উপকার না হয়, তাহা হইলে মার্কিউ-রিয়াস ৬ দিতে হইবে। মার্কিউরিয়াস ব্যর্থ হইলে, চায়না ৩ দিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০; এবং উদরাময় থাকিলে, পডোফিলাম্ ৩ দিতে হইবে। পুরাতন ন্যাবায়, চেলিডোনিয়াম্ ৬ ভাল। বয়স্ক শিশুর ন্যাবায়, "পাণ্ডু" (পৃষ্ঠা ৩১৬—৩১৭) দ্রষ্টব্য।

শিশুর নাভির রোগ।—নাড়ী কাটার পর পাঁচ দিন মধ্যে নাভি শুকাইয়া গিয়া খসিয়া পড়ে। যদি না শুকাইয়া নাভি হইতে রস বা পূয পড়ে কিম্বা ঘা হয়, তাহা হইলে নাভিটি গরম জলে ধুইয়া ক্যালেণ্ডিউলা θ (দশ ফোঁটা, এক ছটাক সরিষার তৈলে মিশাইয়া) পটি নাভির উপর লাগাইতে হইবে এবং সিলিকা ৬ সেবন (কিন্তু পূয দুর্গন্ধ-যুক্ত হইলে সিলিকার পরিবর্ত্তে আর্সেনিক ৬ দিতে হয়)। যদি প্রদাহ (অর্থাৎ নাভিদেশ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে ও ব্যথাযুক্ত) হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬ বা আর্সেনিক ৬ দিতে হইবে।

নাভি পাকিয়া পূয পড়িতে থাকিলে, আধখানা জায়ফল বাটিয়া (বা একটু জলে ফোঁটা তিনেক নাক্স-মস্কেটা ২x মিশাইয়া) উহাতে ন্যাকড়া জড়াইয়া নাভির উপর বাঁধিয়া রাখা ও শিশুকে নাক্স-ভমিকা ৩০ সেবন করান নাকি ভাল।

নাড়ী ভাল বাঁধা না হওয়া হেতু, বা নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়িয়া যাওয়া প্রযুক্ত, যদি রক্তস্রাব ঘটে, তাহা হইলে হ্যামামেলিস্ θ ন্যাকড়ায় ঢালিয়া

উহা রক্ত নিঃসরণের স্থানে সামান্য রকমে চাপিয়া ধরিলে স্রাব বন্ধ হইতে পারে ; বারম্বার এরূপ রক্তস্রাব হইলে, আর্সেনিক ৬ সেবন বিধি।

গোঁড়।—ঘা শুকাইয়া যাওয়ার পরও যদি নাভি উঁচু হইয়া থাকে, তবে উহার উপর তুলার ছোট গদির (pad) মত করিয়া রাখা এবং এক খানি ন্যাকড়ার বেড় দিয়া উহা পেটের সঙ্গে বাঁধা ও নাক্স-ভ ৬ বিধি।

নীলরোগ।—শিশুর ঠোঁট ও গাল ফ্যাকাশে, এবং নখ ও সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় ; বুক ধড়্-ফড়্ করে ও গাত্রতাপ কমিয়া আসে হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বা ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যাদি হেতু প্রধানতঃ এই উৎকট পীড়া জন্মে। ডিজিটেলিস্ ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ; সমস্ত শরীর বরফের মত শীতল হইয়া আসিলে, আর্সেনিক ৬ দিতে হয়। রাস-টক্স ৩, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৬, ল্যাকেসিস ৬, ফস্ফোরাস ৬, সালফার ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। বেশ করিয়া গা ঢাকা দিয়া শিশুকে দক্ষিণপার্শ্বে শোয়াইতে হইবে, এবং আঁতুড় ঘরে যাহাতে ভাল বাতাস খেলে ও ধোঁয়া না জমে, এবং আহারের ক্রটি হেতু যাহাতে শিশু বেশী কাহিল না হইয়া পড়ে, তাহার বন্দোবস্ত করা চাই।

টিকা।—"বসন্ত" রোগ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, টিকা লওয়া বা ভ্যাক্সিনিনাম ৬x চূর্ণ (এক মাত্রা মাত্র) সেবন উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয় মাস মধ্যে গো-বীজে টিকা দেওয়া এ দেশে রাজ-বিধি। যেখানে ভাল গো-বীজ অভাবে টিকা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে এক সপ্তাহ কাল ভ্যাক্সিনিনাম ৬—৩০ একমাত্রা প্রত্যহ সেবন ব্যবস্থা ; গো-বীজে টিকা দিলে কখন কখন কুফল ফলে, কিন্তু ভ্যাক্সিনিনাম সেবনে সে আশঙ্কা মোটেই থাকে না। চারিদিকে বসন্ত রোগ হইতে থাকিলে, ভেরিওলিনাম ৬—২০০ (যতদিন বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকিবে ততদিন) প্রতি সপ্তাহে শিশুকে একবার করিয়া খাওয়াইতে হইবে। "বসন্ত" রোগে **প্রতিষেধক** ও **পাদটীকা** দ্রষ্টব্য।

গো-বীজে টিকা দিবার তিন দিন পরে সাধারণতঃ টিকা-স্থল প্রদাহ-যুক্ত (অর্থাৎ লালবর্ণ ও স্ফীত) হয় ও কখন কখন অল্পাধিক জ্বর হয়

এবং কয়েক দিন মধ্যে টিকা শুকাইয়া যায়। যদি উহা শুকাইতে দেরি হয়, তবে উহাতে ভ্যাসেলিন (vaseline) লাগাইতে হইবে। সাবধান, শিশু টিকা চুলকাইয়া সেই অঙ্গুলি যেন চক্ষুতে না দেয়, কারণ ইহাতে চক্ষু নষ্ট হইতে পারে।

গো-বীজে টিকা দেওয়া হেতু যদি কোন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় বা স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে থুজা ৬—২০০ সেবন বিধি।

শিশুর অন্ত্র-বৃদ্ধি।—কোঁথ্‌পাড়া, বেশী কাসি বা কান্না, পেট কামড়ান প্রভৃতি কারণে নাভিদেশে জেয়াদা চাপ পড়িয়া যদি নাভি-দেশের অন্ত্র বাহির (umbilical hernia) হয়, তবে আর্ণিকা ৬ বা সালফিউরিক-অ্যাসিড ৬ সেবন এবং তুলার একটি ছোট গদি দ্বারা নাভিদেশ এইরূপে চাপিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে যেন অন্ত্র বাহির হইতে না পারে। শিশুর অন্ত্র-বৃদ্ধি হইলে, বা অন্ত্র-বৃদ্ধি সহ জলদোষ (hydrocele) থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ দিতে হয়। "অন্ত্র-বৃদ্ধি" রোগের ঔষধাদি(পৃষ্ঠা ৩০৫—৩০৬) দ্রষ্টব্য।

শিশু-একশিরা।—অণ্ডকোষের নিম্নস্থ চর্ম্ম মধ্যে জল-সঞ্চয় হেতু উহা বাড়িলে ও চক্‌চকে দেখাইলে, উহাকে "একশিরা" বা "জলদোষ" বলে। কষ্টকর প্রসবে আঘাত হেতু বা ধাতুদোষ জনিত এই রোগ জন্মিতে পারে। "অন্ত্র-বৃদ্ধি" সহ একশিরা বহুস্থলে বর্ত্তমান থাকে। আঘাত জনিত রোগে, আর্ণিকা ৩। জন্মগত পীড়ায়, ব্রায়ো ৩। অন্ত্র-বৃদ্ধি সহ একশিরায়, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। চর্ম্মরোগ বিশিষ্ট শিশুর চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িলে, গ্র্যাফাইটিস ৬। গুটিকাযুক্ত ধাতুর পক্ষে, ব্যাসিলিনাম ২০০ বা আর্স-আয়ড্‌ ৬; গণ্ডমালা ধাতুর পক্ষে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, বা ক্যাল্ক-ফ্লুয়োর ১২x চূর্ণ; এবং সোরা (psora)-ধাতুগ্রস্ত শিশুর পক্ষে, সাল্‌ফার ২০০ ব্যবস্থা। অ্যাব্রোটেনাম ৬, হেলেবোরাস্‌ ৬, স্পাঞ্জিয়া ৬, হ্যামামেলিস্‌ ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। [বালরোগ অধ্যায়ে "ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া" এবং ৩৩৭—৩৩৮ পৃষ্ঠায় "একশিরা" রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য]।

সদ্যোজাত শিশুর মলমূত্র ত্যাগ না হওয়া।—নবজাত শিশুর মলমূত্র ত্যাগে অযথা বিলম্ব হইলে, বেলেডোনা ৬ বা ওপিয়াম্ ৬ দিতে হয় এবং হাত গরম করিয়া তাহার পেটে বুলাইতে হয়। আর, যদি মলদ্বার বা মূত্রনির্গমপথ রুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা অনতিবিলম্বে উহার প্রতিকার করা উচিত।

ব্রহ্মতালু না পূরে উঠা।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর ব্রহ্মতালু যদি শীঘ্র না পূরিয়া আসে, তাহা হইলে সালফার ৩০ একমাত্রা মাত্র সেবন; যদি এক সপ্তাহ মধ্যে কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে ক্যাল্ক-কার্ব্ব :৩০ ব্যবস্থা। ক্যাল্ক-ফস্ ১২x চূর্ণ ও সিলিকা ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক।

শিশুর গাত্রে "মাসি পিশি" উঠা।—আঁতুড় ঘরের উষ্ণতা প্রভৃতি কারণে শিশুগাত্রে ঘামাচির মত ছোট ছোট সূক্ষ্মাগ্র উদ্ভেদ (বা "মাসি পিশি") বাহির হইলে, ব্রায়োনিয়া ৩—৬ সেবন ও (আবশ্যক হইলে) স্নান করান বিধেয়।

শিশু-স্তন ফুলে উঠা।—সদ্যোজাত শিশুর স্তন ফুলিয়া উঠিয়া শক্ত হইলে, বেল ৩। পূয হইলে, হিপার ৬ ও পরে সিলিকা ৬। সাবধান, শিশু-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছে মনে করিয়া যেন স্তনের বোঁটা গালা বা মোচড়ান না হয়; এরূপ করিলে, স্তন প্রদাহিত হইয়া পূয ফোড়া প্রভৃতি উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা।

জন্মিবার পর শিশুর স্তন হইতে দুগ্ধবৎ একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহাতে কোন ঔষধাদি দিবার আবশ্যক করে না, আপনা আপনি ইহা সারিয়া যায়। কিন্তু শীঘ্র সারিয়া যাইবে বলিয়া ধাত্রী বা শিশুর মাতা স্তন টিপিয়া দিয়া প্রদাহ ও পূযের উৎপত্তি করেন; তখন, প্রদাহিত স্থান ঈষৎ লাল হইলে, আর্ণিকা ৩; কিন্তু খুব লাল হইলে, বেলেডোনা ৩; আর পূযোৎপত্তি হইলে, হিপার-সালফার ৬ ব্যবস্থা।

আব।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর কখন কখন শিশুর মাথায় আব্ দেখা যায়। খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া আবের উপর সেক দেওয়া ও

আর্ণিকা ৩ সেবন বিধি। ইহাতে কোন উপকার না হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ কিছুদিন খাওয়াইতে হইবে। "তিল, জড়ুল" দ্রষ্টব্য।

আঁচিল। থুজা ১x—৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার টঙ্ক চারি পাঁচ ফোঁটা থুজা θ এক ডেলা চিনি সহ প্রয়োগে কেবল নরদেহের আঁচিল কেন, অশ্ব কুকুর প্রভৃতি পশুরও আঁচিল আরোগ্য সাধন করিয়া আসিতেছেন (Vide Jour. Therap. and Diet December)।

আঁচিল প্রভৃতি নিবারণ।—ভাবী শিশুর তিল, আঁচিল আব প্রভৃতি নিবারণ করিতে হইলে, গর্ভাবস্থায় মাতাকে প্রথমে সালফার ৩০, পরে থুজা ৩০ এবং অবশেষে মার্ক-সল্ ৩০ সেবন করাইতে হইবে। প্রত্যেক ঔষধ অন্ততঃ একমাস কাল (প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া) যেন খাওয়ান হয়।

তিল, জড়ুল।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর শিরাগুলি কখন কখন চর্ম্মের কোন স্থানে একত্রিত হইলে, তথায় একটি দাগ পড়ে (কখনও বা আবের মত দেখায়), ইহারই নাম "তিল" বা "জড়ুল"। থুজা ৩০ সেবনে ও থুজা θ জড়ুলের উপর প্রয়োগে, উপকার হয়। রেডিয়াম্-ব্রোমাইড ৩০ (সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন), ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, ফস্ ৬, এবং লাইকো ১২ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। "আব" "আঁচিল" দ্রষ্টব্য।

শিশু-দেহে ঘা।—শিশুকে অপরিষ্কার রাখা হেতু বা তাহার চর্ম্ম অসুস্থ হইলে, শিশুর বগলে কাণের পেছনে কুঁচকি প্রভৃতি নানাস্থানে ঘা হয়। চুলকানি বা পূযযুক্ত ফুস্কুড়ি হইলে, সালফার ৩০। চর্ম্ম অসুস্থতা হেতু ঘা হইলে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ (বিশেষতঃ মোটা বা মেদযুক্ত ছেলেদের পক্ষে)। ঘা হইতে সতত রক্ত বাহির হইলে, লাইকো ১২; ঘা হইতে চটচটে আঠার মত রস বাহির হইলে, গ্র্যাফাইটিস্ ৬ (বিশেষতঃ কাণের পেছনের ঘা)। জ্বালাকর ক্ষতের পক্ষে, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। গা ময় লাল ফুস্কুড়ি হইলে, ক্যামোমিলা ১২। ঈষদুষ্ণ জলে কয়েকটা নিমপাতা (বা দুই ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা θ) ফেলিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ সকাল

বৈকাল ক্ষতস্থান ধৌত করণান্তর ময়দা ছড়াইয়া দিলে ঘা'র রস শরীরের সুস্থস্থান আক্রমণ করিতে পারে না। "মুখের ঘা" দ্রষ্টব্য।

হেজে যাওয়া।—কোন অঙ্গ হাজিয়া যাইলে, মার্ক-সল ৬ বা আর্ণিকা ৩ সেবন, এবং আর্ণিকা θ (পাঁচ ফোঁটা) দুধের সর বা জলপাই-তৈল (olive-oil) সহ মাথান ভাল। হাজা সহ শিশুর অম্লরোগ থাকিলে, ক্যামোমিলা ১২; এবং স্তন্যদায়িনীর হিষ্টিরিয়া বা চা-পানের অভ্যাস থাকিলে, ইগ্নেষিয়া ৬। ধাতুগত দোষ হেতু হাজা হইলে, সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, লাইকোপোডিয়াম ৩০, সিপিয়া ৩০, বা রাস-টক্স ৬ আবশ্যক হইতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও লক্ষ্য রাখা চাই।

ঘামাচি।—গরম লাগা হেতু বা জামা প্রভৃতি নিয়ত ব্যবহার জন্য ঘামাচি হইলে, ক্যামোমিলা ১২। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘামাচি হইলে, ডাল্কেমারা ৬। ঘামাচি রসপূর্ণ থাকিলে, রাস্-টক্স ৬। ঘামাচি অত্যন্ত চুলকাইলে বা বসিয়া গিয়া শিশুর কষ্ট হইলে, সালফার ৩০। ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, লাইকো ৩০, সিপিয়া ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। ঘামাচির উপর শ্বেত-চন্দন লেপন ভাল।

চুলকনা।—সালফার ৩০—২০০ ইহার একটি ভাল ঔষধ। বিছানায় শয়ন করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইতে থাকিলে, ইগ্নেষিয়া ৬। গাত্রবস্ত্র খুলিলেই গা চুলকাইতে থাকিলে, আর্স ৬ বা নাক্স-ভ ৬। শয়নের পর শরীর গরম হইবামাত্র গা চুলকাইলে, পাল্স্ ৬, বা মার্ক ৬। চুলকনার পর জ্বালা আরম্ভ হইলে, রাস-টক্স ৬, এপিস ৬, হিপার ৬। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত পড়িলে, মার্ক ৬ বা সালফার ৩০। শয়নের পূর্ব্বে ময়দা দ্বারা শিশুর গা ঘষিয়া দিলে, রাত্রিতে গা কম চুলকায়।

লালাঙ্গ (Erysipelas)।—ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে শিশুর গাত্র-ত্বকের কোন অংশ প্রথমে সামান্য লালবর্ণ হয়; পরে সর্ব্বাঙ্গ লালবর্ণ হইয়া উঠে, জ্বর হয়, প্রদাহিত স্থান ফুলিয়া উঠে ও ক্ষত হইয়া রস পড়ে। ইহা একটি কঠিন রোগ।

বেল ৩x, এপিস ৩, ও রাসটক্স ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। "বিসর্প" দ্রষ্টব্য।

পামা (Eczema)।—এই চর্ম্মরোগ অনেক শিশুর হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার চুলকণা বা "গরল"; দেখিতে কতকটা পাঁচড়ার মত, তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে না থাকিয়া অনেকগুলি ফুস্কুড়ি একত্র থাকে ও ততটা ছোঁয়াচে রোগ নয়; "সোরা" (psora)-ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের প্রধানতঃ এই রোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে পূয বাহির হইয়া যদি কাপড়ে লাগিয়া শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে কাপড় শক্ত বোধ হয়। জলযুক্ত ফোস্কায়, মার্কিউরিয়াস ৬; ও রসহীন অর্থাৎ শুষ্ক ফোস্কায়, লাইকো ১২ ভাল। রাস-ভেন্ ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (কখন কখন দুই এক দিন এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বর সহ পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে, তখন ঔষধ বন্ধ করিলে পামা ক্রমশঃ সারিয়া আসিতে থাকে। আবশ্যক হইলে রাস-ভেন্ ২০০ এক মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে)। অ্যালিউমিনা ৬, ডলিএণ্ডার ৬, ক্রোটন ৬, অ্যান্টিম্-ক্রুড ৬ সময় সময় আবশ্যক হয়। পীড়া পুরাতন হইলে, গ্র্যাফাইটিজ ৩০ দিতে হয়। সময়ে সময়ে পিট্রোলিয়াম ৬, মার্ক-কর ৬, হিপার-সাল্‌ফ ৬, আর্সেনিক ৬, আবশ্যক হইতে পারে। জলপাই-তৈল (olive-oil) বাহ্য প্রয়োগ।

শিশুর গাত্র-চর্ম্ম উঠিয়া ক্ষত হওয়া (Intertrigo)।—শিশুর চামড়া খুব নরম, সেই জন্য সামান্য কারণে চামড়া উঠিয়া ক্ষত হয়। ময়লা জমা, জোরে গা ঘ'সে দেওয়া হেতু চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে, শিশুর কর্ণের পশ্চাৎভাগ বা ঘাড় কুঁচ্‌কি ও বগলের চর্ম্মস্তর ফুলিয়া উঠে ও লাল হয় এবং জ্বালা করে ও রস পড়ে; ক্যামোমিলা ৬, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত ও তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইলে, মার্কিউরিয়াস্ সল্ ৬ ভাল। রোগ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিলে, লাইকোপোডিয়াম ১২ দিতে হয়।

শিশুর মুখে ঘা।—শিশুর মুখমণ্ডলে ছোট শাদা শাদা ফুস্কুড়ি প্রায়ই জন্মাইতে দেখা যায়। প্রথমে গালে, পরে কপালে, এবং কখন কখন সর্ব্বাঙ্গেও, এইরূপ ফুস্কুড়ি হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ফুস্কুড়ির রং

কাল হয় এবং ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া যাইবার পর হলদে মাম্‌ড়ি হয়। ভাইওলা-ট্রাইকলর ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভাইওলায় উপকার না হইলে, রাস-টক্স ৬ দিতে হইবে; রাস-টক্স দিলে কখন কখন প্রদাহাদির বৃদ্ধি হয়, এরূপ অবস্থায় রাস-টক্স বন্ধ করা কর্ত্তব্য। মুখগহ্বরে ফুস্কুড়ি বা ঘা হইলে, বোর‍্যাক্স ৩x চূর্ণ সেবন, এবং সোহাগার খই [সোহাগা আগুনে ফেলিয়া দিলে খইয়ের মত ফুলিয়া উঠে তাহা] মধু সহ মাড়িয়া, ঘা'র উপর লাগান। ওষ্ঠে ও মুখে ফুস্কুড়ি; জিহ্বার প্রান্তভাগ লেপাবৃত, মধ্যভাগ লাল রেখাযুক্ত; মুখে দুর্গন্ধ; অত্যন্ত অস্থিরতা; সবুজ বর্ণের তরল-ভেদ লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। দন্তোদ্ভেদকালীন মুখে ঘা; মুখে ও মাথায় ঘাম; আহারীয় দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট কঠিন মল; পায়ের পাতা শীতল লক্ষণে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। জিহ্বা স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত; দন্তমূলে ক্ষত এবং তজ্জন্য রক্তপড়া; মুখে পচা গন্ধ; মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব; আমাশয়ের ন্যায় শ্লেষ্মাযুক্ত তরল ভেদ লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। মুখের সমুদায় অংশেই ফুস্কুড়ি ও পচা গন্ধ; মুখ হইতে ক্ষতকর লালাস্রাব লক্ষণে, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬ (পিতামাতার পারদ দোষ থাকায় সন্তানের ঐরূপ ফুস্কুড়ি হইলে, ইহা আরও উপযোগী)। শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা, মুখে বড় বড় ফুস্কুড়ি; মুখ দিয়া রক্ত মিশ্রিত লালা পড়া; ভিজা গঁদের ন্যায় আঠা আঠা ভেদ; গুহ্যদ্বারের চারিপার্শ্বে ফুস্কুড়ি; নিদ্রার ব্যাঘাত লক্ষণে, সালফার ৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০। মুখের ঘা কৃষ্ণবর্ণ ও ঠাণ্ডা হইয়া পচিতে আরম্ভ হইলে, সিকেলি ২ চূর্ণ সেবন করিতে ডাক্তার হার্টম্যান্ পরামর্শ দেন। ভাল মধু বা পাতলা একোগুড় আঙ্গুলে মাখিয়া শিশুর মুখের ভিতরকার ঘায়ে লাগাইলে, উপকার দর্শিতে পারে।

শিশুর ফোড়া।—সময়ে সময়ে শিশুদিগের মাথায়, গলায়, কাণের পশ্চাদ্ভাগে, বগলে, বাহুর সন্ধিতে কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে। গোলগাল শরীরবিশিষ্ট স্থূলকায় শিশুদিগের ফোড়া হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। প্রায়ই ক্ষত (গ্রীষ্মকালেই অধিক) হইলে,

কার্ব্বো-ভেজ ৩০। ক্ষতের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি চাপ্ চাপ্ হইয়া প্রকাশ পায় এবং সে জন্য শিশু সর্ব্বদাই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকিলে, ক্যামোমিলা ৬। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে লালবর্ণের ক্ষত এবং সেই ক্ষত হইতে আঠা আঠা কলতানি নির্গত হইলে, গ্র্যাফাইটিজ ৬। দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত হইতে রক্ত নির্গত হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০। মাথায় দুই একটি ফোড়া প্রথমে হইয়া পরে তাহার রস লাগিয়া মস্তকের অপরাপর অংশে ফোড়া হইলে, সালফার ৩০, হিপার-সালফার ৩০, বা ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। অনেক স্থলে আর্ণিকা ৩, বিশেষ ফলপ্রদ।

শীত-ফাটা।—শীতকালে কখন কখন শিশুর ঠোঁট প্রভৃতি শরীরের কোন কোন অংশ ফাটিয়া থাকে। আর্স ৬, হিপার ৬, কেলি-কার্ব্ব ৩০, নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ—২০০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬, সালফার ৩০, ইহার প্রধান ঔষধ। ফাটা জায়গায় দুধের সর, মাখন, ঘৃত, তিলের-তৈল, বা অলিভ-অয়েল লাগান ভাল।

মাথায় খুস্কি।—মাথা অপরিষ্কার রাখা বা ধাতুগত কারণে মাথার চর্ম্মের উপর মলিন হ'লদে বা রাঙ্গা মরামাসের মত ফুস্কুড়ি হইলে, তাহাকে "খুস্কি" বলে। সালফার ৩০ সপ্তাহে দুইবার সেব্য। প্রতি রাত্রিতে জলপাই-তৈল (olive-oil) মাথায় মাথান, ও প্রাতঃকালে জলে সোডা গুলিয়া মাথাটি ধুইয়া ফেলা ভাল। "মরামাস" পৃষ্ঠা ৩৭৬ দ্রষ্টব্য।

মস্তকে উৎকুণ।—শিশুর মাথায় উৎকুণাদি হইলে, কেশ-গুলি প্রত্যহ ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং ধুইবার পরই স্যাবাডিলা (θ এক ভাগ, বিশ গুণ জল সহ মিশাইয়া)-ধাবন দ্বারা শিশুকে স্নান করাইতে হইবে। নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ সেবন বিধি।

কোন কোন শিশুর উকুন কিছুতেই যায় না; স্নানাদি করান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সত্ত্বেও অভিভাবকগণ শিশুকে কোন মতেই উৎকুণ-মুক্ত করিতে পারেন না; গুড় যেমন মাছি আকর্ষণ করে, শিশুও যেন সেই রকমে উকুন টানিয়া আনে। এরূপ স্থলে Von Villars বলেন ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া ৩০ সেবন করাইলে অল্পকাল মধ্যেই অতি আশ্চর্য্য

ফল পাওয়া যাওয়া যায় (Anshutz's *Thearapeutic By-Ways*, পৃষ্ঠা ১১৪ দ্রষ্টব্য)।

পেঁচোয় পাওয়া, বাতাস-লাগা, বা **শিশু-ধনুষ্টঙ্কার।**—ভূমিষ্ঠ হইবার পর কখন কখন শিশুর এই ভয়ঙ্কর রোগ হইয়া থাকে। প্রথমে শিশু মাই টানিতে পারে না; ঘাড় শক্ত হয়, চুয়াল দুটি ধরিয়া যায়, ও ক্রমে ফিট বা আক্ষেপ হইলে, মুখ ও দেহ রক্তবর্ণ, ঠোঁট নীলবর্ণ, হাতের মুঠা বদ্ধ হয়; কখন কখন গাত্রতাপ ১০৫°।১০৬° ডিগ্রী হয়, এবং হাত পায়ের টান হইয়া পিঠ চোয়াল বাঁকিয়া যায় ও মুখ দিয়া ফেনা উঠে এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ এই রোগকে "পেঁচো" বলেন। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, নাড়ী-কাটা দোষ বা নাভিতে চেপে চেপে সেক দেওয়া প্রভৃতি কারণে, এই রোগ জন্মে। ঠাণ্ডা লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে (শিশুর জ্বরভাব, অনবরত রোদন, ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে), অ্যাকোনাইট ৩। তড়কা, কাঁপুনি এবং চোয়াল এপাশ ওপাশ নড়িতে থাকা লক্ষণে, জেলসিমিয়াম ৩। বেলেডোনা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ নাভির প্রদাহ হেতু হইলে)। নাভি-প্রদাহ হেতু ধনুষ্টঙ্কারে, ক্যালেণ্ডিউলা তৈলের পটী নাভির উপর দেওয়া আবশ্যক। আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কারে, আর্ণিকা ৩x বা হাইপেরিকাম ৩x। নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০, ষ্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, সাইকিউটা ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। মাতার বেশী শোক ক্রোধাদি হেতু স্তনদুগ্ধ বিকৃত হইলে, ও শিশু সেই দুগ্ধ পান করিয়া রোগাক্রান্ত হইলে, শিশু এবং মাতা উভয়কেই ইগ্নেষিয়া ৬ দিতে হইবে। শিশুর শিরদাঁড়াতে তাপ বা শুষ্ক সেক দেওয়া উপকারী। "ধনুষ্টঙ্কার" ১৭২—১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশুর-চক্ষু-প্রদাহ।—ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক দিন পরে, কোন কোন শিশুর চক্ষু-প্রদাহ হইতে দেখা যায়। চক্ষু ফুলিয়া উঠে, লাল হয়, পূয পড়ে, যুড়িয়া যায় এবং সময়ে সময়ে চক্ষুতে ক্ষত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বেশী দিন ঐরূপে পূয পড়িলে চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রথম হইতে চিকিৎসা করা উচিত।

চক্ষুর পাতা স্ফীত ও লালবর্ণ এবং সময়ে সময়ে রক্তস্রাব হইলে, বেলেডোনা ৬। চক্ষুর পাতা স্ফীত ও উহার প্রান্তভাগে কুস্কুড়ি এবং অধিক পরিমাণে পূয-সঞ্চয় লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিক ৩, ও ক্যান্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। ঈষদুষ্ণ জলে পরিষ্কার পাতলা একখণ্ড ন্যাকড়া ভিজাইবার পর বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানতা সহ চক্ষু হইতে পূয পিঁচুটী প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। আর, চক্ষুর পাতা যুড়িয়া গেলে, তাহা যেন টানিয়া না খোলা হয়; কিছুক্ষণ চক্ষুর পাতার উপর অল্প অল্প জল দিলেই তাহা আপনি খুলিয়া যাইবে; জল যেন খুব পরিষ্কার হয় এবং তাহাতে সাবান বা দুধ যেন মিশান না হয়। চক্ষু পরিস্কৃত করিবার পর একফোঁটা আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রাস তরল ক্রম * (WEAK SOLUTION) প্রত্যেক চক্ষুর মধ্যে ঢালিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়।

অঞ্জনী।—চক্ষুর পাতার ধারে ছোট ছোট কুস্কুড়ি বা ফোড়া হইলে, তাহাকে "অঞ্জনী" বা "আঞ্জনী" বলে; কখন কখন ইহাতে পূয জন্মে। পালস্ ৩, হিপার ৩, ও ষ্টাফাইসাগ্রিয়া ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন কোন ধাতুবিশিষ্ট শিশুদের অঞ্জনী কিছুতেই সারে না, তাহাদের পক্ষে সালফার ৩০ বা থুজা ৩০ উপকারী। "অঞ্জনী" ১৯৭—১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশুর কাণে বেদনা।—ঠাণ্ডা লাগিলে, সর্দ্দি বা হাম হইলে, কাণে জল ঢুকিলে, বা দাঁত উঠিবার সময়, কখন কখন শিশুর কাণে ব্যথা হয়। শিশুর কাণে হাত দিবামাত্র যদি শিশু চীৎকার করিয়া

---

* সম্প্রতি, আর্জ্জেণ্ট-নাইট্-সলিউশন ব্যবহার সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। বহু বাদানুবাদের পর ডাক্তার বার্কারের অভিজ্ঞতা সকলেই এক প্রকার শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তিনি বোরাসিক-অ্যাসিড দুই গ্রেণ ক্যালেণ্ডিউলা সহ মিশাইয়া সদ্যোজাত শিশুর চক্ষুরোগে ব্যবহার করিয়া আর্জ্জেণ্ট-নাইট্-সলিউশন অপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রিস সলিউশন ব্যবহারে যে অনিষ্ট আশঙ্কা আছে, বোরাসিক-অ্যাসিডে তাহা নাই (Vide *The Hom. Recorder* for Jan. 1912.))

উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার কাণে ব্যথা হইয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে, অ্যাকোন ৩। কাণ ফুলিয়া লাল ও গরম হইলে, বেল ৩। দাঁত উঠিবার কালে কাণে ব্যথা হইলে, ক্যামোমিলা ১২। যাতনা অসহ্য হইলে, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ১২x চূর্ণ অত্যুষ্ণ জলসহ সেবন। কাণে গরম শুষ্ক সেক দিলে, যাতনা কমে।

তড়্কা (খেঁচুনি)।—শৈশবাস্থায় স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া সহজেই উত্তেজিত হয় বলিয়া, এই পীড়া জন্মে। এই পীড়ার লক্ষণ মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার ন্যায়। দাঁত উঠিবার সময়ে, হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণরূপে গায়ে বাহির না হইলে, উচ্চস্থান হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে, এবং ক্রিমিদোষ থাকিলে বা পাকাশয়ে গোলযোগ হেতু, এই পীড়া ঘটে। জ্বর অস্থিরতা অনিদ্রা বা ভয় হেতু আক্ষেপ হইলে, অ্যাকোনাইট ৩। চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, চক্ষুতারা বিস্তৃত, মস্তক উত্তপ্ত, চমকাইয়া উঠা বা লাফাইয়া উঠা লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। বেলেডোনায় রোগ কতকটা কমিলে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০। মুখমণ্ডল মলিন, উত্তপ্ত এবং স্ফীত; সমুদয় শরীরের কম্পন; গোঁ-গোঁ বা ঘড়্-ঘড়্ শব্দ; উর্দ্ধনেত্রে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণে, ওপিয়াম্ ৩০। দাঁত উঠিবার সময়ে তড়কা হইলে, ক্যামোমিলা ৬। হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণরূপে বাহির না হইবার দরুণ যদি তড়কা হয়, তাহা হইলে জিঙ্কাম ৬ বা ষ্ট্রামো ৬ ভাল। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জন্য তড়কা হইলে, প্রথম নাক্স-ভমিকা ৬ দিতে হয়; যদি তিন চারিবার নাক্স-ভমিকা সেবনে কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে গরম জলের পিচকারীর দ্বারা "বাহ্যে" করান কিম্বা বমনকারী ঔষধ দ্বারা বমন করান উচিত। ক্রিমিজনিত আক্ষেপে, সাইনা ৩x—২০০। প্রবল জ্বর সহ পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া পড়িলে, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩x। চর্ম্মপীড়ায় কণ্ডু বসিয়া যাইবার পর তড়কায়, সালফার ৩০, কিউপ্রাম ৬, এপিস ৬, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, জিঙ্কাম ৬, বা আর্স ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। খুব গরম জলে শিশুর পা ডুবাইয়া তাহার পর শুক্না কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঠাণ্ডা জল চাপড়াইলে, অনেক সময় উপকার হয়।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ (Meningitis)।—এই রোগে প্রথমে ক্ষুধা থাকে না, মাথা ধরে ও বমন হয়, নাড়ী ক্ষীণ, শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত ও দৃষ্টি টেরা হয়; ক্রমে খেঁচুনি, তন্দ্রাভাব, দ্রুতনাড়ী, শরীরের তাপবৃদ্ধি (১০৪ পর্য্যন্ত) প্রভৃতি ঘটিয়া দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে শিশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে। এপিস্ ৩ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ শিশু যদি নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠে। আঘাতজনিত হইলে, আর্ণিকা ৩; বেশী প্রলাপাদি থাকিলে, বেলেডোনা ৩। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও ঘাড়ে অত্যন্ত:বেদনা থাকিলে, হেলেবোরাস ৩। ব্যাসিলিনাম ২০০ (একমাত্রা মাত্র), ফসফোরাস ৬, জিঙ্কাম ৬, ব্রায়োনিয়া ৬, সালফার ৩০, জেলসিমিয়াম ৩x, ষ্ট্রামোনিয়াম ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। "গুটিকাযুক্ত ধাতু" পৃষ্ঠা ৫০৭, এবং ১৫৪—১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (Hydrocephalus)।—ভূমিষ্ঠ হইবার একবৎসর কাল মধ্যে মস্তকে শোথ হইতে পারে। আট দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পীড়া স্থায়ী হইতে পারে। শিশু বেশ স্তন পানাদি করে অথচ শীর্ণ হইতে থাকে; ক্রমে **মাথাটি বড়** হয়। শিশুকে বৃদ্ধের মত দেখায়, শিশু সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে চায়; তাহার ইন্দ্রিয়াদি অবশ হইতে থাকে, ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

ক্যাল্কেরিয়া ৩০, সিলিকা ৩০, সালফার ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। অসাড় অবস্থায় প্রস্রাব বন্ধ ও শিশু জল ছাড়া আর কিছু খাইতে চাহে না এরূপ অবস্থায়, হেলেবোরাস ৩ ভাল।

শিশু-মেরু-মজ্জায়-জলসঞ্চয়জনিত-বিভাজিত-মেরু (Spinal Bifida)।—গর্ভাবস্থায় মেরু-প্রণালী (Spinal Canal) মধ্যে জল সঞ্চয় হইলে, সদ্যোজাত শিশুর ঐ ব্যাধিযুক্ত স্থানটি অর্ব্বুদ (tumour) বৎ ফুলিয়া উঠে এবং শিরদাঁড়ার আক্রান্ত অস্থি (অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন) "ফাঁক" দেখায়; ইহার নাম "বিভাজিত-মেরু"। ক্যাল্ক-ফস ৬x চূর্ণ প্রয়োগে অস্থিদোষ সারিতে পারে, এবং এপিস্ ৩ সেবন ও বাহ্য প্রয়োগে আব আরোগ্য হইতে পারে। ব্যাসিলিনাম

২০০, ব্রায়ো ৩, সালফার ৩০, সিলিকা ৩০, আর্স ৬, লাইকো ১২, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। অর্ব্বুদ বাড়িতে থাকিলে, অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যবস্থা।

শিশুর পক্ষাঘাত।—জ্বর বা আক্ষেপ সহ সাধারণতঃ এই রোগ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাতাক্রান্ত স্থান পনর কুড়ি দিনের মধ্যেই শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায়। পীড়িত স্থান আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না, এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত সরু হইয়া যায়। সিকেলি ৩, অ্যাকোনাইট ৩, বেলেডোনা ৩, প্লামবাম ৬, থুজা ৩০ জেলসিমিয়াম ৩, সালফার ৩০ প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। "পক্ষাঘাত" রোগ, পৃষ্ঠা ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

শিশুর মৃগীরোগ।—("অপস্মার" পৃষ্ঠা ১৭০ দ্রষ্টব্য) অনেক শিশুর এই রোগ হইয়া থাকে। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ পুরাতন হইলে, সাল্‌ফার ৩০। কিউপ্রাম ৬, বিউফো ৬, সিলিকা ৩০, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্‌ ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্‌ ৬x বিচূর্ণ, জিঙ্কাম-ফস্‌ ৩x—৩, বেলেডোনা ৬, ক্যামোমিলা ৬, সাইনা ৩x—২০০, ইগ্নেসিয়া ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, এবং ষ্ট্র্যামোনিয়াম্‌ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

একজ্বর।—কখন কখন শিশুর জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। ফেরাম-ফস ১২x বিচূর্ণ, বা জেলসিমিয়াম ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকাশয়ের গোলযোগ থাকিলে, পালসেটিলা ৩০; জিহ্বা শাদা লেপাবৃত থাকিলে, অ্যান্টিম-ক্রুড ৩০; ক্রিমিজনিত হইলে, সাইনা ৩x বা স্পাইজিলিয়া ৬; গা ভারী গরম, চম্‌কে চম্‌কে উঠা বা তড়্‌কার লক্ষণে, বেলেডোনা ৩ উপকারী। কখন কখন রোগীর জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, নাভীর চারিধারে বেদনা, ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক, নাক খোঁটা প্রভৃতি লক্ষণে, সাইনা ২x—৩০; সাইনায় কোন ফল না পাইলে, স্পাই-জিলিয়া ৩x দেয়। বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র, ক্যাপ্সিকাম ৬ প্রথমে দিতে হয়। জলবার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা; জ্বরকালে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। প্রসূতিরও স্নান আহার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। "একজ্বর" "ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর" ও "সন্নিপাত-বিকার" দ্রষ্টব্য।

শিশুর অনিদ্রা।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্ত-সঞ্চয়, প্রসূতির বা শিশুর অযোগ্য আহার, বা ক্রিমির জন্য অনিদ্রা হইতে পারে। যে কারণে নিদ্রা হয় না, তাহা নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মস্তক উত্তপ্ত; অকারণ অবিরত ক্রন্দন; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ স্পন্দন; গাত্র উত্তপ্ত; খিটখিটে স্বভাব এবং সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহিলে, ক্যামোমিলা ৬। শিশু হাসে ও খেলা করে কিন্তু গাত্র উত্তপ্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কোঁথায় লক্ষণে, কফিয়া ৬। জ্বর হইয়া মধ্যে মধ্যে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে, অ্যাকোনাইট ৩। ক্রিমি হেতু ঘুম না হইলে, সাইনা ৩x। কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অনিদ্রায়, নাক্স-ভমিকা ৬। অপরিমিত পান ভোজন বশতঃ অনিদ্রায়, পালসেটিলা ৬।

দুগ্ধ-তোলা।—স্নায়বিক উত্তেজনা বা পাকস্থলীর দোষাদি হেতু শিশু দুগ্ধ বমন করে। শিশুর দুগ্ধপানে অনিচ্ছা, টক বা দুর্গন্ধ বমন, অথবা পিত্তযুক্ত সবুজবর্ণ বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৬। প্রসূতির অপরিমিত গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জন্য শিশুর পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া জমাট দধির ন্যায় দুগ্ধ বমন হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬। দুগ্ধ পান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বেগে সশব্দে বমন; থান থান জমাট দধির ন্যায় বমন; বমনের পরে শিশুর অবসন্নতা, এবং কিয়ৎকাল পরে আবার দুগ্ধ পান করাইলে পূর্ব্ববৎ বমন লক্ষণে, ইথুজা ৬। উল্লিখিত লক্ষণ সহ জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত থাকিলে, অ্যান্টিম্-ক্রুড ৬। ঐ সঙ্গে দুর্গন্ধ ভেদযুক্ত উদরাময় থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। দুগ্ধের সহিত পিত্ত বা লালাবৎ শ্লেষ্মা বমন হইলে, ইপিকাক্ ৬। দুগ্ধ-বমন পীড়া পুরাতন হইলে, ক্রিয়োজোট ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, পালসেটিলা ৬, ভিরেট্রাম্-অ্যাল্ব ৬, প্রভৃতি ঔষধের আবশ্যকতা হইতে পারে।

শিশুর হিক্কা।—কখন কখন ঠাণ্ডা লাগান হেতু শিশুর হিক্কা উপস্থিত হয়। কয়েক ফোঁটা মিছিরি-ভিজান জল বা নাক্স-ভমিকা ৩০ খাওয়াইলে, হিক্কা কমে। শিশুর গাত্রে যেন গরম কাপড় থাকে।

দাঁত উঠা।—শিশুর দাঁত সচরাচর ছয় হইতে দশ মাস মধ্যেই উঠিতে থাকে ; প্রথমে নিম্ন-মাঢ়ীর দুইটি, পরে উপর-মাঢ়ীর দুইটি, এই রূপে ক্রমে তিন বৎসর মধ্যে সমস্ত দুধে-দাঁত উঠে। জ্বর, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, আক্ষেপ, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দাঁত উঠিবার সময় প্রকাশ পায়। ঐ সমস্ত উপসর্গে, ক্যামোমিলা ১২ উৎকৃষ্ট ঔষধ ; জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৬। বেশী উদারাময় হইলে, ক্যামোমিলা ৬। আমাশয় থাকিলে, মার্ক-কর ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। তড়্কা থাকিলে, বেলেডোনা ৬। দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। ইগ্নেষিয়া ৬, সাইনা ৩x—২০০, ইপিকাক্ ৬, সালফার ৬, প্রভৃতিও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। মাঢ়ী ভেদ করিয়া দাঁত বাহির হইতে পারিতেছে না, এরূপ স্থলে মাঢ়ী অল্প চিরিয়া দিলেই দাঁত বাহির হইবে।

পোকা-ধরা দাঁত।—ঘেঁষাঘেঁষি দাঁত উঠা, খাবারের গুঁড়া দাঁতের আশে পাশে লেগে থাকা, অধিক পরিমাণে টক বা মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া, বা অজীর্ণতা হেতু, দাঁত ক্ষয় হয় বা পোকা ধরে। ক্রিয়োজোট ৬—১২, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ৬, মার্ক-সল ৬ বা সিলিকা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রিয়োজোট θ কয়েক ফোঁটা একটু তুলায় মাখাইয়া পোকা-ধরা দাঁতের গোড়ায় লাগাইয়া রাখিলে, দাঁতের যন্ত্রণা উপশম হইতে পারে। আহারের পর দাঁত যেন ভালরূপে পরিষ্কার করান হয়—অর্থাৎ ভাত, রুটি, তরকারি প্রভৃতির কুচি যেন দাঁতে আটকাইয়া না থাকে এরূপভাবে মুখ ধুইয়া দিতে হইবে।

শিশুর দাঁত-কপাটি।—আঘাত, রৌদ্র, হিম বা খারাপ বাতাস লাগা, দূষিত দ্রব্য পান ও ভোজন, রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে শিশুর দাঁত-কপাটি লাগে। অধিকক্ষণ এই অবস্থায় থাকা আশঙ্কাজনক। এইজন্য ইহার আশু প্রতিকার করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—আঘাত জনিত দাঁত-কপাটিতে, আর্ণিকা ৩x। স্নায়ু আহত হইয়া বা শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গিয়া দাঁত-কপাটি লাগিলে,

হাইপেরিকাম্ ১x—২০০। শীতকালের শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু দাঁত-কপাটিতে, অ্যাকোনাইট ৩। মস্তক পশ্চাদ্ভাগে হেলিয়া পড়িলে বা দেহটি একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে, সাইকিউটা ৬। চোয়াল এপাশে ওপাশে পড়িতে থাকিলে, জেলসিমিয়াম্ ৩। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা অজীর্ণতা হেতু দাঁত-কপাটিতে, নাক্স-ভমিকা ৩। রক্তস্রাব হেতু দাঁত-কপাটি হইলে, হ্যামামেলিস ১x। শিশু ঔষধ গিলিতে না পারিলে, তাহাকে ঔষধ সোঁকাইতে হইবে।

নাক বুজিয়া যাওয়া বা সেটে ধরা।—সর্দ্দি শুকাইয়া গিয়া কখন কখন শিশুর নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয়; ইহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ঘটে, মাই-টানা ও ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে, কখন বা "সাঁই-সাঁই" শব্দ হয় কখন বা শ্লেষ্মা ঝরে। নাসিকা শুষ্ক বোধ হইলে, ডাক্কেমারা ৩ বা স্যাম্বিউকাস ৩ বা নাক্স-ভমিকা ৬; নাক বুজিয়া গিয়া বুকে ঘড়-ঘড় শব্দ হইলে, অ্যান্টিম্-টার্ট ৬; তরল সর্দ্দি পড়া হেতু নাক বুজিয়া যাইলে, ক্যামোমিলা ১২। সর্দ্দি নিতান্ত শুকাইয়া যাইলে, নাকের ভিতর ও উপরিভাগে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া দিলে শ্লেষ্মা সরল হইতে পারে, তখন অঙ্গুলি বা তুলি দ্বারা ধীরে ধীরে মামড়ি বাহির করিয়া লইলে, শিশুর কষ্ট নিবারিত হয়।

সর্দ্দি কাসি।—ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে শিশুর নাক দিয়া সর্দ্দি ঝরে, কখনও বা কাসি ও জ্বর হয়, নাক বন্ধ হয়, ছেলে হাঁপাইয়া উঠে ও মাই টানিতে পারে না। বুকে সর্দ্দি বসিলে ভয়ের কথা; ঠাণ্ডা লাগা হেতু সর্দ্দি কাসি বা তৎসহ জ্বর হইলে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে অ্যাকোনাইট ৩x ঘন ঘন সেবন করান বিধেয়। শুক্‌না কাসি, বুকে ব্যথা, হল্‌দে গয়ার উঠা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩। খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়া, বমি হওয়া ও শ্লেষ্মাযুক্ত ঘড় ঘড়ে কাসিতে, অ্যান্টিম-টার্ট ৬। আক্ষেপযুক্ত কাসি ও তৎসহ খুব শ্লেষ্মা উঠা, বমন বা গা বমি বমি করা প্রভৃতি লক্ষণে, ইপিকাক ৬। সর্দ্দি ঝরিতে থাকিলে, পালসেটিলা ৬। নাক বন্ধ হইয়া মাই টানিতে না পারিলে, নাক্স-ভমিকা ৬; নাক্স-

ব্যর্থ হইলে, স্যাম্বিউকাস ১x—৩x প্রয়োগে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কিছুতে না সারিলে, মার্কিউরিয়াস ৬। সর্দ্দি পড়িয়া নাক ও ঠোঁটে ঘা হইলে, আর্সেনিক ৬। "শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া সমূহ" ও "হুপ-কাস" দ্রষ্টব্য।

শিশুর হাঁপানি।—বহুদিন সর্দ্দিকাসি প্রভৃতিতে ভুগিলে, হাঁপানির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইপিকাক ৩x—৬, লোবেলিয়া ৩x, আর্স ৩—৩০, সেনেগা θ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। "হাঁপানি" ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশুর শ্বাসকষ্ট।—কথন কথন শিশুর সহসা হাঁপানি বা কাসির মত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। স্যাম্বিউকাস ১x, কিউপ্রাম-মেট ৬, ল্যাকেসিস ৬ ও স্পাঞ্জিয়া ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। "ঘুংড়ীকাসি" "হাঁপানি" প্রভৃতির ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

শিশু-ব্রঙ্কাইটিজ্।—জ্বর, কাসি, বুকে ব্যথা, গলা সাঁই-সাঁই করা, এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহাকে "কৈশিক বায়ুনালী-প্রদাহ (capillary bronchitis)" বলে। ইহা অতি কঠিন পীড়া। ফেরাম-ফস ১২x চূর্ণ ও ব্রায়োনিয়া ৩ তরুণ-রোগে উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে—হিপার-সালফ ৬, লাইকো ১২, অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬ ফলপ্রদ। "বায়ুনালী-প্রদাহ" ঔষধাবলি ২৪১—২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশু-নিউমোনিয়া।—ফুস-ফুস প্রদাহ (২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সহ কথন কথন বায়ুনালী-প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে, তথন ইহাকে "ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া" বলে। তরুণ পীড়ায়, ফেরাম-ফস ৬x, ফস্ফোরাস ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগে কিছুকাল ভুগিয়া যক্ষ্মাকাস হইবার উপক্রম হইলে, ব্যাসিলিনাম ৩০—২০০ (সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন)। "ফুস-ফুস প্রদাহ" ঔষধাবলি ২৪৭—২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশু-প্লুরিসি।—"বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ" ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘুংড়ী কাসি (Croup)।—ঘুংড়ী দুই প্রকার—(১) কৃত্রিম ও (২) প্রকৃত। কৃত্রিম ঘুংড়ী শিশুদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে;

শিশু নিদ্রিত অবস্থায় আছে, হঠাৎ গলা সুড়-সুড় করিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়; শ্বাস-প্রশ্বাসে এক প্রকার সাঁই-সাঁই শব্দ হইয়া ক্রমে গলা ঘড়্-ঘড়্ করিতে থাকে; এই ঘুংড়ী অতি ভয়ানক। "প্রকৃত ঘুংড়ী"তে, প্রথমে খুস্‌খুসে কাসি পরে আক্ষেপিক শুষ্ক কাসি হয়; তখন বারম্বার কাসিয়া গলা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং গলায় বেদনা হয়; গাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া পীড়ার পূর্ণ বিকাশ হয়; কাসির শব্দ কুক্কুর-শাবকের রবের ন্যায়। এই পীড়া অতীব ভয়াবহ।

(কৃত্রিম বা প্রকৃত ঘুংড়ীতে) স্বরভঙ্গ সহ কাসি, কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কাইয়া যাওয়া, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, অস্থিরতা, প্রবল তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x দশ মিনিট অন্তর সেবন। অ্যাকোনাইট প্রয়োগের পর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে, স্পাঞ্জিয়া ৩x নিম্নলিখিত লক্ষণে দশ বা পনর মিনিট অন্তর দিতে হয়:—কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কে যাওয়া হেতু মধ্যরাত্রিতে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ, কাসিবার সময় সাঁই-সাঁই শব্দ হওয়া। কৃত্রিম ঘুংড়ীতে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। অ্যাকোনাইট ও স্পাঞ্জিয়া সেবনে রোগের কিছু উপশম হইলে (অর্থাৎ জ্বর ত্যাগ হইয়া কাসি কিছু সরল হইলে), হিপার-সালফার ৬। আক্ষেপিক কাসির পক্ষে সাম্বিউকাস্ ২x ভাল (বিশেষতঃ রাত্রিকালে শিশুর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শ্বাসরোধের ভাব প্রকাশ পাইলে)।

ডাক্তার সণ্ডার বলেন যে, ক্যাল্ক্-ফস্ (১২x—৩০) কেলি-সাল্ফ্ (১২x—৩০) ও ফেরাম্-ফস্ (১২x—৩০) পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে "প্রকৃত ঘুংড়ী"-রোগ সারিয়া যায়। তাঁহার মতে ফেরাম্-ফস্ ১২x চূর্ণ—৩০ এবং কেলি-মিউর্ ১২x চূর্ণ—৩০ (পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ) কৃত্রিম ঘুংড়ি রোগের প্রধান ঔষধ (vide C. S. Saunder's *Biochemic Medicines*, pp. 41—42)।

আক্রমণাবস্থায় গরম জল মাত্র; পরে জল-অ্যারোরুট, জল-বার্লি, দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য। প্রসূতির আহারের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিশু-যক্ষ্মা।—পিতামাতাদি হইতে এই রোগ সন্তানে বর্ত্তে; কখন কখন নিউমোনিয়া যক্ষ্মায় পরিণত হয়। "শিশু-নিউমোনিয়া", ও পৃষ্ঠা ১৪২—১৪৪ "যক্ষ্মাকাস" দ্রষ্টব্য।

হুপ-কাস (Whooping-Cough)।—ইহা শিশুদিগের এক প্রকার স্পর্শাক্রামক কাসি; এই কাসের আবেশকালে দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণে "হুপ" শব্দ হয়। রোগ তিন চারি সপ্তাহ হইতে ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। বহুকাল ভুগিলে, শিশুর ক্ষয়কাস পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে পার্টুসিন ৩০ (Pertussin) দিনে তিন চারিবার সেবন, বিধেয়। সপ্তাহকাল এই ঔষধ ব্যবহারে কিছুমাত্র উপকার না হইলে, মিফাইটিস্ ৩x প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়। আক্রমণ ঘন ঘন ও তৎসহ বমন, হৃদ্‌দে গয়ার উঠা, কষ্টদায়ক কাসি, স্বরভঙ্গ, রাত্রিতে (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর) রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে, ড্রসিরা ৩x। আক্ষেপ অধিক হইলে, কিউপ্রাম্ ৬। ইপিকাক্ ৬, ন্যাফ্‌থ্যালিন ৩x বিচূর্ণ, বেলেডোনা ৩, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড ৩x বা অ্যান্টিম-টার্ট ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। সুচিকিৎসা না হওয়ায় হুপ্-কাস যদি নিউমোনিয়া হাঁপানি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে পরিণত হয়, তাহা হইলে তৎ তৎ পীড়া দ্রষ্টব্য। "শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া"-চয় দ্রষ্টব্য।

শিশু-ডিফ্‌থিরিয়া।—গলার ভিতর ঘা, তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি (tonsils) স্ফীত ও শাদা পর্দ্দা বিশিষ্ট হওয়া, গিলিতে ও শ্বাস প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, প্রখর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তখনই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত, মার্কিউরিয়াস্-সায়েনেটাস্ ৬ প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান ব্যবস্থা। "ঝিল্লীক-প্রদাহ" পৃষ্ঠা ১১৫—১১৭ দ্রষ্টব্য।

শিশুর-কোষ্ঠকাঠিন্য।—গর্ভাবস্থায় মাতার কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারের দোষ, মাতৃ-স্তনদুগ্ধ পান না করিয়া গো-দুগ্ধ পান, বা যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য হেতু, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে। ব্রায়োনিয়া ৩০ বা

অ্যালিউমিনা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ [আহারের অব্যবহিত পরেই বমন হইলে, ব্রায়োনিয়া খুব খাটে]। ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের কঠিন মল, কোষ্ঠবদ্ধতা জন্য শিশু দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬। কঠিন মল বহু কষ্টে অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে এবং পেটে বায়ুর সঞ্চার হইয়া গড়গড় করিয়া ডাকিতে থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০। পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপিয়া থাকা; মোটালম্বা কঠিন ঞ্ঝাড়্ অতি কষ্টে নির্গত হওয়া লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩০। উদরাময়ের পরে, অথবা জোলাপ লওয়ার পরে, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং সে কারণ গুটলে গুটলে মল নির্গত হইলে—ওপিয়াম ৩০। কোষ্ঠবদ্ধতার ধাত হইলে, মধ্যে মধ্যে সালফার ৩০। কোন ঔষধাদি প্রয়োগে উপকার না হইলে, পেটফাঁপা, মল শক্ত ও কালবর্ণ লক্ষণে, প্লাম্বাম ৬। পাকাশয়-যন্ত্রের গোলযোগ ও জিহ্বায় শাদা দাগ হইলে, অ্যান্টিম-ক্রুড ৩০। স্তন্যদায়িনীর আহার লঘু হওয়া উচিত। আবশ্যক হইলে, গ্লিসারিণ সহ গরম জলের পিচকারী দিয়া "বাহে" করান যাইতে পারে। পেটফাঁপা হেতু অত্যন্ত কষ্ট হইলে পাঁচ ছয় ফোঁটা তারপিন তৈল শিশুর পেটের উপর ছড়াইয়া দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে বা মুক্তঝুরির পাতা বাটিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিলে, সহজে মল নিঃসৃত হয়।

শিশুর পেট কামড়ানি।—মাতার আহারের দোষ, শিশুর অধিক পরিমাণে গো-দুগ্ধ পান, ঠাণ্ডা লাগা বা ক্রিমির জন্য, পেট কামড়াইতে পারে। পেট কামড়াইলেই, শিশু থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। উদর স্ফীত ও শক্ত, সে কারণ শিশু অস্থির হইয়া পড়ে এবং হাঁটু গুড়াইয়া কোলের দিকে রাখিতে বাধ্য হয়। সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহে, সবুজবর্ণের পাতলা মল এবং হাত পা শীতল লক্ষণে, ক্যামোমিলা ১২। শিশু "বাহে" করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মল বাহির না হইয়া বায়ু নিঃসরণ হইলে (বা খুব কম মল বাহির হইলে) ও ক্রিমি থাকিলে, সাইনা ৩x উপকারী। প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে পেট কামড়ানী হইলে, চায়না ৬। পচা টকগন্ধযুক্ত সবুজবর্ণের তরল মল, অথবা সিদ্ধি-

গোলার ন্যায় ভেদ; নাভির চারি ধারে কামড়ান; বমনেচ্ছা বা বমন লক্ষণে, ইপিকাক ৩। মলরোধ হেতু পেট কামড়াইলে বা নাভির উপরিভাগ কামড়াইলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। দন্তোদ্গমকালে কলেরার ন্যায় ভেদ ও তৎসহ তড়কা থাকিলে, ক্যাম্ফার-ব্রোমাইড ৩x চূর্ণ উপকারী। গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন জন্য পেট কামড়াইলে, গো-দুগ্ধ পান করান উচিত নয়। অল্প যোয়ান, ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া গরম করিয়া নাভির উপর সেক দিলে, উপকার দর্শে।

শিশুর উপাঙ্গ-প্রদাহ।—"অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য। আজকাল আমেরিকার বহু শিশুর উপাঙ্গটি কাটিয়া ফেলা হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে সুচিকিৎসা হইলে ততটা আশঙ্কার বিষয় নয়। ল্যাকেসিস ৬ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে আশাতীত ফল পাওয়া যায় (Dr. Kopp in the *Hom. World,* December, 1911 দ্রষ্টব্য)।

শিশুর উদরাময়।—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ক্রিমি বা দাঁত উঠার জন্য শিশুদের উদরাময় হয়। যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হয় ও সেই সঙ্গে জ্বর থাকে, তবে অ্যাকোনাইট ৩x দিতে হয়। গুরুপাক দ্রব্য আহারে উদারাময় হইলে, পালসেটিলা ৬। দাঁত উঠিবার সময় অথবা সর্দ্দি লাগিয়া উদরাময় হইলে (বিশেষতঃ শিশুর খিটখিটে স্বভাব হইলে), ক্যামোমিলা ৬। উদরাময়ের সঙ্গে বমন বা বমনেচ্ছা থাকিলে, ইপিকাক ৩। পেটফাঁপা হেতু ব্যথা; নাভির নীচে তলপেট কামড়ান; মুখ ফ্যাকাসে; কম্পন লক্ষণে, পালসেটিলা ৩০। পেট কামড়ান হেতু সম্মুখদিকে বাঁকিয়া পড়িলে, কলোসিন্থ ৬। পেট ব্যথায় শিশু অস্থির হইয়া পড়িলে এবং তাহার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিলে, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ গরম জল সহ সেবন। অম্লগন্ধবিশিষ্ট আঠা আঠা বা ফেনাযুক্ত অধিক পরিমাণে মল নিঃসরণ এবং সেই সঙ্গে পেট কামড়ানি থাকিলে, রিউম্ ৩ (বিশেষতঃ দন্তোদ্গম কালে)। কাদার ন্যায় ভেদ ও পিপাসা থাকিলে, মার্কিউরিয়াস্-ডালসিস্ ৬। আমময় ভেদ ও সেই সঙ্গে রক্ত থাকিলে, মার্ক-কর্ ৬। চাউল-ধোয়া জলের ন্যায়

ভেদ হইলে, ভিরেট্রাম-অ্যাবাম ১২। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, চায়না ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। পুরাতন উদরাময়ে —আর্সেনিক ৩০, সালফার ৩০। "উদরাময়" ও "আমাশয়" রোগ পৃষ্ঠা ২৮৮—৩০১ দ্রষ্টব্য।

গ্রীষ্মকালের শিশু-উদরাময় অতি সাংঘাতিক রোগ, খুব সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এক প্রকার উদ্ভিদাণু নাকি এই পীড়ার মুখ্য কারণ, রোগীর ভেদ মধ্যে ইহা দৃষ্ট হয়; মাছি দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়। যাহাতে শিশুর গাত্রে (বিশেষতঃ হস্তে ও মুখে) মাছি না বসিতে পারে, তাহার উপায় করা বিধেয়।

শিশু-ওলাউঠা।—সহসা পাতলা জলবৎ সবুজ বা হল্‌দে (কখনও বা চটচটে কিম্বা রক্ত মিশ্রিত অথবা অজীর্ণ) **ভেদ,** দুগ্ধাদি **বমন,** অবসন্নতা, শরীর গরম কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া, প্রভৃতি শিশু-ওলাউঠার প্রধান লক্ষণ। ইহা অতি কঠিন পীড়া। ইথুজা ৬—৩০ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচুর দুর্গন্ধভেদ ও ভোরের বেলা রোগ বৃদ্ধি, পডোফিলাম ৬। শরীর নীলবর্ণ, হিমাঙ্গ, মাথাচালা, খেঁচুনি বা তড়কা, হিক্কা, হাত বা হাতের আঙুল স্বতঃই নাড়িতে থাকা, অবসন্নতা প্রভৃতি মস্তিষ্কে-রক্তস্বল্পতা-জনিত-বিকার লক্ষণে, **কেলি-ব্রোমেটাম ৩x** বিচূর্ণ দিতে হয়। অ্যাকোনাইট ৩, ক্রোটন ৩, ক্যামোমিলা ৬, আর্সেনিক ৬, বা ক্যাল্কেরিয়া-অ্যাসেটিকা ৩ চূর্ণ, কার্ব্ব-ভেজ ৩০, ইপিকাক ৬, চায়না ৩, ভিরেট্রাম ৬, কিউপ্রাম ৬, সালফার ৩০, রুবিনীর স্পিরিট-ক্যাম্ফার প্রভৃতি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। স্তন্যদায়িনীর পক্ষে অ্যারোরুট প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থা। পথ্য ও অন্যান্য ঔষধাদির জন্য "ওলাউঠা" এবং "শিশু-উদরাময়" দ্রষ্টব্য। এই উৎকট রোগের বিস্তৃত চিকিৎসার জন্য, আমাদের "**ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা**"র তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শিশুর ক্রিমিদোষ।—শিশুর পক্ষে ক্রিমি বড়ই কষ্টকর। ৩১০ পৃষ্ঠায় লিখিত লবণ-জলের পিচ্‌কারী দিলে, শিশুর ছোট ক্রিমি প্রায়ই

নিঃশেষে বাহির হইয়া আসে। যদি উক্ত ব্যবস্থায় রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে "ক্রিমি" অধ্যায় (৩০৮—৩১০ পৃষ্ঠা) হইতে ঔষধ নির্বাচন করিয়া শিশুকে সেবন করাইতে হইবে। ক্রিমি দোষ থাকিলে, শিশুর জ্বর ওলাউঠা রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে জটিল ও দুরারোগ্য হইয়া উঠে, এই কথাটি যেন শিশুর অভিভাবক বিস্মৃত না হন।

"শেষে মোতা"।—স্নায়বিক উত্তেজনা, ক্রিমিদোষ প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয়ের ধারণা-শক্তি কমিয়া আসিলে শিশু নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে শয্যায় প্রস্রাব করে। ক্রিমিজনিত হইলে, সাইনা ২x—২০০ (বিশেষতঃ প্রস্রাব খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে যদি দুগ্ধবৎ দেখায়)। ঘোর নিদ্রাকালে হইলে, বেলেডোনা ৬। দিনে বা রাত্রে মূত্র ধারণে অশক্ত হইলে, জেল-সিমিয়াম ৩x। প্রস্রাবে বেশী দুর্গন্ধ হইলে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড ৩x। মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিড থাকিলে, লাইকোপডিয়াম ৬। মুলেন্স অয়েল ইহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাত্রিকালে শিশুকে শয্যা হইতে মাঝে মাঝে উঠাইয়া প্রস্রাব করাইলে, কোন ঔষধ সেবন ব্যতীতও এই পীড়া সারিতে পারে।

প্রস্রাব বন্ধ।—সদ্যোজাত শিশু যদি ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে প্রস্রাব না করে, তবে তাড়াতাড়ি কোন ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব না হওয়ায় যদি ছট্‌ফট্‌ করে, তবে অ্যাকো-নাইট ৩ দুই এক মাত্রা দিতে হইবে। বেলেডোনা ৬, ক্যান্থেরিস ৬, বা ওপিয়াম ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

বয়স্ক শিশুর কখন কখন প্রস্রাব না হওয়ায় মূত্রস্থলী ফুলিয়া উঠে, গা গরম হয়, ও সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়। তলপেটের উপর গরম জলের সেক দিলে, প্রস্রাব হইতে পারে। উহাতে উপকার না হইলে, "মূত্রস্তম্ভ" ও "মূত্রনাশ" এবং "মূত্রকৃচ্ছ্রতা" দ্রষ্টব্য।

বিকৃত প্রস্রাব :—

(ক) প্রস্রাবের বর্ণ বিকৃতি।—প্রস্রাবের বর্ণ কৃষ্ণাভ হইলে, কল্‌চিকাম ৬। প্রস্রাব ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইলে, এপিস্‌ ৬ বা টেরিবিন্থিনা

৬। প্রস্রাব কটাবর্ণের হইলে, এপিস ৬ বা বেলেডোনা ৬ কিম্বা ক্যান্থেরিস ৬। প্রস্রাব খুব ঘোলাটে হইলে, বেলেডোনা ৬, কিনিনাম-সালফ ৬, সাইনা ৩—২০০, লাইকোপোডিয়াম ১২, অ্যাসিড-ফস ৬ বা টেরিব ৬। প্রস্রাবের বর্ণ হরিদ্রাভ হইলে, সিয়োনোথাস ৩x; ক্রিমি-জনিত শ্বেতবর্ণের প্রস্রাবে, সাইনা ৩x—২০০। প্রস্রাবের বর্ণ খড়ি গোলা বা দুগ্ধবৎ হইলে, সাইনা ৩x—২০০, অ্যাসিড-ফস ৬, বা ভাইওলা-ওড ৩x। প্রস্রাব লালবর্ণ হইলে অ্যাকোনাইট ৩, এপিস ৬, বেলেডোনা ৬, ব্রায়ো ৬, ক্যান্থেরিস ৬, বা টেরিব ৬। হলদে রঙের প্রস্রাবে সিয়োনোথাস ৩x, ক্যামোমিলা ৬, বা কেলি-ফস ১২x বিচূর্ণ। প্রস্রাব ধূম্রবর্ণ হইলে, টেরিব ৬ বা বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬। প্রস্রাব গাঢ় হইলে, বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬, ক্যাম্ফার ৩০, হিপার-সালফ ৬, মার্ক-কর ৬, বা ফস্ফোরাস্ ৬।

(খ) প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।—মূত্রে পূতিগন্ধময় হইলে, বেঞ্জ-অ্যাসিড্ ৬, লাইকোপোডিয়াম ১২, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, বা সিপিয়া ৬। আঁস্টে গন্ধযুক্ত হইলে, ইউর‍্যান্-নাইট ৩। রসুনের গন্ধযুক্ত হইলে, কিউপ্রাম্-আর্স ৬। ঝাঁজাল গন্ধ বিশিষ্ট হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬, বোর‍্যাক্স ৬, কিনিনাম-সালফ ৬, বা সালফার ৩০। বিড়ালের প্রস্রাবের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, বা বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬। টকগন্ধযুক্ত হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, বা গ্র্যাফাইটিজ ৩০। মিষ্টগন্ধযুক্ত হইলে, টেরিব ৬।

(গ) প্রস্রাবে তলানি।—পিত্তযুক্ত প্রস্রাবে, চেলিডোনিয়াম ৩০, বা নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ ("যকৃতের পীড়া" দ্রষ্টব্য)। প্রস্রাবে লাল তলানি পড়িলে, বার্ব্ব-ভাল্‌গ ৩x, মার্ক-কর ৬, ফস্ফো ৬, প্লাম্বাম ৬, টেরিব ৬, ক্যান্থেরিস ৬, বা লাইকোপোডিয়াম ১২ ("লালবর্ণের প্রস্রাব" দ্রষ্টব্য)। প্রস্রাবে কাফি-চূর্ণবৎ তলানি পড়িলে, টেরিব ৬, বা হেলেবো ৩x। প্রস্রাব আঠাবৎ হইলে, ফস-অ্যাসিড ৬, ক্যান্থেরিস ৬, পালসেটিলা ৩০, বা সার্সা ৩০। প্রস্রাবে লিথিক-অ্যাসিড বা ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়িলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, বা নাক্স-ভমিকা ৩০,

("মূত্র-পাথরী" দ্রষ্টব্য)। শাদা তলানি পড়িলে ও তৎসহ পিঠে বেদনা থাকিলে, অক্সালিক-অ্যাসিড ৬, বা গ্র্যাফাইটিজ ৩০।

শিশু-যকৃৎ।—বারম্বার জ্বর (বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে জ্বর) হইবার পর শিশু শীর্ণকায় হইতে থাকে ও উহার যকৃতের দোষ জন্মে; এবং দেখিতে দেখিতে যকৃৎটি বাড়িয়া উঠে ও শক্ত হয়; ক্রমে আহারে অরুচি, পেটটি বড়, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তরল ভেদ (মল **শাদা** বা কাল রং অথবা আম সংযুক্ত কিম্বা রক্তময়), স্যাবা, সর্ব্বাঙ্গ হলদে হওয়া প্রভৃতি কুলক্ষণ ঘটে। দুই বৎসর ন্যূন বয়স্ক শিশুর এই পীড়া বড়ই ভয়াবহ, অতি সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়। **ক্যাল্কেরিয়া-আর্সেনিকাম ৩০** এই রোগের প্রধান ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্যে—সালফার ৩০, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। উদরাময়ে—পডোফিল্লাম ৬। যকৃৎ শক্ত হইতে থাকিলে—মার্ক-আয়ড ৩, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। স্যাবায়—মার্ক ৬। মুখে ঘা—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬। কষ্টকর কাসি—ফস্ফোরাস ৬। শিশু নিতান্ত শীর্ণ হইতে থাকিলে—আর্জ-নাই ৬। শোথ হইলে—আর্স ৬, বা এপিস ৩ ব্যবস্থা। সালফার ৩০, নাক্স-ভ ৬, ব্রায়োনিয়া ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই—**দুগ্ধপান একেবারেই নিষিদ্ধ।** জল-বার্লি ব্যবস্থা। স্তন্যদায়িনীর যদি অম্লের পীড়া না থাকে বা স্তনদুগ্ধ বিকৃত না হইয়া থাকে, তবে মাঝে মাঝে শিশুকে অল্প মাত্রায় স্তনপান করান যাইতে পারে। ছোট বাছুরের চোনা গরম করিয়া যকৃতের উপর সেক দেওয়া ভাল। "যকৃৎ-প্রদাহ" "স্যাবা" "শোথ" ও "শিশু স্যাবা" দ্রষ্টব্য। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় বরাবর রোগ বাড়িলে, সিলিকা ৬—২০০ দিতে হয়।

শিশুকে বা তদীয় স্তন্যদায়িনীকে যেন **চূণের** জল খাওয়ান না হয়; আর, স্তন্যদায়িনী যেন পাণের সহিতও **চূণ** ব্যবহার না করেন।

শিশুর ক্রন্দন।—শিশু কাঁদিলেই তাহার কোন প্রকার অসুখ বা অসুবিধা ঘটিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কি কারণে শিশু কাঁদিতেছে, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কাঁদিবার সময় কাণে হাত দিলে, কাণের

অসুখ; মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া কাঁদিলে, দাঁত উঠিবার কষ্ট; হাটু গুড়াইয়া পেটের উপরে রাখিলে, পেট কামড়ানী; কর্কশস্বরে কাঁদিলে, বাগ-যন্ত্রের অসুখ; কাসিতে কাসিতে কাঁদিলে, বক্ষঃস্থলের পীড়া; করুণস্বরে কোঁকাইয়া কাঁদিলে ফুসফুসের পীড়া, হইয়াছে বুঝিতে হয়। সময়ে সময়ে পিপীলিকাদির দংশনজনিত যন্ত্রণায় শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে।

উত্তপ্ত ও শুষ্ক গাত্র, এবং অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x। মাথা গরম, চক্ষু ও মুখ লালবর্ণ; হঠাৎ চমকাইয়া উঠা লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। শিশুর খিটখিটে স্বভাব, অবিরত কান্না, কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাওয়া, পেট কামড়ানির জন্য হাঁটু গুড়াইয়া থাকা, এবং জ্বর থাকিলে, ক্যামোমিলা ৬ (বিশেষতঃ দাঁত উঠিবার সময়ে নানা প্রকার অসুখ হইয়া শিশু অবিরত কাঁদিলে ইহা বিশেষ উপযোগী); ক্যামোমিলা ব্যর্থ হইলে, রুবিণীর-ক্যাম্ফার দুই এক ফোঁটা দেওয়া যাইতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু অনিদ্রায়, কফিয়া ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা বা পেটফাঁপার জন্য কাঁদিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। পেটে শূল-বেদনায় শিশু কাঁদিয়া অস্থির হইলে, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ৬x বিচূর্ণ (উষ্ণজল সহ) সেব্য। দীর্ঘকাল স্নান না করাইলে অনেক সময় অনিদ্রা হেতু শিশু কাঁদে; এ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে তৈল মাখাইয়া শিশুকে যেন স্নান করান হয়। ক্রন্দন নিবারণার্থ **আফিং ঘটিত** কোনরূপ ঔষধ যেন শিশুকে **না খাওয়ান হয়**; এই প্রকার ঔষধ সেবনে শিশু শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়ে বটে, কিন্তু ইহার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

পুঁয়ে পাওয়া (Marasmus)।—ভাল রকম পরিপাক অভাবে শিশুর শরীর পুষ্ট না হইলে ও শুকাইতে থাকিলে এবং শরীরের স্বাভাবিক তাপ (৯৮·৪) হ্রাস পাইলে, এই রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথমে সালফার ৩০ পরে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু বেশ আহার করে অথচ শীর্ণ হইতে থাকিলে, আব্রোটেনাম্ ৩০ ভাল। "ধাতুদোষের" ঔষধাবলি হইতে ঔষধ বাছিয়া লইয়া সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়। পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খাঁটি

সরিষার তৈল অল্প গরম করিয়া শরীরে মালিস করা, ভাল ঘরে থাকা প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতে হইবে।

ধবল রোগ (Leucoderma)।—অনেকে ইহাকে "শ্বেত কুষ্ঠ" ও বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা "কুষ্ঠ" বা কোনও প্রকার চর্ম্ম-রোগ নহে; সুতরাং রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবার বা ঘৃণা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যদিও ইহার নিদানতত্ত্ব অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই, তথাপি শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ (বা স্নায়বিক) দুর্ব্বলতাই যে ইহার প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আট বৎসর কম বয়সের শিশুর প্রায় এই পীড়া হইতে দেখা যায় না। হাত ঘাড় মুখমণ্ডল বা বুকের উপর প্রথমে ছোট শাদা দাগ হয়, ক্রমে এই দাগগুলি শাদা চাকা চাকার মত হয়; অবশেষে এই চাকাগুলি ধীরে ধীরে যুড়িয়া কতকটা ফোকার মত দেখায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইহা চর্ম্মরোগ নহে; শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যভঙ্গ ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ তাহার চর্ম্ম দুগ্ধবৎ ধবল হইয়া থাকে; সুতরাং যে সমস্ত ঔষধই শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর কার্য্য করে, সেই সমস্ত ঔষধই এই রোগে কার্য্যকারী; চর্ম্মরোগের ঔষধ প্রয়োগে কোন সুফল পাইবার আশা নাই। আর্সেনিক-অ্যালবাম ৩০ বা আর্সেনিক-আয়োড ৬x বিচূর্ণ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগ অল্পে অল্পে সারিতে থাকে। যদি দীর্ঘকাল আর্সেনিক দিয়াও কোন ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে (বিশেষতঃ বুক ধড়্ফড় করা শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত লক্ষণে) ফস্ফোরাস ৬ প্রয়োগে অনেক স্থলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা যুবতীদিগের ধবল রোগে, ইগ্নেসিয়া ৬ ভাল। সালফার ৩০, থুজা ৬, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৬x বিচূর্ণ, অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬, জিঙ্কাম ৬, ও রাস-টক্স ৬ সময়ে সময়ে উপযোগী। বাহ্য প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই; আমরা বুচ্কীদানা (বেণেরা "বাজগি-বীজও" বলে) ও অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ছোট বাছুরের চোনার সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিয়া একটি শিশুকে আরাম করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রায় আট বৎসর পরে আবার তাহার "ধবল" দেখা দিয়াছিল;

পরে যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে রোগ নির্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে।

যাহাতে শিশুর ভাল ক্ষুধা হয় ও পরিপাক-শক্তি বাড়ে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দুগ্ধ, কড্‌লিভার-অয়েল, পেট্রোলিয়াম ইমাল্‌যান্, সুপক্ক পুষ্টিকর ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য (যাহাতে স্নায়ু ও রক্ত উৎপাদন করে) ভোজন, এবং স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশে বা সমুদ্রতীরে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য অন্ততঃ কিছুকাল অবস্থান করা ভাল। প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন ও গঙ্গাস্নানে অনেক উপকার হয়; মিষ্টান্ন, আচার প্রভৃতি অম্ল, ও যে সমস্ত খাদ্য পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য (Dr. Fisher's *Diseases of Children* দ্রষ্টব্য)।

ছিন্নোষ্ঠ নিবারণ।—কোন কোন বংশে ক্রমান্বয়ে ছিন্নোষ্ঠ বা গন্নাকাটা (hare-lip) জন্মে। ভাবী সন্তান সন্ততিগণকে উহা হইতে মুক্ত করিতে হইলে, গর্ভাবস্থার তিন হইতে সাত মাস পর্য্যন্ত যেন গুর্ব্বিণীকে **ক্যাল্কেরিয়া-সাল্‌ফ ১২x চূর্ণ** প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক গ্রেণ ও সায়ংকালে এক গ্রেণ খাওয়ান হয়।

গন্নাকাটা জন্মিলে কোন কোন অভিভাবক অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন; সে স্থলে (অস্ত্র করিবার পর ক্ষত শুষ্ক করিতে হইলে), ক্যালেণ্ডিউলা-তৈল বাহ্যপ্রয়োগ খুব উপকারী।

তোৎলামি (Stammering)।—ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩ বা হায়োসায়েমাস ৩ কিছুকাল ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

দুর্ব্বলতা ও অযথা বাড়।—শিশু নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলে (অর্থাৎ, হাত পা নাড়িতে বা খেলা করিতে অশক্ত হইলে), সাল্‌ফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, বা সিলিকা ৩০ উপকারী। আর শিশু অযথা বাড়িলে (অর্থাৎ, হাত পা লিক্‌লিকে সরু, অথচ শিশু অযথা ঢেঙ্গা হইলে), সাল্‌ফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, বেল্ ৩, বা সিলিকা ৬ দিতে হয়।

খোড়াইয়া হাঁটা।—পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগা হেতু খোঁড়াইয়া হাঁটিলে, আর্ণিকা ৩। দৌর্ব্বল্য বা ধাতুগত দোষ হেতু খোঁড়াইয়া হাঁটিলে, সাল্‌ফার ৩০ বা ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ দিতে হয়।

বালাস্থি-বিকৃতি (Rickets)।—শিশুর অস্থি মধ্যে নাকি চূণের ভাগ কম থাকিলে অস্থি রীতিমত গঠিত না হইয়া ক্রমশঃ কোমল, বিবৃদ্ধ, বিকৃত, ও শীর্ণ হইতে থাকে। তরল ভেদ, **মস্তকে ঘর্ম্ম**, যথাসময়ে দাঁত না উঠা, হাত পায়ের গাঁইটে বেদনা, মাথার অস্থি ফুলিয়া বড় হওয়া, ও পিটের শিরদাঁড়া বেঁকে যাওয়া—এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ক্যাল্কেরিয়া-ফস ১২x চূর্ণ এই রোগের প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ **শীর্ণকায়** বা রক্তহীন শিশুর পক্ষে; **স্থূলকায়** শিশুর পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০; ও কৃশকায় শিশুর পক্ষে আর্সেনিক ৬ বা আর্সেনিক-আয়ড ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিলিকা ৬, ফস্ফোরাস ৬ বা অ্যাসিড-ফস ৬ বা সালফার ৩০ সময়ে সময়ে উপকারী। খড়ি-মাটি বিশিষ্ট দেশে শিশুকে বায়ু পরি-বর্ত্তনের জন্য পাঠান ভাল। ভাল দুগ্ধের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

* **ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া**—নিম্নলিখিত রোগত্রয় অনেক স্থলেই পিতামাতাদি হইতে শিশুতে বর্ত্তে :—(ক) গুটিকা-রোগ, (খ) গণ্ডমালা, (গ) উপদংশ।

(ক) গুটিকাযুক্ত ধাতু (Tuberculosis)।—ফুসফুস মস্তিষ্ক অন্ত্রাদি শিশুর যে কোন শারীরিক-যন্ত্র বা তন্তুতে 'গুটিকাচয়' (tubercles) জন্মে। এই গুটিকাগুলি ধূসর বা পীতাভ পনির-খণ্ডবৎ দেখায় ও তন্মধ্যে জীবাণু (tuberculous bacilli) পাওয়া যায়। ফুসফুসে গুটিকা হইলে, 'ক্ষয়কাসি' (phthisis) রোগ জন্মে; মস্তিষ্কে হইলে, "মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ" (tubercular meningitis) রোগ জন্মে, ইত্যাদি।

ফস্ফোরাস ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ। শিশু নিতান্ত কাহিল বা রক্তহীন হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরাস্ ৬x চূর্ণ দিতে হয়।

---

* হানেমানোক্ত ধাতুদোষত্রয় [যথা, সোরা (psora) উপদংশ (syphilis) ও প্রমেহ (sycosis)] "পরিশিষ্ট (খ)"—অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

মুখ দিয়া রক্ত উঠা বা নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া, জ্বর, ঋতুকালে রজঃ নিঃসরণ না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ফেরাম-ফস ৬x ভাল। জ্বর, ঘর্ম্ম, ভেদ, অবসন্নতা, কাসি (সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি), ফুসফুসে তীব্র বেদনা (নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি) প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬ সেবন। হিপার-সালফার ৬, সিলিকা ৩০, সালফার ৩০, লাইকোপোডিয়াম ১২, ও আয়োডিয়াম ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। ব্যাসিলিনাম ও পাইরোজেন প্রয়োগে ডাক্তার ফিষার কোন ফল পান নাই।

পুষ্টিকর খাদ্য আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খটখটে প্রশস্ত গৃহে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

(খ) গণ্ডমালা (Scrofula)।—ইহা প্রথমোক্ত গুটিকা-রোগের অবস্থা বিশেষ; এই পীড়ায় শরীরের গাঁইটগুলি (বিশেষতঃ গ্রীবার গ্রন্থিচয়) ফুলিয়া বেদনাযুক্ত হয়, প্রায়ই পেটের অসুখ বা সর্দ্দি লাগিয়া থাকে, এবং চক্ষু ও কর্ণ দিয়া পুয পড়ে। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, আয়োডিয়াম ৩০, বা নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ—১০০ ইহার প্রধান ঔষধ। "গুটিকা"-রোগের ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেবন ও পথ্যাদি নিয়ম পালন করিতে হইবে। "গণ্ডমালা" পৃষ্ঠা ১৪০ দ্রষ্টব্য।

(গ) শিশু-উপদংশ (Infantile Syphilis)।—পিতৃ বা মাতৃকুলে উপদংশ রোগ ("উপদংশ" দ্রষ্টব্য) থাকিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বা কয়েক দিন পরে এই পীড়ার নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।— শিশু শীর্ণ হইতে থাকে ও নিয়ত কাঁদে, নিশ্বাস ভাল পড়ে না, ও চর্ম্মে চুলকানি ঘা প্রভৃতি হয়। শিশুর এই উপদংশ-বিষ অন্যের শরীরে কোন মতে প্রবেশ করিলে, তাঁহারও এই রোগ হয়। মার্ক-সল ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। চুলকানি ও ক্ষত বেশী হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০। অরাম-মেট ৩০, থুজা ৩০, সিফিলিনাম ৩০, ব্যাডিয়াগা ৩, সালফার ৩০ সময়ে সময়ে উপযোগী ("জন্মগত উপদংশ", পৃষ্ঠা ৩৫০ দ্রষ্টব্য)।

ঋতু পরিবর্ত্তনে শিশুরোগের বৃদ্ধি।— ঝটিকার পূর্ব্বে শিশুর যে কোন রোগের বৃদ্ধি হইলে, রডোডেনড্রন ৩।

ঠাণ্ডা আর্দ্রবায়ুতে রোগের বৃদ্ধি হইলে, রাস্-টক্স ৬। রোগী ঋতু পরিবর্ত্তন আদৌ পছন্দ করে না বা আর্দ্র ঝটিকায় রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে, রেনান্‌কিউলাস-বালব্ ৩। আর্দ্রবায়ু বা বর্ষায় রোগের বৃদ্ধিতে, ডাল্কেমারা ৬। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে, আইরিস ৬ কুজ্ঝটিকা বা ঝড়বৃষ্টির দিনে রোগের বৃদ্ধি হইলে, জেল্‌সিমিয়াম্ ৩। বজ্রপাতের পূর্ব্বে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে, অ্যাগারিকাস্ ৩।

"পাঁচড়া", "হাপানি", "হাম", "বসন্ত", প্রভৃতি রোগ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

সচরাচর যে সব রোগ পরিবার মধ্যে ঘটে, তাহাদের চিকিৎসা-বিবরণ একরূপ লিখিত হইল। সদৃশ-বিধান মতে চিকিৎসার সুফল পাইয়া গৃহস্থ মহাশয়ও যেন শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে আমাদের সহ বলিতে পারেন :—

চরাচর সৃষ্টি, মন্ত্র "সমে সমে" লভি
বিশ্বশিল্পী বরে, শিল্পীবর! র'চেছ কি
প্রস্রবণ স্বচ্ছ—আর্ত্ত জগজ্জন যাহে
ক'রিছে, করিবে পান সুধা নিরন্তর ॥*

* এ সম্বন্ধে সর্ব্বজনপরিচিতা বিদুষী ধর্ম্মপরায়ণা কুমারী কব্ (Miss Cobbe) নিরপেক্ষভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা "বালরোগ" চিকিৎসার উপসংহার করিলাম :—"Children, noticing the busts of Hahnemann in the shop-windows, may be properly taught to bless that great Deliverer who banished from the nursery those huge and hateful mugs of misery—black founts of so many infantine tears—mugs of sobs and sighs and gasps and struggles unutterable, from one of which Madame Roland drew the first inspiration of that martyr-spirit which led her onward to the guillotine, when she suffered herself to be whipped six times running, sooner than swallow the abominable contents"—*Sacrificial Medicine* in F. P. Cobbe's *The Peak in Darien* (P. 196).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভেষজ-তত্ত্ব।

সূচনা।

উপক্রমণিকাধ্যায়ে **ঔষধ-প্রস্তুত** ও **ঔষধ-প্রয়োগ** প্রকরণাদি লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিশেষ **লক্ষণ, ক্রম, সম্বন্ধ-নিরূপণাদি** বিবরণ আলোচিত হইবে। ইহা নিম্নলিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত:—

১। **ভেষজলক্ষণসংগ্রহ**—এই অধ্যায়ে ৪২টি প্রধান ঔষধের বিশেষ লক্ষণ (peculiar symptoms) প্রদত্ত হইল।

২। গ্রন্থোক্ত ঔষধগুলির **তালিকা**, সচরাচর-ব্যবহৃত উহাদের **ক্রম** (বা ডাইলিউষান), ও উহাদের ক্রিয়ার **স্থিতিকাল**—এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

৩। প্রায় তাবৎ প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধের **সম্বন্ধ-তথ্য** এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

১। ভেষজলক্ষণসংগ্রহ

(MATERIA MEDICA)

অর্থাৎ

প্রধান কয়েকটি ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

১। **আর্ণিকা**।—রক্ত মাংসপেশী ও কৈশিকার উপর ইহার ক্রিয়া। চোট্ লাগিলে বা থেঁৎলে গেলে অথবা ঘা হইলে যেরূপ ব্যথা হয়, সর্ব্বাঙ্গে সেইরূপ বেদনা অনুভব; শয্যা কঠিন বোধ; মস্তিষ্কে জ্বালা অথবা মস্তক ও মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, কিন্তু শরীরের অপরাংশ (বিশেষতঃ

হস্ত পদ) শীতল; কালশিরা পড়া; উদ্গার ভেদ বা রসনেন্দ্রিয়ে পচা ডিমের মত গন্ধবোধ; আঘাতাদি জনিত রক্তস্রাব; অচৈতন্য বা মোহ; জ্বরে ছটফট্ করিতেছে, অথচ রোগী বলে "ভাল আছি"; (জ্বরে) উত্তর দিতে রোগীর মোহ উপস্থিত হওয়া; পচন-ক্রিয়া; আঘাত বা শারীরিক পরিশ্রমজনিত পীড়াসমূহ; প্রসবের পরে পক্ষাঘাত; সান্নিপাতিক জ্বর; পেশী শূল; পতন বা আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার; বাত; শয্যাক্ষত; পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর; নাক বা মুখ দিয়া রক্ত উঠা; রক্তস্রাব ও অসাড়ে মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে, ইহা উপকারী। আঘাত, পতন, ছেঁড়া, কালশিরা প্রভৃতিতে ইহার **বাহ্য প্রয়োগ**।

২। **আর্সেনিক**।—শরীরের প্রায় তাবৎ যন্ত্র, এবং নিঃস্রবের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীর বা মনের দারুণ যাতনা হেতু রোগী ছট্ফট্ করেন, মোটেই স্থির থাকিতে পারেন না; হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলে বা জীবনী-শক্তির হ্রাস হইলে; গাত্রদাহ, কিন্তু বস্ত্রাদি দ্বারা দেহ ঢাকিলে জ্বালা কমে; দারুণ তৃষ্ণা—বারম্বার অল্প অল্প জলপানেচ্ছা; নড়িলে চড়িলে বা সিঁড়ি ভাঙ্গিলে, অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ বা শ্বাস কষ্ট; যুগপৎ ভেদবমন; আহার বা পান করিবার পরই ভেদবমনের বৃদ্ধি; রাত্রি ১২টার পর হইতে ৩টা পর্য্যন্ত যে কোন রোগের বৃদ্ধি হইলে; ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা লাগাইলে, বা নড়িলে চড়িলে—রোগের বৃদ্ধি; গরম বাতাসে, গরম ঘরে বা গরম লাগাইলে—রোগের উপশম; শুষ্ক, আঁইষযুক্ত, জ্বালাকর, বা মোমের মত চর্ম্ম; ঠাণ্ডা লাগিয়া মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া জ্বালা ও ক্ষতকর-স্রাব নির্গত হইতে থাকে; নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়; হৃৎপিণ্ডের রোগ; জলবৎ ভেদ বা সবুজ ও কাল রঙ্গের জ্বালাযুক্ত ভেদ; মধ্যে মধ্যে বমন; অতিসার বা ওলাউঠা; সূতিকাজ্বর; পাকস্থলীতে অসহ্য জ্বালাযুক্ত বেদনা; পাকস্থলীতে ক্ষত; চর্ম্মে জ্বালাকর চুলকানি এবং সেই কণ্ডূয়ন হইতে খোলস উঠা; মুখের চতুর্দ্দিকে জ্বালাকর চুলকানি, ঐ চুলকানি হইতে শাদা রস নিঃসরণ; পুরাতন সবিরাম জ্বরে কুইনাইন অকৃতকার্য্য হইলে বা কুই-

নাইনের অপব্যবহারে; জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট চক্ষু উঠা; শোথ; পুরাতন পেচাক্ষত; অনিদ্রা; রক্তস্বল্পতা; স্নায়ুশূল; শরীর-ক্ষয়কারী রোগ সমূহ।

৩। **অ্যাকোনাইট**।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মৃত্যুভয় বা জনতার মধ্যে যাইতে আতঙ্ক; শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়া; যে কোন **তরুণ রোগ সহসা প্রবলবেগে আক্রমণ করে** (বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিদিগকে); শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া বা ঘাম বন্ধ হওয়া হেতু কোন পীড়া জন্মিলে; **প্রদাহ জনিত রোগের প্রথম অবস্থায়**—যথা, জ্বর, পানিবসন্ত, হাম, সর্দ্দি, শুষ্ক কাসি, ঘুংড়ি-কাসি, ব্রঙ্কাইটিজ, নিউমোনিয়া, বাত, সন্ধিবাত, প্রভৃতি পীড়ার প্রথম অবস্থায়; বস্ত্রমোচন করিলে বা মুক্ত-বায়ুতে পীড়ার উপশম; গরম ঘরে বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি; অত্যন্ত পিপাসা; গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, মোটেই ঘাম নাই; নাড়ী কঠিন, দ্রুত, ও পূর্ণ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; শ্বাসকষ্ট; প্রস্রাব রক্তবর্ণ; হৃৎস্পন্দন; রজোরোধ।

৪। **অ্যাণ্টিমোনিয়াম-টার্টারিকাম্**।—যকৃৎ ফুসফুস ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। বালক ও বৃদ্ধদিগের রোগ; শ্বাস-যন্ত্রের যে সমস্ত রোগে বায়ু নির্গম-পথে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে, বা ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা যাহা রোগী উঠাইতে অক্ষম; অতিশয় ঝিমনী বা তন্দ্রাভাব, ঘর্ম্ম, ও দৌর্ব্বল্য; বমন বা বমনেচ্ছা, আহারে অরুচি; সর্ব্বদা বমি করিবার চেষ্টা, কিন্তু বমি উঠে না; দেহ শীতল, ঠাণ্ডা ঘাম; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বা নীলবর্ণ; সর্ব্বাঙ্গ (বিশেষতঃ হস্ত ও মস্তক)-কম্পন; দুধে অরুচি, অম্লে রুচি; তৃষ্ণাহীনতা; ওলাউঠা; উদ্গার বা শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে, রোগের উপশম; শিবনেত্র; ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা শোথ হইবার আশঙ্কা; চর্ম্মে পূয সম্বলিত কণ্ডূ; আসল বসন্ত; শিশুদিগের বায়ুনলী-প্রদাহ; শ্লেষ্মা-বমন; হাঁপানি; শ্বাসকষ্ট এবং কটি-বাত।

৫। **অ্যাসিড-নাইট্রিক**।—শোণিত, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, গ্রন্থি ও অস্থি, চর্ম্ম, গুহ্যদ্বার ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে এই ঔষধের ক্রিয়া দৃষ্ট

হয়। অধিক পরিমাণে পারার অপব্যবহার হেতু রোগ সমূহ। গর্ম্মির পীড়া; গলার ভিতর ক্ষত; যকৃতের পুরাতন পীড়া; গুহ্যদ্বারে নালী-ঘা; রক্তস্রাবী-অর্শ; মল নির্গমকালে ও পরে গুহ্যদ্বারে তীব্র যন্ত্রণা; ঘর্ম্ম বা প্রস্রাবে অশ্ব-মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধ; পুরাতন শ্বেদ-প্রদর; রক্তামাশয় প্রভৃতি।

৬। **অ্যাসিড-ফস্ফোরিক**।—স্নায়ুমণ্ডল, মূত্রাশয়, পুং-জননেন্দ্রিয়, অস্থি ও চর্ম্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। তন্দ্রালু বা উদাসীনভাব; সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে রোগী তাহা জানিতে পারেন না, কিন্তু জাগাইলে বেশ জ্ঞানের উদ্রেক হয়। শোক, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, ইন্দ্রিয়সেবার আধিক্য বশতঃ দৌর্ব্বল্যকর পীড়া সমূহ (যথা, শুক্লকেশ, বিশ্রী চেহারা); প্রস্রাবের বর্ণ দুধ বা জলের মত; শীঘ্র শীঘ্র ঢেঙ্গা বা বাড়ন্ত গড়ন হইলে; পাঠাভ্যাস হেতু বালিকাদের মাথা ধরা; স্নায়ুমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া; শ্বেতবর্ণ বা জলবৎ অতিসার; অতি ঘর্ম্ম হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা; রক্তস্রাব; দীর্ঘকালস্থায়ী বেদনাহীন উদরাময়; শুক্রমেহ; হস্ত-মৈথুনের কুফল; গণ্ডমালা জনিত অস্থি-ক্ষত; চুল উঠিয়া যাওয়া (বিশেষতঃ দুর্ব্বলতা জনিত); ধ্বজভঙ্গ; শ্বেত-প্রদর; রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ, অথবা বার বার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ, তৎসহ দুগ্ধের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ অণ্ডলালার ন্যায় প্রস্রাব; বহুমূত্র; দৌর্ব্বল্যকর স্বপ্নদোষ; হস্তমৈথুনের জন্য মুখব্রণ।

৭। **ইপিকাক**।—শ্বাস-যন্ত্র ও পাকাশয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। হাঁপানি; সাঁই-সাঁই ও ঘড়-ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাসকষ্ট; সদাই গা বমি বমি করা; শিরঃপীড়া সহ বমনেচ্ছা; জরায়ু নাসিকা মুখ গুহ্যদ্বার বা ফুস্ফুস প্রভৃতি হইতে **উজ্জ্বল রক্তবর্ণ** প্রচুর রক্তস্রাব; গাঁজাল বা ঘাসের মত সবুজ বর্ণের ভেদ; এক দিন অন্তর পালা-জ্বর; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর; অনিয়মিত জ্বর বা শিশুদিগের জ্বরের প্রথমাবস্থায়; সবুজবর্ণ আমযুক্ত উদরাময় এবং তৎসহ অল্প অল্প রক্তের ছিটা; ঘাসের মত সবুজ ভেদ; পিত্তজনিত মাথাধরায়। বমন ও **অবিরত বমনেচ্ছা** ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

৮। ওপিয়াম।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় এবং সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। রোগী বেদনা মোটেই অনুভব করিতে পারেন না; ঘুম পায়, কিন্তু ঘুমাইতে পারেন না; মুখ দিয়া বিষ্ঠা বমন; গা খুব গরম অথচ ঘাম হইতেছে; ঘোর অচৈতন্য অথচ রোগীর নাক খুব ডাকে, ও মুখমণ্ডল রক্তাভ; বিছানা বড় গরম বোধ হয়; কোষ্ঠ-বদ্ধতা, ভয় বা উদ্বেগ জনিত পীড়াসমূহ; সান্নিপাতিক-জ্বর; মস্তিষ্কের অবসন্নতা; গলা ঘড়-ঘড় করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস; নিস্তেজভাব; চক্ষু-তারা আকুঞ্চিত; উদরে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়; গভীর নিদ্রা, তৎসহ অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু; সর্দ্দিগর্ম্মি। "তন্দ্রা"ভাব ওপিয়াম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

৯। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব।—পরিপোষণ-বিকৃতি জনিত (গণ্ডমালা, গুটিকা, ও অস্থি কোমলতা) রোগ সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। নিম্নলিখিত যে কোন লক্ষণে ক্যাল্কেরিয়া উপযোগী:— (১) গৌরবর্ণ স্থূলকায় বা কোমলাস্থি ব্যক্তি, (২) ঠাণ্ডা লাগিয়া যাহাদের সহজেই অসুখ জন্মে, (৩) নিশা-ঘর্ম্ম, (৪) যাহাদের পা খুব ঠাণ্ডা ও সহজেই শীতবোধ করে, (৫) পাচক প্রদেশ অম্ল (যথা, আস্বাদ টক, উদ্গার টক, বমন টক, মল টকগন্ধ), (৬) আংশিক ঘর্ম্ম (যথা শিশুর মাথায় ঘাম), (৭) অস্থিগুলির ভাল রকম পোষণ না হওয়া (যথা, শিশুর ব্রহ্মতালু যথাসময়ে না পূরিয়া উঠা, বা শিশু যথাসময়ে হাঁটিতে না পারা), (৮) রজক প্রভৃতি যাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে কায করে। শিশুর দাঁত উঠিতে বিলম্ব বা কষ্ট; শিশু যথাসময়ে হাঁটিতে অক্ষম; চক্ষুপ্রদাহ; গ্রন্থি স্ফীত; অত্যধিক ঋতু ও তৎসহ হাঁটু হইতে পাদ্‌টির তলা পর্য্যন্ত অতিশয় শীতল ও আর্দ্র; সময়ের অনেক পূর্ব্বে ঋতু হওয়া; দুগ্ধবৎ শ্বেত-প্রদর; সঙ্গম করিবার সময় শীঘ্র শীঘ্র রেতঃস্খলন এবং তৎসহ দুর্ব্বলতা; রাত্রিতে মস্তকে ঘর্ম্ম; অম্লরোগ; পূর্ণিমার কাছা-কাছি বা পূর্ণিমার সময়ে রোগের বৃদ্ধি; শীতল বাতাসে ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়ন করিলে, রোগের উপশম। সবুজ ও কালরঙের আমাযুক্ত ভেদ; মধ্যে মধ্যে বমন; অতিসার বা সকল প্রকার পুরাতন পীড়ায় এক দিন

অন্তর রোগের বৃদ্ধি। এই ঔষধ সেবনের পর যেন **স্যালফ্যাক্স ব্যবস্থা না করা হয়।**

১০। **কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্।**—শোণিত, স্নায়ু-মণ্ডল ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। হিমাঙ্গ অবস্থায় জীবনী-শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিলে, যখন দেহটি বরফের মত শীতল ও নীলবর্ণ হয় এবং রোগী নিয়ত বাতাস করিতে বলেন; যে কোন পীড়ার অন্তিম দশায় যখন প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম, জিহ্বা শীতল, প্রশ্বাস শীতল, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; কোন রোগ বা আঘাতাদি হইতে যাঁহারা ভাল স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই কুইনাইন্ প্রভৃতি ঔষধের অপব্যবহার জনিত পীড়া; শরীরের ভিতর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, এরূপ বোধ; দেহের যে কোন স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হইলে; উদ্গার; বুকজ্বালা; পেট সেঁটে ধরা; পেটফাঁপা সহ **বায়ু নিঃসরণ উর্দ্ধদিকে;** সান্নিপাতিক-জ্বর; অর্শ; উদরাময়; দন্ত বেদনা; দন্তের মাঢ়ীতে ঘা; সহজে মাঢ়ী হইতে রক্ত বাহির হয়; পচা দুর্গন্ধ ক্ষত; স্বরভঙ্গ; অপাক; মুমূর্ষু অবস্থায় পদতল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে। "**রোগী ক্রমাগত বাতাস খাইতে চান**" কার্ব্বোর বিশেষ লক্ষণ।

১১। **ক্যামোমিলা।**—স্নায়ুমণ্ডলী, যকৃৎ, পাকাশয় ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। খিটখিটে স্বভাব; **অসহনীয় বেদনা** (যথা, বাধকবেদনা প্রসববেদনা দন্তশূল প্রভৃতি উপসর্গে রোগী ঘুমাইতে পারেন না, বা কাঁদিয়া অস্থির হন); অসহ্য বেদনা ও মাঝে মাঝে বেদনাযুক্ত অঙ্গটি অসাড় হইয়া যাওয়া বা ঝিঁ-ঝিঁ ধরা (যথা, বাত, পক্ষাঘাত); রাত্রিকালে পদতল যেন জ্বলিতে পুড়িতে থাকে; নিদ্রাবস্থায় কাসি; শিশুর দন্তোদ্গম সময়ে রোগ সমূহ (যথা, পীত বা সবুজবর্ণের উদরাময়, তড়কা, জলবৎ ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে ভেদ, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ সবুজ ও হরিদ্রাভ আমসংযুক্ত ভেদ); দন্ত উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট, পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, দন্ত উঠিবার সময় একদিকের গাল

গরম ও লাল হওয়া এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা ; গণ্ডদেশ স্ফীত ও তৎসহ সামান্য জ্বরভাব ; উষ্ণ পানীয় পানে দন্ত-বেদনার বৃদ্ধি ; স্নায়ুশূল ; ঋতুকালে রক্ত কাল চাপ চাপ ; গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের খিলধরা ; শিশু সর্ব্বদা খিট্‌খিটে ও সামান্য কারণেই রাগে, শিশুকে কোলে করিয়া বেড়াইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

১২। চায়না।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীর হইতে অতিরিক্ত রক্ত শুক্রাদি স্রাব বা দুগ্ধক্ষরণ হেতু দুর্ব্বলতা ; নির্দ্দিষ্ট সময়ে (যথা, ঠিক একদিন অন্তর) কোন রোগের প্রকাশ ; কালচে রং বা চাপ চাপ **রক্তস্রাব**, তৎসহ মূর্চ্ছা দৃষ্টি-ক্ষীণতা ও কাণ ভোঁ-ভোঁ করা ; রক্তস্বল্পতা ; রক্তে জলীয়াংশ অধিক ; পেটফাঁপা (বোধ হয় উদরটি যেন বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে), উদ্গার বা বায়ু নিঃসরণে উপশম বোধ ; বেদনাহীন উদরাময় (হলদে, জলবৎ, বা মেটে বর্ণ ভেদ) ; কম্প বা অতিশয় শীত ; তৃষ্ণা সহ ঘর্ম্ম ; নিদ্রাকালে, বা বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র ঢাকিলে, ঘর্ম্ম ; পুরাতন গেঁটে বাত ; ফল খাইয়া উদরাময় হইলে ; চা-পান হেতু পেটফাঁপা ; গাত্র স্পর্শ (এমন কি গায় বায়ু লাগান) রোগী সহিতে পারেন না ; রক্তসঞ্চয় হেতু যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি ; ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর (যে জ্বরে শীত, তাপ, ঘর্ম্ম, এই তিনটি অবস্থা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়) ; শোথ ; ভয়ানক ক্ষুধা ; দপ্‌দপানি মাথাধরা (এমন কি মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, এইরূপ বোধ) ; দৌর্ব্বল্যকর স্বপ্নদোষ ; অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম হেতু ধ্বজভঙ্গ।

১৩। থুজা।—জনন ও মূত্র-যন্ত্র, গুহ্যদ্বার এবং চর্ম্মের উপর ইহার ক্রিয়া। হানেমানের মতে থুজা প্রধান সাইক-দোষঘ্ন (anti-sycotic)। মাংসাঙ্কুর (vegetations)—যথা শ্লেষ্মাগুটি, বৃন্তবিশিষ্ট অর্ব্বুদ (যাহা জরায়ুতে কণ্ঠে নাসারন্ধ্রে কর্ণে বা সরলান্ত্রে জন্মে), আঁচিল, প্রমেহ জনিত উপমাংস প্রভৃতি ; অবরুদ্ধ প্রমেহ ; মূত্রমার্গ প্রদাহ—গাঢ় স্রাব, মূত্রত্যাগের পর কর্ত্তনবৎ বেদনা, ও প্রস্রাবের ধারা বিভক্ত হইয়া পড়ে ; কর্ণ বা নাসিকা হইতে ঘন সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন ; তলপেট ফাঁপে ; দাঁত

উঠিবামাত্র উহার গোড়া ক্ষয় পাইতে থাকে কিন্তু অগ্রভাগ অক্ষত রহে; বস্ত্রাচ্ছাদিত অঙ্গে উদ্ভেদ, বা অনাচ্ছাদিত অঙ্গে ঘর্ম্ম; ইংরাজী-টিকা দিবার পর, বা বসন্ত হইয়া যাইবার পর, শরীর ভালরূপে না শোধরাইলে; আর্দ্রবায়ুতে রোগের বৃদ্ধি; নালী বা শোষ এবং অর্শ; মূত্রনালীর মুখের নিকট হলদে বা সবুজবর্ণ পূয জমিয়া থাকা; বারম্বার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব; প্রমেহের পর বহুমূত্র; গর্ম্মি রোগের (দ্বিতীয়াবস্থায়); কাহারও কাহারও মতে "থুজা" বসন্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও প্রতিষেধক।

১৪। নাক্স-ভমিকা।—পৃষ্ঠ, মজ্জা এবং গতি-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিদায়িনী স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। বায়ুপ্রধান ধাতু; সহজেই যাঁহার ক্রোধ জন্মে; উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা; মানসিক পরিশ্রম (যথা—অধ্যয়ন, আফিসে হিসাব রাখা) জনিত রোগ; স্পর্শাধিক্য—শব্দ আলোক গন্ধাদি রোগী মোটেই সহিতে পারেন না; খেঁচুনি বা তড়কা; প্রবল জ্বরাবস্থাতেও শীতবোধ; মাদক উত্তেজক তিক্ত বা "গরম" ঔষধ সেবন জনিত উপসর্গ; মলত্যাগে বারম্বার চেষ্টা কিন্তু অল্পমাত্র ভেদ নির্গত হয়, বা মোটেই হয় না; নিদ্রাভঙ্গের পর ক্লান্তিবোধ; আহারের দুই এক ঘণ্টা পরে তলপেটে ভারবোধ; বমন ও বমনেচ্ছা; মলত্যাগের পরই খানিক বেদনার নিবৃত্তি (বিশেষতঃ রক্তামাশয় রোগে); অর্শ সহ চুলকানি, অন্ত্র-বলি; সর্দ্দি দিনে তরল, রাত্রিতে শুষ্ক; প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি; গলায় যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে; কোষ্ঠ-বদ্ধতাসহ মলত্যাগের চেষ্টা; শুষ্ককাসি; সর্দ্দি; রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত আহার বা মাদক দ্রব্য সেবন জনিত রোগ সমূহ; কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠবদ্ধতা; শূলবেদনা, পেটফাঁপা; বুকজ্বালা; মাথাধরা ও তৎসহ মাথাঘোরা; অন্ত্র-বৃদ্ধি; জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ময়লা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, কে যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে; নৌকা বা জাহাজে চড়িলে বমনেচ্ছা; আক্ষেপিক হাঁপানি; নিম্ন-অঙ্গে খিল ধরা; শীঘ্র শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে ঋতু হওয়া; ঋতুর সময়ে প্রাতঃকালে বমনোদ্রেক; ফোঁটা ফোঁটা

মূত্র-নির্গমন; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত; যকৃতের পীড়া; মদ্যপানাদি হেতু হাত পা কাঁপা।

১৫। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম।—রক্ত, লসিকা-মণ্ডল, পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, যকৃৎ ও প্লীহার উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। দুর্নিবার বিষম জ্বর; অধিক মাত্রায় কুইনাইন বা আর্সেনিক অপব্যবহার জনিত জ্বর; শীর্ণতা; রক্তস্বল্পতা; কোষ্ঠবদ্ধতা; প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি; প্রমেহ; শ্বেত-প্রদর; সর্দ্দি; নাক দিয়া রক্ত পড়া; জ্বর-ঠুঁটা; তিক্ত বা লবণ আস্বাদ অথবা স্বাদহীনতা বোধ; ওষ্ঠ ও মলদ্বার শুষ্ক ও ফাটা ফাটা; ম্যালেরিয়া-জ্বর, ১০টা ১১টার সময় গা শীত শীত করিয়া জ্বর আসে; মুখ সরস, অথচ রোগী মুখ শুষ্ক বোধ করেন; জিহ্বা, ওষ্ঠ, নাসিকা, ও অঙ্গুলিতে টন্-টন্ বা চিন্-চিন্ বেদনা বোধ; চুলকানি; বুক ধড়-ফড় করে। "তন্তুজাম্বু" অধ্যায়ে, "নেট্রাম-মিউর" দ্রষ্টব্য।

১৬। পালসেটিলা।—শরীরস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, স্নৈহিক-ঝিল্লী, শিরা, চক্ষু, কর্ণ এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর, ইহার প্রধান ক্রিয়া। গুরুপাক (যথা ঘৃতাক্ত তৈলাক্ত) দ্রব্য পান ভোজন জনিত অজীর্ণতা; জিহ্বা ক্লেদাবৃত বা পীতবর্ণ; পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন; অম্ল; বুকজ্বালা; আমযুক্ত উদরাময়; হাম; পানিবসন্ত; কর্ণে বেদনা; কর্ণ হইতে পূযস্রাব; বাত; সন্ধিবাত; স্বল্পবিরাম-জ্বর; মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লাগা ও তৎসহ নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব; চক্ষুর পাতা যুড়িয়া যাওয়া; হামের পর বধিরতা; অনিয়মিত ঋতু; ঋতুর রক্ত চাপ চাপ ও কাল; বেদনাসম্বলিত ঋতু; শ্বেত-প্রদর; অণ্ডকোষের প্রদাহ; ঋতু-অবরোধ; প্রমেহ; রোগের উপসর্গগুলি সদাই পরিবর্ত্তনশীল—এই হাসি এই কান্না, প্রতিবারের মলের প্রকৃতি ও বর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের; মুখ শুষ্ক হয়, অথচ তৃষ্ণা থাকে না; শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী সমূহ হইতে গাঢ় কোমল স্রাব নিঃসরণ; পা ভিজা থাকা হেতু ঋতুরোধ; শীতল মুক্ত-বায়ুতে থাকিলে, রোগের উপশম। প্রসব-বেদনাকালে সেবন করিলে শীঘ্র শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা এবং ভ্রূণ-দেহ ঘুরিয়া মাথা সামনের দিকে আসে।

সহজে ক্রন্দনশীল ধীরস্বভাব ব্যক্তির (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের) পক্ষে ইহা উপযোগী।

১৭। **ফস্ফোরাস্।**—শোণিত ও পরিপোষণ-স্নায়ুমণ্ডলে এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া। রক্তস্রাবক ধাতু—সামান্য আঘাতেই শরীর হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়; মুখ পাকস্থলী গুহ্যদ্বার প্রভৃতি অঙ্গে দারুণ জ্বালা-বোধ; প্রদোষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যান্ত কাসির বৃদ্ধি; মস্তিষ্কের রোগ—শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, বধিরতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; রক্তক্ষীণতা; প্রচুর ভেদ, জলবৎ মলে সাগুদানার মত ছোট ছোট পদার্থ ভাসে ও মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে; শীতল জল পান জন্য প্রবল তৃষ্ণা, কিন্তু উহা পান করিবার পর উষ্ণ হইয়া উঠিয়া যায়; নিদ্রার পর রোগের উপশম; শারীরিক স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা; ফুসফুস্-প্রদাহ; কাসি সহ শ্লেষ্মা ও রক্ত বাহির হওয়া; স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ; যক্ষ্মা; যকৃতের পীড়া; ধ্বজভঙ্গ; ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হওয়া; রজঃস্রাব; স্ত্রীসংসর্গের অত্যন্ত ইচ্ছা; নিম্ন-হনুর অস্থি-ক্ষত; দাঁতের গোড়া আলগা হওয়া এবং সহজে রক্ত পড়া; দন্তমূলের ক্ষয়; বুকে কোন ফোড়া অস্ত্র করিবার পরে যদি নালী হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ উপকারী।

১৮। **ফেরাম-মেট্।**—রক্তের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। রক্তস্বল্পতা; সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা; দুর্ব্বলতা জনিত মাথাধরা; মূত্রস্থলীর ও মূত্রনালীর প্রদাহ; কখন রাক্ষুসে ক্ষুধা, কখন বা মোটেই ক্ষুধা না থাকা; শারীরিক কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; মুখমণ্ডল লালবর্ণ (বিশেষতঃ কম্পাবস্থায়); বেদনাহীন অজীর্ণ-ভেদ; ম্যালেরিয়া; সমস্ত দিনের ভুক্ত-দ্রব্য রাত্রিকালে বমন বা উদ্গার; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, বুক ধড়ফড় করা, রক্তবমন হাঁপানি প্রভৃতি রোগে রোগী ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম বোধ করেন; পুরাতন উদরাময়; গলক্ষত; অতিরজঃ; এবং চা বা কুইনাইন অপব্যবহার জনিত পীড়া সমূহে। সুকুমার দেহবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের এবং স্নায়ু ও রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

১৯। **বেলেডোনা।**—মস্তিষ্ক (cerebrum) ও সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত ; নাড়ী কঠিন পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল ; প্রলাপ ; খেঁচুনি বা তড়কা ; চক্ষু রক্তবর্ণ ; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা ; মুখ কণ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক বা লাল ; পেট ফাঁপা ; আহারকালে গল-মধ্যে পচা দুর্গন্ধ স্বাদ অনুভব ; শরীরের কোন স্থান উত্তপ্ত, স্ফীত, লালবর্ণ, দপ্ দপ্ বা জ্বালাকর বেদনাযুক্ত ; স্থানিক রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ (পূযোৎপত্তির পূর্ব্বে, অর্থাৎ ফোড়া ও ব্রণের প্রথমাবস্থায়) ; স্নায়ুশূল ; জলাতঙ্ক ; আমরক্ত ; স্বল্পরজঃ ; অতিরজঃ ; প্রসববেদনা ; কাস ; আরক্ত-জ্বর ; বিসর্প ; ক্ষত ; সন্ন্যাস। কোনরূপ বেদনা **সহসা আরম্ভ ও সহসা উপশম** হওয়া, বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ।

২০। **ব্রায়োনিয়া।**—ফুস্‌ফুস্ বেষ্ট, মস্তিষ্ক, এবং যকৃতের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ওষ্ঠ মুখ বা পাকস্থলী **শুষ্ক**—তাই রোগী অনেকক্ষণ অন্তর বেশী জল খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন ; মল দেখিতে শুষ্ক কঠিন ঝামা ইটের মত ; প্রবল গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে **শুষ্ক** শীতল বাতাস লাগাইয়া রোগ হইলে ; ঋতুকালে ঋতু না হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়ে ; স্তন কঠিন, উত্তপ্ত, ও বেদনাযুক্ত ; কোষ্ঠবদ্ধতা, কিন্তু মলত্যাগের মোটেই চেষ্টা হয় না ; বায়ুনালী-প্রদাহ ; ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (প্রথমাবস্থায়) ; বক্ষঃস্থলে ঠাণ্ডা লাগা হেতু বেদনা (কাসিতে ও শ্বাস গ্রহণ করিতে গেলেই বেদনা বোধ) ; শুষ্ক কাসি ; সন্ধিবাত (বিশেষতঃ যখন নড়া চড়াতে কষ্ট বোধ হয়), ও কটিবাত ; বাত-জ্বর ; ন্যাবা ; পিত্তজনিত জ্বর ও মাথাধরা ; পিত্তবমন ; বক্ষঃস্থলে জ্বালা ; তিক্ত উদ্গার ; খিট্‌খিটে মেজাজ ; সূতিকাজ্বর। ছুঁচ-বেঁধা বা কাটিয়া-যাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং নড়িলে চড়িলে **রোগের বৃদ্ধি**, ব্রায়োনিয়া প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২১। **ভিরেট্রাম-অ্যাল্‌বাম।**—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পরিপোষণ-যন্ত্রমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ওলাউঠা (পান্তা ভাতের বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় প্রচুর

পরিমাণে ভেদ বমন), সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা; আক্ষেপ; শূল; দুর্ব্বলতা সহ শীতল ঘর্ম্ম; স্নায়ু-শক্তির অবসন্নতা; প্রলাপ; কাঠ-বমি বা বমি সহ "কপালে ঠাণ্ডা ঘাম"; উন্মাদ রোগ ও তৎসহ দ্রব্যাদি ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া ফেলিবার ইচ্ছা; নিস্তব্ধভাব, রাগাইলে রোগী উন্মত্ত হন; বাত-রোগ; আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি; দুঃসহ বেদনা, যন্ত্রণায় রোগী প্রলাপ বকেন; প্রচুর স্রাব—মল মূত্র বমন লালা ঘর্ম্মাদি বহুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

২২। **মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস**।—প্রত্যেক যন্ত্র ও বিধান-তন্তুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ডাক্তার ন্যাষ্ বলেন যে ফোড়া **পাকাইতে** হইলে মার্কিউরিয়াস **নিম্নক্রম** ও উহা **বসাইতে** হইলে **উচ্চক্রম**, প্রয়োগ করিতে হয়। দাঁতের মাঢ়ী ফুলে ও ছিদ্রযুক্ত হয়, ও উহা হইতে রক্ত পড়ে; জিহ্বা ফুলে ও ঝুলিয়া পড়ে এবং জিহ্বাতে দাঁতের ছাপ দৃষ্ট হয়; জিহ্বা সরস, মুখ লালা-পূর্ণ অথচ প্রবল তৃষ্ণা; দিবানিশি প্রচুর ঘর্ম্ম; অস্থি-রোগ সমূহে; দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন অংশ আক্রান্ত হইলে; গ্রন্থি স্ফীতি বা পূয হওয়া; গলার ভিতর ঘা; লালা নিঃসরণ; মুখের ভিতর ঘা; দন্তবেদনা; কর্ণ হইতে পূয নির্গত হওয়া; নাসিকা ও চক্ষু হইতে সর্দ্দি বা পূযস্রাব হওয়া; চক্ষু উঠা; যকৃতের প্রদাহ (রোগী ডানদিকে শুইলে, বেদনা বৃদ্ধি); যকৃত শক্ত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; অম্ল পিত্ত নিঃসরণ; ন্যাবা; পৈত্তিক উদরাময়; গরমীর ঘা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাওয়া; পাকস্থলীর প্রদাহ; উপদংশজ বাত; আম সহ রক্ত-ভেদ; কোঁথপাড়া (বিশেষতঃ মলত্যাগকালে)। **রাত্রি-কালে বিছানার গরমে পীড়ার বৃদ্ধি**, মার্কিউরিয়াস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২৩। **রাস-টক্স**।—শারীরিক-যন্ত্র, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, চর্ম্মপেশীর ও সন্ধির বিধানতন্তুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। জিহ্বা শুষ্ক বা লেপাবৃত এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লালবর্ণ, ত্রিকোণাকার; অত্যন্ত অস্থিরতা, সতত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন; আন্ত্রিক জ্বরের মত উপসর্গ; মৃদু প্রলাপ; মোহ; পৈশিক বাত, কটিদেশে স্নায়ুশূল (বামভাগে); বাম বাহুর বেদনা, হৃদ্রোগসহ;

গিলিবার সময়ে স্কন্ধদেশ মধ্যে বেদনা ; জ্বরের **শীতাবস্থায়** কষ্টকর শুষ্ক কাসি, এবং **তাপাবস্থায়** সর্ব্বাঙ্গে আমবাত প্রকাশ পায় ; বাত, বিশেষতঃ পুরাতন বাত ; সন্ধিবাত ; কটিবাত ; বাতজ পক্ষাঘাত ; "ফোস্কাযুক্ত বিসর্প" ; পানিবসন্ত ; সমস্ত শরীরে ঘামের ন্যায় লালবর্ণ পীড়কা ; অতিসার সম্বলিত সান্নিপাতিক জ্বর ; চর্ম্মরোগ (অসহ্য জ্বালা বা চুলকানি) এবং কাউর রোগে। **নড়া চড়ায় পীড়ার উপশম বোধ,** রাস-টক্স প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২৪। **লাইকোপোডিয়াম**।—শ্বাস-যন্ত্রের, পরিপাক-যন্ত্রের, জনন ও মূত্র-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, চর্ম্ম এবং যকৃতের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অবসন্ন মন ; স্মৃতি শক্তির দৌর্ব্বল্য ; সহজেই যাহাদের ক্রোধ জন্মে ; দক্ষিণ অঙ্গের রোগ সমূহ ; নিউমোনিয়া অন্ত্রবৃদ্ধি ফোড়া প্রভৃতি যে কোন পীড়া দক্ষিণ অঙ্গে আরব্ধ হইয়া বাম দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পেটফাঁপা সহ বায়ু নিঃসরণ **অধোদিকে** ; পেট ভুট-ভাট করা ; মূত্রে লালবর্ণ তলানি পড়িলে ; অপরাহ্ন চারিটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কোন রোগের প্রকোপ ; এক পা ঠাণ্ডা, অন্য পা গরম ; ক্ষুধা, কিন্তু অল্প আহারেই ক্ষুধা নিবৃত্তি বা পেটে ভারবোধ ; ঘর্ম্মের পরই তৃষ্ণা ; সবিরাম জ্বরে—টক আস্বাদ, টক ঘাম, টক উদ্গার, টক বমন ; কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কিন্তু মলদ্বার সঙ্কুচিত থাকা হেতু মলত্যাগ হয় না ; পুরাতন রোগ ; রক্ত দুষ্টি ; প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিবার সময় ও পরে শিরোঘূর্ণন, জ্বালাজনক উদ্গার, মুখে জল উঠা ও বুকজ্বালা ; মানসিক পরিশ্রম জনিত অগ্নিমান্দ্য ; লিথিক্ অ্যাসিড্ বিশিষ্ট ধাতু।

২৫। **ল্যাকেসিস**।—পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডল ও ফুস্ফুস এবং পাকাশয়িক স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অবসন্নতা ; **নিদ্রার পরই রোগের বৃদ্ধি** ; বাম অঙ্গের পীড়াচয় ; বাম অঙ্গে কোন পীড়া আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ অঙ্গ আক্রমণ করিলে ; শরীর যেন সেঁটে বা কসে ধরে ; রক্তদুষ্টি ; দৌর্ব্বল্য হেতু জিহ্বা বা কোন অঙ্গ কাঁপে ; গলা বেদনা, কর্ণবেদনা ; গালের অস্থি হইতে কাণ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে ফেলার

ন্যায় বেদনা; পিপাসা নাই অথচ গলা শুষ্ক; পচা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ; অসাড়ে মল নির্গত হওয়া; গ্রীষ্মকালের উদরাময়; চর্ম্মে কৃষ্ণাভ নীলবর্ণ, দূষিত ক্ষত; জরায়ু হইতে অল্প রজঃস্রাব (রক্ত কাল); ঋতুর সময়ে প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; স্ত্রীলোকদিগের শেষ বয়সে ঋতুবন্ধকালে; ও প্লেগ-রোগ।

২৬। **সাল্ফার**।—প্রধানতঃ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া তাবৎ শরীরের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। চর্ম্মরোগ মাত্রেই; চুলকানি; পুরাতন পীড়ায়; কোষ্ঠবদ্ধতা; অর্শ; কফ; ঘা; বাত; স্ফোটক; আঙ্গুল-হাড়া; ছোট ক্রিমি; উদরাময়; "মাথার ভিতর (যেন গরম জলে) দগ্ধ হইতেছে" বোধ; বারম্বার মূত্রত্যাগ; মূত্রত্যাগকালে জ্বালা; সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পদতলে) অত্যন্ত **জ্বালাবোধ**; ওষ্ঠ, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, চক্ষুর পাতা, মূত্রমার্গ, মলদ্বারাদি লালবর্ণ—যেন **রক্তপূর্ণ**; কোন চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া উৎকট পীড়াদি হইলে; কোন ব্যাধি সারিয়া গিয়াও সারিতে চায় না; সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার না দর্শিলে; চক্ষু উঠা; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে বা পরে অল্পকালস্থায়ী অধিক পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব; জ্বালাকর যন্ত্রণাপ্রদ শ্বেত-প্রদর। যে সকল রোগীকে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে সাল্ফার দিয়া চিকিৎসা করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; কখনও রোগের প্রথমে ও শেষে এই ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। স্নান বা গা ধুইবার পর, বিছানার গরমে, বা দুই প্রহর রাত্রির পর, রোগের **বৃদ্ধি** এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সালফার প্রয়োগের পূর্ব্বে যেন ক্যাল্ক-কার্ব্ব ব্যবস্থা করা না হয়।

২৭। **সাইলিসিয়া** *।—"তন্তুজায়ু" অধ্যায়ে **সিলিকা** দ্রষ্টব্য। পুষ্টিকর আহারাদি সত্ত্বেও শিশু-দেহ বাড়ে না ও শুকাইতে

* "সাইলিসিয়া" শব্দটি বিশেষণ, ইহার পরিবর্তে "সিলিকা" শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

থাকে—শিশুর হাত পা সরু লিক্‌লিকে, পেটটি বড়, মুখখানি বৃদ্ধের মুখের মত; মাথায় বেশী ঘাম; টিকা (vaccination) জনিত কুফল; ছুঁচ, মাছের কাঁটা প্রভৃতি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিলিকা সেবনে উহাদের সহজে বাহির হইবার পক্ষে সহায়তা করে; শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি, এবং সন্ধির গ্রন্থির স্ফীততা; আঙ্গুলহাড়া; বিবিধ স্ফোটক; গণ্ডমালা জনিত ক্ষত; অস্থিরতা; মস্তকে দুর্গন্ধ পূযযুক্ত মামড়ী পড়া; হস্ত পদ চর্ব্বির অল্পতাহেতু সরু হইয়া যাওয়া; অস্থি এবং অস্থি-বেষ্টক আবরক ত্বকের পূয উৎপন্ন হওয়া; পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় রোগের বৃদ্ধি।

২৮। **সিকেলি-কর**।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ওলাউঠায় আক্ষেপ বা খিলধরা; ওলাউঠায় গাত্রদাহ হাত পা অবশ ও শ্বাসরোধ; পক্ষাঘাত; প্রসব-বেদনা, প্রসবান্তিক বেদনা, রক্তস্রাব; (বিশেষতঃ ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোকের); অসাড়ে দুর্ব্বলকর দুর্গন্ধযুক্ত সবুজবর্ণ ভেদ; আমাশয় হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে ও অধিক দিন স্থায়ী ঋতু; গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। প্রসব-ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন করিবার মানসে সিকেলি (বিশেষতঃ θ বা নিম্নক্রম) সেবন করান অতীব গর্হিত কার্য্য।

২৯। **সিনা***।—অন্ত্রনালীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। সর্ব্বদা নাসিকা চুলকানি (ক্রিমি থাকুক, বা না থাকুক), বা নাসিকার ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ; খিটখিটে স্বভাব; শিশু সদাই ঢোঁক গিলে, যেন কিছু গলায় ঠেলিয়া উঠিতেছে; সহসা পুনঃ পুনঃ প্রবল জ্বর; অনিদ্রা; ঘুংড়ি-কাসি; খেঁচুনি বা তড়কা, দাঁত কিড়মিড় করে; অঘোর অবস্থা (ক্রিমি জন্য); অন্ত্রে ক্রিমি; আহারে অরুচি অথবা দুষ্টক্ষুধা; রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ (শেযে-মোতা); দুগ্ধবৎ মূত্র; হুপিং-কাফ বা গলরোধক কাসি; ক্রিমিজনিত বিবিধ উপসর্গ।

৩০। **হিপার-সালফার**।—চর্ম্ম এবং শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। পূয উৎপাদন এবং সংবর্দ্ধন ইহার

* ইহার প্রকৃত উচ্চারণ "সাইনা (Cina)"।

প্রধান গুণ। শীতল বায়ু বা সামান্য বেদনা মোটে সহিতে পারেন না; স্পর্শদ্বেষ; সামান্য আঘাতে বা ছ'ড়ে গেলে, যাহাদের পূয জন্মে; **পূয-উৎপাদন** বা **পূয-নিবারণ** [বোরিক প্রভৃতি ডাক্তারেরা বলেন যে ফোড়া **পাকাইয়া** ফাটাইতে হইলে (অর্থাৎ পূযোৎপাদনার্থ) হিপার নিম্নক্রম (যথা ২x বিচূর্ণ) দিতে হয়, আর ফোড়া **বসাইতে** হইলে (অর্থাৎ পূযোৎপাদন নিবারণার্থ) হিপার উচ্চক্রম (যথা ৩০—২০০) দিতে হয়]; রক্তপূযপূর্ণ ফুস্কুড়ি; পূযযুক্ত ক্ষত; পচা ক্ষত, চারিধার লালবর্ণ; শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া ঘড়-ঘড়ে কাসি, ঘুংড়ি, বা হাঁপানি; "গলমধ্যে যেন মাছের কাঁটা আটকান রহিয়াছে" বোধ (গল-ক্ষতে পূয জন্মিবার ইহা পূর্ব্বলক্ষণ); দপ্‌দপ্ করা বা খোঁচাবেঁধাবৎ বেদনা; শীতবোধ; অহর্নিশি ঘর্ম্ম; **পেশীর দুর্ব্বলতা** হেতু কষ্টে মলত্যাগ ও ধীরে ধীরে মূত্রত্যাগ হয়; পারদ অপব্যবহার জনিত উপসর্গ; সোরা ও উপদংশ ধাতু; স্বরভঙ্গ; শ্বাসকষ্ট (বিশেষতঃ ঘুংড়ি কাসির প্রথম অবস্থায়); স্ফোটক; আঙ্গুলহাড়া; মাথায় শক্ত ফুস্কুড়ি; পুরাতন কাসি; পুরাতন অগ্নিমান্দ্য; অর্শ; কোষ্ঠবদ্ধতা; কর্ণ হইতে পূয পড়া; গর্ম্মির ক্ষত; ও দুর্গন্ধ পূয নিঃসরণে। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে **পারদ অপব্যবহার জনিত রোগে,** এবং পশ্চিম-বাতাসে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে, এই ঔষধ উপযোগী।

৩১। **হ্যামামেলিস**।—রক্তবহা শিরাসংগুলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীরের কোন শিরা হইতে **কৃষ্ণবর্ণ** (Passive) রক্তস্রাব, হ্যামামেলিস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। রক্তস্রাবী-অর্শ; আভ্যন্তরিক-যন্ত্র (যথা :—চক্ষু কর্ণ নাসিকা ফুসফুস জরায়ু মলদ্বার প্রভৃতি) হইতে **কাল কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব**। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শিরা স্ফীত; জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে কাল রজঃস্রাবে, এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ হয়।

তন্তুজায়ু

(টিসু-রেমেডিজ্ বা বায়-কেমিক্ ঔষধাবলি)।

বায়-কেমিক নিদান-তত্ত্বের উদ্ভাবক ডাক্তার সুস্‌লার বলেন যে, রক্তের শুক্লাংশ বা অণ্ডলাল (albumen), মেদ, শর্করা, জল, অম্ল ক্ষারাদি পদার্থচয় (inorganic salts অ-জৈব লবণ) জীব-তন্তু ও শোণিতের প্রধান উপাদান। ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোরিকা, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরিকা, ক্যাল্কেরিয়া-সালফিউরিকা, ফেরাম-ফস্ফোরিকাম্, কেলি-মিউরিয়াটিকাম, কেলি-ফস্ফোরিকাম্, কেলি-সালফিউরিকাম্, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ফোরিকা, নেট্রাম-মিউরিয়াটিকাম্, নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম্, নেট্রাম-সালফিউরিকাম, ও সিলিকা—এই দ্বাদশটি সল্ট (বা লবণ) দ্বারা জীব-দেহের তাবৎ তন্তু (tissue) ও অণুকোষ (cells) গঠিত। তিনি বলেন শরীরের এই সকল সল্টের কোনটির অভাব হইলেই, তন্তু ক্ষয় পাইয়া পীড়া জন্মে; এবং তাঁহার অভিমত এই যে, সেই বিশেষ সল্ট দ্বারা ক্ষয়-পূরণ করিতে পারিলেই সেই রোগ আরোগ্য হয়; এই হেতু উক্ত দ্বাদশটি সল্টের নাম "তন্তুজায়ু (Tissue Remedies)"। তাঁহার এই উক্তি কতদূর প্রামাণিক তাহা বিচার করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে উল্লিখিত ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথিক মতে সুস্থ দেহে পরীক্ষিত (proved) ও রুগ্নদেহে বারম্বার সুফল প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা এই বারটি ঔষধের প্রধান লক্ষণ এই পুস্তকে সংযোজিত করিয়া দিলাম। ডাক্তার সুস্‌লার প্রথমে হোমিওপ্যাথ ছিলেন; পরে স্বীয় নাম স্থায়ী করিবার প্রয়াসেই সম্ভবতঃ তিনি এই নব মত প্রচার করেন।

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া মতে বায়-কেমিক ঔষধের ক্রমও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুস্‌লার সাহেব ৬x—১২x বিচূর্ণ সাধারণতঃ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথগণ সকল ক্রমই (১x—১০০০) অবস্থানুসারে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

১। ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোরিকা ১২x—২০০।—অস্থিতে অর্ব্বুদ; কঠিন আব; অস্থি-সংযোগ স্থলের বিবৃদ্ধি; গ্রন্থি ফোলা; গ্রন্থি শক্ত হওয়া; চক্ষুতে ছানি পড়া; স্নায়ু স্ফীতি; ভগন্দর পীড়ার শোষ; অন্ত্র বৃদ্ধি; অর্শ; জরায়ু হইতে স্রাব; কাণে শক্ত খোল; হাত ফাটা; আল্গা অসমান বা ব্যথাযুক্ত দাঁত; শিশুর দেরিতে দাঁত উঠা; কাসি ও তৎসহ চাপ চাপ হল্‌দে গয়ার উঠা; শারীরিক যন্ত্রের বিশেষতঃ জরায়ুর স্থানচ্যুতি; হৃৎপিণ্ড ও কোষ এবং শিরার বৃদ্ধি; স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালী শুষ্ক বোধ করা।

উষ্ণ জলপানাদির পর পীড়ার **বৃদ্ধি**, ও দেহে আর্দ্র দ্রব্যের প্রয়োগে পীড়ার **উপশম**—এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

২। ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরিকা ২x—২০০।—অণ্ডলালা ক্ষরণ; রক্তহীনতা; **আহারাদি সত্ত্বেও শিশুর দেহ পুষ্ট না হওয়া**; অজীর্ণতা; শরীর শুকাইয়া যাওয়া; দেহের ভগ্ন অস্থির ভাল যোড় না লাগা; অস্থিব্যাধি; দেরিতে দাঁত উঠা; জানুর সংযোগস্থলে শ্বেতবর্ণ স্ফীতি; খিলধরা, খেঁচুনি ও অবসন্নতা; হাত পা শীতল; রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য; পৈতৃক ধাতু-দোষ জনিত গুটিকা-রোগ (যক্ষ্মা প্রভৃতি); মূত্রপিণ্ডের পীড়া; শ্বেত-প্রদর; হরিৎ পীড়া; নিশা-ঘর্ম্ম; ক্ষত; শীঘ্র শীঘ্র দাঁত নষ্ট হওয়া; বর্ষায় বাত হওয়া; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়; মেরুদণ্ড ও গ্রীবা বলহীন; মাথাধরা; কপালে প্রচুর ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ স্থূলকায় শিশুর)।

ঋতু পরিবর্ত্তন, স্নানের পর বা মলত্যাগের পর পীড়ার **বৃদ্ধি**, ও শয়ন করিলে পীড়ার **উপশম**—এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

৩। ক্যাল্কেরিয়া-সালফিউরিকা* ৩০, ২০০।—স্ফোটক, সর্দ্দি; শাদাটে হল্‌দে স্রাব; শরীরের কোনস্থানে পূযোৎপত্তির উপক্রমে; নেত্রনালীতে (cornea) ক্ষত কিম্বা পুরাতন আমাশয় বা

* পূর্ব্ববর্ত্তী শারীর-বিধানবিৎ আচার্য্যগণের মত খণ্ডন পূর্ব্বক পরবর্ত্তী জার্ম্মান্ শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে ক্যাল্কেরিয়া-সালফিউরিকা জীবদেহে নাই। সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাক্তার সুসলার পঁচিশ বৎসর চিকিৎসার পর এই

পুরাতন ক্ষত হইতে পাতলা পূয পড়া অথবা তজ্জনিত ঘুসঘুসে জ্বর হওয়া; মাড়ীতে ফুস্কুড়ি; যকৃৎ বা মূত্র-যন্ত্রের পীড়া; নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের তৃতীয় অবস্থায়; মাথা ধরা; গা বমি বমি; স্নায়ুশূল; দেহে স্পর্শানুভব-শক্তির আধিক্য; ফল ও অম্ল খাইতে ইচ্ছা; ফুস্কুড়ি বা ফোড়া (বিশেষতঃ মুখে); পুরাতন বাত; চর্ম্মরোগ; সর্দ্দি রোগ; অ্যালোপ্যাথিক মতে কোন রোগের চিকিৎসার পর।

৪। **কেলি-মিউরিয়্যাটিকাম্ ১২x বিচূর্ণ; ২০০।—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায়** ইহা অতীব ফলপ্রদ; ইহা প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর কার্য্যকারী। শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ; জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে শাদা কিম্বা ধূসর বর্ণের দাগ; পীড়ার পুরাতন অবস্থায় চাপ চাপ সর্দ্দি; কাসি; স্বরভঙ্গ; শুষ্ক শ্লেষ্মা; গলা বা কাণের বিচি আওরান; বায়ুনালী সংক্রান্ত পীড়া; গা-বমি সহ শিরঃপীড়া; কাণে ভোঁ-ভোঁ শব্দ বোধ; মুখে ক্ষত; মুখ মধ্যে লালার অভাব; ডিফথিরিয়া (প্রধান ঔষধ); অজীর্ণতা; মৃগীরোগ; বাত; বাত জনিত অস্থিসংযোগস্থল স্ফীত; শীতস্ফোট; গা ময় খুস্কি ও মরামাস; পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncles); কোষ্ঠকাঠিন্য; পাণ্ডু-রোগ; ইউষ্টেকিয়ান্ টিউব্-প্রদাহ জনিত বধিরতা, কাণে পূয (পুরাতন রোগে); গলক্ষত; পানি-বসন্ত; বসন্ত; আরক্ত-জ্বর; বিসর্পরোগ; একজিমা; ফুস্ফুস্-প্রদাহ (নিউমোনিয়া); ফুস্ফুস্-বেষ্ট-প্রদাহ (প্লুরেসি); শ্বেত-প্রদর; উপদংশ রোগ; প্রমেহ; রজঃকৃচ্ছ্র; রক্ত-প্রদর; শোথ; উদরাময়; সান্নিপাত-জ্বর; প্লেগ; অজীর্ণতা হেতু হাঁপানি; স্নেহসার বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জনিত পেটের বেদনা প্রভৃতিতে। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধি—এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

ঔষধটি তাঁহার মেটিরিয়া-মেডিকা হইতে বাদ দেন!! আমাদের কিন্তু ইহা বাদ দিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ ইহা জায়ু-বিচারণ বা হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষার (proving) পর আশাতীত সুফল প্রদান করিতেছে।

৫। কেলি-ফস্ফোরিকাম্ ৩x—১২x বিচুর্ণ, ৩০, ২০০। ইহা মাংসপেশী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক ও রক্তের ঔষধ। মন ভেঙ্গে পড়া (বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া থাকে); স্নায়বিক অবসন্নতা; স্নায়ুরোগ; রক্ত দূষিত হওয়া; পচনশীল অবস্থা; সন্নিপাত-জ্বর; দুষ্টক্ষত; মল ও স্বেদাদি-স্রাব মাত্রেই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; দেহের কোন স্থানে পচনের প্রথম অবস্থা; গা-ময় ফুস্কুড়ি; দুর্গন্ধযুক্ত সর্দ্দি; নাসারন্ধ্র হইতে দুর্দ্দমা দুর্গন্ধময় স্রাব নিঃসরণ; উদরাময়; কর্ণে বেদনা; ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া; হাঁপানি; সর্দ্দি-কাসি জনিত গ্রীষ্মকালীন জ্বর; চক্ষু রক্তবর্ণ; পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা; মৃগীরোগ; অধিক পরিমাণে সুরাপান জনিত অনিদ্রা প্রভৃতি; পেটের বেদনা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (মানসিক বা শারীরিক)। রক্তের বর্ণ কৃষ্ণাভ; নাড়ী দুর্ব্বল—গতি প্রথমে দ্রুত ও পরে মন্দ; স্মৃতি-শক্তি কমিয়া যাওয়া; অজীর্ণতা; সূতিকা-জ্বর; কৃষ্ণবর্ণ বসন্ত; রক্তস্রাব; গা-ময় খুস্কি; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; অণ্ডলালাযুক্ত মূত্র; গুল্মবায়ু; উন্মত্ততা; নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ; আলোকে বা খোলা জায়গায় যাইতে ভয়; শিরোঘূর্ণন; পাকাশয় প্রদাহ; পাকাশয়ের ক্ষত; হুপ্‌কাসি; বাত; আমবাত; স্নায়বিক কম্পন; পরিশ্রম জনিত হাঁপ বা খিলধরা; রজসাধিক্য।

শব্দ, ঠাণ্ডাবায়ু লাগান, বেশী শ্রম বা পড়াশুনায় পীড়ার বৃদ্ধি; আস্তে আস্তে বেড়ান, সদালাপ করা, বাতাস খাওয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নানাদিতে উপশম বোধ এই ঔষধের লক্ষণ।

৬। কেলি-সাল্ফিউরিকাম্ ৬x—১২x বিচুর্ণ, ২০০।—শ্লেষ্মাময় হল্‌দে, আঠাযুক্ত স্রাবে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রদাহ ও শ্লেষ্মার তৃতীয় অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক প্রকার চর্ম্ম-রোগেও ইহা উপকারী। ঘড়্‌ঘড়ে শ্লেষ্মা ও সর্দ্দি সহ হাঁপানি; গলা, কাণ, পাকাশয়াদি হইতে হরিদ্রাবর্ণ কর্দ্দমবৎ শ্লেষ্মাদি নিঃসরণ; মাথাধরা (ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম); খুস্কি; আগুনের আঁচ লাগিলে মাথা যেন ঝল্‌সে যায়;

প্রদর-স্রাব হরিদ্রাবর্ণ; শরীরে ব্যথা (ব্যথা নড়ে বেড়ায়); গা-ময় দাদ বা মরামাস; শরীরে অক্সিজেন অভাব হেতু মাথাঘোরা; শরীর হইতে তাপ বা শীত নিঃসরণ; দন্তশূল প্রভৃতিতে। আরক্ত জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসর্পরোগ, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ (Bronchitis), ঘুংড়ি-কাসি, ডিফ্থিরিয়া, হুপ-কাসি, ফুস্ফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া), ওলাউঠা, সান্নিপাতিক-জ্বর প্রভৃতি রোগের তৃতীয় অবস্থা; ম্যালেরিয়া-জ্বর; পাকাশয়ে শ্লেষ্মা বশতঃ পাণ্ডুরোগ; শূলবেদনা; পাকাশয়ে ভারবোধ; অজীর্ণতা, ঠোঁটের ছাল উঠে যাওয়া; মুখমণ্ডল, জিহ্বা, মুখগহ্বর বা যে কোন শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর উপত্বক জন্মান; অর্দ্ধ অঙ্গের পক্ষাঘাত; নাসারন্ধ্র বা কাণ হইতে দুর্দ্দম্য দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ; কর্ণে অর্ব্বুদ; একজিমা; বিচর্চ্চিকা; ফোড়া হামা বসিয়া যাওয়া হেতু উপসর্গ; নখরোগ প্রভৃতিতে।

ঘরের ভিতর (বিশেষতঃ জানালা বন্ধ থাকিলে), গরম স্থানে, বা গ্রীষ্মকালে এবং সূর্য্যাস্তের পরই পীড়ার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা জায়গায়, অনুষ্ণ শুষ্ক ঋতুতে উপশম বোধ এই ঔষধের লক্ষণ।

৭। নেট্রাম-মিউরিয়্যাটিকাম ১২x বিচূর্ণ, ৩০, ২০০।—নৈরাশ্য, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় বোধ করা; অনবরত তৃষ্ণা, দেহের অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখ শুকিয়ে উঠা; লবণ খাইতে প্রবল ইচ্ছা; কোষ্ঠকাঠিন্য এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রক্তহীনতা; মুখ ফ্যাকাসে; মাথা ধরা; হৃৎপিণ্ডাদির স্পন্দন; মানসিক বিষণ্ণতা; গলা সরু ও ক্ষীণ হওয়া; ওষ্ঠ শুষ্ক; ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষত; অধর বা ওষ্ঠের মধ্যস্থান ফাটা; জ্বর-ঠুঁটা; শ্লেষ্মা গাঁজলাযুক্ত ও পরিষ্কার; আঙ্গুলহাড়া; পায়ের আঙ্গুলে কড়া; নখের নানা-বিধ পীড়া; সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর (দশটা এগারটার সময় কম্প আসা, শীতাবস্থায় বা তৎপূর্ব্বে তৃষ্ণা, তাপাবস্থায় তৃষ্ণা না থাকা, প্রবল শিরঃপীড়া, কুইনাইন আটকান জ্বর প্রভৃতি উপসর্গে); পরিষ্কার জলের ন্যায় শ্লেষ্মা ঝরা; খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও শিশুর শরীর না গড়া;

ভগন্দর; ক্ষতযুক্ত মাঢ়ী; পৃষ্ঠ-বেদনা (রোগীর বোধ হয় পিঠ যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে); রোগীর গা দেখিতে সদাই যেন তেল মাখা; শাদা গাঁজলাযুক্ত লালা; সহসা রক্ত-সঞ্চলন-ক্রিয়ার লোপ; যে কোন তরুণ-পীড়া হেতু হৃৎপিণ্ডের পেশীচয়ের পক্ষাঘাত; ফুস্ফুস পাকাশয় প্রভৃতি হইতে রক্ত-স্রাব; অতি মাত্রায় সুরাপান হেতু প্রলাপাদি নানা উপসর্গ; ফুস্ফুসে শোথ; গ্রীষ্মকালীন সর্দ্দি কাসির জ্বর; গভীর নিদ্রা বা অনিদ্রা; মৃগীরোগ ও তৎসহ মুখ দিয়া গাঁজলা উঠা; সর্দ্দিগর্ম্মি (৬x সেবন, ও কপালে এবং ব্রহ্মতালুতে শীতল জল সিঞ্চন—সাবধান, যেন মাথার পিছনে বা ঘাড়ে জল না লাগে); বোল্‌তা, ভীমরুল বা বিষাক্ত সরীসৃপাদির দংশন; কুইনাইন-চাপা জ্বর; আমবাত বা গা-চুলকানি; ভাল খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও রোগীর দেহ শুকিয়ে যাওয়া; সন্ধিবাত।

শীতকালে; সমুদ্রতীরে বাস; প্রস্রাবের পর; কুইনাইন, আর্সেনিক, মার্কারি, নাইট্রেট্‌-অভ্‌-সিল্‌ভার, সালফার প্রভৃতির অপব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি; খোলা জায়গায় থাকা, ঠাণ্ডা জলে স্নান, দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে রোগের উপশম বোধ, এই ঔষধের লক্ষণ। "নেট্রাম-মিউর" ৫১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮। নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম্ ৩x—১২x বিচূর্ণ; **৩০—২০০।—ইহা অম্ল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ;** টক ঢেঁকুর বা বমন; বাত বা সন্ধিবাত; ঘর্ম্মে টক গন্ধ; শরীরে মূত্রাম্ল (ইউরিক-অ্যাসিড) থাকা; চক্ষু হইতে হরিদ্রাবর্ণের স্রাব, মূত্রাশয়াদি হইতে **হরিদ্রাবর্ণের** স্রাব ও তৎসহ জ্বালা; সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর ও তৎসহ অম্ল বমন; প্রচুর পরিমাণে অম্ল-দুগ্ধ ক্ষরণ; শুক্রমেহ; মেরুদণ্ড ক্ষীণ; দেহ দুর্ব্বল; অম্ল জনিত উদরাময়; শিশুর গাত্রে টক গন্ধ; অধিক পরিমাণে চিনি বা মিছিরি সহ দুগ্ধ খাওয়া হেতু শিশুর ল্যাক্‌টিক্‌-অ্যাসিড্‌ বৃদ্ধি জনিত রোগচয়; মেদ বা রসাস্রাবী গ্রন্থি ফোলা; প্রমেহ রোগ; বুকজ্বালা, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকাশয়ে অম্ল; অম্লজনিত অজীর্ণতা; পূযোৎপত্তি; মৃগীরোগ; বিসর্প রোগ; টিকা দেওয়া হেতু

কুফল হইলে ; মাথাধরা, শিরোঘূর্ণন ; নিশ্বাসে অম্ল গন্ধ ; চক্ষু-প্রদাহ ; এক কাণ গরম এবং লালবর্ণ হওয়া ও তৎসহ চুলকানি থাকা ; নাক চুলকান, নাকে সদাই দুর্গন্ধবোধ ; মুখ লাল হয়ে ফুলে উঠা ; অম্ল বা তামাটে স্বাদ ; জিহ্বামূলে হলদে দাগ ; পাকাশয়ের ক্ষত ; পাকাশয়ে বায়ু জমা ; ক্রিমি থাকা হেতু পেট ব্যথা বা বক্রদৃষ্টি ; কোষ্ঠকাঠিন্য ; মলত্যাগকালে কোঁথ পাড়া ; মলের রং শাদা বা সবুজ ; বহুমূত্র রোগ ; অম্ল রোগ হেতু মূত্রধারণে অসমর্থতা ; শ্বেত-প্রদর ; ক্ষয়কাস ; হৃৎপিণ্ডের কম্পন ; দুর্ব্বলতা হেতু পদস্খলন ; জানু গুল্‌ফ প্রভৃতি সন্ধিস্থানে বেদনা ; চুলকানি হেতু অনিদ্রা ; একজিমা—মধুর বর্ণের ন্যায় স্রাবের বর্ণ ; শিশুর শরীর শীর্ণ হওয়া।

বজ্রপাতকালে, চর্ব্বিযুক্ত বা মিষ্ট খাদ্য খাওয়া হেতু রোগের বৃদ্ধি।

৯। নেট্রাম-সালফিউরিকাম ১২x বিচুর্ণ, ৩০—২০০।—পিত্তঘটিত রোগ সমূহের এবং যাহাদের শরীরে জলের ভাগ বেশী, তাহাদের পক্ষে, ইহা মহৌষধ। পিত্তজ্বর, পিত্তযুক্ত তিক্ত-বমন, উদ্গার বা উদরাময়, পিত্ত জনিত শিরঃপীড়া, তিক্তাস্বাদ, কটা জিহ্বা। বায়ো-কেমিক মতে ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জার একমাত্র ঔষধ। পাণ্ডুরোগ ; শীতজ্বর ; পাকাশয়ে বায়ু হেতু ফিক-বেদনা ; ম্যালেরিয়া-জ্বর ; যকৃতের পীড়া ; সর্দ্দি, হরিদ্রাভ বা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব ; বহুমূত্র রোগ ; মূত্রপিণ্ডের পীড়া ; অজীর্ণ-রোগ ; হাঁপানি ; বায়ুভুজনলীতে শ্লেষ্মা জমা ও তৎসহ হলদে বা সবুজ বর্ণের গয়ার উঠা ; নিদ্রাকালে হাত পা মোচড়ান বা খেঁচুনি ; প্রলাপ ; মস্তিষ্কে আঘাত হেতু মানসিক যাতনা ; কোষ্ঠকাঠিন্য ; ওলাউঠা ; উদরাময় ; শিশু-বিসূচিকা ; সীস-শূল (Lead-colic or Painters-colic) ২x সেবন ; রক্তে শ্বেতকণাধিক্য ও লোহিত কণার হ্রাস ; পিত্তকোষে যাতনা ; পুরাতন প্রমেহ-রোগ ; বিসর্প-রোগ ; বাত বা সন্ধিবাত (বিশেষতঃ শ্লেষ্মাপ্রবণ-ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের) ; যকৃৎ পীড়া হেতু শোথ ; মূত্রাবরোধ, মূত্র ধারণে অসমর্থতা ; স্নায়ুশূল (ম্যালেরিয়া

জনিত); স্তনে দুগ্ধ হ্রাস করিতে হইলে; চক্ষুর পাতা যুড়িয়া যাওয়া (রোগীর আলোকে যাইতে ভয়); কর্ণ-শূল; কর্ণে ঢং ঢং শব্দবোধ; (নাসিকা হইতে উপদংশ জনিত) দুর্গন্ধময় পূযস্রাব; নাকে মুখে (লঙ্কার ন্যায়) জ্বালা; খাদ্য মাত্রই আস্বাদ বিহীন; দন্তশূল ও তৎসহ মাঢ়ীতে জ্বালা (ধূমপানে উপশম বোধ); পাথরী-রোগ; গর্ভাবস্থায় বমন; কাসির সময় বুকে ব্যথা হেতু বুক চাপিয়া ধরা; পায়ে বা গুল্‌ফে শোথ; গভীর নিদ্রা; হাঁপানির জন্য রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ; ফোড়া; দদ্রু (২০০)*।

বর্ষার হাওয়ায়, আর্দ্র ভূমিতে বা জলাশয়ের নিকটে বাস, জলজ উদ্ভিদ বা মৎস্যাদি আহারে বা বামপাশে শুইলে, রোগের **বৃদ্ধি**; শুষ্ক গরম খোলা স্থানে বাস হেতু পীড়ার **উপশম**, ঔষধটির লক্ষণ।

১০। **ফেরাম্-ফস্ফোরিকাম** ১x—২০০। চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, পাকাশয়, ক্ষত প্রভৃতি যে কোন স্থানে **প্রদাহের প্রথম অবস্থায়**—বায়ুনলীভুজপ্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস); ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (নিউমোনিয়া); ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট প্রদাহ (প্লুরেসি); প্রাদাহিক জ্বর সমূহ; শিরঃপীড়া; শিরোঘূর্ণন। বাত; কটিবাত; বিসর্পরোগ; গলক্ষত; কাসি; সর্দ্দি; মস্তকে শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রথম অবস্থায়। উজ্জ্বল লোহিত শোণিতস্রাব; অর্শ; আমাশয়; নাক দিয়া রক্ত পড়া; স্ফোটক; পৃষ্ঠ-ব্রণ; শরীরে যেখানে সেখানে ফোলা এবং তৎ তৎ স্থান উত্তপ্ত হওয়া; মূত্র ধারণে অসমর্থতা; শিরঃপীড়া হেতু মাথা দপ্ দপ্ করা; ঠাণ্ডা লাগা হেতু বেদনাযুক্ত উদরাময়; অজীর্ণতা; বমি হওয়া।

ফেরাম-ফস্ ৩x জলপটি বা মলম, অর্শ-রোগে বাহ্য প্রয়োগ।

নড়িলে চড়িলে বা উত্তাপ প্রদানে, উল্লিখিত পীড়াচয় **বৃদ্ধি**; এবং ঠাণ্ডায় **উপশম** হইলে, ফেরাম-ফস্ ফলপ্রদ।

---

* ডাক্তার ভন্ ভার গল্‌টজ বলেন যে, নেট্রাম-সাল্‌ফ ২০০ দদ্রুর অব্যর্থ ঔষধ। আমরাও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে এই ঔষধের ৫০০ শক্তি সেবন করাইয়া একটি বালককে নির্দ্দোষরূপে নিরাময় করিয়াছিলাম।

১১। ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ফোরিকা ১x—১২x বিচূর্ণ; ৩০—২০০।—খামচান খিলধরা স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যুষ্ণ জলসহ নিম্নক্রমের বিচূর্ণ সেবনে, বেদনার নিবৃত্তি হয়। মাথা, মুখ, দন্ত, পাকাশয়াদিতে বেদনা; স্নায়ুশূল; ঘ্রাণ-শক্তির লোপ; খিলধরা; খেঁচুনি; হুপকাসি; পেশীতে খিলধরা; ধনুষ্টঙ্কার; আক্ষেপ হেতু মূত্রাবরোধ; আক্ষেপ সহ কাসি; শরীর কাঁপা; অনিচ্ছায় (মুখ) হস্তপদাদি পেশীর স্পন্দন; দীর্ঘকাল সুরাপান হেতু নানাবিধ উপসর্গ; কেরাণী প্রভৃতির হস্ত কম্পন; গুল্মবায়ু; অত্যন্ত চুলকানি; হৃৎপিণ্ডে ব্যথা; হাঁপানি; রক্তস্রাবী অর্শ; কোষ্ঠবদ্ধতা; জলের মত পাতলা সর্দ্দি পড়া (ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম); বাত-বেদনা; দাঁতকপাটি লাগা; হিক্কা; পক্ষাঘাত হেতু প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন; তোঁৎলামি; গা-ময় চুলকানি; তালুমূল-প্রদাহ; পিত্তশিলা ও তৎসহ শূলবেদনা (৩x গরম জলে সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ); বিবমিষা বা বমন; পাকাশয়ে বায়ু জমা; অজীর্ণতা; মৃগীরোগ; হাই উঠা; অতিরিক্ত ঘাম হওয়া; অনিদ্রা।

ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলে বা ঠাণ্ডা লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি (বিশেষতঃ দক্ষিণ অঙ্গে)। তাপ লাগান অথবা জোরে চেপে ধরা বা ঘষা কিম্বা শরীর দ্বিভাঁজবৎ হইলে বেদনার উপশম, ঔষধটির লক্ষণ।

১২। সিলিকা ১২x বিচূর্ণ, ৩০—১০০০। পৃষ্ঠাঘাত, আঙ্গুলহাড়া, ক্ষত, ব্রণ, ফোড়া, টিকা জনিত ঘা, অর্ব্বুদ প্রভৃতি যে সকল প্রদাহ হইতে তরল পূয নির্গত হয়; হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের মস্তকে ঘর্ম্ম; উদর বড়, কিন্তু হাত পা ছোট; কোষ্ঠকাঠিন্য; মলের কিয়দংশ নির্গত হইয়া পুনরায় ঢুকিয়া যাওয়া; শরীরে জীবনীশক্তি ও উত্তাপের অভাব; সহজেই সর্দ্দি লাগা; পুরাতন শিরঃপীড়া; পদে বা বগলে অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম; অস্থিক্ষত, উরুসন্ধির পীড়া প্রভৃতি অস্থিব্যাধি;

নিশাঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মাথায় ও ঘাড়ে); দীর্ঘকালস্থায়ী মৃদু জ্বর; যক্ষ্মা-রোগ; পুরাতন বাত বা সন্ধিবাত; মানসিক-শক্তি অপেক্ষা শারীরিক-শক্তির প্রাচুর্য্য হেতু শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়া; শ্রবণ-শক্তির প্রাবল্য; অন্যমনস্ক থাকা; কথাবার্ত্তা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে চাহে; বিবমিষা; অন্তরে খুব শীতবোধ; মাংস বা গরম খাদ্যে অরুচি; চুল উঠে যাওয়া; পদ-ঘর্ম্ম বন্ধ * হেতু চক্ষুতে ছানি; পক্ষাঘাত; সন্ন্যাস-রোগ; বধিরতা; নাকের ডগা লাল বা ক্ষতযুক্ত হওয়া; নাসিকার অস্থিতে অর্ব্বুদ ও ঘা, এবং তথা হইতে পূয পড়া; জিহ্বায় বা ওষ্ঠপ্রান্তে ঘা; শ্বেত-প্রদর; স্নায়ুশূল; নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর স্থূলতা হেতু নাক বুজে যাওয়া; প্রস্তর-কর্ত্তনকারীর বা জাঁতা-ওয়ালাদের হাঁপানি; পাথরী-রোগ; চোখে পূয হওয়া; জানুর সন্ধিতে শোথ; মৃগীরোগ (অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বৃদ্ধি); যন্ত্রণাপ্রদ অর্শ; দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়; ভগন্দর; মূত্রাম্ল বা ইউরিক-অ্যাসিড; পুরাতন প্রমেহ রোগ; স্তনে বা স্তনের বোঁটায় ক্ষত; পুরাতন ভুজনলী প্রদাহ; ক্ষয়কাসি জনিত ফুসফুসে ফোড়া; হৃৎপিণ্ডের প্রবল কম্পন; পুরাতন রোগ; রক্তের উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা (“সাইলিসিয়া” ৫২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রাত্রিকালে, পূর্ণিমা-অমাবস্যায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, রোগের বৃদ্ধি; উত্তাপে বা উষ্ণ গৃহে, মাথায় গরম কাপড় জড়াইলে বা অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে, পীড়ার উপশম, এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

১৩। **টেথেলীন**।—সম্প্রতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার T.E. Robertson টেথেলীন (Tethelin) নামক একটি পদার্থ জীবদেহে (in the pituitary body at the base of the brain) আবিষ্কার করিয়াছেন ও জীবদেহ হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। ইহা সেবন করিলে নাকি মানবদেহ ত্বরায়

---

* ঘর্ম্ম নিবারণার্থ অনেকে ফুট্‌-পাউডার (Foot-Powder), ব্যবহার করেন। উহাতে আশু ঘর্ম্ম বন্ধ হয় বটে; কিন্তু উপরিউক্ত কঠিন পীড়াগুলির সূচনা হয়। সিলিকা প্রয়োগে পা ঘামা ও উপরি উক্ত পীড়াগুলির শান্তি হয়।

বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং আমরা আশা করি, "তন্তুজায়ু"-মতে টেথেলীনও শীঘ্র একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়া দাঁড়াইবে। (*The Indian Daily News*, March 1, 1917 দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গ বিশেষের ঔষধ।

দক্ষিণ অঙ্গ আক্রান্ত হইলে:—অরাম, আর্জেণ্ট-নাই, এপিস, কলোসিন্থ, ক্যান্থেরিস, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চেলি, নাক্স-ভ, পাল্‌স, বেল, ব্রায়ো, বোর‍্যাক্স, ব্যাপ্টিসিয়া, সিকেলি, লাইকো।

বাম অঙ্গ আক্রান্ত হইলে:—অ্যাসাফিটিডা, আর্জ-নাই, ফস্ফো, ইউফর্ব্বিয়া, ক্রোকাস, ক্যাপ্সিকাম, মেজেরিয়াম, ল্যাকেসিস, ষ্ট্যানাম, সাইনা, সালফ, সিলিকা।

দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) আক্রান্ত হইলে:—অ্যাগা, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, ল্যাকেসিস।

কোন অঙ্গের বিপরীত কোণদ্বয় (diagonally) আক্রান্ত হইলে:—অ্যাগা, ফস্ফো।

২। ভেষজ-শক্তি ও ভেষজক্রিয়া-স্থিতিকাল

সম্বলিত

গ্রন্থোক্ত ভেষজ-তালিকা।

সূচনা।

[দি = দিন। ঘ = ঘণ্টা। বি = বিচূর্ণ]।

এই **অনুচ্ছেদের** প্রতি পৃষ্ঠায় চারিটি করিয়া স্তম্ভ আছে। প্রথম স্তম্ভে বঙ্গভাষায় বর্ণানুক্রমে ঔষধের **নাম**, দ্বিতীয় স্তম্ভে উহার **সংক্ষিপ্ত** নাম, তৃতীয় স্তম্ভে **ভেষজ-শক্তি** (drug-potency) অর্থাৎ সচরাচর-ব্যবহৃত ঔষধটির "ক্রম (dilutions)" বা "শক্তি (potencies)", ও চতুর্থ স্তম্ভে রোগী-দেহে উক্ত ভেষজ-শক্তির **ক্রিয়া-স্থিতিকাল** (duration of action of the potentised drug—অর্থাৎ শক্তীকৃত ঔষধটির কার্য্যফল রুগ্ন-শরীরে কতক্ষণ* পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিতে পারে), লিখিত হইয়াছে :—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
অরাম-মিউর-ন্যাট্রো ...	অরাম-মি-নে ...	২—৩ বি ...	—
অরাম্-মেট্যালিকাম্ ...	অরাম্ ...	৪x বি—৩০।	৫০—৬০ দি

* শক্তীকৃত কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্থিতিকাল রোগের প্রকৃতির উপর ও রোগীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে (Dr. Gibson Miller's *Relationship of Remedies*, পৃষ্ঠা ১ দ্রষ্টব্য); সুতরাং চতুর্থ-স্তম্ভে-লিখিত "স্থিতিকাল" অর্থে "মোটামুটি স্থিতিকাল" বুঝিতে হইবে। যথা, নাক্স-ভমিকার কোন ডাইলিউষান্ সেবিত হইলে উহার কার্য্যফল সচরাচর এক দিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত, বা আকোনাইট-ক্রমের ক্রিয়াফল-স্থিতিকাল প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত, রোগী-দেহে বিদ্যমান থাকিতে পারে।

স্বনামধন্য ফরাসি ডাক্তার জার বলিয়া গিয়াছেন যে সাধারণতঃ তরুণ পীড়ার প্রচণ্ডতা অনুসারে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্থিতিকাল ন্যূনাধিক ১৫ মিনিট

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
অশ্মিয়াম ...	অশ্মি ...	৬ ...	—
আইবেরিস্ ...	আইবে ...	θ—৩ ...	—
আইরিস্-ভার্সিকলার্...	আইরি ...	θ—৩০ ...	—
আয়োডিয়াম ...	আয়ড্ ...	θ, ৩—৩০।	৩০—৪০ দি
আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম	আর্জ-নাই ...	৩—৩০ ...	৩০ দি
আর্জেণ্টাম-মেট্যালিকাম	আর্জ-মেট ...	৩—৬ বি ...	২১—৩০ দি
আর্টিকা-য়ুরেন্স্ ...	আর্টি ...	θ—৬x ...	—
আর্ণিকা-মণ্টেনা ...	আর্ণি ...	θ—৩, ২০০।	৬—১০ দি
আর্সেনিকাম্-আয়ড ...	আর্স-আয়ড্ ...	৩x—৩ বি ...	—
		(জলসহ বিচূর্ণ সেবন নিষিদ্ধ)।	
আর্সেনিকাম্-অ্যাল্বাম্	আর্স ...	৩x—২০০ ...	৩৬—৪০ দি
আর্সেনিকাম-সাল্ফ-ফ্লে	আর্স-সাল্ফ ...	৩ বি ...	—
অ্যাকোনাইট্-ন্যাপ্ ...	অ্যাকোন্ ...	৩x—৩০ ...	½—৪৮ ঘ
অ্যাক্টিয়া-রেসিমোসা ...	অ্যাক্টি-রে ...	৩, θ—৩০	৮—১২ দি
অ্যাক্টিয়া-স্পাইকেটা ...	অ্যাক্টি-স্পা ...	৩ ...	১ ঘ—২১ দি
অ্যাগাভে-আমেরিকেনা	অ্যাগাভ্ ...	θ ...	—
অ্যাগারিকাস্-মাস্কে ...	অ্যাগার ...	৩—২০০ ...	৪০ দি
অ্যাগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্ ...	অ্যাগ্নাস্ ...	১—৬ ...	৮—১৪ দি
অ্যাট্রোপিন্ ...	অ্যাট্রোপি ...	২ বি ...	—
অ্যান্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম	অ্যান্টি-ক্রুড্ ...	৩—৬ ...	৪০ দি
অ্যান্টিমোনিয়াম্-টার্টারি	অ্যান্টি-টার্ট ...	২—৩ বি, ৬—৩০ ...	২০—৩০ দি

হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত, এবং পুরাতন রোগে উহার স্থিতিকাল মোটামুটি পাঁচ দিন হইতে আট দিন পর্য্যন্ত, ধরিয়া লইলেই যথেষ্ট; পরে (আবশ্যক হইলে) ঔষধটি পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা চলে (*Hull's Jahr*, 6th American Edition পৃষ্ঠা ১৫—১৭ দ্রষ্টব্য)।

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
অ্যানাকার্ডিয়াম্-ওরি ...	অ্যানাকা ...	৩—৬ ...	৩০—৪০ দি
অ্যাম্ব্রাসিনাম ...	অ্যাম্ব্রা ...	৩০ ...	—
অ্যাব্রোটেনাম ...	অ্যাব্রো ...	৩—৩০ ...	—
অ্যাভিনা-স্যাটাইভা ...	অ্যাভিনা ...	θ (উষ্ণ জল সহ সেব্য)।	
অ্যামিল্-নাইট্রোসাম্ ...	অ্যামিল-নাই ...	১x—৩ ...	—
অ্যামোনিয়াম-কার্ব্ব ...	অ্যামন-কার্ব্ব...	নিম্নক্রম—৩...	৪০ দি
অ্যাম্ব্রা-গ্রিষিয়া ...	অ্যাম্ব্রা ...	২—৩ ...	৪০ দি
অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া-কন্সট্রিক্টা	অ্যাল্‌ষ্টো ...	θ—৩x ...	—
অ্যালিউমিনা ...	অ্যালিউমি ...	৬—৩০ ...	৪০—৬০ দি
অ্যালিউমেন্ ...	অ্যালিউমে ...	১—৩০।	দীর্ঘকাল স্থায়ী
অ্যালো-সকোট্রিনা ...	অ্যালো ...	১—২০০ ...	৩০—৪০ দি
অ্যাল্লিয়াম্-সিপা ...	অ্যাল্লি-সি ...	১—৩ ...	১ দি
অ্যাল্লিয়াম্-স্যাটাইভা ...	অ্যাল্লি-স্যা ...	৩—৬ ...	—
অ্যাসাফিটিডা ...	অ্যাসাফি ...	২—৩০ ...	২০—৪০ দি
অ্যাসিড্-অক্স্যালিক্ ...	অ্যাসি-অক্স ...	৩—৩০ ...	—
অ্যাসিড্-অ্যাসেটিকাম ...	অ্যাসি-অ্যাসে	৩—৩০ ...	১৪—২০ দি
অ্যাসিড্-কার্ব্বলিকাম্ ...	অ্যাসি-কার্ব্ব...	১—৩, ২০০।	—
অ্যাসিড-নাইট্রিকাম্ ...	অ্যাসি-নাই ...	৩x—৩০ ...	৪০—৬০ দি
অ্যাসিড-পিক্রিকাম্ ...	অ্যাসি-পিক্রি ...	১—৬ ...	—
অ্যাসিড্-ফস্ফোরিকাম্	অ্যাসি-ফস্ ...	২x—৩০ ...	৪০ দি
অ্যাসিড্-ফ্লুয়রিকাম্ ...	অ্যাসি-ফ্লু ...	৬ ...	৩০ দি
অ্যাসিড্-মিউরিয়্যাটিক	অ্যাসি-মিউর ...	১—৬ ...	৩৫ দি
অ্যাসিড্-সাল্‌ফিউরিক ...	অ্যাসি-সাল্‌ফ	θ—৩০ ...	৩০—৬০ দি
অ্যাসিড্-হাইড্রোসিয়ানিক	অ্যাসি-হাইড্রো	১—৩ ...	—
ইউক্যালিপ্ট্যাস্ ...	ইউক্যালি ...	θ ...	—
ইউপ্যাটোরিয়াম-পার্ফি ...	ইউপ্যাট-পার্ফ	১... ...	—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ইউপ্যাটোরিয়াম্-পার্ফো	ইউপ্যাটু-পার্ফ	θ—৩ ...	১—৭ দি
ইউফর্ব্বিয়াম্ ...	ইউফর্ব্বি ...	৩—৬ ...	৫০ দি
ইউফ্রেষিয়া ...	ইউফ্রে ...	θ—৩ ...	৭ দি
ইউরেণিয়াম্-নাইট্রি ...	ইউরে ...	২—৩ বি ...	—
ইগ্নেষিয়া ...	ইগ্নে ...	θ—২০০ ...	২ ঘ—৯ দি
ইথিউজা ...	ইথিউ ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জিনাম্ ...	ইন্‌ফ্লু ...	৩০—২০০ ...	—

ইস্থাস্থি [প্রকৃত উচ্চারণ "ওস্থাস্থি"] "ওস্থাস্থি" দ্রষ্টব্য।

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ইপিক্যাকুয়্যান্‌হা ...	ইপি ...	৩x—৩০ ..	২ ঘ—৪ দি
ইরিজেরণ ...	ইরিজে ...	θ—৩ ...	—
ঈল্যাপ্স-কোরাল্লিনাস্ ...	ঈল্যাপ্স্ ...	৬—৩০ ...	—

ঈস্কিউলাস্ [প্রকৃত উচ্চারণ "এস্কিউলাস্"] "এস্কিউলাস" দ্রষ্টব্য।

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
একিন্নেষিয়া ...	একিন্নেষিয়া ...	θ ...	—
এপিস্-মেল্লিফিকা ...	এপি ...	θ—৩০ ...	—
এপিয়াম-গ্রেভিওলেন্স ...	এপি-গ্রে ...	১—৩০ ...	—
এরাম্-ট্রাইফিল্লাম্ ...	এরাম্ ...	৩—৩০ ...	১—২ দি
এলাটেরিয়াম্ ...	এলাটে ...	২—৬ ...	—
এস্কিউলাস ...	এস্কিউ ...	θ—৩ ...	৩০ দি
ওস্থাস্থি-ক্রোকেটা ...	ওনেস্থি ...	৩—৬ ...	—
ওপিয়াম্ ...	ওপি ...	৩—২০০ ...	৭ দিন
ওরিগেনাম্ ...	ওরি ...	৩ ...	—
ওলিয়েণ্ডার ...	ওলি ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
ওসিমাম-কেনাম্ ...	ওসি ...	৩—২০০ ...	—
ককিউলাস্-ইণ্ডিকা ...	ককিউ ...	৩—৩০ ...	৩০ দি
কক্কাস্-ক্যাক্টাই ...	কক্কাস্ ...	১x বি—৩০।	—
কণ্ডিউর‍্যাঙ্গা ...	কণ্ডিউ ...	θ—১x ...	—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
কফিয়া-ক্রুডা ...	কফি ...	৩—২০০ ...	১—৭ দি
কর‍্যাল্লিয়াম-রিউব্রাম্ ...	কর‍্যাল্ ...	৩—৩০ ...	—
কল্‌চিকাম্ ...	কল্‌চি ...	θ—৩০ ...	১৪—২০ দি
কলিন্সোনিয়াম্ ...	কলিন্সো ...	θ—৩, ২০০	৩০ দি
কলোফিল্লাম্ ...	কলোফি ...	θ—৩ ...	—
কলোসিন্থ ...	কলোসি ...	৩—৩০ ...	১—৭ দি
কষ্টিকাম্ ...	কষ্টি ...	৩—৩০ ...	৫০ দি
কার্ডুয়াস্-ম্যারিয়্যানাস্ ...	কার্ডু ...	θ—৩x ...	—
কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্ ...	কার্ব্বো-অ্যা ...	৩ বি—৩০।	৪০—৬০ দি
কার্ব্বো-ভেজিট্যাবিলিস্ ...	কার্ব্বো-ভ ...	১ বি—৩০।	৪০—৬০ দি
কার্সিনোসিন ...	কার্সি ...	৩০—২০০ ...	—
কিউপ্রাম্-আর্সেনিকাম্ ...	কিউপ্রা-আর্স	২—৩ বি ..	—
কিউপ্রাম্-অ্যাসেটিকাম্ ..	কিউপ্রা-অ্যাসে	৩—৬ বি...	—
কিউপ্রাম্ মেট্যালিকাম ...	কিউপ্রা ...	৬—৩০ ...	৮—৫০ দি
কিউবেবা ...	কিউবে ...	২—৩ ...	—
কিনিনাম্-সাল্‌ফিউ ...	কিনি-সাল্‌ফ ...	১x, বি—৩০।	—
কিনোপোডিয়াম-অ্যান্থে ...	কিনোপো-অ্যা	৩ ...	—
কিয়োন্থাস্ ...	কিয়োন্থা ...	θ—১ ...	—
কেলি-আয়োডেটাম্ ...	কেলি-আয়ড ..	θ—১২ ...	২০—৩০ দি
কেলি-কার্ব্বনিকাম ...	কেলি-কার্ব্ব ..	৩—২০০...	৪০—৫০ দি
কেলি-ফস্ফোরিকাম ...	কেলি-ফস্ ...	৩ বি—২০০।	—
কেলি-বাইক্রমিকাম ...	কেলি-বাই ...	২ বি—১২।	৩০ দি
কেলি-ব্রোমেটাম ...	কেলি-ব্রোম ...	θ—৩ বি...	—
কেলি-মিউরিয়্যাটিকাম ...	কেলি-মিউর ...	৩—৬ ...	—
কেলি-সাল্‌ফিউরিকাম ...	কেলি-সাল্‌ফ	৩—১২ ...	—
কোনায়াম ...	কোনায় ...	৩—৩০ ...	৩০—৫০ দি

ঔষধের নাম।		সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
কোপেভা	...	কোপেভা ...	১—৩ ...	—
কোব্রা (বা স্তাজা)	...	কোব্রা (স্তাজা)	৬—৩০ ...	—
ক্যাক্টাস-গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা	...	ক্যাক্টা ...	θ—৬, ৩০।	৭—১০ দি
ক্যাড্‌মিয়াম্-সাল্‌ফ	...	ক্যাড্‌মি ...	৩—৩০ ...	—
ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা	...	ক্যানা-ই ...	θ—৩ ...	—
ক্যানাবিস্-স্তাটাইভা	...	ক্যানা-স্তাট্ ...	θ—১২ ...	১—১০ দি
ক্যান্থেরিস্	...	ক্যান্থে ...	৩x—৩০ ...	৩০—৪০ দি
ক্যাপ্সিকাম	...	ক্যাপ্সি ...	৩—৬, (θ দুগ্ধসহ)।	৭ দি
ক্যামোমিলা	...	ক্যামো ...	১—৩০ ...	২০—৩০ দি
ক্যাম্ফার	...	ক্যাম্ফ ...	θ—৩x ...	১ ঘ—১ দি
ক্যাল্কেরিয়া-আয়ড	...	ক্যাল্ক-আয়ড্	২—৩ বি ...	—
ক্যাল্কেরিয়া-আর্সেনিক	...	ক্যাল্ক-আর্স ...	৩x বি—৩০।	—
ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বনিকা	...	ক্যাল্ক্ ...	৬—৩০ ...	৬০ দি
ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফো	...	ক্যাল্ক্-ফস্ ...	১ বি—২০০।	৬০ দি
ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুরেটা	...	ক্যাল্ক-ফ্লু ...	৩—১২ বি।	—
ক্যাল্কেরিয়া-সালফ	...	ক্যাল্ক-সাল্‌ফ ...	২—৬ বি ...	—
ক্যাল্‌মিয়া	...	ক্যাল্‌মি ...	১—৬ ...	৭—১৪ দি
ক্যালেণ্ডিউলা	...	ক্যালেণ্ডি ...	θ—৩ ...	—
ক্রিয়োসোটাম্	...	ক্রিয়ো ...	৩—২০০ ...	১৫—২০ দি
ক্রোকাস-স্তাটাইভা	...	ক্রোকাস ...	θ—৩০ ...	৮ দি
ক্রোটন্-টিগ্লিয়াম	...	ক্রোটন্ ...	৩x—৬ ...	৩০ দি
ক্রোটেলাস্-হরাইডাস	...	ক্রোটে ...	৩—৬ ...	৩০ দি
ক্র্যাটিগাস্	...	ক্র্যাটি ...	θ ...	—
ক্লিমেটিজ্-ইরেক্টা*	...	ক্লিমে ...	৩—৩০ ...	১৪—২০ দি
ক্লোর্যাল-হাইড্রেট্	...	ক্লোর্যাল্ ...	১ বি—৬ ...	—
গুয়েকাম (উচ্চারণ "গ্বয়েকাম্")		গুয়ে ...	θ—৬ ...	৪০ দি

ঔষধের নাম।		সংক্ষিপ্ত নাম।		ক্রম বা ডাঃ।		স্থিতিকাল।
গ্যাম্বোজিয়া	...	গ্যাম্বো	...	৩—৩০	...	১—৭ দি
গ্র্যাফাইটিস্	...	গ্র্যাফা	...	৬—৩০	...	৪০—৫০ দি
গ্র্যাথিওলা	...	গ্র্যাথি	...	২—৩০	...	—
গ্নোনোইন্	...	গ্লনো	...	৩—৩০	...	১ দি
চায়না	...	চায়না	...	θ—৩০	...	৭ দি
চিম্যাফিল্লা	...	চিম্যা	...	θ—৩	...	—
চেলিডোনিয়াম্	...	চেলি	...	θ—৩x	...	৭—১৪ দি
জিঙ্কাম-মেট্যালিকাম্	...	জিঙ্ক	...	২—৩০	...	৩০—৪০ দি
জিঞ্জিবার	...	জিঞ্জ	...	১—৬	...	—
জিন্‌সেং	...	জিনসেং	...	θ—৩	...	—
জেল্‌সিমিয়াম্	...	জেল্‌স	...	θ—৩০	...	৩০ দি
জ্যাকেরাণ্ডা	...	জ্যাকে	...	θ—৩	...	—
জ্যাট্রোফা	...	জ্যাট্রো	...	৩—৩০	...	—
জ্যান্থোক্সাইলাম	...	জ্যান্থো	...	১—৬	...	—
জ্যাবোর্যাণ্ডি	...	জ্যাবো	...	২ বি—৩	...	—
টাইফয়িডিনাম্	...	টাইফয়ি	...	৩০—২০০	...	—
টিউক্রিয়াম্	...	টিউক্রি	...	১—৬	...	১৪—২১ দি
টিউবারকিউলিনাম্	...	টিউবার	...	৩০—২০০	...	—
টেব্যাকাম্	...	টেব্যা	...	৩—২০০	...	—
টেরিবিন্থিনা	...	টেরি	...	১—৬	...	—
টেল্লিউরিয়াম্	...	টেল্লিউ	...	৬—৩০	...	৩০—৪০ দি
ট্যারেন্টিউলা	...	ট্যারেন্ট	...	৬—৩০	...	—
ডলিকস্	...	ডলি	...	৬	...	—
ডায়স্কোরিয়া	...	ডায়স্ক	...	θ—৩	...	১—৭ দি
ডাক্কেমেরা	...	ডাক্কে	...	২—৩০	...	৩০ দি
ডিজিটেলিস্	...	ডিজি	...	৩—৩০	...	৪০—৫০ দি

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ডিফ্থিরিনাম্ ...	ডিফ্থি ...	৩০—২০০।	—
ড্রোসিরা ...	ড্রোসি ...	১—৬ ...	২০—৩০ দি
থাইরয়িডিন ...	থাইর ...	৬—৩০ ...	—
থুজা ...	থুজা ...	θ—২০০ ...	৬০ দি
থ্ল্যাস্পি-বার্সা-প্যা ...	থ্ল্যাস্পি ...	θ—৬ ...	—
নাক্স-ভমিকা ...	নাক্স ...	১—২০০ ...	১—৭ দি
নাক্স-মস্কেটা ...	নাক্স-ম ...	১—৩ ...	৮—২১ দি
নিউফার-লিউটিয়াম্ ...	নিউফা ...	θ—৬ ...	—
নিকোটিনাম্ ...	নিকোটি ...	৩—৬ ...	—
নেট্রাম্-আর্সেনিকাম্ ...	নেট্রা-আর্স ...	৩—৩০ ...	—
নেট্রাম-কার্ব্বনিকাম্ ...	নেট্রা-কার্ব্ব ...	৩—৬ ...	৩০ দি
নেট্রাম্-ফস্ফোরিকাম্ ...	নেট্রা-ফস ...	৩—১২x বি।	—
নেট্রাম্-মিউরিয়্যাটিকাম্	নেট্রা-মি ...	৬—২০০ ...	৪০—৫০ দি
নেট্রাম্-সাল্‌ফিউরিকাম্	নেট্রা-সাল্‌ফ্ ...	৩—১২ বি।	৩০—৪০ দি
নেফ্যাল্লিয়াম্ ...	নেফ্যাল্ ...	৩—৩০ ...	—
ন্যাজা (বা কোব্রা) ...	ন্যাজা (কোব্রা)	৬—৩০ ...	—
ন্যাফ্থ্যালিনাম্ ...	ন্যাফ্থ্ ...	১—৩ বি ...	—
পডোফিল্লাম্ ...	পডো ...	θ—৬, ২০০...	৩০ দি
পাইরোজেন্ ...	পাইরো ...	৬—৩০ ...	—
পাল্‌সেটিল্লা ...	পালস্ ...	৩x—৩০ ...	৪০ দি
পিট্রোলিয়াম্ ...	পিট্রো ...	৩—৬ ...	৪০—৫০ দি
পেট্রোসেলিনাম্ ...	পেট্রোসে ...	১—৩ ...	—
পেরেরা-ব্রেভা ...	পেরে-ব্রে ...	θ—৩ ...	—
প্যাসিফ্লোরা-ইন্‌কার্ণেটা	প্যাসিফ্লো ...	θ (মাত্রা ৩০—৬০ ফোঁটা)	
প্লাম্বাম্ ...	প্লাম্ব ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
প্লেগিনাম্ ...	প্লেগি ...	৬—৩০ ...	—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
প্ল্যাটিনাম্ ...	প্ল্যাটি ...	৩—৩০ ...	৩৫—৪০ দি
প্ল্যাণ্টেগো ...	প্ল্যাণ্টে ...	θ—৩ ...	—
ফর্ম্মিকা ...	ফর্ম্মি ...	৬—৩০ ...	—
ফস্ফোরাস্ ...	ফস্ফো ...	৩—৩০ ...	৪০ দি
ফাইজস্টিগমা ...	ফাইজস্ ...	৩ ...	—
ফাইটোল্যাকা ...	ফাইটো ...	θ—৩ ...	—
ফিলিক্স-ম্যাস্ ...	ফিলিক্স ...	১—৩ ...	—
ফেরাম্-আয়োডেটাম্ ...	ফেরাম-আয়ড্	৩ বি ...	—
ফেরাম্-ফস্ফোরিকাম্ ...	ফেরাম-ফস্ ...	৩—৬ ...	—
ফেরাম-মেটাালিকাম্ ...	ফেরাম ...	২—৬ ...	৫০ দি
ফেল্লাণ্ড্রিয়াম্ ...	ফেলাণ্ড্রি ...	θ—৬ ...	—
বার্ব্বারিস্-ভাল্‌গেরিস্ ...	বার্ব্বা ...	θ—৬ ...	২০—৩০ দি
বিস্মাথ্ ...	বিস্মাথ্ ...	১—৬ ...	২০—৫০ দি
বিউফো ...	বিউফো ...	৬ ...	—
বেলিস্-পেরেনিস্ ...	বেলিস্ ...	θ—৩ ...	—
বেল্লাডন্না ...	বেল্ ...	৩x—৩০ ...	১—৭ দি
বোভিষ্টা ...	বোভি ...	৩—৬ ...	৭—১৪ দি
বোর্যাক্স ...	বোর্যাক্স ...	১—৩ বি ...	৩০ দি
ব্যাডিয়েগা ...	ব্যাডি ...	১—৬ ...	—
ব্যাপ্টিজিয়া ...	ব্যাপ্টি ...	θ—৩০ ...	—
ব্যারাইটা-কার্ব্বনিকা ...	ব্যারা-কার্ব্ব ...	৩—৩০ ...	৪০ দি
ব্যারাইটা-মিউরিয়্যাটিকাম্	ব্যারা-মি ...	৩ বি ...	—
ব্যাসিলিনাম্ ...	ব্যাসিলি ...	৩০—২০০	—
ব্রায়োনিয়া ...	ব্রায়ো ...	১—৩০ ...	৭—২১ দি
ব্রোমিয়াম্ ...	ব্রোমি ...	১—৩ ...	২০—৩০ দি
ব্ল্যাটা-ওরিয়েণ্ট্যালিস্ ...	ব্ল্যাটা ...	θ—৩x ...	—

ঔষধের নাম।		সংক্ষিপ্ত নাম।		ক্রম বা ডাঃ।		স্থিতিকাল।
ভাইবার্ণাম্-ওপিউলাস্	...	ভাইবা	...	θ—৩x	...	—
ভাইয়োলা-ওডোরেটা	...	ভায়োলা-ও	...	θ—৬	...	২—৪ দি
ভাইয়োলা-ট্রাইকলার	...	ভায়োলা-ট্রা	...	নিম্নক্রম—৩।		৮—১৪ দি
ভার্ব্যাস্কাম্	...	ভার্ব্যা	...	θ	...	৮—১০ দি
ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম	...	ভিরে	...	৩—৩০	...	২০—৩০ দি
ভিরেট্রাম-ভিরেডি	...	ভিরে-ভ	...	θ—৬	...	—
ভিস্কাম-অ্যাল্বাম্	...	ভিস্কাম্	...	θ—নিম্নক্রম।		—
ভেরিওলিনাম্	...	ভেরিও	...	৬—৩০	...	—
ভেলিরিয়েনা	...	ভেলেরি	...	θ	...	৮—১০ দি
ভ্যাক্সিনিনাম	...	ভ্যাক্সি	...	৬x বি—৩০।		—
মর্বিলিনাম্	...	মর্বি	...	৩০—২০০।		—
মস্কাস	...	মস্ক	...	১—৩	...	১ দি

"মার্কিউরিয়াস" অর্থে "মার্ক-সল" বা "মার্ক-ভ"।

মার্কিউরিয়াস-করোসাইভাস	মার্ক-কর	...	৩—৬	...	—
মার্কিউরিয়াস-ডালসিস্ ...	মার্ক-ডাল	...	৩—৬ বি	...	—
মার্কিউরিয়াস-প্রটো-আ ...	মার্ক-প্রটো	...	১—২ বি	...	—
মার্কিউরিয়াস-বিন্-আয়ড	মার্ক-বিন্	...	৩ বি	...	—
মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস ...	মার্ক-ভ	...	২—৩ বি	...	১—৩ দি
মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস্	মার্ক-সল্	...	২—৩০	...	—
মার্কিউরিয়াস-সায়েনেটাস্	মার্ক-সায়ে	...	৬—৩০	...	—

মিজিরিয়াম	...	মিজি	...	৬—৩০	...	৩০—৬০ দি
মিডরিনাম্	...	মিডরি	...	৩০—২০০		—
মিনিয়্যান্থিস্	...	মিনি	...	৩—৩০	...	১৪—২০ দি
মিফাইটিজ্	...	মিফাই	...	১—৩	...	১ দি
মিল্লিফোলিয়াম	...	মিল্লি	...	θ—১x	...	১—৩ দি
মেলিলোটাস	...	মেলিলো	...	θ—নিম্নক্রম		—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্বনিকা ...	ম্যাগ্নে-কার্ব্ব...	৩—৩০ ...	৪০—৫০ দি
ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ফোরিকা ...	ম্যাগ্নে-ফস ...	৩x বি, ৩—২০০।	—
ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম ...	ম্যাঙ্গে ...	৩ ...	৪০ দি
ম্যালেরিয়া-অফিষিন্যালিস ...	ম্যালে-অফি ...	৩০—২০০।	—
ম্যালেণ্ড্রিনাম ...	ম্যালেণ্ড্রি ...	৩০—২০০।	—
রাস-টক্স ...	রাস ...	৩—২০০ ...	১—৭ দি
রাস-ভেনেনেটা ...	রাস-ভেন ...	৩—৩০ ...	—
রিউটা ...	রিউটা ...	১—৩০ ...	৩০ দি
রিউম্ ...	রিউম্ ...	৩—৬ ...	২—৩ দি
রিউমেক্স-ক্রিস্পাস ...	রিউমেক্স ...	৩—৬ ...	—
রিসিনাস ...	রিসি ...	৩—৬ ...	—
রেডিয়াম-ব্রোমাইড ...	রেডি ...	৩০—২০০	—
রোডোডেণ্ড্রণ ...	রোডো ...	১—৩ ...	৩৫—৪০ দি
রোবিনিয়া ...	রোবিনি ...	θ—৩ ...	—
র্যাটান্হিয়া ...	র্যাটা ...	৩—৬ ...	—
র্যান্যান্কিউলাস-বাল্ব ...	র্যাস্থান ...	θ, ৩—৩০।	৩০—৪০ দি
লরোসেরেসাস ...	লরো ...	θ—৩ ...	৪—৮ দি
লাইকোপোডিয়াম ...	লাইকো ...	৬—২০০।	৪০—৫০ দি
লিডাম্ ...	লিডাম্ ...	৩—৩০ ...	৩০ দি
লিলিয়াম-টাইগ্রিণাম ...	লিলি ...	৩ ...	১৪—২০ দি
লিসিন ...	লিসি ...	৩০ ...	—
লেপ্টেণ্ড্রা ...	লেপ্টে ...	θ—৩ ...	—
লোবেলিয়া ...	লোবে ...	θ—৩ ...	—
ল্যাকেসিস ...	ল্যাকে ...	৮—২০০।	৩০—৪০ দি
ল্যাক্‌ন্যান্থিস ...	ল্যাক্ন্যা ...	θ—৩ ..	—
ল্যাথাইরাস ...	ল্যাথা ...	৩ ...	—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ষ্টিক্টা-পাল্মোনেরিয়া ...	ষ্টিক্টা ...	θ—৬ ...	—
ষ্টিলিঞ্জিয়া-সিল্‌ভ্যাটিকা ..	ষ্টিলিঞ্জি ...	θ—২x ...	—
ষ্ট্যান্নাম্‌ ...	ষ্ট্যান্না ...	৩—৩০ ...	৩৫ দি
ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ...	ষ্ট্যাফাই ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
ষ্ট্রিক্নিনাম্‌ ...	ষ্ট্রিক্নি ...	১ বি, ৩—৩০	—
ষ্ট্রোফ্যান্থাস্‌ ...	ষ্ট্রোফ্যা ..	θ ...	—
ষ্ট্র্যামোনিয়াম্‌ ...	ষ্ট্র্যামো ...	θ—৩০ ...	—
সাইকিউটা-ভাইরোসা ...	সাইকিউ ...	৩—২০০...	৩৫—৪০ দি
সাইনা ...	সাইনা ...	১—২০০...	১৪—২০ দি
সাইমেক্স ...	সাইমে ...	৬—২০০...	—
সাইলিসিয়া ["সিলিকা" দ্রষ্টব্য]।			
সার্সাপ্যারিলা ...	সার্সা ...	১—৬ ...	৩৫ দি
সালফার্‌ ...	সাল্ফ ...	৬—২০০...	৪০—৬০ দি
সিকেলি ...	সিকে ...	θ—৩০ ...	২০—৩০ দি
সিক্লামেন ...	সিক্লা ...	৩ ...	১৪—২০ দি
সিঙ্কোনা ["চায়না" দ্রষ্টব্য]।			
সিজিজিয়াম্‌-জ্যাম্বো ...	সিজি ...	θ ...	—
সিনিসিও ...	সিনিসি ...	θ—৩ ...	—
সিনা ["সাইনা" দ্রষ্টব্য]।			
সিনেরেরিয়া-ম্যারিটিমা ...	সিনেরি ...	θ ...	—
সিন্না-বেরিস্‌ ...	সিন্না ...	১—৩ বি...	—
সিপিয়া ...	সিপি ...	৬—২০০ ..	৪০—৫০ দি
সিফিলিনাম ...	সিফিলি ...	৩০—২০০	—
সিমিসিফিউগা-রেসিমোসা ["অ্যাক্টিয়া-রেসিমোসা" দ্রষ্টব্য]।			
সিম্ফিটাম্‌ ...	সিম্ফি ...	θ ...	—
সিয়েনোথাস্‌-আমেরিকা ...	সিয়েনে ...	θ ...	—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
সিলা-ম্যারিটিমা	... সিলা	... ১—৬	... ১৪—২০ দি
সিলিকা	... সিলি	... ৩ বি, ৬—২০০।	৪০—৬০ দি
সিলিনিয়াম	... সিলিনি	... ৩—৩০ ...	৪০ দি
সিষ্টাস্	... সিষ্টাস্	... ১—৩০ ...	—
সীড্রন্	... সীড্র	... θ—৬ ...	—
সেনিগা	... সেনিগা	... θ—৩০ ...	৩০ দি
সেবাল-সেরিউলেটাম্	... সেবাল	... θ (১০।২০ ফোঁটা)।	
সোরিনাম	... সোরি	... ৩০—২০০।	৩০—৪০ দি
স্কুইলা ["সিলা" দ্রষ্টব্য]			
স্কুকাম্-চাক্	... স্কুকাম্	... ৩ বি ...	—
স্পাইজিলিয়া	... স্পাই	... ২—৩০ ...	২০—৩০ দি
স্পাঞ্জিয়া	... স্পাঞ্জ	... θ—৩ ...	২০—৩০ দি
স্পিরিট-ক্যাম্ফার	... ক্যাম্ফ	... θ ...	১ ঘ—১ দি
স্যাঙ্গুইনেরিয়া-ক্যা	... স্যাঙ্গু	... θ, ৩—৬	—
স্যাণ্টোনাইন্	... স্যাণ্টো	... ১—৩ বি	—
স্যাবাইনা	... স্যাবাই	... ১, ৩—৩০।	২০—৩০ দি
স্যাবেডিল্লা	... স্যাবেডি	... θ—৩০ ...	২০—৩০ দি
স্যাম্বিউকাস্	... স্যাম্বিউ	... θ—৬ ...	১—৪ ঘ
স্যারাসিনিয়া	... স্যারাসি	... ৩—৬ ...	—
হাইড্রোকোটাইলি	... হাইড্রোকো	... ৩—৬ ...	—
হাইড্রোফোবিনাম্	... হাইড্রোফ্	... ৩০—২০০	—
হাইপেরিকাম	... হাইপে	... θ—৬ ...	১—৭ দি
হাইয়সায়েমাস্	... হাইয়স্	... θ—২০০...	৬—১৪ দি
হাইড্র্যাষ্টিস্	... হাইড্র্যা	... θ—১, ৩০।	—
হিপার্-সালফার্	... হিপার	... ২x বি—২০০।	৮ সপ্তাহ
হেক্লা-লাভা	... হেক্লা	... নিম্ন ক্রম বি—৩০।	—
হেলিয়্যান্থাস্	... হেলি	... θ—৩০ ...	—
হেলোডার্ম্মা-হরাইডাস্	... হেলোডার্ম্মা	... ৩০ ...	—
হেলোনিয়্যাস্	... হেলোনি	... θ—৬ ...	—
হেল্লিবোরাস্	... হেল্লি	... θ—৩ ...	২০—৩০ দি
হ্যামামেলিস্	... হ্যামা	... θ—৩x ...	১—৭ দি

৩। ভেষজসম্বন্ধ-তথ্য

(DRUG-RELATIONSHIP)।

সূচনা।

এই অধ্যায়ে শক্তীকৃত (potentised) হোমিওপ্যাথিক ঔষধচয়ের পরস্পরসহ সম্বন্ধ বিবৃত হইবে। অধ্যায়টি তিন ভাগে বিভক্ত :—যথা,

(ক) কোন্ ঔষধের পর কোন্ ঔষধ খাটে,

(খ) কোন্ ঔষধের পর কোন্ ঔষধ খাটে না,

(গ) কোন্ ঔষধের বিষ-ক্রিয়া কোন্ ঔষধ নাশ করে ;

অর্থাৎ—

(ক) বিভাগে, শক্তীকৃত কোন্ ঔষধ সেবনের পর শক্তীকৃত অপর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে, তাহা লিখিত হইয়াছে : যথা, (পৃষ্ঠা ৫৫৪ দ্রষ্টব্য) "অ্যালো" ঔষধটির পর কেলি-বাইক্রম্ সিপিয়া সাল্‌ফিউরিক্-অ্যাসিড বা **সালফার** বেশ খাটে—রোগীদেহে কোন অনিষ্ট সাধন করে না। তাই, কেলি-বাইক্রম্ সিপিয়া সাল্‌ফিউরিক্-অ্যাসিড ও **সাল্‌ফার** ঔষধগুলিকে অ্যালোর "**পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধ** (the remedy is followed well by)" কহে।

এই "পরবর্ত্তী অনুকূল" ঔষধসমূহ মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই গুলিকে আলোচ্য ঔষধটির **অনুপূরক*** কহে : যথা, অ্যালো'র পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয় মধ্যে "**সালফার**" শব্দটি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে ছাপা, তাই সালফার

---

* অর্থাৎ Complements বা "ক্রিয়াবশেষপূরক" ঔষধ : যথা, অ্যালো প্রয়োগে রোগ কতকটা প্রশমিত হইলে, পীড়ার অবশিষ্ট উপসর্গচয় সাল্‌ফার সেবনে অপসারিত হইতে পারে। তবে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে "অনুপূরক ঔষধ" মাত্রেই "পরবর্ত্ত অনুকূল ঔষধচয়ের" অন্তর্গত, যদিও সকল "পরবর্ত্তী অনুকূল" ঔষধ "অনুপূরক

ঔষধটি অ্যালো'র অনুপূরক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে অ্যালো'র সহিত সাল্‌ফার ঔষধটির **পরবর্ত্তী অনুকূল** ও **অনুপূরক**, এই উভয়বিধ সম্বন্ধই সূচিত হইল।

(খ) বিভাগে, শক্তীকৃত কোন্ ঔষধ সেবনের পর শক্তীকৃত কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা লিখিত হইয়াছে :—যথা, অ্যালো'র পর অ্যাল্লিয়াম্-স্যাট্ সেবন করিলে ব্যাধি জটিল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাই অ্যাল্লিয়াম-স্যাটাইভা ঔষধটিকে অ্যালোর **পরবর্ত্তী "প্রতিকূল** বা **ব্যাঘাতক** (inimical or incompatible)" ঔষধ কহে।

(গ) বিভাগে, শক্তীকৃত কোন্ ঔষধ বেশী মাত্রায় সেবনের পর শক্তীকৃত কোন্ কোন্ ঔষধ ব্যবস্থা করিলে উহার বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা, "আলো" সেবনের পর ক্যাম্ফার্, লাইকো, নাক্স বা সাল্‌ফার প্রয়োগে আলোর বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট হইতে পারে—অর্থাৎ "অ্যালো" সেবনের পর যদি রোগী-দেহে উহার বিষ-ক্রিয়া (poisoning) বা পীড়ার নূতন উপসর্গাদি স্পষ্ট লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিষদোষ নাশ জন্য অবস্থা বিশেষে ক্যাম্ফার লাইকো নাক্স বা সালফ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই, ক্যাম্ফার, লাইকো, নাক্স ও সালফার ঔষধগুলিকে অ্যালো'র **"বিষঘ্ন** বা **প্রতিকারক ঔষধ** (অথবা **প্রতিবিষ** antidotes)" কহে।

ভেষজ সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত, ঔষধ বিধান করিবার দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার কাহারও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আধুনিক হোমিওপ্যাথদিগের অপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসকবর্গের এই সম্বন্ধ-জ্ঞান অধিকতর ছিল বলিয়াই, তাঁহাদের চিকিৎসা এত ফলবতী হইত এবং সমস্ত সভ্যজগতে আজ

নয়। [আর একটি কথা স্মরণযোগ্য :—"অনুপূরক ঔষধ" আলোচ্য ঔষধটির পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হয় : যথা, (আবশ্যক হইলে) সালফার ঔষধটি অ্যালো'র পূর্ব্বেও নির্ব্বিঘ্নে সেবিত হইতে পারে]।

হোমিওপ্যাথির এত সমাদর! ইংলণ্ডের বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অগ্রণী ডাক্তার ক্লার্ক সাহেব বলেন যে "আমি জানি একটি পুরাতন রোগ-চিকিৎসার্থ ক্যাল্কেরিয়া প্রয়োগে অল্পে অল্পে সুফল পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু ক্যাল্কেরিয়ার পরই ব্রায়োনিয়া সেবন করায় পীড়াটি **অচিকিৎস্য** হইয়া পড়িল (the case was irretrievably spoiled)।...একবার আমার নিজের কয়েকটি বিরক্তিকর উপসর্গ ঘটিয়াছিল; উহার অব্যবহিত কারণ অনুসন্ধানে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল, পরে বুঝিলাম যে কিছুদিন পূর্ব্বে এক মাত্রা মাত্র নেট্রাম-মিউর ২০০ সেবন জনিতই এই অপ্রীতিকর উপসর্গচয় উপস্থিত হইতেছে; তখন Jahr প্রণীত গ্রন্থ খুলিয়া উহার প্রতিবিষ (নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস nitri-spiritus-dulcis) ঘ্রাণ লওয়ায় আমি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলাম।...শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এই সম্বন্ধ-তথ্যের সারবত্তা তখন হইতেই আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল" (Dr. Clarke's *Dictionary of Practical Medicine*, Vol. I. page viii., and Vol. II. page 549 দ্রষ্টব্য)।

গৃহস্থ মহাশয় ও নবীন চিকিৎসকের **ঔষধবিধান** কার্য্যের সুবিধার জন্য, ঔষধের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে :—

(ক) কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে

(The Remedy is followed well by)।

ঔষধটির নাম। **ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।**

অরাম-মেট্—অ্যাকোন, বেল, ক্যাল্ক, চায়না, লাইকো, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পাল্‌স, রাস্, সিপি, সালফ, সিফিলি।

আয়োডিয়াম—ব্যাডি, লাইকো, পাল্‌স, অ্যাকোন, আর্জ-নাই, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-ফস, কেলি-বাই, মার্ক-সল, কম্ফো।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

আর্জ্জেণ্টাম-নাই—ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, পালস্, সিপি, সিলি, স্পাই, স্পাঞ্জ, ব্রায়ো, ভিরে, হাইড্রোফ।

আর্জ্জেণ্টাম-মেট—ক্যাল্ক, পালস, সিপি।

আর্ণিকা—**অ্যাকোন্, ইপি, রাস্, ভিরে, হাইপে,** আর্স, বেল, ব্রায়ো, ব্যারা-মি, ক্যান্থা, ক্যাল্ক, চায়না, ক্যামো, ক্যালেণ্ডি, কোনায়, হিপার, আয়ড্, নাক্স, ফস্ফো, লিডাম্, পাল্স্, সোরি, রিউটা, অ্যাসি-সাল্ফ, সাল্ফ, বার্বা।

আর্সেনিক-অ্যাব—**অ্যাল্লি-স্যাট, কার্ব্বো-ভ, নেট্রা-সালফ, ফস্ফো, পাইরো, থুজা,** এপি, বেল, ক্যান্থা, ক্যামো, চায়না, সাইকিউ, ফেরাম, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার, আয়ড, ইপি, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ব্যারা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-ফস, চেলি, ল্যাকে, সাল্ফ, ভিরে, রাস।

অ্যাকোনাইট—**আর্ণি, কফি, সাল্ফ,** অ্যাব্রো, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যান্থা, ক্যাল্ক, ককিউ, ক্যাম্ফে, হিপার, ইপি, কেলি-ব্রো, মার্ক, পাল্স, রাস, সিপি, স্পাই, স্পাঞ্জ, সিলি।

অ্যাগারিকাস—বেল, ক্যাল্ক, কিউপ্রা, মার্ক, ওপি, পালস, রাস, সিলি, ট্যারেণ্ট, টিউবা।

অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাস—আর্স, ব্রায়ো, ক্যালেডিয়াম, ইগ্নে, লাইকো, পালস, সিলিনি, সালফ।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড—ক্যাল্ক, ল্যাকে, মার্ক, পালস, সিপি, সালফ, **সিলা।**

অ্যাণ্টিম-টার্ট—ব্যারা-কার্ব্ব, সাইনা, ক্যাম্ফ, পালস, সিপি, সালফ, টেরি, কার্ব্বো-ভ, **ইপি।**

অ্যানাকার্ডিয়াম—লাইকো, পালস, প্ল্যাটি।

অ্যাম্ব্রাসিনাম্—অরাম-মি-নে, সিলি।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

অ্যামন-কার্ব্ব—বেল, ক্যাল্ক, লাইকো, ফস্ফো, পালস, রাস, সিপি, সাল্ফ, ভিরে, ব্রায়ো।

আম্ব্রা-গ্রিষিয়া—লাইকো, সিপি, পালস, সালফ।

অ্যালিউমিনা—আর্জ্জ-মেট, ব্রায়ো, ফেরাম।

অ্যালো—কেলি-বাই, সিপি, অ্যাসি-সালফ, সাল্ফ।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা—ক্যাল্ক, সিলি, ফস্ফো, পালস, সার্সা, অ্যাল্লিয়াম-স্যাটাইভা—আর্স।

অ্যাসাফিটিডা—চায়না, মার্ক, পালস।

অ্যাসিড-অ্যাসেট—চায়না।

অ্যাসিড-নাইট্রিক—আর্ণি, এরাম, বেল, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, সিকে, কেলি-কার্ব্ব, ক্রিয়ো, মার্ক, ফস্ফো, পালস, সিপি, সিলি, সালফ, থুজা, আর্স, ক্যালেণ্ডিয়াম।

অ্যাসিড-ফস—আর্স, বেল, ক্যাল্ক-ফস, কষ্টি, চায়না, ফেরাম, অ্যাসি-ফ্লু, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, লাইকো, নেট্রা-ফস, নাক্স, সিপি, পালস, রাস, সিলিনি, সালফ, ভিরে।

অ্যাসিড-ফ্লু—গ্র্যাফা, অ্যাসি-নাই, সিলি।

অ্যাসিড-মিউর—ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, পালস, সিপি, সালফ, সিলি, নাক্স।

অ্যাসিড-সালফ—আর্ণি, রিউটা, ক্যাল্ক, কোনায়, লাইকো, প্ল্যাটি, সিপি, সালফ, পালস।

ইউপ্যাটোরিয়াম-পার্ফ—নেট্রা-মি, সিপি, টিউবা।

ইউফর্ব্বিয়াম—কেরাম, ল্যাকে, পাল্স, সিপি, সালফ।

ইউফ্রেষিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, ক্যাল্ক, কোনায়, মার্ক, নাক্স, ফস্ফো, পাল্স, রাস, সিলি, সালফ, লাইকো।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ইগ্নেষিয়া—আর্স, বেল, ক্যাল্ক, চায়না, ককিউ, লাইকো, পালস্, রাস, নাক্স, সিপি, সালফ, জিঙ্ক, সিলি, **নেট্রা-মি**।

ইথিউজা—**ক্যাল্ক**।

ইপিক্যাক—অ্যাণ্টি-ক্রুড, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, এপি, ক্যাক্টা, ক্যাড্মি, ক্যামো, চায়না, ইগ্নে, নাক্স, ফস্ফো, পালস, পডো, রিউম্, সিপি, সালফ, টেব্যা, ভিরে, **অ্যাণ্টি-টার্ট, কিউপ্রা, আর্ণি**।

এপিস—আর্স, গ্র্যাফা, আয়ড্, কেলি-বাই, লাইকো, ফস্ফো, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ্, আর্ণি, **নেট্রা-মি**।

এরাম্—ইউফর্বি।

ওপিয়াম্—অ্যাকোন, অ্যাণ্টি-টার্ট, বেল, ব্রায়ো, হাইয়স্, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, ষ্ট্যাফিউ।

ওলিয়েণ্ডার—কোনায়, লাইকো, নেট্রা-মি, পাল্স্, রাস্, সিপি, স্পাই।

ওসিমাম্—ডায়স্ক্।

ককিউলাস্—আর্স, বেল, হিপার, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স, রাস্, পাল্স্, সাল্ফ, ওপি।

কফিয়া—অরাম্, বেল্, অ্যাসি-ফ্, লাইকো, নাক্স, ওপি, সাল্ফ্, **অ্যাকোন**।

কর্যাল্লিয়াম্—**সাল্ফ**্।

কলচিকাম্—কার্ব্বো-ভ, মার্ক, নাক্স, পাল্স্, রাস্, সিপি।

কলোসিন্থ—বেল, ব্রায়ো, কষ্টি, ক্যামো, নাক্স, সাল্ফ্, স্পাই, ষ্ট্যাফি, **মার্ক**।

কষ্টিকাম্—অ্যাণ্টি-টার্ট, এরাম্, গুয়ে, কেলি-আয়ড, ক্যাল্ক, নাক্স, পাল্স্, রাস্, রিউটা, সিপি, সিলি, ষ্ট্যান্না, সাল্ফ্, লাইকো, **পেট্রোসে, কলোসি, কার্ব্বো-ভ**।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস—আর্স, বেল্, ব্রায়ো, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, পাল্স্, সিপি, সিলি, পাল্স্, ভিরে, (কার্ব্বো-ভ?), **ক্যাল্ক-ফস্**।

কার্ব্বো-ভেজ—আর্স, অ্যাকোন্, চায়না, লাইকো, নাক্স, অ্যাসি-ফস্, পাল্স্, সিপি, সাল্ফ্, ভিরে, **ড্রোসি, কেলি-কার্ব্ব, ফস্ফো**।

কিউপ্রাম্-অ্যাসেট—**ক্যাল্ক, জেল্স, সাইকিউ, জিঙ্ক**।

কিউপ্রাম্-মেট্—আর্স, বেল্, কষ্টি, সাইকিউ, হাইয়স্, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, ভিরে, জিঙ্ক, **ক্যাল্ক**।

কেলি-আয়ড্—অ্যাসি-নাই।

কেলি-কার্ব্ব—**কার্ব্বো-ভ, নাক্স**, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, সিপি, আর্স, অ্যাসি-ফ্লু, লাইকো, পাল্স্, সাল্ফ্।

কেলি-বাই—অ্যান্টি-টার্ট, **আর্স**, পাল্স্, বার্বা।

কেলি-ব্রোমেটাম্—ক্যাক্টা।

কেলি-সাল্ফ্—অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, ক্যাল্ক, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, পাল্স্, রাস্, সিপি, সিলি, সাল্ফ্।

কোনায়ম্—**ব্যারা-মি**, আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-আর্স, সাইকিউ, ড্রোসি, লাইকো, নাক্স, সোরি, ফস্ফো, পাল্স্, রাস্, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ্।

ক্যাক্টাস্—ডিজি, ইউপ্যাটু-পার্ফ, ল্যাকে, নাক্স, সাল্ফ।

ক্যাড্মিয়াম্—বেল্, কার্ব্বো-ভ, লোবে, অ্যাসি-নাই।

ক্যানারিস্-স্যাটাইভা—বেল্, হাইয়স্, লাইকো, নাক্স, ওপি, পাল্স্, রাস্, ভিরে।

ক্যান্থেরিস্—**ক্যাম্ফ**, বেল্, কেলি-আয়ড্, কেলি-বাই, মার্ক, ফস্ফো, পাল্স্, সিপি, সাল্ফ্।

ক্যাপ্সিকাম্—বেল্, সাইনা, লাইকো, পাল্স্, সিলি।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটি পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ক্যামোমিলা—**বেল্, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, পাল্স্,** অ্যাকোন্, আর্ণি, ব্রায়ো, ক্যাক্টা, ক্যাল্ক, ককিউ, ফর্ম্মি, মার্ক, নাক্স, রাস্, সিপি, সিলি, সাল্ফ্।

ক্যাম্ফার—**ক্যান্থে,** আর্স, অ্যাণ্টি-টার্ট, বেল, ককিউ, নাক্স, রাস্, ভিরে।

ক্যাঙ্কেরিয়া আর্স—কোনায়, গ্লনো, ওপি, পাল্স্।

ক্যাঙ্কেরিয়া-কার্ব্ব—**বেল্, রাস,** অ্যাগার, বোর‍্যাক্স, বিস্মাথ্, ড্রোসি, ডাল্কে, ইপি, কেলি-বাই, লাইকো, নেট্রা-কার্ব্ব, অ্যাসি-নাই, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ, ফস্ফো, পাল্স্, পডো, প্ল্যাটি, সিলি, সিপি, সার্সা, টিউবার, থেরিডিয়ন।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্—**হিপার, রিউটা, সাল্ফ, জিঙ্ক,** রাস্, আয়ড্, সোরি।

ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরেটা—ক্যাল্ক-ফস্, অ্যাসি-ফস্, নেট্রা-মি, সিলি।

ক্যাল্মিয়া—ক্যাল্ক, লাইকো, নেট্রা-মি, পাল্স্, স্পাই, **অ্যাসিড্-বেঞ্জোয়িক।**

ক্যালেণ্ডিউলা—**হিপার,** আর্ণি, আর্স, ব্রায়ো, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, রাস।

ক্রিয়োসোটাম্—আর্স, বেল, ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সাল্ফ।

ক্রোকাস্—চায়না, নাক্স, পাল্স, সাল্ফ।

ক্রোটন-টিগ্লিয়াম—রাস।

ক্রিমেটিজ্-ইরেক্টা—ক্যাল্ক, রাস, সিপি, সিলি, সাল্ফ।

গুয়েকাম্—ক্যাল্ক, মার্ক।

গ্র্যাফাইটিস্—**আর্স, কষ্টি, হিপার, ফেরাম, লাইকো,** ইউফর্ব্বি, নেট্রা-সাল্ফ, সিলি।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

চায়না—**ফেরাম,** অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, আর্ণি, অ্যাসাফি, বেল, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, ক্যাল্ক-ফস্, ল্যাকে, মার্ক, পাল্‌স, ফস্ফো, অ্যাসি-ফস, সাল্‌ফ, ভিরে।

চেলিডোনিয়াম্—অ্যাকোন, আর্স, ব্রায়ো, ইপি, লিডাম্, লাইকো, নাক্স, সিপি, স্পাই, সাল্‌ফ, কর‍্যাল্।

জিঙ্কাম-মেট—**ক্যাল্ক-ফস্,** হিপার, ইগ্নে, পাল্‌স্, সিপি, সাল্‌ফ।

জেলসিমিয়াম্—ব্যাপ্টি, ক্যাক্টা, ইপি।

টিউক্রিয়াম্—চায়না, পাল্‌স্, সিলি।

টিউবারকিউ—**সোরি, হাইড্রা, সাল্‌ফ, বেল, ক্যাল্ক,** ক্যাল্ক-ফস, ক্যাল্ক-আয়ড্, সিলি, ব্যারা-কার্ব্ব, ফস্ফো, পাল্‌স্, সিপি, থুজা। "ব্যাসিলিনাম" দ্রষ্টব্য।

টেব্যাকাম্—কার্ব্বো-ভ, হাইড্রোফ্।

টেরিবিন্থিনা—মার্ক-কর।

ড্যাফেমেরা—**ব্যারা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক, কেলি-সাল্‌ফ, সাল্‌ফ,** বেল, লাইকো, রাস, সিপি।

ডিজিটেলিস্—ব্রায়ো, বেল, ক্যামো, চায়না, লাইকো, নাক্স, ওপি, ফস্ফো, পাল্‌স্, সিপি, সাল্‌ফ, ভিরে, অ্যাসি-অ্যাসে।

ড্রোসিরা—**নাক্স,** ক্যাল্ক, সাইনা, পাল্‌স্, সাল্‌ফ, ভিরে, কোনায়।

থুজা—**আর্স, নেট্রা-সাল্‌ফ, স্যাবাই, মিডরি, সিলি,** অ্যাসাফি, ক্যাল্ক, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পাল্‌স্, সাল্‌ফ, ভ্যাক্সি।

নাক্স-ভমিকা—**ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, সিপি, সাল্‌ফ,** আর্স, অ্যাক্টি-স্পাই, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টা, কার্ব্বো-ভ, ককিউ, কলচি, হাইয়স্, লাইকো, ফস্ফো, পাল্‌স্, রাস্, সিপি, সাল্‌ফ, অ্যাসি-ফস্, এস্কিউ।

কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

নাক্স-মস্কেটা—অ্যাণ্টি-টার্ট, লাইকো, পাল্‌স, রাস্, ষ্ট্র্যামো, নাক্স।

নেট্রাম-কার্ব্ব—ক্যাল্ক, নাক্স, অ্যাসি-নাই, পাল্‌স, সাল্‌ফ, সিলিনি, সিপি।

নেট্রাম্-মিউর—এপিস, ক্যাপ্সি, ইগ্নে, সিপি, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, পাল্‌স, রাস, সাল্‌ফ, থুজা।

নেট্রাম্-সাল্‌ফ—আর্স, থুজা, বেল্।

পডোফিলাম্—(সাল্‌ফ)।

পাল্‌সেটিল্লা—অ্যাল্লি-সিপা, অ্যাসি-সাল্‌ফ, আর্জ-নাই, লাইকো, সিলি, ষ্ট্যান্না, কেলি-মি, কেলি-সাল্‌ফ, (টিউবার), ক্যামো, অ্যাণ্টি-ক্রুড, অ্যাণ্টি-টার্ট, অ্যানাকা, অ্যাসাফি, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, ইউফর্ব্বি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি-বাই, অ্যাসি-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, ফস্ফো।

পিট্রোলিয়াম্—ব্রায়ো, ক্যাল্ক, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, পাল্‌স, সিলি, সাল্‌ফ, সিপি*।

প্লাম্বাম্—আর্স, বেল, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, পাল্‌স, সিলি, সাল্‌ফ।

প্ল্যাটিনাম্—অ্যানাকা, আর্জ্জমেট্, বেল, লাইকো, পাল্‌স, রাস, সিপি, ভিরে, ইগ্নে, প্যাল্লাডিয়াম্।

ফস্ফোরাস্—আর্স, অ্যাল্লি-সিপা, কার্ব্বো-ভ, ইপি, বেল, ব্রায়ো, চায়না, কেলি-কার্ব্ব, ক্যাল্ক, লাইকো, নাক্স, পাল্‌স, রাস, সিপি, সিলি, সাল্‌ফ।

ফেরাম্—অ্যালিউমি, চায়না, হ্যামা, অ্যাকোন, আর্ণি, বেল্, কোনায়, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্, ভিরে।

বার্বারিস্—লাইকো।

---

* সিপিয়ার পূর্ব্বে "পিট্রোলিয়াম" সেবিত হইতে পারে, কিন্তু সিপিয়ার পরে "পিট্রোলিয়াম" সেবিত হইতে পারে না।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

বিস্মাথ্—বেল্, ক্যাল্ক্, পাল্স্, সিপি।

বেল্লাডনা—**ক্যাল্ক**, অ্যাকোন্, আর্স, ক্যাক্টা, কার্ব্বো-ভ, ক্যামো, কোনায়, ডাল্কে, হিপার, হাইয়স্, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-বিন, মস্ক, অ্যাসি-মি, নাক্স, পাল্স্, রাস, সেনিগা, সিপি, সিলি, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ্, ভেলিরি, ভিরে, চায়না।

বোভিষ্টা—অ্যালিউমি, ক্যাল্ক, রাস্, সিপি, ভিরে।

বোর‍্যাক্স—ক্যাল্ক, নাক্স, আর্স, ব্রায়ো, লাইকো, ফস্ফো, সিলি।

ব্যাডিয়েগা—**আয়োড্**, **মার্ক**, **সাল্ফ্**, ল্যাকে।

ব্যাপ্টিজিয়া—হ্যামা, অ্যাসি-নাই, টেরিবি, ক্রোটে, পাইরে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—**ডাল্কে**, অ্যান্টি-টার্ট, কোনায়, (ক্যাল্ক), চায়না, ফস্ফো, পাল্স্, রাস্, সিপি, সিলি, সাল্ফ, লাইকো, মার্ক, অ্যাসি-নাই, সোরি, টিউবার।

ব্যাসিলিনাম্—**ক্যাল্ক-ফস্**, **ল্যাকে**, **কেলি-কার্ব্ব**, **হাইড্র্যা** ["টিউবারকিউলিনাম" দ্রষ্টব্য]।

ব্রায়োনিয়া—**অ্যালিউমি**, **রাস্**, **কেলি-কার্ব্ব**, **নেট্রা-মি**, আর্স, অ্যাব্রো, অ্যান্টি-টার্ট, বেল্, বার্ব্বা, ক্যাক্টা, কার্ব্বো-ভ, ডাল্কে, হাইয়স্, কেলি-কার্ব্ব, অ্যাসি-মি, নাক্স, ফস্ফো, পাল্স, রাস, সিলি, স্যাবেডি, সিপা, সাল্ফ্, ড্রোসি।

ব্রোমিয়াম—আর্জ-নাই, কেলি-কার্ব্ব।

ভাইয়োলা-ওডো—বেল, সাইনা, কর‍্যাল্, নাক্স, পাল্স্।

ভাইয়োলা-ট্রাই—পাল্স্, রাস্, সিপি, ষ্ট্যাফাই।

ভার্ব্যাস্কাম্—বেল, চায়না, লাইকো, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, সিপি, রাস্, সাল্ফ।

ভিরেট্রাম্-অ্যাল্বাম্—**আর্ণি**, অ্যাকোন, আর্স, আর্জ-নাই, বেল, কার্ব্বো-ভ, ক্যামো, চায়না, কিউপ্রা, ড্রোসি, ইপি, পাল্স, রাস্, সিপি, সাল্ফ, স্যাম্বিউ, ডাল্কে।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ভেলিরিয়েনা—ফস্‌ফো, পাল্‌স্।

মার্কিউরিয়াস*—ব্যাড্ডি, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-ফস, কার্ব্বো-ভ, চায়না, ডাল্কে, গুয়ে, হিপার, আয়ড্, ল্যাকে, লাইকো, অ্যাসি-মি, অ্যাসি-নাই, ফস্‌ফো, পাল্‌স্, রাস্, সিপি, সাল্‌ফ, থুজা।

মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস
„ —সলিউবিলিস } —উল্লিখিত "মার্কিউরিয়াস" দ্রষ্টব্য।

মিজিরিয়াম—ক্যাল্ক, কষ্টি, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ফস্ফো, পাল্‌স।

মিডরিনাম—সাল্‌ফ, থুজা।

মিনিয়্যান্থিস্—ক্যাপ্সি, লাইকো, পাল্‌স, রাস্।

ম্যাগ্‌নেসিয়া-কার্ব্ব—ক্যাস্মো, কষ্টি, ফস্ফো, পালস, সিপি, সালফ।

ম্যাঙ্গেনাম্-অ্যাসে—পাল্‌স্, রাস, সালফ।

রাস-টক্স—ব্রায়োনি, ক্যাল্‌ক্, আর্স, আর্ণি, বেল, বার্ব্বা, ক্যান্থা, ক্যাস্ক-ফস, ক্যামো, কোনায়, গ্র্যাফা, হাইয়স, ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-মি, নাক্স, পালস, ফস্ফো, অ্যাসি-ফস, সিপি, সাল্‌ফ, ড্রোসি।

রাস্-ভেন—রাস-টক্স।

রিউটা—ক্যাল্ক-ফস, ক্যাল্ক, কষ্টি, লাইকো, অ্যাসি-ফস, পালস, সিপি, সালফ, অ্যাসি-সালফ।

রিউম্—ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, বেল, পালস, রাস, সালফ।

রিউমেক্স—ক্যাল্ক।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড্—রাস-ভেন, সিপি, ক্যাল্ক।

রোডোডেণ্ড্রণ—আর্ণি, আর্স, ক্যাল্ক, কোনায়, লাইকো, মার্ক, নাক্স, পালস, সিপি, সিলি, সালফ।

র‍্যান্যান্‌কিউলাস্-বাল্বো—ব্রায়ো, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, নাক্স, রাস, সিপি, স্যাবেডি।

---

* মার্কিউরিয়াস্ অর্থে "মার্কিউরিয়াস-সল" বা "মার্কিউরিয়াস্-ভাইভাস্" বুঝায়।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

লরোসেরেসাস্—বেল, কার্ব্বো-ভ, ফস্ফো, পালস, ভিরে।

লাইকোপোডিয়াম্—**আয়ড, ল্যাকে, পাল্‌স, চেলি, ইগ্নে, ইপি, কেলি-আয়ড,** অ্যানাকা, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো-ভ, কল্‌চি, ডাল্কে, গ্র্যাফা, হাইয়স, কেলি-কার্ব্ব, লিডাম্, নাক্স, ফস্ফো, ষ্ট্র্যামো, সিপি, সিলি, ভিরে, ড্রোসি, (ক্যাল্ক ?), থেরিডিয়ন্।

লিডাম্—অ্যাকোন্, বেল, ব্রায়ো, চেলি, নাক্স, পাল্‌স, রাস্, সালফ, অ্যাসি-সালফ।

লিসিন্—("হাইড্রোফোবিনাম্" দ্রষ্টব্য)।

ল্যাকেসিস্—**লাইকো, অ্যাসি-নাই, হিপার, কেলি-আয়ড, আয়ড,** অ্যাকোন, আর্স, অ্যালিউমি, বেল, ব্রোম্, কার্ব্বো-ভ, কষ্টি, কোনায়, ক্যাস্টা, ক্যাল্ক, চায়না, হাইয়স, কেলি-বাই, মার্ক, সাইকিউ, নাক্স, নেট্রা মি, ওলি, ফস্ফো, পালস, রাস, সিলি, সালফ্, টেরেণ্ট, ইউফর্ব্বি, মার্ক-প্রটো-আয়ড্।

ষ্ট্যান্নাম্—**পালস,** ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, নাক্স, ফস্ফো, রাস, সালফ্, ব্যাসিলি, হাইড্রোফ।

ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া—**কষ্টি, কলোসি,** ক্যাল্ক, অ্যাসি-ফ্লু, কেলি-কার্ব্ব, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স, পালস, রাস, সালফ, সিলিনি।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—অ্যাকোন, বেল, ব্রায়ো, কিউপ্রা, হাইয়স, নাক্স।

সাইকিউটা-ভাইরোসা—বেল, হিপার, ওপি, পালস, রাস, সিপি।

সাইনা—ক্যাল্ক, চায়না, ইগ্নে, নাক্স, প্ল্যাটি, পালস, রাস, সিলি, ষ্ট্যান্না।

সাইলিসিয়া—("সিলিকা" দ্রষ্টব্য)।

সার্সাপ্যারিলা—**অ্যাসি-সিপা, মার্ক, সিপি,** বেল, হিপার, ফস্ফো, রাস, সালফ।

সালফার—**অ্যালো, নাক্স, সোরি, অ্যাকোন, পালস, আর্স, ব্যাডি,** এস্কিউ, অ্যালিউমি, এপিস, বেল,

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ব্রায়ো, ব্যারা-কার্ব্ব, বার্ব্বা, বোর্য়াক্স, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, ইউফর্ব্বি, গ্র্যাফা, গুয়ে, সার্সা, কেলি-কার্ব্ব, মার্ক, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, পডো, রাস, সিপি, স্থাম্বিউ, ড্রোসি।

সিকেলি-কর—অ্যাকোন্, আর্স, বেল, চায়না, মার্ক, পালস্।

সিক্লামেন্—ফস্ফো, পালস্, রাস্, সিপি, সালফ্।

সিঙ্কোনা—("চায়না" দ্রষ্টব্য)।

সিপিয়া—**নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, নাক্স, স্যাবেডি, সাল্ফ**, বেল, ক্যাল্ক, কোনায়, কার্ব্বো-ভ, ডাল্কে, ইউফর্ব্বি, গ্র্যাফা, লাইকো, নিট্রো, পালস, সার্সা, সিলি, রাস, ট্যারেণ্ট, ফস্ফো, অ্যাসি-নাই।

সিয়েনোথাস-আমেরিকানা—বার্ব্বা, কোনায়, কোয়ের্কাস্।

সিলা-ম্যারিটিমা—আর্স, ইগ্নে, নাক্স, রাস্, সিলি, ব্যারা-কার্ব্ব।

সিলিকা—**ক্যালক, সালফ, থুজা, অ্যাসি-ফ্লু**, আর্স, অ্যাসাফি, বেল্, ক্লিমে, গ্র্যাফা, হিপার, ল্যাকে, লাইকো. নাক্স, ফস্ফো, রাস্, সিপি, সালফ্, টিউবার।

সিলিনিয়াম্—ক্যাল্ক, নাক্স, মার্ক, সিপি।

সিষ্টাস্—**বেল, কার্ব্বো-ভ, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ফস্ফো**।

সেনিগা—এরাম্, ক্যাল্ক, লাইকো, ফস্ফো, সালফ্।

সোরিনাম্—**সালফ, টিউবার**, অ্যালিউমি, বোর্য়াক্স, ব্যারা-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভ, চায়না, হিপার, লাইকো।

স্কুইলা—("সিলা" দ্রষ্টব্য)।

স্পাইজিলিয়া—আর্নি, অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, সিমিসি, ডিজি, আইরিস, কেলি-কার্ব্ব, ক্যাল্মি, নাক্স, পালস্, রাস্, সিপি, সালফ্, জিঙ্ক্।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্তী অনুকূল ঔষধচয়।

স্পাঞ্জিয়া—ব্রোমি, ব্রায়ো, কোনায়, কার্ব্বো-ভ, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার, কেলি-ব্রোম্, নাক্স, ফস্ফো, পালস্।

স্পিরিট্-ক্যাম্ফার—("ক্যাম্ফার্" দ্রষ্টব্য)।

স্কুইলা—পুভ্জা, আর্স, বেল, পালস্, রাস্, স্পাঞ্জ, সালফ্।

স্যাবেডিল্লা—সিপি, আর্স, বেল, মার্ক, নাক্স, পালস্।

স্যাম্বিউকাস্—আর্স, বেল, কোনায়, ড্রোসি, নাক্স, ফস্ফো, রাস্, সিপি।

হাইড্রোকোবিনাম্—নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, জেল্‌স; ল্যাকে, স্কাজা, প্রভৃতি সর্প-বিষ।

হাইয়োসায়েমাস—বেল, ফস্ফো, পালস, ষ্ট্র্যামো, ভিরে।

হিপার-সালফার—ক্যালেণ্ডি, অ্যাব্রো, অ্যাকোন্, এরাম, বেল, ব্রায়ো, আয়ড, ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পালস, নাক্স, রাস, সিপি, স্পাঞ্জ, সিলি, সালফ, আর্ণি, জিঙ্ক।

হেল্লিবোরাস—বেল, ব্রায়ো, চায়না, লাইকো, নাক্স, ফস্ফো, পালস, সালফ, জিঙ্ক।

হামামেলিস—ফেরাম, আর্ণি।

(খ) কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়

(Inimical or Incompatible remedies)।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

অরাম-মি·নে—কফি; স্থরাসার।

আর্জেন্টাম-নাই—কফি।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

আর্ণিকা—সুরা। [ক্ষিপ্ত বা উগ্র কুক্কুর শিয়াল বা বিড়ালাদি জন্তুর দংশনের পর, আর্ণিকা সেবন অতীব অনিষ্টকর]।

অ্যাট্রোপিন—জেলস।

অ্যামোনিয়াম-কার্ব্ব—ল্যাকে।

অ্যালো-সকোট্রিনা—অ্যাল্লি-সি, অ্যাল্লি-স্যা।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা—অ্যালো, অ্যাল্লি-স্যা, সিলা।

অ্যাল্লিয়াম-স্যাট্—অ্যালো, অ্যাল্লি-সি, সিলা।

অ্যাসিড-অ্যাসে—আর্ণি, বোর‍্যাক্স, কষ্টি, নাক্স, র‍্যানান, সার্স্, বেল, ল্যাকে, মার্ক।

অ্যাসিড-নাই—ল্যাকে। [হানেমান বলিয়া গিয়াছেন যে ক্যাল্ক-কার্ব্বের পর "অ্যাসি-নাই" খাটে না]।

ইগ্নেষিয়া—কফি, নাক্স, টেব্যা।

এপিস—রাস্, ফস্ফো।

এরাম্-ট্রাইফিল্লাম্—ক্যালেণ্ডিয়াম্।

ককিউলাস-ইণ্ডিকা—কফি, কষ্টি।

কফিয়া-ক্রুডা—ক্যান্থে, কষ্টি, ককিউ, ইগ্নে, সিষ্টাস, মিল্লি, ষ্ট্র্যামো [আর্জ-নাই'র পর "কফিয়া" খাটে না]।

কলচিকাম—অ্যাসি-অ্যাসে।

কলোফিল্লাম্—কফি।

কষ্টিকাম্—অ্যাসি-অ্যাসে, কফি, ফস্ফো, ককিউ; সকল রকম অ্যাসিড।

কার্ব্বো-অ্যানি—(কার্ব্বো-ভেজ ?)।

কার্ব্বো-ভেজ—(কার্ব্বো-অ্যা ?), ক্রিয়ো।

কেলি-বাই—[ক্যাক্কেরিয়া'র পর "কেলি-বাই" খাটে না]

কোনায়াম—[সোরিনাম'র পর কখন কখন "কোনায়াম" খাটে না]।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—ক্যাম্ফার।

কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম।	ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

ক্যান্থেরিস—কফি।

ক্যামোমিলা—জিঙ্ক, নাক্স।

ক্যাম্ফার—ক্যালেণ্ডি। [কফিয়া'র পর বা "কেলি-নাইট্রিকাম'র" পর, "ক্যাম্ফার" খাটে না]।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব—সাল্ফ, ব্যারা-কার্ব্ব, ব্রায়ো। [কেলি-বাই'র পর বা অ্যাসি-নাই'র পর, "ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব" খাটে না]।

ক্যালেণ্ডিউলা—ক্যাম্ফার।

ক্রিয়োসোটাম্—[কার্ব্বো-ভ'র পর বা চায়না'র পর, ক্রিয়োসোটাম্ খাটে না]।

চায়না—ক্রিয়ো। [ডিজিটেলিস'র পর বা সিলিনিয়াম'র পর, চায়না খাটে না]।

জিঙ্কাম্—ক্যামো, নাক্স ; সুরা।

জেলসিমিয়াম—(ওপি ?)। [অ্যাট্রোপিন'র পর "জেল্স" খাটে না]।

টেব্যাকাম্—ইগ্নে।

ডাল্কেমারা—ল্যাকে, বেল, অ্যাসি-অ্যাসে।

ডিজিটেলিস—চায়না, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস।

নাক্স-ভমিকা—অ্যাসি-অ্যাসে, ইগ্নে, জিঙ্ক ; সকল রকম অ্যাসিড। [নাক্স-ভমিকা'র পূর্ব্বে বা পরে "অ্যাসি-অ্যাসে" খাটে না]।

নেট্রাম্-মিউর—["নেট্রা-মি", পডোফিল্লাম্'র ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে]।

পডোফিল্লাম্—লবণ। [লবণ, পডোফিল্লাম্'র ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে]।

ফস্ফোরাস—কষ্টি, এপিস।

ফেরাম্-ফস—প্যারিস।

ফেরাম্-মেট—অ্যাসি-অ্যাসে ; চা, এবং "বিয়ার" নামক মদ্য।

বেল্লাডনা—ডাল্কে, অ্যাসি-অ্যাসে ; ভিনিগার।

বোভিষ্টা—কফি।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

বোর‍্যাক্স—অ্যাসি-অ্যাসে ; ভিনিগার ও সুরা।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—[ক্যাল্ক-কার্ব্ব'র পর, "ব্যারা-কার্ব্ব" খাটে না।

ব্রায়োনিয়া—ক্যাল্ক।

মার্কিউরিয়াস*—অ্যাসিঅ-্যাসে, সিলি। [সিলিকা'র পূর্ব্বে বা পরে, শক্তীকৃত (potentised) "মার্কিউরিয়াস" খাটে না]।

মিল্লিফোলিয়াম্—কফি।

রাস-টক্স—এপিস। [রাস-টক্স'র পূর্ব্বে বা পরে, "এপিস" খাটে না]।

র‍্যানান্‌কিউলাস-বাল্বো—অ্যাসি-অ্যাসে, ষ্ট্যাফা, সালফ, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস ; সুরা, সুরাসার, ও ভিনিগার।

লাইকোপোডিয়াম্—কফি। [কেণ্ট বলেন যে লাইকো'র পর "সালফ" খাটে ; কিন্তু সালফার'র পর "লাইকো" খাটে না]। "সালফ, ক্যাল্ক, লাইকো"—"সালফ, ক্যাল্ক, লাইকো", এই পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হয়।

লিডাম্—চায়না।

ল্যাকেসিস—অ্যাসি-অ্যাসে, অ্যাসি-কার্ব্ব, অ্যাসি-নাই. অ্যাম্মন্-কার্ব্ব, ডাল্কে, সোরি, (সিপি ?)।

ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া—র‍্যান্যান্। [ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া'র পূর্ব্বে বা পরে, "র‍্যান্যান্" খাটে না]।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—কফি।

সাইলিসিয়া—("সিলিকা" দ্রষ্টব্য)।

সার্সাপ্যারিলা—অ্যাসি-অ্যাসে।

সালফার—র‍্যান্যান। [হানেমান বলেন ক্যাল্ক-কার্ব্ব'র পর যেন "সালফ" সেবিত না হয় ; এবং কেণ্ট বলেন যে লাইকো'র পর "সালফ" খাটে কিন্তু সালফার'র পর "লাইকো" খাটে না]।

* "মার্কিউরিয়াস" অর্থে "মার্কিউরিয়াস-সল" বা "মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস" বুঝায়।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

সিঙ্কোনা—(চায়না দ্রষ্টব্য)।

সিপিয়া—ব্রায়ো, ল্যাকে।

সিলা-ম্যারিটিমা—অ্যাল্লি-সি, অ্যাল্লি-স্যা।

সিলিকা—মার্ক।

সিলিনিয়াম—চায়না; সুরা।

সিষ্টাস—কফি।

সোরিণাম—কোনায়, ল্যাকে, (সিপি?)।

স্কুইলা—("সিলা" দ্রষ্টব্য)।

হিপার—স্পাঞ্জ (Dr. Smith)।

(গ) কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে

(The remedy is antidoted by)।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

অরাম্-মেট্—বেল, চায়না, ককিউ, কফি, কিউপ্রা, মার্ক, পালস, স্পাই, ক্যাম্ফ।

অম্মিয়াম্—বেল, মার্ক, হিপার, স্পাঞ্জ, অ্যাসি-ফস, সিলি।

আইরিস—নাক্স।

আয়োডিয়াম্—অ্যাণ্ট-টার্ট, এপিস, আর্স, অ্যাকোন, বেল, ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, কিনি-সালফ, ফেরাম্, গ্র্যাফা, গ্র্যাথি, হিপার, ওপি, ফস্ফো, স্পাঞ্জ, সালফ, থুজা; জল মিশ্রিত গমের ময়দা।

আর্জেণ্টাম-নাই—আর্স, ক্যাল্ক, লাইকো, নেট্রা-মি, মার্ক, সিলি, ফস্ফো, পালস, রাস, সিপি, সালফ, আয়ড; দুগ্ধ।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

আর্জেণ্টাম-মেট—মার্ক, পালস।

আর্টিকা—শামুকের রস।

আর্ণিকা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, সাইকিউ, ইগ্নে, ইপি, অ্যামন-কার্ব্ব, সেনিগা, ফেরাম।

আর্সেনিক-আয়ড—ব্রায়ো।

আর্সেনিক-অ্যাব—কিনি-সালফ, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভ, চায়না, ইউফর্ব্বি, ফেরাম, গ্র্যাফা, হিপার, আয়ড, ইপি, কেলি-বাই, মার্ক, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, ওপি, স্যাম্বিউ, সালফ, টেব্যা, ভিরে, ল্যাকে।

অ্যাকোনাইট-ন্যাপ—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, বার্বা, কফি, নাক্স, সালফ, ক্যামো, ভিরে, সিমিসি, পিট্রো, সিপি; ভিনিগার, সুরাসার, ও সুরা।

অ্যাক্টিয়া-রেসি—অ্যাকোন, ব্যাপ্টি।

অ্যাগারিকাস—ক্যাল্ক, পালস, রাস, ক্যাম্ফ; সুরা, চর্ব্বি বা তৈল, কফি।

অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাস—ক্যাম্ফ, নাক্স, নেট্রা-মি; লবণাক্তজল।

অ্যাট্রোপিন্—বেল, ওপি, ফাইজস্।

অ্যান্টিমোনিয়াম-ক্রুডা—ক্যাল্ক, হিপার, মার্ক।

অ্যান্টিমোনিয়াম-টার্ট—অ্যাসাফি, চায়না, ককিউ, ইপি, লরো, ওপি, পালস, রাস, সিপি, কোনায়, মার্ক।

অ্যানাকার্ডিয়াম—ক্লিমে, ক্রোটন, কফি, র‍্যান্থার্ন, রাস।

অ্যাম্ব্রাসিনাম—এপিস, আর্স, ক্যামো, অ্যাসি-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভ, ক্রিয়ো, ল্যাকে, পালস, রাস, সিলি, অ্যাসি-সালফ, চায়না।

অ্যামিল-নাইট্রো—ক্যাক্টা।

অ্যামন্-কার্ব্ব—আর্ণি, ক্যাম্ফ, হিপার, ল্যাকে; উদ্ভিজ্জ-অম্ল মাত্রেই, রেড়ির তৈল, জলপাই-তৈল প্রভৃতি।

অ্যাম্ব্রা-গ্রিষিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, পালস, নাক্স, ষ্ট্যাফা।

অ্যালিউমিনা—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ইপি, পালস।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

অ্যালিউমেন—অ্যালো, ক্যামো, নাক্স, ইপি, সালফ।

অ্যালো-সকোট্রিনা—ক্যাম্ফ, লাইকো, নাক্স, সালফ, অ্যালিউমে; সরিষা।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা—আর্ণি, ক্যামো, কফি, নাক্স, থুজা, ভিরে।

অ্যাল্লিয়াম-স্যাট্—লাইকো।

অ্যাসাফিটিডা—ক্যাম্ফ, কষ্টি, চায়না, মার্ক, পালস, ভেলিরি।

অ্যাসিড-অক্স্যালিক—ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

অ্যাসিড-অ্যাসে—অ্যাকোন, নেট্রা-মি, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, নাক্স, সিপি, টেব্যা।

অ্যাসিড-কার্ব্ব—খড়ি, দুগ্ধ, চিনি মিশ্রিত চূণের জল।

অ্যাসিড-নাইট্রি—ক্যাল্ক, হিপার, কোনায়, মার্ক, মিজি, সালফ, পিট্রো।

অ্যাসিড-ফস—ষ্ট্যাফা, কফি, ক্যাম্ফ।

অ্যাসিড-ফ্লু—সিলি।

অ্যাসিড মিউর—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ইপি (Dr. Teste)।

অ্যাসিড-সালফ—ইপি, পালস।

অ্যাসিড-হাইড্রো—ক্যাম্ফ, কফি, ফেরাম, ইপি, ওপি, নাক্স, ভিরে-ভ।

ইউফর্ব্বিয়াম—অ্যাসি-অ্যাসে, ক্যাম্ফ, ওপি ; লেবুর রস (বেশী)।

ইউক্রেষিয়া—ক্যাম্ফ, কষ্টি, পালস।

ইগ্নেষিয়া—পালস, আর্ণি, ক্যাম্ফ, কফি, অ্যাসি-অ্যাসে, ককিউ, ক্যামো, নাক্স।

ইথিউজা—উদ্ভিজ্জ-অম্ল।

ইপিক্যাক—আর্ণি, আর্স, চায়না, নাক্স, টেব্যা।

ঈল্যাপ্স-কোর্যালিনাস—আর্স ; সুরাসার, তাপ।

এপিস-মেল্লিফিকা—ক্যাম্ফ, ইপি, ল্যাকে, লিডাম, নেট্রা-মি, প্ল্যাণ্টে, অ্যাসি-কার্ব্ব, আর্টিকা ; জলপাই-তৈল, পিঁয়াজ।

এরাম্—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, পালস ; মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল।

এস্কিউলাস্-হিপ—নাক্স।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ওপিয়াম্—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, ক্যামো, সাইকিউ, কফি, কিউপ্রা, জেলস, ইপি, মার্ক, অ্যাসি-মিউর, নাক্স, পালস, ভিরে, জিঙ্ক, আর্জ্জ-নাই, ক্যাম্ফ, সার্সা, সালফ ; মদ্য, কফি।

ওলিয়েণ্ডার—ক্যাম্ফ, সালফ।

ককিউলাস্-ইণ্ডিকা—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কিউপ্রা, ইগ্নে, নাক্স, ষ্ট্যাফা।

কফিয়া—অ্যাকোন, নাক্স, অ্যাসি-অ্যাসে, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাফি, মার্ক, পালস, ইগ্নে, সালফ, টেব্যা।

কর‍্যাল্লিয়াম্—ক্যাল্ক, মার্ক।

কল্‌চিকাম্—বেল, ক্যাম্ফ, ককিউ, লিডাম, নাক্স, পালস, স্পাই ; চিনি, মধু।

কলিন্সোনিয়া—নাক্স।

কলোসিন্থ—ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্যামো, কফি, ওপি, ষ্ট্যাফা।

কষ্টিকাম্—অ্যাণ্টি-টার্ট, কফি, কলোসি, ডাল্কে, গুয়ে, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস, নাক্স, অ্যাসাফি।

কার্ব্বো-অ্যানি—আর্স, ক্যাম্ফ, নাক্স, ল্যাকে, কফি ; ভিনিগার, মদ্য।

কার্ব্বো-ভেজ—আর্স, ক্যাম্ফ, কফি, ল্যাকে, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস, কষ্টি, ফেরাম্।

কিউপ্রাম্-আর্স—("আর্সেনিক"র প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য)।

কিউপ্রাম্-অ্যাসে—বেল, চায়না, সাইকিউ, ডাল্কে, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স।

কিউপ্রাম্-মেট—বেল, ক্যাম্ফ, সাইকিউ, চায়না, ককিউ, কোনায়, ডাল্কে, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স, পালস, ভিরে, অরাম্, ক্যামো ; চিনি, ডিম্বের শ্বেতসার দুগ্ধ সহ।

কিনিনাম্-সালফ—আর্ণি, আর্স, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, ফেরাম্, হিপার, ল্যাকে, নেট্রা-মি, পালস।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

কেলি-আয়ড্—অ্যামন্-মিউর, আর্স, চায়না, মার্ক, রাস, সালফ, ভেলিরি, আর্জ-নাই, অরাম, হিপার, অ্যাসি-নাই ৩০।

কেলি-কার্ব্ব—ক্যাম্ফ, কফি, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস্, ডাল্কে।

কেলি-বাই—আর্স, ল্যাকে, পালস ; অম্ল, খড়ি, দুগ্ধ।

কেলি-ব্রোম—ক্যাম্ফ, হেলোনি, নাক্স, জিঙ্ক ; উদ্ভিজ্জ-অম্ল।

কেলি-মিউর—বেল, ক্যাল্ক-সালফ, হাইড্রা, পালস।

কোনায়াম্—কফি, ডাল্কে, অ্যাসি-নাই, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস ; মদ্য।

কোপেভা—বেল, ক্যাল্ক, মার্ক, ("মার্ক-কর" পুরুষের পক্ষে, ও "মার্ক-সল" স্ত্রীলোকের পক্ষে, উপযোগী), সালফ্।

কোব্রা (বা ন্যাজা)—টেব্যা।

ক্যাক্টাস—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, চায়না, ইউপ্যাট-পার্ফ।

ক্যানাবিস-স্যাট—ক্যাম্ফ, মার্ক।

ক্যান্থেরিস—অ্যাকোন, এপিস, ক্যাম্ফ, সিম্ফি, লরো, পালস্, রিউম্।

ক্যাপ্সিকাম—ক্যালেডিয়াম, ক্যাম্ফ, চায়না, সাইনা, অ্যাসি-সালফ ; গন্ধকের ধূম।

ক্যামোমিলা—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, বোর‍্যাক্স, ক্যাম্ফ, চায়না, ককিউ, কফি, কলোসি, কোনায়, ইগ্নে, নাক্স, পালস, ভেলিরি।

ক্যাম্ফার—ক্যান্থে, ডাল্কে, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, ওপি, ফস্ফো।

ক্যাল্কেরিয়া-আর্স—গ্লনো, পালস, কার্ব্ব-ভ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, চায়না, ইপি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, নাক্স, সিপি, সালফ, হিপার, আয়ড, অ্যাসি-নাই।

ক্যাল্মিয়া—অ্যাকোন, বেল, স্পাই।

ক্যালেণ্ডিউলা—আর্ণি।

ক্রিয়োসোটাম—অ্যাকোন, নাক্স, ফেরাম (Dr. Teste)।

ক্রোকাস-স্যাট—অ্যাকোন, বেল, ওপি।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ক্রোটন-টিগ্লি—অ্যানাকা, অ্যান্টি-টার্ট, ক্লিমে, রাস, র‍্যান্থান্।

ক্রোটেলাস-হরাইডাস—ল্যাকেস। [ক্যাম্ফ, কফি, ওপি, এবং সুরাসার ও তাপ—সামান্য রকম প্রতিবিষ]।

ক্লিমেটিজ—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, অ্যানাকা, ক্রোটন্, রাস, র‍্যান্থান্।

ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট্—ডিজি, মস্কাস্; তাড়িৎ।

গুয়েকাম—নাক্স্।

গ্যাম্বোজিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, কলোসি, কেলি-কার্ব্ব, ওপি।

গ্র্যাফাইটিস—অ্যাকোন্, আর্স, নাক্স, চায়না; সুরা।

গ্র্যাথিওলা—কষ্টি, বেল্, ইউফর্ব্বি, নাক্স।

গ্লনোইন্—অ্যাকোন্, ক্যাম্ফ, কফি, নাক্স।

চায়না—আর্ণি, এপিস, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো-অ্যা, কার্ব্বো-ভ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সীড্রন, সাইনা, ইউপ্যাটু-পার্ফ, ফেরাম্, ইপি, ল্যাকে, লিডাম্, লাইকো, মিনি, মার্ক, নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, ভিরে।

চেলিডোনিয়াম্—অ্যাকোন্, ক্যামো, কফি, ক্যাম্ফ; অম্ল (acids), সুরা।

জিঙ্কাম্-মেটালিকাম্—ক্যাম্ফ, হিপার, ইগ্নে, লোবে (Dr. Teste)।

জিঞ্জিবার—নাক্স।

জেলসিমিয়াম্—অ্যাট্রোপি, চায়না, কফি, ডিজি, নেট্রা-মি, নাক্স-ম, ষ্ট্রিক্নি (Jephson)।

জ্যাবোর‍্যাণ্ডি—বেল।

টিউক্রিয়াম্—ক্যাম্ফ।

টেব্যাকাম্—অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, ক্লিমে, ককিউ, ইগ্নে, ইপি, লাইকো, কস্কো, নাক্স, পালস, সিপি, ভিরে, ষ্ট্যাফি, ক্যাম্ফ, কফি, জেলস, ক্যাপ্সি, প্ল্যাণ্টে, স্পাই; ভিনিগার, সুরা, টক-অ্যাপেল।

টেরিবিস্থিনা—কস্কো।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

টেল্লিউরিয়াম্—নাক্স।

ট্যারেন্টিউলা—আংশিক প্রতিবিষচয়: বোভিষ্টা, কার্ব্বো-ভ, চেলি, কিউপ্রা, জেল্‌স, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মস্কাস, পাল্‌স।

ডলিকস—অ্যাকোন্।

ডাল্কেমারা—কিউপ্রা, ইপি, কেলি-কার্ব্ব, মার্ক, ক্যাম্ফ।

ডিজিটেলিস—এপিস, ক্যাম্ফ, ক্যান্ক, (কলচি), নাক্স, অ্যাসি-নাই, ওপি; উদ্ভিজ্জ-অম্ল, ভিনিগার, ঈথার্।

ড্রোসিরা—ক্যাম্ফ।

থুজা—কল্‌চি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ককিউ, মার্ক, নাক্স, পাল্‌স, সালফ, ষ্ট্যাফি।

নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডাল্‌সিস—ক্যাঙ্ক, কার্ব্বো-ভ, কষ্টি, কোনায়, কেলি-কার্ব্ব, নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, ওপি, সিপি।

নাক্স-ভমিকা—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ককিউ, কফি, ইউফর্বি, ওপি, পাল্‌স, থুজা, অ্যাম্ব্রা, ইগ্নে, আইরিস, প্লাটি, ষ্ট্র্যামো; সুরা।

নাক্স-মস্কেটা—ক্যাম্ফ, জেল্‌স, লরো, নাক্স-ভ, ওপি, ভেলিরি, জিঙ্ক।

নিকোটিনাম—"টেব্যাকাম্'র" প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম্-কার্ব্ব—ক্যাম্ফ, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিস।

নেট্রাম্-ফস—এপিস, সিপি।

নেট্রাম্-মিউর—আর্স, ফস্ফো, সিপি, নাক্স, ক্যাম্ফ; "নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্‌সিস" ঘ্রাণ লওয়া।

ন্তাজা—"কোব্রা'র" প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

পডোফিল্লাম্—কলোসি, লেপ্টে, নাক্স।

পাল্‌সেটিল্লা—অ্যাসাফি, কফি, ক্যামো, ইগ্নে, নাক্স, ষ্ট্যান্না, অ্যান্টি-টার্ট, ক্যাঙ্ক-ফস্ (Dr. Teste); অম্ল (acids) মাত্রেই। [ক্যামোমিলা

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ও পালসেটিল্লা পরস্পর "প্রতিবিষ", অথচ পরস্পর "পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়"]।

পিট্রোলিয়াম্—অ্যাকোন, ককিউ, নাক্স, ফস্ফো।

প্লাম্বাম্—অ্যালিউমি, অ্যালিউমে, অ্যান্টি-ক্রুড্, আর্স, বেল, ককিউ, কষ্টি, হিপার, ওপি, হাইয়স, কেলি-ব্রোম, ক্রিয়ো, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, পিট্রো, প্ল্যাটি, অ্যাসি-সালফ, অ্যাসি-অ্যাসে, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক, ইথিউজা (Dr. Teste)।

প্ল্যাটিনাম—বেল, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, পালস, কলচি, (Dr. Teste)।

প্ল্যাণ্টেগো—মার্ক।

ফস্ফোরাস—কফি, ক্যাল্ক, মিজি, নাক্স, সিপি, টেরি, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম্ম।

ফাইজসটিগ্মা—আর্ণি, কফি, লিল্লি; বমনকারক ঔষধচয়।

ফাইটোল্যাক্কা—বেল, কফি, ইগ্নে, আইরিস, মার্ক, মিজি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, ওপি, সালফ; দুগ্ধ, লবণ।

ফেরাম—আর্স, আর্ণি, বেল, চায়না, হিপার, ইপি, পালস, সালফ, ভিরে; "বিয়ার" নামক মদ্য।

ফেল্লাণ্ড্রিয়াম—রিউম।

বার্বারিস—ক্যাম্ফ, বেল।

বিস্মাথ—কফি, ক্যাল্ক, ক্যাপ্সি, নাক্স।

বিউফো—ল্যাকে, সেনেগা।

বেল্লাডনা—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কফি, হিপার, হাইয়স, মার্ক, ওপি, পালস স্যাবেডি; মদ্য।

বোভিষ্টা—ক্যাম্ফ।

বোর‍্যাক্স—ক্যামো, কফি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—অ্যান্টি-টার্ট, বেল, ক্যাম্ফ, ডাল্কে, মার্ক, জিঙ্ক।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ব্রায়োনিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, চেলি, ক্লিমে, কফি, ইগ্নে, নাক্স, অ্যাসি-মি, পালস, রাস, সেনিগা, অ্যান্টি-টার্ট, ফেরম্‌-ফস (Dr. Teste)।

ব্রোমিয়াম—অ্যামন-কার্ব্ব, ক্যাম্ফ, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ওপি, (কলচি ?)।

ভাইবার্ণাম—অ্যাকোন, ভিরে।

ভাইয়োলা-ওডোরেটা—ক্যাম্ফ।

ভাইয়োলা-ট্রাইকলার—ক্যাম্ফ, মার্ক, পালস, রাস।

ভার্ব্যাস্কাম—ক্যাম্ফ।

ভিরেট্রাম-অ্যাব—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, (ষ্ট্যাফা ?)।

ভিরেট্রাম-ভিরেডি—অত্যুষ্ণ কফি।

ভিস্কাম-অ্যাবাম—ক্যাম্ফ, চায়না।

ভেরিওলিনাম—অ্যান্টি-টার্ট, ম্যালেণ্ড্রি, স্যারাসি, থুজা, ভ্যাক্সি।

ভেলিরিয়েনা—বেল, ক্যাম্ফ, পালস, মার্ক, সাইনা, কফি।

ভ্যাক্সিনিনাম—এপিস, অ্যান্টি-টার্ট, ম্যালেণ্ড্রি, সিলি, থুজা।

মস্কাস—ক্যাম্ফ, কফি।

মার্কিউরিয়াস*—আর্স, অরাম, অ্যাসাফি, বেল, ব্রায়ো, ক্যালেণ্ডিয়াম, কার্ব্বো-ভ, ক্যাম্ফ, চায়না, কিউপ্রা, কোনায়, করাল, ক্লিমে, ডাল্কে, ফেরাম, গুয়ে, হিপার, আয়ড, কেলি-আয়ড, কেলি-ক্লোর, কেলি-বাই, ল্যাকে, মিজি, অ্যাসি-নাই, নাক্স-ম, ওপি, পডো, ফাইটো, র‍্যাটা, সার্সা, ষ্ট্যাফা, সিপি, ষ্টিলিঞ্জি, স্পাই, সালফ, ষ্ট্র্যামো, ভেলিরি, ক্যান্থি, কষ্টি, সাইনা, হাইড্রা, হাইয়স, আইরিস, ল্যাকে, কেলি-মি, লাইকো, অ্যাসি-মি, নাক্স-ভ, পালস, টেরি, থুজা।

মার্কিউরিয়াস-কর—লোবে, মার্ক-সল, সিপি, সিলি, এবং পূর্ব্বোক্ত "মার্কিউ-রিয়াস'র" প্রায় তাবৎ প্রতিবিষ।

---

* মার্কিউরিয়াস অর্থে "মার্কিউরিয়াস-সল" বা "মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস" বুঝায়।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

মার্কিউরিয়াস-ডালসিস—হিপার।

মার্কিউরিয়াস-প্রটো-আয়ড—হিপার, লাইকো।

মার্কিউরিয়াস-বিন-আয়ড—হিপার।

মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস } পূর্ব্বোক্ত "মার্কিউরিয়াস'র" প্রতিবিষ সমূহ
মার্কিউরিয়াস-সল্ } দ্রষ্টব্য।

মিজিরিয়াম—অ্যাকোন, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, কেলি-আয়ড, মার্ক, নাক্স, ক্যাম্ফ; অম্ল (acids) মাত্রেই।

মিডরিনাম—ইপি, নাক্স-ভ (Allen)।

মিনিয়্যান্থিস—ক্যাম্ফ।

মিফাইটিজ—ক্যাম্ফ, ক্রোটে।

ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্ব—আর্স, ক্যামো, মার্ক-সল, নাক্স, পালস, রিউম, কলোসি।

ম্যাগ্নেষিয়া-ফস—বেল, জেলস, ল্যাকে।

ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম—কফি, ক্যাম্ফ, মার্ক-সল।

ম্যালেরিয়া-অফি—ব্রায়োনি, নাক্স, আর্স, রাস।

রাস-টক্স—অ্যানাকা, (অ্যাকোন ?), অ্যামন-কার্ব্ব, বেল, ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, কফি, ক্রিমে, ক্রোটন, গ্র্যাফা, গুয়ে, ল্যাকে, র‍্যানান, সালফ, সিপি, কিউপ্রা, স্যাঙ্গু, লিডাম (Dr. Teste), মার্ক, প্ল্যান্টে।

রাস-ভেন—ব্রায়ো, ক্রিমে, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, র‍্যানান।

রিউটা—ক্যাম্ফ।

রিউম—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কলোসি, মার্ক, নাক্স, পালস।

রিউমেক্স—বেল, ক্যাম্ফ, কোনায়, চাইনস, ল্যাকে, ফস্ফো।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড—রাস-ভেন, (টেল্লিউ ?)।

রোডোডেণ্ড্রণ—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্লিমে, রাস, নাক্স-ম।

র‍্যানান-বাল্বো—অ্যানাকা, ক্লিমে, ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্রোটন, পালস, রাস।

লরোসেরেসাস—ক্যাম্ফ, কফি, ইপি, ওপি, নাক্স-ম।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

লাইকোপোডিয়াম—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কষ্টি, কফি, ক্যামো, গ্র্যাফা, নাক্স, পালস।

লিডাম্—ক্যাম্ফ, রাস।

লিলিয়াম-ট্রাই—হেলোনি, নাক্স, পালস, প্ল্যাটি।

লোবেলিয়া—ইপি।

ল্যাকেসিস—অ্যালিউমি, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, ক্যামো, ককিউ, কার্ব্বো-ভ, কফি, হিপার, লিডাম, মার্ক, অ্যাসি-নাই, অ্যাসি-ফস, নাক্স, ওপি, সিপি, ট্যারেণ্ট, সৌড্রন্।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—ইপি।

য়াম—পালস্।

ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া—অ্যাম্ব্রা, ক্যাম্ফ।

ষ্ট্রিক্নিনাম—অ্যাকোন্, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম্ম, অ্যামিল-নাই, আর্স, কফি, হাইয়স, ওপি, ভিরে-ভি, সালফার ৩০, (টেব্যা ?)।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, হাইয়স, নাক্স, ওপি, পালস, টেব্যা, ক্যাম্ফ; লেবুর রস।

সাইকিউটা—আর্ণি, কফি, ওপি, কিউপ্রা-অ্যাসে, টেব্যা।

সাইনা—আর্ণি, ক্যাম্ফ, চায়না, ক্যাপ্সি।

সার্সাপ্যারিলা—বেল, মার্ক, সিপি।

সালফার—অ্যাকোন্, ক্যাম্ফ, আর্স, ক্যামো, চায়না, কোনায়, কষ্টি, নাক্স, মার্ক, পালস, রাস, সিপি, সিলি, থুজা।

সিকেলি—ক্যাম্ফ, ওপি।

সিক্লামেন্—ক্যাম্ফ, কফি, পালস।

সিন্যাবেরিস—হিপার, অ্যাসি-নাই, ওপি, সালফ।

সিপিয়া—অ্যাকোন্, অ্যান্টি-টার্ট, রাস, সালফ, অ্যান্টি-ক্রুড; উদ্ভিজ্জ অম্ল (acids) মাত্রেই; "নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস" ঘ্রাণ লওয়া।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

সিফিলিনাম—নাক্স-ভ (Allen's *Nosodes* দ্রষ্টব্য)।

সিয়েনোথাস্—নেট্রা-মি।

সিলা-ম্যারিটিমা—ক্যাম্ফ।

সিলিকা—ক্যাম্ফ, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার।

সিলিনিয়াম—ইগ্নে, পালস, (অ্যাসি-মি ?)।

সিষ্টাস—সিপি, রাস, ক্যাম্ফ।

সীড্রন—ল্যাকে, বেল।

সেনিগা—আর্ণি, বেল, ব্রায়ো, ক্যাম্ফ।

সেবাল-সেরিউ—সিলিকা, পালস।

সোরিণাম—কফি।

স্কুইলা-ম্যারিটিমা—সিলা'র প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

স্কুকাম-চাক—টেব্যা।

স্পাইজিলিয়া—অরাম, ক্যাম্ফ, ককিউ, পালস।

স্পাঞ্জিয়া—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ।

স্যাবাইনা—ক্যাম্ফ, পালস।

স্যাবেডিল্লা—ক্যাম্ফ, কোনায়, পালস।

স্যাম্বিউকাস—আর্স, ক্যাম্ফ।

স্যারাসিনিয়া—পডো।

হাইড্রোফবিনাম—অ্যাগ্রাস, বেল, সীড্রন, হাইয়স, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

হাইপেরিকাম—আর্স, ক্যামো, সালফ।

হাইয়সায়েমাস—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, চায়না, ষ্ট্র্যামো; ভিনিগার।

হাইড্রাষ্টিস—সালফ।

হিপার-সালফ—অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, বেল, ক্যামো, সিলি।

হেল্লিবোরাস—ক্যাম্ফ, চায়না।

হ্যামামেলিস—আর্ণি, ক্যাম্ফ, চায়না, পালস।

রশিষ্ট (ক)—

পরমাণু-পাত বা শক্তি-বিকাশবাদ।

(পৃষ্ঠা ১৩ দ্রষ্টব্য)।

"পরমাণু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম জড় উপাদান। জড়-জগতের উপাদান-কারণ পরমাণুপুঞ্জ অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর (বা নিত্য), এবং নৈসর্গিক তাবৎ ব্যাপারের (যথা, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝটিকা, ভূমিকম্প প্রভৃতির) মূল"—প্রাচীন দর্শনকার মহর্ষি কণাদ হইতে প্রতীচীন মহাত্মা ডল্টন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু জড়-পরমাণুর এ মাহাত্ম্য বুঝি আর টেঁকে না :—

(১) বস্ত্র ঘট জল বাষ্প বৃক্ষ জীবদেহ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই সচ্ছিদ্র সঙ্কোচ্য ও বিভাজ্য, তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পদার্থমাত্রই সূক্ষ্মকণায় গঠিত। এই সূক্ষ্ম কণিকার নাম "অণু (molecules)" ; যথা, এক বিন্দু জলকে ভাগ করিতে করিতে যখন এমন একটি শক্ত সূক্ষ্মাংশে পৌঁছান যায় যে তখন আর ভাগ করা চলে না—এই ক্ষুদ্র-তম কঠিন অংশের নাম "জলের অণু" (অর্থাৎ, ঐরূপ কোটি কোটিটা অণুতে এক ফোঁটা জল হয়)। আবার, রাসায়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা জলকে ভাঙ্গিলে যখন "উদজান (hydrogen)" ও "অম্লজান (oxygen)" নামে দুইটি বাষ্প পাওয়া যায়, তখন জলের প্রত্যেক অণুতে উদজানের ও অম্লজানের অণু অবশ্যই বর্ত্তমান আছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় ; এই অণুর অণুকে "পরমাণু (atoms)" কহে। অতএব যৌগিক পদার্থ মাত্রই "অণুর" সমষ্টি, এবং অণুমাত্রই "পরমাণুর" সমষ্টি (যথা, জলের প্রত্যেক অণুতে দুইটি করিয়া "উদজান-পরমাণু" এবং একটি করিয়া "অম্লজান-পরমাণু" বিদ্যমান থাকে)। এখন, বুঝা গেল যে পদার্থ মাত্রেরই সান্তরতা বিভাজ্যতা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেখিয়া পদার্থ-বিজ্ঞার "অণুর" কল্পনা ; এবং কয়েকটি মূল-পদার্থের পরস্পর সংযোগে তাবৎ

যৌগিক পদার্থ * উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য পাশ্চাত্য রসায়ন-শাস্ত্রে "পরমাণু"র কল্পনা; বস্তুতঃ "অণু" ও "পরমাণু"র অস্তিত্ব আমাদের অনুমান মাত্র।

(২) বস্কোভিচ্, ফ্যারাডে প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত বহু গণিতজ্ঞ-পদার্থ-বিদ্যাবিৎ ও রসায়নবেত্তা নানাবিধ পরীক্ষণ ও গবেষণার পর একবাক্যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে "জড়পদার্থ বল-কেন্দ্র-সমবায় মাত্র—অচ্ছেদ্য কণিকাচয় কোন ক্রমেই 'জড়ের' গঠন সাধন করিতে পারে না (what is constitutive of matter is not indivisible particles, but mere centres of force)"। আর বৃটিষ-অ্যাসোসিয়েষনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সর্ব্ব বিজ্ঞানবিশারদ সার উইলিয়াম ক্রুক্স্ সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কঠিন (solid) তরল (liquid) ও বায়বীয় (gaseous) এই ত্রিবিধ অবস্থা ছাড়া পদার্থের আরও একটি অবস্থা আছে; পদার্থের এই চতুর্থ বা তেজোময় (radiant) অবস্থাটি পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে "জড় (বা অচল পরমাণু)" কখনই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে না।

কিন্তু পাঠক হয় ত বলিবেন যে উহা ত কৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের কথা; অতএব, এ সম্বন্ধে বিংশ-শতাব্দী-বিজ্ঞান কি বলে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক :—

(৩) "পরমাণুগণ বস্তু মাত্রেরই যে অবিভাজ্য চরম অংশ, এ ধারণা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বড় আর স্থান পাইতেছে না। বিখ্যাত

---

* যে পদার্থ একবিধ উপাদানে নির্ম্মিত, যাহা ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক পদার্থ, পাওয়া যায় না, তাহাকে "মূল-পদার্থ (elements)" কহে; যথা, স্বর্ণ, পারদ উদজান প্রভৃতি সত্তরটি মূল-পদার্থ আছে।

আর, যে পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে দুই বা ততোধিক মূল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে "যৌগিক পদার্থ (compounds)" কহে; যথা, জল একটি যৌগিক পদার্থ, কেননা জলকে ভাঙ্গিলে "উদজান" ও "অম্লজান" নামে দুইটী বাষ্প পাওয়া যায় (বলা বাহুল্য যে এই মূল পদার্থ দুইটি "জল" হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন)।

প্রফেসার ল্যা-বন বলেন, যাহাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তাহার অতি সূক্ষ্ম প্রতি কণিকার ভিতরে এত শক্তি (energy) রহিয়াছে, যে তাহারা বাহির হইতে শক্তি না পাইলেও আপনা হইতে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন কোন বড় জড়বস্তু কোন কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার পরমাণুর এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সূর্য্যের তেজ, তাড়িত এই ভাবেই উদ্ভূত। জড়বস্তু (matter) ও শক্তি (force) একই পদার্থের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। যখন পরমাণুগত-শক্তি (intra-atomic energy) অচলভাবে বিরাজমান, তখন তাহা জড় পদার্থ; যখন তাহা সচলভাবে বিরাজমান, তখন তাহা তেজঃ আলোক, তাড়িত, ইত্যাদি"। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, বৈশাখ ১৮২৯ শক।

(৪) "বৈজ্ঞানিকদের কথায় ভাবে এই পর্য্যন্ত আভাস পাওয়া যায় যে, যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা বাস্তবিক জড় নহে, নিরন্তর গতিশীল ইথার (Æther)-স্থিতশক্তিকেন্দ্রপুঞ্জ* । একজন বৈজ্ঞানিক † এতদূর গিয়াছেন যে তাঁহার মতে "জড়" শক্তির সঙ্ঘাত ; পরমাণু-বিশ্লেষণ দ্বারা শক্তির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং নবাবিষ্কৃত রেডিয়ামের (Radium) ক্রিয়া এই শ্রেণীর কার্য্য। "জড়" শক্তি সঙ্ঘাত হইলেও সেই শক্তি তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, কেবল অবস্থা বিশেষে তাহা প্রকাশ পায়"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্‌সেলার সর্ব্বজন-সমাদৃত বাঙ্গালার অত্যুজ্জ্বল রত্ন পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Kt.) M. A., D. L., Ph. D. মহোদয় প্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" (৯২ পৃঃ)।

(৫) ন্যূনাধিক সত্তরটি মূল পদার্থ (elements) হইতে জগৎ রচিত হইয়াছে, রসায়ন-শাস্ত্রে কিছু পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত।

* Karl Pearson's Grammar of Science, 2nd ed. Ch. VII দ্রষ্টব্য।

† Gustave Le Bon's Evolution of Matter দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবে বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বহুবিধ পরীক্ষার পর বাধ্য হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে সত্তরটি বা ততোধিক মূল পদার্থ নাই—একই মূল পদার্থে ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে, ইহার নাম "তাড়িতাণু বা তাড়িৎ-বিন্দু (ইলেক্ট্রণ electrons)"। এখন, এই "ইলেক্ট্রণ"সমূহ কাহারও মতে তড়িৎপূর্ণ "জড়-কণিকা (অর্থাৎ, 'বস্তু' বা matter)"; আর, কাহারও মতে উহারা খোদ তড়িৎ বা মূর্ত্তিমতী সৌদামিনী (অর্থাৎ "শক্তি বা energy")। কিন্তু ইলেক্ট্রণই যে সৃষ্টির মূল উপাদান, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইলেক্ট্রণের গঠনতত্ত্ব ঘনতমসাচ্ছন্ন হইলেও, উহার আয়তনাদি কতকটা নিরূপিত হইয়াছে—সহস্রটা ইলেক্ট্রণের সমষ্টি একটি হাইড্রোজেন্-পরমাণুর আয়তন (size) বা গুরুত্ব (weight) তুল্য এবং উহার বেগ (বা গতির হার velocity) আলোকের বেগের ⅔ (দুই তৃতীয়াংশ)। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের মতে, পরমাণুর ব্যাস $১০^{-৭}$ mm. (অর্থাৎ, এক মিল্লিমিটরের ক্রোড়াংশ) ও ইলেক্ট্রণের ব্যাস $১০^{-৮৮}$ mm.; বস্তুতঃ পরমাণুচয় কতকগুলি তাড়িত-বিন্দুর (electric points) সমষ্টি মাত্র। এই বিন্দুর আয়তন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধ-বিহীন জ্যামিতিক বিন্দুগুলি যেমন মানস-চক্ষে অনুভূত হয় মাত্র, পরমাণুর এই উপাদান তাড়িত-বিন্দুগুলিও (electrons) প্রায় তদ্রূপ। ইহার আকারাদি কল্পনাতেও আঁকিতে হইলে, গণিতের জীবনী-শক্তি ওষ্ঠ-প্রান্তে ধাবিত হয়। লর্ড কেলভিন বলেন যে এক ফোঁটা জলকে পৃথিবী মনে করিয়া যদি তাহার পরিধি ২৪০০০ মাইল স্থির করা হয়, তাহা হইলে উহার পরমাণুগুলি ঐ কল্পিত আয়তনের তুলনায় বন্দুকের গুলির ন্যায় হইবে; আবার এই পরমাণুকে ১৬০ ফিট দীর্ঘ ৮০ ফিট প্রস্থ ও ৪০ ফিট উচ্চ একখানি গৃহ মনে করিলে, তাহার অঙ্গীভূত তাড়িত-কণাগুলি এক একটি ফুলষ্টপ (.) বৎ হইবে। এই সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞান-পরীক্ষক পরলোকগত অধ্যক্ষ রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, M. A., F. R. S. মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন :—

"...... পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। এখন দেখা যাইতেছে......পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা পাওয়া যাইতে পারে। এক এক টুক্‌রা আবার কত সূক্ষ্ম!......এই কণিকাগুলির চালচলন বড় অদ্ভুত। সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল চলা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। বস্তুতঃই ইহারা তড়ুল্যবেগে অনেক সময় ছুটিয়া চলে। নবাবিষ্কৃত রেডিয়ামের পরমাণুগুলি ভঙ্গপ্রবণ, উহার পরমাণু কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহারই বা আবার বেগ কত? পরমাণু মাত্রের ভিতর এই সকল কণিকা শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে আটকান আছে, কিন্তু তাহারা কি আটকান থাকিতে চায়? তাহারা ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়াও কেবলই বেগে ঘুরিতেছে, আর আকাশের সমুদ্রে ধাক্কা দিয়া আলোকের ঢেউ তুলিতেছে! সুবিধা পাইলেই উহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়া বাহিরে আসে।......যে তাড়িৎ বা ইলেক্ট্রিসিটি লইয়া মানুষে এই শত বৎসর ধরিয়া এত কারখানা করিতেছে অথচ তাহার স্বরূপ কি কিছুই জানে না, এখন দেখিতেছি, জড় পরমাণুর এই সূক্ষ্ম-কণিকা সেই তাড়িতের সহিত অভিন্ন! ঐ সূক্ষ্ম-কণিকাকে জড়-পদার্থ বলিব কি না তাহা বলাই দুষ্কর। তাড়িত জড় পদার্থ হউক না হউক, জড়-পদার্থ তাড়িত কণায় নির্ম্মিত। **জগতে কেবল তাড়িতই আছে; ইহাই জড় পদার্থের উপাদান।** কিন্তু আমার ভাষা ক্রমশঃ দুর্গম হেঁয়ালিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞান যদি বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহা হইলে উহা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অতএব এইখানেই সমাপ্তি শ্রেয়স্কর।" **প্রকৃতি** ১৯০৯ কৃষ্টাব্দ সংস্করণ, ১৭৮—১৭৯ পৃষ্ঠা।

বস্তুতঃ এই ইলেক্ট্রণ (বা তাড়িত-বিন্দুই) সর্ব্ববিধ **শক্তির** (energy) **আধার**—অর্থাৎ প্রাচীন কণাদ ঋষির ও প্রতীচীন ডল্টন্ সাহেবের "পরমাণুপুঞ্জ (atoms)" এই তাড়িত বিন্দু সমূহ দ্বারাই গঠিত *;

* ম্যাকেব সাহেব বর্ত্তমান যুগের একজন বিখ্যাত জড়বাদ-প্রচারক। তিনি পর্য্যন্ত উক্ত মতের সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক পরমাণুই প্রতিপন্ন করিতেছে যে উহা তাড়িত-বিন্দুচয়ের সমষ্টিমাত্র, ও প্রত্যেক তাড়িত-বিন্দু (বা ইলেক্ট্রণই)

তাড়িৎ স্বয়ংই শক্তি পদার্থ, তাড়িতের কার্য্য দ্বারাই পরমাণু-নিচয়ের সংযোগ বিয়োগাদি সাধিত হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড রচিত বা তাবৎ নৈসর্গিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে। এক একটি পরমাণুর মধ্যে কোটি কোটিটা ইলেক্ট্রণ পাশাপাশি রহিয়াছে—পরস্পর বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রণ-সমূহ স্থির-আকাশ (æther) সাগর-বক্ষে নিরন্তর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; দুইটি ইলেক্ট্রণ কখনও একেবারে মিশে না বা গায়ে গায়ে লাগে না। আর, প্রত্যেক ইলেক্ট্রণের চারি ভিতে খানিকটা করিয়া প্রদেশ পড়িয়া আছে; সেই প্রদেশ মধ্যে অন্য ইলেক্ট্রণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(৬) বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) কুরী-দম্পতী (M. & Madame Pierre Currie) "রেডিয়াম" আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এই মৌলিক পদার্থটি অংশুল—তাপ জ্যোতিঃ বাষ্প ইহা হইতে নিয়তই বিকীর্ণ হইতেছে, অথচ ইহার ভার অণুমাত্রও কমে বলিয়া আপাত-প্রতীত হয় না। উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে রেডিয়াম্-রশ্মি কিছুকাল ধরিয়া রাখিলে ইহার শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়—ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদি ধ্বস্ত, মানবের চর্ম্ম দগ্ধ, এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও মূষিকাদি প্রাণী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অবশেষে বিনষ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছে [*The Pall Mall Magazine* Oct. 1903, Raue's *Experiments* 1904, *British Medical Journal* Sept. 21. 1907 দ্রষ্টব্য] এবং রেডিয়াম্-সিক্ত বায়ু সেবনে সন্ধিবাত নিরাময় হইতেছে (*The Berlin Radium Emanatoria Reports* & The Indian Daily News for Nov. 6, 1911 দ্রষ্টব্য)। এই স্থলে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে পিয়ার-কুরী সাহেবের পিতা ও পিতামহ খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, ও এক গ্রেণ রেডিয়ামের মূল্য ছয় হাজার টাকার ন্যূন নহে।

শক্তির বিশাল ভাণ্ডার (reservoir of energy)"—Mc.Cabe's *Evolution of Mind* নামক পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য।

(৭) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বহু পরীক্ষার পর, সম্প্রতি কেম্ব্রিজ-ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ষ্ট্রাট্ (Strutt) সাহেব বলেন যে যৎসামান্য রেডিয়ম-ব্রোমাইড কাচনলে রাখিয়া মৃদুমৃদু তাপ দিলে উহা হইতে অত্যল্প বাষ্প উদ্ভূত হইয়া থাকে ; ঐ বাষ্পের ঘন-পরিমাণ আলপিনের মস্তকের ঘন-পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নয়। এই উদ্ভূত বাষ্প ইহার বহু লক্ষ গুণ বায়ু সহ মিশ্রিত হইলেও, বিশুদ্ধ রেডিয়ামের তাবং গুণই ঐ মিশ্র পদার্থে বর্ত্তমান থাকে। ইহার অদ্ভুত-ক্ষমতা ও অত্যধিক কার্য্যকারিতা দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়—ইহার প্রয়োগে দেহতন্তুধ্বংসকারী দুষ্ট-ক্ষত রোগ আরোগ্য হইয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষার পর নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উহাতে চক্ষুর-অগোচর এক প্রকার "সার" সঞ্চিত হয়। অধ্যাপক ষ্ট্রাট্ বলেন, এই সঞ্চিত সারের অন্তর্নিহিত শক্তির বিষয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় (*The Becquerel Rays*) !

(৮) যে ভীষণ সূক্ষ্ম-বিষ হইতে হাম বসন্ত ম্যালেরিয়া ওলাউঠা বা প্লেগ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও কি কেহ চক্ষে দেখিয়াছেন, না তুলাদণ্ড বা মানদণ্ড দ্বারা উহার পরিমাণাদি নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? অথচ, চক্ষুর অগোচর এই দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে পরাস্ত করিবার জন্যই সমগ্র সুসভ্য জগতের রাজ-শক্তি আজ বদ্ধপরিকর !

(৯) সকলেই অবগত আছেন যে এখনকার Pasteur, Koch, Roux, Von-Behring প্রভৃতি প্রথিতনামা প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভিষক্‌গণ-প্রবর্ত্তিত Anti-toxin চিকিৎসা-প্রণালীতে সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে ও তদ্দ্বারা ক্ষিপ্ত কুকুরাদি-দংশন যক্ষ্মা ডিফ্‌থিরিয়া ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য হওয়ায় জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে ; কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণ সকলেই (বিশেষতঃ ডাক্তার বেরিং) একবাক্যে সর্ব্বজন সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউস্যনের সারবত্তা স্বীকার পাইতেছেন

(*Beitrage Zur Experimenteller Therapie* Heft II. by Von. Prof. E. Von. Behring; Berlin, 1906 দ্রষ্টব্য) *।

(১০) সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য মিল্লিক্যান্ ও গেল্ সাহেবদ্বয়ের মতে সর্ব্ববিধ পরমাণুতেই প্রভূত পরিমাণ শক্তি অন্তর্নিহিত আছে (vide their First Course in Physics page 482, এখানি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কলেজ-পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে)। তাহা হইলে, সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের পরমাণুমধ্যেও বিপুল শক্তি নিবেশিত থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে পূর্ব্বোক্ত বুধগণের মধ্যে কেহই সদৃশবিধানবাদী নহেন বা হোমিওপ্যাথিক শক্তি-তত্ত্বের পোষকতার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই।

(১১) লিভারপুলের ডাক্তার হেবার্ড (Hayward) সাহেব বলেন "পরমাণুই জড় পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ" কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু তাড়িত-কণার সহিত তুলনায় এক একটি পরমাণু অতি প্রকাণ্ড—প্রত্যেক পরমাণুস্থ তাড়িত-বিন্দুগুলির পরস্পরমধ্যে এত ব্যবধান বা আকাশ (অর্থাৎ, শূন্যদেশ space) পড়িয়া আছে যে সৌর জগতের মহাকাশে-নিজ-নিজ-কক্ষে-প্রচণ্ডবেগে-ভ্রাম্যমাণ গ্রহাদির ন্যায় উক্ত তাড়িত-বিন্দুচয় অবাধে বিপুল বেগে ঐ পরমাণু-মধ্যেই আপন আপন

* Here is a free English translation of some interesting passage :—"Thirteen years ago, I (Von Behring) demonstrated before the Berlin Physiogical Society the immunising action of my tetanus-anti-toxin in *infinitesimal dilution*, and spoke of the production of the serum by treating animals with a poison which *acted the better the more it was diluted.* * * * * * * Gentlemen, if I had set myself the task of rendering an incurable disease curable by artificial means, and should find that only the road of *Homœopathy* led to my goal, I assure you dogmatic considerations would never deter me from taking that road."

কক্ষে নিয়ত আবর্ত্তন করিতেছে (Dr. C. W. Hayward's paper on "Ions" in the *British Hom. Journal* for Feb. 1911. ; এবং F. B. Grosvenor, M. A., M. D. ডাক্তার সাহেবের article "Matter and Medicine" in the *Homœopathic Recorder* for August 1916 দ্রষ্টব্য)।

(১২) আমরা এ স্থলে আজীবন বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-প্রেমিক চিন্তাশীল আচার্য্য পরলোকগত ত্রিবেদী মহাশয়ের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—"হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলিয়া অধিকাংশ লোকের ধারণা আছে। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশে হোমিওপ্যাথির সহিত বিজ্ঞান-চর্চ্চার একটা পাকা সম্বন্ধ ঘটনাক্রমে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব মনস্বী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একদিকে যেমন বাঙ্গালাদেশে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। * * * * এ দেশে যাঁহারা হোমিওপ্যাথির প্রচারার্থ জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককে সাধক রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল একজন সাধক ছিলেন। এই সাধনার মধ্যে একটা বীরত্ব আছে। চারিদিকের লোক ব্যঙ্গ করিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে ; সেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া একাগ্র নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত এ দেশের হোমিওপ্যাথদিগকে সাধনা করিতে হয়। একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সাধনা চলে না। এই শ্রদ্ধা অনেক সময়ে গোঁড়ামিতে পরিণত হয়। তাহাতে ক্ষোভের হেতু দেখি না ; কেননা এই গোঁড়ামির মূলে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা বিদ্যমান। * * * *

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান-সঙ্গত কি না আমি জানি না। আমার কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান-চর্চ্চা অভ্যাস আছে, আপনারা পরস্পরের নিকট শুনিয়া

থাকিবেন। কিন্তু আমি শিক্ষার্থী মাত্র, বিজ্ঞান-ভিক্ষু মাত্র; ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্যদিগের দ্বারে দ্বারে আমি ঘুরিয়াছি। কোন্‌টা বিজ্ঞান, আর কোন্‌টা বিজ্ঞান নহে, ইহা লইয়া অনেক তর্ক অনেক কোলাহল আচার্য্যদিগের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি। আজি যে তত্ত্ব যে সিদ্ধান্ত জয়-ধ্বজা লইয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে দাঁড়াইয়াছে, দুই দিন পরে সেই তত্ত্বের ও সিদ্ধান্তের ধ্বজাকে পায়ের ধূলাতে গড়াইতে দেখিয়াছি। বহু ধ্বজা এইরূপে ভূপতিত হইয়াছে, কিন্তু একটা মোটা তত্ত্ব সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে; সেই ভিত্তিকে ত্যাগ করিলে বিজ্ঞানের কোন মন্দির দাঁড়াইবে না। **সে ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তি।** বিজ্ঞানের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণ নাই; **ইন্দ্রিয় গুলিকে যথোচিত তীক্ষ্ণ করিয়া শাণাইয়া লইয়া সেই ইন্দ্রিয়-যোগে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে।** প্রত্যক্ষপ্রমাণে-লব্ধ—বহু লোকের প্রত্যক্ষপ্রমাণে-লব্ধ—যে সত্য, বিজ্ঞানের নিকট তাহাই একমাত্র সত্য। হোমিওপ্যাথিরও বৈজ্ঞানিকতা লইয়া অনেক তর্ক আমি শুনিয়াছি, অনেক বাদ প্রতিবাদ, অনেক সিদ্ধান্তের সমাবেশ, অনেক তত্ত্ব-কথা, আমি শুনিয়াছি—তাহাতে আমার মন ভিজে নাই। **গো-মুখীতে এক চামচা বেলাডোনা ঢালিয়া গঙ্গাসাগরের এক চামচা জলপানে যদি তাহার ফল দেখিতে পাই, যদি বিজ্ঞান-সম্মত বৈজ্ঞানিক রীতি দ্বারা সংস্কৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি তাহার ফল দেখিতে পাই, ও আরও বহু লোক পাইতেছে এইরূপ দেখিতে পাই,** তাহা হইলে আমি **তাহা অকুতো-ভয়ে সত্য** বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কি রূপে এই ফল পাওয়া গেল, তাহা লইয়া তার্কিকেরা মাথা খুঁড়ুক। **বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র**

প্রমাণ।"—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ তারিখে শিবপুরে বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠা কল্পে সভাপতি ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের অভিভাষণ।

(১৩) আর, সম্প্রতি (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) বিশুদ্ধ রেডিয়ামের ৬০x (ক্রম) বিচূর্ণ-রশ্মি সাহায্যে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এ. পি. অ্যান্ড্রুজ্ (এম. ডি.) সাহেব ফটোগ্রাফ (বা আলোকচিত্র) তুলিতে কৃতকৃত্য হইয়াছেন*—অর্থাৎ আমাদের চর্ম্মচক্ষু বা প্রখর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের অগোচর ৬০x ক্রম মধ্যেও যে রেডিয়াম্ বিদ্যমান থাকে তাহা প্রতিপাদন পূর্ব্বক বিদ্বজ্জনের নয়ন বিস্ফারিত করিয়াছেন।

অতএব, যখন আমরা ৬০x (বা ত্রিংশৎ) ক্রমের রূপরসগন্ধ-বর্জ্জিত ঔষধ ব্যবহার করি, তখনও অন্ততঃ বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করি না।

(১৪) এখন, উল্লিখিত পরমাণু-প্রলয়-প্রসঙ্গ অর্থাৎ জড়বাদীর পরম প্রিয় **পরমাণুবপু**, বিংশ-শতাব্দী-বিজ্ঞানের রেডিয়াম্-রশ্মি-শাণিত নির্ম্মম কুঠারাঘাতে খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া, অরূপ সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে (বা তাড়িতবিন্দু-আকারে) পরিণতির রহস্য-তত্ত্ব—"**জড়-কঙ্কাল**" বিঘোষণ পূর্ব্বক "**শক্তি-যুগের**" শুভাবির্ভাব সমাচার চক্ষুষ্মান্ জগতের সমীপে জলদ গম্ভীরস্বরে কীর্ত্তন করিতেছে না কি?

বিজ্ঞান-দর্শন-সুনীতি ত্রিবেণীর পুণ্যসলিলে-স্নাত একনিষ্ঠ দূরদর্শী হানেমান্, শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে গভীর ধ্যানযোগে পদার্থের অন্তরতম প্রদেশে যে অতীন্দ্রিয় "শক্তির" সাক্ষাৎকার লাভ ও যাহার **বিকাশন-বার্ত্তা**† প্রচার নিবন্ধন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক-সমাজে তুমি

---

* অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণ ৬০x বিচূর্ণ রেডিয়াম্-রশ্মিতে কোন পদার্থ ও আলোক-চিত্র ফলকাদি (plates) আটচল্লিশ ঘণ্টা রাখিয়া (exposed to) দিবার পর, সুস্পষ্ট ফটোগ্রাফ উঠিয়াছিল; বিশেষ বিবরণ জন্য কুতূহলী পাঠক *The Hom. Recorder* April 15, 1913 (pp. 145-146) দেখিতে পারেন।

† Theory of Dynamisation. পরিভাষায় "শক্তি-বিকাশনবাদ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

এতকাল উপেক্ষিত ও উপহাসাস্পদ হইয়া আসিতেছিলে, আজ উচ্চ-অঙ্গের বিজ্ঞান নানাবিধ কণ্টকাকীর্ণ পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের পর জড়বাদীর বড় সোহাগের "জড় (matter)" উড়াইয়া দিয়া আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর শুদ্ধ সেই "শক্তি"রই সত্তা স্বীকার ও তদীয় মহিমা কীর্ত্তন করতঃ তোমারই অমানুষী প্রতিভার সাক্ষ্য দান করিতেছে!! সুবিমল জ্যোতিঃ-বিভাসিত তব শুভ্রশিরঃ-শোভিত বিজয়-মুকুটের নিরমাল্য চিরফুল্ল থাকিবেই, কখনই ম্লান হইবার নয়!!! হে জড়-জায়ু-* যুগান্তক, রাসায়নিক তাড়িত-বিজ্ঞানের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা তব সম-সাময়িক ডাক্তার গল্‌ভানিকেও একদিন আক্ষেপ সহ বলিতে হইয়াছিল যে "বিজ্ঞানবিৎ" ও "কিছুই-না-বুঝি" এই বিভিন্ন সম্প্রদায়দ্বয় কর্ত্তৃক আমি আক্রান্ত হইয়া আসিতেছি—এই উভয় পক্ষের লোকই আমাকে "ভেক-কুলের নর্ত্তন-শিক্ষয়িতা" বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন! কিন্তু আমি নিঃসংশয়রূপে জানি যে প্রকৃতির একটি মহীয়সী শক্তি আবিষ্কার করিয়াছি।

* Materialistic medicine—Materialism in medicine.

পরিশিষ্ট (খ)—

ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ।

(পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)।

[হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অন্ততঃ কিছু অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, ছাত্র-পাঠক এই "পরিশিষ্ট (খ)"র প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না]।

ধাতুদোষত্রয়।—তরুণ রোগ চিকিৎসাকালে নির্ব্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যথাবিহিত প্রয়োগ করিয়াও কখন কখন বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না; তখন বুঝিতে হইবে যে রোগীর রক্ত দূষিত হইয়া গিয়াছে, ও উক্ত দুষ্ট রক্তই (যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করান সত্ত্বেও) আরোগ্যের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। হানেমান বলেন যে ত্রিবিধ কারণে (যথা, কচ্ছু-বিষ উপদংশ-বিষ বা প্রমেহ-বিষ* শোণিত মধ্যে প্রবেশিত হইলে), এই রক্তদুষ্টি বা "ধাতুদোষ (dyscracia)" ঘটে—অর্থাৎ ধাতুতে (constitution) কচ্ছু-বিষ সংক্রমণে "কচ্ছু-দোষ", উপদংশ-বিষ সংক্রমণে "উপদংশ-দোষ," এবং প্রমেহ (বা সাইকোসিস)-বিষ সংক্রমণে "সাইকোসিস (বা মাষক-দোষ") জন্মে। এই বিষত্রয় এক একটি স্বতন্ত্ররূপে হউক বা সমবেত আকারে হউক রোগী দেহে বিরাজ করিলে, আমরা তাঁহার "চিররোগ" হইয়াছে বলি ("তরুণ ও চিররোগ" অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)। ধাতুদোষ (বা চিররোগ) মাত্রেই স্পর্শ-সংক্রমণ (contagious), কুল-সংক্রমণ † (hereditary), ও অন্তর্মুখ (from outward *Inward*); এবং ইহার "প্রারম্ভ ও "বিকাশ" এই দুইটিমাত্র অবস্থা থাকে (হ্রাসাবস্থা থাকে না)। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে

* প্রকৃত প্রমেহ বিষকে সাইকোসিস্ (sycosis) বা মাষক-দোষও কহে।

† যদি এক বৎসরের কোন শিশুর শীর্ণতা (marasmus পুঁয়ে পাওয়া) ও দুই বৎসর বয়সে যদি উহার যক্ষ্মারোগ লক্ষণ ও মুখখানি বৃদ্ধ লোকের মুখের মত দেখি,

নিসর্গজ-রোগ-নাশিনী-শক্তি * ধাতুদোষ নিরাকরণ করিতে সমর্থ নয়।

যাঁহার কোন ধাতুদোষ আছে, তাঁহার কোন তরুণ পীড়া বা সামান্য অসুখ হইলেও উহা জটিল হইয়া দাঁড়ায়। "ধাতুদোষ" সন্দেহ হইলেই, রোগীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত (past history) প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তাঁহার কোন্ ধাতুদোষ ঘটিয়াছে তাহা অবধারণ পূর্ব্বক উহা নিরাকরণার্থ অগ্রে যথোপযুক্ত ধাতুদোষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়; পরে (অর্থাৎ, ধাতুদোষটি কতক প্রশমিত হইলে), আবশ্যক মত তরুণরোগের ঔষধ বিধান করিতে হইবে। অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে ধাতুদোষঘ্ন ঔষধ সেবনেই, ধাতুদোষ সহ তরুণ রোগটিও নিরাকৃত হয়; সুতরাং সে স্থলে আর তরুণ রোগের স্বতন্ত্র ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার রিড্পাথ্ বলেন যে ধাতুদোষই তরুণরোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—ধাতুদোষ না থাকিলে তরুণরোগোৎপত্তি কখনই হইতে পারে না (Dr. Ridpath's *Law of Cure*, page 6) দ্রষ্টব্য।

হানেমানোক্ত ত্রিদোষের লক্ষণ ও ঔষধাদি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে :—

(ক) **কচ্ছু-দোষ** (psora সোরা)।—বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কুষ্ঠ-ব্যাধি বা পাঁচড়ার মত এক প্রকার চর্ম্মরোগ মানব সমাজকে উৎসন্ন-প্রায় করিয়া ফেলে। নানা ঔষধ সেবন ও বাহ্য-প্রয়োগ নিবন্ধন উক্ত কণ্ডূ বিনষ্ট না হইয়া শরীরাভ্যন্তরে বসিয়া (suppressed) যায় ও শোণিত দূষিত করে; এই অবরুদ্ধ কণ্ডূর নাম "সোরা" বা "আভ্যন্তরিক কচ্ছুবিষ"।

তাহা হইলে বুঝিব যে সে তাহার পিতা বা মাতা হইতে কোন "ধাতুদোষ" অধিকার করিয়াছে—অর্থাৎ শিশুর শীর্ণতা ও যক্ষ্মারোগ-প্রবণতা এই দুইটিই শিশু-ধাতুদোষত্রয়ের সাধারণ লক্ষণ। উহাদের প্রকৃতিগত বা বিশেষ লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক "ধাতুদোষ" বর্ণনাকালে স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইবে।

* পরিভাষায় "নিসর্গজ-রোগ-নাশিনী শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য।

বংশ-পরম্পরায় এই "সোরা" নানা আকারে (যথা—আব বিরূপতা সর্দ্দি যক্ষ্মা বহুমূত্র হৃৎকম্পন বা মানসিক পীড়াদি আকারে) প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মহামতি কেণ্ট বলেন যে "সোরা" **মানব প্রকৃতি-গত** দোষ বা আদিব্যাধি ; আর, উপদংশ ও প্রমেহরোগ (এবং তাবৎ তরুণ পীড়াই) "সোরার" উপর অধিষ্ঠিত—"সোরা" না থাকিলে, কোন ব্যাধিই নরদেহ আক্রমণ করিতে পারিত না। রতিজ পীড়া (venereal diseases) ব্যতীত, সমস্ত ধাতুগত (constitutional) ও যান্ত্রিক (organic) রোগই "আভ্যন্তরিক সোরার" অভিব্যক্তি মাত্র, যথা :—পুরাতন যকৃতের পীড়া একটি স্বতন্ত্র পীড়া নহে, যকৃতে "সোরা"র অধিষ্ঠান (localisation) মাত্র ; সেইরূপ, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস্ মস্তিষ্ক বৃক্কাদির পুরাতন পীড়াগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোগ নহে, তত্তৎ যন্ত্রে "সোরা" অধিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র বুঝিতে হইবে। "অবরুদ্ধ সোরা" হইতেই কর্কটিকা (cancer) রোগ সমূহ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের যান্ত্রিক পীড়াচয়, এবং যক্ষ্মাদি দেহধ্বংসকর ব্যাধি জন্মে *।

কচ্ছু-বিষ সাধারণতঃ রক্তবহা-নাড়ি-সমূহ (blood-vessels) **ও যকৃৎ** (liver) **দূষিত করে,**

* হানেমান নিম্নলিখিত পীড়াগুলি উল্লেখ করিয়াছেন—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, গুল্ম-বায়ু (hysteria), অবসাদ বায়ু (hypochondria), উন্মাদরোগ (mania), বিষাদ-বায়ু (melancholia), জড়তা (idiocy), ক্ষিপ্ততা (madness), মৃগী ও সর্ব্ববিধ আক্ষেপ (epilepsy and convulsions of all sorts), অস্থিবিকৃতি (rachitis), কর্কটিকা (cancer), অস্থিক্ষত (caries), রক্তবৎ উপমাংস বা গ্যাঁজ (Fungus haematodes), নবগঠিত অর্ব্বুদ (neo-plasms), । গ্রন্থিবাত (gout), অর্শ, পাণ্ডু (icterus),, নীলরোগ (cyanosis), শোথ (dropsy), রজোরোধ, পাকস্থলী বা নাসিকা কিম্বা ফুসফুস বা মূত্রাশয় অথবা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, হাঁপানি, ফুসফুসে পূয-সঞ্চয়, ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব, আধ-কপালে মাথা-ব্যথা, বধিরতা, চক্ষে ছানি পড়া, অস্বচ্ছ দৃষ্টি (glaucoma), মূত্র-পাথরী (renal calculus), পক্ষাঘাত, ইন্দ্রিয়নিচয়ের যথোপযুক্ত রূপে কার্য্য করণে অসমর্থতা, সর্ব্ববিধ শারীরিক বেদনা প্রভৃতি এই "সোরা"র অভিব্যক্তি মাত্র (*The Organon*, Section 80 দ্রষ্টব্য)।

এবং চর্ম্মে পূয ও স্ফোটক (boils) উৎপাদন করে। "সোরা" সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্পর্শ (যথা করমর্দ্দন, পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার) দ্বারা—এমন কি নিশ্বাস বা ফুৎকার সহ—কচ্ছুবিষ ("সোরা"-গ্রস্ত ব্যক্তি হইতে) সুস্থ দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে ; বিদ্যালয়ের সহপাঠীর নিশ্বাস সহ উহা সুস্থ বালকে সংক্রমিত হয়।

যদি দেখি যে যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কোন তরুণ রোগ আরোগ্য হইতেছে না বা উহার ভোগকাল অযথা দীর্ঘ হইয়া দাঁড়াইতেছে, বা যদি দেখি যে কাহারও চর্ম্মের বিদারণ কিম্বা পাঁচড়া চুলকানি কাউর-ঘা বা একজিমা লাগিয়াই আছে, বা সময়ে সময়ে শরীরে জলবটী (vesicle) প্রকাশ পায় বা ব্রণাদি চর্ম্মরোগ হাতের কব্জার নিকট মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়, কিম্বা বৎসর কুড়ি পূর্ব্বে হাতের চেটোয় ঘামাচির মত উদ্ভেদ হইত ও তৎপরে নখ-বিকৃতি ঘটে ; অথবা যদি শ্রবণ করি যে দস্তা (zinc) গন্ধকাদির মলম বা অপর কোন অনিষ্টকর ধাত্বাদি ঘটিত বাহ্য-ঔষধ ব্যবহার হেতু কোন চর্ম্ম রোগ বসিয়া যাইবার পর হইতেই কোন উৎকট পীড়ার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিব যে রোগীদেহে "সোরা" প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

"সোরা" দোষ নিরাকরণার্থ, সালফার ৩০—২০০ প্রধান ঔষধ। সোরিণাম, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, লাইকো, সিপিয়া, সিলিকা, হিপার, নেট্রাম-মিউর, গ্র্যাফাইটিজ, আর্সেনিক, অ্যালিউমিনা, কষ্টিকাম্, মিজিরিয়াম্, পিট্রোল, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, টিউবারকিউলিনাম, অরাম-মেট, নাইট্রিক-অ্যাসিড, গুয়েকাম্, বোর‍্যাক্স, জিঙ্ক, আয়ড্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস্, ফস্ফোরাস্ প্রভৃতি ঔষধও (উচ্চক্রমে) কচ্ছুদোষঘ্ন (anti-psorics)।

সালফার প্রভৃতি কচ্ছুদোষঘ্ন ঔষধ সেবনে কখন কখন অবরুদ্ধ আভ্যন্তরিক "সোরা" কোন চর্ম্মরোগাকারে শরীরের বহির্ভাগে প্রকাশ পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে রোগটি

আরোগ্যোন্মুখ হইয়া আসিতেছে এবং ঔষধ কিছুকাল বন্ধ রাখিতে হইবে।

কচ্ছু-দোষঘ্ন ঔষধ সেবনের মুখ্যকাল :—প্রাতঃকালে ; গর্ভাবস্থায় ; ঋতুর পঞ্চম দিবসে। ঋতুকালে ও ঋতু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ।

(খ) উপদংশ-দোষ (syphilis) সিফিলিস।—উপদংশ-বিষদুষ্ট লোকসহ সঙ্গম দ্বারা অথবা চর্ম্মের কোন পাতলা (বা ছিন্ন) অংশে উক্ত বিষ-সংস্পর্শ হেতু, উপদংশ-দোষ সুস্থদেহে সংক্রমিত হয়। বিষ-সংক্রমণের পর উহার তিনটি অবস্থা পর পর লক্ষিত হয় :—(১) বিষ-সংক্রমণের দুই এক সপ্তাহ অন্তে সংস্পৃষ্ট স্থানে প্রথমে একটি জলবটী (vesicle) দৃষ্ট হয়, পরে ঐ জলবটী একটি কঠিন-ক্ষত (chancre) হইয়া দাঁড়ায় এবং কুঁচকিতে ও বগলে "বাগী" হয় ; (২) কঠিন-ক্ষত প্রকাশ পাইবার ন্যূনাধিক্য দুইমাস মধ্যে গলক্ষত, জ্বর, অস্থি-বেদনা, নানারূপ চর্ম্মোদ্ভেদ (syphilides) ও ক্ষত, চুল উঠিয়া যাওয়া, নখ-বিকৃতি, উপতারা-প্রদাহ (iritis), লসিকা-গ্রন্থিচয়ের বিবৃদ্ধি, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে ; এবং অবশেষে, (৩) বৎসর দেড়েক পরে—অস্থি-বেষ্টার্ব্বুদ বা গামেটা [gummata অর্থাৎ অস্থি-চর্ম্ম মস্তিষ্ক যকৃৎ অণ্ডকোষ জরায়ু প্রভৃতি শরীরের তাবৎ যন্ত্র ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে আবের (tumours) উৎপত্তি বা পূয হওয়া], নাসিকা কণ্ঠনালী মস্তক তালু সরলান্ত্র প্রভৃতি স্থানের অস্থিতে ক্ষত হওয়া বা পচিয়া যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। দুর্ব্বল দেহে উপদংশ-বিষ সংক্রমিত হইলে, উক্ত অবস্থা তিনটি অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় ; এবং সবল দেহে অতি সত্বর ও প্রচণ্ড বেগে, উপস্থিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি মতে সুচিকিৎসিত হইলে, উহা যথাসময়ে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইতে পারে (রতিজ পীড়াধ্যায়ে "উপদংশ" রোগ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কুচিকিৎসা বা নানাবিধ অনিষ্টকর ঔষধাদি প্রয়োগ হেতু উপদংশ-বিষ শরীরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে, রোগ

প্রায়ই উৎকট হইয়া পড়ে; তখন অতি বিচক্ষণতা সহ উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে, উক্ত কল্মষ দেহাভ্যন্তর হইতে শরীরের বহির্ভাগে আনিতে হইবে।

কোন পুরাতন রোগে যদি **উভয় পার্শ্বস্থ কপালাস্থি মধ্যে দুঃসহ বেদনা,** সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনাশ, মানসিক দৌর্ব্বল্য, **অস্থিবেষ্টার্ব্বুদ** (gummata) ও গভীরবর্ত্তী ক্ষত (deep-seated ulceration)-প্রবণতা, **রাত্রিকালে** (অর্থাৎ, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত) **যন্ত্রণার বৃদ্ধি** প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিব যে রোগীদেহে "উপদংশদোষ" প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

"উপদংশ-দোষে" প্রধানতঃ অস্থি ও **অস্থিবেষ্ট** (periosteum) এবং **মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া থাকে।** উপদংশ-দোষের চর্ম্মোদ্ভেদ গুটিল (tubercular), উহা প্রকৃত স্ফোটক (boils) নয়; সুতরাং "সোরা"-জাত স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগ সহ উহার ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উপদংশ-দোষ নিরাকরণার্থ, মার্ক-সল ৬—২০০ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিফিলিনাম, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, অরাম-মেট, নেট্রাম-মিউর, সিলিকা, নেট্রাম-সালফ, ল্যাকেসিস, আর্স, গুয়েকাম্, গ্র্যাফাইটিজ্, লাইকো, কেলি-বাই প্রভৃতি ঔষধও (উচ্চক্রমে) উপদংশ-দোষঘ্ন। নির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনে যদি **আভ্যন্তরীণ উপদংশ-কল্মষ শরীরের বহির্ভাগে গলক্ষত উপতারা-প্রদাহ** (iritis) **প্রভৃতি আকারে প্রকাশ পায়,** তাহা হইলে রোগটি **আরোগ্যমুখ** হইয়া আসিতেছে বুঝিব।

পিতা মাতার মধ্যে কাহারও উপদংশ-দোষ থাকিলে, যাহাতে উহা তাঁহাদের বংশে সংক্রমিত না হইতে পারে তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে:—**গর্ভাবস্থায়** ও যতদিন শিশু স্তনপান করে ততদিন পর্য্যন্ত মাতা যেন পক্ষান্তে একমাত্রা করিয়া **সিফিলি-**

নাম ৩০ ও প্রত্যহ মার্ক-সল ৬ (প্রাতঃকালে) সেবন করেন; উহা সেবন করা সত্ত্বেও যদি শীর্ণতা প্রভৃতি ঔপদংশিক লক্ষণ শিশু-দেহে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে শিশুকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা-কালে মার্ক সল ৬ এক এক মাত্রা দিতে হইবে (বালরোগ অধ্যায়ে "ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া" দ্রষ্টব্য)।

(গ) **প্রকৃত প্রমেহ-বিষ** (sycosis সাইকোসিস্)।—কেণ্ট ও হানেমান্ বলেন যে প্রমেহ-বিষ দ্বিবিধ: তরুণ ও পুরাতন। তরুণ-বিষ সংক্রমণে, "স্থানিক (local) প্রমেহ-রোগ" জন্মে; সুতরাং ইহার "প্রারম্ভ" "বিকাশ" ও "ক্ষয়" এই তিনটি অবস্থা পর পর ঘটে। আর, পুরাতন-কল্মষ সংক্রমণে, "সার্ব্বাঙ্গিক (constitutional) প্রমেহ-রোগ" জন্মে; সুতরাং ইহার "প্রারম্ভ" ও "বিকাশ" এই দুইটি মাত্র অবস্থা ঘটে—এই পুরাতন কল্মষই "প্রকৃত প্রমেহ-দোষ" বা "সাইকোসিস (অর্থাৎ, মাষক দোষ)"। উভয়বিধ বিষই স্পর্শ-সংক্রমণ; এবং বিষ-সংক্রমণের প্রায় আট দশ দিন পর, মূত্রমার্গ-প্রদাহ (urethritis) রোগের ন্যায় উক্ত দ্বিবিধ প্রমেহ রোগেই মূত্রমার্গ (urethra) হইতে শ্লেষ্মা-পূযময় স্রাব (muco-purulent discharges) নির্গত হইতে থাকে। পিচ্‌কারী দ্বারা নাইট্রেট-অভ-সিল্‌ভার প্রভৃতি স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে অনেকে এই স্রাব বন্ধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই সব উপায়ে স্রাব বন্ধ করা অতীব অনিষ্টকর। "মূত্রমার্গ-প্রদাহ", ও রতিজ পীড়াধ্যায়ে "প্রমেহ" রোগ দ্রষ্টব্য।

স্থানিক (বা সাধারণ) প্রমেহ রোগে মূত্রযন্ত্র মাত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হয় না; পেট্রোসেলিনাম্ θ ইহার প্রকৃষ্ট ঔষধ। ক্যানাবিস্-স্যাট, ক্যান্থারিস্, বা কোপেভা কখন কখন আবশ্যক হইয়া থাকে। দ্বিবিধ প্রমেহ-রোগমধ্যে, স্থানিক প্রমেহ রোগের সংখ্যাই এদেশে অধিক দেখা যায়। "সোরা"-ধাতুগ্রস্ত লোকের স্থানিক প্রমেহ রোগ হইলে, অগ্রে "সোরা"-দোষনাশক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতে হয়, ও পরে স্থানিক প্রমেহ রোগের চিকিৎসা করা বিধেয়।

হানেমান বলেন যে "সাইকোটিক (বা প্রকৃত) প্রমেহ" গুরুতর পীড়া, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হয়। "সচরাচর পীড়ার সূত্রপাত হইতেই, ইহার স্রাব পূযের ন্যায় ঘন, মূত্রত্যাগ অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর, পুরুষাঙ্গ স্ফীত ও কিয়ৎ পরিমাণে কঠিন (এবং কোন কোন স্থলে পুরুষাঙ্গটির পৃষ্ঠদেশ গ্রন্থিল-গুটিকাচয় glandular tubercles দ্বারা আবৃত ও বেদনাযুক্ত) হয়" (Hahnemann's *Chronic Diseases*, Tafel's Edition, page 149 দ্রষ্টব্য)। **সঙ্গমেন্দ্রিয়ের চতুঃপার্শ্বে ডুমুর বা ফুল-কপির মত আঁচিল বা উপমাংসচয় (excrescences) প্রকাশ পাওয়াই** সাইকোসিসের প্রধান লক্ষণ। ডুমুরবৎ আঁচিলগুলি প্রায়ই শুষ্ক; এবং ফুলকপির ফুল (বা কুক্কুটের ঝুঁটি) আকারের শ্লেষ্মাগুটিগুলি সাধারণতঃ স্পাঞ্জের ন্যায় **কোমল**, ও সহজেই উহাদের রক্তস্রাব হয়। কাষ্ঠিক দ্বারা দাহন, অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন, বা সুদৃঢ় বন্ধনী প্রভৃতি কোন উপায়ে এই উপমাংসচয় দেহ হইতে অন্তরিত করিলে; বা পিচকারী প্রয়োগে (injection) স্রাব বন্ধ করিলে; অথবা অত্যধিক মাত্রায় পারদাদি (mercury, &c.) সেবন করিলে, স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া আসে ও নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি সচরাচর ঘটিয়া থাকে :—অত্যধিক পৈশিক (muscular) দৌর্ব্বল্য ও উপদাহিতা (irritability), উৎকণ্ঠা, যাতনা বা **বিকট ভয়**; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (neurasthenia); হাঁপানি বা বায়ুনলীর রোগসমূহ (bronchial affections); হস্তাঙ্গুলীর নখ-বিকৃতি ও করতলে (palms) উদ্ভেদ; মূত্রমার্গের স্রাব বন্ধ করিবার পর হইতে বা উপমাংস অন্তরিত করিবার পরই **বাত-রোগের** (বিশেষতঃ হাঁটু ও গোড়ালিতে) সূত্রপাত; কেশ শুষ্ক, যেন পোড়া পোড়া; রোগিণীর দুঃসহ বাধক-বেদনা, ডিম্বকোষ-প্রদাহ, বা **বন্ধ্যাত্ব**; ঝটিকাকালে বা **দিবাভাগে** (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) **যন্ত্রণার বৃদ্ধি** (Boericke's *Compend*, page 83 under "Symptoms of suppressed gonorrhœa" দ্রষ্টব্য)।

আর দীর্ঘকাল (অর্থাৎ দশ পনর বৎসর যাবৎ) ভুগিলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়:—**রক্তহীনতা**; মোমের মত চেহারা, ঠোঁট ফ্যাকাসে, কর্ণ স্বচ্ছ, শরীরের নানা স্থানে আঁচিল; চক্ষু ও **নাসিকা হইতে ঘন পীতাভ-হরিদ্বর্ণ** (yellowish-green) **শ্লেষ্মা** নিঃসরণ; মূত্রযন্ত্র শ্বাসযন্ত্র বা যকৃতের কঠিন রোগ; অত্যুৎকট **বাতরোগ**; (মূত্রমার্গের স্রাব-রোধ জনিত) অণ্ডকোষের বা সরলান্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হইয়া রোগীকে যন্ত্রণায় **নিতান্ত অস্থির** করিয়া ফেলে; উরুদেশে, পায়ের ডিমে ও পায়ের পাতায় টাটানি হেতু রোগী বেড়াইতে পারেন না বা অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া চলেন।

কোন **শিশুর চেহারা মোমের মত** বা **রক্ত-হীন** হইয়া পড়িলে বা অজীর্ণতা নিবন্ধন মল-সহ ভুক্তদ্রব্য নিঃসৃত হইতে থাকিলে, বা প্রতি গ্রীষ্ম ঋতুতেই শিশুর কলেরার-ন্যায়-ভেদ হইতে থাকিলে, বুঝিব যে শিশুদেহে "সাইকোসিস্"-দোষ তদীয় জনক জননী হইতে সংক্রামিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে।

থুজা ৩০—২০০ অবরুদ্ধ সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। মিডরিণাম্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব (বিশেষতঃ নাসিকা হইতে ঘন পীতাভ হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকিলে), নাইট্রিক-অ্যাসিড্, ক্যাল্ক-ফস্ (বিশেষতঃ রক্তহীনতা সহ একশিরা থাকিলে), কেলি-আয়ড্, হিপার-সালফার, পাল্‌সেটিলা, মিলিফোলিয়াম্, অ্যাসিড-ফস, সিলিকা, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সালফ, নেট্রাম-সালফ, নেট্রাম-ফস্, স্যাবাইনা, আর্জ্জ-নাইট্রিকাম্, আর্স, বোর‍্যাক্স, কষ্টিকাম্, ক্লিমেটিজ, গ্র্যাফাইটিজ, হাইড্র্যাষ্টিস, নাক্স-ভ, কেলি-বাই, সিপিয়া প্রভৃতি ঔষধও মাযক-দোষঘ্ন। নির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনে **যদি অবরুদ্ধ স্রাব মূত্রমার্গ হইতে নির্গত হইতে থাকে**, তাহা হইলে **রোগ**

মিশ্রধাতুদোষ।—কখন দুইটি, আবার কখনও বা তিনটি, ধাতুদোষ যুগপৎ একই রোগীদেহে বর্ত্তমান থাকে ; তাহার উপর উৎকট উৎকট অ্যালোপ্যাথিক ঔষধাদি অধিক মাত্রায় সেবন জনিত চর্ম্মরোগাদি দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে রোগ প্রায়ই দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ স্থলে হানেমানের উপদেশ এই যে সর্ব্বাগ্রে "কচ্ছুঘ্ন"-ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে ; পরে, উপদংশ বা মাষক-দোষ এই উভয় মধ্যে যাহার লক্ষণ অধিকতর সুস্পষ্ট, তাহারই চিকিৎসা করিতে হইবে ; এবং পরিশেষে অবশিষ্ট ধাতুদোষটির নিরাকরণ করিতে হইবে।

ত্রিদোষ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা :—(১) ধাতুদোষ মাত্রেরই "প্রারম্ভ" ও "বিকাশ" এই দুইটি অবস্থা আছে ; আবার **বিকাশাবস্থার** "প্রাথমিক (primary)", "গৌণ (secondary)", "পরিণত (advanced)" প্রভৃতি **অবান্তর অবস্থা** (sub-stages) আছে। যে অবান্তর অবস্থায় কোন ধাতুদোষ সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়, সেই অবান্তর অবস্থারই লক্ষণ-চয় তখন হইতেই সংক্রমিত ব্যক্তিতে প্রকাশিত হইতে থাকে ও যথাকালে উহার পরবর্ত্তী অবস্থার লক্ষণচয় দৃষ্ট হয় ; কিন্তু উক্ত অবান্তর অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন উপসর্গাদিই সংক্রমিত ব্যক্তিতে উপস্থিত হয় না :—যথা, দম্পতির মধ্যে স্বামীর উপদংশ-দোষ থাকিলে, যদি গৌণাবস্থায় সঙ্গম দ্বারা উহা স্ত্রীতে সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক অবস্থার ক্ষতাদি কোন লক্ষণই উক্ত স্ত্রী-দেহে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু গৌণাবস্থার চর্ম্মরোগাদি (siphiloderma) ও পরবর্ত্তী উপসর্গচয় তিনি যথাসময়ে অধিকারিণী হইয়া থাকেন *। "মাষক-দোষ" সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। পরিণতাবস্থার "সোরা"-দোষগ্রস্তা নারীর সহিত

* একজন সহৃদয় মাননীয় চিকিৎসক আমাদের উপরি উক্ত কথায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন : "Not true—'Primary and Secondary symptoms not observed always'. The poison of syphilis taken from *any* stage is

সময়ে, সেই পরিণতাবস্থার "সোরা"ই পুরুষের দেহে সংক্রমিত হয় ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; পরিণতাবস্থার "সোরা"-গ্রস্ত সহক্রীড়কের নিশ্বাস-বায়ু সংস্পর্শে সুস্থ বালকে উহা সংক্রমিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

(২) কুল সংক্রমণও পূর্ব্বোক্ত বিধির অধীন—অর্থাৎ মাষকাদি-দুষ্ট পিতা মাতার সন্তানোৎপাদন কালীন "ধাতুদোষ অবস্থার" উপসর্গাদি তদীয় শিশুতে প্রতিভাত হয়। আর, এতাদৃশ শিশুতে যে ধাতুদোষটি বর্ত্তিয়াছে, সেই ধাতুদোষ-প্রবণতা (অর্থাৎ মাষকাদি রোগ গ্রহণের প্রভাব) তাহার ধাতুতে উত্তরকালেও লক্ষিত হইয়া থাকে।

(৩) "সিফিলিস," "সোরা," বা "সাইকোসিস" মানবদেহে একটি-বারমাত্র আক্রমণ করিয়া থাকে; জীবনে কখনও দুই বা ততোধিক

---

the same poison and will produce the same symptoms with *all* stages. Similarly, with the *gonorrhœa-virus*".

এতৎ সম্বন্ধে আমাদের উক্তির সমর্থন জন্য, হানেমান প্রণীত "সাধন" বা *Organon* ব্যাখ্যাকালে মহামতি কেণ্ট সাহেব Post-graduate School of Homœopathics নামক বিদ্যামন্দিরে যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (এবং উত্তরকালে যাহা *Homœopathic Philosophy* নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়) তাহা হইতে পাঠকবৃন্দের গোচারার্থ নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"Syphilis is transferred from husband to wife, and it is *taken up in the stage in which it then exists* and from thence goes on in a progressive way. The woman catches it from the man in the stage in which he has it at the time of their marriage, she takes that which he has; if he has it in the advanced stage, she takes it in that stage: she takes from him the stage he has to offer. *This is equally true of psora and sycosis.* Such things never occur in the acute miasms, but the three chronic miasms have contagion in the from in which they exist at the time"—(Lecture xx).

বলা বাহুল্য, কিছুকাল ধীরতা সহ পরীক্ষা করিবার পর অভিজ্ঞতা জন্মিলে, নবীন চিকিৎসকের যে মত সমীচীন বলিয়া প্রতীতি হইবে, তাহাই যেন তিনি গ্রহণ করেন।

বার কাহারও উপদংশ বা সোরা বা প্রকৃত-প্রমেহ রোগ * হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, তাঁহার ছয়বার প্রমেহ রোগ হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি জানেন না যে প্রকৃত প্রমেহ তাঁহার একবারমাত্র হইয়াছিল—মাযক-দুষ্ট ধাতু কখনই দ্বিতীয়বার "প্রকৃতপ্রমেহ-বিষ" গ্রহণ করিতে পারে না।

(৪) চিররোগে ঔষধ সেবনের পর—(১)যদি প্রথমে উর্দ্ধাঙ্গের (যথা মস্তকের) ও পরে নিম্নাঙ্গের (যথা হস্তপদাদির) উপসর্গচয় তিরোহিত হয় (symptoms disappearing from above downwards); বা (২) যদি প্রথমে শরীরাভ্যন্তরের উপসর্গচয়, ও পরে শরীরের বহির্ভাগের (যথা চর্ম্মাদির) উপসর্গচয়, নিরাকৃত হয়

---

* "একবার গনোরিয়া আরোগ্য হইয়া পুনরায় নূতন বিষ সংলিপ্ত হইলে নূতন গনোরিয়ার সৃষ্টি হয়"—এই কথাটি এক খানি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম !! পুস্তকখানির যখন অনেকগুলি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে তখন এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। তবে, বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি বিবৃতিকল্পে যাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট সেই ধর্ম্মপ্রাণ বহুদর্শী চিকিৎসক ডাঃ কেণ্ট বিরচিত গ্রন্থাদি শিক্ষার্থী মাত্রেরই যে অভিনিবেশ সহ পাঠ করা বিধেয়, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

আর, "পারিবারিক চিকিৎসা" নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে কলিকাতার জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার মহাশয় আমাদের কথার প্রতিবাদ করেন; তদুত্তরে তাঁহাকে বিনীতভাবে জানাই "As regards the note with reference to a fresh attack of sycosis or of syphilis, we would observe that we are firm believers in Dr. Kent's view which has been frequently *confirmed* during our limited experience."

যাহা হউক, শিক্ষার্থী ও সুধী পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য সিকাগো হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের মেটেরিয়া-মেডিকার অধ্যাপক প্রথিতযশাঃ ডাক্তার কাউপারথোয়েট (M. D., Ph. D., LL. D.), নিউ-ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা-শাস্ত্রাধ্যাপক ও কুউয়ার হাঁসপাতালের বহুদর্শী চিকিৎসক ডাক্তার স্যাণ্ডার-মিলস (A.B., M.D.), হোমিওপ্যাথিক জগতে

(symptoms disappearing from within outwards); কিম্বা (৩) কোন রোগের ধারাবাহিক উপসর্গচয়ের মধ্যে যদি সর্ব্বশেষ-উপসর্গটি সর্ব্বাগ্রে প্রশমিত হয় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গগুলি পরে নিরাময় হয় (symptoms disappearing in the reverse order of their coming), তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে; যথা, হৃদগহ্বর-পরিবেষ্ট-ঝিল্লী-প্রদাহে (endo-carditis) ঔষধ সেবনের পর যদি হাঁটুতে বা গুল্ফদেশে স্ফীতি দৃষ্ট হয় বা বক্ষঃবেদনায় ঔষধ প্রয়োগের পর যদি কোন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সমাদৃত *The Homœopathic Recorder* নামক মাসিক সন্দর্ভের সম্পাদক ডাক্তার অ্যান্সটজ M. D., এবং বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতা ডানহাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক পুরাতনরোগ-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার কেণ্ট (A. M., M. D.) সাহেবদের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

১। "A person having once acquired syphilis can *rarely* be re-inoculated", এবং "the consequences (of the tertiary stage) often remain *permanently*." (Cowperthwaite's *Practice*, pp. 749 & 755 দ্রষ্টব্য)।

২। "Tertiary symptoms (of syphilis) may develop even *fifty years after the disease has apparently disappeared*", এবং "A simple gonorrhoea may be cured although at best a cure is very *uncertain*. Many patients have *recurrent* attacks, which are probably *only recrudescenes* of the original trouble" (Walter Sands Mills's *Practice*, pages 184 & 175 দ্রষ্টব্য। Needless to add that this work is the latest best Homœopathic *Practice of Medicine*)।

৩। "Many physicians *of experience* contend that a man *never gets rid of this virulent poison of gonorrhœa* Those who have contracted it got rid of discharge attending discomfort,

৫। রোগলক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে চিররোগেরও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়; এবং নির্ব্বাচিত ঔষধের উচ্চশক্তি (যথা, ৩০—২০০ এক একমাত্রা মাত্র সপ্তাহান্তে) বা উচ্চতম শক্তি (১০০—১০০০০০০ M. M. ক্রম পক্ষান্তে মাসান্তে বা তিন চারি মাস অন্তর এক এক মাত্রা মাত্র)। ব্যবস্থা করিতে হয়; ঔষধ সেবনের পর কিছুমাত্র উপকার লক্ষিত হইলে, ঔষধটি কিছুকাল স্থগিত রাখিতে হইবে; তাহার পর, আবশ্যক হইলে, সেই ঔষধ বা অন্য ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়।

অতিরিক্ত বিবরণ জন্য, এই গ্রন্থের "হানেমানোক্ত তরুণ ও পুরাতন রোগ" অধ্যায়, Hahnemann's *Chronic Diseases,* Kent's *Lectures on Hom. Philosophy,* Allen's *Chronic Miasms* Vols. I. & II., এবং Bidwell's *How to Use the Repertory* দ্রষ্টব্য।

---

think they are cured, and the many ills they may suffer afterwards......may be *due directly to the infection*" (E. P. Anshutz's *The Sexual Ills,* page 50 দ্রষ্টব্য)।

৪। "Man can only have *one attack* in his natural life-time of one of the *three chronic miasms a man cannot take syphilis twice, he cannot take sycosis twice, he cannot take psora twice.* This is not known a man when asked how many times he has had gonorrhœa will say : about half a dozen times; but only one of these was sycotic. *The sycotic constitution cannot be taken a second time.* One attack gives immunity to that person for ever after" (Kent's *Lectures on Hom. Philosophy, page* 174 দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট (গ)

জীবাণুতত্ত্ব ও জীবাগম রহস্য।

(পৃষ্ঠা ৪০৬ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের কোন কোন বর্ষীয়ান্ সম্মানার্হ সমালোচক এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে "অদ্ভুতকর্ম্মা অধুনাতন-বিজ্ঞান যখন পূর্ব্বতন কবীন্দ্রকুলের কল্পনাতীত বিষয়ও কার্য্যে পরিণত করিয়া অঘটন সংঘটন করিয়া তুলিয়াছে, তখন একমাত্র জীবসম্ভব সমস্যা সে পূরণ করিতে পারিবে না কেন?" আর, কোন কোন বিজ্ঞ পাঠকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে "যখন কৃমি দংশ মশক উৎকুণ মৎকুণাদি প্রাণিগণ ক্লেদ হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইতেছে, তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বলে জড়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা কেন কালে ফলবতী হইবে না?" এই উভয় শ্রেণির শ্রদ্ধাস্পদ মহোদয়গণকে বক্ষ্যমাণ বিষয়-চতুষ্টয় ধীরভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি :—

১। স্মরণাতীত কাল হইতে সর্ব্বদেশীয় মনীষিকুল নানাবিধ পদার্থের সংযোগ বিয়োগাদি দ্বারা চেতনা-শক্তি উৎপাদনে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাশ্চাত্য রসায়ন-শাস্ত্রও ব্যাপার অসম্ভব বুঝিয়া ইদানীং আর এ সম্বন্ধে বৃথা হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান্ "স্বতঃ জনন" মতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন ও তৎপ্রণীত *Beginnings of Life* (1872) & *Evolution of Life* (1907) নামক গ্রন্থদ্বয় এক্ষণে বিস্মৃতি-সাগরে লীন! সে দিন কেম্ব্রিজের বৈজ্ঞানিক বার্ক সাহেবের ক্যাভেণ্ডিস্ পরীক্ষা-শালায় (laboratory) রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে রেডিয়াম্ (radium) বভ্রিল (bovril) আদি সংযোগে জীব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দুন্দুভিধ্বনিসহ ঘোষিত হইল (vide Burke's *Origin of life* & Mc. Cabe's *From Nebula to*

Man); কিন্তু এই মহা আড়ম্বরের পরিণাম বোধ হয় পাঠকের স্মৃতি-পট হইতে অপনীত হয় নাই—জীব সৃষ্ট না হইয়া অনর্থক বিতণ্ডা-রঙ্গালয় মাত্র সৃষ্ট হইয়াছিল।*

২। অণ্ডে কতটা অম্লজান (oxygen), কতটুকু উদজান (hydrogen) ও কি পরিমাণ যবক্ষারজান (nitrogen) থাকে বিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া উহা নিরূপণ করিতে পারিয়াছে, সত্য। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উক্ত উপাদানগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া এমন অণ্ড প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি, যাহা ফুটিয়া পক্ষীশাবক বা সলুই অথবা বাল-মণ্ডূকের (বেঙাচি) মত নিকৃষ্ট জীব বাহির হইতে পারে? অর্থাৎ, যে কয়েকটি উপাদানের কথা বিজ্ঞান উল্লেখ করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত আরও "কিছু" পক্ষ্যাদির অণ্ডমধ্যে নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান আছে, যাহার তত্ত্ব বর্ত্তমান-বিজ্ঞান আজও পায় নাই এবং যে উপকরণ অভাবে রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায়-প্রস্তুত অণ্ডে জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবে না।

৩। বর্ত্তমান কালের রসায়নবেত্তারা বহুবিধ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হংসী ও কুক্কুটীর অণ্ডের উপাদানগুলি সম-ধর্ম্মক—একই রকমের, কোন পার্থক্য নাই—ও সমানুপাতিক (বা সূক্ষ্মতম নিক্তির ওজনে সম-পরিমাণ)। উভয়ের রাসায়নিক উপাদানগুলি সমজাতীয় ও সমান পরিমাণে মিশ্রিত, এবং উক্ত উভয় অচেতন অণ্ডেরই আবরণ বিদারণ পূর্ব্বক বিচিত্র সাজসজ্জায়-বিভূষিত সচেতন দুইটি অপূর্ব্ব জীব নিষ্ক্রমণ করিয়া থাকে; অথচ, একের অণ্ড কেন মরাল-শাবকরূপে পরিণত হয়

---

* সম্প্রতি Dundee British Association নামক সভায় ডাক্তার সেফার (Dr. Schafer) বলিয়াছেন যে "অনতিদূরবর্ত্তী কালে বৈজ্ঞানিকেরা নিজ নিজ পরীক্ষাগারে জড় পদার্থের সমবায়ে জৈব-পদার্থ উদ্ভব করিতে সমর্থ হইবেন।"

ভাল, তর্কের খাতিরে যেন মানিয়া লইলাম যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা জৈব উপাদান (protoplasm বা bioplas) মাত্র উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই উপাদানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও চৈতন্যের উদ্ভব হইবে কি উপায়ে?

ও সাঁতার দিতে পারে, এবং অপরের ডিম্বজাত জীবটি কেন তাম্রচূড় বেশে আবির্ভূত হয় ও সন্তরণ করিতে সমর্থ হয় না? তবে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে বিভিন্ন জাতীয় অণ্ডে বিভিন্ন-প্রকৃতির আরও মৌলিক উপাদান-বিশেষ নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে, যাহার সন্ধান পাওয়া রসায়নবিজ্ঞানের সাধ্যাতীত এবং যে অতীন্দ্রিয় উপকরণ প্রভাবে হংসীর ডিম্ব ফুটিয়া হংস-শাবক মাত্র ও কুক্কুটীর অণ্ড ভেদ করিয়া কুক্কুট-শাবক অভ্রান্তরূপে বাহির হইয়া আসে! আবার, এও কি রহস্যময় ব্যাপার নয় যে নারী-গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রথমে (১) অণুকোষ (cell) মাত্র থাকে, পরে উহা ক্রমান্বয়ে (২) শূন্যগর্ভ বর্তুল (৩) বল্লমাণু (৪) মৎস্য (৫) নানা-বি উভচর ও স্তন্যপায়ী জীব, এবং (৬) মর্কট-বেশ ধারণ পূর্ব্বক অবশেষে (৭) নরদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় (Hæckel's *Evolution of Man* দ্রষ্টব্য)? আর, কয়েক ফোঁটা "দম্বল" বা সাঁজা (অর্থাৎ দধি-বীজ) যেমন অনেকটা দুগ্ধকে রূপান্তরিত করে ও কণা-প্রমাণ "খামি (Yeast)" যেমন চার পাঁচ মণ চিনিকে পদার্থান্তরে রূপান্তরিত করিতে পারে, ইহা দর্শনে অধ্যাপক ফিষার (Fischer) প্রমুখ প্রাণ-বিদ্যাবিশারদগণ বলেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর-নিঃসৃত বহুবিধ রসও তেমনি শরীরস্থ বহু পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া জীবনী-শক্তি প্রকাশ করে (অর্থাৎ "জীবন-ব্যাপারটা আর কিছুই নয় কেবল কতক-গুলি রাসায়নিক কার্য্যের ফলমাত্র*)"—এই ধারণায় সংগঠন-বিদ্যাবলে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম প্রাণী প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা এইরূপ আশা পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে অন্নজল প্রভৃতি শরীর-গঠনোপযোগী পদার্থচয় মধ্যে যে বিপুল শক্তি লুক্কায়িত আছে ও যে লুক্কায়িত (বা সুপ্ত) শক্তিকে জাগাইয়া প্রকৃতি জীবের জীবন-ক্রিয়া করাইয়া লয়—যে অদ্ভুত শক্তি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে আজীবন বিদ্যমান থাকিয়া শরীরের সমগ্র রাসায়নিক ক্রিয়াকে পরিচালন করে—সেই শক্তির কি কেহ সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, না সেই অপরিচিত মহাশক্তির

* "ভারতবর্ষ' চৈত্র ১৩২২, পৃষ্ঠা ৫৮৪ দ্রষ্টব্য।

পদে নিগড় পরাইয়া কোন বৈজ্ঞানিক কি কোনও দিন উহাকে পরীক্ষার কাচ-নল মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সমর্থ হইবেন? অতএব, যাঁহারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সদর্পে এই প্রহেলিকা পারাবার উত্তীর্ণ হইবার আশা রাখেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কৃপাপাত্র ব্যাষ্টিয়ান ও বার্ক সাহেবের আস্ফালনের অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দি।

৪। অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধ দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য কয়েকদিন ফেলিয়া রাখিলে উহাতে "ছাতা ধরে", ও কিছুকাল পরে ঐ "ছাতা পড়া" জিনিস পচিতে আরম্ভ হইলে উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হয়। এই ছোট ছোট পোকাগুলি কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে এই কীটাণুচয় ঐ খাদ্য হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে—ক্রিমি কিঞ্চিলিক (কেঁচো) কীটাদি পয়ঃ-প্রণালী পুরিষাদিতে দৃষ্ট হয়, সুতরাং ক্লেদ হইতেই জন্মে এই ধারণায় হয় ত তাঁহারা ইহাদিগকে "স্বেদজ" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবেন অর্থাৎ তাঁহারা "স্বতঃ জনন" (abiogenesis or spontaneous generation) বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, রেডি, লীনওয়েন-হোয়েক, হেল্ম—হোল্‌ৎজ্, পাষ্টেউর, টিণ্ডল্, লিষ্টার প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য্যগণের দ্বিশত-বৎসর-কালব্যাপী (১৬৬০—১৮৬৯ কৃষ্টাব্দ) প্রভূত অধ্যবসায় ও সূক্ষ্মতম যন্ত্রাদি সাহায্যে বহুবিধ কঠোর পরীক্ষার পর নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত কীটাদি স্বতঃজাত নহে—বায়ু-তরঙ্গে ভাসমান ধূলিকণারূপী জীবাণু হইতে ইহাদের উৎপত্তি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা ধূলা দেখিতে পাই; আচার্য্য টিণ্ডল পরম যত্নে নানা প্রকার পরীক্ষার পর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সর্ব্বব্যাপী এই ধূলি বাস্তবিক সর্ব্বাংশ ধূলি নহে (ইহার স্থূলভাগ ধূলি-কণা, ও সূক্ষ্মাংশ জৈব-পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী)। এই ধূলিকণারূপী অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জীবাণু-বীজ (germs or bacilli) জল স্থল মরুৎ ব্যোম ছাইয়া রহিয়াছে; আমরা নিশ্বাস ও পানাহার সহ সহস্র সহস্র জীবাণু অহর্নিশ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিতেছি; ইহারাই ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্লেগ বসন্ত যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের

মুখ্য* কারণ ও বিস্তারক ; গলিত দ্রব্যে বা পচা ক্ষতে যে কীট দৃষ্ট হয়, তাহারা এই সূক্ষ্মদেহী জীবকুলেরই বংশধর। বায়ুস্থিত অপ্রত্যক্ষ এই জীবাণু প্রভাবেই দুধ টকিয়া যায়, সুরা খেজুর-রস প্রভৃতি তরল মিষ্ট দ্রব্যে ফেনা গাঁজলা (fermentation) বা তাড়ি উৎপন্ন হয় ; মানব-দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে উক্ত জীবাণুকুল সেই স্থান আক্রমণ করে ও আক্রান্ত স্থানে পূয জন্মে। বস্তুতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে "স্বতঃ-জনন" মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। জীব-সমাগম সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানাচার্য্যগণ চূড়ান্ত করিয়াছেন যে "**কেবল প্রাণী হইতেই প্রাণীর উদ্ভব হইয়া থাকে**, ইহার অন্যথা ঘটে না।" অনুসন্ধিৎসু স্পষ্টবাদী বিজ্ঞান দুই শতাব্দীর অবিশ্রান্ত গবেষণা ও কঠোর সাধনার ফলে এই পরম তত্ত্বটি জগতের সমক্ষে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে (vide Spencer's *Biology*, Huxley's Presidential Address of 1870 to the British Association, Tyndall's Article in the *Nineteenth Century* for January 1878, Haeckel's *Natural History of Creation*, Tyndall's *Floating Matter in the Air*, and Chambers's *Encyclopædia* article "Spontaneous Generation")।

---

* বর্ত্তমান কালের কীটাণু-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে এক এক জাতীয় জীবাণু হইতে এক একটি স্বতন্ত্র প্রকারের রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যথা "কমা-ব্যাসিলাস" নামক কীটাণু ওলাউঠা-রোগোৎপাদক, "বাসিলাস-পেষ্টিস্" প্লেগ মহামারীর উত্তেজক কারণ, ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ৩১, ৩৪, ৬৭, ৭৫, ৯১, ১০২, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ওলাউঠা প্লেগ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভেদ বমনাদিতে উক্ত জীবাণুচয় লক্ষিত হয় বলিয়াই, কীটাণু-তত্ত্বজ্ঞেরা উক্ত জীবকুলকে সেই সেই রোগাক্রমণের মুখ্য কারণ বলেন (অর্থাৎ, উক্ত কীটাণুবর্গ সুস্থ দেহ আক্রমণ করিলেই রোগাদি জন্মে)। কিন্তু এমন কি হইতে পারেনা যে, কোন কারণে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেই উক্ত জীবাণুচয় আমাদের দেহটিকে উহাদের আবাসভূমি করিয়া লয় (অর্থাৎ আমরা স্বকার্য্য দ্বারা উহাদিগকে আমাদের শরীর মধ্যে আহ্বান করিয়া থাকি)?

তবে এস্থানে ইহা বলা উচিত যে উল্লিখিত জীবাণুকুলের জনক (অর্থাৎ প্রাথমিক জীবাণু-অঙ্কুর) কিরূপে ধরাতলে উপস্থিত হইল, সে বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ঘোর মতভেদ লক্ষিত হয়। "অতীত যুগের কোন শুভ মুহূর্ত্তে অদ্ভুত 'রাসায়নিক শক্তি'-গুণে অকস্মাৎ জড়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া বিবর্ত্ত (বা ক্রমবিকাশ) নিয়মানুসারে বহু কালে ও বহু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ভূমণ্ডল ক্রমশঃ নানাবিধ জীবে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; স্বাতিনক্ষত্র-বিভাসিত সিদ্ধি-যোগের সে মাহেন্দ্রক্ষণ এক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় জীব উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না" বলিয়া যে সমস্ত বিজ্ঞান-গন্ধি * প্রবন্ধলেখক ভাষার চাকচক্যে ধাঁধা লাগাইয়া বা কোন রকম গোঁজামিল দিয়া স্ব স্ব কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবোৎপত্তি-সমস্যা চকিতমাত্র পূরণ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিই; কেন না, উল্লিখিত উদ্ভট মীমাংসার বিশ্লেষ এই যে, স্বতঃ-জনন-মত বিবর্ত্ত-বাদ সাহায্যে সহজে প্রমাণিত হয়, এবং (পক্ষান্তরে) বিবর্ত্ত-মত স্বতঃ-জনন-বাদ দ্বারা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যায়—এই নবোদ্ভাবিত যুক্তি জাল তাঁহাদের সরল বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিস্মৃত-প্রায় "বীজাঙ্কুর"-ন্যায়ের ফাঁকি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ মূলক নবীন বিজ্ঞান বা বিচার-মূলক প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র আদৌ উহার সমর্থন করে না †। বিজ্ঞান-জগতের সম্রাট অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লর্ড কেলভিন্ বলেন, যে জীবাণু-

---

* "বিজ্ঞানগন্ধি" শব্দটি সম্বন্ধে পূর্ব্ব বঙ্গের বিদ্যাসাগর (রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন ঘোষ, C. I. E.) মহাশয় বলেন যে "এই শব্দটি ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে কড়ায় ক্রান্তিতে সুসিদ্ধ হয় কি না ইহা লইয়া বিচার বিতর্কের পথ আছে, কিন্তু শব্দ প্রয়োজনীয়।"

† পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষা (experiment) দ্বারা আমরা বর্ত্তমান কালে পদার্থের (বা বিষয়ের) তত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় করিতে পারি, এবং বর্ত্তমান কালের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া অতীত কালের সত্যে বা তথ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হই—ইহাই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অভিমত; ইহার অতিরেক (অর্থাৎ, যাহা

অঙ্কুর আদৌ উল্কাপিণ্ডে বিদ্যমান ছিল, পরে উল্কাপিণ্ড সহ উহারা ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যুগ-যুগান্তর বংশ বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমবিকাশ নিয়মানুসারে নানারূপ জীবে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান-বিশারদ জার্ম্মান পণ্ডিত হেলম্‌-হোলৎজ্‌ ও য়ুরোপের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই মতের সমর্থন করেন, কিন্তু আচার্য্য জোলনার (Zollner) ইহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। প্রাজ্ঞ রিকটার (Richter) সাহেব বলেন যে মহাকাশের সর্ব্বত্রই অতি সূক্ষ্ম জীবাণু-অঙ্কুরে পরিপূর্ণ—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই অঙ্কুরগুলি যথোপযুক্ত তাপ আর্দ্রতাদি পাইলেই বর্দ্ধিত হয় ও কালক্রমে নানালোকে নানা জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৫৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে জড়ে "শক্তি (energy)" প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে, অবস্থা বিশেষে উহা প্রকাশ পায়—বাঙ্গালা দেশের গৌরব বিশ্ববিশ্রুত-যশাঃ বিজ্ঞানাচার্য্য সার্‌ জগদীশ চন্দ্র বসু, Kt., M.A., D.Sc., C.I.E., C.S.I. মহাশয়ের

আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই তাহা) বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান বা পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণায়ক-শাস্ত্র) নহে, কল্পনা বা যুক্তিহীন অনুমান মাত্র—অর্থাৎ "বর্ত্তমানের" জ্ঞান হইতে "অতীতের" জ্ঞান আদায় করা, বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা। এখন, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা বর্ত্তমানকালে স্বতঃ-জনন প্রমাণিত হয় না, অতএব "বর্ত্তমান" আলোচনা করিয়া "অতীতকালে স্বতঃ-জনন ঘটিয়াছিল" বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে এরূপ সিদ্ধান্তে কোন ক্রমেই উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং, "স্বতঃ-জনন-বাদ" বিজ্ঞান সম্মত বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না কি ?

আর, স্বতঃ-জনন-বাদের যুক্তি প্রণালীতে ন্যায়-বাক্যের (syllogism) অবয়ব (premises)-সংস্থান যথাযথ লক্ষিত হয় না ; সুতরাং উহা অনুমান (inference) সিদ্ধও [অর্থাৎ, তর্কশাস্ত্র (logic) সঙ্গতও] নহে।

তবে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিজ্ঞানলব্ধ সত্য বা যুক্তিমূলক অনুমান (inference) স্বতঃ-জনন-বাদের ভিত্তি ভূমি নহে—অন্ধবিশ্বাস বা যুক্তিহীন অমূলক অনুমানের (speculation) উপর উহা অধিষ্ঠিত ; অথচ বিজ্ঞান ও সুযুক্তির নামে খ-পুষ্প-বাসিত অনুপম অনুমান-নির্য্যাস-অনুপান সহ উক্ত উৎকট সর্ব্বসংশয়-নিরসন বটিকা আমাদিগকে সুশীল শিশুর মত অবাধে বদন ব্যাদন করতঃ নয়ন-যুগল নিমীলন পূর্ব্বক নিঃশব্দে গলাধঃ করিতে ইঁহারা অকুতোভয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন !!

গবেষণাপূর্ণ *Response in the Living and the Non-Living* নামক গ্রন্থ পাঠে যেন কতকটা আভাস পাওয়া যায় যে জড়ে "সাড়" বা বোধ (অর্থাৎ চেতনা-শক্তিও sensitivity) তেমনই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে, ও অবস্থা-বিশেষে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র *। হেকেল প্রমুখ মার্জ্জিত জড়াদ্বৈতবাদিগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন (vide Haeckel's *Riddle of the Universe* pp 5, 7, 86 এবং *Wonders of Life*) যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুতেই তিনটি গুণ নিত্য বর্ত্তমান আছে :— (১) ব্যাপ্তি (extension), (২) বল (force), এবং (৩) সাড় বা অনুভূতি (sensation); কিন্তু জড়বাদীর বড় আদরের পরমাণু নিজকায়া † অপবর্ত্তন পূর্ব্বক অরূপ শক্তি-সাগরগর্ভে চিরদিনের তরে লীন

* বৈদান্তিকের পক্ষে এই তথ্য মোটেই নূতন নয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিতেছেন ; Barclay Lewis Day সাহেব প্রণীত *Our Heritage of Thought* নামক গ্রন্থ হইতে আমরা এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম — "The Vedanta boldly asserts that *life* is latent even in what we call inorganic substance. 'There is no such thing as *dead matter*' says the Vedantist 'the whole universe is one life, is one thought, is Brahman' "

All honour to Dr. Bose for the unique service he has rendered to modern Science by demonstrating *Unity of Life*. A deep sense of awe is evoked in us when we think that it was reserved for an Indian to substantiate by *experimental* methods the bold assertion that life is latent in all things—of our hoary forefathers of vener able antiquity. In the words of His Excellency the Governor of Bengal (Lord Ronaldshay) "Sir Jagadis appears to be one of the ancient sages re-incarnated in the modern epoch to prove by rigid Scientific demonstration the existence of a world in which *Life is omnipresent*." হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই গবেষণার কার্য্যকল দেখাইতে, জনৈক লেখক চেষ্টা পাইয়াছেন ("ভারতবর্ষ," ভাদ্র ১৩২৬, পৃষ্ঠা ৩৬৩ দ্রষ্টব্য) ।

† নিত্য, না নশ্বর, বপুঃ ?

হওয়ার রহস্য-তত্ত্ব ["পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য] কি উক্ত জড়াদ্বৈত-বাদের পোষকতা করে ? বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একজন প্রধান নায়ক আরেনিয়াস (Arrhenius) সাহেবের মতে কোন দূর সজীব জ্যোতিষ্ক হইতে আদিম অতি-সূক্ষ্ম-জৈব-বীজ বিশ্বব্যাপী আলোকের চাপে চালিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের অন্যতম নেতা বেকেরেল (Becquerel) সাহেব এই মতের প্রতিকূলে বলেন যে "ঐ আলোক-তরঙ্গে এমন জীবাণু-নাশক-রশ্মি বর্ত্তমান আছে যে, তাহাতে উক্ত জীবাণু-অঙ্কুর কখনই সজীব অবস্থায় পৃথিবীতে পৌছিতে পারে না"। আর, "উল্কাপিণ্ডে বা আলোকের ধাক্কায় গ্রহান্তর হইতে জীবাণু-বীজ ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া বা মহা-শূন্যে জীবাণু-বীজ-ভাসিয়া-বেড়ান"-মত মানিয়া লইলেও সহজে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে "উক্ত উল্কাপিণ্ডে বা গ্রহে বা অন্তরীক্ষে আদিম জীবাণু-অঙ্কুর কিরূপে উদ্ভূত হইল" ? অর্থাৎ, জীবাণু-সমস্যা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির মাপ-কাঠির অতীত—জড়-বিজ্ঞান আজও মীমাংসা করিতে পারে নাই, বোধ হয় কোন কালেও পারিবে না।

প্রত্যুত, জীবোৎপত্তি-প্রসঙ্গে রসায়ন-শাস্ত্রের পক্ষ হইতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার হেনরি রস্কো, প্রাণবিদ্যার নামে বিবর্ত্তনোদ্ভাবয়িতা ভুবনবিখ্যাত ডার্ব্বিন ও কোবিদ ওয়ালেস সাহেব এবং বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদের আদিপ্রচারক আবাল-বৃদ্ধ-পরিচিত আচার্য্য হাক্সলি, জড় বিজ্ঞানের দিক হইতে অসামান্য-ধীশক্তি সম্পন্ন আধিবিদ্য বিজ্ঞান-কবি মহাত্মা টিণ্ডল, এবং বিবর্ত্ত-দর্শনের পক্ষ হইতে স্বনামধন্য মহাদার্শনিক মনস্তত্ত্ববিৎ ঋষিকল্প হার্ব্বাট-স্পেন্সর ও বিংশ শতাব্দীর ক্রমবিকাশবাদের সমর্থনকারিগণের অগ্রণী ফরাসী দর্শনশাস্ত্রবেত্তা পূজ্যপাদ বার্গসোঁ বিনম্রভাবে আভাষ দিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের স্ব স্ব আরাধিতা বিদ্যা এই বিষম সমস্যা পূরণে সর্ব্বথা অসমর্থ! কিন্তু দীর্ঘকাল মস্তিষ্ক অলোড়নের পর, আজীবন বিজ্ঞান-সেবী মহামহোপাধ্যায় সুকীর্ত্তিত সত্য-সন্ধ এই বিশেষজ্ঞ বুধমণ্ডলী একবাক্যে সমস্বরে স্বীকার পাইয়া গিয়াছেন যে দৃশ্যমান এই মায়া-পটের অন্তরালে অবগুণ্ঠিতা কোন এক অব্যক্ত বিরাট শক্তি (one Infinite &

Eternal Energy) প্রভাবে এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে!*

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য, "সর্ব্ববাদীসম্মত বিশ্বব্যাপনী মনোবাণীর অতীত এই গূঢ় মহাশক্তি" যাহা জীবের জীবন ও প্রাণীর প্রাণ এবং যাহা জীব ও উদ্ভিদের হিতার্থ অধীন স্থূল-শক্তিচয়কে নিয়ত কল্যাণের পথে পরিচালন করে, সেই আদ্যাশক্তি অন্ধ না চিন্ময়ী—সেই পরাশক্তি কাণ্ডজ্ঞান বিহীনা, না উহার মূলে শুভ অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন আছে—এরূপ আভাস পাওয়া যায়"? উত্তরের ভার চিন্তাশীল পাঠক ও ভক্তিমতী পাঠিকাকে অর্পণ পূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত কয়েকটি বিজ্ঞানাচার্যের মত উদ্ধৃত†

* বরদৃপ্ত নবীন য়ুরোপীয় বিজ্ঞানসাধকশ্রেষ্ঠ উক্ত মহাত্মাদের অপ্রত্যাশিত এই অনুভূতি-রাজ্যের ক্ষীণালোকে-তরঙ্গিত চরম সীমানায় উপনীত হওয়ার রহস্য-বাদটি, কি ভারতের মুকুট পূজাপাদ প্রাচীন আর্য্যঋষিকুলের ধ্যানলব্ধ সেই নিত্য শাশ্বত চির-দীপ্যমান "পরম সত্য" বা মহা সত্ত্বা সম্বন্ধে, অযথার্থ ভাষায় সাক্ষ্যদান করিতেছে না?

† Lamark, the real founder of organic Evolutionism, says in his *System Analytique* (1830) "Nature is but an order of things subject to laws originating from the *Will of the Supreme Being* (page 43), of whose existence and boundless power man has from observation conceived an indirect though sound idea" (page 8).

Even Darwin, whom many represent as an atheist, concludes his epoch-making *Origin of Species* (page 193, cheap edition) thus :—"I infer that all Organic beings have descended from one primordial form into which *life was first breathed by the creator*". Again, in his letters to Sir J. D. Hooker (March 29/1863) to V. Carus (Nov. 29/1866) and to D. Mackintosh (Feb. 28/1882, *i. e.*, only two months before his death) respectively Darwin writes —"It is mere rubbish thinking at present of the origin of life; one might as well think of the origin of matter"......(2) "The principle of life seems to me to be *beyond the confines of Science*"......(3) "*No evidence*

করিয়া আমরা এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপসংহার করিলাম।

worth anything has as yet, in my opinion, been advanced in favour of *a living being*, being *developed from inorganic matter*."

"There are at least three stages in the development of the organic world where some *New* cause or power must necessarily have come into action. The first stage is the *change from inorganic to organic*, when the earliest vegetable-cell (or the living protoplasm out of which it arose) first appeared .....There is in this something quite *beyond* and *apart from chemical changes* however complex; and it has been well said that the *first vegetable-cell was a new* thing in the world *possessing* altogether *new powers*".
[The other stages presenting similar difficulties are the *introduction of sensation* or consciousness (animal life), and of *rational thought & speech*]—Wallace's *Darwinism*, pages 474-475.

"Of the causes that have led to the origination of living matter it may be said that we *know absolutely nothing*......Science has no means to form an opinion *on the commencement of life*; *we can only make conjectures without any scientific value*."—Huxley (article *Biology* in The "Encyclopædia Britannica").

"There are those who profess to foresee that the day will arrive when the chemist by a succession of constructive efforts, may pass beyond albumen and gather the elements of lifeless matter into a living structure. Whatever may be said of this from other standpoints, the *chemist* can only say that at present *no such problem lies within his province*."—Sir Henry Roscoe's *Presidential Address*, British Association, 1887).

"The *evidence* in favour of spontaneous generation *crumbles* in the grasp of the competent enquirer."—Tyndall's *Fragments of Science* (article "Spontaneous Generation)".

"In the present state of the world *no* such thing happens as the *rise of a living creature out of non-living matter.*"—Herbert Spencer (the Philosopher of Evolution *par excellence*) in the *Nineteenth Century,* May 1886 page 769.

Sir Isaac Newton declared that the existence of a Being endowed with intelligence and wisdom is a necessary inference from a study of celestial mechanics (Vide *Principia,* Schol. Gen.)

The production of Life "is *not* within the present range of practical Chemistry"—Prof. Metchinkoff.

"It does not follow that the nature of life is much better under stood even when living protoplasm has been artificially put together, the thing which by its interaction with matter confers on it what we know as 'vitality' will still in all probability elude us. It does not appear to be a form of energy but it certainly is a guiding principle utilising forces known to Chemistry & Physics & all the ordinary laws of nature for ends which appear to be outside the known laws of the physical world"—Sir Oliver Lodge.

And, lastly, Lord Kelvin (*vide* report of his words emended by himself, *The Nineteenth Century and After,* June 1903) says "I cannot say that with regard to the origin of life Science neither affirms nor denies Creative power—*Science positively affirms creating and directive power,* which she compels us to accept as an article of belief."

(The *italics* are ours).

পরিভাষা (Glossary)

বা

কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ।

অচল—গতি-শক্তি হীন (passive), পৃষ্ঠা ৫৮১ দ্রষ্টব্য।

অজ্ঞেয় বাদ—agnosticism.

অণু—যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাহাতে যৌগিক পদার্থটির তাবৎ গুণই বিদ্যমান থাকে ; (molecule)।

অণুবিয়োজন—কোন যৌগিক পদার্থ সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইলে, উহার অণুগুলি তাড়িত-বিন্দুতে পরিণত হওয়া (dissociation of molecules) ; পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য।

অদ্ব্যর্থ—যাহা দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট নয়, একার্থ বোধক বা সুস্পষ্ট (unequivocal)।

অনুপূরক ঔষধ—complementary remedies, বা complements.

অভিব্যক্তি—অব্যক্ত (বা অপ্রকাশিত কিম্বা অস্ফুট) হইতে ব্যক্ত (বা প্রকাশিত কিম্বা স্ফুট) হওয়া। প্রাচীন আর্য্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে আকাশাদি সূক্ষ্মভূত হইতে এই স্থূল জগৎ প্রকাশিত হওয়ার (=বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক দিগের মতে কোন অজ্ঞেয় একই বস্তুর বিবর্ত্তনে তাবৎ জড় ও সজীব পদার্থ উৎপন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে পরিণত হওয়ার) নাম "অভিব্যক্তি" [evolution]।

অভিব্যক্তিবাদ—theory of evolution ("অভিব্যক্তি" দ্রষ্টব্য)।

আনর্ত্তন—তাণ্ডব রোগ (St. Vitus's Dance) পৃষ্ঠা ১৮১ দ্রষ্টব্য।

অবরুদ্ধ প্রমেহ—সাইকোসিস (sycosis)।

আক্ষেপ—অনিচ্ছায় মাংসপেশীর খেঁচুনি, টান, বা খিলধরা (spasm)।

উত্তেজক ঔষধ—যে ঔষধ শারীরিক কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার উত্তেজনা উৎপাদন করে (stimulant)।

উত্তেজক কারণ—কোন রোগের উদ্দীপক বা মুখ্য কারণ (exciting cause)।

উদ্গম—রক্ত-সঞ্চার হেতু কোন অঙ্গ শক্ত বা স্ফীত হওয়া (eruption)।

উদরী—পেটের শোথ (ascites)।

উপদাহ—শরীর বিধানের অতিশয় উত্তেজনা জনিত স্নায়ু ও পেশীর ক্রিয়াতিশয্য ঘটা (irritation)।

উপাদান—যে যে জিনিষে কোন পদার্থ গঠিত হয় (ingredients)।

একাঙ্গীন রোগ বা স্থানিক রোগ—যে রোগে একাঙ্গ-মাত্র আক্রান্ত হয়, সমস্ত শরীরটি দূষিত হয় না (অর্থাৎ রক্তদোষ ঘটে না), তাহার নাম "একাঙ্গীন" বা "স্থানিক (local)" রোগ : যথা "কোমল ক্ষত উপদংশ" একটি একাঙ্গীন রোগ, কেননা এই রোগের বিষ (virus) কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার জননেন্দ্রিয়ে মাত্র একটি কোমল ক্ষত জন্মে (তাবৎ শরীরটি আক্রান্ত হয় না)। "সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ" দ্রষ্টব্য।

কটিপেশী-বাত—(lumbago)।

কটিস্নায়ু-বাত—(sciatica)।

কণা বা কণিকা—ক্ষুদ্র অংশ (particles)।

কন্মষ বা কিম্বিষ—পূতি বাষ্প (miasms) পৃষ্ঠা ২৭ ও "পরিশিষ্ঠ (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

কার্য্য—কোন বস্তুকে যদি "বল" force এর প্রতিকূলে চালান যায়, তাহা হইলেই "কার্য্য (work)" করা হইল ; যথা পাথর চূর্ণ করিলে সংহতি (cohesion) র বিরুদ্ধে "কার্য্য" হইল। "কার্য্য" মাত্রেই, "শক্তি" একস্থল হইতে অন্যত্র সংক্রামিত হয় [এই পরিভাষার "গতি", "বল", ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

কুল-সংক্রমণ—বংশগত (hereditary)।

ক্রম—ঔষধের বিভাজিত সূক্ষ্মাংশ (attenuation)।

ক্রম-বিকাশ—evolution ("অভিব্যক্তি")।

গতি—বস্তুর অবস্থিতির পরিবর্তনকে "গতি "(motion)" কহে। "শক্তি" যখন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায়, তখন "গতি" জন্মে [এই পরিভাষার "বল" ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

গতিশীল—dynamic।

গৌণ-কারণ—"পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" দ্রষ্টব্য।

জড়—কোন পদার্থের পরমাণুগত শক্তি যখন অচলভাবে বিরাজমান থাকে, তখন সেই পদার্থকে "জড় (matter)" কহে; "পরিশিষ্ট (ক), (৩) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য।

জড় জাম্বু।—materialistic medicine (~~M.A~~ materialism in medicine)।

জড় জাম্বু যুগ।—the age of materialistic medicine.

জড়যুগ—the materialistic age.

জাম্বু-বিচারণ—সুস্থ দেহে ঔষধের গুণ পরীক্ষণ (proving *) অর্থাৎ সুস্থাবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিলে দেহ ও মনে যে সকল লক্ষণ বা ভাব প্রকাশ পায়, সেই সমুদয় লক্ষণ ও ভাব লিপিবদ্ধ করণ।

জাম্বুজ-ব্যাধি—আফিং, পারা, কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের অপব্যবহার হেতু বা দীর্ঘকাল যাবৎ পেটেণ্ট ঔষধাদি সেবন জনিত, রোগীদেহে পুরাতন ব্যাধির লক্ষণসদৃশ উপসর্গাদি লক্ষিত হয়, ইহার নাম "জাম্বুজ-ব্যাধি (drug-diseaes); পৃষ্ঠা ২৯ ও ৩১৮ দ্রষ্টব্য।

জীবাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী (germs or bacilli); অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে ম্যালেরিয়া প্লেগ উপদংশ ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়ার রক্তমধ্যে সঞ্চরণ করিতে দেখা যায় বলিয়া ইহাদিগকে

* Adopted from the German word "Prufung," which means *test* or *trial*.

রোগোৎপাদক বলে ["পরিশিষ্ট (গ) জীবাণু ও জীবাগম, (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য]।

ঝিল্লী—কোমল সূক্ষ্ম জালের মত স্বচ্ছ আবরণ (membrane)।

তন্তু—"বিধান-তন্তু" দ্রষ্টব্য।

তন্তু-জাম্বু—tissue remedies ; ৫২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাড়িতাণু বা তাড়িত-কণা কিম্বা তাড়িত-বিন্দু—electrons ; "পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য।

দ্রব—দ্রবীভূত দ্রব্য বা গলা জিনিষ (a solution)।

দ্রবীকরণ—গলান (process of solution)।

ধাতুগত-রোগ—constitutional disease। "সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ" দ্রষ্টব্য।

ধাতুদোষ—dyscrasia ; "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

নিসর্গজ রোগ-নাশিনী শক্তি—দেহের প্রকৃতিদত্ত ব্যাধিবিনষ্ট করিবার ক্ষমতা (*vis medicatrix naturæ*—the healing power of Nature)।

পরমাণু—মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ (atoms) ; "পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য।

পরমাণুগত-শক্তি—intra-atomic energy।

পরাঙ্গ-পুষ্ট—যে সমস্ত প্রাণী অপর প্রাণীদেহে বাস না করিলে জীবিত থাকিতে পারে না (parasites)।

পরীক্ষণ—experiment।

পরীক্ষিত—proved।

পর্য্যবেক্ষণ—observation।

পার্শ্ববাত—(দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের) পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থিত পেশীচয়ের বেদনা (pleurodynia)।

পিকচঞ্চু-অস্থি—coccyx (পৃষ্ঠা ৪৪০ দ্রষ্টব্য)।

পিকচঞ্চু-অস্থিপ্রদাহ—coccygodynia, ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পীড়কা—ব্রণ ফুস্কুড়ি বা ফোড়া (eruptions)।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—কোন রোগের দূরবর্ত্তী (বা গৌণ) কারণ (pre-disposing cause)।

প্রতিবিষ—antidotes (৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রদাহ—জীব-দেহের কোন অঙ্গ যুগপৎ বেদনা-(জ্বালা প্রভৃতি)। যুক্ত, উত্তপ্ত, আরক্ত ও স্ফীত হওয়া (inflammation); যথা—পা কাটিয়া গেলে, ঘাড়ে ফোড়া হইলে, হাত ভাঙ্গিলে, আঙ্গুলে পেরেক বিঁধিলে, প্রদাহ হয়।

প্রাণবিদ্যা—Biology।

বল—আকর্ষণ বা টান (attraction) ভার (weight) চাপ (pressure) প্রভৃতি যাহাতে গতি জন্মে, তাহারই নাম "বল (force)"। নিউটন বলেন যে গতি উৎপাদন **বলের** কার্য্য—"বল" গতি জন্মায়। গতির উৎপত্তি হইলেই, "বল" আছে বুঝিব [গতি-উৎপাদন = বল-প্রয়োগ]। কিন্তু, গতির উৎপত্তির কারণ "বল" নহে; গতি উৎপত্তির কারণ কি, কেহই জানেন না। ফলতঃ "বল" নামে কোন পদার্থ নাই; পদার্থ যদি থাকে তাহা "শক্তি" [এই পরিভাষায়, "কার্য্য", "গতি", ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

বহুব্যাপক—যে পীড়ায় বহুলোক একই সময়ে আক্রান্ত হয় (epidemic)।

বিজ্ঞান—পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ মূলক বিশেষ জ্ঞান (Science)।

বিধান—শরীর যন্ত্রের নির্ম্মাণ বা গঠন (Structure)।

বিধান-তন্তু—জীবদেহ-গঠনের উপযোগী সূত্রবৎ উপাদান সমূহ (tissues)।

বিবর্ত্ত বা বিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তন (evolution); "অভিব্যক্তি" দ্রষ্টব্য।

বিবর্ত্ত-দর্শন—philosophy of evolution।

বিবর্ত্তবাদ—theory of evolution ("অভিব্যক্তি বাদ" দ্রষ্টব্য)।

বিবর্ত্তনোদ্ভাবয়িতা—The originator of evolutionsim।

বিমর্দ্দন—চূর্ণকরন (process of trituration)।

বিশ্লেষ—বিয়োগ বা বিচ্ছিন্ন করণ (analysis)।

বিষঘ্ন ঔষধ—antidotal remedies (পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য)।

বিষমগুণ ঔষধ—incompatible or inimical remedies (পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য)।

বেগ—গতির হার; অর্থাৎ, প্রতি সেকেণ্ডে দূরত্ব যত ফুট করিয়া বাড়ে বা কমে, সেই হারের নাম "বেগ (velocity)"। যথা, ঘোড়া দুই ঘণ্টায় (অর্থাৎ, ২×৬০×৬০ সেকেণ্ডে) পনর মাইল (অর্থাৎ, ১৫×১৭৬০×৩ ফুট) যাইলে, উহার বেগ $= \frac{১৫ \times ১৭৬০ \times ৩}{২ \times ৬০ \times ৬০} =$ ১১ ফুট (গড়ে) প্রতি সেকেণ্ডে।

ব্যাপ্তি—স্থান-ব্যাপকতা, বিস্তার (extension)।

ভেষজ-ক্রিয়া—drug-action, or action of remedies.

ভেষজক্রিয়া-স্থিতিকাল—duration of drug-action.

ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—materia medica.

ভেষজ-শক্তি—drug potency.

ভেষজ-সম্বন্ধ—drug-relationship (or relationship of remedies).

মাত্রা—ঔষধের পরিমাণ (dose)।

মাত্রাতত্ত্ব—ঔষধের পরিমাণ বিষয়ক শাস্ত্র (posology)।

মূলপদার্থ বা ধাতুপদার্থ—যে পদার্থ স্বজাতীয় ব্যতীত অপর কোন জাতীয় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই (elements); "পরিশিষ্ট (ক), (১) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য)

যৌগিক-পদার্থ—সংযোগ-সম্ভূত বস্তু (compounds); "পরিশিষ্ট (ক), (১) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য।

রক্তসঞ্চয় বা রক্তাধিক্য—জীবদেহের কোন স্থানে বা কোন যন্ত্রে অতিরিক্ত শোণিত সংগৃহীত বা জমা হওয়া (congestion)।

রক্তসঞ্চার—জীবদেহের কোন অঙ্গে অধিক পরিমাণে ও দ্রুতবেগে রক্ত চলা (determination of blood)।

রসায়ন-শাস্ত্র—মূল-পদার্থের গুণ ও উহাদের পরস্পর সংযোগ বিয়োগাদিতে কি প্রকার ক্রিয়া ঘটে বা কিরূপ যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়, এতদ্বিষয়িণী বিদ্যা (chemistry)।

রোগ-বিষ—রোগৎপাদক জীবাণু বা সংক্রামক বিষ (virus)।

রোগ-বীজ—disease-germs (পৃষ্ঠা ৬০৯ দ্রষ্টব্য)।

শক্তি—কার্য্য করিবার [অর্থাৎ, প্রতিকূল "বল" সত্বেও কোন বস্তুকে চালাইবার] সামর্থ্যকে "শক্তি (energy)" কহে। যথা, উৎক্ষিপ্ত ইষ্টক খণ্ডের "শক্তি" আছে; কারণ, উহা মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কতকটা উঠিতে সক্ষম। "শক্তি"র সৃষ্টি বা নাশ নাই; "শক্তি"ই জড়পদার্থের উপাদান ["পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য]; এবং "শক্তি"ই এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থে প্রবেশ করে। বাহিরের কোন পদার্থ হইতে "শক্তি" আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবেশ করিলে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি সহযোগে আমরা সেই পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করি [এই পরিভাষায় "কার্য্য" "গতি", ও "বল" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

পদার্থ বিদ্যোক্ত "শক্তি" শব্দের উক্ত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হোমিওপ্যাথিতে "ক্রম" ও "শক্তি (potency or power)" শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (পৃষ্ঠা ১২—১৪ দ্রষ্টব্য)।

শক্তি-তত্ত্ব বা শক্তিরূপ-বাদ বা শক্তি-বিকাশনবাদ—বিমর্দন দ্রবীকরণ বিলোড়নাদি হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন ঔষধের স্থূলভাগ (জড়াংশ বা অচলভাব) পরিবর্জন পূর্ব্বক উহার "স্ব"-রূপ বা সূক্ষ্মাংশ (বা সচলভাব) অর্থাৎ অন্তর্নিহিত "শক্তি (energy or potency)" বিকাশ করিতে পারা যায়, এই মতের নাম "শক্তি-বিকাশনবাদ (theory of potentiation or dynamisation)" ; পৃষ্ঠা ৬, ও এই পরিভাষায় "অণু-বিয়োজন" শব্দ, দ্রষ্টব্য।

শক্তীকৃত—potentised.

সংক্রামক বিষ—রোগোৎপাদক জীবাণু আদি (virus)।

সংক্রামক-রোগ—প্রত্যক্ষ (direct) সংস্পর্শ দ্বারা হউক বা পদার্থান্তর (যথা—দুগ্ধ, জল, খাদ্য বস্ত্র পত্র মক্ষিকাদি) মধ্য দিয়াই হউক যে রোগ-বীজ কোন পীড়িত ব্যক্তি হইতে অপর কোন সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রামিত (অর্থাৎ প্রবেশিত) হয়, সেই রোগকে "সংক্রামক (infectious)" রোগ কহে : যথা—প্লেগ, হাম, বসন্ত।

সংগঠন বা সংশ্লেষ—সংযোগ-কারণ (synthesis)।

সংশয়-বাদ—scepticism।

সচল—গতিশক্তি-বিশিষ্ট (active)।

সদৃশ-বিধান, সদৃশ-ব্যবস্থা, সম-বিধি, সম-মত, সম-শাস্ত্র, বা সমসূত্র—Homœopathy, the Law of Similars (the method of cure) ; পৃষ্ঠা ১—৩ দ্রষ্টব্য।

সমগুণ-ঔষধ—allied or kindred remdies.

সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ বা ধাতুগত রোগ।—যে রোগে তাবৎ শরীরটি দূষিত হইয়া যায় (অর্থাৎ রক্তদোষ ঘটে), তাহার নাম "সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ" বা "ধাতুগত রোগ (constitutional disease)" : যথা "কঠিন ক্ষত উপদংশ" একটি "সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাধি", কেননা এই দুরন্ত রোগের বিষ (virus) কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহমধ্যে সংক্রমিত হইলে তাহার রক্তদোষ ঘটে অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শরীরটি আক্রান্ত হয় (যথা

সহবাসের পর বিষটি সঙ্গমেন্দ্রিয়ে প্রথমে একটি ক্ষতাকারে প্রকাশ পায় ও পরে সঙ্গমেন্দ্রিয় হইতে উহা ওষ্ঠ, অঙ্গুলি, স্তনবৃন্ত, নাভী মলদ্বার প্রভৃতি শরীরের অপরাপর অংশেও বিকৃত হয়।) এ "একাঙ্গীন রোগ" দ্রষ্টব্য।

সাইকোসিস—অবরুদ্ধ প্রমেহ-বিষ (sycosis) ; "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

স্থানিকরোগ—"একাঙ্গীন রোগ" দ্রষ্টব্য।

স্বাস্থ্যবিধি—hygienic rules।

সুক্ষ্মাণু-সূক্ষ্ম—infinitesimal।

স্পর্শ-সংক্রমণ বা স্পর্শাক্রমক রোগ—প্রত্যক্ষ (direct) সংস্পর্শমাত্র সাহায্যে যে রোগ-বীজ কোন পীড়িত ব্যক্তি হইতে অপর কোন সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রমিত (অর্থাৎ, প্রবেশিত) হয়, তাহাকে "স্পর্শাক্রমক বা ছোঁয়াচে (contagious)" রোগ কহে ; যথা—কর্ণমূল-প্রদাহ (mumps), হুপকাসি (whooping-cough), ওলাউঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, ডিফথিরিয়া, বসন্ত, রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া, আন্ত্রিক-জ্বর প্রভৃতি রোগগুলি "সংক্রামক" ও "স্পর্শ-সংক্রমণ" (উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত) ব্যাধি।

"স্বতঃ-জনন"—abiogenesis or spontaneous generation.

স্বয়ম্ভূত—idiopathic.

অন্যান্য পারিভাষিক বা কঠিন শব্দের অর্থ, গ্রন্থের যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে।

নির্ঘণ্ট বা বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।

একজ্বর
এক
ওঃ
কা
কে

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলি।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—(বাঙ্গালা), ১০ম সংস্করণ সচিত্র পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত। বাটীর অভিভাবক পর্য্যটক হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি সকলের পক্ষেই উপযোগী। ৬৬৬ পৃষ্ঠা,

মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

২। পারিবারিক চিকিৎসা—(হিন্দি) ৩য় সংস্করণ, মূল্য ৸০ আনা।

৩। পারিবারিক চিকিৎসা—(উর্দ্দু) [যন্ত্রস্থ]।

৪। পারিবারিক চিকিৎসা—(ইংরাজী), শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

৫। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—প্রত্যেক গৃহস্থ ও শিক্ষার্থী পক্ষে উপযোগী। মূল্য ৸০ আনা।

৬। ভেষজলক্ষণসংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত। মূল্য ৭৷৷০ টাকা।

৭। ভেষজবিধান বা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া—৫ম সংস্করণ, মূল্য ১৷০ টাকা।

৮। ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা—মেটেরিয়া-মেডিকা সম্বলিত; মূল্য ৸০ আনা।

৯। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ, মূল্য। ... ৮

১০। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—(সচিত্র), মূল্য ।৵০ আনা ... ৩১৫

১১। ব্যবসায়ী—শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ... ৩১৯

... ১১৫

... ২২১

মূল্য ৸০ আনা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।